পুঁটিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্তা।

এই চিত্রপটখানি উদ্যোগপর্ব্বের ১৩ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিবেন।

ধর্ম্মনিরতা দেশহিতৈষিণী পরহিতপরায়ণা

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী।

সর্ব্বক্ষেমালয়েষু।

বিজ্ঞাপিতমিদং—

আদি সভা ও বনপর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এপর্য্যন্ত তাহাই বলিয়া আপনার পবিত্র করকমলে এই পরম পবিত্র মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্ব খানিও উপহার প্রদান করিলাম। প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিলে অর্থী গুরুভারসাধনে ক্রমেই অগ্রসর হয়। নিবেদন ইতি

বিনয়াবনত আশ্রিত।

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়।

মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক।

পুঁটিয়া নিবাসিনী দানশীলা শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী প্রদত্ত।

রাজা দুর্য্যোধনের রাজসভা।

ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

পরাৎপর নারায়ণ প্রসাদে আমরা ক্রমে ক্রমে ভারত-রূপ মহাসাগরের অনেক দূর আসিয়া উপনীত হইলাম। কিন্তু ইহা পুরোভাগে এখনও এত দূর বিস্তৃত রহিয়াছে যে, তাহা চিন্তা করিলেও শরীর কম্পান্বিত ও হৃদয় পর্য্যাকুল হইয়া উঠে। ফলতঃ, আমাদিগকে যে এখনও কত শত উত্তাল তরঙ্গ, ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত ও প্রবল প্রবাহবেগ প্রভৃতি সঙ্কটসঙ্কুল ভয়ঙ্কর স্থল সকল অতিক্রম করিতে হইবে; তাহা কে বলিতে পারে? আমার অবস্থা যেরূপ, কাল ও কর্ম্মের স্বভাব যেরূপ এবং সংসারের ও দৈবের গতি যেরূপ, তাহাতে যে এই বহুব্যয়সাধ্য দুরূহ বিষয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, তাহা আশা করাও অসম্ভব। তবে আমার ও আমার এই ক্ষুদ্র অধ্যবসায়ের সৌভাগ্যক্রমে উত্তরোত্তর সাহায্যদাতৃগণের সংখ্যা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে যে আমি এই ভারতসাগরের পারপ্রাপ্তি রূপ অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিব, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী, রাজা ও মহারাজ প্রভৃতি সকলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই অধ্যবসায় সমাধানার্থে একযোগ হইয়াছেন। বলিতে কি, আমি যে ভারতসাগরের এত দূর উপনীত হইয়াছি, পূর্ব্বোক্ত উদারচিত্ত মহাত্মাগণের সানুগ্রহ আনুকূল্যই তাহার কারণ। এস্থলে পুটিয়ানিবাসিনী স্বপ্র-

অধ্যায়	প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
„ „	দ্রৌপদীর উক্তি প্রত্যুক্তি	৭৫	২
২৫শ।	গোহরণ পর্ব্ব—দুর্য্যোধন সমীপে চরগণের		
„ „	প্রতিগমন	৭৮	৩
২৬শ।	কর্ণ ও দুঃশাসনের উক্তি	৭৯	২১
২৭শ।	দ্রোণের বক্তৃতা	৮১	৬
২৮শ।	ভীষ্মের উক্তি	৮২	৪
২৯শ।	কৃপের উক্তি	৮৪	১৩
৩০শ।	মৎস্যরাজ্যে সুশর্ম্মাদির যুদ্ধযাত্রা	৮৬	২
৩১শ।	বিরাটের যুদ্ধসজ্জা	৮৭	১৯
৩২শ।	বিরাট ও সুশর্ম্মার যুদ্ধ	৯০	২
৩৩শ।	বিরাটের পরাজয় ও মুক্তি এবং সুশর্ম্মার		
„ „	নিগ্রহ	৯২	১৬
৩৪শ।	বিরাটের বিজয়ঘোষণা	৯৭	৭
৩৫শ।	কুরুগণের গোধন অপহরণ	৯৯	২
৩৬শ।	উত্তরের আত্মশ্লাঘা এবং দ্রৌপদী কর্ত্তৃক বৃহন্নলার		
„ „	সারথ্যকীর্ত্তন	১০০	১৯
৩৭শ।	বৃহন্নলার সারথ্যভারগ্রহণ এবং উত্তরের		
„ „	যুদ্ধযাত্রা	১০২	১৮
৩৮শ।	উত্তরের ভয় ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আশ্বাস		
„ „	প্রদান	১০৫	২
৩৯শ।	কৌরবগণের অর্জ্জুনবিষয়ক কথোপকথন	১০৯	১৭
৪০শ।	উত্তরকে অস্ত্রগ্রহণার্থ অর্জ্জুনের আদেশ		
„ „	প্রদান	১১১	১০
৪১শ।	উত্তরের অস্ত্রাবরোপণ	১১২	৫
৪২শ।	উত্তরের অস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন	১১৩	৮
৪৩শ।	অর্জ্জুনের অস্ত্রপরিচয় দান	১১৪	১৭
৪৪শ।	অর্জ্জুনের ভ্রাতৃগণ সহিত আত্মপরিচয়		
„ „	দান	১১৬	৫
৪৫শ।	অর্জ্জুনের যুদ্ধসজ্জা	১১৮	১২
৪৬শ।	দ্রোণ কর্ত্তৃক উৎপাতবর্ণন	১২২	৮

সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দুর্য্যোধনভয়ে ভীত হইয়া, কি প্রকারে বিরাটরাজধানীতে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন? এবং ব্রহ্মপরায়ণা পতিব্রতা দ্রৌপদীই বা কি রূপে অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ যে প্রকারে বিরাটরাজধানীতে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেই বরলাভ করিয়া, আশ্রমে গমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর অরণীসহিত মন্থদণ্ড সেই তপস্বী ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন।

তদনন্তর ধর্ম্মপুত্র মহামনা রাজা যুধিষ্ঠির সমুদায় অনুজগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমরা দ্বাদশ বৎসর স্বরাজ্য হইতে প্রব্রজিত হইয়াছি; সম্প্রতি পরম ক্লেশজনক ত্রয়োদশ বৎসর সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি এমন কোন স্থান মনোনীত কর, যেস্থানে বসতি করত আমরা অরাতিগণ কর্ত্তৃক অবিদিত হইয়া, এই সংবৎসরকাল অতিবাহিত করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজাধিপ! আমরা ধর্ম্মের বরদানপ্রভাবে মনুষ্যগণের অবিদিত হইয়া, বিচরণ করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাসের নিমিত্ত পরম রমণীয় গুপ্ততম কতকগুলি রাষ্ট্রের কীর্ত্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে অভিরুচি হয়, বলুন। কুরুমণ্ডলীর চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, সুবিস্তীর্ণ কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র, এবং অবন্তি প্রভৃতি বহুন্নশালী রমণীয় জনপদ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কোন্ স্থান আপনার মনোনীত হয়, বলুন, তথায় আমরা এই সম্বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে পারি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! সর্ব্বভূতেশ ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা কহিয়াছেন, কদাচ অন্যথা হইবেক না, কিন্তু মন্ত্রণা পূর্ব্বক অবশ্যই এরূপ একটি রমণীয়, শিবদায়ক এবং সুখজনক বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে যে, যে স্থানে আমরা এই সম্বৎসরকাল অকুতোভয়ে বাস করিতে পারি। হে বৎস! ধর্ম্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ এবং মহাবল মৎস্যরাজ বিরাট আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব হে তাত! আমরা বিরাটরাজধানীতে তাঁহার কার্য্য সমাধান করত এই সংবৎসরকাল অবস্থান করিব।

হে কুরুনন্দনগণ! এক্ষণে আমরা বিরাটরাজসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইব, তাহা অবধারিত করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরদেব! আপনি তাঁহার রাষ্ট্রে কিরূপ কর্ম্ম করিবেন? হে রাজন্! আপনি মৃদু, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক এবং সত্যপরায়ণ; অতএব আপদাক্লিষ্ট হইয়া কি কার্য্য করিবেন? আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া সামান্য জনের ন্যায় দুঃখানুভব করিতে একান্ত অসমর্থ; অতএব এই ঘোর আপদ্ প্রাপ্ত হইয়া, কি প্রকারে ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ কুরুনন্দনগণ! আমি বিরাটরাজসমীপে গমন পূর্ব্বক যে কার্য্যে নিযুক্ত হইব, তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামে অক্ষহৃদয়জ্ঞ, দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া, মহারাজ বিরাটের সভাস্তারপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণ এবং লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মনোহর গুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব। এই রূপে আমি সামাত্য সবান্ধব বিরাট নৃপতির সন্তোষ সাধন করত কালাতিপাত করিব। ইহাতে কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। মৎস্যরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম। আমি যে রূপে বিরাটভবনে কালযাপন করিব, তাহা তোমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে হে বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাটরাজধানীতে বাস করিবে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি মৎস্যরাজ বিরাটের সমীপে উপনীত হইয়া "আমি পৌরগব, আমার নাম বল্লব" এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। আমি পাককার্য্যে বিলক্ষণ পারদর্শী; অতএব বিরাটভবনে বিবিধপ্রকার সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত পাচকগণ মহারাজের নিমিত্ত যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিত, আমি তাহা অপেক্ষা উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ সকল আহরণ করিয়া, মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিব। তাহাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি তথায় সকলের অন্নপানপ্রদানের প্রভু হইব। এপ্রকার অমানুষ কার্য্য সকল সাধন করিব, যে কিঙ্করগণ তদ্দর্শনে আমাকে রাজার ন্যায় মান্য করিবে। হে রাজন্! যদি মৎস্যরাজ আমাকে বলবান্ হস্তী ও মহাবল বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে আদেশ করেন, আমি তাহাও করিব, এবং সমাজের যে সকল নিযোধকগণ রঙ্গভূমিতে আমার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, আমি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, মহারাজের প্রীতি বর্দ্ধন করিব; কিন্তু সেই সময় মল্লগণকে নিহত করিব না, যাহাতে তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট না হয়, এরূপ করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব। আমাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, "আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পশুনিগৃহীতা, সূপকর্ত্তা, এবং মল্লযোদ্ধা ছিলাম এবং মত্তমাতঙ্গগণের সহিত ক্রীড়া করিতাম।" হে বিশাম্পতে! আমি সতত আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া এই রূপে বিরাটভবনে অজ্ঞাত বাস করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি খাণ্ডবদহনমানসে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, যে দাশার্হসহচর, মহাবল, মহাবাহু, বিজয়ী, নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন অর্জ্জুনের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, যিনি একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করত হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন, যিনি নাগরাজ বাসুকীর ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন; যিনি সমস্ত প্রতিযোধগণের প্রধান; সেই মহাবল পরাক্রমশালী অর্জ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাত বাস করিবেন? যেমন প্রতাপশালীর মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীর মধ্যে অনল, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে বৃষ; বর্ষণকারীর মধ্যে পর্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র; হস্তীর মধ্যে ঐরাবত; প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র, এবং সুহৃদের মধ্যে ভার্য্যা; সেইরূপ ধনঞ্জয় যাবতীয় ধনুর্দ্ধরের মধ্যে প্রধান। এক্ষণে সেই গাণ্ডীবধারী বীভৎসু কি কর্ম্ম করিবেন? ইনি ইন্দ্র ও বাসুদেব তুল্য প্রভাবশালী, পঞ্চ বর্ষ পুরন্দরপুরে বাস করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে মানবগণের অসাধ্য অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করত দিব্যাস্ত্র সমুদয় লাভ করিয়াছেন; আমি ইহাঁরে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বসু ও দশম গ্রহ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি; ইহাঁর বাহুদ্বয় দীর্ঘ, পরস্পর তুল্য বলশালী এবং জ্যাঘাতকঠিন। যেরূপ শৈলগণের মধ্যে হিমালয়, নদীগণের মধ্যে সমুদ্র, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বসুগণের মধ্যে অগ্নি, মৃগগণের মধ্যে শার্দ্দূল এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ; সেইরূপ সমস্ত বীরগণের মধ্যে প্রধান এই অর্জ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাত বাস করিবেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! বিরাটভবনে গমন পূর্ব্বক "আমি ক্লীব" এই বলিয়া পরিচয় দিব। আমার বাহুদ্বয়-

সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর; কিন্তু উহা আমি বলয় দ্বারা আচ্ছাদন করিব। আমি কর্ণদ্বয়ে সমুজ্জ্বল কুণ্ডল-যুগল, করদ্বয়ে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ করত আমার নাম "বৃহন্নলা" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। এই প্রকারে আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করত মৎস্যরাজসদনে অবস্থিতি করিব। এবং পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া, রাজার এবং অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব, আর মহারাজ বিরাটের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণকে বিবিধ নৃত্য, গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষা করাইব। এবং প্রজাগণের আচার ব্যবহার কীর্ত্তন করত স্বীয় মায়াবলে আত্ম-গোপন করিব। হে পাণ্ডব! রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব যে "আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সদনে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম।" হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই রূপে ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় আত্মগোপন পূর্ব্বক বিরাটরাজভবনে সুখে বিহার করিব। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইলেন। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নকুল! তুমি সুকুমার, শূর, প্রিয়-দর্শন এবং সুখসম্ভোগের উপযুক্ত; অতএব হে তাত! মৎস্য-রাজভবনে কি কর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বিচরণ করিবে?

নকুল কহিলেন, হে মহারাজ! আমি অশ্ববিজ্ঞান ও অশ্ব-

রক্ষণে কুশল এবং অশ্বচিকিৎসা ও অশ্বশিক্ষায় নিপুণ; এক্ষণে গ্রন্থিক নামে পরিচিত হইয়া, বিরাটরাজের অশ্বপরিরক্ষণে নিযুক্ত হইব। হে কুরুরাজ! আমিও আপনার ন্যায় অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকি। বিরাটনগরবাসী কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কহিব "আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম। হে রাজন্! আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাটরাজধানীতে বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! তুমি কি কার্য্য অবলম্বন করিয়া, বিরাটরাজসমীপে প্রচ্ছন্ন বেশে অবস্থিতি করিবে?

সহদেব কহিলেন, আমি গোসমূহের প্রতিষেধ, দোহন এবং সংখ্যান বিষয়ে নিপুণ, অতএব বিরাটরাজসমীপে তন্ত্রিপাল নামে আত্মপরিচয়প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার গোসঙ্খ্যাতা হইব। আপনি আমার নিমিত্ত দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি আমাকে সতত গোরক্ষণে নিযুক্ত করিতেন; তন্নিবন্ধন আমি ঐ বিষয়ের কৌশল সবিশেষ অবগত আছি। আমি গোসমুদায়ের লক্ষণ, চরিত ও তাহাদের শুভাশুভ সমস্ত পরিজ্ঞাত, এবং যাহাদের মূত্র আঘ্রাণ করিলে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, এরূপ সুলক্ষণসম্পন্ন বৃষভ সকলকেও অবগত আছি। হে রাজন্! গোচর্য্যায় আমার বিশেষ অনুরাগ আছে। আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্যরাজের সন্তোষ সাধন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমাদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর ভার্য্যা দ্রৌপদী মাতার ন্যায় পরিপালনীয়া এবং জেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়া, ইনি কি কার্য্য অবলম্বন করিয়া, তথায় কালযাপন করিবেন? এই পতিপ্রাণা সুকুমারী যশস্বিনী রাজ-

পুত্রী পাঞ্চালী অন্যান্য রমণীর ন্যায় কোনপ্রকার কার্য্য-সাধনে সমর্থ নহেন। ইনি জন্মাবধি কেবল মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভারত! লোকে শিল্পকার্য্যের নিমিত্ত সৈরিন্ধ্রী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সৎকুলজাতা রমণীগণ কদাচ ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া লোকের সংস্কার আছে। অতএব আমি কেশসংস্কারকুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তথায় আত্মপরিচয় প্রদান করিব। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, কহিব, আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে দ্রৌপদীর পরিচারিকা ছিলাম। হে মহারাজ! আমি এই রূপে আত্মগোপন পূর্ব্বক রাজভার্য্যা যশস্বিনী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, অবশ্যই নিযুক্ত করিবেন। অতএব আপনি আমার নিমিত্ত দুঃখিত হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তম কহিয়াছ। তুমি শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না; নিরন্তর সাধুব্রতেই অনুরক্ত থাক। অতএব সাবধান যেন, শত্রুগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না; যেন সেই পাপপরায়ণ ধূর্ত্তেরা পুনরায় সুখী না হয়।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা বিরাটরাজ্যে যে যে কার্য্যে নিযুক্ত হইবে তাহা কীর্ত্তন করিলে, এবং আমিও যাহা করিব, তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে আমাদের পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীর পরিচারিকা রমণীগণ, সূত এবং পৌরগবগণের

সহিত দ্রুপদনিবেশনে গমন পূর্ব্বক অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ লইয়া দ্বারবতী নগরীতে গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই কহিবেন যে, “পাণ্ডবেরা দ্বৈতবনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় গমন করিয়াছেন, আমরা তাহার কিছুই জানি না”।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া, পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সস্নেহ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সুহৃৎ, যান, ব্রাহ্মণ, প্রহরণ ও অগ্নি বিষয়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিলে। এক্ষণে আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে সতত রক্ষা করিবেন। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সমস্ত লোকবৃত্ত বিলক্ষণ অবগত আছ; কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদ্গণের অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে ইতিকর্ত্তব্যতাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজপুত্রগণ! তোমরা রাজভবনে বাস করিবে, অতএব এক্ষণে আমি রাজকুলের বিষয় বলিতেছি। যিনি রাজকুলের বিষয় সমস্ত পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাকেও অতি কষ্টে তথায় কালযাপন করিতে হয়। তোমরা বিরাটভবনে সম্মানিত বা অবমানিতই হও, এই সম্বৎসরকাল অজ্ঞাত বাস করিবে; পরে চতুর্দ্দশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যথাসুখে বিচরণ করিতে পারিবে।

হে পাণ্ডবগণ! রাজা শস্ত্রময় অগ্নি স্বরূপ; অতএব প্রতীহারী দ্বারা নিবেদন করিয়া, তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিবে। রাজভবনে প্রতিষ্ঠা লাভ

করিলেও কদাচ রহস্য বিষয়ে লিপ্ত হইবে না। যেখানে অন্যে পরাভব করিতে না পারে, সেই স্থানে উপবেশন করিবে। আমি মহারাজের প্রিয়পাত্র যিনি এই মনে করিয়া তাঁহার অনুমতিব্যতিরেকে তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ অথবা রথে আরোহণ না করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ। যেস্থানে উপবিষ্ট হইলে, দুষ্ট লোকেরা শঙ্কিত হয়, যে ব্যক্তি এরূপ স্থানে উপবেশন না করে, সেই রাজভবনে বাস করিবার উপযুক্ত। রাজা জিজ্ঞাসা না করিলে, তাঁহাকে কোন উপদেশ প্রদান করা উচিত নহে। উপযুক্ত অবসরে তাঁহার সৎকার ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক আরাধনা করা কর্ত্তব্য। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, মিথ্যাবাদী মন্ত্রীকে নিয়ত অপমানিত করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজমহিষী, অন্তঃপুর-চারী, রাজবিদ্বেষী, এবং যে ব্যক্তি রাজার প্রতি অহিতাচার প্রকাশ করে তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবেন না। অতি সামান্য কার্য্যেও রাজার অনুমতি গ্রহণ করিবেন। রাজার নিকট এইরূপ ব্যবহার করিলে, কদাচ তাঁহাকে বিপদাপন্ন হইতে হয় না। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত অথবা নিয়োজিত না হইলে, মর্য্যাদা স্মরণ পূর্ব্বক জন্মান্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র এবং ভ্রাতা প্রভৃতিও মর্য্যাদা ভঙ্গ করিলে, ভূপালগণ আর তাহারে সমুচিত সমাদর করেন না। রাজাকে অগ্নি এবং দেবতা জ্ঞান করত তাঁহার আরাধনা করিবে। যে ব্যক্তি মিথ্যা উপচার দ্বারা রাজার উপাসনা করে, রাজা অবশ্যই তাহাকে বিনষ্ট করেন, সংশয় নাই। প্রভু যে বিষয়ে আদেশ করেন, প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক তাহা প্রতিপালন করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যনির্ণয়স্থলে যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই

স্বামিসন্নিধানে বর্ণন করিবে। যে স্থলে প্রিয় এবং হিতকর বাক্য দুর্লভ, তথায় হিতকর বাক্যই বলিবে। কদাচ স্বামিবাক্যে অবহেলা করিবে না। স্বামিসম্বন্ধে যাহা অপ্রিয় এবং অহিতকর সেরূপ বাক্য কখন বলিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি "আমি রাজার প্রিয় নহি" এইরূপ বিবেচনা করিয়া, রাজসেবা করিবেন। এবং সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও যত্নশীল হইয়া, তাঁহার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিবেন। যে ব্যক্তি রাজার অনিষ্টচেষ্টা, অনধিকারচর্চ্চা এবং রাজার অহিতকারিগণের সহবাসবিমুখ হয়; সেই ব্যক্তিই রাজসমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। ধীমান্ ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেন; কারণ,রাজার পশ্চাৎ ভাগ অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্যগণের অধিকৃত এবং পুরোভাগ বিস্তীর্ণ আসনে অলঙ্কৃত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। কোন গোপনীয় বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেও অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না; কারণ ইহাতে সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট অবিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। রাজা যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাহা অন্যের নিকট প্রকাশ করা অনুচিত কারণ তাঁহারা অনৃতবাদী ব্যক্তিদিগের প্রতি অসূয়া প্রকাশ এবং পণ্ডিতাভিমানীদিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। "আমি শূর" "আমি বুদ্ধিমান্" এইরূপ অভিমান বশত রাজসমীপে গর্ব্বিত হইবে না। যিনি অপ্রমত্ত চিত্তে রাজার প্রিয়কার্য্য সাধন ও হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই তাঁহার প্রণয়ভাজন হইয়া বিবিধ ঐশ্বর্য্য সুখ ভোগ করিতে পারেন। যাঁহার কোপে মহাকম্প এবং প্রসাদে মহাফল লাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার অপ্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে?

রাজসন্নিধানে ওষ্ঠ, ভুজ বা জানু সঞ্চালন কিম্বা উচ্চ

বাক্য প্রয়োগ দ্বারা চাপল্য প্রকাশ না করিয়া, সতত স্থির ভাবে অবস্থিতি করিবে। নিঃশব্দে বায়ু ও নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিবে। অতিহাস্য দ্বারা উন্মত্ততা ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক হাস্যসম্বরণ দ্বারা নিতান্ত গাম্ভীর্য্যভাব প্রকাশ না করিয়া, মৃদুহাস্য প্রকাশ করিবে। যিনি লাভে হৃষ্টচিত্ত এবং অপমানে ব্যথিত না হন, এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত ভাবে থাকেন, তিনিই রাজসমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে বিচক্ষণ অমাত্য রাজার অথবা রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনিই চির কাল রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণ বশত নিগ্রহভাজন হইলেও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ্ লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি রাজার বিষয়ে বাস এবং যে ব্যক্তি রাজাকে আশ্রয় করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সে রাজার সাক্ষাতেই হউক বা অসাক্ষাতেই হউক, তাঁহার গুণানুবাদ করিবে। যে অমাত্য বল প্রয়োগ পূর্ব্বক রাজার নিকট বিষয়ভোগের প্রার্থনা করে, সে স্বীয় পদে চিরস্থায়ী থাকিতে পারে না; প্রত্যুত, তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না। এবং সতত রাজাকে শিক্ষা প্রদান করিতে উদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্, পরাক্রান্ত, সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, জিতেন্দ্রিয়, এবং ছায়ার ন্যায় সতত অনুগত, সেই ব্যক্তিই রাজসমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। রাজা অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, "ইহা কি আমি করিব" এই বলিয়া যে ব্যক্তি অগ্রসর হয়; সেই ব্যক্তিই রাজসমীপে বাস করিতে পারে। রাজা আপনার অধিকারেই হউক বা পরাধিকারেই হউক, কোন কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলে, যিনি সেই কার্য্য সাধনে পরাঙ্মুখ না

হন, তিনিই রাজসমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে ব্যক্তি প্রবাসী হইয়া, প্রণয়াস্পদ পুত্রকলত্রাদিকে স্মরণ না করে, এবং ভাবী সুখের নিমিত্ত উপস্থিত দুঃখ সহ্য করিতে পারে, সেই রাজসমীপে বাস করিতে সমর্থ। কদাচ রাজার সদৃশ বেশ ভূষা করিবে না; রাজার নিকট অতিশয় হাস্য করিবে না ও অন্যের সাক্ষাতে মন্ত্রণা সকল ব্যক্ত করিবে না। কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অর্থলালসা পরিহার করিবে; কারণ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে, বধ ও বন্ধনভয়ের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু প্রসাদ স্বরূপ যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রদান করেন, তাহাই সতত ব্যবহার করিবে। এইরূপ বিবেচনা সহকারে কার্য্য করিলেই রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারা যায়।

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা যত্নসহকারে এইরূপ আচরণ করিয়া, বিরাটরাজভবনে এই সম্বৎসর কাল অতিবাহিত কর। পরে স্বীয় রাজ্য লাভ করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমাদিগকে যে সকল হিতজনক উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথা করিব না। জননী কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আমাদের এরূপ উপদেষ্টা কেহ নাই। অতএব আমরা এক্ষণে কি প্রকারে এই দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার লাভ করিব, তাহার উপায় বিধান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্বিজসত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, গমনোচিত সমুদয় আয়োজন করিলেন। এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, তাঁহাদিগের সমৃদ্ধি লাভ ও পৃথিবীবিজয়ের নিমিত্ত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ সেই অগ্নি এবং তপোধন

দ্বিজগণকে প্রদক্ষিণ করত দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া, প্রস্থান করিলেন। অনন্তর জাপকপ্রধান মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগের অগ্নিহোত্র সমুদয় গ্রহণ করত পাঞ্চালনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যাদবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক অশ্বরথ রক্ষা করত পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধনুর্দ্ধারী মহাবল বীর্য্যশালী পাণ্ডবগণ স্বরাজ্যলাভপ্রত্যাশায় বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া,গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন, এবং ধনু, খড়্গ, আয়ুধ ও তূণ গ্রহণ পূর্ব্বক পদব্রজে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলেন। সেই মহাবল ধন্বীগণ কখন গিরিদুর্গে কখন বা বনদুর্গে অবস্থান পূর্ব্বক মৃগয়া করত গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া সেই বদ্ধনিস্ত্রিংশ, বিবর্ণ ও শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ "আমরা লুব্ধক" এইরূপ বলিতে বলিতে বন অতিক্রম করিয়া, মৎস্যরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! এই বিবিধ শস্যক্ষেত্র ও পথ সমুদয় দৃষ্টি করিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, বিরাটের রাজধানী অতি দূরবর্ত্তী হইবে; আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অবস্থিতি করুন।

যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমরা অদ্যই

এই বন অতিক্রম করিয়া, রাজধানীতে বাস করিব; অতএব তুমি প্রযত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর গজরাজসন্নিভ অর্জ্জুন পাঞ্চালীকে বহন করত অবিলম্বে নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অবতারিত করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! আমরা এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কোথায় রাখিয়া পুরপ্রবেশ করিব? যদি আমরা এই সকল আয়ুধ গ্রহণ করত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হই; তাহা হইলে, নগরবাসীরা সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইবে, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, এই প্রকাণ্ড গাণ্ডীব ধনু প্রায় সকল মনুষ্যই বিদিত আছে; অতএব ইহা লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে, সকলে আমাদিগকে জানিতে পারিবে। এবং আমাদের একজনকে জানিতে পারিলে, প্রতিজ্ঞানুসারে সকলকেই পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ বনে গমন করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মনুজাধিপ! ঐ শৈলশৃঙ্গের সন্নিহিত শ্মশান সমীপে দুরারোহ ভীমশাখাবিশিষ্ট এক শমীবৃক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। ঐস্থান সিংহব্যালনিষেবিত ও দুর্গম বনে পরিবৃত; বিশেষতঃ, প্রেতভূমির সমীপে এমন কোন মনুষ্য নাই যে, উহাতে অস্ত্র স্থাপন করিবার সময় আমরা তাহার নয়নপথে পতিত হইব। অতএব আমরা ঐ শমী-বৃক্ষে অস্ত্র সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া, নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক সচ্ছন্দে বিচরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া, অস্ত্র শস্ত্র সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুরুপুঙ্গব অর্জ্জুন এক রথে যাহা দ্বারা দেব, নাগ, ও মনুষ্যদিগকে পরাজিত এবং জনপদ সমস্ত বশীভূত করিয়া-ছিলেন, সেই গভীরনিস্বন সপত্নবলনিসূদন মহাভয়ঙ্কর গাণ্ডীব

শরাসন মৌর্ব্বীশূন্য করিলেন। পরন্তপ যুধিষ্ঠির যে ধনু দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন,সেই ধনুর অক্ষয় শিঞ্জিনী মোচন করিলেন। মহাবল ভীম দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া যে ধনু দ্বারা একাকী শত্রুগণকে দূরীকৃত ও পাঞ্চালদেশ পরাজিত করিয়াছিলেন; বজ্রবিস্ফোট অথবা পর্ব্বতবিদারণের ন্যায় যাহার টঙ্কারধ্বনি শ্রবণ করত অরাতিগণ রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে; যাহার বলে মহাবল সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যা মোচন করিলেন। যিনি রূপে ও কুলে অনুপম বলিয়া নকুল নামে প্রসিদ্ধ,সেই ইন্দ্রসদৃশ মিতভাষী মাদ্রীতনয় যে শরাসন দ্বারা পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন; তাহারও জ্যা অবতারিত করিলেন। দক্ষিণাচারসম্পন্ন সহদেব যে ধনু দ্বারা দক্ষিণ দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও জ্যা বিমোচিত হইল। অনন্তর সেই সকল ধনু, দীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ এবং ক্ষুরধার শর একত্র সঙ্কলিত হইলে ধর্ম্মরাজ নকুলকে কহিলেন, হে বীর! তুমি এই শমীবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক এই সকল অস্ত্র শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর। তখন নকুল সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, উহার যে সকল স্থান দৃঢ় ও যাহার বহির্ভাগে বারিবর্ষণ হয়, সেই স্থানে পাশ দ্বারা ঐ সমস্ত অস্ত্র সুদৃঢ় রূপে বন্ধন করত রক্ষা করিলেন। মনুষ্যেরা শবদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, দূর হইতেই ঐ বৃক্ষ পরিহার করিবেক,এইরূপ বিবেচনা করত তাঁহারা উহাতে একটী মৃতশরীর আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকলের নিকট এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন, “আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষপরম্পরাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে আমরা অশীতিশতবর্ষদেশীয় মাতার মৃতদেহ এই বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলাম। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির

আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটী গোপনীয় নাম রাখিয়া, কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাত বাস করিবার নিমিত্ত মৎস্যরাজনগরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়। (১)

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে গমন করিতে করিতে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গা দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন; হে যশোদাগর্ব্ভসম্ভূতে, নারায়ণবরপ্রিয়ে, নন্দগোপবংশজে,মঙ্গল্যে, কুলবিবর্দ্ধিনি, কংসাস্থরবিঘাতিনি; অস্থরগণভয়ঙ্করি ভগবতি! আপনি বাসুদেবের ভগিনী, দুর্দ্দান্ত কংসাস্থর বল প্রয়োগ পূর্ব্বক আপনাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি তাহার হস্ত হইতে অনায়াসে অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন। হে দেবি! আপনি দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করত পরম শোভা ধারণ করিয়াছেন; আপনার করে অরাতিগণনিসূদন তীক্ষ্ণধার

---

(১) বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ এই অধ্যায়টী একবারেই পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি কারণে এরূপ করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, যদিও সকল পুস্তকে এই অধ্যায় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণ দুস্তর অদুস্তর সকল কার্য্যেই কোন না কোন দেবতার অভিমুখ্য প্রার্থনা করেন, আমরা এই ভাবিয়াই অন্যবিচারণাপরাঙ্মুখ হইয়া, এসিয়াটিক্‌সোসাইটীর মুদ্রিত মূল পুস্তক দৃষ্টে ইহা অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

খড়্গ ও খেটক সুশোভিত হইতেছে। হে ভারাবতরণে! হে পুণ্যে! হে শিবে! যাঁহারা একতান চিত্তে আপনার স্মরণ করে, আপনি পঙ্কে অবসন্ন দুর্ব্বল গোর ন্যায় তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

সহানুজ রাজা যুধিষ্ঠির দেবীর দর্শনলাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া, বিবিধ প্রকারে পুনরায় তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে বালসূর্য্যসমপ্রভে, পূর্ণচন্দ্রনিভাননে, চতুর্ভুজে, চতুর্ব্বক্ত্রে, পীনশ্রোণিপয়োধরে, ময়ূরপিচ্ছবলয়ে, কেয়ূরাঙ্গদধারিণি! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছেন। হে খেচরি! ব্রহ্মচর্য্যই আপনার পবিত্র স্বরূপ, আপনি কৃষ্ণের ন্যায় দীপ্তিমতী, আপনার বাহু শক্রধ্বজের ন্যায় বিশাল, আপনি পাত্র, চক্র এবং ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আপনার শ্রবণযুগল, সুবর্ণ কুণ্ডলে বিভূষিত, মুখমণ্ডল চন্দ্রবিস্পর্দ্ধী, কেশকলাপ পরম রমণীয় ও মুকুট অতি বিচিত্র। হে ভগবতি! আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ কাঞ্চীগুণ দ্বারা বিভূষিত হইয়া, বিষধরপরিবৃত মন্দর ভূধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন; শিখিপুচ্ছবিনির্ম্মিত সমুন্নত ধ্বজদণ্ডে আপনার কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে! হে দেবি! আপনি কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রিদশগণ আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন। আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন। আপনি জয়া, বিজয়া ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব হে বরদে! সম্প্রতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে বিজয় প্রদান করুন। হে সর্ব্বমঙ্গলে! নগরাজ বিন্ধ্যাচল আপনার নিত্যবাসস্থান। হে কালি! হে মহাকালি! হে

সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে! যাত্রাকালে ভূতগণ আপনার অনুগমন করিয়া থাকে। হে ভারাবতারিণি! যাঁহারা প্রভাত কালে আপনার স্মরণ ও প্রণাম করে, তাহাদের অনায়াসেই ধনপুত্র লাভ হয়। হে দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া দুর্গা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কান্তারে অবসন্ন, মহার্ণবে নিমগ্ন ও দস্যুহস্তে পতিত ব্যক্তির আপনিই একমাত্র গতি। হে মহাদেবি! জলপ্রতরণে, কান্তারে, এবং অরণ্যমধ্যে বিপন্ন হইয়া,আপনার স্মরণ করিলে, কদাচ অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা, এবং দয়া স্বরূপা। আপনার পূজা করিলে,নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুমাত্র থাকে না। হে ভক্তবৎসলে! হে শরণাগতপালিকে! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।

দেবী রাজার এইপ্রকার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! তুমি আমার প্রসাদে শীঘ্রই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহো! তুমি সমস্ত কৌরব পরাজয় করত ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীতি লাভ করিয়া,অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। তোমার সৌখ্য ও আরোগ্যলাভ হইবে। হে রাজন্! যে সকল পুণ্যশীল ব্যক্তি আমার নাম কীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া, তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ু, অপূর্ব্ব দেহ ও পুত্র প্রদান করি। হে ধর্ম্মরাজ! যাহারা প্রবাস, নগর, শত্রু, সঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন, কানন, পর্ব্বত এবং সাগরপ্রভৃতি দুর্গম স্থলে পতিত হইয়া, তোমার ন্যায় আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। হে পাণ্ডবগণ! যাহারা

ভক্তি সহকারে এই স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে বৎসগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া, বলিতেছি, তোমরা বিরাটনগরে বাস করিলে, তত্রত্য লোক সমুদয় ও কৌরবগণ কেহই তোমাদিগকে জানিতে পারিবে না।

দেবী পাণ্ডবগণকে এই কথা বলিয়া তাঁহাদিগের রক্ষা-বিধান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায় দুরাসদ, কৌরববংশবর্দ্ধন, মহানুভব মহাযশা নররাজ যুধিষ্ঠির প্রথমে বৈদূর্য্য এবং কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকা সকল বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, সভাসীন রাষ্ট্রপতি যশস্বী বিরাট সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বল দ্বারা সাক্ষাৎ অমরের ন্যায়, মহামেঘসংবৃত দিবাকরের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকাল মধ্যে জলদজাল-পরিবৃত শশির ন্যায় সেই মহাত্মাকে সভাগত দেখিয়া, মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভ্যগণ! ইনি কে প্রথমে আসিয়াই নরপতির ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন? ইনি ব্রাহ্মণ নহেন। ইহাঁর আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা বোধ হয়, ইনি অবশ্যই কোন নরপতি হইবেন। ইহাঁর সমভিব্যাহারে দাস, রথ অথবা কুঞ্জর কিছুই নাই, তথাপি ইনি দেবরাজের ন্যায় শোভা পাইতে-

ছেন। যেমন মদমত্ত হস্তী অকুতোভয়ে নলিনীর নিকট উপস্থিত হয়, ইনিও সেইরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, ইহাঁকে দেখিয়া আমার মন প্রফুল্ল হইতেছে।

বিরাটরাজ এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকানির্ব্বাহের নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। প্রার্থনা, এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার অভিলাষানুরূপ কার্য্য সাধন করিব। তখন মৎস্যরাজ সাতিশয় হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও অভিবাদন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি এক্ষণে কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আগমন করিতেছ? তোমার নাম ও গোত্র কি? এবং তুমি কি কি শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ? আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি বৈয়াঘ্রপদগোত্র ব্রাহ্মণ; আমার নাম কঙ্ক। আমি পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয়সখা ছিলাম। দ্যূতক্রীড়ায় আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে।

বিরাটরাজ কহিলেন, আমি তোমার অভিলাষপূরণে সম্মত আছি; তুমি মৎস্যদেশ শাসন কর; আমি তোমার একান্ত বশতাপন্ন; দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিগণ আমার নিতান্ত প্রিয় পাত্র। অতএব তুমিও আমার প্রিয়পাত্র। হে অমরোপম! তুমি রাজ্যলাভের একান্ত উপযুক্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন্! আমি হীন ব্যক্তির সহিত কখন দ্যূতক্রীড়া এবং পরাজিত ব্যক্তিকে কখন ধন প্রত্যর্পণ করিব না। আপনি কৃপা করিয়া, আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার

অহিতকারী ব্রাহ্মণকেও বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিব এবং অন্যে তোমার অপ্রিয়াচরণ করিলে, তাহার প্রাণ নাশ করিব।

হে সমাগত জানপদবর্গ! তোমরা শ্রবণ কর; অদ্য হইতে প্রিয়সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক! তুমি অদ্য হইতে আমার সখা হইলে; আমি যেরূপ যান ও বাহনাদি ব্যবহার করিয়া থাকি, তুমিও সেইরূপ যান বাহনাদি ব্যবহার এবং ইচ্ছানুরূপ বহুবিধ বস্ত্র ও অন্ন পানাদি উপভোগ করিবে। তোমাকে গৃহের দ্বার সকল মোচন করিয়া দিতেছি, তুমি সর্ব্বদাই আমার বাহ্যান্তর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবে। কোন ব্যক্তি জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে, তুমি অকুতো ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাইবে, আমি নিশ্চয় তাহার বাসনা পূর্ণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে নরর্ষভ যুধিষ্ঠির মৎস্যরাজের সমাগম লাভ করত পরম সমাদৃত হইয়া, পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন; তাঁহার সেই বৃত্তান্ত কেহই জানিতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবল সিংহবিলাসবিক্রম সকললোকপ্রকাশক রবির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ সুদৃঢ়কলেবর ভীমসেন অসিত বসন পরিধান এবং কোষনিষ্কাশিত কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণধার অসি, মন্থদণ্ড ও দর্বী ধারণ পূর্ব্বক সূপকারবেশে

বিরাটসমীপে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ অস্তিকাগত ভীমসেনকে দেখিয়া সমাগত জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, ঐ যে প্রভাকরের ন্যায় তেজস্বী, রূপবান্, সিংহ সদৃশ উন্নত-স্কন্ধ, অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে? আমি অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও উহাঁর অভিপ্রায় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব তোমরা অবিলম্বে পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উনি গন্ধর্ব্বরাজ অথবা দেবরাজই হউন; আমি বিচার না করিয়াই উহাঁর মনোরথ পূর্ণ করিব।

তখন বিরাটরাজের আদেশানুসারে তাহারা শীঘ্র ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদায় রাজবাক্য নিবেদন করিল। বৃকোদর মৎস্যরাজসমীপে উপনীত হইয়া, অকুতোভয়ে কহিলেন, মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব; আমি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি। আপনি আমাকে গ্রহণ করুন।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! রূপ, শোভা ও বিক্রম দর্শনে তোমারে দেবরাজ অথবা নৃপোত্তমের ন্যায় বোধ হইতেছে, কখন সূপকার বলিয়া বোধ হয় না।

ভীম কহিলেন, হে নররাজ! আমি সূপকার, আপনার পরিচারক। পূর্ব্বে আমি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সূপকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। আমি যে কেবল সূপকার্য্যেই পারদর্শী এমন নহে; আমার সদৃশ বাহুযোদ্ধা ও বলবান্ অতি দুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতাম। এক্ষণে সতত আপনার প্রিয়কার্য্য সাধন করিব, মানস করিয়াছি।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিলাম, তুমি এক্ষণে মহানসে অধিকার গ্রহণ কর। কিন্তু এই কার্য্য তোমার উপযুক্ত নহে, তুমি সসাগরা মেদিনীমণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক

ঐ কার্য্য গ্রহণ করিলে; আমি তোমাকে তথাকার সকলের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।

ভীমসেন এইরূপ মহানসে নিযুক্ত হইয়া, মৎস্যরাজের প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য কেহই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী কৃষ্ণবর্ণ সুকোমল আকুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ বেণীরূপে বন্ধন ও দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষেপণ পূর্ব্বক অতিশয় মলিন এক-মাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। পুরবাসী স্ত্রীপুরুষগণ তাঁহাকে দর্শন করত দ্রুতপদসঞ্চারে তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, তুমি কে? কি কর্ম্ম করিতে তোমার অভিলাষ? তিনি কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী; যিনি আমাকে প্রতিপালন করিবেন, আমি তাঁহার কার্য্য করিব। আমি এই নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। পুরবাসিগণ তাঁহার মনো-হর রূপলাবণ্য, বেশবিন্যাস এবং সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিল না। সেই সময়ে কেকয়রাজনন্দিনী বিরাটরাজের প্রেয়সী মহিষী প্রাসাদ হইতে ইতস্তত অবলোকন করিতেছিলেন; ইত্যব-সরে পাণ্ডবমহিষী দ্রুপদনন্দিনী তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে তাদৃশ রূপলাবণ্যবতী, অনাথা এবং একবস্ত্রপরীধানা দেখিয়া আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কি কার্য্য করিতেই বা ইচ্ছা কর?

হে রাজেন্দ্র! দ্রৌপদী কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারু রূপে তাঁহার কার্য্য সমাধান করিব। আমি এই নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যেরূপ কহিলে, ভবাদৃশী রমণীগণের পক্ষে তাহা কখনই হইতে পারে না। প্রত্যুত, তুমিই বহুতর দাসদাসীগণের কর্ত্রীপদের উপযুক্তা। তোমার গুলফ অনুচ্চ,ঊরুদ্বয় সংহত,নাভিদেশ অতিগভীর, অঙ্গুষ্ঠ, নিতম্ব,স্তন, পাদপৃষ্ঠ, পদনখ এবং পাণিতল এই ষড়ঙ্গ উন্নত; করতলদ্বয়, পদতলযুগল ও বদন এই পঞ্চাঙ্গ রক্তবর্ণ; বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, পয়োধর ও নিতম্ব স্থূলতর; নেত্রলোম কুটিল,ওষ্ঠ বিম্বসদৃশ, কটিদেশ ক্ষীণ,গ্রীবা কম্বুর ন্যায়, শিরা সকল অদৃশ্য, অঙ্গ শ্যামবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ পরম রমণীয়। তুমি কাশ্মীরী তুরঙ্গীর ন্যায় এবং শারদীয়পদ্মপলাশলোচনা শারদীয় পদ্ম সদৃশ গন্ধবতী শারদীয়পদ্মপ্রিয়া পদ্মালয়ার ন্যায় মনোহর রূপ ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ। অতএব হে ভদ্রে! তুমি কে?তুমি কোন রূপেই দাসী হইবার উপযুক্ত নহ; তুমি যক্ষী, দেবী, গন্ধর্ব্বরমণী, অপ্সরকামিনী, ভুজঙ্গবনিতা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী, অথবা স্বয়ং রোহিণী কি অলম্বুষা কি মিশ্রকেশী, পুণ্ডরীকা কি মালিনী অথবা ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মার গৃহিণী,ব্রহ্মাণী কি দেবকন্যাগণের মধ্যে বিখ্যাতা কোন দেবকন্যা হইবে? যাহা হউক, তুমি কে? বল।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী অথবা রাক্ষসী নহি। আপনাকে সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিন্ধ্রী; আমি কেশসংস্কার, বিলেপন, এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমসমূহের বিচিত্র মনোহর মালা গ্রন্থন করিয়া থাকি। আমি প্রথমে কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী সত্যভামা,

পরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী পাণ্ডবগণের গুণবতী ভার্য্যা দ্রৌপদীর সেবা করিয়াছিলাম। সেই সেই স্থানে সমুচিত অশন বসন লাভ করত পরম সুখে কাল যাপন করিতাম। স্বয়ং দেবী আমার নাম “মালিনী” রাখিয়াছিলেন। হে সুদেষ্ণে! অদ্য আমি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে মস্তকে স্থান প্রদান করিতে পারি; কিন্তু পাছে তোমার নিমিত্ত রাজার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এই নিমিত্ত ভয় হইতেছে। যখন এই রাজকুল ও আমার গৃহবাসিনী রমণীগণও একতান মনে অনিমিষ নয়নে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং আমার আলয়জাত বৃক্ষরাজি তোমার দর্শনাভিলাষে অবনত হইতেছে, তখন তোমার রূপমাধুরী দর্শনে কোন্ পুরুষের মন বিচলিত না হইবে? হে বরারোহে! হে সুশ্রোণি! মহারাজ বিরাট তোমার অমানুষ রূপলাবণ্য দর্শনে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন। হে তরলায়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি অনুরাগের সহিত দৃষ্টিপাত করিবে অথবা হে চারুহাসিনি! যে পুরুষ তোমাকে সতত অবলোকন করিবে, সে অবশ্যই পঞ্চশরের বশবর্ত্তী হইবে। মনুষ্য যেরূপ আত্মবিনাশের নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমাকে রাজভবনে স্থান প্রদান করাও আমার পক্ষে সেইরূপ। অধিক কি, কর্কটী যেরূপ আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ত্ত ধারণ করে; তোমারে বাসস্থান প্রদান করিলে আমার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি! বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমাকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। কারণ পাঁচজন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী, তাঁহারাই সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন

অথবা পাদপ্রক্ষালন না করান, আমার স্বামী গন্ধর্ব্বগণ তাঁহা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যে পুরুষ ইতর রমণীর ন্যায় আমার প্রতি লোভ প্রকাশ করে, সেই রাত্রিই তাহাকে শমনসদনে গমন করিতে হয়। কোন পুরুষ আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিপ-তিত হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে আমারে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে আনন্দদায়িনি! তোমার অভি-লষিত বাসস্থান প্রদান করিতেছি; তোমাকে কখন অন্যের উচ্ছিষ্টস্পর্শ বা পাদ প্রক্ষালন করিতে হইবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! পতিপ্রাণা দ্রৌপদী বিরাটভার্য্যা সুদেষ্ণা কর্ত্তৃক এই রূপে পরিসান্ত্বিত হইয়া, তদীয় ভবনে বাস করিতে লাগিলেন; কেহই তাঁহারে জানিতে পারিল না।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদের ভাষা অভ্যাস করিয়া, বিরাটরাজ সমীপে গমন করিলেন। তিনি রাজসদনের নিকটবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন; মহারাজ বিরাট তাঁহাকে দর্শন করত সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া, তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরুনন্দনকে নরর্ষভের ন্যায় রূপ সম্পন্ন অবলোকন করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন, তাত! আমি তোমারে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই; তুমি কাহার তনয়, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং

কি অভিপ্রায়েই বা এখানে আগমন করিয়াছ,আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

সহদেব মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি পূর্ব্বে কৌরবগণের গোসংখ্যাতা ছিলাম। সম্প্রতি সেই রাজশার্দ্দূল পাণ্ডবগণ কোথায় গমন করিয়াছেন,কিছুই জানি না; আমিও কর্ম্মচ্যুত হইয়া জীবিকানির্ব্বাহে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়প্রধান; আপনার নিকট থাকিতে বাসনা করি, অন্যত্র গমন করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ! তুমি সত্য করিয়া আমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান কর; তোমার আকৃতি দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা সসাগরা মেদিনীমণ্ডলের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় হইবে। বৈশ্যকর্ম্ম কোন রূপেই তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছ ও কি কি শিল্পকর্ম্ম করিতে পার? কি প্রকারেই বা আমার নিকট বাস করিবে? এবং কিপ্রকার বেতনই বা প্রার্থনা কর?

সহদেব কহিলেন, পাণ্ডবগণের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র, অন্যের দশ সহস্র এবং অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম। লোকে আমাকে তন্তিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো সমুদায়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কিছুই আমার অবিদিত নাই। মহাত্মা কুরুরাজ আমার গুণরাশির বিষয় অবগত এবং আমার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। যে সকল উপায়ে গো-সংখ্যার বৃদ্ধি এবং তাহাদিগের কোন রোগ না জন্মে, আমি তাহাও বিদিত আছি। আমি এই সকল 'শিল্প' অবগত আছি।

হে রাজন্! যে সকল বৃষভের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যাও গর্ব্ভিণী হয়, আমি সেই সমস্ত পূজিতলক্ষণ বৃষকেও অবগত আছি।

বিরাটরাজ কহিলেন,আমার পশুশালায় বিবিধগুণবিশিষ্ট বহুসহস্র পশু সমাহিত রহিয়াছে; তাহাদের কাহার কি গুণ, তাহা প্রকাশিত হয় নাই। আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুপালগণের ভারসমর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাহারা তোমার অধীন হইল।

সহদেব এই রূপে রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক তথায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার প্রার্থনানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর পরম সুন্দর উন্নতকায় মহাভুজ বারণতুল্য বিক্রমশালী অর্জ্জুন স্ত্রী-লোকের ন্যায় কুণ্ডলদ্বয়, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশপাশ উন্মোচন পূর্ব্বক মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত বিরাটরাজসভায় গমন করিতে লাগিলেন। অরিপ্রমাথী রাজা সেই প্রচ্ছন্নরূপী তেজস্বী ইন্দ্রতনয়কে নিরীক্ষণ করত সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? আমি ইহাঁকে কখন দর্শন বা ইহাঁর বিষয় শ্রবণ করি নাই। সভাসদ্গণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা ইহাঁকে জানি না।

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়াপন্ন হইয়া,অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি সত্বসম্পন্ন, গজযূথবিক্রমশালী, শ্যামলবর্ণ, মনোহর যুবা পুরুষ; তুমি শঙ্খ,বলয়,অঙ্গদ ও কুণ্ডলযুগল পরিধান এবং বেণী ধারণ করিয়া,পরম শোভমান হইতেছ। তোমার অমর সদৃশ রূপ দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া বোধ হইতেছে না। যাহা হউক,তুমি যানে আরোহণ পূর্ব্বক ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র অথবা আমারই তুল্য হইলে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং রাজ্যপালনে একান্ত অসমর্থ; অতএব তুমি এক্ষণে সমস্ত মৎস্যদেশ শাসন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি উত্তম রূপে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়াছি। অতএব দেবী উত্তরার নৃত্যাদি শিক্ষার্থ আমায় নিযুক্ত করুন। আমি যে নিমিত্ত এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হে রাজন্! আমি পিতৃমাতৃহীন, আমার নাম বৃহন্নলা। বিরাটরাজ কহিলেন, হে বৃহন্নলে! আমি তোমার বাসনা পূর্ণ করিতেছি; তুমি আমার কন্যা এবং তাদৃশী রমণীগণকে নৃত্যগীতশিক্ষাবিষয়ে সুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে তুমি সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র; কদাচ এই কার্য্যের যোগ্য নহ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটরাজ অর্জ্জুনের নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি কলা সমুদায়ে নৈপুণ্য দর্শন পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করত প্রমদাগণ দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাঁহাদের বাক্যে অর্জ্জুনকে ক্লীব স্থির করিয়া, অন্তঃপুরগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। ধনঞ্জয় মহারাজ বিরাটের অন্তঃপুরে থাকিয়া, রাজকুমারী উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্যগীত বাদ্যে উত্তম

রূপ শিক্ষা প্রদান করত ক্রমে তাঁহাদের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

হে রাজন্! এই রূপে ধনঞ্জয় নারীগণসমবেত হইয়া, মৎস্যরাজের অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন; বাহ্য বা অভ্যন্তরবাসী কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানিতে পারিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল সত্বর গমনে মৎস্য-রাজ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করত মেঘবিনির্মুক্ত সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তুরঙ্গরাজি অবলোকন করত আগমন করিতেছেন দেখিয়া, মহীপতি বিরাট অনুচরবর্গকে কহিলেন, এই অমরোপম পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? ইনি আমার অশ্বগণকে অব-লোকন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন, অতএব ইনি হয়তত্ত্ববিশারদ হইবেন,সন্দেহ নাই। তোমরা উহাঁকে শীঘ্র আমার নিকট আনয়ন কর।

ইত্যবসরে অমিত্রহা নকুল রাজসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে পার্থিব! আপনার জয় হউক; আমি ভূপতি-গণের হয়তত্ত্বজ্ঞ, আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি। বিরাট কহিলেন,আমি যান,ধন ও নিবেশন সমুদায় তোমাকে প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অশ্বপালপদের উপযুক্ত। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিলে; পূর্ব্বে কোথা ছিলে এবং কি কি শিল্পকর্ম্ম জান বিশেষ করিয়া বল।

নকুল কহিলেন, হে রাজন্! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে আমাকে অশ্বরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বগণের শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকট অশ্বগণ কাতর হয় না। অশ্বের কথা দূরে থাকুক বড়বাগণও দুষ্টতা প্রকাশ করিতে পারে না। পাণ্ডুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন।

বিরাট কহিলেন, আমার অশ্ব, অশ্বরক্ষক, অশ্বযোজক বা সারথি যাহা আছে, তৎসমুদয় অদ্য হইতে তোমার অধীন হইল। হে শূরোত্তম! যদি এই কার্য্যই তোমার অভীষ্ট হইল, তবে তোমারে কিরূপ বেতন দিতে হইবে বল। কিন্তু অশ্ব-বন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নহে; তুমি নৃপতিপদের উপযুক্ত পাত্র। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যেরূপ ছিলে, আমার নিকট সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে মহা-রাজ যুধিষ্ঠির ভৃত্যবিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যে বিচরণ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গন্ধর্ব্বরাজ সদৃশ নকুল বিরাটরাজ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগি-লেন, অন্য কেহই তাঁহাকে জানিতে পারিল না। হে রাজন্! সসাগরা মেদিনীমণ্ডলের অধীশ্বর সত্যপরায়ণ পাণ্ডবগণ এই রূপে সুদুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞাপরিপূরণার্থ মৎস্য-রাজভবনে অজ্ঞাত বাস করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপ্রবেশপর্ব্ব সমাপ্ত।

———

সময়পালন পর্ব্বাধ্যায়।
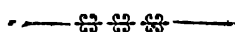
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! সেই মহাপ্রভাবশালী কুরুনন্দনগণ প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্যনগরে অবস্থিতি করত কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা পাণ্ডবগণ ভগবান্ ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুর প্রসাদে মৎস্যনগরে মহারাজ বিরাটের আরাধনা করত অজ্ঞাত বাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের সভাস্তারপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদয় সভ্যগণের পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন, দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল। লোকে যেরূপ সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি প্রতিদিন তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করত বহু ধন উপার্জন করিয়া, গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মৎস্যরাজদত্ত মাংস প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে থাকিয়া যে সকল জীর্ণ বস্ত্র লাভ করিতেন, তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া, অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। সহদেব গোপবেশ ধারণ করিয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণকে দধি ক্ষীর প্রদান করিতেন। নকুল অশ্বপরিপালন দ্বারা প্রসাদ স্বরূপ মহারাজের নিকট যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা অন্যান্য পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতেন। পতিপরায়ণা তপ-

স্বিনী কৃষ্ণা সকলের অজ্ঞাতসারে পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিতেন।

মহারথ পাণ্ডবগণ এই রূপে পরস্পরের সাহায্য করত যেন পুনর্গর্ভস্থিতের ন্যায় বিরাটভবনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রভয়ে ভীত হইয়া, সতত দ্রৌপদীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অনন্তর চতুর্থ মাস উপস্থিত হইলে, মৎস্যনগরে সকললোকসম্মত সুসমৃদ্ধ ব্রহ্মমহোৎসব আরম্ভ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র সহস্র মহাকায় মহাবীর্য্য অসুর সদৃশ মহাবীরগণ ব্রহ্মা ও পশুপতি সমাজের ন্যায় মৎস্যরাজসমাজে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা ভূপতির নিকট বহুবার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক পরিচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন সর্ব্বপ্রধান, সে রঙ্গস্থলে সমুদয় মল্লগণকে আহ্বান করিতে লাগিল। কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাহার নিকট গমন করিতে সমর্থ হইল না। যখন কোন মল্লই তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না, তখন মৎস্যরাজ স্বীয় সূদের সহিত তাহাকে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। ভীম রাজাজ্ঞানুসারে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। কারণ যুদ্ধ না করিলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে বাহুবল প্রকাশ হইয়া পড়ে। সুতরাং অগত্যা তিনি যুদ্ধে সম্মত হইলেন।

অনন্তর পুরুষব্যাঘ্র শার্দ্দূলমৃদুগামী ভীমসেন মৎস্যরাজের পূজা বিধান করিয়া, মহারঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, কটিবন্ধন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। তদনন্তর মহাবল ভীমসেন বৃত্রাসুর সদৃশ মহাপরাক্রম জীমূতকে রঙ্গে আহ্বান করিলেন। তখন সেই মহোৎসাহসম্পন্ন ভীমপরাক্রম বীরদ্বয় ষষ্টিবর্ষীয় মহাকায় প্রমত্ত বারণের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই নর-

শার্দ্দূলদ্বয় পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া হৃষ্ট মনে বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে বজ্র এবং পর্ব্বতপাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর রন্ধ্রান্বেষণ ও জয়াভিলাষী হইয়া, কখন বাহু প্রহার, কখন মুষ্ট্যাঘাত, কখন অঙ্গসঙ্ঘট্টন দ্বারা দূরে নিক্ষেপ, ভূতলে নিপাতন, পেষণ, ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণ, কখন বক্ষঃস্থলে মুষ্ট্যাঘাত ও স্কন্ধে স্থাপন করত অধোমুখে ভ্রামণ, কখন বা গর্জন, বজ্রতুল্য চপেটাঘাত, অঙ্গুলিঘাত,শলাকা সদৃশ নখাঘাত, নিদারুণ পদাঘাত, এবং কখন পাষাণ সদৃশ জঘন প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে সঙ্ঘট্টন পূর্ব্বক ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে প্রকর্ষণ, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পূর্ব্বক জানু প্রহার করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাশব্দে পরস্পরকে ভর্ৎসনা করত সুদৃঢ় লৌহ পরিঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন অমিত্রহা মহাবল ভীমসেন, সিংহ যেরূপ হস্তীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ, সেই গভীরনিস্বন মল্লকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করত ঘুরাইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্লগণ ও মৎস্যদেশবাসী সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পরে মহাবাহু ভীমসেন তাহাকে শতবার ঘূর্ণিত করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করত নিষ্পিষ্ট করিলেন।

এই রূপে লোকবিখ্যাত জীমূত সূদ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, বান্ধবগণসমবেত মৎস্যরাজ সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং প্রসন্ন মনে ভীমসেনকে বহু অর্থ প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মল্ল ও বীর পুরুষগণকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ বিরাটের পরম প্রিয়পাত্র হইলেন। যখন মৎস্যরাজ দেখিলেন, তথায় ভীমের সদৃশ বীর আর কেহ নাই, তখন তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র

ও প্রমত্ত দ্বিরদগণের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত করিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজার আদেশানুসারে অন্তঃপুরে প্রবেশ করত স্ত্রীগণের সাক্ষাতে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সঙ্গীত ও নৃত্য দ্বারা মহারাজের এবং অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণের চিত্ত-বিনোদন করিতে লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও সুশিক্ষিত করিয়া, মহারাজের সন্তোষ সাধন করত তাঁহার নিকট বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব বৃষভগণকে বিনীত করিয়াছেন দেখিয়া বিরাটরাজ আহ্লাদ সহকারে তাঁহাকে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া, বিষণ্ণ বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাটরাজের কর্ম্ম সমাধান করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সময়পালন পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

কীচকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ পাণ্ডবগণ এই রূপে বিরাটনগরে প্রচ্ছন্ন বেশে দশ মাস অতিবাহিত করিলেন। দ্রুপদরাজনন্দিনী পাঞ্চালীর দুঃখের পরিসীমা ছিল না। কারণ, তিনি স্বয়ং পরিচর্য্যার উপযুক্তা হইয়াও, বিরাট-মহিষী সুদেষ্ণার শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, তিনি মহিষী ও অন্তঃপুরচারিণী অন্যান্য মহিলাগণের অনুরাগভাগিনী হইয়াছিলেন।

একদা সেই অমরকন্যকারূপিণী দ্রৌপদী দেবতার ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে বিরাট-সেনাপতি মহাবল কীচক তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া, কুসুম-শরের শরসন্ধানের পথবর্ত্তী হইল। এবং তাঁহার প্রতি কামনা-পরতন্ত্র হইয়া,কামানলসন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীয় সহোদরা সুদেষ্ণার সমীপে গমন করিয়া, সহাস্য বদনে কহিল, ভগিনি! এই অনুপমরূপলাবণ্যশালিনী কামিনী কে? কাহার পরিগ্রহ? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে? আমি পূর্ব্বে বিরাটরাজ-ভবনে এই ত্রিভুবনললামভূতা কামিনীরে অবলোকন করি নাই। সুরা যেমন আঘ্রাণমাত্রেই লোকের হৃদয়োন্মাদিনী হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার চিত্তবৃত্তিও উহার একান্ত পক্ষপাতিনী হইয়াছে। বলিতে কি, আমি এই হৃদয়হারিণী কামিনীরে অবলোকন করিয়া, বিষমশরের সুতীক্ষ্ণ শরের এরূপ সন্ধানবর্ত্তী হইয়াছি যে, ইহার সহবাস ব্যতিরেকে

আমার জীবনধারণের উপায়ান্তর নাই। হে শোভনে! এই কামিনী অমররমণীর ন্যায় যেরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য শালিনী,তাহাতে কখনই তোমার পরিচারিণীপদের উপযুক্তা হইতেপারে না। অতএব আমার উপরে এবং আমার যানবাহন-বহুল সুসমৃদ্ধ পানভোজনসম্পন্ন সুবর্ণলাঞ্ছিত মনোহর প্রাসাদের আধিপত্য করুক।

দুর্ব্বৃত্ত কীচক সুদেষ্ণারে এইরূপ কহিয়া, অরণ্যবিহারী ক্ষুদ্র জম্বুক যেমন মৃগেন্দ্রকন্যার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়, তদ্রূপ দ্রুপদনন্দিনীর প্রণয়াভিলাষে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া, সান্ত্ববাদ সহকারে কহিতে লাগিল, ভীরু! তুমি কে? কাহার প্রণয়িনী? কোথা হইতে এই বিরাটরাজ্যে আগমন করিয়াছ? হে কল্যাণি! তোমার সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব ও রমণীয় রূপের অনুকারিণী কামিনী অদ্যাপি কাহার নয়ন বা শ্রুতি-বিষয়ে নিপতিত হয় নাই। হে রুচিরাননে! তোমার নিরুপম-রূপলাঞ্ছিত মনোহর মুখমণ্ডল অকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় নিরতিশয় শোভমান; সুষমানিলয় সুবিশাল নয়নযুগল পদ্মপলাশ-সদৃশ নিতান্ত মনোহর এবং বাক্যও কোকিলকলভাষিতের ন্যায় সাতিশয় সুমধুর। হে শোভনে! তোমার ন্যায় অসামান্য রূপলাবণ্যশালিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনী এই মেদিনীমণ্ডলে কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সুশ্রোণি! তুমি কি পদ্মালয়া লক্ষ্মী, ভূতি, অথবা হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি বা কান্তি? অথবা নিরতিশয়রূপশালিনী সাক্ষাৎ অনঙ্গবিলাসিনী রতি? তোমার সুনির্ম্মল কৌমুদী সদৃশী শরীরশোভা, সুকোমল পক্ষ্মলাঞ্ছিত নয়নযুগল এবং স্মিতজ্যোৎস্নাবিকসিত দিব্য-লাবণ্যশোভিত সুরুচির বদনচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে, ধরাতলে এমন বীর পুরুষ কে আছে যে, কুসুমশরের শরপাতের বিষয়ীভূত না হয়? হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার

এই হারভূষণসমুচিত কমলকলিকাকৃতি সুনিবিড় পীবর পয়োধরযুগল কুসুমশরের সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশের ন্যায় আমারে যার পর নাই মর্ম্মপীড়া প্রদান করিতেছে। হে চারু-হাসিনি! তোমার এই বলিবিভঙ্গচতুর স্তনভারাবনত করাগ্রসম্মিত মধ্যভাগ এবং তরঙ্গিণীপুলিনসন্নিভ সুবিপুল নিতম্বদেশ দর্শন করিয়া, দুশ্চিকিৎস কামব্যাধি আমারে আক্রমণ করিতেছে। অধিক কি, হে ভাবিনি! দাবানল সদৃশ দুর্ব্বিষহ মদনানল তোমার সঙ্গমসঙ্কল্পে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া, আমারে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে বরারোহে! তুমি আত্মপ্রদান রূপ প্রচুর বারিবর্ষী সঙ্গমজলধর দ্বারা এই প্রদীপ্ত মদনানল নির্ব্বাণ কর। হে শশিসোদরবদনে! বিষম-শরের সুবিষম শরনিকর তোমার সঙ্গমবাসনার সহায়তায় সমধিক প্রখরতা লাভ পূর্ব্বক আমার চিত্ত উন্মথিত করি-তেছে এবং হৃদয়বিদারণ পূর্ব্বক তীব্র বেগে মদীয় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি আত্ম-প্রদান দ্বারা আমারে পরিত্রাণ কর। হে মত্তমাতঙ্গগামিনি! তুমি বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র মাল্য ধারণ ও সমুদায় অলঙ্কার পরি-ধান করিয়া, আমার সহিত যদৃচ্ছা ক্রমে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ কর। হে মদিরলোচনে! তুমি স্বভাবতঃ অশেষ ভোগ-সুখের উপযুক্তা হইয়া,ঈদৃশ হীন বেশে ক্লেশে কাল হরণ করি-তেছ কেন? আমার সহিত সকল সুখের অধিকারিণী হইয়া, অমৃতাস্বাদপূর্ণ রমণীয় পানভোজন প্রভৃতি বহুবিধ সৌভাগ্য সুখ সম্ভোগ কর। হে রুচিরাননে! তোমার মনোহারী যৌবন, ভুবনমোহন রূপ ও সুরুচির শরীরশোভা সম্ভোগ-রসাস্বাদবিরহে অপরিহিত মালার ন্যায় নিতান্ত নিষ্ফল হইতেছে। হে মদনরাজকুলদেবতে! আমি তোমার নিমিত্ত আমার সমুদায় পুরাতন পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিব;

তাহারা সকলেই তোমার চরণপরিচারিণী দাসী হইবে। আর আমিও চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া থাকিব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি হীনবংশীয়া কেশবিন্যাসকারিণী সৈরিন্ধ্রী; স্বভাবতঃ লোকের ঘৃণাস্পদ। অতএব আমারে প্রার্থনা করা তোমার উচিত নহে। বিশেষতঃ আমি পরকীয়া, স্বভাবতই অনুগ্রহভাজন। অতএব ধর্ম্ম প্রতিপালন কর; পরস্ত্রী হরণ করিয়া, চিত্তুষ্টিসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইও না। কুকার্য্যপরিবর্জ্জনই সৎপুরুষের নিত্য ব্রত। পাপাত্মারা লোভ ও মোহে অভিভূত হইয়া,ঘোরতর অযশ ও মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়।

দ্রৌপদী এইপ্রকার কহিলে, দুর্ব্বুদ্ধি কীচক, পরদারাভি-মর্ষণ বহুবিধ সাংঘাতিক ও সর্ব্বলোকগর্হিত দোষের আকর জানিয়াও কামাভিভব ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত পুনরায় তাঁহারে কহিল, হে বরারোহে! আমি তোমার নিমিত্ত কুসুমশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি। অতএব এরূপ অবস্থায় আমারে প্রত্যাখ্যান করা কদাচ বিধেয় নহে। অধিক কি, আমি একমাত্র তোমারই বশীভূত ও প্রিয়বাদী; অতএব আমারে প্রত্যাখ্যান করিলে, পরিণামে অনুতাপদহনে দগ্ধ হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে তনুমধ্যমে! আমিই সমগ্র বিরাটরাজ্যের অধিপতি; প্রজাগণ আমারই ভুজবীর্য্যসহায়ে রাজ্যে বাস করিতেছে। বীর্য্যে,রূপে বা যৌবনে আমার সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি সংসারে নিতান্ত দুর্লভ। আমি ইচ্ছা করিলেই সমুদায় সৌভাগ্য ও ভোগসাধন সামগ্রী একত্র করিতে পারি। অতএব তুমি কি জন্য এই জঘন্য দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ? হে ভীরু! আমারে ভজনা করিয়া সমুদায় ভোগ্যবস্তু সম্ভোগ কর এবং এই সুসমৃদ্ধ রাজ্য

প্রদান করিতেছি, ইহার অধীশ্বরীপদে আরোহণ পূর্ব্বক যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হও।

পতিদেবতা পাঞ্চালী কীচকের এইরূপ অযথোচিত কুৎসিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারে বারম্বার ধিক্কার প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! মোহাবিষ্ট হইয়া, জীবন বিসর্জ্জন করিও না। তোমার ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, মহাবল পঞ্চ গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী, তাঁহারা নিরন্তর আমার রক্ষা করিতেছেন। অতএব তোমার মনোরথ পূর্ণ হওয়া কোন ক্রমেই সুসাধ্য নহে। তাঁহারা কুপিত হইলে, তুমি অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব অনর্থক মৃত্যু কামনা করিও না। অধিক কি, তুমি মনুষ্যের অসাধ্য পথের পান্থ হইতে ইচ্ছা করিতেছ, অথবা সমুদ্রপারগমনাভিলাষী অজ্ঞান বালকের ন্যায় নিতান্ত দুরাশার বশীভূত হইয়াছ। কিন্তু আমারে কামনা করিয়া তুমি পাতালে, অন্তরীক্ষে বা সমুদ্রপারে পলায়ন করিলেও, সেই আকাশবিহারী বৈরনির্যাতনসমর্থ গন্ধর্ব্বগণের হস্তে কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। আতুর ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যু প্রার্থনা করে, সেইরূপ তুমিও আমারে প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু তুমি জান না যে, মাতৃক্রোড়শয়িত বালক যেমন চন্দ্রগ্রহণে বৃথা অভিলাষী হয়, আমার প্রতি তোমার কামনাও সেইরূপ নিতান্ত নিষ্ফল।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিলে, স্মরহুতাশনদগ্ধ দুর্ব্বৃত্ত কীচক সুদেষ্ণার সমীপগত হইয়া কহিল, ভগিনি!

এই মত্তমাতঙ্গগামিনী সৈরিন্ধ্রী যাহাতে আমার বশবর্ত্তিনী হয়, তাহার উপায় বিধান কর। নতুবা, আমি প্রাণ ত্যাগ করিব।

মনস্বিনী সুদেষ্ণা কীচকের করুণ বাক্যে নিতান্ত করুণা-পরবশ হইলেন এবং দ্রৌপদীর অধ্যবসায় ও নিজের স্বার্থ প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, তাহারে কহিলেন, তুমি কোন পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্নাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিও। আমি সুরা আনয়নচ্ছলে সৈরিন্ধ্রীরে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। তুমি সেই অবসরে বিঘ্ন ও জনশূন্য প্রদেশে সে যাহাতে তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, এরূপে যদৃচ্ছাক্রমে তাহারে সান্ত্বনা প্রদান করিও।

কীচক সুদেষ্ণার বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইল এবং ক্ষণবিলম্ব-ব্যতিরেকে সুনিপুণ পাচক দ্বারা রাজসেবনোপযোগী সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও সুমধুর সুরা সংগ্রহ করাইয়া, ভগিনীরে সংবাদ প্রদান কবিল। রাজমহিষী সুদেষ্ণা দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! আমি পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। অতএব সত্বর কীচকভবনে গমন করিয়া, পানীয় আনয়ন কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজ্ঞি! কীচক নিতান্ত. নির্লজ্জ; অতএব আমি তাহার গৃহে কদাচ গমন করিতে পারিব না। হে অনবদ্যাঙ্গি! আমি পতিগণের অনভিমতকারিণী বা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া, আপনার গৃহে বাস করিতে পারিব না। আমি পূর্ব্বে আপনার গৃহপ্রবেশকালে যেরূপ নিয়ম বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অবিদিত নাই। হে সুকেশি! সেই মদনমদান্ধ কীচক দর্শনমাত্রেই আমার সতীত্বনাশে উদ্যত হইবে। অতএব আমি কোনক্রমে তথায় যাইতে

পারিব না। হে রাজপুত্রি! আপনার অন্যান্য অনেক পরিচারিকা আছে। তাহাদের অন্যতমকে প্রেরণ করুন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! আমি তোমারে প্রেরণ করিতেছি। অতএব কীচক কদাচ তোমার অবমাননা করিবে না। এই বলিয়া বিরাটমহিষী তাঁহার হস্তে আবরণসম্পন্ন হিরণ্ময় পাত্র প্রদান করিলেন।

দ্রৌপদী অগত্যা সম্মত হইয়া, দৈবমাত্র সহায় করিয়া, সাশ্রু বদনে শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে কীচকভবনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এবং মুহূর্ত্তমাত্র মনে মনে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া কহিলেন, আমার অন্তঃকরণ ভর্ত্তৃগণ ভিন্ন ভ্রমেও কখন অন্য পুরুষে অনুরক্ত হয় নাই: সেই সত্যপ্রভাবে কীচক যেন আমাকে বশীভূত করিতে না পারে। সর্ব্বসাক্ষী লোকলোচন ভগবান্ প্রভাকর দ্রৌপদীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, এক রাক্ষসকে অলক্ষিত রূপে তাঁহার রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রাক্ষসও সর্ব্বতো ভাবে তাঁহার রক্ষাবিধানে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর পতিদেবতা পাঞ্চালী চকিত হরিণীর ন্যায় কীচকের সমীপবর্ত্তিনী হইলে, পারগমনাভিলাষী ব্যক্তি যেমন নৌকা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ দুর্ব্বৃত্ত কীচক তাঁহারে দর্শনমাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

কীচক কহিল, হে শোভনে! তুমি ত নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ? অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত বোধ হইতেছে। আইস,

এক্ষণে অখণ্ডিত স্বামিনীপদ অধিকার করিয়া, আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। মদীয় পরিচারকগণ তোমার নিমিত্ত বিবিধদেশসমুদ্ভূত সুবর্ণমালা, কম্বু, কুণ্ডল, সুশোভন মণি, রত্ন, অজিন ও কৌশেয় বসন প্রভৃতি আহরণ করিবে। আমি তোমার নিমিত্ত এক বিচিত্র শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। আইস, আমরা তথায় গমন করিয়া, মধুপান করি।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজনন্দিনী সুদেষ্ণা আমারে সুরা আহরণার্থ তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, আমি পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। অতএব সত্বর পানীয় আনয়ন কর। কীচক কহিল, হে সুকেশি! তোমার প্রতিশ্রুত দ্রব্য অন্যে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া সেই দুর্ম্মতি তাঁহার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিল।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে দুরাত্মন্! আমি স্বপ্নেও স্বামিগণের প্রতিকূল পথে পদচারণ করি না। অদ্য সেই পুণ্যবলে তুই নিঃসন্দেহই পরাভূত হইবি, দেখিব। দুর্বৃত্ত কীচক তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া, বল পূর্ব্বক তাঁহার উত্তরীয় বসনাঞ্চল ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী ক্রোধকম্পিত কলেবরে মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ ও তিরস্কার পূর্ব্বক তাহারে বেগভরে সহসা ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কীচকও তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিল। অনন্তর পাঞ্চালী শরণার্থিনী হইয়া, বেপমান শরীরে যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, তথায় উপনীত হইলেন। কীচকও দ্রুতপদসঞ্চারে তাঁহার অনুসরণ ও কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া, রাজার সমক্ষেই তাঁহারে ধরাতলশায়িনী ও পদাঘাত করিল। হে ভারত! ঐ সময়ে সূর্য্যপ্রেরিত রাক্ষস বায়ুবেগে কীচককে দূরে নিক্ষেপ করিলে, সে ঘূর্ণমান ও বিচেতন হইয়া, ছিন্নমূল মহীরুহের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল।

ভীম ও যুধিষ্ঠির প্রত্যক্ষে প্রিয়তমার কীচককৃত এই অপমান অবলোকন করিয়া, দুর্ভর ক্রোধভরে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। মহামনা বৃকোদর দুরাত্মা কীচকের বধসাধন-মানসে রোষভরে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল লোহিতবর্ণ, পক্ষ্মলোম সমুন্নত, ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত এবং ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি সমুদিত হইল। তখন তিনি ক্রোধ-সন্তপ্ত হৃদয়ে করতলে বারংবার ললাট মর্দ্দন পূর্ব্বক মত্ত-মাতঙ্গ যেমন বনস্পতিদর্শনে তাহা ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়, তদ্রূপ কীচকের সংহারার্থ দ্রুত পদে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে আত্মপ্রকাশ-ভয়ে অঙ্গুষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে মর্দ্দন করিয়া, তাঁহারে নিবারণ পূর্ব্বক কহিলেন, অহে বল্লব! তুমি কি কাষ্ঠচয়নার্থ বৃক্ষ অবলোকন করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে বহির্দ্দেশ হইতে তাহা আহরণ কর।

এদিকে দ্রৌপদী সভাদ্বারে উপনীত হইয়া, ম্লানহৃদয় ভর্ত্তৃগণকে সন্দর্শন পূর্ব্বক অবিরল ধারায় বাষ্পবারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রতিজ্ঞাত ধর্ম্মরক্ষানুরোধে আত্মগোপন পূর্ব্বক কুটিল কটাক্ষপাতে দশদিক্ দগ্ধ করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, মহারাজ! যাঁহাদের বৈরিগণ ইন্দ্রিয়বিষয়বহির্ভূত অনির্দ্দেশ্য দেশে বাস করিয়াও সুখে নিদ্রিত হইতে পারে না; যাঁহারা সত্যবাদী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, নিরন্তর দানধ্যাননিরত ও যাচ্ঞা পরাঙ্মুখ; সমরদুন্দুভির নির্ঘোষমাত্রেই যাঁহাদের জ্যাশব্দ অনবরত শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; যাঁহারা তেজ ও পরাক্রমশালী, অভিমান ও শমগুণসম্পন্ন; ধর্ম্মপাশে বদ্ধ না হইলে, যাঁহারা সমুদায় লোক সংহার করিতে পারেন; এবং যাঁহারা শরণাগত ও প্রপন্নপ্রতিপালক বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত, দুরাত্মা কীচক

সেই মহাপুরুষগণের মানিনী ভার্য্যা আমারে পদাঘাত করিল? হায়! অদ্য সেই প্রচ্ছন্নবেশধারী মহাত্মাগণ কোথায় রহিলেন? দুর্ম্মতি কীচক আমারে পদাঘাত করিল; কিন্তু তাঁহারা অপরিমিত তেজ ও মহাবল সম্পন্ন হইয়াও ক্লীবের ন্যায় অনায়াসেই তাহা সহ্য করিলেন, কোন মতেই আমার পরিত্রাণে উদ্যত হইলেন না! অতএব তাঁহাদের তেজ, বল ও ক্রোধ কোথায় রহিল? আর কীচক আমারে অকৃতাপরাধে প্রহার করিল দেখিয়া যখন এই বিরাটাধিপ-তিও ক্ষমাবলম্বন পূর্ব্বক আপনার ধর্ম্মহানি করিলেন, তখন আমি কি করিতে পারি? হে বিরাটপতে! আপনি যে কীচকের প্রতি রাজশাসনোচিত কোনপ্রকার দণ্ড প্রয়োগ করিলেন না, ইহা কখন রাজার বা রাজসভার সমুচিত ধর্ম্ম নহে; প্রত্যুত, দস্যুধর্ম্মেরই অনুরূপ বোধ হইতেছে। যাহা হউক, কীচক আপনার সমক্ষেই আমারে পদাঘাত করিয়া, নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে। ইহা আপনার সভাসদ্-গণই বিচার করুন। এক্ষণে কীচকের ত কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই; কিন্তু বিরাট রাজা এবং তাঁহার সদস্য ও উপাসকগণও নিতান্ত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, সন্দেহ নাই।

বরবর্ণিনী দ্রৌপদী বাষ্পাকুল লোচনে এইরূপ নানা-প্রকার ভৎ‍র্সনা করিলে, বিরাট রাজা কহিলেন, তোমরা আমার অসাক্ষাতে পরস্পর বিবাদ করিয়াছ। অতএব আমি কিছুমাত্র না জানিয়া, কি রূপে বিচার বা দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারি?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সভাসদ্‌বর্গ সমুদায় সবিশেষ অবগত হইয়া, সাধুবাদসহকারে কৃষ্ণার সমুচিত সম্মান ও কীচকের যথোচিত নিন্দা করিলেন। এবং কহিলেন, এই আয়তলোচনা কামিনী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও সর্ব্বসুলক্ষণ-

সম্পন্না, তাহাতে ইহাঁরে দেবকন্যা বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। ফলতঃ, মনুষ্য লোকে এরূপ সর্ব্বসৌন্দর্য্যাধার বর-বর্ণিনী রমণী কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অধিক কি, এই ভাবিনী যাহার প্রণয়িনী, তিনি পরমলাভবান্, তাঁহার শোকের বিষয় কিছুই নাই।

মহারাজ! এই রূপে সদস্যগণ দ্রৌপদীর নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রোধাবেশে যুধিষ্ঠিরের ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মবারি প্রাদুর্ভূত হইল। তখন তিনি প্রণয়িনীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি অবি-লম্বেই সুদেষ্ণার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর; এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। বীরপত্নীগণ পতির মুখাপেক্ষায় দুর্ব্বিষহ ক্লেশও সহ্য করেন। তাঁহারা এই রূপে বহু ক্লেশে স্বামি-শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত থাকিলে, পরিণামে পতিলোক প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। আর বোধ হয়, তোমার স্বামী সূর্য্যতুল্য প্রতাপসম্পন্ন গন্ধর্ব্বগণ এখনও ক্রোধপ্রকাশের সময় উপ-স্থিত হয় নাই ভাবিয়াই তোমার সাহায্যার্থে উন্মুখ হইতে-ছেন না। হে সৈরিন্ধ্রি! তোমারও কালজ্ঞান নাই। সেই জন্যই তুমি নটীর ন্যায় নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে নিরর্থক ক্রন্দন করিয়া, সভাসদ্‌গণের ক্রীড়ার ব্যাঘাত করিতেছ। অতএব যাও, সময় উপস্থিত হইলেই, গন্ধর্ব্বগণ বৈরনির্যাতন ও তোমার দুঃখমোচন করিবেন।

সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, বোধহয়, আমার স্বামিগণ করুণাপর-তন্ত্র। আর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ যখন নিরন্তর অক্ষক্রীড়ায় উন্মত্ত, তখন তাঁহাদের বিনাশও নিতান্ত সম্ভব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রৌপদী রোষকলুষিত লোচনে যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়াই আলুলায়িত কেশে নিতান্ত হীন বেশে সুদেষ্ণার অন্তঃপুরোদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান

করিলেন। রোদনাবসানে তাঁহার বদনমণ্ডল মেঘোপরোধ-রহিত শশাঙ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিরাট-মহিষী তাঁহারে সহসা ঈদৃশ বেশে আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কিজন্য রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমারে পীড়া বা দুঃখ প্রদান করিয়াছে? বল, কে তোমার এরূপ বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিল?

দ্রৌপদী কহিলেন, আপনার আদেশে কীচকভবনে গমন করিলে, দুরাত্মা আমারে সভামধ্যে রাজার সমক্ষেই অনা-থিনীর ন্যায় পদাঘাত করিয়াছে। সুদেষ্ণা কহিলেন, কল্যাণি! দুর্ব্বৃত্ত কীচক তোমার সমাগমলাভ নিতান্ত দুঃসাধ্য জানি-য়াও, মানমদে উন্মত্ত হইয়া, তোমারে পদাঘাত করিয়াছে। অতএব বল, আমি তাহারে সংহার করিতেছি। দ্রৌপদী কহিলেন, সে যাঁহাদের অপরাধ করিয়াছে, তাঁহারাই তাহারে বিনষ্ট করিবেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অদ্য তাহার রাত্রি প্রভাত হইবে না।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যশস্বিনী দ্রৌপদী এই রূপে অব-মানিতা হইয়া, কীচকের বিনাশকামনা করত স্বীয় নিলয়ে সমাগত হইলেন। অনন্তর যথাবিধি শৌচ সমাধান এবং গাত্র ও বস্ত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক সাশ্রু কণ্ঠে কীচককৃত দুঃখের অপ-নোদনোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, কি করি, কোথায় যাই; কি উপায়েই বা এই কার্য্য সম্পন্ন হয়। এই-রূপে কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তানন্তর স্থির করিলেন, অদ্য মহাবাহু

বৃকোদর ব্যতিরেকে আর কেহই আমার হৃদয়শল্য উৎখাত করিতে পারিবে না। অতএব তাঁহারই শরণার্থিনী হই। এই ভাবিয়া আয়তলোচনা মনস্বিনী দ্রৌপদী নাথবতী হইলেও অনাথিনীর ন্যায় শরণৈষিণী হইয়া, পর্য্যাকুল হৃদয়ে নিশীথ-সময়ে শয্যা পরিহার ও গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে ভীমসেনভবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছেন। হে কুরুকুলধুরন্ধর! তৎকালে ভীম ও দ্রৌপদীর শরীরপ্রভায় সেই গৃহ যেন প্রজ্বলিত ও সম্বর্দ্ধিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দ্রৌপদী কাতর স্বরে কহিলেন, অয়ি নাথ! দুরাত্মা কীচক জীবিত থাকিতে, আপনি কি রূপে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন? অনবদ্যাঙ্গী দ্রুপদতনয়া এই বলিয়া মহাবৃষভনিকটবর্ত্তিনী অজাতরজস্কা ধেনুর ন্যায় কামাতুর ভাবে ভীমসেনের সমীপদেশে উপনীত হইলেন এবং লতা যেমন গোমতীতীরসমুৎপন্ন মহাশালবৃক্ষ আলিঙ্গন করে, সেইরূপ সুকোমল করযুগলে তাঁহারে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, মৃগরাজবধূ যেমন দুর্গম গিরিকন্দরে প্রসুপ্ত মহাসিংহকে জাগরিত করে, তদ্রূপ তাঁহারেও জাগরিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর করিরাজকামিনী যেমন শুণ্ড দ্বারা স্বীয় বল্লবকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ তিনি বৃকোদরকে আলিঙ্গন করিয়া, গান্ধারস্বরসংযোগশালিনী বীণার ন্যায় অমৃতরসনিস্যন্দিনী বচনপরম্পরা প্রয়োগ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! গাত্রোত্থান করুন, গাত্রোত্থান করুন। মৃতের ন্যায় এরূপ নির্জীব ভাবে আর শয়ন করিয়া থাকিবেন না? মৃতব্যতিরেকে আর কাহার ভার্য্যারে অপমানিতা করিয়া পাপাত্মারা জীবিত থাকিতে পারে?

তখন মহাবাহু বৃকোদর জাগরিত ও সুসজ্জিত পল্যঙ্কে

উপবিষ্ট হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ ত্বরান্বিত হইয়া, আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমারে এরূপ মলিন ও পাণ্ডুবর্ণ দেখিতেছি কেন? বল, তোমার কি ইষ্টানিষ্ট বা সুখ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে? আমি শুনিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিব। দেখ, আমি তোমার সকল বিষয়েই সবিশেষ বিশ্বাসের স্থল। আমিই তোমার সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ নিরাকরণ করিয়া থাকি। অতএব সত্বর স্বাভিলষিত প্রকাশ করিয়া, অন্যে জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শয়নমন্দিরে প্রস্থান কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, যুধিষ্ঠির যাহার স্বামী, তাহার সুখসম্ভাবনা কোথায়? আপনি আমার সমুদায় দুঃখ সবিশেষ অবগত হইয়াও, কি নিমিত্ত এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ভাবিয়া দেখুন, দ্যূতক্রীড়া সময়ে প্রাতিকামী আমারে যে সভাসমক্ষে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া, আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দ্রৌপদী ব্যতিরেকে আর কোন্ রাজনন্দিনী তাদৃশ দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া জীবিত থাকিতে পারে? বনবাসসময়ে দুরাত্মা জয়দ্রথ যে অবমাননা করিয়াছিল, তাহাই বা কে সহ্য করিতে পারে? সম্প্রতি ধূর্ত্ত মৎস্যরাজ সমক্ষে দুর্ম্মতি কীচক যে পদাঘাত করিল, তাহাও আমা ব্যতিরেকে আর কেহই সহ্য করিয়া, জীবন ধারণ করিতে পারে না। হে কৌন্তেয়! আমি এইরূপ পুনঃ পুনঃ নানা প্রকারে ক্লিশ্যমানা হইতেছি দেখিয়াও আপনি জানিতে

পারিতেছেন না। অতএব আমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি?

হে নরশার্দ্দূল! বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি দুরাত্মা কীচক আমারে সৈরিন্ধ্রীবেশে রাজভবনে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, প্রতিদিনই "আমার প্রেয়সী হও" "আমার প্রেয়সী হও" বলিয়া থাকে। তাহার সেই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় পরিণত ফলের ন্যায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। যাঁহার কর্ম্মদোষে আমার ঈদৃশ অশেষ ক্লেশ সংঘটিত হইতেছে, আপনার সেই দুর্দ্যূতদেবী অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করুন। তিনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও আপনার সহিত যথাসর্ব্বস্ব দুরোদরমুখে বিসর্জন করিতে পারেন। যদি তিনি প্রতিদিন সহস্র সহস্র নিষ্ক ও তাদৃশ অন্যান্য দ্রব্য পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলেও, তাঁহার অক্ষয় সম্পত্তি কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু এক্ষণে তিনি দ্যূতবিবাদে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া, মূঢ়ের ন্যায় মৌন ভাবে চিন্তাজীর্ণ হৃদয়ে কালযাপন করিতেছেন।

হায়! সুবর্ণদামভূষিত দশসহস্র হস্তী যাঁহার অনুগমন করিত; ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতিসময়ে শতসহস্র ভূপতি যাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, যাঁহার সহস্র সহস্র দাসী সুবর্ণ পাত্র হস্তে রাত্রিন্দিব অতিথি ভোজন করাইত, এক্ষণে দ্যূতক্রীড়াই সেই যুধিষ্ঠিরের জীবনোপায় হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন যাঁহার নিকট সহস্র নিষ্ক পরিমিত সুবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন; সুনির্ম্মল মণিকুণ্ডল বিভূষিত কলকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ প্রাতঃ ও সায়ংসময়ে যাঁহার গুণানুবাদ করিত; তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন বহুসংখ্যক ঋষি যাঁহার সদস্যপদে অধিরূঢ় থাকিয়া, স্ব স্ব কামনানুরূপে পূজিত হইতেন; যিনি প্রত্যেকের পরিচর্য্যার্থ ত্রিংশৎ দাসী নিযুক্ত রাখিয়া, প্রতিনিয়ত

ব্রতস্নানপরায়ণ অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী ব্রাহ্মণ এবং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতিকে প্রতিপালন করিতেন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্প্রতি দ্যূতজনিত মহান্ অনর্থে অভিভূত হইয়া, পরান্নে উদরপূর্ত্তি করিতেছেন! অনিষ্ঠুরতা, দয়া, সংবিভাগ, ক্ষমা, সত্য ও বিনয় প্রভৃতি উদার গুণপরম্পরা যাঁহাতে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যিনি রীতিমত অন্নাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক রাজ্যস্থিত অনাথ, অন্ধ ও বৃদ্ধ প্রভৃতির দুর্দ্দশা দূরীকরণে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং সকলকে সমান নয়নে অবলোকন পূর্ব্বক যথাযথ অর্থ বিভাগ করিয়া দিতেন, তিনি এক্ষণে ঈদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন এবং পাশক্রীড়ক কঙ্ক নামে অভিহিত হইয়া, মৎস্যরাজের পরিচারকপদ অলঙ্কৃত করিতেছেন! ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থিতি সময়ে শতসহস্র নরপতি যাঁহারে কর প্রদান ও যাঁহার উপহারসম্ভার আহরণ করিতেন, অধুনা তিনি অন্যের সাহায্যে আত্মপোষণ চেষ্টা করিতেছেন! পূর্ব্বে যাবতীয় নরপতিগণ যাঁহার আদেশবর্ত্তী ছিলেন, তিনি এক্ষণে পরাধীন ও অন্যের বশীভূত হইয়াছেন! যিনি সূর্য্যসম প্রতাপে অখণ্ড ভূমণ্ডল সন্তাপিত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে মৎস্যরাজের সভাসদ্ হইয়াছেন! মুনিগণ ও ভূপতিবর্গ যাঁহার সভামণ্ডপে আসীন হইয়া, যাঁহারে উপাসনা করিতেন, তিনি অদ্য অন্যের উপাসনায় নিযুক্ত আছেন! তাঁহারে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, কাহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ না হয়? পরের আশ্রয়গ্রহণ যাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা নিষিদ্ধ, সেই মহামতি যুধিষ্ঠির অন্যের শরণাপন্ন হইয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন দেখিয়া, কোন্ ব্যক্তি ব্যাকুলিত না হয়? হে নরবীর! ভাবিয়া দেখ, সমুদায় লোক যাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত ছিল, অদ্য তিনি পরের দাসত্ব করিতেছেন! আমি এইরূপ নানা-

প্রকার দুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, অনাথার ন্যায় শোকসাগরের তলগামিনী হইয়াছি; কিন্তু তুমি আমার দুঃখ দেখিতে পাইতেছ না।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমার দুঃখের শেষ নাই; অতএব আমি তোমারে আর একটী মহৎ দুঃখ নিবেদন করিব। তুমি আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। যেহেতু আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি। ভাবিয়া দেখ, তুমি বল্লবনাম ধারণ পূর্ব্বক অসদৃশ সূদপদে নিযুক্ত হইয়া,সকলেরই শোকসিন্ধু উদ্বেল করিতেছ। লোকে তোমারে সূপকার ও বিরাটের পরিচারক বলিয়া, অবগত হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? তুমি মহানসের কর্ম্মসমাধানান্তে বিরাটের উপাসনার্থ তদীয় সভায় আসীন হইলে, লোকে যখন তোমারে বল্লব বলিয়া সম্বোধন করে, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। মৎস্যরাজ হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে হস্তিগণের সহিত তোমারে যুদ্ধে নিয়োজিত করিলে, অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণ হাস্য করিয়া থাকে; কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যার পর নাই ব্যাকুল হয়। তুমি যখন অন্তঃপুরমধ্যে সুদেষ্ণার সমক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র ও মহিষগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন আমি নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম। সহচরীগণ আমার সাহায্যার্থ উত্থিত হইলে, সুদেষ্ণা কহিলেন, চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রী সূপকার বল্লবকে মহাবলদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখি-

লেই, ম্রিয়মাণা হইয়া থাকে। অতএব বোধ হয়, বল্লবের প্রতি ইহার সহবাসসুলভ অনুরাগ আছে। আর সৈরিন্ধ্রী স্বভাবতঃ নিরুপমরূপশালিনী; বল্লব অতি সুপুরুষ, স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তিও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়; বিশেষতঃ, উভয়েই এক সময়ে রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছে; অতএব সৈরিন্ধ্রী প্রিয়-জনসম্বন্ধ বশতই এইরূপ করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। রাজমহিষী সুদেষ্ণা এই বলিয়া আমারে তর্জ্জন করিয়া থাকেন। এবং আমি ক্রোধাসক্তা হইলে, তাঁহার সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত হয়। তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছে। নাথ! একে আমার হৃদয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দুঃখে নিতান্ত কাতর, তাহাতে আবার তুমি মহাবলসম্পন্ন হইয়াও ঈদৃশ দুঃখভাগী হইয়াছ। অতএব আমার জীবন-ধারণ নিতান্ত দুর্ঘট।

হায়, কি দুঃখ! যিনি একরথে দেব ও মনুষ্যলোক জয় করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুন বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়াছেন! যিনি স্বীয় অসীম প্রভাবে খাণ্ডবারণ্যে অগ্নির তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কূপস্থিত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়াছেন! শত্রুগণ যাঁহার ভয়ে সতত ব্যস্ত থাকিত, তিনি এক্ষণে লোকবিগর্হিত ক্লীববেশে বাস করিতেছেন। যাঁহার পরিঘ সদৃশ বাহুযুগল জ্যাঘাত বশতঃ নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদ্বয় শঙ্খাবৃত করিয়া, নিতান্ত শোকবর্দ্ধন হইয়াছেন! যাঁহার জ্যাস্ফালনশব্দ শ্রবণমাত্র শত্রুদল কম্পিত হয়, স্ত্রীগণ হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে! যাঁহার মস্তকে মণিময় কিরীট সুশোভিত ছিল, তিনি আজি বেণীবন্ধে বিকৃত হইয়া রহিলেন। হে ভারত! তাঁহারে বেণীবিকৃত কেশপাশে স্ত্রীগণ-বেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া, আমার হৃদয় দুর্ভর দুঃখভরে নিতান্ত

অবসন্ন হইতেছে। যে মহাত্মা সমস্ত দৈব অস্ত্রের ও সমুদায় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহা-সাগর যেরূপ উপকূললঙ্ঘনে সমর্থ নহেন, সেইরূপ সহস্র সহস্র ভূপতি সংগ্রামে যাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিত না; যাঁহার রথের ঘর্ঘরনির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত হইত, আজি তিনি কন্যান্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন বেশে নর্ত্তক রূপে তাহাদের পরিচর্য্যা করিতেছেন! যিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, আর্য্যা কুন্তী সমুদায় শোক বিসর্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি শঙ্খ কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিয়া, আমারে. নিতান্ত শোকাকুল করিয়াছেন! ধরাতলে যাঁহার তুল্য বীর্য্য-শালী ধনুর্দ্ধর আর নাই; আজি তিনি স্ত্রীমণ্ডলীবেষ্টিত হইয়া, গায়কপদ গ্রহণ করিয়াছেন! যিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, ধর্ম্মে ও সত্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজি তাঁহারে স্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া, আমার অন্তরাত্মা বিষণ্ণ হইয়াছে। যখন আমি সেই দেবরূপী অর্জ্জুনকে করেণু-পরিবেষ্টিত মত্তমাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া নর্ত্তকা-গারে বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন দিক্ সকল শূন্যময় হইয়া উঠে। হায়! ধনঞ্জয় ও দুর্দ্যূতদেবী যুধিষ্ঠির যে ঈদৃশ বিপদ ও দুঃখ গ্রস্ত হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী তাহার কিছুই জানিতেছেন না!

হে নাথ! যবীয়ান্ সহদেব গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, দেখিয়াই আমি এরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছি। আমি শান্তিলাভ করিব কি, সহদেবের অবস্থা চিন্তা করিয়া, নিদ্রাসুখে এক বারেই বঞ্চিত হইয়াছি। সত্যপরাক্রম সহদেবের এমন কোন পাপ দেখিতে পাই না, যাহাতে তিনি এরূপ বিপন্ন হইতে পারেন। হে ভারত! সহদেব গোপবেশে বিরাটভবনে বাস করিতেছেন দেখিয়া, আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে।

বলিতে কি, তাঁহারে বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ পূর্ব্বক গোপগণের পুরোবর্ত্তী হইয়া, হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে বিরাটের সন্তোষোৎপাদন করিতে দেখিলে, আমার সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত হয়। হে বীর! আর্য্যা কুন্তী আমার নিকট সর্ব্বদা সহদেবের সাধুচারিত্র ও সুশীলতাগুণের প্রশংসা করিতেন। সহদেব বনগমনে উদ্যত হইলে, পুত্রবৎসলা কুন্তী তাঁহারে ক্রোড়ে লইয়া, সজল নয়নে আমারে বলিয়াছিলেন যে, "হে পাঞ্চালি! সহদেব অতি লজ্জাশীল, প্রিয়বাদী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও রাজসেবানুরক্ত, শূর, সুকুমার ও আমার অত্যন্ত প্রিয়। অতএব তুমি সর্ব্বদা ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বহস্তে ভোজন প্রদান করিবে।" হায়! আজি তাঁহারে গোপপদে অধিরূঢ় হইয়া, বৎসচর্ম্মশয়নে যামিনী যাপন করিতে হইল! ইহা দেখিয়া আমার কি আর প্রাণধারণে ইচ্ছা হয়!

হায়! কালের কি কুটিল গতি! যাঁহাতে রূপ, মেধা ও অস্ত্রবিদ্যা এই গুণত্রয় তুল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নকুল আজি বিরাটরাজের অশ্ববন্ধ হইলেন! শত্রুগণ যাঁহার দর্শনমাত্র নিতান্ত বিচলিত হইত, আজি তিনি বিরাটরাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দিতেছেন। এবং তাঁহার উপাসনা করিতেছেন!

হে ভীম! আমি যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এইরূপ শত শত দুঃখে অভিভূত রহিয়াছি। তথাপি তুমি আমারে কিরূপে সুখিনী বিবেচনা করিতেছ? এতদ্ব্যতিরেকে আমার আরও অনেক গুরুতর দুঃখ আছে, আমি তৎসমস্তও বলিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা জীবিত থাকিতেও শতশত ক্লেশরাশি আমার শরীর শুষ্ক করিতেছে; ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

———

বিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ! আমি রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তথাপি আমার দৈববিড়ম্বনা দেখ। দ্যূতাসক্ত যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমারে সৈরিন্ধ্রীবেশে বিরাট-ভবনে সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিতে হইল; দুঃখ হইলে, তাহার অবসানও দেখিতে পাওয়া যায়; অর্থসিদ্ধি বা জয় পরাজয়ের স্থিরতা নাই; বিপদ্ ও সম্পদ্ চক্রের ন্যায় নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যাহা পরাজয়ের হেতু, তাহাই আবার জয়ের কারণ হইয়া থাকে; আমি এই ভাবিয়াই, স্বামিগণের অভ্যুদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি।

ফলতঃ, আমি যে জীবন্মৃত হইয়া আছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? শুনিয়াছি, যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদিগ-কেও সময়ক্রমে প্রার্থনা করিতে হয় এবং যাহারা অন্যকে সংহার বা পাতিত করে, তাহারাও কাল বশতঃ স্বয়ং বি-নষ্ট ও পতিত হইয়া থাকে। অতএব দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য, আমি এই ভাবিয়াই দৈব প্রতিপালন করিতেছি। জল পূর্ব্বে যেস্থানে থাকে, পুনরায় সেই স্থানেই গমন করে। আমি এই বিবেচনায় উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি। সুনীতিরক্ষিত অর্থজাতও দৈবকবলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি দৈবের আনুকূল্য লাভে যত্নবান্ হইবেন। এক্ষণে আমি যেজন্য এরূপ করুণগাথা গান করিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দেখ, আমি পাণ্ডুপুত্রগণের মহিষী ও দ্রুপদের দুহিতা;

তথাপি ঈদৃশী দুরবস্থাপন্ন হইলাম! আমা ব্যতিরেকে আর কোন্ রমণী এরূপ অবস্থায় জীবনধারণ বাসনা করে! আমার এই ক্লেশ কুরু, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবদিগকে অবমানিত করিবে, সন্দেহ নাই। কোন্ রমণী ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্র-গণে পরিবৃত এবং তাদৃশ অভ্যুদয়শালিনী হইয়া, এরূপ দুঃখিত হয়? বোধ হয়, আমি শিশুকালে বিধাতার গুরুতর অপকার করিয়াছিলাম; সেই জন্যই তাঁহার প্রভাবে এরূপ বিপন্ন হইয়াছি। হে ভারত! আমার কান্তি কিরূপ মলিন হইয়াছে, দেখ! তাদৃশ গুরুতর দুঃখেও এরূপ হয় নাই। হে পার্থ! আমি পূর্ব্বে যেরূপ সুখভাগিনী ছিলাম, তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু এক্ষণে আমারে অন্যের দাসীত্ব করিতে হইল। অতএব কি রূপে শান্তিলাভ করিব? ভীমধন্বা মহাবাহু ধনঞ্জয় যখন ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ইহা দৈবেরই বিচেষ্টিত বলিয়া স্বীকার করি। প্রাণি-গণের গতি সহজে বোধবিষয় হইবার নহে। যেহেতু, তোমা-দিগের এই দুরবস্থা অতর্কিত রূপে উপস্থিত হইয়াছে।

হে বীর! কালের বৈপরীত্য দেখ। মনে করিয়াছিলাম, তোমরা ইন্দ্রতুল্য; অতএব তোমাদের হইতেই সুখলাভ করিব। কিন্তু এক্ষণে নিকৃষ্টদিগের সুখসচ্ছন্দ দেখিতে হইল। আর তোমরা জীবিত থাকিতেও আমি নিতান্ত বিসদৃশী দশা প্রাপ্ত হইলাম! সাগরপর্য্যন্তা পৃথিবী যাহার বশবর্ত্তিনী ছিল; সেই আমি আজি ভয়কম্পিত হৃদয়ে সুদেষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইলাম! অনুগামিগণ পূর্ব্বে আমার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিত; কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেছি! আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে আপনার নিমিত্তও স্বয়ং কখন গাত্র বিলেপন পেষণ করি-নাই, কিন্তু অদ্য সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে

এই দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, আমার পাণিদ্বয় আর কখন এরূপ হয় নাই। এই বলিয়া তাঁহারে কিণাঙ্কিত পাণি প্রদর্শন পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, আমি আর্য্যা কুন্তী বা তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই; কিন্তু অদ্য কিঙ্করীবেশে বিরাটের সমক্ষে ভয়বিহ্বল হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে হইতেছে! আমি ভিন্ন অন্যে চন্দন পেষণ করিলে, বিরাটের তাহাতে অভিরুচি হয় না। অতএব অনুলেপন সুমৃষ্ট হইয়াছে কি না, রাজাই বা কি বলিবেন, সর্ব্বদা এই আশঙ্কায় থাকিতে হয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পতিব্রতা দ্রৌপদী এই রূপে আত্ম দুঃখ বর্ণন করিয়া, ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করত রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, বাষ্প গদ্গদ বচনে কহিলেন, বোধ হয়, আমি দেবগণসমীপে নিতান্ত অপরাধিনী হইয়াছি; সেই জন্যই এরূপ হতভাগিনী হইয়া, প্রাণান্তিক ক্লেশেও জীবন ধারণ করিতেছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহাবীর বৃকোদর দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত করকমল গ্রহণ ও মুখমণ্ডলে প্রদান করিয়া, দুর্নিবারদুঃখপূর্ণ হৃদয়ে বাষ্পরাশি বিসর্জন করিয়া, কহিতে লাগিলেন।
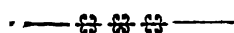
একবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, যখন তোমার স্বভাবলোহিত পাণিকমল ঈদৃশ কিণাঙ্কিত হইয়াছে, তখন আমার বাহুবলে ও

অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্! মহারাজ যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন; নতুবা আমি বিরাটের সভাতেই মহামার উপস্থিত ও মহাগজের ন্যায় পদাঘাতে অনায়াসেই দুরাত্মা কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম। পাপাত্মা যৎকালে তোমারে পদাঘাত করিয়াছিল, আমি তখনই সমুদায় মৎস্য-রাজ্যের সংহার বাসনা করিয়াছিলাম; কিন্তু যুধিষ্ঠির কটাক্ষ বিক্ষেপে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। আমি এখনও তাহাই ভাবিয়া ক্ষান্ত হইয়া আছি। রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন এবং কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি কুরুপাংশনগণ অদ্যাপি জীবিত আছে, এই দুইটী হৃদয়নিহিত শল্যের ন্যায় আমার সর্ব্বশরীর দগ্ধ করিতেছে। হে সুশ্রোণি! ক্রোধ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। রাজা যুধিষ্ঠির যদি কোন রূপে তোমার এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তাঁহার পরলোক হইলে, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও জীবিত থাকিবেন না। তখন আমি তাঁহাদের বিরহে কদাচ প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

পূর্ব্বে মহাতপা চ্যবন অরণ্যে বল্মীকীভাব প্রাপ্ত হইলে, তদীয় ভার্য্যা সুকন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইয়াছিলেন। অনুপমরূপশালিনী নারায়ণী চন্দ্রসেনা সহস্রবর্ষ বয়স্ক স্থবির পতির অনুচারিণী হন। জনকদুহিতা সীতা রাক্ষস কর্ত্তৃক নিগৃহীতা ও নানা প্রকারে ক্লিশ্যমানা হইয়াও, অরণ্য-বাসী স্বামীর সহবাস পরিহার করেন নাই। হে ভীরু! বয়ো-রূপশালিনী লোপামুদ্রা অমানুষসুলভ ভোগসুখে জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অগস্ত্যের অনুগামিনী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যন্ত দ্যুমৎসেনতনয় সত্য-বানের অনুগমন করেন। হে কল্যাণি। ইহাঁরা সকলেই যেরূপ রূপবতী ও পতিব্রতা; তদ্রূপ তুমিও অশেষগুণ-

শালিনী। অতএব স্বল্পকাল মাত্র অপেক্ষা কর; আর অর্দ্ধমাস অবশিষ্ট আছে। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হইলেই, তুমি রাজমহিষী হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই,সাশ্রু কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করিতেছি; যুধিষ্ঠিরের নিন্দা করিতেছি না। এক্ষণে অতীত বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নাই; যাহাতে আপতিত অনিষ্টাপাতের প্রতীকার হইতে পারে, তাহার উপায়বিধানে সযত্ন হউন। রাজমহিষী সুদেষ্ণা, রাজা পাছে আমার প্রতি আসক্ত হইলে, তাঁহার রূপের অভিভব হয়, সর্ব্বদা এই ভাবনায় শঙ্কিত মনে কালযাপন করেন। কীচক স্বভাবতঃ দুরাশয় ও দুর্ব্বুদ্ধি; অতএব সে রাজমহিষীর এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সর্ব্বদাই আমারে প্রার্থনা করে। আমি প্রথম প্রথম তাহাতে কোপ প্রকাশ করিতাম; কিন্তু পরিশেষে ক্রোধ সংবরণ পূর্ব্বক বলিয়াছিলাম, রে দুরাত্মন্! আত্মরক্ষা কর। আমি মহাবল পঞ্চ গন্ধর্ব্বের প্রিয়তম পত্নী। তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইলে, তোমারে অচিরাৎ স্বীয় দুঃসাহসের প্রতিফল স্বরূপ শমনপুরী দর্শন করিতে হইবে। কিন্তু দুরাত্মা আমারে উত্তর করিল, হে চারুহাসিনি! আমি গন্ধর্ব্বের ভয় করি না। আমি সমরসমাগত শত শত গন্ধর্ব্বকে অনায়াসেই সংহার করিতে পারি। অতএব ভীরু! তুমি ভয় পরিহার পূর্ব্বক আমার ভার্য্যা হও।

তখন আমি পুনরায় সেই কামার্ত্ত কীচককে কহিলাম, রে দুরাচার! তুমি কোন মতেই সেই গন্ধর্ব্বগণের প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। আমি কুল,শীল ও ধর্ম্মভয়সমন্বিতা; কখন কাহারও মৃত্যু কামনা করি না।সেই জন্যই তুমি এখনও জীবিত রহিয়াছ। দুরাত্মা আমার এই বাক্যে উচ্চৈঃ

স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল।একদা রাজমহিষী সুদেষ্ণা কীচকের মন্ত্রণানুসারে তাহার প্রিয়কামনায় সুরা আনয়নার্থ আমারে প্রণয় সহকারে তদীয় গৃহে প্রেরণ করেন। আমি তথায় গমন করিলে, দুরাত্মা আমারে নিরীক্ষণমাত্র নানাপ্রকার চাটুবাদ সহকারে প্রলোভিত করিতে লাগিল। অবশেষে তাহা নিরর্থক হইলে, বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। আমি তাহার দুরভিসন্ধি অবগত ও শরণার্থিনী হইয়া, দ্রুত বেগে সভাসমক্ষে ধাবমান হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা রাজার সমক্ষেই আমারে ভূতলপাতিত ও পদাঘাত করিল। বিরাট-রাজ, কঙ্ক, বিরাটের অন্যান্য সভাসদ্ ও অমাত্যবর্গ এবং পুরবাসী প্রভৃতি সকলেই অবলীলাক্রমেই তাহা অবলোকন করিলেন। তখন আমি রাজা ও কঙ্ককে বারংবার তিরস্কার করিলেও মৎস্যরাজ কীচকের দণ্ড বিধান বা নিবারণ করি-লেন না। কীচক তাঁহার প্রধান সহায় এবং রাজা ও মহিষী উভয়েরই প্রণয় ও প্রশ্রয়ভাজন। ঐ দুরাত্মা যেরূপ পরদার-পরায়ণ ও বিষয়বিবেচনাবিহীন, সেইরূপ ক্রূর, ধর্ম্মত্যাগী ও শৌর্য্যাভিমানী। পাপাত্মা, রাজদত্ত প্রচুর বিত্তলাভেও সন্তুষ্ট না হইয়া সর্ব্বদা পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের আর্ত্ত-নাদে কর্ণপাতও করে না। অনায়াসেই সাধুমার্গ পরিহার ও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিয়া থাকে। আমি তাহারে বারং-বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, অতএব সেই দুরাত্মা পাপমতি কন্দর্পশরবশবর্ত্তী দুর্ব্বিনীত কীচক এবার যখন আমার দর্শন পাইবে, তৎক্ষণাৎ যদি পীড়ন করে, তবে নিঃসংশয় আমাকে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। তোমরা ধর্ম্মরক্ষাব্রতে যত্ন-বান্ রহিয়াছ, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার প্রাণ বিনষ্ট হইলে, তোমাদিগের যৎপরোনাস্তি অধর্ম্ম ঘটিবে। ফলতঃ,প্রতিজ্ঞা-পালন করিতে হইলে, তোমাদিগের ভার্য্যার রক্ষা হইবে না।

ভার্য্যা রক্ষিত না হইলে, সন্তান রক্ষার সম্ভাবনা নাই কিন্তু সন্তানরক্ষা হইলে, আত্মা রক্ষিত হয়। কারণ,আত্মাই ভার্য্যাতে পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়।এবং সেইজন্যই বিজ্ঞব্যক্তিরা ভার্য্যাকে জায়া শব্দে নির্দ্দেশ করেন।পতি কিউপায়ে পুত্র স্বরূপে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে, এই সঙ্কল্প করিয়া ভার্য্যাও স্বামীর শুশ্রূষা করিবেন। আমি বর্ণধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের নিকট শুনিয়াছি যে, শত্রুদমন ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধর্ম্ম আর নাই। অতএব প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালনের অনুরোধে দারুণ শত্রু কীচককে যথোচিত শাস্তি প্রদান না করিলে, আপনাঃ দিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মের যে বিশেষ হানি হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? হে মহাবল! দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার সমক্ষেই আমাকে পদাঘাত করিয়াছে। আপনি পূর্ব্বে ভীষণ জটাসুর হইতে আমাকে যে প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভ্রাতৃগণের সাহায্যে জয়দ্রথকে যে রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিষম শত্রু কীচককেও সেই রূপে সংহার করুন। হে ভারতকুল! তিলক! সেই কামোন্মত্ত পাপাত্মা, রাজার প্রিয় বলিয়া, আমার বহুল বিপদের মূল ও নিরন্তর চিত্তচাপল্যের কারণ হইয়াছে। প্রস্তরোপরি নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় তাহারে এই দণ্ডেই চূর্ণ করিয়া ফেলুন। নতুবা, যদি সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাহার জীবন বিনষ্ট না হয়,তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহ বিষপান করিয়া,প্রাণ ত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূতা হইয়া, জীবিত থাকা অপেক্ষা আপনার সম্মুখে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দ্রৌপদী এই প্রকারে করুণ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও সেই নিদারুণ দুঃ-

খার্ত্তা সুমধ্যমা দ্রুপদনন্দিনীকে আলিঙ্গন করিয়া, বহুবিধ যুক্তিসঙ্গত ও যথার্থ বাক্যবিন্যাস দ্বারা আশ্বাস ও সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক হস্ত দ্বারা তাঁহার বাষ্পকলুষ মুখকমল মার্জ্জন করিয়া দিলেন। এবং রোষভরে সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করত মনে মনে কীচককে প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিয়া, পরিতাপান্বিতা কৃষ্ণাকে এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, ভীরু! তুমি যেরূপ বলিতেছ, আমি তদ্রূপই করিব। সেই দুরাত্মা কীচককে অদ্যই সবংশে বিনাশ করিব। মধুরহাসিনি! তুমি আগামী সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে সঙ্কেত স্থির করিও। বিরাটরাজের সংস্থাপিত যে নাট্যশালা আছে, সেই স্থানে নর্ত্তকীগণ দিবসে নৃত্যাদি করিয়া, রাত্রিকালে স্ব স্ব আবাসে প্রত্যাগমন করে। তথায় সুদৃঢ় পল্যঙ্কোপরি রমণীয় শয্যাও আস্তীর্ণ আছে। অতএব সুন্দরি! সেই নাট্যশালায় কীচক যাহাতে আমার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার কোন সদুপায় করিও। সেই স্থানে আমি তাহারে পূর্ব্বমৃত পিতৃপুরুষগণের নিকট প্রেরণ করিব। কিন্তু সাবধান, যেন তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও সঙ্কেত করিবার সময়ে কেহই তোমাকে দেখিতে না পায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন ও কৃষ্ণা দুই জনে উক্ত-প্রকার কথোপকথন করিয়া, দুঃখিত হৃদয়ে অনবরত অশ্রু-মোচন পূর্ব্বক কত ক্ষণে সেই ভীষণ যামিনী প্রভাত হইবে,

মনে মনে তাহারই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পর দিন প্রত্যূষে কীচক গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজবাটীতে গমন করিয়া, দ্রৌপদীকে কহিল, ভীরু! আমি সভামধ্যেই তোমাকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, মহারাজের সমক্ষেই পাদ প্রহার করিলাম। তথাপি তুমি পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। আমি প্রভূত বলশালী; অতএব আমি আক্রমণ করাতে কাহারই তোমাকে রক্ষা করিবার সাহস হইল না। আমি সেনাপতি; যাবতীয় সৈন্য আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী। আমিই নিখিল মৎস্য-রাজ্যের যথার্থ অধিরাজ। বিরাট্ যে মৎস্যরাজ বলিয়া খ্যাত আছেন, সে অমূলক প্রবাদমাত্র। হে সুশ্রোণি! তুমি পরম সুখে আমার প্রতি অনুরক্তা হও। আমাদিগের মিলন হইলে, আমি চিরজীবন তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব এবং এই দণ্ডেই নিষ্কশত সুবর্ণ প্রদান পূর্ব্বক তোমার সেবার নিমিত্ত অসংখ্য দাসদাসী ও অশ্বতরীযুক্ত রথসমূহ নিযুক্ত করিয়া দিব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমাদিগের পরস্পর সঙ্গমবিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। তবে এই একমাত্র ভয়, পাছে জনরব হইলে, সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বদিগের কর্ণগোচর হয়। অতএব যদি তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে সম্মত হও যে, আমাদের উভয়ের সম্মিলন হইলে, তোমার ভ্রাতা বা মিত্র কেহই উহা জানিতে পারিবেন না, তাহা হইলে, আমি তোমার বশীভূত হইতে পারি।

কীচক কহিল, চারুনিতম্বে! তুমি যেরূপ কহিতেছ, আমি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। বামোরু! আমি তোমার সহিত সঙ্গমমানসে একাকী তোমার শূন্য শয়নগৃহে গমন করিব। তাহা হইলে, সেই সূর্য্যসম তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা এবিষয় কিছুতেই অবগত হইতে পারিবে না।

দ্রৌপদী কহিলেন, মৎস্যরাজের সংস্থাপিত যে নাট্যশালা আছে, তাহাতে কন্যাগণ দিবসে নৃত্য গীতাদি করিয়া, নিশাগমে স্ব স্ব গৃহে গমন করে। সেই নির্জ্জন স্থান নিশ্চয়ই গন্ধর্ব্বদিগের অবিদিত। অতএব তুমি ঘোর অন্ধকার সময়ে তথায় প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে দোষস্পর্শ করিতে পারিবে না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! কীচকের সহিত এইরূপ কথোপকথন সম্পন্ন হইলে, দ্রৌপদী সেই অর্দ্ধ দিবস এক মাসের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবসরক্রমে ভীমসেনের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিলেন। এদিকে কামাভিভূত দুর্ব্বুদ্ধি কীচক হর্ষাবিষ্ট হৃদয়ে দ্রৌপদী যে তাহার সাক্ষাৎ মৃত্যু, তাহা জানিতে না পারিয়া, গৃহে প্রত্যাগত এবং গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কারাদি সহযোগে শরীরশোভাসম্পাদনে ব্যাপৃত হইল। তৎকালে আয়তলোচনা দ্রৌপদী তদীয় হৃদয়পটে সমুদিত হওয়াতে, সেই অল্পক্ষণও তাহার নিতান্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে যেরূপ উজ্জ্বল হয়, সেই সময়ে কীচকেরও সেইরূপ এক অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছিল। ফলতঃ, দুরাত্মা কীচক কামাভিভবে উন্মত্ত হইয়া, দ্রৌপদীর বাক্যে বিশ্বাস করত এরূপ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তাপরায়ণ হইল যে, দিবা কোন্ সময়ে পর্য্যবসিত হইল, জানিতে পারিল না।

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, পতিব্রতা দ্রৌপদী রন্ধনশালায় ভীমসেন সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ! আমি তোমার নিদেশানুসারে কীচককে নাট্যশালায় সমাগত হইতে সঙ্কেত করিয়াছি। অতএব দুর্ম্মতি নিশাভাগে তথায় উপনীত হইলেই, তুমি তাহারে সংহার

করিবে। হে পার্থ! সেই দুরাত্মা দুর্নিবার অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া, গন্ধর্ব্বদিগকে সর্ব্বদাই অনাদর করে, অতএব তুমি অদ্যই তাহারে বিনষ্ট করিবে। অধিক কি, গজরাজ যেরূপ অনায়াসেই কন্দ উন্মূলন করে, তদ্রূপ তুমি তাহারে সংহার করিয়া, আমার দুঃখ ও অশ্রুবিমোচন এবং বংশমর্য্যাদা রক্ষা ও আত্মকল্যাণ সম্পাদন কর।

ভীমসেন কহিলেন, হে বরারোহে! তুমি নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। যেহেতু, আমারে এই প্রিয়সংবাদ প্রদান করিলে। হে কল্যাণি! আমি এই প্রিয়সংবাদ ব্যতিরেকে অন্য সহায় প্রার্থনা করি না। পূর্ব্বে হিড়িম্ববধসময়ে আমার যেরূপ প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছিল, অদ্য তোমার মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সেইরূপ সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে আমি সত্য, ধর্ম্ম ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও বিজন বা প্রকাশ্য যে কোন স্থানেই হউক, কীচককে বিনষ্ট ও চূর্ণ করিব। তজ্জন্য যদি সমগ্র মৎস্যভূমি যুদ্ধোদ্যত হয়,তাহা হইলে তাহারেও নিপাতিত করিব। অবশেষে দুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, পৃথিবী আত্মসাৎ করিব। রাজা যুধিষ্ঠির ইচ্ছানুসারে রাজসেবা করুন।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ! সাবধান, আমার নিমিত্ত যেন সত্যভঙ্গ না করেন; গোপনেই কীচককে সংহার করিবেন। বৃকোদর কহিলেন, ভীরু! আমি তোমার বাক্যানুসারেই কার্য্য করিব। অদ্য নিশাগমে আমি অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া, হস্তী যেরূপ বিল্বফল চূর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অনধিকারচর্চ্চক দুরাত্মার মস্তক চূর্ণ ও তাহারে সবান্ধবে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রজনী উপস্থিত হইলে,

ভীমসেন নাট্যশালায় গমন করিয়া, মৃগাকাঙ্ক্ষী কেশরীর ন্যায় কীচকের প্রতীক্ষায় অদৃশ্য ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। দুর্ম্মতি কীচকও স্বেচ্ছানুরূপ বেশভূষা সমাধানান্তে সৈরিন্ধ্রী সমাগমবাসনায় সেই সময়ে তথায় সমাগত হইল। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন যে গৃহে তাহার অপেক্ষায় একান্তে আসীন হইয়াছিলেন, কামাভিভূত হৃদয়ে সঙ্কেতস্থান বিবেচনায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল এবং ভীম যে দ্রৌপদীর অবমানজনিত রোষহুতাশনে প্রজ্ব-লিত হইয়া, তদীয় মূর্ত্তিমান্ কৃতান্ত রূপে তথায় শয়ান ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া, প্রদীপ্তপাবকপতনো-ন্মুখ পতঙ্গের ন্যায়, মৃগরাজগাত্রস্পর্শী ক্ষুদ্র পশুর ন্যায়, দ্রৌপদীবোধে তাঁহার শরীরস্পর্শ পূর্ব্বক হর্ষবিহ্বল হৃদয়ে সহাস্য আস্যে কহিতে লাগিল, অয়ি প্রিয়ে! অদ্য আমি তোমার নিমিত্ত বহুতর অর্থজাত সঞ্চিত রাখিয়াছি এবং দাসীশতপরিবৃত রূপলাবণ্যবতী যুবতীগণে সুশোভিত মণি-রত্নাদিভূষিত সুদৃশ্য অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া, তোমার সমাগমবাসনায় আগমন করিতেছি। হে ভীরু! মদীয় অব-রোধবাসিনী কামিনীগণ আমারে অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন বলিয়া, সর্ব্বদাই আমার প্রশংসা করে।

ভীমসেন কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি এরূপ প্রিয়দর্শন হইয়াছ, তোমার এই আত্মপ্রশংসাও যথার্থ। কিন্তু তুমিও পূর্ব্বে কখন এরূপ স্পর্শসুখ অনুভব কর নাই। আহা! তুমি কি কামকলাসুনিপুণ! কি সুর-সিক! কি স্পর্শরসাভিজ্ঞ!

মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, রে পাপা-ত্মন্! সিংহ যেরূপ গজরাজকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ আমি

তোমারে আকর্ষণ পূর্ব্বক তোমার ভগ্নীর সমক্ষেই ভূতলে নিষ্পেষণ করিব। তুমি বিনষ্ট হইলে, সৈরিন্ধ্রী নিরুপদ্রব এবং তদীয় স্বামিগণও সুস্থচিত্ত হইবেন। মহাবল বৃকোদর এই বলিয়া বলপূর্ব্বক সহসা তাহার কেশপাশ গ্রহণ করিলেন। বলিশ্রেষ্ঠ কীচকও তৎক্ষণাৎ স্বীয় কেশকলাপ মোচন করিয়া, বেগভরে তদীয় বাহুদ্বয় ধারণ করিল। এই রূপে পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উভয়ে ঘোরতর বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বসন্তকালে করিণীর নিমিত্ত কামোন্মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ পরস্পর যুদ্ধ করে, অথবা পূর্ব্বে বালী ও সুগ্রীবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদের যুদ্ধও নিতান্ত তুমুল হইয়া উঠিল। তখন উভয়েই তুল্যরূপ জয়াভিলাষী ও ক্রোধপরবশ হইয়া, তীক্ষ্ণবিষ পঞ্চশীর্ষ আশীবিষের ন্যায় ভয়ঙ্কর ভুজদণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক পরস্পর নখ ও দশন প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কীচক মহাবেগে আঘাত করিলেও, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন পদমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর আকর্ষণ ও সমাশ্লেষ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখদন্তপ্রহার পূর্ব্বক কোপোদ্ধত শার্দ্দূলযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কীচক ক্রোধাবিষ্ট ও মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ সহসা ভীমের উপরি নিপতিত হইয়া, বল পূর্ব্বক তাঁহারে আক্রমণ করিল। ভীমসেনও তাঁহারে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কিন্তু কীচক তাঁহারে বল পূর্ব্বক দূরে নিক্ষিপ্ত করিল। তৎকালে তাঁহাদের বাহুনিষ্পেষ নিবন্ধন বংশসকোটের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর বৃকোদর বল পূর্ব্বক কীচককে আক্ষিপ্ত করিয়া, বায়ু যেরূপ মহাবৃক্ষ সঞ্চালিত করে, তদ্রূপ বিচলিত করিলে,

কীচক নিতান্ত বলহীন হইয়াও, সাধ্যানুসারে তাঁহারে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এবং ক্রোধভরে ভীমসেনকে ঈষদ্ বিচলিত করিয়া, জানুপ্রহার দ্বারা সহসা ভূতলে পাতিত করিল। কিন্তু ভীমসেন দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তৎক্ষণাৎ বেগে গাত্রোত্থান করিলেন।এই রূপে সেই বলোন্মত্ত বীরযুগল নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে নির্জ্জন প্রদেশে পরস্পর আকর্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে এরূপ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন যে, সেই উত্তুঙ্গ প্রাসাদও কম্পিত হইয়া উঠিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন অবসরক্রমে কীচকের বক্ষঃস্থলে এক বারে দুই হস্তে চপেটাঘাত করিলেন। রোষানলসন্তপ্ত কীচক তাহাতে পদমাত্র বিচলিত হইল না। কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র সেই দুঃসহ বেগ সহ্য করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিতান্ত বলহীন হইয়া পড়িল। তখন বৃকোদর তাহারে হৃদয়দেশে গ্রহণ করিয়া, বল পূর্ব্বক মহাবেগে বারংবার নিষ্পেষ্ট করত তাহার চেতনা হরণ করিলেন এবং রোষাবেশে অভিভূত হইয়া, তদীয় কেশপাশ আকর্ষণ ও পুনঃ পুনঃ নিশ্বাস পরিহার পূর্ব্বক যেরূপ মাংসলোভী শার্দ্দূল মাতঙ্গ শীকার করিয়া, গভীর গর্জ্জন করে, তদ্রূপ আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর তাহারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ভাবিয়া, রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় বাহুযুগলে বন্ধন করিয়া, ঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। কীচক উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক এক বারে হতচেতন হইয়া পড়িল। তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর ক্রোধশান্তির বাসনায় বাহুদ্বয়ে কীচকের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে কটিদেশে জানুপ্রদান পূর্ব্বক করযুগলে বক্ষঃস্থল বিমথিত করিয়া, পশুর ন্যায় তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাহারে নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া পুনঃ পুনঃ ভূমিতলবিলুণ্ঠিত করিয়া, কহিতে

লাগিলেন,অদ্য আমি সৈরিন্ধ্রীর কণ্টক উদ্ধার পূর্ব্বক ভ্রাতার নিকট অঋণী হইলাম; অদ্য আমার শান্তিলাভ হইল। এই বলিয়া তিনি তাহারে মুহূর্ত্তমধ্যেই নিপাতিত করিলেন। কীচকের লোচনযুগল ঘূর্ণিত, বসন ভূষণ বিস্রস্ত এবং দেহ বিচেষ্টিত হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন রোষভরে পুনরায় হস্তে হস্তে নিষ্পীড়ন ও ওষ্ঠদংশন পূর্ব্বক কীচকের মৃত দেহ আক্রমণ করিয়া, মহাদেব যেরূপ গজাসুরের অবয়ব সকল অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাহার পাণিপাদ প্রভৃতি সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদীয় শরীর মধ্যে প্রবেশিত করিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, এই কামুকের কিরূপ দুরবস্থা করিয়াছি। এই বলিয়া সেই মাংসপিণ্ডাকৃতি কীচকের মৃত দেহে পদাঘাত করিতে লাগিলেন,পরে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক দ্রৌপদীরে তাহা প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অতঃপর যাহারা তোমার অভিলাষী হইবে, তাহাদিগকেও এই রূপে সংহার করিব। মহাবীর বৃকোদর দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, সত্বর মহানসে আগমন করিলেন। এদিকে দ্রৌপদী কীচকের নিধনে বিগতসন্তাপ ও নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নাট্যশালার রক্ষকগণসমীপে গমন করিয়া কহিলেন, কামার্ত্ত দুর্ম্মতি কীচক মদীয় স্বামী গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া,নর্ত্তনাগারে নিপতিত রহিয়াছে; যদি ইচ্ছা হয়, যাইয়া প্রত্যক্ষ কর। রক্ষিগণ শ্রবণমাত্র সহস্র সহস্র উল্কা গ্রহণ পূর্ব্বক দর্শনাভিলাষে উপনীত হইয়া দেখিল, কীচক পাণিপাদশূন্য শোণিতসিক্ত শরীরে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলে যুগপৎ দুঃখিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিল, গন্ধর্ব্ব ভিন্ন এই অমানুষ অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করা কখন মনুষ্যের সাধ্য নহে। দেখ,

ইহার হস্ত, পদ ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কোথায় গিয়াছে, নির্ণয় নাই। অতএব গন্ধর্ব্বগণই যে ইহারে সংহার করিয়াছে,তাহাতে সন্দেহ নাই।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন কীচকের আত্মীয়গণ তথায় সমাগত হইয়া, তাহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত উচ্চৈঃ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।হে রাজন্! ঐ সময়ে স্থলোদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় কীচককে পিণ্ডীকৃত নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদের সকলেরই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। অনন্তর তাহারা দেবরাজনিহত বৃত্রাসুরের ন্যায় ভীমবিনষ্ট কীচকের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধানার্থ উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে দেখিল, পতিপ্রাণা দ্রৌপদী সম্মুখবর্ত্তী স্তম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা আছেন।তদ্দর্শনে উপকীচকগণ কহিতে লাগিল,এই পাপীয়সীই কীচকের মৃত্যুর কারণ। অতএব ইহারে সত্বর বিনষ্ট কর। অথবা কীচকের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব ইহারে তাহারই সহিত দগ্ধ করিয়া ফেল। এই বলিয়া তাহারা বিরাটসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! সৈরিন্ধ্রীই কীচকের মৃত্যুর কারণ। অতএব, অনুমতি করুন, তাহারেও কীচকচিতায় নিক্ষিপ্ত করি। রাজা তাহাদের পরাক্রমভয়ে ভীত হইয়া, অগত্যা অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন কীচকের সহোদরগণ ভয়বিহ্বলা দ্রৌপদীরে দৃঢ়তর বন্ধন পূর্ব্বক কীচকের মৃতদেহোপরি আরোহণ করাইয়া, শ্মশানাভিমুখে

প্রস্থান করিল। মহারাজ! অসামান্য নাথবতী দ্রৌপদী নিতান্ত অনাথিনীর ন্যায় শরণার্থিনী হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করত কহিতে লাগিলেন, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎ-সেন ও জয়দ্বল আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন; সূতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। যে মহাবীর গন্ধর্ব্বগণ সংগ্রামসময়ে অনবরত অশনি সদৃশ ভীষণ জ্যানির্ঘোষ ও রথনেমির ঘোর ঘর্ঘরশব্দে চতুর্দ্দিক্ বিত্রাসিত করেন, তাঁহারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন; সূতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

ভীমসেন তৎকালে শয্যায় শয়ান ছিলেন। সহসা দ্রৌপদীর আর্ত্তনাদ কর্ণগোচর হওয়াতে, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং কহিলেন, ভীরু! সূতপুত্র হইতে তোমার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই; তোমার বাক্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি কীচকদিগের বধসাধনবাসনায় বদ্ধপরিকর হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি বেশপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক দ্বার দিয়া না গিয়া প্রাচীরোপরি আরোহণ ও অনায়াসে তাহা উল্লঙ্ঘন করত রাজভবনের বহির্দ্দেশে নিপতিত হইয়া, শ্মশানাভিমুখে ধাবমান এবং প্রাকার অতিক্রম ও নগর হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে সূতপুত্রগণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর হস্তীর ন্যায় বাহুবল প্রভাবে চিতাসমীপস্থ দশব্যামবিস্তৃত এক তালপ্রমাণ প্রকাণ্ড মহীরুহ উৎপাটন পূর্ব্বক স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া, দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় তাহাদের সংহারবাসনায় বেগে ধাবমান হইলেন। তৎকালে তদীয় গুরুতর বেগে অভিহত হইয়া, তত্রত্য অশ্বত্থ ও পলাশাদি পাদপসমূহ ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

সূতপুত্রগণ তাঁহারে ক্রোধোদ্দীপ্ত কেশরীর ন্যায় সহসা সমাগত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া,নিরুপায় ভাবিয়া ভয়ব্যাকুল বিষণ্ণ হৃদয়ে কম্পান্বিত শরীরে পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, মহাবল গন্ধর্ব্ব মহীরুহ স্কন্ধে মূর্ত্তিমান্ মৃত্যুর ন্যায় দ্রুত বেগে আমাদের অভিমুখীন হইতেছে। অতএব বিপৎ-পাতের মূলীভূতা সৈরিন্ধ্রীরে সত্বর পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীরে পরিহার পূর্ব্বক নগরাভিমুখে পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে মহাবল বৃকোদর, দেবরাজ যেরূপ দানবদলদলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই কালরূপী বৃক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক পঞ্চাধিক শতসংখ্যক উপকীচককে তৎ-ক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিলেন। অনন্তর রোদনপরা-য়ণা দ্রৌপদীরে বন্ধনবিমুক্ত করিয়া, আশ্বাসপ্রদানসহকারে কহিলেন, ভীরু! যাহারা অকৃতাপরাধে তোমারে ক্লেশ প্রদান করে, তাহারা এই রূপেই মৃত্যুমুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে। এক্ষণে তোমার আর কিছুমাত্র ভয় নাই; স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ কর। আমিঅন্য পথ দিয়া রন্ধন শালায় গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,উপকীচকগণ এই রূপে ভীমসেনের হস্তে কালকবলে নিপতিত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলে, তৎকালে শ্মশানভূমি ভগ্নপাদপপরিব্যাপ্ত মহাবনের শোভা ধারণ করিল। অনন্তর পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা তথায় সমাগত হইয়া,সেই অদ্ভুত কাণ্ড সন্দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর নাগরিকগণ নরপতি সমীপে উপনীত হইয়া কহিল, মহারাজ! মহাবীর সূতপুত্র-গণ গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, অশনিবিপাটিত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন; সৈরিন্ধ্রীও বন্ধনবিমুক্ত হইয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইতেছে। বোধ হয়, বিরাটরাষ্ট্র অচিরেই বিনষ্ট হইবে। কারণ, সৈরিন্ধ্রী অসামান্যরূপ-লাবণ্যসম্পন্ন, গন্ধর্ব্বগণ মহাবল পরাক্রান্ত এবং পুরুষের চিত্ত-বৃত্তিও স্বভাবতঃ স্ত্রীসংসর্গের অভিলাষিণী। অতএব যথাযথ নীতিপ্রয়োগ পূর্ব্বক সৈরিন্ধ্রীহস্তে সকলের উদ্ধার সাধন করুন।

বিরাট কহিলেন, তোমরা এক্ষণে সূতগণের অন্ত্যেষ্টি কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রজ্বলিত অনলে রত্ন ও গন্ধদ্রব্য সমুদায় প্রদান করিয়া, একত্র সকলের দাহ কর। অনন্তর তিনি ভয়োদ্বিগ্ন হৃদয়ে সুদেষ্ণারে কহিলেন, প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী আসিলেই, তাহারে কহিবে, "হে বরাননে! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের পরাক্রমে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। কিন্তু গন্ধ-র্ব্বগণ তোমারে রক্ষা করেন বলিয়া, তিনি স্বয়ং তোমারে এই কথা বলিতে সাহসী হইতেছেন না। স্ত্রীলোকের বাক্যে কোন দোষ নাই বলিয়াই, আমি তোমারে বলি-তেছি।"

এদিকে দ্রৌপদী সূতগণ হস্তে পরিত্রাণ লাভ পূর্ব্বক নির্ভয় হৃদয়ে গাত্র ও পরিধানবস্ত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক শার্দ্দূল-

বিত্রাসিত মৃগবালিকার ন্যায় নগরাভিমুখে গমন করিলেন। নগরস্থ সমস্ত লোক তাঁহাকে দর্শনমাত্র গন্ধর্ব্বভয়ে বিত্রস্ত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল; কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া রহিল। অনন্তর দ্রৌপদী নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভীমসেনকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পাকশালায় নিরীক্ষণ করিয়া, সাঙ্কেতিক বাক্যে কহিলেন, যে গন্ধর্ব্বরাজ আমারে বিপৎপাতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, তাঁহারে নমস্কার। ভীমসেনও কহিলেন, যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে যাঁহার অনুসরণ ক্রমে বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার এই বাক্যে অঋণী হইয়া, সুখে বিহার করিবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রৌপদী নাট্যশালার সমীপবর্ত্তিনী হইলে, নৃপতনয়াগণ তাঁহারে নয়নগোচর করিয়া, অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে বহির্গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কহিলেন, সৈরিন্ধ্রী! তুমি শত্রুহস্তে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইয়াছ, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যাহারা অকৃতাপরাধে তোমার ক্লেশসাধনে যত্নবান্ হইয়াছিল, সৌভাগ্য বশতঃ সেই সূতপুত্রগণও বিনষ্ট হইয়াছে।

বৃহন্নলা কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি কি রূপে বিপদ্‌বিমুক্ত হইলে এবং সূতপুত্রেরাই বা কি রূপে নিধন লাভ করিল, সবিশেষ শ্রবণার্থ আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর দুঃখ শুনিয়া তোমার কি হইবে? তুমি অন্তঃপুরে সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছ; সৈরিন্ধ্রী যে কিরূপ দুঃখে কালযাপন করে, তাহার কি জানিবে? হে কল্যাণি! বোধ হয়, তুমি পরিহাস প্রযুক্তই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ।

বৃহন্নলা কহিলেন, ভদ্রে! বৃহন্নলা ক্লীবযোনি প্রাপ্ত

হইয়া, যে ক্লেশরাশি সহ্য করিতেছে, তুমিও তাহা অবগত নহ। আর আমরা পরস্পর একত্র বাস করিতেছি। অতএব তোমার দুঃখে কাহার না দুঃখ উপস্থিত হইবে? কিন্তু কেহ কাহারও মনের ভাব বুঝিতে পারে না বলিয়াই, তুমিও আমার আন্তরিক দুঃখ অবগত হইতেছ না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর দ্রুপদনন্দিনী কুমারীগণ সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিহিতা হইলে, তিনি বিরাটের বাক্যানুসারে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন কর; যেহেতু, রাজা গন্ধর্ব্বগণের পরাভবে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। হে কল্যাণি! তুমি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না, পুরুষদিগের অন্তঃকরণ সতত ভোগবাসনাপ্রবণ এবং গন্ধর্ব্বগণও নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ। অতএব তুমি এখানে থাকিতে, আমাদের কোন মতেই ভদ্রস্থতা নাই।

সৈরিন্ধ্রী কহিলেন, ভদ্রে! রাজারে আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা হইলেই, গন্ধর্ব্বগণ সিদ্ধমনোরথ হইয়া, আমারে লইয়া যাইবেন এবং আপনাদেরও প্রিয়ানুষ্ঠান করিবেন। ফলতঃ, সবান্ধব নরপতির যাহাতে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণসাধন হয়, তাঁহারা সে পক্ষে কোন অংশেই ত্রুটি করিবেন না।

কীচকবধ পর্ব্ব সমাপ্ত।

গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে! এই রূপে কীচক ও উপকীচকগণ নিহত হইলে, সমুদয় লোক অত্যাহিত চিন্তা করত সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্ময়াপন্ন হইল। বিরাট-নগর ও জনপদ সর্ব্বত্রই এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, যে পরদারাভিমর্ষী দুর্ব্বৃত্ত কীচক শৌর্য্যাদি প্রভাবে মহা-রাজ বিরাটের প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, এক্ষণে সেই পাপাত্মা গন্ধর্ব্বগণের দারাভিমর্ষণ করিয়া তাহাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থ যে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা বহু গ্রাম, রাষ্ট্র, ও নগরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিয়া, হস্তিনানগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম, মহারথ ত্রিগর্ত্ত ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত সভামধ্যে আসীন মহারাজ দুর্য্যোধন সমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা পরম যত্ন সহকারে পাণ্ডবগণের অন্বেষণার্থ লতাগুল্মসমাকীর্ণ, নানাদ্রুমসমাকুল, মৃগব্যালনিষে-

বিত ভীষণ অরণ্য; গিরিশিখর, দুর্গ, নানা জনপদ, শত্রু-কটক এবং জনাকীর্ণ দেশ সকল তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু হে নরসত্তম! পাণ্ডবগণ যে কোন্ পথে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই সন্ধান পাইলাম না। হে রাজন্! একদা আমরা পাণ্ডবগণের সারথিদিগকে শূন্য রথ লইয়া, দ্বারবতীনগরীতে গমন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগের অনুগমন করিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণা, বা মহাব্রত পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। ফলতঃ, তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কি কর্ম্ম করিতেছেন, কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা এক বারেই বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। অথবা আমরা পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করিব। হে রাজন্! আপনাকে একটী প্রিয়সংবাদ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন। যাহার বলপ্রভাবে ত্রিগর্ত্তগণ নিহত হইয়াছে,সেই মৎস্যরাজসারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃগণ রজনীযোগে অদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, পতিত রহিয়াছে; এক্ষণে আপনি এই প্রিয় সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের কার্য্য সমুদায় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অনন্তরকর্ত্তব্য কর্ম্মে মনোনিবেশ করুন।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন চরগণের বাক্য শ্রবণ করত ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া সভাসদ্গণকে কহিতে লাগিলেন, কার্য্যের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়, অতএব

হে সভাসদ্গণ! সেই পাণ্ডবেরা কোথায় গমন করিয়াছে, তোমরা সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাত বাসের বৎসর, ইহারও অধিকাংশ গত হইয়াছে; অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে। এই অল্পাবশিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইলেই সেই সত্যব্রতপরায়ণ পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, মহাভুজঙ্গের ন্যায় রোষাবেশে কৌরবগণকে আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে এমন কোন প্রতীকারের চেষ্টা কর যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় অরণ্যে গমন করে; এবং আমারও এই রাজ্য চিরকালের নিমিত্ত অক্ষয়, নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃসপত্ন হয়।

অনন্তর কর্ণ কহিলেন, হে ভারত! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত কার্য্যকুশল বিনীত চর প্রচ্ছন্ন বেশে সুসমৃদ্ধ জনপদ, গোষ্ঠী, সিদ্ধগণনিষেবিত রমণীয় স্থান, প্রত্যেক তীর্থ ও বিবিধ আকরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক। এবং যাহারা পাণ্ডব-গণকে বিশেষ রূপে অবগত আছে, তাহারা, অত্যন্ত গূঢ়ভাবে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বত এবং গুহা প্রভৃতিতে সেই ছদ্মবেশধারী পাণ্ডবগণের সন্ধান করুক।

তখন পাপাশয় দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! চরগণের মধ্যে যাহারা আমাদের বিশ্বাসভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ প্রস্থান করুক। আর কর্ণ যাহা কহিলেন, ইহা আমাদিগেরও অভিমত। অন্যান্য চরগণ সেই সেই প্রদেশে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগের বাস ও কর্ম্ম প্রভৃতি সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয়, তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে বাস করিতেছে; না হয়, সমুদ্রপারে গমন

করিয়াছে, অথবা মহারণ্যে ভীষণ শ্বাপদগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে; কিংবা বিষম অবস্থায় পতিত হইয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।অতএব হে কুরুনন্দন! আপনি অব্যাকুলিত চিত্তে উৎসাহসহকারে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম করুন।
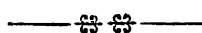
সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর তত্ত্বার্থদর্শী মহাবীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, পাণ্ডবগণ শূর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ এবং কৃতজ্ঞ। অতএব তাদৃশ মহাত্মাগণ কখন বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতি, ধর্ম্ম এবং অর্থতত্ত্বজ্ঞ। অন্যান্য পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি পিতার ন্যায় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনিও তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় স্নেহ প্রকাশ করেন; সুতরাং সেই অসাধারণ নীতিবিশারদ যুধিষ্ঠির তাদৃশ বশম্বদ বিনয়াবনত ভ্রাতৃগণের মঙ্গলের নিমিত্ত কেনই বা যত্ন না করিবেন। আমি জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি যে, পাণ্ডবগণ কদাচ বিনষ্ট হন নাই; তাঁহারা কেবল প্রযত্নসহকারে আগামী শুভকালের নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত না হইতে হইতেই যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন। এক্ষণে পাণ্ডবগণের বাসস্থান অনুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু সেই তপঃপ্রভাবসম্পন্ন পাপরহিত দৃঢ়ব্রত শৌর্য্যশালী দুর্জ্জেয় দুর্দ্ধর্ষ তেজোরাশি যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ বিশুদ্ধাত্মা এবং সত্যপরায়ণ; অতএব সামান্য লোকে তাঁহাদের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণচর

সিদ্ধ এবং পাণ্ডবদিগকে অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগের অন্বেষণার্থ গমন করুন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোণাচার্য্যের বাক্য শেষ হইলে, দেশকালাভিজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মতত্ত্ববিৎ ভরতকুলপিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত কহিতে লাগিলেন, হে কৌরবগণ! এই সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ দ্রোণমহাশয় পাণ্ডবগণের বিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্মসঙ্গত, সাধুসম্মত ও আদরণীয়; আমি অসন্দিগ্ধ চিত্তে ইহাঁর বাক্যে অনুমোদন করিতেছি যে, সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন সাধুব্রতপরায়ণ সদাচারসমন্বিত বৃদ্ধমতাবলম্বী পাণ্ডবগণ সকলেই বীরপুরুষ মহাত্মা, মহাবলপরাক্রান্ত, ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ এবং কেশবানুগত, সুতরাং তাঁহারা কোন ক্রমেই অবসন্ন হইবার যোগ্য নহেন। বোধ হয়, সময়পালনাভিজ্ঞ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপ্রভাবে ও স্বীয় বাহুবলে পরিরক্ষিত হইয়া, সাধুগণের ভারবহন পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া, প্রতিজ্ঞাত সময় পালন করিতেছেন; কদাচ বিনষ্ট হন নাই। হে ভারত! আমি পাণ্ডবদিগের অন্বেষণার্থ যাহা কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। সুনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল নীতি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা অতি দুরবগাহ, অন্যে অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারে না। পাণ্ডবগণের বিষয়ে সম্যক্ বুদ্ধিপরিচালন পূর্ব্বক যাহা আমাদিগের যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, আমি তাহাই বলিতেছি; তোমার অনিষ্ট বা যুধিষ্ঠিরের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত

বলিতেছি না। ফলতঃ, বৃদ্ধদিগের অনুশাসনবশংবদ সত্য-পরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্যক্তি সভামধ্যে যথার্থ কথাই বলি-বেন। অতএব অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই ত্রয়োদশ বর্ষে ধর্ম্ম-রাজের যেরূপ নিবাস স্থির করিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। হে তাত! যুধিষ্ঠির যে নগর বা জনপদে বাস করিবেন, তত্রত্য রাজাদিগের কোনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিবে না। রাজা যুধিষ্ঠির যেখানে বাস করিবেন, তথাকার লোক সকল দানশৌণ্ড, প্রিয়বাদী, বিনীত, লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ, সুস্থকায়, সন্তুষ্টচিত্ত, বিশুদ্ধ-স্বভাব, কর্ম্মকুশল এবং স্বধর্ম্মানুরক্ত হইবে; কদাচ অসূয়াপর বশ, পরশ্রীকাতর, অভিমানী বা মাৎসর্য্যযুক্ত হইবে না। তথায় অনবরত বেদধ্বনি উচ্চরিত এবং পূর্ণহোম ও ভূরিদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ সতত অনুষ্ঠিত হইবে; পর্জন্য যথাসময়ে প্রচুর বারি বর্ষণ করিবেন, বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা ও নিরাতঙ্কা হইবেন, ধান্য সকল ফলবান্, ফল সমুদয় সরস, মাল্য সুগন্ধ, বাক্য সকল শুভশব্দবিশিষ্ট এবং সমীরণ সাতিশয় সুখস্পর্শ হইবে; কেহ কাহারও প্রতিকূলতাচরণ করিবে না, ভয়ের লেশমাত্র থাকিবে না; গোসমস্ত সবল এবং তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে; গোরস সমুদায় অতি সুরস ও স্বাস্থ্যকর হইবে, ভক্ষ্য ও পেয় দ্রব্য সমুদয় সুরস ও হিতকারী, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ সমস্ত-গুণযুক্ত এবং সকল বস্তুই প্রিয়দর্শন হইবে। তত্রত্য দ্বিজাতি-গণ নিরন্তর ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিবেন। মানবগণ পরস্পর প্রণয়যুক্ত, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, বিশুদ্ধচরিত্র, অকালমৃত্যুরহিত, দেবতা ও অতিথিপূজায় সতত অনুরক্ত, দাতা, শুভপ্রিয়, মহোৎসাহসম্পন্ন, স্বধর্ম্মপরায়ণ, অশুভদ্বেষী, নিত্যযাগশীল, মিথ্যাবাক্যপরিত্যাগী, পরম মঙ্গলসম্পন্ন, শুভাভিলাষী এবং পরোপকারব্রতপালনে সতত সমুৎসুক হইবে। হে তাত!

যাহাতে সত্য, ধৃতি, দান, পরম শান্তি, ক্ষমা, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, মহানুভাবতা, দয়া ও সারল্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ধীমান্ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে দ্বিজাতিগণও জানিতে অসমর্থ; সুতরাং সামান্য মনুষ্য কি প্রকারে তাঁহাকে জানিতে পারিবে? অতএব হে রাজন্! যে সমস্ত গুণশালী স্থানের উল্লেখ করিলাম, ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রচ্ছন্ন বেশে সেই স্থানে বাস ও বিচরণ করিতেছেন, আমি এইমাত্র বলিতে পারি, ইহা ভিন্ন অন্যপ্রকার বলিতে আমার উৎসাহ হয় না। হে কৌরব! এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের অজ্ঞাতবাসবিষয়ে যাহা কহিলাম, ইহাতে যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে সম্যক্ বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা হিতকর বিবেচনা হয়, তাহা অবিলম্বেই সম্পাদন কর।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর শরদ্বততনয় কৃপাচার্য্য কহিতে লাগিলেন, হে তাত! কুরুপিতামহ বিচক্ষণ ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মার্থসঙ্গত, মনোরম এবং হেতুসমন্বিত। আমিও ভীষ্মের ন্যায় কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রচ্ছন্ন গতি ও বাসস্থান নির্ণয় করা যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য, সেইরূপ নীতি বিধান পূর্ব্বক হিতচিন্তা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হে তাত! সময়বিশারদ পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সামান্য শত্রুকেও কখন অবজ্ঞা করেন না। সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ এক্ষণে প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল ক্ষেপ করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের উদয়কালও সমুপস্থিত

হইয়াছে, সন্দেহ নাই। মহাত্মা মহাবল অমিততেজা পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হইলেই, মহোৎসাহসহকারে সমাগত হইবেন, সংশয় নাই; সুতরাং যাহাতে সেই সময় তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করা যাইতে পারে, কোষবৃদ্ধি, বলবৃদ্ধি ও নীতিবিধান দ্বারা তাহার উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে বৎস! আমার এই বিবেচনা হয়, তুমি মিত্রগণ ও বলবান্ সৈন্যগণ দ্বারা আপনার বল বিবেচনা কর। হে ভারত! উত্তম, মধ্যম ও অধম সকলপ্রকার সৈন্যগণ আপনার বশীভূত আছে কি না, তাহা সুচারু রূপে অবগত হইয়া, পরে অরাতিগণের সহিত সন্ধিবন্ধন অথবা শর সন্ধান যাহা বিহিত হয়, করিতে পারিবে। সাম, দান ভেদ, দণ্ড এবং করগ্রহণ পূর্ব্বক ন্যায্য রূপে আক্রমণ দ্বারা বিপক্ষদিগকে, সান্ত্বনাবাদ দ্বারা মিত্রবর্গকে এবং সাদর সম্ভাষণ ও আশ্বাসপ্রদান দ্বারা সৈন্যগণকে বশীভূত কর। এই রূপে কোষ এবং বলের সমৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিলে, অচিরেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে নররাজ! তুমি কোষ ও বল দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইলে, হীনবল পাণ্ডবেরাই হউক, আর অন্য কোন বলবান্ শত্রুই হউক, সকলের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। ফলতঃ, ধর্ম্মানুসারে এই সমস্ত ব্যাপার অনুষ্ঠান করিলেই যথাসময়ে চিরসুখে অধিকার লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

ত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে দুরাত্মা কীচক মৎস্য ও শাল্বেয়গণ সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মাকে সবান্ধবে বারংবার পরাজয় করিয়াছিল। এক্ষণে তিনি উপযুক্ত অবসর পাইয়া কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! মৎস্যরাজ কীচকের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ আমার রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করিয়াছেন; কিন্তু সেই পাপাত্মা ক্রূরমতি কীচক-গন্ধর্ব্ব হস্তে নিহত হইয়াছে, সুতরাং এক্ষণে বিরাটরাজ হতদর্প, নিরাশ্রয় এবং উৎসাহশূন্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অতএব যদি আপনার, কৌরবগণের এবং মহাত্মা কর্ণের অভিরুচি হয়, তবে মৎস্যদেশ আক্রমণে যাত্রা করা কর্ত্তব্য। হে বিশাম্পতে! আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ত্তগণের সহিত বহুরত্নসমাকুল মৎস্যরাজ্যে গমন করিয়া, বল পূর্ব্বক সমুদায় রাষ্ট্র নিপীড়ন করত বিভাগক্রমে বিবিধ রত্ন, ধন এবং গো সমুদায় হরণ ও ন্যায়ানুসারে বিরাটরাজকে বশীভূত করিব। তাহাতে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাই।

কর্ণ সুশর্ম্মার বাক্য শ্রবণ করত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! সুশর্ম্মা আমাদিগের প্রাপ্তকালোচিত হিত বাক্যই কহিয়াছেন। অতএব বিভাগ ক্রমে বরূথিনী সমভিব্যাহারে সত্বর প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। প্রাজ্ঞতম কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও আপনি যেপ্রকার মন্ত্রণা প্রদান করিবেন, তদনুসারে যাত্রা করা যাইবে। হে মহীপতে! আশু মৎস্যরাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করা

কর্ত্তব্য। অর্থবিহীন বলহীন পৌরুষহীন পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রয়োজন কি? তাহারা চিরকালের মত পলায়ন অথবা শমনভবনে গমন করিয়াছে। অতএব আমরা নিরুদ্বেগ চিত্তে বিরাটনগরে গমন পূর্ব্বক গো সমুদয় ও বিবিধ রত্নজাত হরণ করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,তখন নৃপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে আদেশ করিলেন, "তোমরা বৃদ্ধগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, শীঘ্র সৈন্য যোজনা কর। মহারথ সুশর্ম্মা স্বীয় বল, বাহন ও ত্রিগর্ত্তের সহিত অগ্রে বিরাটরাজ্যে গমন পূর্ব্বক গোপগণকে দূরীকৃত করিয়া, প্রচুর ধন ও গো সমস্ত গ্রহণ করুন। আমরা দিবসান্তরে সৈন্যগণের সহিত মৎস্যরাজ্যে গমন করিব।

অনন্তর সুশর্ম্মা কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিয়া, মৎস্যরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তদীয় গোধন সমস্ত হরণ করিতে লাগিলেন। পরদিন অষ্টমী তিথিতে কৌরবগণও সৈন্যগণের সহিত তথায় গমন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র গোধন আক্রমণ করিলেন।

একত্রিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অমিততেজা প্রচ্ছন্নবেশধারী মহাত্মা পাণ্ডবগণ মহারাজ বিরাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তদীয় রাজধানীতে বাস করত অজ্ঞাতবাসের প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্ রূপে অতিবাহিত করিলেন। কীচক বিনষ্ট হইলে, পরবীরহা মৎস্যরাজ কুন্তীপুত্রগণের সাতি-

শয় ভরসা করিতেন।হে ভারত! এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বর্ষাব-সানে ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক তাঁহার বহুল গোধন হরণ করিলেন। তখন গোপগণ রাজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মহাপ্রভাবসম্পন্ন মৎস্যরাজ শৌর্য্যশালী যোদ্ধৃবর্গ, মন্ত্রিসমূহ এবং নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণে পরিবৃত হইয়া, সিংহাসনে উপ-বিষ্ট রহিয়াছেন। গোরক্ষকগণ সেই সভাসীন রাষ্ট্রবর্দ্ধন মহারাজ বিরাটের সন্নিহিত হইয়া, প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, হে রাজন্! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনার অসংখ্য গোধন হরণ করিতেছে; অতএব যাহাতে পশুকুল দৃষ্টিপথের বহির্ভূত না হয়, শীঘ্র তাহার উপায় বিধান করুন।

রাজা গোপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হস্তী, অশ্ব রথ ও সমাকুল, পদাতি ও ধ্বজসমূহ সঙ্কীর্ণ মৎস্যসেনা যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা ও রাজপুত্রগণ বিভাগ ক্রমে শূরোচিত কবচ সমস্ত পরিধান করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক বজ্রতুল্য লৌহগর্ব্ভ কাঞ্চনময় কবচ ধারণ করিলেন। ও তাঁহার অনুজ মদি-রাক্ষ সর্ব্বাস্ত্রপ্রতিঘাতসহ সুবর্ণপত্রাচ্ছাদিত সুদৃঢ় বর্ম্মে সুশোভিত হইলেন। মৎস্যরাজ শত সূর্য্যসম আবর্ত্তশত শোভিত, শত শত নেত্র সদৃশ হীরকসমূহ পরিবৃত্ত, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম পরিধান করিলেন। সূর্য্যদত্ত সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট শত শত নীলোৎপলে সুশোভিত, সুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ পরিধান করিলেন। বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্খ লৌহগর্ব্ভ সুদৃঢ় শত-নেত্রযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম ধারণ করিলেন। এই রূপে সেই দেবরূপী শত শত মহারথ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বীয় গাত্রাভরণ ধারণ পূর্ব্বক শোভনশিল্পসমন্বিত শুভ্রবর্ণ বৃহ-দাকার রথসমূহে কাঞ্চনময়বর্ম্মচ্ছাদিত অশ্বগণ সংযোজিত

করিলেন। মৎস্যরাজ চন্দ্রসূর্য্যসন্নিভ হিরণ্ময় দিব্য রথে মহা-প্রভাশালী ধ্বজ পতাকা সমস্ত সমুচ্ছ্রিত করিয়া দিলেন এবং শৌর্য্যশালী অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণও নিজ নিজ রথে সুবর্ণমণ্ডিত নানাবিধ ধ্বজ সমস্ত সংযোজিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মৎস্যরাজ অনুজ শতানীককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতঃ! বোধ হয়, কঙ্ক, বল্লব, তন্ত্রিপাল ও দামগ্রন্থি ইহাঁরাও যুদ্ধ করিতে সমর্থ; অতএব তুমি ইহাঁদিগকে ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইহাঁরাও আমাদিগের ন্যায় বিচিত্র, সুদৃঢ়, সুখসেব্য বর্ম্ম সমুদয় পরিধান করুন। শতানীক রাজার এই বাক্য শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণকে রথপ্রদানের আদেশ প্রদান করিলেন। রাজভক্তিসম্পন্ন সূতগণ তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিত্ত হইয়া, নরদেব নির্দ্দিষ্ট রথ সমস্ত সুসজ্জিত করিল। তখন শত্রুকুলদলন-কারী যুদ্ধবিশারদ অসীমতেজস্বী প্রচ্ছন্নরূপী কুরুকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডবেরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে মিলিত হইয়া, নরপতির আদেশানু-সারে রথারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে অনুগামী হইলেন। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ভীষণাকার মত্তমাতঙ্গ সকল শৈলনিচয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। সমরবিশারদ উৎসাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্যগণ মৎস্যরাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া, নির্গত হইলেন। হে ভারত! তৎকালে গোধনসংরক্ষণে প্রস্থিত, হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, যোদ্ধৃবর্গ-পরিবৃত গোস্থানগামী বিরাটসৈন্য সকল পরম শোভা ধারণ করিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত মৎস্যসৈন্যগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া, ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক অপরাহ্লসময়ে গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যগণ গোধনগ্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, পরস্পর তর্জ্জনগর্জন করত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় যুদ্ধবিশারদ প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষগণ মত্তমাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া, সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাত দ্বারা তাহাদিগকে প্রবল বেগে সঞ্চালিত করত বিপক্ষসৈন্যগণের অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

হে ভারত! প্রভাকর অস্তাচল গমন করিলে, উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনাগণ পরস্পর হননমানসে যমরাজ্যবিবর্দ্ধন, লোমাঞ্চকর, দেবাসুর সদৃশ ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইল। সৈন্যগণের পরস্পর আক্রমণে পদাহত পার্থিবরেণু সমুত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় করিল। পক্ষিগণ ধূলিপটলে রুদ্ধদৃষ্টি হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। শরজালবর্ষণে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। সেই সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমণ্ডল খদ্যোতমালায় বিভূষিত হইয়াছে; ধনুর্দ্ধরগণ দক্ষিণে ও বামভাগে সুবর্ণমণ্ডিত কোদণ্ড সমস্ত পরস্পর সঙ্ঘট্টন করিতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, এবং গজারোহী গজারোহীর সহিত পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, অসি, কুঠার, লৌহলগুড়,

শক্তি, তোমর ও গদা প্রভৃতি অশেষ প্রহরণ দ্বারা সাধ্যানুসারে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই তুল্যবল, সুতরাং কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইল না। পৃথিবী আহত সৈন্যগণের ছিন্ন অঙ্গ দ্বারা পরম শোভা ধারণ করিলেন। কোথাও ওষ্ঠ, কোথাও নাসিকা ও কোথাও বা কেশবিহীন কুণ্ডলশোভিত মস্তকসমূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া, ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূষরিত হইতে লাগিল। শালস্কন্ধের ন্যায় শরীর সকল নিশিত শরপ্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের করিকরসদৃশ, চন্দনচর্চ্চিত বাহু দ্বারা সমরভূমির অনির্ব্বচনীয় শোভা হইল এবং শোণিতপ্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলি সমুদয় কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল।

এই রূপে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অনেকেই মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। রুধিরমাংসলোলুপ গগনবিহারী গৃধ্রগণ যোদ্ধৃবর্গের অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা গতিরহিত এবং রুদ্ধদৃষ্টি হইয়াও শবসমূহের উপরিভাগে উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর বিনাশোদ্যত রণদুর্ম্মদ বীরপুরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিল না।

মহারথ শতানীক একশত ও বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য বিনাশ করিয়া, বিপক্ষীয় রথ লক্ষ্য করত মহতী ত্রিগর্ত্তসেনা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং বাহুবলে তাহাদের কেশাকর্ষণ ও রথ আক্রমণ পূর্ব্বক ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মৎস্যরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া, বিপক্ষপক্ষীয় পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্টশত অশ্ব নিহত করিয়া, রণভূমির চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সুবর্ণরথারূঢ় সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই

মহাবল পরাক্রমশালী বীরদ্বয় পরস্পর স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক গোষ্ঠ-স্থিত বৃষভযুগলের শোভা ধারণ করিলেন।

তদনন্তর সমরবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে আহ্বান করত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বর্ষাকালীন ঘনঘটার ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করত অবিরল ধারায় শর বর্ষণ এবং শক্তি অসি প্রভৃতি প্রহরণ সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৎস্যরাজ সুশর্ম্মাকে দশ বাণে ও তদীয় অশ্বচতুষ্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা রণবিশারদ সুশর্ম্মাও বিরাট ভূপতির প্রতি নিশিত পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! এই রূপে ভূপতিদ্বয়ের এরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, তৎকালে উভয়-পক্ষীয় সৈন্যগণের পদোদ্ভূত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইলে, কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মেদিনীমণ্ডল ধূলিপটল ও প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল সংগ্রাম রহিত করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে ভগবান্ রজনীনায়ক সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত করত সমুদিত হইলেন। তখন ক্ষত্রিয়গণ আলোক লাভ করিয়া, পুনরায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু ধূলিপটলে পুনর্ব্বার দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে, আর কেহ কাহাকে দেখিতে পাইল না। ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা

স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর সুধর্ম্মা সমভিব্যাহারে মৎস্যরাজের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহাকে আক্রমণ করিবার মানসে সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গদাগ্রহণ করত বিপক্ষীয় রথ সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। এদিকে উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকল সুশাণিত খড়্গ, পরশু ও পাশ প্রভৃতি বহুতর প্রহরণ হস্তে পরস্পর আক্রমণ আরম্ভ করিল। ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সাতিশয় পরাক্রম সহকারে মৎস্যরাজের সৈন্যগণকে প্রমথিত ও পরাজিত করিয়া, অবশেষে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। এবং বিভাগক্রমে তাঁহার অশ্বদ্বয়, পার্ষ্ণিরক্ষক সৈন্য ও সারথিকে নিহত করিয়া ফেলিলেন।এই রূপে তিনি মৎস্যরাজকে বিরথ ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া,নগরাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। মৎস্যসেনাগণ তদ্দর্শনে একান্ত ভীত ও ত্রিগর্ত্তদিগের বীর্য্যে নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে ত্রাসিত ও রণপরাঙ্মুখ দেখিয়া, অরিমর্দ্দন ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছে। তুমি উহাঁরে মোচন কর; উনি যেন কদাচ শত্রুর বশীভূত না হন। আমরা উহাঁর অধিকারে সকল কামনা পূর্ণ করত পরম সুখে বাস করিয়াছি; অতএব তুমি এক্ষণে মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়া, তাহার সমুচিত নিষ্ক্রয় প্রদান কর।

ভীমসেন কহিলেন, হে পার্থিব! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে বিরাটরাজকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিব। আমি স্বীয় বাহুবলে একাকী শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করি, আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থিত হইয়া, আমার অদ্ভুত কর্ম্ম অব-

লোকন করুন। আমি এই প্রকাণ্ডস্কন্ধ গদাসদৃশ বৃক্ষ উৎ-
পাটন করিয়া উহা দ্বারা শত্রুগণকে সংহার করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মত্তমাতঙ্গ সদৃশ
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেনকে সেই বৃক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ
করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ
সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষোৎপাটন পূর্ব্বক অমা-
নুষ কার্য্য দ্বারা যুদ্ধ করিলে, এখনি সকলেই তোমাকে ভীম
বলিয়া জানিতে পারিবে। অতএব এক্ষণে মহীরুহ উৎপা-
টনে ক্ষান্ত হইয়া ধনু, শক্তি, খড়্গ ও পরশু প্রভৃতি মনুষ্যো-
চিত অস্ত্র সমুদয় গ্রহণ করত অলক্ষিত রূপে বিপক্ষগণের
সহিত যুদ্ধ ও মহীপতি বিরাটের উদ্ধার সাধন কর। মহাবল
নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল ভীমসেন ধর্ম্মরাজের
আদেশক্রমে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বারিধরের ন্যায় অনবরত
বাণ বর্ষণ করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং মৎস্যরাজের প্রতি দৃষ্টি-
পাত করত তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালা-
ন্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া
ভ্রাতৃগণের সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করত তাঁহার সহিত ঘোর
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারথ ভীমসেন নিমেষমাত্রে বিরাটসমীপে
বিপক্ষগণের সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও প্রধান প্রধান
ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন ও হস্ত হইতে গদা গ্রহণ
পূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। রণদুর্ম্মদ
সুশর্ম্মা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কে?
সহসা সমরে আগমন ও যুদ্ধ করিয়া, প্রায় সকল সৈন্য
ক্ষয় করিল? এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি শরাসন আকর্ষণ

পূর্ব্বক অনবরত সুতীক্ষ্ণ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া, শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। তখন বিরাট-তনয় পাণ্ডবগণকে ঘোরসমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মহোৎসাহ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্তশত ও সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তদনন্তর মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইলেন। সুশর্ম্মাও সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নয় ও তদীয় অশ্বচতুষ্টয়কে চারি বাণে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর ভীমসেন সুশর্ম্মার অভিমুখে গমন করিয়া তাঁহার অশ্বগণকে বিপ্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকগণকে বিনষ্ট করত রথ হইতে সারথিকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং চক্ররক্ষক মদিরাক্ষও সুশর্ম্মাকে রথভ্রষ্ট দেখিয়া, প্রহার করিতে লাগিল। তখন মহাবল বিরাটরাজ সুশর্ম্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহারই গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর গমনে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং তিনি বৃদ্ধ হইয়াও যুবার ন্যায় রণস্থলে গদা হস্তে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃকোদর সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাজপুত্র! নিবৃত্ত হও, পলায়ন করা তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি এইরূপ বীর্য্যশালী হইয়া, কি প্রকারে গোধন হরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে? এক্ষণে কিনিমিত্ত অনুচরবর্গ পরিত্যাগ করিয়া, শত্রুমধ্যে অবসন্ন হইতেছ? মহাবল পরাক্রান্ত সুশর্ম্মা ভীমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভীমবল ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সুশর্ম্মার বধের নিমিত্ত

সিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র মৃগের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। এবং সুশর্ম্মার কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহাকে মহীতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক নিষ্পেষণ ও তাঁহার মস্তকে পদাঘাত; এবং অরত্নি দ্বারা প্রহার ও বক্ষঃস্থলে জানু প্রদান করিলেন। তখন ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা সাতিশয় প্রহারে প্রপীড়িত হইয়া, মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তদ্দর্শনে ত্রিগর্ত্তগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে বাহুবলসম্পন্ন যতব্রত মহারথ পাণ্ডবগণ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে পরাজয় ও মহারাজ বিরাটের গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন কহিলেন, এই পাপপরায়ণ দুরাচারকে জীবিত রাখিতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু রাজা সাতিশয় দয়াশীল; সুতরাং আমি কি করিতে পারি। অনন্তর বৃকোদর সংজ্ঞাবিহীন নিশ্চেষ্ট ধূল্যবলুণ্ঠিত সুশর্ম্মারে গলে বন্ধন করত রথে আরোহণ করাইয়া রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করাইলেন। তখন পুরুষব্যাঘ্র মহারাজ যুধিষ্ঠির ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মাকে তাদৃশী অবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, হাস্য করিতে করিতে সমরবিশোভী ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি এই নরাধমকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর ভীমসেন ধর্ম্মরাজের আদেশক্রমে সুশর্ম্মাকে কহিলেন, রে মূঢ়! যদি তোর জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তবে আমি যাহা বলিতেছি,শ্রবণ কর্।অদ্য সভামধ্যে তোরে বিরাটরাজের দাস বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমি তোরে পরিত্যাগ করিব। যুদ্ধপরাজিত ব্যক্তিরে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, ইহাই বিধি। তখন যুধিষ্ঠির সপ্রণয় বাক্যে ভীমসেনকে

কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! এই অধর্ম্মাচারপরায়ণকে পরিত্যাগ কর; ইহার যে দাসত্বস্বীকার করা হইয়াছে আমরাই তাহার প্রমাণ। অনন্তর তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন, তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে কদাচ আর এরূপ কর্ম্ম করিও না।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,হে রাজন্! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, সুশর্ম্মা লজ্জায় অধোবদন হইয়া, মহারাজ বিরাট সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করত প্রস্থান করিলেন। বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মারে পরিত্যাগ করিয়া, সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর বিরাটরাজ অমানুষ বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভূত ধন প্রদান ও বহু সম্মান পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য আমি আপনাদিগের বিক্রমপ্রভাবে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম। আমার যে সমস্ত রত্নরাজি আছে, সেই সমস্ত এবং এই মৎস্যরাজ্য আপনারা অনায়াসে সম্ভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃতা কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পাণ্ডবগণ প্রত্যেকে কৃতাঞ্জলিপুটে মৎস্যরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার বাক্যের অভিনন্দন করি। হে বিশাম্পতে! আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহাতেই আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তদনন্তর মৎস্যরাজ প্রীতমনে

পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আসুন, আমরা আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, মনের অভিলাষ পূর্ণ করি; আমি আপনাকে মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ রত্ন রাজি ও গোসমূহ প্রদান করিব। আপনি আমার সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার; অদ্য আমি আপনার প্রসাদে রাজ্য এবং সন্তানের মুখাবলোকন করিলাম। হে বীর! যাহা হইতে এই মহাভয় উপস্থিত হইয়াছিল, আপনি সেই শত্রুকে বশীভূত করত তাহার হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছেন।

তদনন্তর যুধিষ্ঠির পুনরায় বিরাটরাজকে কহিলেন, হে মৎস্যরাজ! আপনার মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। প্রার্থনা করি, আপনি সকলের প্রতি এই-রূপ সরল ব্যবহার করিয়া অনুপম সুখ অনুভব করুন। হে পার্থিব! সম্প্রতি দূতগণ সত্বরে নগর মধ্যে গমন করিয়া, সুহৃদ্বর্গকে প্রিয় সংবাদ প্রদান এবং সর্ব্বত্র আপনার জয় ঘোষণা করুক।

যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মৎস্যরাজ দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গিয়া আমার জয় ঘোষণা কর। অলঙ্কারসুশোভিতা কুমারী ও গণিকাগণ এবং বাদ্যকর সকল প্রত্যুদ্গমনার্থ এখানে আগমন করুক। দূতগণ মৎস্য-রাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া,হৃষ্ট চিত্তে সেই রজনীতেই প্রস্থান করিল। তাহারা সেই রাত্রিতেই মৎস্যরাজ্যে উপ-স্থিত হইয়া, সূর্য্যোদয় কালে নগর মধ্যে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যখন মৎস্যরাজ স্বীয় গোধনরক্ষার্থ ত্রিগর্ত্তদিগের অনুসরণ করেন, সেই সময়ে, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ এবং অন্যান্য মহারথগণ সকলে সমবেত হইয়া, মৎস্যরাজ্যে গমন পূর্ব্বক রথসমূহে চতুর্দ্দিক্ আবৃত করত ঘোষগণকে প্রহার ও দূরীকৃত করিয়া, ষষ্টি সহস্র গোধন হরণ করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সম্প্রহারে মহারথগণ কর্ত্তৃক আহত হইয়া গো ও গোপালগণের আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন গোপগণ সাতিশয় ভীত হইয়া,রথারোহণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করত নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। অনন্তর নগরে প্রবেশ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া,সংবাদ প্রদানের নিমিত্ত পুর প্রবেশ করিল এবং উত্তর নামক বিরাটরাজের অভিমানী পুত্রকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিল হে রাজন্! কৌরবেরা আপনার ষষ্টি সহস্র গোধন হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিতেছে; অতএব সেই সমস্ত গোধন প্রত্যাহরণের নিমিত্ত অবিলম্বে গাত্রোত্থান করুন। আপনি হিতাভিলাষী হইয়া, স্বয়ং গমন করুন। মহারাজ আপনার প্রতি সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভামধ্যে "আমার পুত্র আমার ন্যায় শৌর্য্যশালী, বংশধর, অস্ত্রকুশল, সমরবিশারদ এবং মহাবল পরাক্রান্ত" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে রাজতনয়! এক্ষণে সেই রাজবাক্য সত্য হউক; আপনি শরাসনবিনি-

ক্রান্ত সুবর্ণপুঙ্খ উন্নতপর্ব্ব শর দ্বারা শত্রুগণকে সংহার ও পরাজিত করিয়া গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ করুন। অবিলম্বে স্যন্দনে রজতবর্ণ শ্বেতাশ্ব সকল সংযোজিত ও সুবর্ণ সিংহধ্বজ সমুচ্ছ্রিত করত সংগ্রামে গমন পূর্ব্বক শরজাল বিস্তারে নৃপতিগণের পথ অবরোধ ও দিবাকরকে আচ্ছাদিত করুন। বজ্রপাণি যেরূপ অমরগণকে পরাভব করেন, সেইরূপ আপনি কৌরবগণকে পরাজয় করত বিপুল যশোরাশি লাভ ও পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করুন।

হে রাজপুত্র! অর্জ্জুন যেরূপ পাণ্ডবগণের আশ্রয়; আপনিও সেইরূপ যাবতীয় মৎস্যদেশবাসিগণের একমাত্র আশ্রয়। অতএব যাহাতে অদ্য রাজ্যরক্ষা ও সমস্ত মৎস্যদেশবাসিগণের পরিত্রাণ হয়; তাহার উপায় বিধান করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিরাটতনয় অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের মধ্যে থাকিয়া, দূতগণের এবম্প্রকার বাক্য সমুদয় শ্রবণ পূর্ব্বক আত্মশ্লাঘাসহকারে কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, আমি যদি অশ্বকোবিদ একজন সারথি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে, সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করি, কিন্তু আমার সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব শীঘ্র একজন উপযুক্ত সারথি অন্বেষণ কর। ইতিপূর্ব্বে

অষ্টাবিংশতি রাত্রি বা একমাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হই তাহা হইলে, অদ্য ত্বরান্বিত হইয়া মহাধ্বজসমন্বিত গজবাজিরথসঙ্কুল শত্রু সৈন্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ এবং অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহাধনুর্দ্ধরগণকে সমরে পরাজিত করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবগণ শূন্যদেশ পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে, আমি তথায় উপস্থিত থাকিলে, তাহারা কি কখন এরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, অদ্য সমাগত কৌরবগণ আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। এবং স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুন রাজপুত্র উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া, নির্জনে প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদীরে কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্রকে বল, যে বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, মহাসংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।

বিরাটতনয় অর্জ্জুনের নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক স্ত্রীগণের মধ্যে বারম্বার আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, দ্রুপদনন্দিনী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি স্ত্রীগণমধ্যস্থ উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, সলজ্জ ভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, হে রাপুত্র! ঐ যে প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারণসন্নিভ বৃহন্নলাকে দেখিতেছ; উনি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। এবং উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য ও তাঁহা অপেক্ষা ধনুর্ব্বিদ্যায় কোন অংশেই ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বিচরণ

কালে উঁহার বিষয় সম্যক্ প্রকার অবগত আছি। যখন পাবক খাণ্ডববন দহন করেন, তখন উনিই তাঁহার সারথ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উঁহার সারথ্যবলে সর্ব্বভূতগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ, উঁহার সদৃশ যন্তা আর কেহই নাই।

উত্তর কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রী! ঐ নপুংসক যুবা যে প্রকার লোক তুমি তাহা বিশেষ অবগত আছ; কিন্তু আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজতনয়! বৃহন্নলা আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিতে পারেন। যদি উনি আপনার সারথ্য কার্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় কৌরবগণকে পরাজয় করত সমস্ত গোধন প্রত্যাহরণ পূর্ব্বক স্বনগরে প্রত্যাগমন করিবেন।

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তরাকে কহিলেন, ভগিনি! যাও, শীঘ্র বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে সত্বর গমনে নর্ত্তনগৃহে উপনীত হইলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর কাঞ্চনমাল্যধারিণী, বেদিবিলগ্নমধ্যা করিকরবিনিন্দিতোরু বিরাটরাজকুমারী ভ্রাতার আদেশানুসারে অর্জ্জুনসমীপে গমন পূর্ব্বক জলধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নাগরাজসমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন উত্তরারে দর্শন করত সহাস্য বদনে কহিলেন, হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি! আজি তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদয় গোধন হস্তগত করিয়াছে, আমার ধনুর্দ্ধর ভ্রাতা উত্তর তাহাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত গমন করিবেন। অল্প দিন হইল, তদীয় সারথি সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, তাঁহার সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হয়। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তাঁহার নিকট তোমার অশ্ববিদ্যার পরিচয় দিলেন। হে বৃহন্নলে! তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পরমপ্রীতিভাজন সারথি ছিলে। সেই পাণ্ডবর্ষভ অর্জ্জুন তোমার সাহায্যে পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথি হও। এত ক্ষণে কুরুগণ আমাদিগের গোধন লইয়া বহু দূর গমন করিয়া থাকিবে। হে বৃহন্নলে! তুমি যদি আমার এই সপ্রণয় বাক্য প্রতিপালন না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অমিততেজা অর্জ্জুন সুশ্রোণি উত্তরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজপুত্রসকাশে গমন করিলেন। তখন গজবধূ যেরূপ করভের অনুসরণ করে, সেইরূপ বিশালনয়না উত্তরা প্রমত্তগজগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জ্জুনকে দূর হইতে দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি কুন্তীতনয় অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনের তৃপ্তিসাধন ও নিখিল মেদিনীমণ্ডল পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি সেইরূপ আমার সারথ্যভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যানয়নার্থ কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়! সংগ্রাম মুখে সারথ্য কার্য্য করা আমার সাধ্য নহে। যদি গান, বাদ্য অথবা নৃত্য

করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি। ফলতঃ সারথ্য কার্য্যে আমার ক্ষমতা নাই।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! তুমি পুনর্ব্বার গায়ক বা নর্ত্তক হইতে পারিবে। সম্প্রতি আমার রথে উত্তম অশ্ব যোজনা করত রথ চালনা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অরিন্দম অর্জ্জুন উত্তরার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি রাজপুত্রের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। এবং স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন। তদ্দর্শনে পৃথুলোচনা কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। উত্তর তাঁহাকে সন্নদ্ধ ও সারথ্যকার্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমন পূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

সেই সময়ে উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৃহন্নলে! ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃবর্গ পরাজিত হইলে, পুত্তলিকার নিমিত্ত তুমি তাঁহাদিগের মনোহর সূক্ষ্ম বিচিত্র বসন সমস্ত আনয়ন করিও।

ধনঞ্জয় সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই সমস্ত মহারথগণকে পরাজয় করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন সমস্ত আনয়ন করিব।

অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া কৌরবসৈন্যের অভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন ব্রতাচারপরায়ণ দ্বিজগণ মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে রথারূঢ় অবলোকন করিয়া, রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী সকল মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে খাণ্ডবদাহসময়ে যেরূপ মহাবল অর্জ্জুনের মঙ্গল লাভ হইয়াছিল, কৌরবসমরে তোমাদেরও সেইরূপ মঙ্গললাভ হইবে।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর রাজতনয় উত্তর নিঃশঙ্ক হৃদয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, বৃহন্নলে! শীঘ্র কৌরবগণের নিকট রথ উপনীত কর। আমি সমবেত সেই সমস্ত কৌরবগণকে পরাজয় করিয়া, গোধন গ্রহণ পূর্ব্বক স্বপুরে প্রত্যাগমন করিব। তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন দ্রুত-বেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। তখন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনমাল্যধারী তুরঙ্গমগণ এরূপ দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, যে বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমার্গে উড্ডীয়-মান হইতেছে। তাঁহারা কিছু দূর গমন করিয়াই শ্মশান-সমীপবর্ত্তী শমীতরুর নিকট উপনীত হইলেন। তথা হইতে সাগরসদৃশ কুরুসৈন্যগণ তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ভূত পার্থিব রেণু ভূতগণের দৃষ্টি রোধ করত সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন একটী বহুল পাদপরাজি বিরাজিত প্রকাণ্ড অরণ্য নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতেছে। বিরাটতনয় সেই গজাশ্বরথসঙ্কুল কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা এবং ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ পরিরক্ষিত কৌরব-বাহিনী নিরীক্ষণ করত রোমাঞ্চিতকলেবরে এবং ভয় ব্যাকুল চিত্তে বৃহন্নলাকে কহিলেন, সারথে! কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না; এই দেখ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। বহুবীরপূর্ণ, ভয়াবহ, দেবদুরাসদ, ভীমকার্ম্মুকশালিনী, পত্তিধ্বজসমাকুলা ভারতী সেনা মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ করিব। হে পার্থ! কৌরব-

সৈন্যগণকে দর্শন করিয়াই আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুলিত হইতেছে। আমি কি রূপে কৌরবসেনাগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব। দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত এবং বাহ্লীক প্রভৃতি সমরবিশারদ, মহাবীর মহারথগণ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি তথায় তাঁহাদের সমক্ষে কি প্রকারে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইব। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবা মাত্র আমার হৃৎকম্প ও সর্ব্ব শরীর অবসন্ন হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজকুমার উত্তর ধীমান সব্যসাচীর বলবিক্রমের বিষয় জানিতে না পারিয়া স্বীয় মূর্খতানিবন্ধন তাঁহার নিকট আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্তের সহিত ত্রিগর্ত্তদিগের যুদ্ধে গমন করিয়াছেন; এমন কোন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত নাই যে আমার সহায়তা করে, বিশেষত আমি বালক এবং পরিশ্রমে অপটু, সুতরাং কৃতাস্ত্র অসংখ্য কৌরবগণের সহিত আমার একাকী যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে। অতএব তুমি প্রতি নিবৃত্ত হও।

বৃহন্নলা কহিলেন, হে মহাবাহো! শত্রুগণ এক্ষণে আপনার কিছুই করে নাই, তবে আপনি কি নিমিত্ত সাতিশয় ভীত ও কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন? আপনি কৌরববাহিনী মধ্যে রথ লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব সেই বহুধ্বজসমাকুল গোধনাপহারী, আততায়ী কৌরবগণ পৃথিবী লাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করিলেও আমি আপনাকে তাহাদের নিকট লইয়া যাইব। আপনি যাত্রাকালে স্ত্রীগণ ও পুরুষগণের নিকট তাদৃশ

পৌরুষ প্রকাশ ও প্রতিশ্রুত হইয়া, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, যদি আপনি গোধন জয় না করিয়া, গৃহে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে, সমুদয় স্ত্রী, পুরুষ এবং বীরগণ সকলে সমবেত হইয়া, আপনাকে উপহাস করিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে আমার সারথ্য কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমি গোধন না লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিতে পারিব না; আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদ ও আপনার আদেশ ক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কি রূপে ক্ষান্ত হইব?

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! কুরুগণ মৎস্যদিগের সমস্ত ধন অপহরণ করুক; নরগণ ও নারী সকল আমাকে উপহাস করুক; সমুদয় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক; অথবা পিতা দুর্ব্বাক্যই বলুন, আমি কোন রূপেই যুদ্ধ করিতে পারিব না।

বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া মান ও দর্প পরিত্যাগ করত ধনুর্ব্বাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়! সংগ্রামভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা যুদ্ধে মৃত্যু শ্রেয়স্কর।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে উত্তরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন তদীয় সুরঞ্জিত সুদীর্ঘবেণী ও বস্ত্রযুগল কম্পিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবদিগের কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

তখন কৌরবগণ সেইরূপ শীঘ্রগামী অর্জ্জুনকে অবলো-

কন করিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল; ভস্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় প্রচ্ছন্নবেশধারী এ ব্যক্তি কে? ইহার কলেবরের কিয়দংশ পুরুষের ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এব্যক্তি ক্লীবরূপধারী কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, পরিঘোপম বাহুযুগল, এবং বিক্রম অর্জ্জুনের ন্যায় বোধ হইতেছে। অতএব এব্যক্তি নিশ্চয় ধনঞ্জয় হইবে। যেরূপ অমরগণের মধ্যে দেবরাজ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মানবগণের মধ্যে অর্জ্জুন সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অর্জ্জুন ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি একাকী আমাদের সম্মুখীন হয়! বোধ হয়, বিরাটতনয় জনশূন্য পুরমধ্যে একাকী বাস করিতে ছিল। সেই রাজতনয় উত্তর বালস্বভাব প্রযুক্ত স্বীয় পুরুষকার বুঝিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশধারী অর্জ্জুনকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করত যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। বোধ হয় সে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে। অর্জ্জুন উহাকে ধরিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে

বৈশম্পায়ন কহিলেন; কৌরবগণ প্রচ্ছন্নবেশধারী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছু নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এদিকে প্রধাবমান উত্তর শত পদমাত্র গমন করিলেই অর্জ্জুন তাহার কেশ ধারণ করিলেন।

তদনন্তর বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হে বৃহন্নলে! হে কল্যাণি! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলেই মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত একশত নিষ্ক, মহাপ্রভাবশালী হেমবদ্ধ অষ্টবৈদুর্য্য মণি, হেমদণ্ড সুশোভিত উত্তম অশ্বসংযুক্ত রথ, দশটী মত্তমাতঙ্গ প্রদান করিব। তুমি আমারে পরিত্যাগ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর এই রূপে বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলে, অর্জ্জুন সহাস্য বদনে তাঁহাকে রথের নিকট আনয়ন করিলেন। অনন্তর পার্থ সেই অচেতনপ্রায় ভয়ব্যাকুল রাজকুমার উত্তরকে কহিতে লাগিলেন; হে শত্রুকর্ষণ! যদি শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়; তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ব চালন কর। আমি বাহুবল দ্বারা তোমাকে রক্ষা করত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। হে পুরুষ শার্দ্দূল! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি নিমিত্ত শত্রু মধ্যে বিষণ্ণ হইতেছ? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানয়ন করিব। অতএব তুমি আমার সারথ্যভার গ্রহণ কর।

অপরাজিত বীভৎসু বিরাট তনয়কে এই রূপে আশ্বাস প্রদান করত তাঁহাকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথ কৌরবগণ ক্লীববেশধারী নরপুঙ্গব অর্জ্জুনকে উত্তরের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক শমীসমীপে গমন করিতে দেখিয়া, সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভগ্নোৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন। দেখ বায়ু অনবরত কর্কর বর্ষণ করত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভোমণ্ডল ভস্মবর্ণ

গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে; অদ্ভুত দর্শন রুক্ষবর্ণ জলদ-মণ্ডল দৃশ্যমান হইতেছে; অকস্মাৎ কোষ হইতে অস্ত্র সকল স্খলিত হইতেছে, শিবাগণ ভয়ঙ্কর রব করিতেছে; দারুণ দিগদাহ হইতেছে; অশ্বগণ অশ্রুমোচন করিতেছে, ধ্বজদণ্ড সঞ্চালিত না হইলেও উহা কম্পিত হইতেছে। হে বীরগণ! এইরূপ অন্যান্য বহুবিধ অমঙ্গলের লক্ষণ সকল লক্ষিত হই-তেছে; বোধ হয় অদ্য মহাভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে, অতএব তোমরা সাবধানের সহিত আত্মরক্ষায় ও গোধন পরিরক্ষণে যত্নবান্ হও। এবং ব্যূহ রচনা পূর্ব্বক সৈন্যগণকে রক্ষা কর। হে ভীষ্ম! এই অঙ্গনাবেশধারী সর্ব্বশস্ত্রবিশারদ মহাধন্বা বীরপুরুষ পার্থ সন্দেহ নাই; এই অমানুষ বিক্রমশালী নগারিসূনু অর্জ্জুন বাসবের নিকট সুশি-ক্ষিত হইয়া, দ্বিতীয় সুররাজের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়াছেন; এই বীর শ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় সমুদয় দেবাসুরগণের সহিত সংগ্রাম করিতেও পরাঙ্মুখ হন না। বিশেষত বনবাসজনিত ক্লেশে একান্ত অমর্ষপরবস হইয়াছেন সুতরাং বিনাযুদ্ধে কদাচ নিবৃত্ত হইবেন না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন বীর নাই যে উহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। শুনিয়াছি অর্জ্জুন সমরনৈপুণ্য দ্বারা হিমালয়ে কিরাতবেশ-ধারী পশুপতির সন্তোষসাধন করিয়াছেন।

কর্ণ কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই ফাল্গুনির গুণকীর্ত্তন ও আমাদের নিন্দা করিয়া থাকেন, কিন্তু অর্জ্জুনের ক্ষমতা আমার এবং মহারাজ দুর্য্যোধনের ক্ষমতার ষোড়শাং-শের একাংশও হইবে না।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! এই ক্লীববেশধারী পুরুষ যদি যথার্থই পার্থ হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে, কারণ পাণ্ডবেরা একবৎসর অজ্ঞাত বাস

করিবে পূর্ব্বেই অঙ্গীকার করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাত হইলে, পুনরায় তাহাদিগকে দ্বাদশবৎসর বনবাস স্বীকার করিতে হইবে সন্দেহ নাই। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি ক্লীববেশে আগমন করিয়া থাকে তাহা হইলে, এখনই উহার প্রাণ সংহার করিব সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য এবং অশ্বত্থামা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের এইরূপ পৌরুষবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন।
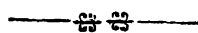
চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এদিকে পার্থ সেই শমীবৃক্ষসমীপে গমন করত রাজকুমার উত্তরকে সুকুমার এবং যুদ্ধে একান্ত অপটু জানিয়া কহিলেন, হে উত্তর! তুমি আমার আদেশক্রমে শীঘ্র এই শমীবৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন সমস্ত আনয় কর। আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুপরাজয়ে এবং হস্ত্যশ্বদলনে প্রবৃত্ত হইব, তখন তোমার এই সমস্ত অসারধনু আমার বাহু বিক্ষেপ ও বল-বীর্য্য কদাচ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব হে ভূমিঞ্জয়! তুমি সত্বরে এই পল্লবশালী শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের ধনুর্ব্বাণ ও দিব্য কবচ সমুদয় নিহিত রহিয়াছে; এবং এই বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীবশরাসন সংস্থাপিত রহিয়াছে। ঐ একমাত্র গাণ্ডীবধনু সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য। উহা ব্যায়াম সহ, সর্ব্বায়ুধ প্রধান, সুবর্ণালঙ্কৃত,

আয়ত, ব্রণরহিত, দুর্ব্বহভারসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীম, নকুল ও সহদেবের কার্ম্মুকও এইরূপ দৃঢ়।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি এই বৃক্ষে একটা মৃতশরীর বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আমি রাজকুমার হইয়া, কিরূপে উহা স্পর্শ করিব। মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয় সন্তানের এইরূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা কদাচ উচিত নহে।আমি এই মৃতশরীর স্পর্শ করিলে, নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি হইব, তাহা হইলে তুমি কিরূপে আমাকে স্পর্শ করিবে ?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তোমার কোন শঙ্কা নাই; তুমি ইহা স্পর্শ করিলে কদাচ অশুচি হইবে না; উহা কার্ম্মুক মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন্! তুমি সদ্বংশজাত বিশেষত মহারাজ বিরাটের তনয়; বস্তুত উহা মৃতশরীর হইলে আমি তোমাকে কদাচ স্পর্শ করিতে বলিতামনা।

অনন্তর রাজতনয় অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। শত্রুঘ্ন মহাবীর ধনঞ্জয় রথে অবস্থান করত তাঁহাকে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি শীঘ্র বৃক্ষাগ্র হইতে ধনু সকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন মুক্ত কর। তখন উত্তর অর্জ্জুনের আদেশ ক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে অবতরণ ও পরিবেষ্টন মোচন করিবামাত্র; অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমস্ত তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। যেরূপ উদয়কালে গ্রহগণের

প্রভা সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে, সেইরূপ সেই সকল শরাসনের বিচিত্র প্রভা সমুদ্ভাসিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর জৃম্ভণশীল ভীষণ ভুজঙ্গমের ন্যায় সেই কার্ম্মুক সকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইলেন, এবং প্রত্যেক শরাসন স্পর্শ করত অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, এই শত সহস্র কোটি সুবর্ণ বিন্দু সুশোভিত শরাসন কোন্ মহাত্মার? যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণ আবরণে বিভূষিত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর, গ্রহণস্থান অতি সুখজনক এই ধনুক খানি কাহার? যে শরাসনের পৃষ্ঠদেশে সুবর্ণনির্ম্মিত ষষ্টিসংখ্যক ইন্দ্রগোপকীট সাতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে; এই শরাসনই বা কাহার? যাহার পৃষ্ঠদেশ সমুজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট সুবর্ণ সূর্য্যত্রয়ে সমুদ্ভাসিত রহিয়াছে, এই ধনুক খানিই বা কাহার?

অগ্রভাগে রজতবিচিত্রিত ও সর্ব্বাঙ্গে লোমপূর্ণ এই যে সহস্রটী নারাচ হিরণ্ময় তূণে নিহিত রহিয়াছে, এগুলি কাহার? এই গৃধ্রপক্ষে সুশোভিত, লৌহনির্ম্মিত, হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত, মসৃণ এবং বিশাল বাণগুলি কাহার শরাসন শোভিত করিত? এই বরাহকর্ণলাঞ্ছিত পঞ্চশার্দ্দূল চিহ্নিত যে দশটী সায়ক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা কাহার? এই পৃথুল, দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার সপ্তশত নারাচ কাহার? যাহার পূর্ব্বভাগ শুকপক্ষের ন্যায়, অপরার্দ্ধ লৌহময় ও ফলকভাগ

সুশাণিত, ঐ কাঞ্চনপুঙ্খ শরগুলি কাহার? এবং এই গুরুভারসহ শত্রুগণের ভয়াবহ সুদীর্ঘ শিলীমুখই বা কাহার? আর ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত কোষে নিহিত, কাঞ্চনমুষ্টি-শালী পৃথুল কিঙ্কিনী শোভিত খড়্গখানি কাহার? এই গোচ-র্ম্মাবৃত কোষে নিবদ্ধ নির্ম্মল গুরুভারসহ হেমমুষ্টিবিশিষ্ট নিষধদেশোৎপন্ন দুষ্প্রধর্ষণ অসি কাহার? সুবর্ণালঙ্কৃত, শাণিত, দীর্ঘ, সুন্দরাকৃতি, ছাগচর্ম্মকোষাবৃত সুনির্ম্মল, কৃষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট খড়্গখানি কোন্ মহাবীরের? যেখানি অনলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, তপ্তকাঞ্চন সদৃশ কোষে নিহিত রহিয়াছে, এই সুশাণিত, মসৃণ, এবং গুরুভার খড়্গই বা কাহার? এবং এই হেমবিন্দু সুশো-ভিত, আশীবিষসমস্পর্শ পরকায়প্রভেদন খড়্গখানিই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! এই সমস্ত দর্শন করিয়া আমি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমার নিকট ইহাদের বিষয় যথাযথ বর্ণন কর।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়! আপনি প্রথমে যে শত্রু-সেনাপহারী শরাসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা সর্ব্বায়ুধ-প্রধান ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব; অর্জ্জুন এই একমাত্র কার্ম্মু-কের সাহায্যে সমস্ত দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়া-ছেন। দেব, দানব এবং গন্ধর্ব্বগণ বহুবৎসর উহার আরা-ধনা করিয়াছিলেন। প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা, উহা সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত, প্রজাপতি পঞ্চশতাধিক সহস্র বৎসর, দেবরাজ

পঞ্চাশীতি বৎসর, চন্দ্রমা পঞ্চশত বর্ষ এবং বরুণদেব শতবর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। অনন্তর শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় বরুণ দেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চষষ্টিবর্ষ ইহা ধারণ করিয়াছিলেন। এই দিব্য চাপ বরুণদেবের নিকট হইতে মহাবীর পার্থের হস্তগত হইয়া, সুরলোক এবং মর্ত্ত্যলোকে পূজা লাভ করত পরম শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এই সুপার্শ্ব হেমবিগ্রহ দিব্য শরাসন মহাবীর ভীমসেনের। তিনি এই ধনুর দ্বারা সমুদয় দিক্ জয় করিয়াছিলেন। হে উত্তর! এই ইন্দ্রগোপলাঞ্ছিত চারুদর্শন শরাসন মহারাজ যুধিষ্ঠির ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় তিনটি সূর্য্য বিরাজমান রহিয়াছে, উহা মহাবীর নকুলের শরাসন। আর যাহাতে নানাবিধ হেমময় বিচিত্র শলভসমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন। এই যে ক্ষুরধার সহস্র নারাচ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা দ্বারা মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রাম করিতেন। ঐ নারাচ সকল অতিক্রান্তগামী ও অক্ষয়, উহা সংগ্রাম সময়ে বেগে প্রজ্বলিত হইয়া অরাতিগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত। আর এই সমস্ত পৃথুল, দীর্ঘ এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শরসমূহ ভীমসেনের; যে সকল পীতবর্ণ সায়কে পঞ্চশার্দ্দূল চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; ধীমান্ নকুল ঐ সমস্ত হেমপুঙ্খ নিশিত শর দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ জয় করিয়াছিলেন। এই ভাস্কর সদৃশ বিচিত্র পরশু সকল মহাবীর সহদেবের। ঐ সমস্ত নিশিত, পীতবর্ণ, হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব শরসমূহ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের, আর ঐ সুদীর্ঘ শিলীপৃষ্ঠ শিলীমুখ সুদৃঢ় সায়ক সকল মহাবীর অর্জ্জুনের। ঐ ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গ সকল নিহিত রহিয়াছে। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই গুরুভার, অরাতিগণের ভয়াবহ, হেমমুষ্টি সুশোভিত নিস্ত্রিংশ ধারণ

করিতেন। শার্দ্দূলচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে নকুলের গুরুভার দৃঢ়তর নিস্ত্রিংশ রহিয়াছে, এবং ঐ গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে সহদেবের খড়্গ সকল লক্ষিত হইতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র দর্শন করিয়া কহিলেন, হে বৃহন্নলে! মহাত্মা পাণ্ডবগণের স্থবর্ণনির্ম্মিত সমুজ্জ্বল সায়ক সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সেই সমস্ত পাণ্ডবগণ কোথায়; তাঁহারা দ্যূতে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; আমারা তাহার কিছুই জানি না। শুনিয়াছি লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনিই বা কোথায়?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়! আমিই সেই পার্থ অর্জ্জুন, আর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাস্তার; ভীমসেন বল্লব নামক পাচক; নকুল অশ্বপাল এবং সহদেব গোপাল। আর যাঁহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকেরা নিহত হইয়াছে তিনিই দ্রৌপদী, সৈরিন্ধ্রী বেশে ত্বদীয় ভবনে কালযাপন করিতেছেন।

উত্তর কহিলেন, আমি পূর্ব্বে পার্থের যে দশটী নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে পারেন, তাহা হইলে, আপনার সমস্ত বাক্যে বিশ্বাস করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়! তুমি পূর্ব্বে আমার যে দশ নাম শ্রবণ করিয়াছ, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন

করিতেছি; সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর;-অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী এবং ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন; হে মহামতে! আপনি কি নিমিত্ত বিজয় প্রভৃতি দশ নাম ধারণ করিলেন, আমারে যথার্থ করিয়া বলুন। শুনিয়াছি, পার্থের এই দশটী নাম অন্বর্থক। অতএব যদি আপনি ঐ সকল নামের কারণ বিশেষ করিয়া বলিতে পারেন, তাহা হইলে সাতিশয় শ্রদ্ধা সহকারে আপনার বাক্য গ্রহণ করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সকল জনপদ জয় করিয়া ধন গ্রহণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকি এই নিমিত্ত লোকে আমাকে ধনঞ্জয় বলিয়া থাকেন। আমি সংগ্রামে গমন করিলে, যুদ্ধদুর্ম্মদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিগমন করি না এই নিমিত্ত আমার নাম বিজয়। সংগ্রাম সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয় বলিয়া আমার নাম শ্বেতবাহন। আমি হিমাচলপৃষ্ঠ দেশে উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সকলে আমাকে ফাল্গুনী বলিয়া থাকেন। আমি মহাবল পরাক্রান্ত দানবগণের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, সুররাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসন্নিভ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী। আমি সমর স্থলে কখন বীভৎসকর্ম্ম করি নাই; এই নিমিত্ত দেবলোক ও মনুষ্য লোকে বীভৎসু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছি। আমি বাম এবং দক্ষিণ উভয় হস্তেই গাণ্ডীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারি এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। এই সসাগরা পৃথিবীতে আমার সদৃশ বর্ণের ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ এবং আমি সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি এই নিমিত্ত আমার নাম

অর্জ্জুন। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় সুতরাং অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও দমন করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত আমার নাম জিষ্ণু। বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক স্বভাবত লোকের প্রীতিভাজন বলিয়া পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটতনয় অর্জ্জুন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করত কহিলেন, হে মহাবাহো! অদ্য আমি আপনার পরিচয় লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। হে ধনঞ্জয়! অদ্য আমার ভূমিঞ্জয় নাম সার্থক হইল। আমি যদি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনাকে কোন অযুক্ত কথা বলিয়া থাকি, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত দুষ্কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা স্মরণ করত আমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হওয়া দূরে থাকুক বরং আপনাকে দর্শন করিয়া আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

পঞ্চ চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে বীর! আমি আপনার সারথ্যভার গ্রহণ করিতেছি; আপনি সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ করুন্। এক্ষণে আমি কোন্ দিকে রথ চালনা করিব, আদেশ করুন্। আমি সেনাগণ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর ভয় নাই। আমি একাকী তোমার সমুদয় শত্রুকুল সংহার করিব। আমি সমরক্ষেত্রে কি রূপ বিক্রম প্রকাশ করি সুস্থির চিত্তে তাহা অব-

লোকন কর। সম্প্রতি তুমি এই সমস্ত তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধন পূর্ব্বক এক খানি পরিষ্কৃত নিস্ত্রিংশ আহরণ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহার সমুদয় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অন্যান্য পাণ্ডবগণের অস্ত্র সমুদয় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অর্জ্জুন কহিলেন,হে উত্তর! আমি কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তোমার সমস্ত গোধন প্রত্যাহরণ করিব। মদীয় বাহুদ্বয় তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণ স্বরূপ হইবে। এবং ক্ষণকাল মধ্যে জ্যাঘোষ ও দুন্দুভি নিনাদে ত্বদীয় নগর নিনাদিত হইয়া উঠিবে। আমি গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া রণস্থলে প্রবেশ করিলে, শত্রুগণ কদাচ তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

উত্তর কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি বিপক্ষ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিতেছি না, আপনার বলবীর্য্য সমুদয় অবগত হইয়াছি; আপনি যুদ্ধে কেশব বা দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হইবেন, সন্দেহ নাই। আপনি কিরূপ কর্ম্মবিপাক বশত ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই চিন্তা করিয়াই আমি একান্ত মুগ্ধ হইতেছি। আমি মন্দবুদ্ধি সুতরাং কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশধারী ভগবান্ ত্রিলোচন, কি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথ অথবা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি প্রকৃত ক্লীব নহি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগানুসারে সম্বৎসরকাল এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি। এক্ষণে সেই ব্রতকাল অতীত হইয়াছে। উত্তর কহিলেন, হে নরোত্তম! আমার মনে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা মিথ্যা নহে। অদ্য আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন।

বস্তুত ঈদৃশ আকার কখন ক্লীব হইতে পারে না। আমি সহায়সম্পন্ন হইলাম। এমন কি, অমরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। এক্ষণে আমার সমস্ত ভয় তিরোহিত হইয়াছে। আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, অনুমতি করুন্। আমি সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট হইতে সারথ্য কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি। হে পুরুষর্ষভ! বাসুদেবের দারুক ও দেবরাজের মাতলির ন্যায় আমি অশ্ববিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছি। গমন সময়ে যে অশ্বের পাদ বিক্ষেপ লক্ষিত হয় না; যে রথের দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বাসুদেবের সুগ্রীব তুল্য; যে অশ্ব রথের বাম ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর মেঘপুষ্প অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে। যে অশ্বটী কাঞ্চনময় কবচে আবৃত হইয়া, বামপার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে; সে ভগবান্ বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বেগবান ও বলশালী। আর যে ঘোটক দক্ষিণ পার্ষ্ণিভাগে সংযোজিত হইয়াছে, উহাকে বলাহক অপেক্ষাও অধিকতর বেগবান্ বলিয়া বোধ হয়। অতএব এই সকল অশ্ব অনায়াসেই আপনাকে বহন করিতে সমর্থ হইবে। এক্ষণে আপনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন ভুজদ্বয় হইতে বলয় উন্মোচন পূর্ব্বক কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্লবসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন। অনন্তর প্রয়তমনে প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ করত অস্ত্র সমুদয় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহাকে প্রণিপাত করত কহিল, হে পাণ্ডুনন্দন! আপনার কিঙ্করগণ উপস্থিত; এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন্। তখন অর্জ্জুন

তাহাদিগকে নমস্কার করত প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রতিগ্রহ। করিয়া কহিলেন, হে অস্ত্রগণ! আপনারা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হউন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অনতি বিলম্বে গাণ্ডীবে জ্যা-রোপণ করিলেন। যেরূপ মহাশৈলের উপর মহাশৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হয়; সেইপ্রকার মহাধনু গাণ্ডীবের ভীষণ রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল। বায়ু প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল। আকাশ-মণ্ডলে ধ্বজদণ্ড সকল উদ্ভ্রান্ত ও পাদপ সকল বিচলিত হইয়া উঠিল। কৌরবগণ বজ্রবিস্ফোট সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন ইহা মহাবীর ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীবের ধ্বনি, সন্দেহ নাই।

উত্তর কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি একাকী, কিন্তু মহাকায় কৌরবগণ বহুসংখ্যক এবং আপনি অসহায়, তাহারা সহায়বান্; অতএব আপনি কি প্রকারে সেই সমস্ত অস্ত্রবিশারদ মহাবীরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন; আমি এই চিন্তায় একান্ত ভীত হইয়াছি। তখন অর্জ্জুন সহাস্য বদনে কহিলেন, হে উত্তর! তোমার ভয় নাই; দেখ আমি যখন ঘোষযাত্রা কালে মহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবাসুরপরিবৃত ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্যসাধনার্থে মহাবল পরাক্রান্ত পৌলোম ও নিবাত কবচের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম,তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে বহুসংখ্যক

রাজন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? হে উত্তর! গুরু দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, কুবের, যম, বরুণ, পাবক, কৃপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহাদেবের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কেনই অসমর্থ হইব? অতএব তুমি নিরুদ্বেগ চিত্তে শীঘ্র আমার রথ চালনা কর।

—:—:—

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন উত্তরকে সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষে সংস্থাপন পূর্ব্বক যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিশ্বকর্ম্মা বিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক সিংহলাঙ্গূললক্ষণাক্রান্ত বানরচিহ্নিত পাবকপ্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান হুতাশন তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তদীয় রথধ্বজোপরি ভূতগণকে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। অনন্তর সেই পতাকা অনতি বিলম্বে আকাশ হইতে অতিবিচিত্র তূণীর সম্পন্ন, মহাবেগশালী তদীয় রথোপরি পতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সেই কপিধ্বজশালী রথে আরোহণ, অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণ করত যুদ্ধে গমন করিলেন। পরে অরিমর্দ্দন ধনঞ্জয় শত্রুগণের লোমাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। বেগবান্ তুরঙ্গমগণ তদীয় শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করত মহীতলে পতিত

হইল এবং উত্তর নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্ত্তে উপবেশন করিলেন। তখন অর্জ্জুন রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বগণকে যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, উত্তরকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান করত কহিলেন, হে রাজকুমার! তোমার ভয় নাই। হে পুরুষশার্দ্দূল! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া কি নিমিত্ত শত্রু মধ্যে বিষণ্ণ হইতেছ? তুমি শঙ্খধ্বনি, বহুবিধ ভেরীরব ও রণমাতঙ্গবৃংহিত শ্রবণ করিয়াছ, তবে কি জন্য অদ্য বিষণ্ণ হইতেছ? উত্তর কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃংহিত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু পূর্ব্বে কখন এরূপ শঙ্খধ্বনি, জ্যানিনাদ ও ধ্বজস্থ ভূতগণের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করি নাই, এবং ঈদৃশ ধ্বজদণ্ডও কদাচ নয়নগোচর করি নাই। এই সকল অমানুষ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় বিমোহিত ও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; দিক সকল আকুলিত হইয়া উঠিতেছে, ধ্বজপট দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না; এবং গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমার শ্রবণযুগল বধির হইয়া আসিতেছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তর রূপে রশ্মি গ্রহণ করত সাবধানে উপবেশন কর, আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে পর্ব্বত সকল বিদীর্ণপ্রায়, শত্রুগণ বিষণ্ণ, সুহৃদ্গণ হর্ষাবিষ্ট, গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত, দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিমলিনভাবে রথে উপবেশন করিলে অর্জ্জুন পুনরায় তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে কৌরবগণ! যখন ইহাঁর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় রথনির্ঘোষে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, তখন

ইনি অবশ্যই সব্যসাচী হইবেন, সন্দেহ নাই। দেখ, আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সকল নিষ্প্রভ ও ঘোটকগণ বিষণ্ণ হইতেছে। অগ্নির আর তাদৃশ প্রভা নাই। এক্ষণে সমুজ্জ্বল বস্তুও প্রভাশূন্য বোধ হইতেছে। মৃগগণ আদিত্যের অভিমুখীন হইয়া ঘোর নিনাদ করিতেছে। বায়স সকল ধ্বজাগ্রভাগে নিলীন হইতেছে। শকুনিগণ আমাদিগের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় করিয়া মহাবিভীষিকা প্রদর্শন করিতেছে। শিবাগণ রোদন করিতে করিতে সেনা মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আহত না হইলেও তথা হইতে নিক্রান্ত হইয়া মহাভয় উৎপাদন করিতেছে; তোমাদিগের রোমকূপ সকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। অদ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল অপ্রকাশিত ও মৃগপক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে। এই সকল বিবিধ ঔৎপাতিক চিহ্ন দর্শনে বোধ হয় অদ্য সমরে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় ও আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, প্রদীপ্ত উল্কা দর্শনে সেনাগণ সাতিশয় ভীত হইতেছে, বাহন সমুদয় দুঃখিত হইয়া অনবরত অশ্রুপাত করিতেছে, সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে গৃধ্রগণ উড্ডীন হইতেছে। হে রাজন্! অদ্য সেনাগণকে অর্জ্জুনশরে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত হইবেন। দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণকে পরাভূত প্রায় বোধ হইতেছে। যুদ্ধে কাহারও উৎসাহ নাই, সকলের মুখ ম্লান ও চিত্ত অভিভূত হইয়াছে। অতএব গো সকল প্রস্থাপিত করিয়া, ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে অবস্থিতি করা কর্ত্তব্য।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আমি এবিষয়ে বারম্বার কহিয়াছি এবং এক্ষণে পুনরায় কহিতেছি, দ্যুতক্রীড়া সময়ে আমাদের এইরূপ পণ হইয়াছিল যে যাঁহারা পরাজিত হইবেন, তাঁহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সেই প্রতিজ্ঞাত সময় অতিবাহিত হয় নাই। অতএব নির্ব্বাসন কাল অতিক্রান্ত না হইতে হইতে যদি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে তাহা হইলে পুনরায় পাণ্ডবগণকে দ্বাদশ বৎসর বনে গমন করিতে হইবে। অথবা পাণ্ডবেরা লোভ বশত সমর ভঙ্গ করিল ইহা আমাদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে; কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে সর্ব্বদাই সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে। কোন বিষয় নিশ্চিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া যায়। ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তা সময়ে ভ্রমকূপে পতিত হইয়া থাকেন। অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কি অতিক্রান্ত হইয়াছে সে বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; বোধ হয় পিতামহ ইহা বিশেষ অবগত আছেন।

মৎস্যসেনাগণ ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছে; যদ্যপি ধনঞ্জয় তাহাদিগের সহিত আগমন করিয়া থাকে, তাহাতে আমাদিগের অপরাধ নাই। ত্রিগর্ত্তগণ মৎস্যগণ হইতে বহুপ্রকার অপকার প্রাপ্ত হইয়া আমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। আমরাও সেই ভয়া-

ভিভূত ত্রিগর্ত্তগণের সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, তাহারা প্রথমে সপ্তমীতিথিতে অপরাহ্নে বিরাটরাজের দক্ষিণ গোষ্ঠে গমন করিয়া, গোধন সকল আক্রমণ করিবে। পরে বিরাটরাজ তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিলে, আমরাও অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় হইবামাত্র উত্তর গোষ্ঠে আসিয়া গোধন সকল অপহরণ করিব। এক্ষণে সেই ত্রিগর্ত্ত সৈনিকেরাই বা গোধন সমস্ত জয় করিয়া আগমন করিতেছে; অথবা তাহারা যদি পরাজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে এই অভিপ্রায়ে আসিতেছে; কিম্বা মৎস্যগণ ত্রিগর্ত্তগণকে দূরীভূত করিয়া আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আগমন করিতেছে। অথবা তাহাদিগের কোন বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে। কিংবা স্বয়ং মৎস্যরাজ আসিতেছেন। যাহা হউক, মৎস্যরাজই আসুন, অথবা ধনঞ্জয়ই আসুক, আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। এসময় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ এবং অশ্বত্থামা প্রভৃতি নরসত্তমগণ কিনিমিত্ত রথোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যুদ্ধ ব্যতিরেকে কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন না। অতএব এই সময় সকলে সাবধান হইয়া, যত্ন প্রকাশ করুন। ইন্দ্র অথবা যম বলপূর্ব্বক যদি আক্রমণ করেন, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিবে? পদাতিক বা অশ্বারোহী হউক, সমরে বিমুখ হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিতে পারিবে না। অতএব এক্ষণে আপনারা আচার্য্যবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধের নীতি বিধান করুন। অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার সাতিশয় অনু-

রাগ লক্ষিত হইয়া থাকে। এবং পাণ্ডবগণও আচার্য্যের একান্ত অনুগত; ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে দেখিয়াই উনি তাহার প্রশংসা করিতেছেন; এবং তদীয় অশ্বের হেষারব শ্রবণ করিয়াই তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেনাগণ যাহাতে শত্রুবশীভূত হইয়া, মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিকের ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথগামী না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। পাণ্ডবগণ আচার্য্যের একান্ত অনুগত ইহা তিনি স্বয়ং বলিয়া থাকেন। কোন্ ব্যক্তি অশ্বের হেষিত শ্রবণ করিয়াই যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে। বাজিগণ স্বস্থানে অবস্থান বা গমন সময়ে সর্ব্বদা হ্রেষারব করিয়া থাকে। বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হয় ও বাসব সর্ব্বদাই বর্ষণ করিয়া থাকেন। মেঘ উদিত হইলেই গর্জ্জন করিয়া থাকে। ইহাতে পার্থের কি বীরত্ব প্রকাশ পাইতেছে এবং কি নিমিত্ত তিনি তাহার এত প্রশংসা করিতেছেন? উপায়দর্শী প্রাজ্ঞ আচার্য্যগণ আমাদের প্রতি কোন প্রকার অভিলাষ, ক্রোধ বা দ্বেষ না করিয়া কেবল করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব মহাভয় উপস্থিত হইলে, তাঁহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে। তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা অথবা উপবন মধ্যে বিচিত্র কথা দ্বারা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং জনসমাজে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অস্ত্রশিক্ষা অথবা সন্ধি সময়ে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, লোকচরিত্রবিজ্ঞান, হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো, খর, উষ্ট্র, অজ এবং মেষের কার্য্যপরিজ্ঞান, রথ্যা ও পুরদ্বার নির্ম্মাণ, অন্ন সংস্কার এবং দোষ বিষয়েই ইহাঁরা পারদর্শী। যাঁহারা বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করেন, সেই সকল পণ্ডিতগণকে অনাদর করিয়া এক্ষণে যাহাতে শত্রুক্ষয় করা

যাইতে পারে এরূপ নীতি বিধান করুন। চতুর্দ্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া মধ্যস্থলে গো সমুদয় সংস্থাপিত করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসেই শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।
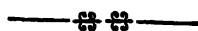
অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, সকল ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত এবং যুদ্ধবিমুখ দেখিতেছি। এই ব্যক্তি মৎস্যরাজ বা ধনঞ্জয় যে হউক উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? বেলাভূমি যেরূপ মকরালয়কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ আমিও উহাকে অবরোধ করিয়া রাখিব। মদীয় আশীবিষ সদৃশ, আনতপর্ব্ব সায়ক সকল শরাসন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলে আর প্রত্যাবৃত্ত হয় না। শলভকুল যেরূপ পাদপকে আচ্ছন্ন করে, আমিও সেইরূপ রুক্মপুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়কে আচ্ছন্ন করিব। এক্ষণে বিপক্ষগণ ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের জ্যা নির্ঘোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক। ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইল, অর্জ্জুন আমারে সংগ্রামে পরাজয় করিবে বলিয়া সমুৎসুক রহিয়াছে; অদ্য সে এই সময়ে আমাকে সাতিশয় প্রহার করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর অর্জ্জুন আমার নিশিত শরনিকর সহ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। মহাবল ধনঞ্জয় ত্রিলোকবিখ্যাত,আমিও উহা অপেক্ষা কোন ক্রমে ন্যূন নহি। অদ্য নভোমণ্ডল কাঞ্চনময়পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শরনিকরে আচ্ছন্ন হইয়া, পক্ষিকুলপরিবৃতের ন্যায় বোধ হইবে। অদ্য যুদ্ধে অর্জ্জুনকে বিনাশ

করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট পূর্ব্বস্বীকৃত ঋণ হইতে মুক্ত হইব। অদ্য অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শরসমূহের পুঙ্খ সকল আকাশবিহারী শলভসমূহের ন্যায় শোভমান হইবে। যেমন উল্কা দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ অদ্য আমিও মহেন্দ্র সদৃশ তেজস্বী ধনঞ্জয়কে শরবর্ষণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন পন্নগকে অনায়াসে গ্রহণ করে, অদ্য আমিও সেইরূপ সর্ব্বাস্ত্রকুশল মহাবীর অতিরথ ধনঞ্জয়কে আক্রমণ করিব। যেমন পবনপরিচালিত জলধারাবর্ষী সুগভীর গর্জ্জনশালী জলধরপটল সুসমিদ্ধ হুতাশন নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ আমি মহাবেগতুরঙ্গমযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সুশাণিত শরজাল বর্ষণ করিয়া, অর্জ্জুনকে নিরাকৃত করিব। ভুজঙ্গমগণ যেরূপ বল্মীকমধ্যে বিলীন হয়, অদ্য সেইরূপ মদীয় কার্ম্মুকবিনির্ম্মুক্ত আশীবিষোপম শরজাল অর্জ্জুনশরীরে প্রবিষ্ট হইবে। অচল যেরূপ কর্ণিকার পুষ্পে আবৃত হইয়া থাকে; অদ্য সেইরূপ অর্জ্জুন সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইবে। আমি ঋষিসত্তম জামদগ্ন্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছি। সেই সমস্ত অস্ত্র এবং স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে অমরগণেরও সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। অদ্য অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করত ভূতলে পতিত হইবে, এবং ধ্বজবাসী অন্যান্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষ্ণশর প্রহারে বিপন্ন হইয়া ভয়ঙ্কর রব করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। অদ্য আমি বীভৎসুকে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের হৃদয়স্থিত চিরশল্যসমূহ উন্মূলন করিব। অদ্য কৌরবগণ পৌরুষকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়া ক্রোধপরায়ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিবেন। এক্ষণে কৌরবগণ গোধন সমস্ত গ্রহণ করত

যথা ইচ্ছা গমন অথবা রথারূঢ় হইয়া আমার সমরকৌশল অবলোকন করুন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কৃপ কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি কূটযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণ এবং মন্ত্রণাকুশল; কিন্তু উত্তর কালে কি হইবে সে বিষয়ে তোমার কোন বিবেচনা নাই। শাস্ত্রে বহুপ্রকার মায়াযুদ্ধের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেই সমুদ-য়কে পাপযুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেশ কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে অবশ্যই জয়লাভ হয়। পরস্পর আনুকূল্য দ্বারা কার্য্য সকল সুবিহিত হইয়া থাকে; অনুপ-যুক্ত দেশ ও অকালে যুদ্ধ করিলে কখন ফললাভ হয় না। পণ্ডিতগণ কখন রথকারের ভার বহন করেন না। এই সকল বিবেচনা করিলে, পার্থের সহিত সংগ্রাম করা আমা-দিগের কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। মহাবীর অর্জ্জুন একাকী সমস্ত কুরুদেশের রক্ষা বিধান, হুতাশনের তৃপ্তি-সাধন ও পঞ্চ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ মহারথ একাকী সুভদ্রারে হরণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার আশয়ে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ শূলপাণির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর অরণ্য মধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃতা কৃষ্ণার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। ঐ মহা-বীর পুরন্দরসমীপে পঞ্চ বৎসর অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর একাকী নিখিল অরাতিকুল পরাজয় করিয়া,

কুরুকুলের যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন; ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিন্দম গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, নিবাত কবচগণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। হে রাধেয়! তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎ কার্য্য সমাধান করিয়াছ? বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া, যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় স্বয়ং ইন্দ্রও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব হে সূতপুত্র! তুমি সেই মহাতেজা ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করিয়া,দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক প্রদেশিনী দ্বারা ক্রুদ্ধ আশীবিষের দশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ; তুমি একাকী অঙ্কুশ গ্রহণ না করিয়া মহারণ্যস্থ মত্তকুঞ্জরে আরোহণ করত নগরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। তুমি চীর বাস পরিধান করত ঘৃত,মেদ ও বসা দ্বারা আহুত প্রজ্বলিত হুতাশনের মধ্যদিয়া গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গ বন্ধন পূর্ব্বক কণ্ঠে মহাশিলা বদ্ধ করিয়া, বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও দুর্ব্বল,তাহার বলবান্ ও কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করা মূঢ়তা মাত্র। মহাবীর অর্জ্জুন আমাদিগের নিকট পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপালনে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে সেই পুরুষশার্দ্দূল অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবীর ধনঞ্জয় যে কূপমধ্যস্থ অনলের ন্যায় গোপনে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ইহা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কখন সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ অর্জ্জুন সমীপে যুদ্ধযাত্রা করত মহা সঙ্কটে পতিত হইতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্যূহবদ্ধ

হইয়া অবস্থিতি করুক, এবং দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, অশ্বথামা, তুমি ও আমি, এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি, তাহা হইলে সকলে মিলিত হইয়া, বজ্রধর সদৃশ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব। হে কর্ণ! তুমি একাকী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে, কদাচ এরূপ সাহস করিও না। পূর্ব্বে দানবগণের সহিত সুরগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমাদের সেই রূপ সংগ্রাম হইবে, সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে কর্ণ! গো সকল এখন পরাজিত ও নিজ সীমার বহির্ভূত হইয়া হস্তিনা পুরে নীত হয় নাই; তবে তুমি কি নিমিত্ত আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রচুর বিত্ত সংগ্রহ করিয়াও কদাচ অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। হুতাশন তূষ্ণীম্ভাবেই সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন, দিবাকর বাক্য প্রয়োগ না করিয়াই স্বীয় প্রভা বিস্তার করেন, পৃথিবী মৌনাবলম্বন করিয়াই সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বিধাতা বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; বিপ্রগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যজন ও যাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহারা কদাচ যাজন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন না। বৈশ্যেরা অর্থলাভ দ্বারা বিপ্রগণের কার্য্য সাধন করিবেন। শূদ্রগণ অকপট হৃদয়ে বিনীত ভাবে

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা করিবেন। মহাভাগ মহাপুরুষেরা ধর্ম্মানুসারে সমস্ত মেদিনীমণ্ডল হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরুজনকে অপমান করেন না। এই নৃশংস নির্ঘৃণ দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় কপট দ্যূতে রাজ্যলাভ করত সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি মৃগাজীবের ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া, আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে? তুমি যাহাদের ধন অপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন্ দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ? কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ? তোমরা একবস্ত্রপরীধানা রজস্বলা দ্রৌপদীরে জয় করিয়া যে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে, ইহাই তোমাদিগের একমাত্র কার্য্য। সারার্থী ব্যক্তি যেরূপ চন্দনতরু ছেদন করে; সেইরূপ তোমরা ধনলোভে পূর্ব্বে যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাই উপস্থিত অনর্থের মূল। এ বিষয়ে মহাত্মা বিদুর তোমাদিগকে কি বলিয়াছিলেন? তাহা কি তোমরা এক্ষণে বিস্মৃত হইয়াছ? মনুষ্যদিগের শক্ত্যনুসারে শান্তি অবলম্বন করা পরম শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের কথা কি, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতর জীবগণের মধ্যেও এই গুণ বিদ্যমান আছে।

ধনঞ্জয় দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ কখন সহ্য করিবে না। সে কুরুকুলক্ষয়ের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিচক্ষণ হইয়া, কি নিমিত্তে এবিষয়ের উল্লেখ করিতেছ? জিষ্ণু আমাদিগকে নিঃশেষিত করিয়া, অবশ্যই বৈরনির্যাতন করিবে, সন্দেহ নাই। কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সমরে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, অথবা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। গরুড় মহাবেগে পতিত হইবামাত্র যেরূপ বৃক্ষ উন্মূলিত হয়; সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধভরে যাহাকে আক্রমণ করিবে,

সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। পার্থ বলবীর্য্যে তোমা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট; ধনুর্ব্বিদ্যায় সাক্ষাৎ অমররাজ সদৃশ; যুদ্ধে বাসুদেবের সমান। অতএব কে তাহার প্রশংসা না করিবে? যে ব্যক্তি দৈববলে দেব-গণেরও বাহুবল দ্বারা মানবগণের সহিত সংগ্রাম ও অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, পৃথিবীতে সেই অর্জ্জুনের সদৃশ বীর পুরুষ আর কে আছে?

আচার্য্যেরা শিষ্যের প্রতি অপত্যের ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয়পাত্র। হে দুর্য্যোধন! তুমি যে রূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে,যে রূপে ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে,এক্ষণে সেইরূপে তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল ক্ষত্রধর্ম্ম-বিশারদ গান্ধাররাজ শকুনি এক্ষণে যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবরূপ পাশক দিক্ বা চতুষ্ক নিক্ষেপ করে না;উহা কেবল নিরন্তর তীক্ষ্ণধার শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া থাকে। মহাবীর ধনঞ্জয়ের সুতীক্ষ্ণ সায়ক সকল গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত হইয়া, পর্ব্বত বিদার্ণ করত গমন করিতে পারে। প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, মৃত্যু এবং হুতাশন কদাচ সমস্ত নিঃশেষ করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইলে সকলই বিনষ্ট করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্যে যে রূপে দ্যূত-ক্রীড়া করিয়াছিলে,এক্ষণে সেইরূপ শকুনি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। অন্যান্য যোদ্ধাগণও স্বেচ্ছানুসারে যুদ্ধ করুন; আমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব না। যদি মৎস্যরাজ আগমন করেন, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য উত্তম কহিয়াছেন; কর্ণ ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে কেবল যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা করিতেছেন; আচার্য্যের বাক্যে দোষারোপ করা বিজ্ঞ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে আমার মতে উত্তম রূপে দেশকাল পরিজ্ঞাত হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী পাচজন শত্রুর অভ্যুদয় দেখিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? ধার্ম্মিক ব্যক্তিরাও স্বার্থানুচিন্তনে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে এবিষয়ে আমার যে মত তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধৃবর্গকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্তেই সমরবাসনা প্রকাশ করিতেছে; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, আচার্য্যপুত্র এবং তোমার এবিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে মহৎ কার্য্য উপস্থিত; অর্জ্জুন আগতপ্রায়; অতএব এখন বিরোধের সময় নহে। আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা আদিত্যপ্রভার ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থির লক্ষ্মীর ন্যায় সতত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং অশ্বত্থামা ভিন্ন চারি বেদ ও ক্ষাত্রতেজ এ উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস এই সকল বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাচার্য্য অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ নহে। মনীষিগণ কহিয়াছেন, সৈন্যদিগের যতপ্রকার ব্যসন আছে, তাহার মধ্যে ভেদই শ্রেষ্ঠ; অতএব হে আচার্য্যপুত্র! আপনি ক্ষমা করুন এক্ষণে ভেদের সময় নহে। সকলে সমবেত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করাই বিধেয়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! এক্ষণে আমাদিগের এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; কিন্তু পিতা ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া যাহা কহিয়াছেন, তাহার কারণ এই, পণ্ডিতেরা গুণবান্ শত্রুর গুণ ও দোষী গুরুর দোষোল্লেখ করিতে পরাঙ্মুখ হন না এবং তাঁহারা সর্ব্ব প্রযত্নে পুত্র ও শিষ্যকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্য্য! ক্ষমা করুন; আপনি সন্তুষ্ট থাকিলেই আমাদিগের সকল মঙ্গল। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর দুর্য্যোধন কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সহিত দ্রোণাচার্য্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ কহিলেন, আমি শান্তনুতনয় ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়াই প্রসন্ন হইয়াছি। পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে যুদ্ধে দুর্য্যো-ধনকে আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে মহারাজ দুর্য্যোধন শত্রুর বশীভূত না হন, তদ্বিষয়ে নীতি বিধান করা কর্ত্তব্য। প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত না হইলে অর্জ্জুন কখন আত্ম-প্রকাশ করে নাই। ঐ মহাবীর অদ্য গোধন গ্রহণ না করিয়া কদাচ ক্ষমা করিবে না। অতএব যাহাতে ধনঞ্জয় মহারাজ দুর্য্যোধন এবং এই সমস্ত সেনাগণকে পরাজয় করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান কর। পূর্ব্বে দুর্য্যোধন পাণ্ডব-গণের সময়পালনবিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনুস্মরণ করিয়া ভীষ্ম স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন।

———
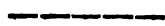
দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সম্বৎসর এই কয়েকটীর সমষ্টিকে কালচক্র কহে। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের ব্যতিক্রম বশত প্রতি পঞ্চম বৎসরে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এই রূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া পঞ্চমাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে। পাণ্ডবগণ যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহা সম্যক্ প্রকারে প্রতি-পালিত হইয়াছে বলিয়াই অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে। মহাত্মা পাণ্ডবগণ সকলেই পরম ধার্ম্মিক; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদি-গের রাজা; অতএব তাহারা কি নিমিত্তে ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? তাহারা লোভবিহীন ও কৃতী সুতরাং অধর্ম্মাচরণ দ্বারা রাজ্যলাভের প্রত্যাশা করে না। তাহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এজন্য ক্ষাত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই; নচেৎ সেই সময়েই আপনা-দিগের পরাক্রম প্রকাশ করিত। তাহারা অনায়াসে মৃত্যু-মুখে গমন করিতে পারে, কিন্তু কদাচ অনৃত পথে গমন করিতে পারে না। সেই নরর্ষভগণ প্রাপ্য বিষয় কদাচ পরিত্যাগ করে না; দেবরাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যথা সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগকে অপরাজেয় অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব এই সময়ে তোমরা সাধুগণচরিত কল্যাণকর বিষয়ের অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভের সম্ভাবনা নাই; উহাতে একের জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া

থাকে; তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? ধনঞ্জয় সমাগত প্রায় হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে শীঘ্র যুদ্ধের অথবা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতামহ! আমি পাণ্ডবদিগকে কদাচ রাজ্য প্রদান করিতে পারিব না; আপনি শীঘ্র যুদ্ধের উদ্যোগ করুন। ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, আমার এরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য; যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি এই সমস্ত সৈন্যগণকে চারিভাগ করিয়া তাহার এক ভাগের সহিত স্বপুরে প্রস্থান কর, অপর এক অংশ সৈন্য গোধন লইয়া গমন করুক। অনন্তর কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং আমি আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ সৈন্য সমভিব্যাহারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। মৎস্যরাজ বা স্বয়ং শতক্রতুই আগমন করুন যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত তোয়নিধিকে নিবারণ করে, আমিও আজি সেইরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিব, সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সকলেই মহাত্মা ভীষ্মের বাক্যে সম্মত হইলেন। কুরুপতি দুর্য্যোধন তাঁহার আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভীষ্ম, প্রথমে দুর্য্যোধন পরে গোধন সকল প্রেরণ করিয়া, সৈন্য সংস্থাপন পূর্ব্বক ব্যূহরচনায় প্রবৃত্ত হইয়া, কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি মধ্য স্থানে অবস্থিতি করুন, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করুন। সূতনন্দন কর্ণ অগ্রসর হইবেন, এবং আমি সকলের পশ্চাতে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় রথঘোষে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করত কৌরবসৈন্য মধ্যে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। তখন কৌরবগণ তদীয় ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীব নিস্বন ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য সমাগত গাণ্ডীবধন্বাকে দেখিয়া সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, দূর হইতে মহাবীর পার্থের ধ্বজাগ্র শোভা পাইতেছে; রথনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে; ধ্বজাগ্রস্থিত বানরগণ মহাভয়ঙ্কর রব করত সৈন্যগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে। মহারথ অর্জ্জুন রথবরে আরোহণ পূর্ব্বক মুহুর্মুহু গাণ্ডীব শরাসনে বজ্রনিস্বন সদৃশ টঙ্কারধ্বনি প্রদান করিতেছে। দেখ, এই দুইটী শর সমবেত হইয়া আমার পদদ্বয়ে নিপতিত হইল। অপর দুইটী আমার শ্রবণদ্বয় স্পর্শ করিয়া অতিক্রান্ত হইল। পার্থ বনবাসকালে যে সকল অমানুষ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে, এক্ষণে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহাই আমার কর্ণগোচর করিল। যাহা হউক, আমরা বহুকালের পর প্রিয়বান্ধব ধনঞ্জয়ের দর্শন লাভ করিলাম। এক্ষণে অর্জ্জুন রথ, শর, মনোহর তলত্র, তূণীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীট, খড়্গ এবং ধনুক ধারণ করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর অর্জ্জুন কৌরবগণকে সংগ্রামে সমবস্থিত অবলোকন করিয়া, উত্তরকে কহিলেন, হে সারথে! সেনাগণের প্রতি বাণপাত কালে তুমি অশ্বরশ্মি সংযত করিবে; আমি এই সৈন্যগণ মধ্যে সেই কুরুকুলা-

ধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে,অন্বেষণ করিব। এক্ষণে অন্যান্য সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই; সেই অভি-মানী দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে, সকলেই পরাজিত হইবে, সন্দেহ নাই। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, উহাঁর পশ্চাৎ অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে দুর্য্যো-ধনকে দেখিতেছি না; বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিতেছে। অনর্থ সংগ্রামের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে আমরা কুরুসেনা পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। তাহাকে পরাজয় করিলে, অনায়াসে গোধন সকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর যত্ন সহকারে রশ্মি সংযত করিয়া, যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছেন, সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দ্রোণকে কহিলেন, অর্জ্জুন মহা-রাজ দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত গমন করি-তেছে, এই সময়ে আমরা সকলে সমবেত হইয়া মহারাজের পার্ষ্ণি গ্রহণ করি। ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়ের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র, মধুসূদন, অশ্বত্থামা এবং দ্রোণাচার্য্য ব্যতিরেকে কেহই একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে গোধন বা প্রচুর ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার হইবে; মহারাজ দুর্য্যোধন অনতিবিলম্বে নাবিকশূন্য নৌকার ন্যায় অর্জ্জুন-সলিলে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন তথায় গমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন, এবং কুরুসৈন্যগণের প্রতি শলভ-সমূহের ন্যায় অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুনশরে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল; কৌরব সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহই

পলায়ন করিল না; প্রত্যুত,নিরন্তর শরবর্ষণ দর্শনে অর্জ্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল।

এই অবসরে মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুগণের লোমহর্ষণ শঙ্খ-ধ্বনি ও গাণ্ডীবে টঙ্কার প্রদান করত ধ্বজদণ্ডে ভূতগণকে প্রেরণ করিলেন। তদীয় শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবনিনাদ ও ধ্বজবাসী ঊর্দ্ধপুচ্ছ ধাবমান অমানুষ ভূতগণের ভয়ঙ্কর শব্দে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। তখন গোধন সকল দক্ষিণ মুখে প্রতি নিবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধনুর্দ্ধরপ্রধান অর্জ্জুন এই রূপে শত্রুগণকে পরাজয় করত গোধন সকল মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনর্ব্বার দুর্য্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন। কৌরবগণ গোধন সমুদয়কে মৎস্যাভিমুখে ধাবমান হইতে ও কৃতকার্য্য ধনঞ্জয়কে দুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া, সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বহুধ্বজবিশিষ্ট কুরুসৈন্যব্যূহ অবলোকন করত উত্তরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজকুমার! কাঞ্চনরশ্মিযুক্ত এই শ্বেতাশ্বগণকে সত্বর এই দিকে চালনা কর; তাহা হইলে অনায়াসে সেই কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ঐ দেখ, মহাগজ সদৃশ সূতপুত্র আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আশ্রয়বলে দর্পিত, তুমি আমাকে শীঘ্র উহার নিকট লইয়া চল। বিরাটতনয় বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে চালনা

করত শত্রুসৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক সমরস্থলে উপস্থিত হইলেন।

তখন চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। পুরুষপ্রবীর ধনঞ্জয় শরাসন-বিনির্ম্মুক্ত শরানল দ্বারা বিপক্ষকানন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, বিকর্ণ রথারোহণ করিয়া অর্জ্জুন সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুহন্তা ধনঞ্জয় স্নুবর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়মৌর্ব্বীক ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক বিকর্ণকে ভূতলে নিপাতিত করত তদীয় রথধ্বজ ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র প্রাণভয়ে সত্বর গমনে পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে শত্রুন্তপ, মহাবীর ধনঞ্জয়ের অমানুষ কার্য্য দর্শনে সাতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া, তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন শত্রুন্তপের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে পাঁচ বাণ ও তদীয় সারথিকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর শত্রুন্তপ, মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া নগাগ্র হইতে নিপতিত বাতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় রণভূমিতে পতিত হইল; অন্যান্য মহাবীরগণ অর্জ্জুনশরে জর্জ্জরীভূত হইয়া, বায়ুবেগে কম্পিত মহারণ্যের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল; বাসব তুল্য বীর্য্যশালী লৌহবর্ম্মধারী হিমালয়জাত মহাগজ সদৃশ মহাবীরগণ বাসবতনয়শরে গতাসু হইয়া ভূতলে শয়ন করিল; আতপ সময়ে অগ্নি যেরূপ বন দগ্ধ করিয়া ইতস্তত পরিভ্রমণ করে, পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুন সেইরূপ শত্রুকুল ক্ষয় করিয়া রণভূমিতে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনিল যেরূপ বসন্তকালে বৃক্ষ-

পত্র পাতিত ও মেঘ সমুদয় ইতস্তত সঞ্চালিত করে, সেইরূপ মহাবীর অতিরথ ধনঞ্জয় রণস্থলে শত্রুগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্বর কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণকে সংহার করত একবাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর নাগরাজদ্বয় সদৃশ পরাক্রমশালী ব্যাঘ্র যেরূপ বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, মহাবীর কর্ণ ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া সেইরূপ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এবং দ্বাদশ বাণ দ্বারা অশ্বগণ ও সারথির সহিত তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন গরুড় যেরূপ মহাবেগে সর্পের উপর নিপতিত হয়, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রমশালী অর্জ্জুন কর্ণের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। কৌরবগণ সেই মহোৎসাহসম্পন্ন মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রামদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলে, ধনুর্দ্ধরপ্রধান ধনঞ্জয় ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে বাণবর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে দূরীকৃত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তাঁহাদিগের অশ্ব, রথ ও গজ সমুদয় অর্জ্জুনশরে আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ শরসমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের সায়ক সমুদয় নিরাকৃত করত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া কৌরবগণ সাতিশয় আহ্লাদের সহিত করতালিপ্রদান ও শঙ্খ, ভেরী পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদন পূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কর্ণ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহনাদ আরম্ভ করিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং কৃপকে অবলোকন পূর্ব্বক তদীয় রথ, অশ্ব এবং সারথির প্রতি বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও সায়কসমূহবর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জয়কে আচ্ছাদিত করিলেন। তখন তাঁহাদিগকে মেঘনির্ম্মুক্ত শশিদিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর লঘুহস্ত কর্ণ সত্বরে অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া, তাঁহার সারথির প্রতি তিন বাণ ও ধ্বজের উপরিভাগে তিনশর নিক্ষেপ করিলেন। দিবাকর যেরূপ কিরণ দ্বারা এককালে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায়, ক্রোধপরবশ হইয়া শরবর্ষণ দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছন্ন করিয়া, তূণীর হইতে নিশিত ভল্লাস্ত্র নিষ্কাশিত করত তাঁহার শরীর বিদ্ধ করিলেন; অনন্তর শাণিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শির, ঊরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর হস্তী যেরূপ অন্য হস্তী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ মহাবীর কর্ণ অশনি সদৃশ শর প্রহার দ্বারা নিতান্ত ব্যথিতহৃদয়, হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।
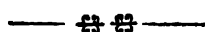
পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ পলায়ন করিলে পর দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীরগণ স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিয়া, চতুর্দ্দিক্ হইতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বীভৎসু নিঃশঙ্ক হইয়া, সহাস্য বদনে বেলার ন্যায় মহাসাগরোপম কৌরবসেনার বেগ ধারণ করত দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন সূর্য্যকিরণ দ্বারা মেদিনীমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সায়কসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন শাণিত শর দ্বারা অরাতিগণের অশ্ব, রথ ও গজের সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কৌরবগণ অশ্বগণের গতি,

উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল ও ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য্য শক্তি এবং অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া, সবিস্ময় চিত্তে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের বোধ হইল যেন প্রলয়কালীন হুতাশন প্রজা সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ অর্জ্জুন সেই সময়ে এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, বিপক্ষগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই।

অর্করশ্মি শৈলস্থিত মেঘসমূহে সংলগ্ন হইলে যেরূপ মনোহর শোভা হয়, প্রস্ফুটিত অশোককুসুমসুষমায় বনভূমি যেরূপ পরম সুন্দর দেখায়, সেইরূপ কৌরব সেনাগণ অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। অর্জ্জুনশর দ্বারা হিরণ্ময় মাল্য, ছত্র এবং পতাকা সকল ছিন্ন হইলে, সদাগতি তাহা আকাশপথে ধারণ করিয়া রহিলেন (১)। পার্থ কর্ত্তৃক অশ্বগণ ছিন্নযুগ হইয়া রথাঙ্গদেশ বহন করত ভয়ে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। হস্তী সকল পার্থশরে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া রণভূমিতে পতিত হইল। তখন রণস্থল কৌরবগজশরীরে সংবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! যুগান্তকালে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া যেরূপ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম নিঃশেষ রূপে দগ্ধ করে, সেইরূপ পার্থ সমরানলে রিপুকুল দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

---

(১) সিংহ মহোদর এই স্থলটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। এস্থলের মূল এই।

এষোঽর্জ্জুনশরৈঃ শীর্ণং শুষ্যৎ পুষ্পং হিরণ্ময়ং।
ছত্রাণিচ পতাকাশ্চ খে দধার সদাগতিঃ।

অনন্তর দুর্য্যোধনসৈন্যগণ তাঁহার অস্ত্রপ্রভা, গাণ্ডীবের নিস্বন, ধ্বজস্থ ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও বানরের ভীষণ রব শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল; রথাঙ্গ ভগ্ন হওয়াতে শীঘ্র পলায়ন করিতে সমর্থ হইল না। অর্জ্জুন সাহসের সহিত তাহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে উপস্থিত হইয়া, অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয়ের শর সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্যেয়; যেমন অনন্তভোগ ভুজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন অনবরত শরবর্ষণ পূর্ব্বক সমরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তাঁহার অবিরল শরধারাপাতে শত্রুরশরীরে স্থানসমাবেশ হইল না এবং মৃত পতিত সৈনিকশরীর সমুদায়ে পথ রুদ্ধ হওয়াতে, তাঁহার রথও শত্রুপক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল না। ভূতগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গাণ্ডীবধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। অর্জ্জুনশরে মাতঙ্গগণের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হওয়াতে রবিকিরণে সংবৃত বারিদমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সব্য, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে নিরন্তর বাণবর্ষণ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ডল দৃষ্ট হইতে লাগিল। চক্ষু যেরূপ রূপবিহীন পদার্থে কদাচ পতিত হয় না; সেইরূপ অর্জ্জুনশর কদাচ অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র মাতঙ্গ যুগপৎ গমন করিলে অরণ্যে যেরূপ প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে; সমরস্থলে কিরীটির রথমার্গও সেইরূপ হইল। শত্রুগণ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, পার্থের জয়লাভ কামনায় দেবরাজ সমস্ত সুরগণের সহিত সমরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন! কেহ মনে করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জ্জুনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পার্থশরে যে সকল কৌরবসেনা আহত হয় নাই, তাহারাও অর্জ্জুনের

অলৌকিক কার্য্য দর্শনে অবসন্ন হইল। অর্জ্জুন ওষধিশীর্ষের ন্যায় অরাতিকুলের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন; তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কৌরবগণের তেজ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জ্জুন রূপ অনিল দ্বারা শত্রুসমূহ রূপ বন ছিন্ন হইলে, শোণিতধারায় ধরণী লোহিতবর্ণা হইয়া উঠিল। শোণিতসংযুক্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে সমুত্থিত হওয়াতে সূর্য্যকিরণ লোহিতবর্ণ হইল। তখন বোধ হইল যেন নভোমণ্ডল সন্ধ্যারাগে লোহিতবর্ণ হইয়াছে। সূর্য্যও অস্তগত হইয়া বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন. কদাচ সমরে নিবৃত্ত হন না। শৌর্য্যশালী মহাসত্ত্ব ধনঞ্জয় অনবরত দিব্যাস্ত্র সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া, দুঃসহকে দশ, অশ্বত্থামাকে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও দুর্য্যোধনকে এক শত শর দ্বারা আঘাত করিলেন। অনন্তর পরবীরহা অর্জ্জুন কর্ণি দ্বারা কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তদীয় সারথিরে সংহার পূর্ব্বক রথ ও অশ্ব সকল ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। সেনাগণ তাঁহাকে হতাশ্ব ও হতসারথি দেখিয়া ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

সেই সময়ে বিরাটতনয় উত্তর পার্থের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কহিলেন, হে পার্থ! কোন্ সৈন্যগণের অভিমুখে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, অনুমতি করিলে আমি তাহাদের সমীপে রথ লইয়া যাই। অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজপুত্র! যিনি শার্দ্দূলবিক্রমশালী ও নীলপতাকাপরিশোভিত লোহিতবর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম কৃপাচার্য্য; আমি যুদ্ধে উঁহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব।

যাঁহার ধ্বজদণ্ডে স্বর্ণকমণ্ডলু শোভা পাইতেছে, উনিই

ধনুর্দ্ধরধুরীণ দ্রোণাচার্য্য। উনি আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারি-গণের মান্য ও পূজনীয়। এক্ষণে আমি রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক বিধানানুসারে উহাঁরে প্রদক্ষিণ করিব। আচার্য্য অগ্রে প্রহার না করিলে, আমি প্রহার করিব না; তাহা হইলে উনি আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না।

যিনি কোদণ্ডলাঞ্ছিত ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন রথে আচার্য্যের নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন, উহাঁর নাম মহারথ অশ্বত্থামা। উনিও আমাদের সকলের পূজ্য ও মাননীয়, উহাঁর সম্মুখে রথ উপস্থিত হইলেই তুমি নিবৃত্ত হইবে। যাঁহার ধ্বজাগ্র সুবর্ণ-কেতনসম্পন্ন মাতঙ্গে শোভমান হইতেছে এবং যিনি সুবর্ণ-বর্ম্মমণ্ডিত শরীরে প্রধান প্রধান সৈনিকগণে রক্ষিত হইয়া, রথে আরূঢ় রহিয়াছেন, উনি মহামানী দুর্য্যোধন; উনি অত্যন্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং লঘুহস্ততায় দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তুমি উহাঁর সম্মুখে রথ লইয়া যাইবে, আমি উহাঁর সমীপে লঘুহস্ততার পরিচয় দিব।

যাঁহার ধ্বজার অগ্রভাগে রুচির নাগবন্ধন রজ্জু লম্বমান রহিয়াছে, উনি সূর্য্যপুত্র কর্ণ। তুমি পূর্ব্বেই ইহাঁকে জানিতে পারিয়াছ। উনি সতত আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। তুমি উহাঁর নিকট রথ লইয়া সাবধান হইবে। যাঁহার রথে সূর্য্যতারাচিত্রিত ধ্বজ এবং মস্তকে পাণ্ডরবর্ণ সুনির্ম্মল ছত্র শোভমান হইতেছে; যিনি বলাহকসন্নিহিত দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী সুবর্ণ বর্ম্ম ও সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, উনি আমা-দের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ঐ মহাবীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিতান্ত বশম্বদ; আমরা সর্ব্বশেষে উহাঁর নিকট গমন করিব। উনি আমার কোন বিঘ্নাচরণ করিতে পারি-

বেন না। আমি যখন উহাঁর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, তখন তুমি সর্ব্বতোভাবে হয়রশ্মি সংযত করিবে। তদনন্তর বিরাটতনয় কৃপাচার্য্য যেস্থানে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থিতি করিতেছেন, ধনঞ্জয়কে লইয়া তথায় গমন করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কৌরব সেনাগণ সেই সময়ে বর্ষাকালীন মন্দমারুতসঞ্চালিত অভ্র-পটলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তাহাদের সমীপে অশ্বারোহিগণ ও বিচিত্রকবচবিভূষিত মাতঙ্গ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, মহামাত্রগণ তোমরাঙ্কুশ প্রহার দ্বারা তাহা-দিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

এই সময়ে দেবরাজ কৃপাচার্য্য ও অর্জ্জুনের সংগ্রামদর্শ-নার্থে বিশ্বদেব অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ সমভিব্যাহারে দিব্যদর্শন বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে অবতীর্ণ হইলেন। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের মণিরত্নখচিত অসংখ্য বিমান মেঘনির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পা-ইতে লাগিল। তাহার মধ্যে দেবরাজের সর্ব্বরত্নপূর্ণ কামচর বিমান অধিকতর সুশোভিত হইল। বসু, রুদ্র প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ অমর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা বসুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দ্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর ও নল ইহাঁরা

সেই সময়ে আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্রসেন, অলম্বুশ ও তুম্বুরু পুরোগম গন্ধর্ব্বগণের বিমান সমুদয় যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরবগণের সংগ্রামদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বসন্তের প্রারম্ভে কুসুমিত পাদপসমূহে যেরূপ চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হয়, সেইরূপ দিব্য মাল্যের মনোহর পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। অমরগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্নরাজি ইতস্ততঃ শোভমান হইতে লাগিল। পার্থিব রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বায়ু মনোহর গন্ধ আহরণ পূর্ব্বক যোদ্ধৃবর্গের সেবা করিতে লাগিল। অমরগণের সমুজ্জ্বল রত্ন ও বিবিধ বিমান দ্বারা নভোমণ্ডল অলঙ্কৃত হইয়া পরম শোভিত হইল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী দেবরাজ সুরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বিমানে অবস্থান পূর্ব্বক রণস্থলস্থিত স্বীয় তনয় অর্জ্জুনকে বারম্বার অবলোকন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সেনাদিগকে ব্যূহবদ্ধ অবলোকন করিয়া উত্তরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজপুত্র! যাঁহার ধ্বজে জাম্বূনদময়ী বেদী দৃষ্ট হইতেছে, উহাঁর দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন

করিলে, কৃপাচার্য্যের নিকট গমন করিতে পারিবে। উত্তর অর্জ্জুনবাক্যানুসারে অতিবেগে সেই রজতসঙ্কাশ মহাবেগশালী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্ব্বক কৌরবগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া, পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অনন্তর স্বীয় অসাধারণ অশ্ববিদ্যা প্রভাবে তৎক্ষণাৎ বামদিক্ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কৌরব সেনাগণকে সম্মোহিত করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে কৃপের সমীপে গমন ও প্রদক্ষিণ করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় কৃপের নিকটবর্ত্তী হইয়া, আত্মনাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক মহাবেগে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি অতিবেগে শঙ্খধ্বনি করিলে, সেই শব্দ পর্ব্বতবিদারণের ন্যায় নভোমণ্ডল ভেদ করত কিয়ৎক্ষণ নিবৃত্ত হইয়া পুনরায় শ্রবণবিবর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। তখন সসৈন্য কৌরবগণ "কি আশ্চর্য্য! এই শঙ্খ পার্থ কর্ত্তৃক আঘ্মাত হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না" এই বলিয়া শঙ্খের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শঙ্খনাদশ্রবণে সাতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া, তাঁহার সহিত সংগ্রামমানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্খ আঘ্মাত করত ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে প্রভাকর সদৃশ তেজস্বী মহাবীরদ্বয় শরৎকালীন বারিদমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল কৃপাচার্য্য মর্ম্মভেদী নিশিত দশ বাণ দ্বারা পরবীরহা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর পার্থও ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব আকর্ষণ করত কৃপাচার্য্যের প্রতি মর্ম্মভেদী নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ শাণিত সায়ক দ্বারা সেই সমস্ত অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শোণিতপায়ী নারাচ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়া, বিচিত্র সায়কসমূহ দ্বারা চতু-

দিঁক্ আচ্ছন্ন করিয়া, কৃপের প্রতি শত শত বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অগ্নিশিখার ন্যায় সেই সমস্ত সায়ক দ্বারা আহত হইয়া, সক্রোধ মনে ধনঞ্জয়ের প্রতি দশ সহস্র শর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুনর্ব্বার শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কনকপর্ব্বাগ্র দশ বাণ দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীরপার্থ ও সুতীক্ষ্ণ সায়ক-চতুষ্টয় দ্বারা কৃপের অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ তদীয় প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ সায়ক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, লম্ফ প্রদান করাতে কৃপাচার্য্য রথ হইতে নিপতিত হইলেন। ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত অবলোকন করিয়া, গৌরবরক্ষার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শর পরিত্যাগ করিলেন না। পরে কৃপ পুনরায় সত্বরে রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর পার্থ নিশিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করত মর্ম্মভেদী অপর এক বাণ দ্বারা তদীয় মর্ম্মভেদ করিলেন। কিন্তু তদীয় শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুনের শরাঘাতে কবচ ছিন্ন হইয়া, গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে কৃপাচার্য্য নির্ম্মোকমুক্ত ভুজঙ্গ-মের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অন্য ধনু গ্রহণ পূর্ব্বক জ্যারোপণ করিলে, অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ আনতপর্ব্ব শর দ্বারা উহা ছেদন করিলেন। এই রূপে কৃপা-চার্য্যের অন্যান্য অনেক চাপ লঘুহস্ত পার্থ ছেদন করিলেন।

অনন্তর কৃপাচার্য্য বারম্বার ছিন্নধনু হওয়াতে রোষ-পরবশ হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বজ্রসদৃশ সুবর্ণবিভূষিত এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আকাশপথে হেম-বিভূষিত মহোল্কাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সেই শক্তি দর্শন করিয়া দশ বাণ দ্বারা তাহা দশধা ছিন্ন ও ভূতলে পাতিত করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য পুনরায় ধনুর্গ্রহণ করিয়া শাণিত দশ বাণ

দ্বারা ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর মহাতেজা পার্থ রোষপরবশ হইয়া, কৃপাচার্য্যের প্রতি হুতাশন সদৃশ ত্রয়োদশ বাণ নিক্ষেপ করত এক বাণ দ্বারা যুগ, চারি বাণ দ্বারা চারি হয়, ছয় বাণ দ্বারা সারথির মস্তক, তিন বাণ দ্বারা তিন বেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন। অনন্তর সহাস্য বদনে অশনি সদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এই রূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব এবং হতসারথি হইয়া, গদাগ্রহণ করত অর্জ্জুনের প্রতি. নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজা ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে, অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিক্ হইতে ধনঞ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বাম দিক্ দিয়া যমকমণ্ডল করত সেই সকল যোদ্ধৃবর্গকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরগণ ভীত চিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।
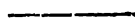
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃপাচার্য্য অপনীত হইলে, দ্রোণ শরশরাসন গ্রহণ করিয়া শ্বেতবাহনের সম্মুখে গমন করিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় কাঞ্চনময় রথারূঢ় গুরু দ্রোণাচার্য্যকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে উত্তর! যাঁহার বিশালদণ্ড ধ্বজে বহুপতাকা সুশোভিত কাঞ্চনময়ী বেদী সমুচ্ছ্রিত রহিয়াছে, যাহাঁর রথ-

ধরে স্নিগ্ধ বিদ্রুম সঙ্কাশ তাম্রবর্ণ প্রিয়দর্শন সুশিক্ষিত তুরঙ্গম সকল সংযোজিত হইয়াছে, যিনি যোদ্ধৃবর্গের অগ্রগণ্য, দীর্ঘবাহু, মহাতেজা, পরম রূপবান্, বলবান্, শুক্রাচার্য্য সদৃশ বুদ্ধিমান্, সুরগুরু সদৃশ নীতিমান্, চতুর্ব্বেদ, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, সারল্য প্রভৃতি বহুগুণ ভূষিত, সংহার সমবেত দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ কুশল এবং সকল ধনুর্ব্বেদ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উনি ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য; আমি ঐ মহাভাগের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি; অতএব সত্বরে আমাকে আচার্য্য সন্নিধানে লইয়া গমন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে কাঞ্চনভূষিত অশ্বগণকে দ্রোণের অভিমুখে পরিচালনা করিলেন। তখন দ্রোণও মহারথ পাণ্ডবকে প্রমত্ত কুঞ্জরের ন্যায় অতিবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাঁর সম্মুখীন হইলেন। সেই সময় শতশত ভেরীনিনাদের ন্যায় বিপুল শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। সমস্ত সৈন্যগণ উচ্ছলিত সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল, রণস্থলে মনোরথগামী মরালকুল সন্নিভ শ্বেত ও শোণিত তুরঙ্গম সকল একত্র হইলে, সকলে বিস্মিত হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আচার্য্য এবং শিষ্য উভয়েই মহাবীর, মহাবল ও কৃতবিদ্য; সেই বীর্য্যসম্পন্ন বীরদ্বয়কে পরস্পর অভিমুখীন দেখিয়া মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল। তখন মহাবীর্য্যবান্ পার্থ সহাস্য বদনে আচার্য্যকে অভিবাদন করত মধুর বাক্যে কহিলেন, হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আমাদিগের প্রতি ক্রোধ করিবেন না। হে অনঘ! আমি ইতিপূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি আমায় প্রহার না করিলে, আমি প্রহার করিব না, এক্ষণে আপনি তাহা করুন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শর নিক্ষেপ করিলে, লঘুহস্ত অর্জ্জুন তাহা দূর হইতেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন বীরবর দ্রোণাচার্য্য মহাবীর ধনঞ্জয়ের রোষ-হুতাশন প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্তেই যেন সহস্র সহস্র সায়ক দ্বারা তদীয় রথ ও অশ্বগণকে আচ্ছাদিত করিলেন। এই প্রকারে মহাবীর দ্রোণাচার্য্য এবং ধনঞ্জয়ের সমরকার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, সমীরণ সদৃশ বেগবান্ এবং সমরবিশারদ ও মহাতেজস্বী। উভয়েই শর-নিকর বর্ষণ দ্বারা অন্যান্য সমস্ত ভূপতি ও যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিলেন। সকলে মহাবীর ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদান করত কহিতে লাগিল "অর্জ্জুন ব্যতিরেকে দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কে সমর্থ হইবে? হায়! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি ভয়ানক! ধনঞ্জয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন!

এদিকে মহাবীর দ্রোণার্জ্জুন পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোষাবেশে বাণ বর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। জাতক্রোধ দ্রোণাচার্য্য দুর্দ্ধর্ব শরাশন বিস্ফারিত করত ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শাণিত শরসমূহ দ্বারা প্রভাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল। যেরূপ জলধর বৃষ্টিধারা দ্বারা ধরা আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ মহাবীর পার্থ নিশিত শরসমূহ দ্বারা দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রসন্নচিত্ত হইয়া গাণ্ডীব গ্রহণ পূর্ব্বক সুবর্ণখচিত চিত্রিত সায়কসমূহ নিক্ষেপ করিয়া, ভরদ্বাজসুতের শর বর্ষণ নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদীয় চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে আশ্চর্য্য ব্যাপার সমুত্থিত হইল। তিনি রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে করিতে এককালে চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে

লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহারপরিবৃত হইয়া এক বারেই অদৃশ্য হইয়াছেন। চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, অর্জ্জুনশরে আচ্ছাদিত হইয়া দ্রোণাচার্য্যকেও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্থশরজালে আচ্ছন্ন দেখিয়া শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। যখন সমিতিশোভন দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুন-নিক্ষিপ্ত সায়কসমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহ্য-মান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি বিচিত্র চাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শরসমূহে সকল দিক্ ও প্রভাকরের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয় সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব সায়কসমূহ সংহত হইয়া আকাশমণ্ডলে উত্থিত হইলে, একটী মাত্র দীর্ঘ শর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

এই রূপে তাঁহাদের সায়কসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল উল্কা-পিণ্ডপরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে তাঁহাদের উভয়ের কঙ্কপত্র ভূষিত শরজাল গগনচারী হংসপংক্তির ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিল। বৃত্রবাস-বের যেরূপ যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল; মহাবীর মহাত্মা দ্রোণ ধনঞ্জয়ের সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল। যেরূপ মহাগজদ্বয় বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্র-মণ করে; সেইরূপ সমরবিশারদ বীরদ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া, দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উগ্রপরাক্রম ধনঞ্জয় দর্শকগণের সমক্ষে আচার্য্য দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শিলাশিত সায়কসমূহ নিবারণ পূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণ অর্জ্জুনকে জিঘাংসাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়া, সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা তাঁহার বাণ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্রোধ-পরায়ণ নরসিংহদ্বয়ের যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আচার্য্য ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয়াস্ত্র সমুদয় নিক্ষেপ করিবামাত্র মহাবীর ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা সে সকল নিরস্ত করিলেন। পর্ব্বতের উপরি ভাগে নিরন্তর বজ্রপাত হইলে যেরূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত শরজাল সৈন্যগণের শরীরে পতিত হইয়া, সেইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ সমুৎপন্ন হইতে লাগিল। হে বিশাম্পতে! তখন হস্তী, অশ্ব এবং রথ সমস্ত শোণিতাক্ত হইয়া, পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। দ্রোণার্জ্জুন-সংগ্রামে কেয়ূরযুক্ত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও ধ্বজ সমুদয় নিপতিত এবং পার্থবাণে প্রপীড়িত হইয়া যোধগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া সমুদয় সৈন্যগণ উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। সেই সময়ে সেই মহাবীরদ্বয় স্ব স্ব কার্ম্মুক কম্পিত করত শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে আচ্ছন্ন ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষভ! এই রূপে বলিবাসবের ন্যায় দ্রোণার্জ্জুনের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর অন্তরীক্ষ হইতে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক এই শব্দ হইতে লাগিল যে "যিনি দেব ও দানবগণকে পরাজয় করিয়াছেন, দ্রোণাচার্য্য সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি তুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করি-তেছেন"। পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘু-হস্ততা ও দূরপাতিতা দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয়কে সক্রোধ চিত্তে দিব্য গাণ্ডীবধনু সমুদ্যত করত দুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক শলভবিস্তারের ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়া সকলে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অর্জ্জুন এ রূপে অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, বায়ু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ ও কোন্ সময়ে নিক্ষেপ করেন, কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিল না। অনন্তর তদীয় গাণ্ডীব হইতে আনতপর্ব্ব শতসহস্র শর এক কালে বিনির্গত ও দ্রোণাচার্য্যের রথ সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। দ্রোণাচার্য্য এই রূপে অর্জ্জুনশরে আচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে দেবরাজ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আচার্য্যপুত্র রথযূথাধ্যক্ষ অশ্বত্থামা মনে মনে ধনঞ্জয়ের সাতিশয় প্রশংসা করত ক্রোধভরে সহসা রথসমূহ দ্বারা তাঁহার গতি রোধ পূর্ব্বক বর্ষণকারী বারিদমণ্ডলের ন্যায় অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামার গতিরোধ করিয়া, দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। দ্রোণাচার্য্য ছিন্নধ্বজ এবং ছিন্ন-বর্ম্ম হইয়া মহা বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা বায়ুবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন

অশ্বত্থামাকে প্রবল বাত্যার ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন সূর্য্যের দীপ্তি রহিত হইয়া গেল, সমীরণগতি এক বারেই অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চট চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। এই সময়ে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার হয়গণকে অত্যন্ত প্রহার করিলে, অশ্বগণ তদীয় প্রহারে একান্ত প্রপীড়িত হইয়া কোথায় গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। পরে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা সুযোগক্রমে তীক্ষ্ণধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের গুণচ্ছেদন করিলেন। দেবগণ তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়া,তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এদিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ এবং কৃপও তাঁহারে অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অশ্বথামা শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিয়া, পার্থহৃদয়ে শরাঘাত করিলে, মহাবাহু পার্থ হাস্য করিয়া বলের সহিত গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা রোপণ করিলেন। যেরূপ যূথপতি মাতঙ্গ প্রমত্ত বারণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি গাণ্ডীব আকর্ষণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কৌরবগণ সবিস্ময় চিত্তে ক্রোধপরায়ণ ভুজঙ্গম ও প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে তাঁহার তূণীর শূন্য হইল, কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের তূণীর অক্ষয়, সুতরাং তাহার ক্ষয় হইল না। সেই নিমিত্ত রণবিশারদ পার্থ রণস্থলে অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কর্ণ মহাচাপ আকর্ষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি

অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রণস্থলে সহসা হাহা-কারধ্বনি সমুত্থিত হইল। অর্জ্জুন মহাধনু গাণ্ডীব বিস্ফারিত করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইত্যবসরে কর্ণকে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধের বশীভূত ও জিঘাংসাপরবশ হইয়া বিবৃত্ত নেত্রে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব সৈন্যগণ পার্থকে বিমুখ দেখিয়া অশ্বত্থামার সহস্র সহস্র সায়ক আহরণ করিল। সপত্নজিৎ ধনঞ্জয় ক্রোধা-সক্ত নয়নে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া, দ্বৈরথযুদ্ধকামনায় তাঁহাকে কহিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে কর্ণ! ভূমণ্ডলে তোমার ন্যায় যোদ্ধা আর নাই বলিয়া পূর্ব্বে সভামধ্যে যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছিলে, এক্ষণে যুদ্ধের সময় উপস্থিত; অতএব একবার আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমি স্বীয় বিক্রম জানিতে পারিবে, এবং আর কখন অন্যের অবমাননায় প্রবৃত্ত হইবে না। হে রাধেয়! তুমি ধর্ম্মধন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ; এক্ষণে তোমার সেই অসদভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি আমার অসমক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছ; এক্ষণে এই কৌরবগণ সমক্ষে আমার নিকট তাহা সফল কর। যখন পাঞ্চালী দুরাত্মাগণ কর্তৃক সভামধ্যে নিপীড়িত হইয়াছি-লেন; তুমি তৎকালে তাঁহার সেই অবস্থা অনায়াসে দর্শন

করিয়াছিলে, অদ্য তাহারই সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। আমি ধর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া তোমাকে যে ক্ষমা করিয়াছিলাম অদ্য সমরে আমার সেই কোপের বিজয় দর্শন করিবে। রে দুর্ম্মতে! দ্বাদশ বৎসর কাল অরণ্যে বাস করিয়া যে সকল ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, অদ্য তাহার প্রতিফল প্রদান করিব। রে দুরাচার! আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, কৌরব সৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক।

কর্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যাহা বাক্যে বলিতেছ, তাহা কথায় সম্পন্ন কর। তোমার বাগাড়ম্বরই কার্য্য, ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তোমার পরাক্রম দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে, তাহা অক্ষমতা প্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে আমার নিকটে সেইরূপ বদ্ধ রহিয়াছ বিবেচনা করিবে। তুমি যে আত্মাকে অবদ্ধ বিবেচনা করিতেছ, ইহা তোমার অবিমৃষ্যকারিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া যে বনবাসজনিত ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়াছ, এক্ষণে সেই নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসনা করিতেছ। যাহা হউক, হে পার্থ! যদি স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমার কোন হানি হইবেক না। হে কৌন্তেয়! শীঘ্রই তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি অদ্য সমরে আমার বল বিক্রম জানিতে পারিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, রে সূতনন্দন! তুই এইমাত্র আমার সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিয়াছিস্, এদিকে তোর অনুজও নিহত হইয়াছে। যুদ্ধে ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া কোন্ কাপুরুষ সাধুসমাজে আত্মশ্লাঘা

প্রকাশ করিয়া থাকে? অতএব ভূমণ্ডলে তোর সমান নির্লজ্জ কাপুরুষ আর কেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অপরাজিত বীভৎসু এই কথা বলিয়া মর্ম্মভেদী শরবর্ষণ দ্বারা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তখন মহারথ কর্ণ প্রীত মনে ধনঞ্জয়ের প্রতি বর্ষমান বারিধরের ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং তদীয় অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। অসহায় অর্জ্জুন আনতপর্ব্ব নিশিত শর দ্বারা কর্ণের তূণীর ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণ অন্য তূণীর হইতে নিশিত শর গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা অর্জ্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইয়া গেল। তদনন্তর মহাবাহু পার্থ কর্ণের কার্ম্মুক ছেদন করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক রাধেয়সৈন্য প্রচণ্ড বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি গাণ্ডীব-নির্ম্মুক্ত শরাঘাতে সকলকেই যমভবনে প্রেরণ করিলেন। এবং আকর্ণ শর সন্ধান পূর্ব্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে মহাতেজা ধনঞ্জয় কর্ণের বক্ষঃস্থলে এক প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ সায়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর বর্ম্মভেদ করিয়া তাঁহার-শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি মোহাবিষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময়ে কি হইয়াছিল কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞালাভ করত দুঃসহ বেদনায় অভিভূত হইয়া রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। এদিকে মহাবীর ধনঞ্জয় ও উত্তর উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর পার্থ কর্ণকে পরাজয় করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে রাজকুমার! যে স্থানে হির-ণ্ময় তালবৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে, যেস্থানে আমাদের পিতা-মহ অমরদর্শন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম আমার সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি আমাকে ঐ-স্থানে লইয়া যাও। শরাঘাতে জর্জরীভূত উত্তর হস্ত্যশ্বরথ-সঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী অবলোকন করত ভীত হইয়া কহিলেন, হে বীর! আমি আপনার হয়োত্তমগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইতেছি। আমার সর্ব্বশরীর অবসন্ন ও মন বিহ্বল হইতেছে। আপনার এবং কৌরবগণের অস্ত্র-প্রভাবে দশ দিক্ দ্রবীভূত হইতেছে। আমি বসা, রুধির ও মেদগন্ধে মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়াছি। এই সমস্ত অমানুষ ব্যাপার দর্শন করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। আমি সমরে এরূপ বীরসমাগম আর কখন নয়নগোচর করি নাই। গদাঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গবৃংহিত এবং অশনি-নির্ঘোষ সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার শ্রবণবিবর বধির, স্মৃতি ভ্রষ্ট ও চেতনা বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আপ-নাকে অলাতচক্র সদৃশ গাণ্ডীব সতত আকর্ষণ করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ক্রোধপরায়ণ পিনা-কীর ন্যায় আপনার উগ্রমূর্ত্তি ও মহাভুজদ্বয় দর্শন করিয়া, আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ, কখন্ সন্ধান কখন্ই বা প্রয়োগ করেন কিছুই অনুভব করিতে পারি না। ফলতঃ সমরাঙ্গনে আপনার লঘুহস্ততা দর্শনে আমি

নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। বোধ হইতেছে যেন পৃথিবী কম্পিত হইতেছে। এক্ষণে কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণে আমার শক্তি নাই।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরপুঙ্গব! তুমি ভীত হইও না; তুমি সুপ্রসিদ্ধ মৎস্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ এবং রণস্থলে মহৎ কার্য্য সকল সাধন করিয়াছ; অতএব তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ? ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক হয়রশ্মি সংযত করত শীঘ্র ভীষ্মসমীপে গমন কর। আমি যুদ্ধে তদীয় শরাসনের মৌর্ব্বী ছেদন করিব। যেরূপ মেঘোদয়ে ক্ষণপ্রভা নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ অদ্য আমি সমরে দিব্যাস্ত্র সকল বর্ষণ করিব। কৌরবগণ মদীয় সুবর্ণপৃষ্ঠ গাণ্ডীব দর্শন করিয়া উহার দক্ষিণ বা বাম পার্শ্ব হইতে শর নির্গত হইতেছে ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিবে। আজি আমি শত্রুগণের রথরূপ আবর্ত্ত, নাগরূপ নক্র এবং শোণিতরূপ সলিলরাশি পরিপূর্ণা পরলোকপ্রবাহিণী সুভীষণ স্রোতস্বতী আলোড়ন করিব। এবং পাণি, পাদ, শির, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখা পরিবৃত কুরুকানন সন্নতপর্ব্ব সায়ক দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিব। আমি যখন কৌরববাহিনী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন দাবানলদহন হুতাশনের ন্যায় আমার গতি অপ্রতিহত হইবে। আমি অদ্য তোমাকে বিচিত্র অস্ত্রশিক্ষা দর্শন করাইব। এক্ষণে রথ বন্ধুর স্থানে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাবধানে অবস্থান কর। অদ্য আমি নভোমণ্ডলগামী মহাশৈল বিদীর্ণ করিব। আমি পূর্ব্বে দেবরাজের নিদেশক্রমে শত সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জদিগকে সংহার করিয়াছি। আমি পুরন্দরের নিকট দৃঢ় মুষ্টি ও ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে ক্ষিপ্রকারিতা শিক্ষা করিয়াছি। আমি ভগবান্ রুদ্রদেবের নিকট রৌদ্রাস্ত্র, বরুণের নিকট

বারুণাস্ত্র, অগ্নির নিকট আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ুর নিকট বায়ব্যাস্ত্র এবং বজ্রধরের নিকট বজ্রপ্রভৃতি মহাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। হে উত্তর! তুমি কদাচ ভীত হইও না; আজি আমি নরসিংহ-গণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ কৌরববন সমূলে উৎপাটিত করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর মহাবীর সব্যসাচী কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত ভীষণ বাহিনী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ক্রূরকর্ম্মা গাঙ্গেয় কৌরবগণজিগীষা-পরবশ মহাবাহু অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথ অবরোধ করিলেন। তখন তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সুবর্ণ-পুঙ্খ সায়ক দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড সমূলে ছেদন করিলেন।

অনন্তর দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ এবং বিবিংশতি মহা-বল পরাক্রান্ত এই চারি মহাবীর আগমন করিয়া সহসা ভীম-ধন্বা বীভৎসুকে আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অন্যাস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন অর্জ্জুন শিতধার গার্দ্ধপত্র শর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করত পঞ্চ সায়ক দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে দুঃশাসন পার্থশরে প্রপীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবীর বিকর্ণ অর্জ্জু-নের প্রতি তীক্ষ্ণধার গার্দ্ধপত্র শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিক-র্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ এবং বিবিংশতি বিকর্ণের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি নিরন্তর তীক্ষ্ণধার সায়ক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও নিশিত গার্দ্ধপত্র শর দ্বারা তাঁহাদিগের অশ্বগণকে বিনাশ

করত তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর রক্ষকগণ তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোহণ করাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। তৎকালে মহাবল লব্ধলক্ষ্য কিরীটমালী কুন্তীনন্দন অপরাজিত বীভৎসু অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহারথ কৌরব যোদ্ধৃবর্গ সকলে সমবেত হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি শরাঘাত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও নীহারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের ন্যায় সায়কসমূহ দ্বারা সেই সমস্ত মহারথগণকে আচ্ছাদিত করিলেন। করিগণের বৃংহিত, অশ্বগণের হ্রেষা এবং ভেরী ও শঙ্খনিনাদ একত্রীভূত হইয়া রণস্থলে এক মহান্ তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। পার্থের শরজাল করী, অশ্ব এবং লৌহময় কবচ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎকালীন প্রভাকর মধ্যন্দিন সময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করিয়া থাকেন, সেইরূপ মহাতেজা ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন রথী সকল রথ ও সাদিগণ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্তত ধাবমান হইল। অর্জ্জুনসায়ক দ্বারা বীরগণের তাম্র, রজত এবং লৌহময় বর্ম্ম সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ভয়ঙ্কর কঠোরধ্বনি প্রাদুর্ভূত হইল। গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহীদিগের মৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন ধনঞ্জয় চাপ হস্তে করিয়া নৃত্য করিতেছেন। অশনিবিস্ফূর্জ্জিত সদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করত সমুদয় সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। তখন রণক্ষেত্রে কুণ্ডলোষ্ণীষশোভিত বিচিত্র মাল্যধারী মস্তক সমুদয় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। বিশিখোন্মথিত গাত্র,সকার্ম্মুক বাহু ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মেদিনীমণ্ডল পরম রঞ্জিত হইয়া উঠিল। হে ভরতর্ষভ! নিশিত শর দ্বারা সৈন্যগণের মস্তক সমুদয় ছিন্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন আকাশমণ্ডল হইতে অনবরত শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

ভীমপরাক্রম মহাবীর ধনঞ্জয় ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া আত্মপরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ক্রোধানল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরগণ অর্জ্জুনশরানলে সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়া দুর্য্যোধন সমক্ষেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িলেন। বিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব সৈন্যগণকে বিত্রাসিত ও মহারথগণকে বিদ্রাবিত করিয়া রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি সৈন্যসমূহ ক্ষয় করিয়া রণভূমিতে কবচোষ্ণীষসঙ্কুল শ্বাপদগণ নিনাদিত ক্রব্যাদসেবিত শোণিততরঙ্গিণী প্রবাহিত করিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন উহা যুগান্তকাল নির্ম্মিত; ঐ নদীতে অস্থি সকল শৈবালের ন্যায়, শরাসন ভেলার ন্যায়, মুক্তাহার ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্বলের ন্যায়, অলঙ্কার বুদ্‌বুদের ন্যায়,মাতঙ্গগণ কূর্ম্মের ন্যায়, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র সকল গ্রাহের ন্যায়, শরসমূহ আবর্ত্তের ন্যায় ও রথ সমুদয় দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সময়ে মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ সন্ধান, কখন্ গাণ্ডীব

আকর্ষণ বা কখন্ নিক্ষেপ করিতেছেন ইহা কেহই অবগত হইতে পারিল না

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, বিবিংশতি, সপুত্র দ্রোণ এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ অর্জ্জুনের বধসাধনার্থ চাপ বিস্ফারিত করিয়া গমন করিলেন। তখন প্রভাকর সদৃশ প্রভাবশালী অর্জ্জুন বিকীর্ণপতাক রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি-ধাবমান হইলেন। পরে কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও মহারথ দ্রোণ অনতি দূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় তাঁহার অঙ্গে এরূপ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে তাহাতে তদীয় দেহের দুই অঙ্গুলি মাত্র অনাবৃত রহিল না। অনন্তর মহারথ ধনঞ্জয় হাস্য করিয়া আদিত্যসন্নিভ ঐন্দ্র অস্ত্র যোজনা করিলে, সেই অস্ত্র হইতে প্রভাকরের ন্যায় প্রভা নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই অস্ত্র দ্বারা সমস্ত কৌরবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন গাণ্ডীব শরাসন বারিদমণ্ডলস্থ বিদ্যুল্লতার ন্যায়, পর্ব্বতস্থ হুতাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যেমন বৃষ্টিকালে বিদ্যুৎ জলধরপটলে আবির্ভূত হইয়া দশ দিক্ ও সমুদয় পৃথিবী বিদ্যোতিত করে, সেইরূপ গাণ্ডীব ধনু দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিল। তদ্দর্শনে হস্তী এবং রথী সকল মুগ্ধ হইল। যোদ্ধৃবর্গ শরশরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহ্বল হইয়া উঠিল ও অন্যান্য সৈনিকেরা হতবুদ্ধি হইয়া সমরে বিমুখ

হইল। তখন জীবিতাশাপরিশূন্য যোধগণ ভয়বশতঃ সমরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন ভরতকুল-পিতামহ মহাবীর ভীষ্ম যোধগণ বিনষ্ট হইলে, সুপরিষ্কৃত শরাসন ও মর্ম্মভেদী শর সমস্ত গ্রহণ করিয়া, মহাবেগে ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। সূর্য্যোদয়ে অচলের যেরূপ শোভা হয়, তিনি মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ আতপত্র ধারণ করিয়া সেই-রূপ শোভমান হইলেন। গাঙ্গেয় শঙ্খধ্বনি করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের হর্ষ বর্দ্ধন করত প্রদক্ষিণ দ্বারা বীভৎসুকে আক্রমণ করিলে, পরবীরঘাতী পার্থও তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তদনন্তর মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজে নিশ্বসিত উরগের ন্যায় অষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে ধ্বজাগ্রবাসী কপি ও অন্যান্য জন্তুগণ বিদ্ধ হইল। তদ্দর্শনে পার্থ ক্রোধান্বিত হইয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা ভীষ্মের ছত্রধ্বজ প্রভৃতি ছেদন পূর্ব্বক ভূতলে নিপাতিত ও শরাঘাতে তদীয় অশ্বগণ, পার্ষ্ণিরক্ষক এবং সারথিকে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হইলেও, তদ্দ্বারা ধ্বজ ছত্র প্রভৃতি ছিন্ন হওয়াতে সক্রোধ চিত্তে তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও পিতামহের প্রতি শর সন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তখন বলিবাসব সদৃশ ভীষ্ম পার্থের সুতুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৌরব ও সসৈন্য

যোধগণ তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত ভল্লাস্ত্র সমুদয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতসমূহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শর সন্ধান কালে সত্বর হইয়া একবার বাম ও একবার দক্ষিণ হস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অগ্নিচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বারিধর যেরূপ বারিধারা দ্বারা পর্ব্বতকে আচ্ছাদিত করে, মহাবীর অর্জ্জুন অসংখ্য শর দ্বারা সেইরূপ ভীষ্মকে আচ্ছন্ন করিলেন। রণবিশারদ গাঙ্গেয় ক্ষণকাল মধ্যে অর্জ্জুনের শরনিকর ছেদন করিয়া তাহার রথ সমীপে নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর পার্থের রথবর হইতে কনকপুঙ্খাগ্র শলভকুলের ন্যায় শরসমূহ বিনির্গত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবাহু ভীষ্ম নিশিত সায়ক দ্বারা তৎসমুদয় নিরাকৃত করিলেন। তৎকালে সমস্ত কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিলেন, ভীষ্ম ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অতি দুষ্কর কর্ম্ম সাধন করিতেছেন। কারণ, দেবকীতনয় কৃষ্ণ এবং শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম ও আচার্য্য ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পার্থের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয়? যেহেতু পার্থ বলবান্, যুবা এবং লঘুহস্ত।

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংশ মহাবীরদ্বয় পরস্পর অস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সমরক্রীড়া দ্বারা সকলকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য এবং বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রয়োগ করত সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ মহাবাহু পার্থ সাধু, কেহ কেহ সাধু ভীষ্ম, এইরূপ প্রশংসা করত কহিতে লাগিল, আমরা ভীষ্ম পার্থের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ কখন অবলোকন করি নাই।

অনন্তর সেই সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা বীর দ্বয়ের পরস্পর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা ভীষ্মের চাপ ছেদন করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি অসংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও তাঁহার প্রতি নিশিত শর সমুদয় সন্ধান করিলেন। তখন সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় সত্বরে এরূপ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি লঘুহস্ত তাহার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। তাঁহারা পরস্পর অনবরত সায়ক বর্ষণ করাতে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সমুদয় লোক বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকগণকে নিহত ও পাতিত করিলেন। তদীয় গাণ্ডীবশরাসনবিনির্ম্মুক্ত কনকপুঙ্খ সায়ক সমুদয় আকাশপথে উত্থিত হইয়া, মরালশ্রেণীর ন্যায় পরম শোভা পাইতে লাগিল।

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুনের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশল অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন তদ্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, দেখুন, পার্থনির্ম্মুক্ত শর সকল যেন সমবেত হইয়া ধাবমান হইতেছে; জিষ্ণুর শিক্ষানৈপুণ্য অতি আশ্চর্য্য; মনুষ্য মধ্যে আর কেহই ঐ সমস্ত অস্ত্রপ্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে। মহাবীর পার্থ কখন্ বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন, কখন্ সন্ধান করিতেছেন, কখন্ বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন, তাহা কিছুই বোধ হইতেছে না। সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবশালী অর্জ্জুন ও ভীষ্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই মহাবীরদ্বয় উভয়েই বিশ্রুতকর্ম্মা, ভীমপরাক্রম ও দুর্জ্জয়। দেবরাজ

চিত্রসেনের মুখে অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগের মস্তকে দিব্যপুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর গাঙ্গেয় ধনঞ্জয়ের বামপার্শ্বে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তদ্দর্শনে সহাস্য বদনে তীক্ষ্ণধার শর দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক দশ বাণ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবাহু ভীষ্ম অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথকূবর ধারণ করত বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। সারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাবিহীন অবলোকন করত উপদেশবাক্য স্মরণ পূর্ব্বক রক্ষা করিবার নিমিত্ত রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে, রাজা দুর্য্যোধন কার্ম্মুক ধারণ করিয়া, সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা অর্জ্জুনের সন্নিধানে আগমন করিলেন। এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া শত্রুগণ মধ্যে বিচরণকারী উগ্রতেজা ধনঞ্জয়ের ললাট দেশ বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লাস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইয়া একশৃঙ্গশালী নীল পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাতে সুবর্ণশোভিত ভল্লাস্ত্র সাতিশয় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবেগশালী পার্থ বাণাঘাতে নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া, গাণ্ডীব শরাসনে বিষাগ্নি তুল্য সায়ক যোজনা করিয়া, দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা

দুর্য্যোধনও তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিকর্ণ উন্নতপর্ব্বতোপম এক মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া, মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সেই করিবরের কুম্ভ লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক এক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ সুররাজপরিত্যক্ত অশনি শৈলশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে, সেইরূপ ধনঞ্জয়সায়ক সেই মাতঙ্গের কুম্ভদেশ বিদারণ পূর্ব্বক পৃথিবীতলে প্রবেশ করিল। তখন সেই হস্তী নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই হস্তী হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সত্বর গমনে অষ্টোত্তর শত পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন সেইরূপ অপর একটী শর দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া, যোদ্ধৃবর্গের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোধগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণ করত সহসা যে স্থানে অর্জ্জুন নাই সেই স্থানে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধনঞ্জয় সেই ভয়ঙ্কররূপধারী বাণবিদ্ধ শোণিতাক্তকলেবর দুর্য্যোধনকে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া আস্ফালন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সমরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়া বিপুল কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ। দেখ, তুমি এখনও রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত ঘোষণাও হয় নাই। আমি যুধিষ্ঠিরের নিদেশক্রমে যুদ্ধে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও, এবং সেই সমস্ত পূর্ব্ব

বৃত্তান্ত স্মরণ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ, তখন তোমার দুর্য্যোধন নাম ব্যর্থ হইল। অদ্য তোমার অগ্রে বা পশ্চাতে কোন রক্ষককে অবলোকন করিতেছি না। অতএব সত্বর পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণরক্ষা কর।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মত্তমাতঙ্গ যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত হয়, দুর্য্যোধন সেইরূপ অর্জ্জুনের বাক্যে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সর্প যেরূপ কদাচ পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না, সেইরূপ অর্জ্জুনের তিরস্কারবাক্য তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষত বিক্ষত শরীর সুস্থির করত তাঁহার উত্তর দিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিলেন। মহারথ ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যের নিমিত্ত ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক অতিসত্বরে সম্মুখীন হইলেন। হংস যেরূপ উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয়, সেইরূপ মহাবেগশালী মহাবীর অর্জ্জুন সেই সেনাগণকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেরূপ বারিদমণ্ডল পর্ব্বতোপরি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ কৌরববাহিনী অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগি-

লেন। তদনন্তর গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন মহাস্ত্র দ্বারা কুরুপুঙ্গবগণের অস্ত্র নিরাকৃত করত অব্যর্থ সম্মোহনাস্ত্র আবির্ভূত ও শরসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আধ্মাত করিলে, দশ দিক্, পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট ভাবে ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন। তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করত উত্তরকে কহিলেন, হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে। অতএব তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণ কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীতবস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীলবর্ণ বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রের সংহারকৌশল অবগত আছেন; বোধ হয়, উনি চেতনাবিহীন হন নাই। অতএব উহাঁর অশ্বগণকে বাম দিকে রাখিয়া সতর্কতা পূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।

তদনন্তর বিরাটতনয় মহাত্মা উত্তর হয়রশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহারথগণের বস্ত্রগ্রহণ করত পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর বিরাটতনয় সেই হিরণ্যকক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সমরভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহির্গত হইবে এমন সময়ে তরস্বী ভীষ্ম অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া, দশবাণ দ্বারা তাঁহাকেও আহত করিলেন। এই রূপে মহাবীর গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করত রথ সংঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘনির্ম্মুক্ত সহস্ররশ্মির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কুরুপ্রবীরগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, সুরেন্দ্রকল্প পার্থ সমরকার্য্য

পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। তখন দুর্য্যোধন সত্বর বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনারা কিনিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিতেছেন? যাহাতে অর্জ্জুন বিমুক্ত হইতে না পারে, এরূপে উহাকে আহত করুন।

তখন ভীষ্ম সহাস্য বদনে কহিলেন, দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় গিয়াছিল? যখন তোমরা মোহ প্রাপ্ত হইয়া বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে,তখন বীভৎসু তোমাদিগের প্রতি নৃশংসাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; ইহাঁর মন কখন পাপকার্য্যে আসক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; সেই নিমিত্ত তোমরা অদ্য সমরে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ। হে কুরুপ্রবীর! এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে গমন কর; পার্থ গোধন লইয়া প্রতিগমন করুন। এক্ষণে তুমি স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত মোহে নিপতিত না হইয়া,যাহাতে স্বার্থহানি না হয়, এরূপ উপায় চিন্তা কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধন পিতামহের নিকট আত্মহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ণমনোরথ না হওয়াতে, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তদনন্তর অন্যান্য বীরপুরুষগণ ভীষ্মের হিতকর বাক্য শ্রবণ ও বিবর্দ্ধমান ধনঞ্জয় রূপ হুতাশনকে অবলোকন করিয়া, সমরে প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করত দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় সেই সমস্ত কুরুপ্রবীরগণকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া মুহূর্ত্তকাল শর দ্বারা তাঁহাদিগের অভিবাদন করিতে লাগিলেন। তিনি শর দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মাননীয় কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া, দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে

সম্ভাষণ পূর্ব্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি দ্বারা বিপক্ষগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং হেমজালবিশিষ্ট ধ্বজ দ্বারা সমস্ত শত্রুগণকে অভিভূত করত উত্তরকে কহিলেন, এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর; তোমার পশু সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

দেবগণ কৌরবগণের সহিত ধনঞ্জয়ের অদ্ভূত যুদ্ধ অবলোকন করিয়া মনে মনে পার্থের অদ্ভুত কার্য্য চিন্তা করিতে করিতে প্রীত মনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে বৃষভেক্ষণ ধনঞ্জয় সংগ্রামে কুরুগণকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ বিরাটের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন, অনন্তর কতকগুলি ভীতচিত্ত মুক্তকেশ ক্ষুৎপিপাসাকাতর বৈদেশিক কুরুসৈন্য বন হইতে নির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে সসম্ভ্রমে অর্জ্জুনকে কহিল, হে পার্থ! আমরা আপনার কি করিব? অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছি ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি কদাচ আর্ত্ত ব্যক্তির হিংসা করি না।

সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, আয়ু ও যশোবর্দ্ধন আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিল। পরে অর্জ্জুন প্রত্যাবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিরাটনগরাভিমুখে গমন করিলে, কৌরবগণ আর তাঁহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই রূপে মহাবীর শত্রুহন্তা অর্জ্জুন মেঘসন্নিভ কুরুসৈন্য-গণকে বিদ্রাবিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন, ইহা তুমিই অবগত হইলে, কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। তাহাতে ভয়প্রযুক্ত মৎস্যরাজের প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হে তাত! তুমি পিতৃসমীপে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধনজয় আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।

উত্তর কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি যে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন আমার তাহা সম্পন্ন করিবার সামর্থ নাই। এক্ষণে আমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন, তাবৎ আপনার কথা পিতার নিকট প্রকাশ করিব না।

তদনন্তর বাণবিক্ষতশরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী সেই শমীবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহাকপি, ভূতগণ ও দৈবী মায়ার সহিত স্বর্গে গমন করিলে, পুনরায় রথে সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তূণ এবং সায়ক সমস্ত পূর্ব্ববৎ রক্ষা করত প্রহৃষ্ট মনে মহাত্মা কিরীটী সারথির সহিত মৎস্যনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন ধনঞ্জয় পুনরায় বেণীধারণ, রাজতনয় উত্তরের অশ্বরশ্মি গ্রহণ ও বৃহন্নলারূপ পরিগ্রহ করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে কৌরবগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া কাতর মনে হস্তিনাপুরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় নগর-প্রবেশকালে উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার! অবলোকন কর, তোমার গোধন সমস্ত গোপাল-গণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার

আদেশানুসারে অশ্বগণকে সলিলপান ও স্নান করাইয়া নগরে গমন পূর্ব্বক তোমার বিজয়ঘোষণা করুক। আমরা অপ-রাহ্নে গমন করিব।

অনন্তর উত্তর ফাল্গুনের বাক্যানুসারে ত্বরমান হইয়া, দূতগণকে আদেশ করিলেন "হে দূতগণ! তোমরা নগরে গমন পূর্ব্বক আমাদের বিজয়ঘোষণা কর।" অনন্তর পার্থ ও উত্তর পূর্ব্বোৎসৃষ্ট স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজিত করিয়া,প্রচুর বিত্ত ও গোধন সমস্ত অধিকার করত পাণ্ডবচতুষ্টয়ের সহিত প্রসন্ন হৃদয়ে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রজা সকল ব্রাহ্মণগণ সমভি-ব্যাহারে তথায় আগমন করিয়া, মৎস্যরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

অনন্তর বাহিনীপতি মৎস্যরাজ বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে? তখন তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাগণ কহিলেন, মহারাজ! কৌরবগণ আপনার উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন অপহরণ করিয়াছে শুনিয়া তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া বিজয়লাভবাসনায় বৃহ-ন্নলা মাত্র সমভিব্যাহারে তথায় প্রস্থান করিয়াছেন। বিরাট-

রাজ এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, একান্ত বিষণ্ণ মনে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিগণ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্ত্তদিগের প্রস্থানসংবাদ অবগত হইয়া সেস্থানে কখন অবস্থিতি করিবেন না। যাহা হউক, যাহারা মদীয় রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, এক্ষণে তাহারা উত্তরের প্রাণরক্ষার্থ বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করুক।

মৎস্যরাজ এই রূপে সেনাগণকে গমনের আদেশ প্রদান করত কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সমরভূমিতে গমন পূর্ব্বক কুমার জীবিত আছে কি না সত্বর আমাকে এই সংবাদ প্রদান কর। যখন ক্লীব সারথি হইয়া গমন করিয়াছে, তখন উত্তর জীবিত আছে এরূপ বোধ হয় না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যখন বৃহন্নলা রাজকুমারের সারথি হইয়া গমন করিয়াছে, তখন কেহই আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না। উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত সকল মহীপাল, দেব, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ ও সমবেত কৌরবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিবেন, সন্দেহ নাই।

অনন্তর প্রেরিত দূতগণ ইতিমধ্যে সভায় আগমন পূর্ব্বক রাজকুমারের বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল। তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ করিয়া, সারথির সহিত আগমন করিতেছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, রাজন্! অদ্য ভাগ্য-বলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সমস্ত আনীত হইয়াছে। যাহা হউক, আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে পরাজয় করিয়া

ছেন ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবেক।

অনন্তর বিরাটরাজ হর্ষলোমাঞ্চকলেবর দূতগণকে পুরস্কার প্রদান করত মন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে রাজপথে পতাকা সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর। যোদ্ধৃবর্গ, অলঙ্কৃতগণিকাও বালক ও বাদকগণ আমার পুত্রের প্রতিগমন করুক। অধিকৃতবর্গ মত্তকরিবরে আরোহণ পূর্ব্বক চতুষ্পথে গমন করত আমার বিজয় ঘোষণা করুক। এবং উত্তরা কুমারীগণে পরিবৃতা ও বিবিধবেশভূষাবিভূষিতা হইয়া উত্তরকে আনয়নার্থ গমন করুক।

অনন্তর রাজাজ্ঞানুসারে ভেরী, তূরী ও শঙ্খ সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রমদাগণ মনোহর বেশভূষা ধারণ করিয়া উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল। সূত ও মাগধগণ রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত হইল। তখন মহাপ্রাজ্ঞ মৎস্যরাজ সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! অক্ষ আনয়ন কর, কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব। অনন্তর পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা অনুচিত। অদ্য আপনাকে নিতান্ত হৃষ্টচিত্ত দেখিতেছি, অতএব আপনার সহিত ক্রীড়া করিতে আমার উৎসাহ হইতেছে না। যদি অনুমতি হয় আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত আছি।

বিরাট কহিলেন, হে কঙ্ক! দ্যূতক্রীড়া ব্যতিরেকে স্ত্রী, গো এবং অন্যান্য বিত্তে আমার প্রয়োজন নাই। দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইলেও আমার ক্লেশ বোধ হয় না। কঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! দ্যূতক্রীড়া বহু দোষের আকর। উহাতে কিছুমাত্র উপকার নাই। হে মহারাজ! আপনি দর্শন বা

শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়ায় ত্রিদশোপম ভ্রাতৃগণ ও বিশাল সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আমার অভিলাষ নাই। অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, বলুন আমি এইক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে, মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক! দেখ আমার পুত্র তাদৃশ কুরুবীরগণকে সমরে পরাজিত করিয়াছে। পরে মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে কহিলেন,মহারাজ! বৃহন্নলা যাহার সারথি,সে অবশ্যই সমরে জয়লাভ করিবে। বিরাটরাজ বারম্বার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধপরবশ হইয়া কহিলেন, হে কঙ্ক! আমার পুত্র উত্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবে। হে ব্রহ্মবন্ধো! তুমি আমার পুত্রের সমান ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ, তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই। এক্ষণে তুমি আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহা হউক, আজি বয়স্যভাব প্রযুক্ত তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যদি জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কদাচ আর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, দুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্র যদি সমরস্থলে উপস্থিত হন তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে কেহই তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। বাহুবলে তাঁহার সদৃশ বীর হয় নাই ও হইবে না। ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণে সাতিশয় হর্ষোদয় হইয়া থাকে। যিনি সমবেত দেব, অসুর এবং মানবগণকে পরাজয় করিতে পারেন তাঁহার সাহায্যে কে না জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়।

মৎস্যরাজ কহিলেন, কঙ্ক! আমি তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিতেছ না। নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা হউক, তুমি কদাচ আর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। এই বলিয়া ভৎর্সনা করত ধর্ম্মরাজের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত করিবামাত্র তাঁহার নাসিকা হইতে অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল। কিন্তু ঐ রুধিরধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সলিলপূর্ণ সুবর্ণপাত্রে সেই শোণিত ধারণ করিলেন।

অনন্তর উত্তর বিবিধ গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়া হৃষ্ট মনে নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রী পুরুষগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি ভবনদ্বারে উপস্থিত হইয়া পিতৃসমীপে সংবাদ প্রদান্ করিবার নিমিত্ত দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন। দ্বারবান রাজকুমারের আদেশক্রমে বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! রাজকুমার বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছেন। তখন মৎস্যরাজ সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, হে দ্বারপাল! সত্বরে তাঁহাদিগের দুইজনকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রতিহারীর কর্ণে কহিলেন, তুমি কেবল উত্তরকে এখানে আনয়ন কর। বৃহন্নলা যেন এখানে আগমন না করেন। বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন "যে ব্যক্তি সংগ্রাম ব্যতিরেকে আমার শরীর ক্ষত বা শোণিত প্রদর্শন

করিবে, তিনি নিশ্চয় তাহার জীবন বিনষ্ট করিবেন।„ অত-এব বৃহন্নলা এস্থানে আসিয়া যদি আমার শোণিত দর্শন করেন,তাহা হইলে নিঃসন্দেহ অমাত্য ও বল বাহনের সহিত বিরাটরাজকে সংহার করিবেন।

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক পিতার চরণ বন্দন করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি দেখি-লেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোণিতাক্ত কলেবরে ব্যগ্রচিত্তে ধরাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তদনন্তর তিনি সত্বর হইয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,হে রাজন্! কোন্ ব্যক্তি ইহাঁকে তাড়না করিয়াছে, কে এই পাপাচরণ করিল ?

বিরাট কহিলেন,পুত্র! তুমি শূরগণকে পরাজয় করিয়াছ; তৎশ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমি তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম। কিন্তু ইনি তাহাতে শ্রুতিপাত না করিয়া বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাহাতে আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উহাঁরে প্রহার করিয়াছি।

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! উহাঁরে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন, শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ ব্রহ্মবিষপ্র-ভাবে আপনাকে সমূলে দগ্ধ হইতে হইবেক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভস্মাচ্ছন্ন অনল সদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, রাজন্! আমি অনেক-ক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই। যদি আমার শোণিত নাসিকা হইতে ভূতলে পতিত হইত, তাহা হইলে আপনি রাজ্যের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইতেন;যদিও আপনি নিরপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছেন কিন্তু তন্নিমিত্ত আমি আপনার কিছুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করি নাই। বলবান্ প্রভুরা

অনুজীবীদিগের প্রতি সহসা ক্রোধপরবশ হইয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে শোণিত অপনীত হইলে, বৃহন্নলা তথায় উপনীত হইয়া, মহারাজ বিরাট ও কঙ্ককে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর মহারাজ বিরাট বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া, তাঁহার সাক্ষাতেই সমরসমাগত উত্তরের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে বৎস! আমি তোমার দ্বারাই পুত্রবান্ হইয়াছি, আমার তোমার সদৃশ পুত্র হয় নাই ও হইবে না। হে তাত! যিনি নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও শ্রান্ত বা ক্লান্ত হন না, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে? সকল মনুষ্য লোকে যাঁহার সদৃশ যোদ্ধা দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; তুমি কি প্রকারে সেই মহারথ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে? যিনি বৃষ্ণি, কৌরব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য, যিনি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা, তুমি সেই মহাবীর দ্রোণের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি সকল অস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি কি প্রকারে সেই মহাশূর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? সমরভূমিতে যাহাঁকে অবলোকন করিলে, গতসর্ব্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়, তুমি কি প্রকারে সেই কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যিনি সায়ক দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন, তুমি কি প্রকারে সেই রাজতনয় মহাবীর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে? যাহা হউক, মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণ যে আমার সমস্ত গোধন অপহরণ করিয়াছিল, তুমি আমিষাশী শার্দ্দূলের ন্যায় তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া, তৎসমুদয় প্রত্যাহরণ করিয়াছ; অতএব বলশালী বিপক্ষগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং সুখসেব্য সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সমস্ত অরাতিগণকে পরাজয় করিয়া, গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই। কোন দেবপুত্র ঐ সমস্ত কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম, তিনি আমাকে নিবারণ করত স্বয়ং রথে আরোহণ পূর্ব্বক কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ করিয়াছেন। তিনি শরসমূহ দ্বারা কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রথীকে সমরে পরাঙ্মুখ করিয়াছেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়নে উদ্যত হইলে, সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ! কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনাপুরেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে বলবীর্য্য প্রকাশ দ্বারা যুদ্ধ করিয়া জীবনরক্ষার উপায় চেষ্টা কর। পলায়ন করিলে ত কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইবে না, অতএব সংগ্রামে মনোনিবেশ কর। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, পৃথিবী ও হত হইলে স্বর্গলাভ করিতে পারিবে।

অনন্তর দুর্য্যোধন দেবতনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত সচিবগণে পরিবৃত হইয়া বজ্র সদৃশ শর নিক্ষেপ করিতে করিতে ক্রোধপরায়ণ ভুজঙ্গমের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও ঊরুকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই শার্দ্দূলবিক্রম দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীরে পরাজয় করত তাঁহাদিগের বসন অপহরণ পূর্ব্বক সকলকে উপহাস করিতে লাগিলেন।

বিরাট কহিলেন, হে বৎস! যিনি কৌরবগণকে পরা-

জিত করত আমার অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করিয়াছেন, সেই মহাযশা মহাবাহু মহাবীর দেবপুত্র এক্ষণে কোথায়? আমি সেই মহাবলকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন, বোধ হয়, কল্য বা পরশ্ব পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইবেন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহারাজ বিরাট কপটবেশী ধনঞ্জয়ের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

পরে মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা মৎস্যরাজের আদেশ গ্রহণ করত সেই সকল বস্ত্র বিরাটদুহিতা উত্তরাকে প্রদান করিলেন। রাজকুমারী বিবিধ মহামূল্য অভিনব বসন সমুদয় গ্রহণ করিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অনন্তর ধনঞ্জয় মহাত্মা উত্তরের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতি কর্ত্তব্যতা স্থির করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন করিলেন। পরে ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ একত্রিত হইয়া উত্তরের সহিত প্রহৃষ্ট মনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোহরণপর্ব্ব সমাপ্ত।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়।

——⁂ ⁂——
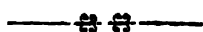
সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর তৃতীয় দিবসে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিত হইয়া স্নানানন্তর শুক্লবসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধান পূর্ব্বক মহারাজ বিরাটের সভায় আগমন পূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ মত্তমাতঙ্গগণ দ্বারদেশে শোভমান হয়, যেরূপ গৃহমধ্যে অগ্নি পরম শোভা ধারণ করে, মহা-প্রভাবশালী মহারথ পাণ্ডবগণ সেইরূপ মনোহর শোভা ধারণ করিলেন। এই সময়ে পৃথিবীপতি মহারাজ বিরাট রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায় আগমন করিয়া পাবকসন্নিভ শ্রীমান্ পাণ্ডবগণকে অবলোকন করত ক্রোধাভিভূত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মরুদ্গণ কর্ত্তৃক উপসেবিত ত্রিদশেশ্বর সদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধি-ষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক! আমি তোমাকে সভাস্তার-পদে বরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কি রূপে অলঙ্কৃত হইয়া রাজাসনে উপবেশন করিলে?

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরিহাস মানসে সহাস্য বদনে তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! দেবরাজের

অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত পাত্র। ইনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, যজ্ঞশালী, দৃঢ়ব্রত; মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিমান্; কি দেব, কি অসুর, কি মনুষ্য, কি রাক্ষস, কি কিন্নর, কি মহোরগগণ কেহই ইহাঁর সদৃশ অস্ত্রবেত্তা হইবেন না। ইনি পৌর ও জানপদগণের পরম প্রীতিপাত্র; এই মহর্ষিকল্প মহাতেজা মহাপুরুষ সকললোকবিখ্যাত। ইনি বলবান্, ধৃতিমান্, কার্য্যদক্ষ, সত্যবাদী, এবং জিতেন্দ্রিয়; ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজ সদৃশ, মহাতেজা মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক। ইনি কুরুবংশচূড়ামণি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। ইহাঁর কীর্ত্তি প্রভাকরপ্রভার ন্যায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিতেছে। ইনি যখন কুরুকুলে অধিবাস করিতেন, তখন বেগশালী দশ সহস্র কুঞ্জর ও মাল্যধারী ত্রিংশৎ সহস্র রথ ইহাঁর অনুগমন করিত। যেমন ঋষিগণ দেবরাজের উপাসনা করেন, সেইরূপ সুমার্জ্জিত কুণ্ডল মণ্ডিত অষ্টশত সূত মাগধগণ সমবেত হইয়া ইহাঁর স্তুতিবাদ করিত, হে রাজন্! অমরগণ যেরূপ ধনেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। কুরুগণ ও অন্যান্য রাজন্য সেইরূপ কিঙ্করের ন্যায় ইহাঁর উপাসনা করেন। ইনি কি স্বাধীন, কি পরাধীন সমুদয় মহীপালগণকে বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন। অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ এই সুচরিতব্রত মহাত্মার নিকট উপজীবিকা লাভ করিতেন। ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। ইনি পরম ধার্ম্মিক, দান্ত ও জিতেন্দ্রিয়। ইহাঁর শ্রী ও প্রতাপে সানুচর দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। হে পৃথিবীপতে! এইরূপ বহুগুণশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন্ না।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাট কহিলেন, যদি ইনিই কুন্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহা হইলে ইহাঁর ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? সেই পার্থগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহা কেহই জানেন না

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরাধিপ! যিনি সূপকার কার্য্যে নিযুক্ত ও বল্লবনামে পরিচিত হইয়া, আপনার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন, ইনিই সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধ-পরায়ণ যক্ষগণকে নিপাতিত করিয়া, সৌগন্ধিক কুসুম সমুদয় আহরণ করিয়াছিলেন। ইনিই দুরাত্মা কীচকগণের নিধন কারী গন্ধর্ব্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লূক ও বরাহগণকে সংহার করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্ববন্ধ, উনিই পরন্তপ নকুল। যিনি আপনার গোসংখ্যাতা, তিনিই সহদেব। যাঁহার নিমিত্ত কীচকগণ নিহত হইয়াছে এই সেই পদ্মপলাশাক্ষী কৃশাঙ্গী চারুহাসিনী দ্রৌপদী। এবং আমিই ভীমসেনের অনুজ,নকুল ও সহদেবের অগ্রজ অর্জ্জুন। আপনি আমার বৃত্তান্ত সম্যক্ প্রকারে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজর্ষে! সন্তান যেরূপ গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে, সেইরূপ আমরা আপনার আলয়ে পরম সুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।

অর্জ্জুনের পরিচয় সমাপ্ত হইলে, বিরাটতনয় উত্তর পুন-রায় তাঁহাদিগের পরিচয়প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে তাত!

এই যে সুবর্ণ সদৃশ গৌরবর্ণ মহাসিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ উন্নত-নাসাসম্পন্ন ও দীর্ঘ লোহিতলোচন পুরুষকে অবলোকন করিতেছেন, ইনিই মহারাজ যুধিষ্ঠির। এই যে মত্ত গজেন্দ্র-গামী প্রতপ্তসুবর্ণসন্নিভ স্থূলস্কন্ধ দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতে-ছেন ইনি বৃকোদর। ইহাঁর পার্শ্বদেশে যে বারণযূথপতি সদৃশ সিংহস্কন্ধ গজগামী আয়তলোচন মহাধনুর্দ্ধর শ্যাম-বর্ণ যুবা পুরুষকে অবলোকন করিতেছেন, ইনিই মহাবীর অর্জ্জুন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে বিষ্ণু ও মহেন্দ্র সদৃশ যাঁহারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সমুদয় মনুষ্যলোকে রূপলাবণ্য. বল এবং শীলতায় যাঁহাদিগের সমান আর কেহ নাই ইহাঁদিগের নাম নকুল সহদেব। আর ঐ যে মূর্ত্তিমতী দেব-কামিনীর ন্যায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সদৃশী রমণী ইহাঁদিগের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন, ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।

এই রূপে রাজতনয় উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে অর্জ্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন। ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় শত্রুগণকে সংহার করিয়াছেন; এবং রথবর ও হয়সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছেন। ইহাঁরই একমাত্র বাণ দ্বারা বিদ্ধকলেবর হইয়া হস্তিগণ বিশালদশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। ইনি সমরে কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া গোধন সমস্ত প্রত্যা-নয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর শঙ্খনাদে মদীয় কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।

অনন্তর প্রতাপশালী মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, এক্ষণে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, বল আমি পার্থকে উত্তরা সম্প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, পাণ্ডবগণ পূজ্য এবং অতি মান্য অতএব সেই পূজার্হ মহাভাগ পাণ্ডবগণকে উপযুক্ত সৎকার করুন।

বিরাট কহিলেন, আমিও সংগ্রামে অরাতিগণের হস্তগত হইয়াছিলাম, ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। ফলতঃ, আমরা ইহাঁদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অনুজগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাত সারে যাহা কিছু বলিয়াছি, বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহা ক্ষমা করিবেন।

তদনন্তর মহারাজ বিরাট প্রথমত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহাকে দণ্ড, কোষ ও নগরের সহিত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন। পরে প্রতাপশালী মৎস্যরাজ বারম্বার স্বীয় সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাঁদিগকে মুহুর্মুহু দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। অনন্তর মৎস্যরাজ প্রীত মনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! সৌভাগ্যবলে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন ও দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতে ক্লেশজনক অজ্ঞাত বাস অতিবাহিত করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা নিঃশঙ্ক চিত্তে আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় গ্রহণ করুন। ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত পাত্র; অতএব ইনিই তাঁহার পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া

অত্যন্ত আবশ্যক, অতএব অদ্য আমি স্নুষার্থে আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম।

—০:০—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে পার্থ! আপনি কিনিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন না। অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে বাস করিতাম, তিনি কি রহস্য কি প্রকাশ্য সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, আমি তাঁহাকে সাতিশয় যত্নের সহিত নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমাকে আচার্য্যের ন্যায় সম্মান করিতেন। আমি সেই বয়স্থার সহিত একত্রে সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলে, আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সন্দেহ জন্মিতে পারে। হে মনুজাধিপ! আমি শুদ্ধ, জিতেন্দ্রিয় এবং দান্ত হইয়া আপনার কন্যার শুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি আমার স্নুষা হইলে, কেহ তাঁহার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিতে সমর্থ হইবে না। হে পরন্তপ! আমি অভিশাপ ও মিথ্যাবাদ হইতে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকি, অতএব উত্তরাকে স্নুষারূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ অস্ত্রকোবিদ আমার পুত্র আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার উপযুক্ত পাত্র।

বিরাট কহিলেন, হে পার্থ! আপনি পরম ধার্ম্মিক, উত্তরার পাণিগ্রহণ না করা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে।

অনন্তর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিলাম, তখন আমার সকল কামনা সফল হইয়াছে। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধবন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর চর দ্বারা বাসুদেবের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, পাণ্ডবগণ বিরাটনগরে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বীভৎসু অভিমন্যু এবং জনার্দ্দন ও দাশার্হগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ এবং শৈব্য যুধিষ্ঠিরের প্রীতিভাজন ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী-সেনাপরিবৃত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। মহাবল দ্রুপদ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সহিত আগমন করিলেন। ইহাঁরা সকলেই অক্ষৌহিণী সেনার অধিনায়ক, যাগশালী ও স্বাধ্যায়সম্পন্ন। পরম ধার্ম্মিক বিরাট নানাদেশ হইতে আগত সভৃত্যবলবাহন ভূপালগণকে যথোচিত সৎকার করিলেন। অভিমন্যুকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

অনন্তর বনমালী, হলায়ুধ, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি,অনাধৃষ্টি,অক্রূর,শাম্ব,এবং বলদেবনন্দন নিষঠ ইহাঁরা অভিমন্যু ও সুভদ্রা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাণ্ডবসারথিগণ সুসমাহিত হইয়া এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সকল রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত তুরঙ্গম, অর্ব্বুদ রথ, নিখর্ব্ব পদাতি এবং বৃষ্ণি,অন্ধক ও ভোজবংশীয় অনেকানেক ব্যক্তি মহাদ্যুতি বাসুদেব সমভিব্যাহারে তথায় আগমন

করিলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে বহুবিধ অর্থ, স্ত্রী, রত্ন, এবং পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাবিধি বিবাহ কার্য্য আরম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি সুরা সমুদয় সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক, বৈতালিক, সূত ও মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতিগান করিতে লাগিল। সুদেষ্ণাপুরোবর্ত্তিনী মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রতনয়ার ন্যায় অলঙ্কৃতা উত্তরাকে লইয়া তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু যশস্বিনী কৃষ্ণার রূপলাবণ্য দর্শনে সকলেই পরাভূত হইলেন।

ধনঞ্জয় অভিমন্যুর নিমিত্ত বিরাটতনয়া উত্তরারে গ্রহণ করিয়া, সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্তরাকে পুত্রবধূ রূপে পরিগ্রহ করত জনার্দ্দনকে পুরস্কৃত করিয়া মহাত্মা সৌভদ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মৎস্যরাজ প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি হোম ও দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া, জামাতাকে প্রীতি সহকারে বাতবেগগামী সপ্তসহস্র অশ্ব, উৎকৃষ্ট দ্বিশত হস্তী ও বহুবিধ ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

উদ্বাহক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্রগণকে অচ্যুতপ্রদত্ত সমুদয় ধন, গোসহস্র, রত্নজাত, বিবিধ বসন ভূষণ, যান, শয়ন, রমণীয় ভোজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তখন মৎস্যনগর হৃষ্ট পুষ্ট জনাকীর্ণ ও মহোৎসবপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বৈবাহিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

—— ꕥꕥꕥ ——

উদ্যোগপর্ব্ব।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

——•——

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

" এই মহাভারত লোকদিগের জ্ঞানাঞ্জনশলাকা স্বরূপ। "

ঋষিবাক্য।

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

চিৎপুর রোড্।

৩৬৭ নং যোড়াসাঁকো।

সন ১২৭৮ সাল।

ফাল্গুন।

ধর্ম্মনিরতা দেশহিতৈষিণী পরহিতপরায়ণা

শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী

সর্ব্বক্ষেমালয়াসু।

বিজ্ঞাপিতমিদং—

আদি সভা বন বিরাটপর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এপর্য্যন্ত তাহাই বলিয়া আপনার পবিত্র করকমলে এই পরম পবিত্র মহাভারতীয় উদ্যোগ পর্ব্ব খানিও উপহার প্রদান করিলাম। নিবেদন ইতি।

বিনয়াবনত আশ্রিত

শ্রীপ্রতাপচন্দ্র রায়

মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক।

বিজ্ঞাপন।

পরাৎপর পরমাত্মার প্রসাদে উদ্যোগ পর্ব্বের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। এক্ষণে ইহা অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলেই প্রচারক, গ্রাহক ও পাঠক মহোদয়গণের পক্ষে পরম প্রীতির বিষয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, আমি এই ভারত রূপ অতলস্পর্শ সাগরের যতই দূরগামী হইতেছি, ততই আশা, আনন্দ ও মোহ যুগপৎ আমারে আশ্রয় করিতেছে। আদি পর্ব্বে যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম, তখন কে মনে করিয়াছিল, এবং কাহারই বা এরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, সভাপর্ব্বে গ্রাহকগণের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব। সেইরূপ, যখন ভীষণ অরণ্য স্বরূপ আরণ্য পর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন চতুর্দ্দিকে বিঘ্ন রূপ ভয়ানক হিংস্র জন্তুর হস্ত অতিক্রম করিয়া, পুনরায় যে বিরাট পর্ব্ব রূপ মহানগরীর মুখাবলোকন করিতে পারিব, একদিন একক্ষণের জন্যও এরূপ আশা করি নাই। যাহা হউক, যে নিখিললোকশরণভূত নারায়ণের চরণপ্রসাদে আমি এত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাঁহার অমৃতানন্দনিস্যন্দী পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যে সকল পবিত্রাশয় গ্রাহক, পাঠক ও অন্যান্য দেশহিতৈষিগণের সানুগ্রহ আনুকূল্যে এই ভারত রূপ অমৃতরাশি ভারতে বিতরিত হইতেছে, তাঁহাদেরও অসীম গুণগরিমা ও উপকারপরায়ণতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া এই স্থানেই লেখনী পরিত্যাগ করিলাম। ভরসা করি, ভারতের সাহায্যদাতামাত্রেই আমার সহিত সমানোদ্যোগ হইয়া এই উদ্যোগপর্ব্বও নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত করাইবেন।

বিনয়াবনত
শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়।

মহাভারত।
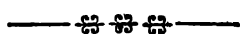
উদ্যোগপর্ব্ব।

সেনোদ্যোগ পর্ব্বাধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ এই রূপে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পরমানন্দে অভিমন্যুর বিবাহকৃত্য সম্পাদন করিয়া, সেই রজনী বিশ্রামসুখে যাপন করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সকলে প্রফুল্ল হৃদয়ে বিরাটরাজের সভাভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সুবিন্যস্ত আসন সমাকীর্ণ মণিরত্নসুশোভিত পুষ্প-সৌরভশালিনী পরমসমৃদ্ধিমতী বিরাটসভায় উপনীত হইলে, প্রথমতঃ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ, তদনন্তর অন্যান্য মান্য ও বৃদ্ধ ভূপতিগণ এবং বসুদেবসমভিব্যাহারী রাম ও বাসুদেব স্ব স্ব উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিনিপ্রবীর সাত্য-

কি ও রোহিণীনন্দন বলদেব পাঞ্চালরাজের এবং কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের সমীপদেশ আশ্রয় করিলেন। তদ্ভিন্ন এক দিকে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রুপদের পুত্রগণ এবং অন্য দিকে শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, অভিমন্যু ও পিতার অনুরূপ বলরূপ সম্পন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং বিরাটের আত্মজগণ সুবর্ণরঞ্জিত রমণীয় আসনে উপবেশন করিলেন। এই রূপে তাঁহারা সমুজ্জ্বল বসন ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক আসীন হইলে, সেই সুসমৃদ্ধ রাজসভা গ্রহরাজিবিরাজিত সুনির্ম্মল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইল।

অনন্তর তাঁহারা তৎকালোচিত কথোপকথন সমাধানান্তে শ্রীকৃষ্ণের বাক্য প্রতীক্ষা করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তাপরায়ণ হইয়া রহিলেন। তখন বাসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া, পাণ্ডবগণের কার্য্যসাধনোদ্দেশে সকলকে আগ্রহাতিশয় সহকারে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, তাঁহাদের সমক্ষে মহার্থ ও মহাফলসম্পন্ন বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্রগণ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির গান্ধাররাজ শকুনি কর্ত্তৃক যেরূপে কপট দ্যূতে পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন এবং যেরূপে পুনরায় নির্ব্বাসনার্থ পণ নিরূপিত হয়, তৎসমস্তই আপনারা অবগত আছেন। পরিশেষে সেই সুদুস্তর শেষ বৎসর যেরূপে অজ্ঞাত বাসে দুর্ব্বিষহ ক্লেশে অতিবাহন করিয়া, সম্প্রতি ইনি মেঘাবরণনির্মুক্ত প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়াছেন, তাহাও আপনাদের অবিদিত নাই। হায়! অসামান্য বাহুবল সম্পন্ন হইয়াও ইহাঁদিগকে পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্য রূপে বিবিধ ক্লেশে ঐ শেষ বৎসর যাপন করিতে হইয়াছে! ফলতঃ, পাণ্ডবগণ যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত, তাহাতে অনায়াসেই পৃথিবী জয় করিতে পারেন। কিন্তু নিতান্ত সত্যনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিজ্ঞাত উগ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করত কথঞ্চিৎ ত্রয়ো-

দশ বর্ষ যাপন করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে যাহাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েরই মঙ্গললাভ হয় এবং কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই যশ, ধর্ম্ম ও ন্যায় সঞ্চিত হয়, আপনারা তাহা চিন্তা করুন।

এই যুধিষ্ঠির অধর্ম্মপথে থাকিয়া, দেবগণেরও আধিপত্য করিতে সম্মত নহেন; কিন্তু ধর্ম্মের ব্যাঘাত না হইলে, সামান্য গ্রাম্যরাজত্বেও সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যেরূপে ইহাঁদের রাজ্য হরণ ও যেরূপ শঠতা পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে দুর্ব্বিষহ দুঃখ প্রদান করিয়াছে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। যুধিষ্ঠিরের সুজনতাও অসামান্য। দেখুন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কেবল কপটতা সহকারে ইহাঁদিগকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়াছে; সম্মুখ সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পরাজিত করে নাই। তথাপি ইনি সবান্ধবে তাহাদিগের একমাত্র কল্যাণকামনায় নিযুক্ত আছেন। অধিক কি, পাণ্ডবগণ বাহুবলে নরপতিদিগকে পরাজয় করিয়া যে রাজ্য স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়াছেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু ইহাঁদের দুরাচার শত্রুগণ একমাত্র রাজ্য গ্রহণেই সমুৎসুক; বিশেষতঃ এই দুরভিসন্ধিসিদ্ধির নিমিত্ত বাল্যকাল হইতেই নানা প্রকারে ইহাঁদের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া আসিতেছে। এ সমুদায়ই আপনাদের সবিশেষ বিদিত আছে। অতএব এক্ষণে শত্রুগণের নিরতিশয় রাজ্যলিপ্সা, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপরায়ণতা এবং উভয় পক্ষের পরস্পর সম্বন্ধ যথাযথ পর্য্যালোচনা করিয়া, যুগপৎ ও পৃথক্ পৃথক্ রূপে সমুচিত পরামর্শ প্রদান করুন। পাণ্ডবগণ সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ এবং নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞাও পালন করিয়াছেন। অতএব শত্রুগণ অতঃপর প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করিলে, সমরভূমি তাহা-

দিগকে গ্রাস করিবে, সন্দেহ নাই। আর তাহাদের আত্মীয়গণ যদি সাহায্যার্থ সমাগত ও তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, যুদ্ধে ইহাঁদিগকে বাধা প্রদান করে, তাহা হইলে তাহারাও ইহাঁদের হস্তে বিনষ্ট হইবে। সত্য বটে, পাণ্ডবগণ অল্পসংখ্যক; কিন্তু শত্রুগণ সহায়সম্পন্ন হইলে, ইহাঁরাও স্বীয় সুহৃদ্গণ সহায়ে তাহাদের বধ সাধনে সযত্ন হইবেন।

যাহা হউক, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বা অনুষ্ঠেয় বিষয় কিছুমাত্র বিদিত নাই। সুতরাং আপনাদের কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও নির্দ্ধারিত হইতেছে না। অতএব আমার বিবেচনায় অগ্রে একজন সৎস্বভাব, কার্য্যকুশল, ধর্ম্মপরায়ণ, সৎকুলসম্ভূত ও অবহিতচিত্ত পুরুষকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করিয়া, সন্ধি দ্বারা যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধপ্রদানের অভিপ্রায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! বাসুদেব পক্ষপাতপরিশূন্য হইয়া, ধর্ম্মার্থ ও মাধুর্য্যসম্পন্ন বাক্যে এইরূপ কহিলে,বলদেব তাঁহার ভূয়োভূয় প্রশংসা করত স্বীয় অভিপ্রায় বিনিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন।
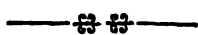
দ্বিতীয় অধ্যায়।

বলদেব কহিলেন, হে ভূপালবর্গ! বাসুদেব যেরূপ উভয় পক্ষের হিতকর ধর্ম্মার্থসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করিলেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করিলেন। মহাবল পাণ্ডবগণ রাজ্যের অর্দ্ধাংশ স্বয়ং গ্রহণ এবং অপরার্দ্ধ দুর্য্যোধনকে প্রদান করিতে সম্মত আছেন। এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলে, উভয়

পক্ষেই স্ব স্ব সুহৃদ্‌গণের সহিত পরম প্রীতি অনুভব পূর্ব্বক সুখ সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন। এবং পরস্পরের বৈরও একবারে তিরোহিত ও তদ্দ্বারা প্রজাগণেরও শান্তিলাভ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব কোন ব্যক্তি দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক উভয়ের বিবাদশান্তির নিমিত্ত তথায় গমন করে, ইহা আমার একান্ত প্রীতিজনন। সেই ব্যক্তি কুরুসভায় গমন করিয়া, সমবেত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বল ও নীতি প্রধান মহাবীর ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ, পৌরজন ও প্রাচীনবর্গ এবং কুরুপ্রবীর ভীষ্ম, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, বিদুর, কৃপ, শকুনি ও কর্ণ প্রভৃতির সমক্ষে যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিলষিত সিদ্ধি হয়, এরূপ নম্র বাক্য প্রয়োগ করিবে। এক্ষণে তাঁহা-দের রোয়োৎপাদন করা কোন অংশেই বিধেয় হইতে পারে না। কারণ তাঁহারা স্বীয় ক্ষমতায় যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রমত্ত হইয়া, দুরো-দরমুখে স্বীয় রাজ্য নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। দ্যূতক্রীড়ায় ইহাঁর তাদৃশ নিপুণতা নাই; তথাপি বন্ধুগণের প্রতিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, অক্ষকোবিদ শকুনিরে ক্রীড়ারঙ্গে আহ্বান করিয়াছিলেন। তৎকালে স্বল্পায়াসপরাজেয় শত শত অক্ষবিৎ তথায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু ইনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক, শকুনিও ইহাঁরে পরাভূত করিয়াছিল। অক্ষধূর্ত্ত শকুনি ইহাঁর প্রতিযোগী হইয়া, ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় অক্ষই প্রতিকূলে নিপতিত হইতে লাগিল দেখিয়া ইনি রোষবশত আপনা হইতেই পরাজিত হইলেন। শকুনির তাহাতে কিছুমাত্র অপরাধ নাই। এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, পাণ্ডবপক্ষীয় দূত-মাত্রেরই ধৃতরাষ্ট্রসমীপে সান্ত্ববাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

এরূপ হইলে, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে দুর্য্যোধনের সম্মতিলাভ সম্ভব হইতে পারে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুপ্রবীর বলদেবের বাক্য শেষ না হইতেই, শিনিপ্রবীর সাত্যকি সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ক্রোধভরে তাঁহার বাক্যের নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

সাত্যকি কহিলেন, হে বীর! যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপই ব্যবহার করে। আপনিও স্বীয় স্বভাবানুরূপ বাক্য বিন্যাস করিতেছেন। সংসারে শূর ও কাপুরুষ উভয়-প্রকার লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব যথাক্রমে উভয়প্রকার পক্ষই পুরুষের প্রতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেরূপ একবৃক্ষে যুগপৎ ফলিত ও অফলিত উভয় শাখাই অবলোকিত হয়, সেইরূপ এক বংশে ক্লীব ও মহাবল উভয়প্রকার পুরুষই জন্মগ্রহণ করিতে পারে। হে লাঙ্গলধ্বজ! আমি আপনার বাক্যের নিন্দা করিতেছি না; কিন্তু ইহার শ্রোতাগণই আমার নিন্দনীয়। কোন্ ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে ধর্ম্মরাজের অণুমাত্র দোষও উল্লেখ করিতে পারে? যখন অক্ষ-কোবিদ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই অক্ষানভিজ্ঞ মহাত্মারে আহ্বান করিয়া, পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদের জয় কি রূপে ধর্ম্মসঙ্গত হইল? যদি কুন্তীপুত্র ভ্রাতৃগণ সহিত গৃহে ক্রীড়া করিতেন, আর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করিত, তাহা হইলে তাহাদের জয়লাভ ধর্ম্মানুসারী হইত; কিন্তু যখন তাহারা এই ক্ষত্রধর্ম্মনিরত কুন্তীপুত্রকে

আহ্বান করিয়া, প্রতারণা পূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছে, তখন তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে এই যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা ও বনবাস হইতে মুক্ত হইয়া, পৈতৃকপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব কি নিমিত্ত প্রণিপাত স্বীকার করিবেন? ইনি যদি পরবিত্তগ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলেও শত্রুর নিকট যাচ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। আর পাণ্ডবগণ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তথাপি পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, তাহা সম্পন্ন হয় নাই, বলিয়া প্রচার করিতেছে। অতএব কিরূপে তাহাদিগকে ধার্ম্মিক বা রাজ্য গ্রহণে অনিচ্ছুক বলা যাইতে পারে?

মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিলেও, তাহারা পাণ্ডবদিগকে পৈতৃকসম্পত্তি দানে সম্মত হইতেছে না। অতএব আমিই তাহাদিগকে সমরে শাণিতশরসহযোগে বল পূর্ব্বক অনুনীত করিয়া, যুধিষ্ঠিরের পদতলে পাতিত করিব। ইহাতেও যদি তাহারা ধর্ম্মরাজের পদবন্দনা না করে, তবে শমনসদন তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই। পর্ব্বত যেরূপ কুলিশপাতে ব্যথিত হয়, সেইরূপ যুযুধান সংরব্ধ হৃদয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা কখনই তাহার বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। কোন্ ব্যক্তি দুরাধর্ষ অর্জ্জুন, চক্রায়ুধ কৃষ্ণ, মহাবল ভীম বা আমারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ জীবিতাভিলাষী যোদ্ধা কৃতান্তোপম যমজযুগল, ধৃষ্টদ্যুম্ন, পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র, মহাবল অভিমন্যু, উৎকট বজ্রানল সন্নিভ গদ, প্রদ্যুম্ন বা শাম্বের সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমরা কর্ণ ও শকুনির সহিত দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে রাজপদে বরণ করিব। আততায়ী শত্রুর বিনাশে কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই। বরং শত্রুর নিকট যাচ্ঞা

করাই অধর্ম্ম্য ও অযশস্য। এক্ষণে সকলে সতর্ক হইয়া, যুধিষ্ঠিরের চিরাভিলাষ পূর্ণ করুন। ইনি ধৃতরাষ্ট্রপরিত্যক্ত রাজ্য গ্রহণ করুন। হয় আজি যুধিষ্ঠির পৈতৃক রাজ্য লাভ করুন, না হয়, সমুদয় কৌরব আমার হস্তে নিহত ও ধরাতল-শায়ী হউক।

চতুর্থ অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনারই কথিতানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইবে, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন কখন মধুর বাক্যে রাজ্যপ্রদান করিবে না। সুতপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্রও তাহার অনুবর্ত্তী হইবেন। আর ভীষ্ম ও দ্রোণ কৃপণতাবশতঃ এবং কর্ণ ও শকুনি নির্ব্বুদ্ধিতা প্রযুক্ত অবশ্যই তাহার ছন্দোঽনুবর্ত্তন করিবে। অতএব বলদেবের বাক্যই যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। নয়বর্ত্মানুসারী ব্যক্তি প্রথমতঃ এইরূপই অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু দুর্য্যোধনের নিকট কোনক্রমেই মৃদুবাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু, ঐ পাপাত্মারে মার্দ্দবসহকারে বশীভূত করা উচিত হয় না। ফলতঃ, গর্দ্দভের প্রতি মৃদুভাব প্রদর্শন এবং গোর প্রতি তীক্ষ্ণব্যবহারই সর্ব্বথা যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষতঃ, সেই পাপাত্মা মার্দ্দবশালী ব্যক্তিকে নিস্তেজ ও কাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। আর নির্ব্বোধ ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, সে মৃদু ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে, আপনারে সিদ্ধার্থ বোধকরে। অতএব আমাদের ঐরূপ অনুষ্ঠান করাই কর্ত্তব্য। সম্প্রতি তদনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া, সৈন্যসংগ্রহ ও সুহৃদ্গণের নিকট দূত প্রেরণ

কর। দ্রুতগামী দূতসকল ধৃষ্টকেতু, জয়ৎসেন, শল্য ও কৈকেয়গণের নিকট শীঘ্র গমন করুক। দুর্য্যোধনও এই-রূপে দূত প্রেরণ করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যিনি অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাধুগণ তাহারই পক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে তৎপর হন; ইহা সাধারণ নিয়ম। বিশে-ষতঃ, এক্ষণে আমাদের গুরুতর কার্য্য উপস্থিত। অতএব অগ্রেই সর্ব্বত্র দূত প্রেরণ করা আমাদের কর্ত্তব্য।

মহাবল শল্য ও তাঁহার অনুবল রাজগণের নিকট প্রথমে দূত প্রেরণ কর; পরে পূর্ব্বসাগরবাসী মহারাজ ভগদত্ত, হার্দ্দিক্য, আহুক, মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর রোচমাণ, প্রবলপ্রতাপ বৃহন্ত, সেনাবিন্দু, সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধ্য, চিত্রবর্ম্মা, সুবাস্তক, বাহ্লীক, মুঞ্জকেশ, চেদীশ্বর সুপার্শ্ব, সুবাহু, পৌরব, শক-রাজ, পহ্লবরাজ, দরদরাজ, মুরারি, নদীজ, কর্ণবেষ্ট, নীল, বীরধর্ম্মা, দন্তবক্র, রুক্মী, জনমেজয়, আষাঢ়, বায়ুবেগ, পূর্ব্ব-পালী, দেবক, সপুত্র একলব্য, কারূষদেশীয় নৃপতিগণ, ক্ষেমধূর্ত্তি, জয়ৎসেন, কাশ্য, ক্রাথপুত্র, জানকি, সুশর্ম্মা, মণি-মান্, পোতিমৎস্যক, পাংশুরাষ্ট্রাধিরাজ, ধৃষ্টকেতু, পৌণ্ড্র, দণ্ডধার, বৃহৎসেন, অপরাজিত নিষাদ, শ্রোণিমান্, বসুমান্, বৃহদ্বল, মহাবল বাহু, সপুত্র সমুদ্রসেন, উদ্ভব, ক্ষেমক, বাট-ধান, শ্রুতায়ু, দৃঢ়ায়ু, শাল্বপুত্র, কুমার ও কলিঙ্গেশ্বর এবং কাম্বোজ, ঋষিক, পাশ্চাত্য, অনূপক, পাঞ্চনদ ও পার্ব্বতীয় নৃপতিগণ ইহাঁদেরও নিকট সত্বর চর প্রেরণ করুন। হে রাজন্! আমার পুরোহিত পণ্ডিতপ্রবর এই ব্রাহ্মণ ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করুন। এক্ষণে ইহাঁরে বক্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের অর্থসিদ্ধি-বিষয়িণী যে কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত ও সম্ভাবিত। আমরা যদি কল্যাণলিপ্সু হই, তাহা হইলে তদনুসারে কার্য্য করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই আমাদের সমান। আমরা কখন তাঁহাদিগের নিকট অমর্য্যাদা বা অশিষ্ট ব্যবহার প্রাপ্ত হই নাই। আমরা ও আপনি উভয়েই বিবাহ-নিমন্ত্রণরক্ষার্থ এখানে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, পরস্পর পরমাহ্লাদে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। আপনার বয়স ও জ্ঞান যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাহাতে আমরা আপনার শিষ্য স্বরূপ, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, আপনি দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সখা এবং ধৃতরাষ্ট্রের বহুমানাস্পদ। অতএব আপনি পাণ্ডবদিগের অর্থকর বাক্য সকল উল্লেখ করুন। আপনার বাক্যে আমাদের সংশয়বুদ্ধি নাই। দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে সন্ধিস্থাপন করিলে,কুরু পাণ্ডবের সৌভ্রাত্র ও কুল উভয়ই রক্ষা পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দুরাত্মা দুর্য্যোধন দর্প ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া, অন্যথাচরণ করিলে, অগ্রে অন্যান্য আত্মীয়গণের এবং পরে আমাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিবেন। অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত যমভূমি দর্শন করিবে, সন্দেহ নাই।

তখন বিরাটপতি সবান্ধব যদুপতির পূজাবিধি সমাধা

করিয়া, তাঁহারে দ্বারকায় প্রেরণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজপ্রমুখ ভূপালগণের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরে বন্ধুবান্ধব ও বিরাটরাজের সহিত একবাক্য হইয়া, নরপতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ মহীপতিগণ পাণ্ডব, মৎস্যরাজ ও দ্রুপদপতির আদেশ লাভে প্রফুল্ল হইয়া, বিরাটনগরে সমবেত হইতে লাগিলেন। এদিকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও তাহা শ্রবণ করিয়া, দিগ্‌দিগন্তর হইতে নরপতিদিগকে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ নানা দেশ হইতে প্রবল পরাক্রান্ত মহীপালগণ আগমন করিতে লাগিলেন; বসুমতী তাঁহাদের সেনাসম্বাধে নিতান্ত গহন হইয়া উঠিল। তৎকালে এই শৈলকাননসম্পন্না পৃথিবী তাঁহাদের পদভরে যেন কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কুরুসভায় প্রেরণার্থ যত্নপরায়ণ হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সমুদায় ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞের মধ্যে কৃতবুদ্ধি এবং কৃতবুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ব্রহ্মবিৎ সকলের প্রধান বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। আপনি কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান, বুদ্ধিতে অঙ্গিরা ও শুক্রের সমপদবাচ্য এবং আপনার জ্ঞান-

বংশ ও বয়সও প্রশস্ত। অতএব যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের চরিতাদি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি জানেন, পাণ্ডবগণ সরলহৃদয়; তথাপি অরাতিগণ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষেই ইহাদিগকে প্রতারণা করিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের অনুনয়-বাক্যেও অনাদর করিয়া, পুত্রের ছন্দোনুবর্ত্তন করিয়াছিলেন। পাশকুশল শকুনি যুধিষ্ঠিরকে অক্ষানভিজ্ঞ ও ক্ষাত্রধর্ম্মবশংবদ জানিয়াও দ্যূতে আহ্বান করিয়াছিল। শত্রুগণ যখন কপটতা পূর্ব্বক ইহাঁদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন, তখন স্বয়ং কখন রাজ্যপ্রদান করিবে না। অতএব আপনি কুরুসভায় গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মবাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করত সমুদায় যোদ্ধৃগণের মন আবর্ত্তিত করিবেন। এদিকে বিদুরও আপনার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভীষ্ম ও দ্রোণাদির মধ্যে পরস্পর ভেদচেষ্টা করিবেন। অমাত্যগণের অন্তর্ভেদ ও সৈনিকেরা ভগ্নোদ্যম হইলে, তাহাদিগের একতা সম্পাদনার্থ কৌরবদিগকে নিরতিশয় যত্ন করিতে হইবে। পাণ্ডবেরা এই সুযোগে একতান চিত্তে সাংগ্রামিক কার্য্য ও দ্রব্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। আপনিও বিপক্ষগণের আত্মভেদের পোষকতা করিবেন। তাহা হইলে তাহাদের যুদ্ধাদির আয়োজন সুসম্পন্ন হইবে না। ইহাই সম্প্রতিসাধ্য গুরুতর প্রয়োজন। অতএব আপনি যত্নসহকারে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্ম ও যুক্তিযুক্ত বোধে আপনার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন করিবেন। তাহা হইলে আপনিও কৌরবগণের সহিত ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবহার, সদয়সমাজে পাণ্ডবগণের দুর্ব্বিষহ দুঃখ কীর্ত্তন এবং স্থবিরগণের নিকট পুরুষপরম্পরাগত কুলধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া, অনায়াসেই সকলের মনোভঙ্গ করিবেন। আপনি স্থবির ও বেদবিৎ ব্রাহ্মণ; এবং দৌত্য-

ভারবহনে নিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব আপনার ভয়ের বিষয় কিছুই নাই। অদ্য পুষ্যাযোগসম্পন্ন বিজয়াবহ সময় উপস্থিত। অতএব নির্ভীক হৃদয়ে পাণ্ডবগণের অর্থসাধনার্থ সত্বর কৌরবসভায় গমন করুন।

দ্রুপদরাজ এইরূপ অনুনয় করিলে, নয়কোবিদ পুরোহিত পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের হিতোদ্দেশে সশিষ্যে হস্তিনাপুর প্রস্থান করিলেন।

—o:o—

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রুপদপুরোহিত এইরূপে বারণাবতে প্রস্থান করিলে, পাণ্ডবপ্রমুখ নরপতিগণ নানাস্থানবাসী রাজগণের সমীপে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারবতীতে গমন করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন চর দ্বারা প্রচ্ছন্নরূপে পাণ্ডবগণের চেষ্টাদি অবগত হইলেন। এবং বৃষ্ণি,অন্ধক ও ভোজগণ এবং বলদেব সমভিব্যাহারী বাসুদেব দ্বারবতী নগরীতে প্রস্থান করিয়াছেন, শুনিয়া বায়ুবেগগামী অশ্বগণে পরিচালিত পরিমিতবলবেষ্টিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বারকায় গমন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় যে দিবস তথায় উপনীত হন, তিনিও সেইদিন উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তখন নিদ্রিত ও শয়ান ছিলেন। দুর্য্যোধন প্রথমে তাঁহার শয্যাভবনে প্রবেশ করিয়া, তাঁহার শিরোদেশসন্নিহিত মহার্হ আসনে আসীন হইলে, অর্জ্জুন পশ্চাৎ প্রবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে তাঁহার চরণতলসমীপে উপবেশন করিলেন।

বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ নিদ্রাবসানে নয়ন উন্মীলন পূর্ব্বক প্রথমতঃ অর্জ্জুন, পরে দুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া, স্বাগতবাদ সহকারে সৎকার ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্য্যোধন হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই ভারতযুদ্ধে আপনারে সাহায্য করিতে হইবে। যদিও উভয় পক্ষেই আপনার সম্বন্ধ ও সৌহার্দ্দের তারতম্য নাই; কিন্তু আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। যে ব্যক্তি প্রথমে আগমন করে, সাধুগণ তাহারেই সাহায্যদান করিয়া থাকেন। আপনিও সাধুগণের মাননীয় ও প্রধান, অতএব সেই সাধুসেবিত সদাচারবর্ত্মের অনুসরণ করুন।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনি প্রথমে আগমন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অর্জ্জুন অগ্রে আমার দর্শনগোচর হইয়াছেন, অতএব আমি উভয়েরই সাহায্য করিব। কিন্তু যেরূপ প্রসিদ্ধ আছে, তদনুসারে অগ্রে বালকেরই বরণ গ্রহণ করিবে। অতএব ধনঞ্জয়ই প্রথমে বরণ করিবেন। এই বলিয়া তিনি অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমিই অগ্রে বরণ কর। নারায়ণ নামে বিখ্যাত যে এক অর্ব্বুদ গোপ আছে, তাহারা আমার ন্যায় যোদ্ধা; তাহারা এক পক্ষের সহায়তা করুক; আর আমি নিরস্ত্র ও সমরপরাঙ্মুখ হইয়া, অন্য পক্ষে অবস্থান করি। এই উভয়ের অন্যতর পক্ষ স্বীয় অভিলাষানুসারে অবলম্বন কর। ধনঞ্জয়, বাসুদেবের সমরপরাঙ্মুখতা অবগত হইয়াও, তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিরস্ত্রতা চিন্তা ও অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা লাভ করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন।

এই রূপে নারায়ণী সেনা সংগৃহীত হইলে, দুর্য্যোধন বলদেব সমীপে গমন করিয়া, সমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন, হে কুরুপতে! আমি বিরাটসভায় নির্ব্বন্ধাতিশয়

সহকারে বাসুদেবকে কহিয়াছিলাম, যে কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই আমাদের সমান। কিন্তু বাসুদেব তাহা কোনমতেই গ্রাহ্য করিলেন না। এদিকে হৃষীকেশ বিরহে অবস্থান করাও আমার সাধ্য নহে। অতএব আমি ধনঞ্জয় বা তোমার কোন পক্ষেই সাহায্য করিব না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর; সুপ্রসিদ্ধ ভারতবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অবশ্যই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে।

বলদেব এইরূপ কহিলে, দুর্য্যোধন তাঁহারে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় লইলেন। এবং কৃষ্ণ সমর বা অস্ত্রগ্রহণ করি-বেন না, ভাবিয়া আপনারে বিজয়ী বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃতবর্ম্মার সমীপে উপনীত হইলে, তিনি তাঁহারে অক্ষৌহিণীসেনা প্রদান করিলেন। এই রূপে কুরু-রাজ প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, হর্ষোৎ-ফুল্ল হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে সুহৃদ্‌গণের আনন্দের সীমা রহিল না।

এদিকে বাসুদেব অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি সমরপরাঙ্মুখ রহিব; তথাপি তুমি আমারে কি নিমিত্ত বরণ করিলে?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে যদুনন্দন! আপনার কীর্ত্তিপরম্পরা যেরূপ ত্রিভুবনসঞ্চারিণী, সেইরূপ আপনি সমস্ত ধার্ত্তরা-ষ্ট্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি একা-কীই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, অক্ষয় যশ প্রতিষ্ঠিত করিব; এই মনে করিয়াই আপনারে বরণ করিয়াছি। এক্ষণে প্রার্থনা, আপনি আমার সারথি হইয়া, আমার এই চিরাভি-লষিত মনোরথ পরিপূর্ণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, পার্থ! তোমার এই স্পর্দ্ধা সর্ব্বথা উপযুক্ত। তুমি যেরূপ বলিলে, আমি তাহাই করিব। অন-

স্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ সুবিপুল দাশার্হবল সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবল শল্য এই যুদ্ধ-সংবাদ অবগত হইয়া, সপুত্র ও সসৈন্যে পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সেনানিবেশে অর্দ্ধ যোজন পরিপূর্ণ হইল। রমণীয় রথারূঢ় সহস্র সহস্র ক্ষত্রিয়বীর তাঁহার সেনাপতিপদ স্বীকার করিলেন। তাঁহারা সকলেই প্রবলপরাক্রমসম্পন্ন; বিচিত্র কবচ, ধ্বজ, কার্ম্মুক ও কুসুমমাল্যে অলঙ্কৃত এবং স্বদেশপ্রচলিত বেশ ও অলঙ্কারে বিভূষিত। মহীপতি শল্য বলভবে যাবতীয় প্রাণী ও পৃথিবী, প্রকম্পিত করিয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার যোধগণের কিছুমাত্র পরিশ্রম হইল না।

দুর্য্যোধন, শল্য যাত্রা করিয়াছেন শুনিয়া, স্বয়ং তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন এবং সমুচিত পূজাবিধি সমাধা করিয়া, তাঁহার সন্তোষসাধনার্থ শিল্পকর দ্বারা স্থানে স্থানে সভা ও বিবিধ ক্রীড়াদ্রব্য নির্ম্মাণ করাইলেন। তথায় সুসংস্কৃত নানাপ্রকার অন্ন, মাল্য, মাংস, ভক্ষ্য ও সুস্বাস্বাদ পানীয় সংগৃহীত, মনোহর কূপ ও বাপী উৎখাত এবং বহুসংখ্যক রমণীয় গৃহ বিনির্ম্মিত হইল। মহীপতি শল্য সেই সেই স্থানে উপনীত হইলে, দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ তাঁহারে দেবতা সদৃশ সমাদরে পূজা করিলেন।

অনন্তর শল্যরাজ ইন্দ্রপুরী সদৃশী আর এক সভায় সমু-

পস্থিত হইয়া, অলোকসামান্য পদার্থজাত অবলোকন করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আপনারে পুরন্দর অপেক্ষাও পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি তত্রস্থ কর্ম্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ধর্ম্মরাজের কোন্ শিল্পিগণ দ্বারা এই সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে? তাহারা পারিতোষিকপ্রাপ্তির যোগ্য পাত্র; আমি যুধিষ্ঠিরের প্রীতিসম্পাদনার্থ তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিব। অতএব তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন কর। পরিচারকগণ বিস্মিত হইয়া, দুর্য্যোধনকে সমুদয় নিবেদন করিল। গূঢ়বেশধারী দুর্য্যোধন, তাহাদের মুখে মাতুল জীবন পর্য্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। এবং তাঁহারে আত্ম প্রদর্শন করিলেন। মদ্ররাজ শল্য তাঁহারে দর্শন পূর্ব্বক তাঁহারই যত্নে এই সমস্ত সম্পন্ন হইয়াছে অবগত হইয়া, আলিঙ্গন করত কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আপনি আমার সেনানীপদে অধিরূঢ় হইবেন; আমারে এই অভীষ্ট বর প্রদান করিয়া, স্বীয় সত্যবাদিতা রক্ষা করুন। শল্য কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমার এই প্রার্থনা স্বীকার করিলাম। এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, বল। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আমার সমুদায় মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আমি আর কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন শল্য কহিলেন, হে তাত! এক্ষণে তুমি স্বীয় পুরে প্রস্থান কর। আমি যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিব। হে রাজন্! তাঁহারে দর্শন করিয়া, সত্বরই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন

কহিলেন, হে পার্থিব! যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন; আমরা আপনারই অধীন; আর আমাদিগকে যে বরদান করিলেন, তাহাও স্মরণ করিবেন। শল্য কহিলেন, হে বীর! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্বীয় নগরে প্রস্থান কর; আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব। অনন্তর উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলে, দুর্য্যোধন তাঁহারে আমন্ত্রণ করিয়া, নিজরাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তখন মদ্ররাজ শল্যও পাণ্ডবদিগকে এই উপস্থিত ঘটনা বিদিত করিবার নিমিত্ত মৎস্যরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর শল্য মৎস্যদেশে সমুপস্থিত হইয়া, স্কন্ধাবারে প্রবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহাদের প্রদত্ত পাদ্য, অর্ঘ্য ও গো গ্রহণ করিয়া, প্রীতমনে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ আসনে উপবিষ্ট হইলে, শল্য যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কুরুনন্দন! তোমার কুশল? হে জয়তাংবর! তুমি যে ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত ঘোরতর অজ্ঞাত বাস ও বিজন আশ্রয় করিয়া, সুদুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করত তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তির দুঃখ ভিন্ন সুখ কোথায়? কিন্তু তোমার এই দুর্য্যোধনকৃত দুঃখের শেষ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি শত্রুসংহার পূর্ব্বক সুখভোগ করিবে, সন্দেহ নাই।

হে মহারাজ! সমুদায় লোকতন্ত্র তোমার সবিশেষ বিদিত আছে। সেই জন্যই তোমার লোভের বিষয় কিছুই নাই। এক্ষণে পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের অনুষ্ঠিত পদবীর অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক দান, সত্য ও তপস্যায় সমাহিত হও। হে যুধিষ্ঠির! ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা ও লোকবিস্ময়কর বিষয় সমুদায় তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি মৃদু, বদান্য,

ব্রহ্মণ্য, দাতা ও ধর্ম্মপরায়ণ। লোকসাক্ষিক সমস্ত ধর্ম্মই তোমার পরিজ্ঞাত আছে। সাংসারিক সমুদায় বিষয়েও তুমি অভিজ্ঞ। হে ভরতর্ষভ! এক্ষণে তুমি সৌভাগ্যবলে সমুদায় দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ; আমি সৌভাগ্য-বলেই তোমারে ভ্রাতৃগণের সহিত নিরাপদ্ নিরীক্ষণ করিলাম।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহারাজ শল্য দুর্য্যোধনের সহিত সমাগম, তাঁহার কৃত শুশ্রূষা এবং আপনার বরদান-বৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যে প্রফুল্ল হৃদয়ে দুর্য্যোধন সমীপে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ইহা অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আমি একটী প্রার্থনা করিতেছি; উহা অকর্ত্তব্য হইলেও আমার অবেক্ষা বশতঃ সম্পন্ন করিতে হইবে। হে রাজন্! আমি তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধে বাসুদেবের সমকক্ষ; কর্ণ ও অর্জ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, কর্ণের সারথ্য করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব যদি আমার হিতানুষ্ঠানে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের বিজয়ার্থ কর্ণের তেজঃ সংহরণ করিয়া, অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন। হে মাতুল! ইহা অকার্য্য হইলেও, আপনারে সম্পন্ন করিতে হইবে।

শল্য কহিলেন, বৎস! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি দুরাত্মার তেজঃসংহারার্থ আমারে যাহা বলিলে, আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব। কর্ণ আমারে বাসুদেবের সমান জ্ঞান করিয়া থাকে, অতএব আমি সংগ্রামে তাহার সারথি হইব, সন্দেহ নাই। আমি সত্য কহিতেছি, সে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, যাহাতে তাহার দর্প ও তেজঃ সংহৃত হইবে, আমি

তাহারে অহিত ও প্রতিকূল বাক্যে এরূপ উপদেশ প্রদান করিব। তাহা হইলে, তোমরা তাহারে অনায়াসেই বধ করিতে পারিবে। ফলতঃ, তুমি যেরূপ কহিলে, আমি তাহাই করিব। এতদ্ভিন্ন তোমার অন্যান্য প্রিয়কার্য্যও সাধ্যানুসারে সম্পন্ন করিব। তুমি দ্রৌপদীর সহিত দ্যূত-জনিত যে দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়াছ; কর্ণ পরুষ বাক্যে তোমারে যে গুরুতর বেদনা প্রদান করিয়াছে এবং দ্রৌপদী দময়ন্তীর ন্যায়, জটাসুর ও কীচক হইতে যে ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে সে সমুদায় দুঃখই পরিণামসুখ সমুদ্ভাবন করিবে। তুমি তজ্জন্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। সংসারে দৈবই বলবান্। অধিক কি, হে যুধিষ্ঠির! মহাত্মা-দিগকেও ক্লেশরাশি সম্ভোগ করিতে হয়। দেবতারাও সময়ে সময়ে দুঃখে পতিত হইয়া থাকেন। কিংবদন্তী আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র পত্নীর সহিত পরম ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন।

নবম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ইন্দ্র ভার্য্যার সহিত কিনিমিত্ত ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুনি-বার নিমিত্ত সাতিশয় ইচ্ছা হইতেছে।

শল্য কহিলেন, হে তাত! ইন্দ্র পত্নীর সহিত যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে ত্বষ্টানামে মহাতপা দেবশ্রেষ্ঠ এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্টসাধন-

বাসনায় এক ত্রিশিরা পুত্র সমুদ্ভাবন করেন। তাঁহার বদন-ত্রয় সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি সদৃশ। তিনি এক বদনে বেদাধ্যয়ন ও অন্য বদনে সুরাপান করিতেন এবং বদনান্তর দ্বারা সমুদায় দিক্ গ্রাস করিয়াই যেন দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেন। সেই মহাদ্যুতি বিশ্বরূপ ত্রিশিরা স্বভাবতঃ তপস্বী, মৃদু,দান্ত ও ধর্ম্মাভিরক্ত। তিনি ইন্দ্রপদপ্রার্থী হইয়া, সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দেবরাজ অমিততেজা ত্রিশিরার সত্য ও তপঃপ্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। এবং ত্রিশিরা যাহাতে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইতে না পারে তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ত্রিশিরারে কিরূপে ভোগাসক্ত ও তপোনুষ্ঠানে বিরত করিব? কালক্রমে সমুদায় ভুবনই তপঃপ্রভাবে ইহার কবলসাৎ হইবে। হে ভরতর্ষভ! বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র এইরূপ বহুরূপ চিন্তা করিয়া, ত্রিশিরার প্রলোভনার্থ অপ্সরাদিগকে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা সত্বর মনোহরহারসম্পন্ন সর্ব্বসৌন্দর্য্যসুশোভিত শৃঙ্গারবেশ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশিরার সমীপে গমন ও হাব ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহারে প্রলোভিত করিয়া, ভোগে আসক্ত ও আমার এই মহৎ ভয় নিরাকরণ কর। যেহেতু হে বরাঙ্গনাগণ! আমি আপনারে নিতান্ত অসুস্থ বোধ করিতেছি।

অপ্সরোগণ কহিল, হে দেবরাজ! যাহাতে আপনার ভয় নিরাকৃত হয়, আমরা ত্রিশিরাকে এরূপে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিব। সেই তপোনিধি নয়নদ্বয়ে সমুদায় দিক্ দগ্ধ প্রায় করত উপবিষ্ট আছেন; আমরা সকলে তথায় সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহারে বশীভূত ও আপনার ভয় বিদূরিত করিব।

অনন্তর অপ্সরোগণ ইন্দ্রের আদেশে ত্রিশিরার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রলোভনার্থ মনোহর নৃত্য এবং হাব-ভাবাদি নানাপ্রকার অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাতপা ত্রিশিরা ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিরোধ পূর্ব্বক পূর্ণ সাগর সদৃশ নিশ্চলভাবে আসীন ছিলেন; তাহাদের প্রলোভনে কিছুমাত্র হৃষ্ট বা বিচলিত হইলেন না। অপ্সরোগণ এই রূপে অসিদ্ধকাম হইয়া, প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে ইন্দ্রসমীপে নিবেদন করিল, ভগবন্! আমরা সেই সুদুর্দ্ধর্ষ ত্রিশিরাকে কোনমতেই ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলাম না। অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।

তখন সুররাজ যথাযোগ্য সম্মান সহকারে অপ্সরাদিগকে বিদায় করিয়া, ত্রিশিরার বধোপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ চিন্তানন্তর স্থির করিলেন, বজ্র প্রয়োগ করিলে, ত্রিশিরা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। দুর্ব্বল শত্রু বদ্ধমূল হইলে, বলবান্ ব্যক্তি তাহারে কদাচ উপেক্ষা করিবে না। এইরূপ শাস্ত্রনিশ্চয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ত্রিশিরাবধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, ক্রোধভরে তাহার উপরে অনল সদৃশ ভয়ঙ্কর বজ্রাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। ত্রিশিরা বজ্রাঘাতে দৃঢ়তর আহত হইয়া, বিশ্লিষ্ট শৈলশিখরের ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিলেন। সুর-রাজ এই রূপে ত্বষ্টৃতনয়কে বজ্রপ্রহারে ধরাতলশায়ী করিয়াও শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। কারণ ত্রিশিরা মৃত-পতিত হইয়াও, জীবিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন; তাঁহার তেজঃ ও বদনপরম্পরা পূর্ব্ববৎ অপরিম্লান রহিল। সুরপতি তাঁহার এইরূপ তেজঃপ্রভাব দর্শনে নিতান্ত ভীত হইলেন। অনন্তর ইতিকর্ত্তব্যতা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একজন সূত্রধর কুঠার স্কন্ধে তথায় আগমন করিল। সুররাজ তাহারে দর্শনমাত্র কহিলেন, সূত্রধর!

তোমারে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। তুমি অবিলম্বে এই ভূতলপতিত মহাকায় ব্যক্তির মস্তক সকল ছেদন কর।

সূত্রধর কহিল. এই ব্যক্তির স্কন্ধদেশ সাতিশয় স্থূল ও দৃঢ়; আমার কুঠারে উহার ছেদন হওয়া সম্ভব নহে। আর সাধুবিগর্হিত কার্য্য সাধনেও আমার ইচ্ছা নাই।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই; সত্বর আমার আদেশ সাধন কর; আমার প্রসাদে তোমার পরশু বজ্রতুল্য হইবে।

সূত্রধর কহিল, আপনি কে? কিনিমিত্ত এই কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যথার্থ করিয়া বলুন; আমার জানিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে।

ইন্দ্র কহিল, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। এক্ষণে তুমি অন্য-বিচারণা পরিহার পূর্ব্বক অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতি-পালন কর।

সূত্রধর কহিল, দেবরাজ! এই ক্রূর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কি আপনার লাঘববোধ হইতেছে না? ঋষিকুমার বধে যে ব্রহ্মহত্যার পাতক স্পর্শ করিবে, তাহাতেও কি আপনার শঙ্কা হয় না?

ইন্দ্র কহিলেন, আমি কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরে এই পাপের প্রতিক্রিয়া করিব। এই মহাবীর্য্য তপোধন আমার পরম শত্রু; আমি বজ্রাঘাতে ইহারে সংহার করিয়াও, ভয়ের হস্ত অতিক্রম করিতে পারি নাই। অতএব তুমি ত্বরান্বিত হইয়া, ইহার মস্তক সমস্ত ছেদন কর। আমি তোমারে এই বরদান করিতেছি যে, মানবগণ অতঃপর তোমারে যজ্ঞনিহিত পশুমস্তক যজ্ঞভাগস্বরূপ প্রদান করিবে।

তখন সূত্রধর ইন্দ্রের নিদেশানুসারে কুঠার দ্বারা ত্রিশিরার মস্তকত্রয় ছেদন করিলে, তৎক্ষণাৎ উহা হইতে চাতক, তিত্তির ও চটকাদি বিহঙ্গম সকল বিনিষ্ক্রান্ত হইল। তিনি যে মুখে বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেন, তাহা হইতে চাতক সকল, যে মুখে সমুদায় দিঙ্‌মণ্ডল কবলিত প্রায় করিয়া, দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন তাহা হইতে তিত্তির সকল এবং যে মুখে সুরাপান করিতেন তাহা হইতে চটক ও শ্যেন সকল বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন সুরপতি বিগতসন্তাপ হইয়া, প্রফুল্ল হৃদয়ে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন; সূত্রধরও স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল।

এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্রহস্তে স্বীয় পুত্রের বিনাশ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রোষারুণ নেত্রে কহিলেন, আমার পুত্র দান্ত, ক্ষমাশীল, জিতেন্দ্রিয় ও নিয়ত তপোনুষ্ঠান-নিরত; দুরাত্মা ইন্দ্র অকৃতাপরাধে তাহারে সংহার করিয়াছে। অতএব আমি তাহার বিনাশার্থ বৃত্র নামক অন্য পুত্র উৎপাদন করিব। অদ্য সমুদায় লোক আমার তপোর বীর্য্য অবলোকন এবং ব্রহ্মবিদ্বেষী পাপাত্মা ইন্দ্রও ইহার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুক। তিনি এই কথা বলিয়া ক্রোধ-ভরে আচমন পূর্ব্বক অনলে আহুতি প্রদান করত ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুরকে উৎপাদন করিলেন। এবং কহিলেন, হে ইন্দ্র-শত্রো! তুমি আমার তপঃপ্রভাবে বর্দ্ধিত হও।

তখন সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ বৃত্রাসুর দেবলোক স্তব্ধীভূত করত বর্দ্ধিত হইতে লাগিল এবং প্রলয়কালীন প্রভাকর সদৃশ তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কহিল, তাত! আমারে কি করিতে হইবে, বলুন। ত্বষ্টা কহিলেন, তুমি ইন্দ্রকে সংহার কর। অনন্তর মহাবল বৃত্র ত্বষ্টার বচনানুসারে সত্বর সুরপুরে গমন করিয়া, ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এবং

রোষাবিষ্ট হইয়া, দেবরাজকে বদনগহ্বরে নিক্ষিপ্ত করিল। তখন দেবগণ সম্ভ্রান্ত হৃদয়ে তাহার সংহারমানসে জৃম্ভিকাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, সুররাজ স্বীয় শরীর সঙ্কোচ পূর্ব্বক বৃত্রের ব্যাদিত বদন হইতে সত্বর বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। তদ্দর্শনে অমরগণ পরম আহ্লাদিত হইলেন। জৃম্ভাও তদবধি লোকের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়া রহিল।

অনন্তর বৃত্র ও বাসবের পুনরায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, উভয়েই দীর্ঘকাল সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপ বৃত্র ত্বষ্টার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে দেবরাজ শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে সমর পরিহার পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণ হইলেন। এদিকে ত্বষ্টৃতেজে বিমোহিত দেবগণ নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া, মুনিগণ সমভিব্যাহারে মন্দর পর্ব্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রের নিকট সমাগত এবং বৃত্রবিনাশমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবান্ নারায়ণের আশ্রয়গ্রহণে সংকল্প করিলেন।

দশম অধ্যায়।

ইন্দ্র কহিলেন, হে অমরবৃন্দ! মহাবল বৃত্র সমুদায় জগৎ বিনিগৃহীত করিয়াছে; কিন্তু তাহারে বিনাশ করিতে পারি, আমার এমন কোন উপায় নাই। আমার পূর্ব্ব সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তোমাদের উপকারে আমার ক্ষমতা নাই। বৃত্রের তেজ, বল ও পরাক্রম অপরিমিত; কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি অসুর সকলেই তাহার কবলসাৎ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব এক্ষণে বিষ্ণুলোকে

গমন ও তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া, সেই দুর্দ্ধর্ষ বৃত্রাসুরের সংহার করাই সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প।

ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, সমবেত সমস্ত দেব ও ঋষিগণ বৃত্রাসুরভয়ে ভীত হইয়া, ত্রিভুবনশরণ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন; হে সুরবরোত্তম! সমুদায় দেবলোক ও চরাচর তোমার অধীন; দেব, মহাদেব ও সকল লোকেই তোমার উপাসনা করিয়া থাকে। তুমি পূর্ব্বে ত্রিবিক্রম প্রভাবে অসুরকুল সংহরণ, অমৃত আহরণ ও ত্রিভুবন আক্রমণ এবং বলিরে নিগৃহীত করিয়া, ইন্দ্রের সুররাজপদ পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলে। এক্ষণে আমাদিগকে বৃত্রভয়ে পরিত্রাণ কর। হে অসুরারে! সমুদায় জগৎ তাহার কবলসাৎ হইয়াছে।

বিষ্ণু কহিলেন, হে অমরগণ! তোমাদের মঙ্গল সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই জন্যই দুরাত্মা বৃত্রের নিধনোপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা গন্ধর্ব্ব ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে বৃত্রের আলয়ে গমন করিয়া, সামোপায় প্রয়োগ কর; আমি অলক্ষিত রূপে অস্ত্রপ্রবর বজ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হইব; তাহা হইলে দেবরাজ জয়লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা সত্বর গমনে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর।

তখন ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ বাসুদেবের আদেশানুরূপে বৃত্রের আলয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, চন্দ্রসূর্য্যরূপী মহাবল বৃত্রের তেজঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ প্রজ্বলিত ও সমুদায় লোক কবলিত প্রায় হইতেছে। ঋষিগণ তাহার সমীপ-দেশে গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে বীর! তুমি স্বীয় তেজে সমস্ত জগন্মণ্ডল ব্যাপ্ত ও পরিতপ্ত এবং ইন্দ্রের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছ; তথাপি তাঁহার

পরাজয়ে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে কেবল দেবাসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি প্রজা পীড়ন করিতেছ। অতএব ইন্দ্রের সহিত চিরকালবদ্ধ সন্ধি স্থাপন করিয়া, অনায়াসে সুখধাম স্বর্গধাম অধিকার কর।

তখন মহাতেজা বৃত্রাসুর ঋষিদিগকে প্রণাম পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধনবর্গ! তেজস্বিগণের মধ্যে পরস্পর প্রণয়বন্ধন কখনই সম্ভবপর নহে। আমরা উভয়েই তেজস্বী; অতএব পরস্পর সন্ধিস্থাপন নিতান্ত দুঃসাধ্য। ঋষিগণ কহিলেন, ভবিতব্য পরিহার পূর্ব্বক সাধুসমাগম পরিগ্রহ করিয়া, সাধুর সহিত অন্ততঃ একবারও মিলিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতগণ সাধুসহবাসকেই অর্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। লোকে সাধুসমাগম অমূল্য রত্ন স্বরূপ পরিগণিত। এইজন্যই সাধুগণ কুত্রাপি হিংসিত হন না। দেবরাজ যেরূপ সত্যবাদী, কলঙ্কশূন্য, ধার্ম্মিক ও সূক্ষ্মদর্শী, সেইরূপ সাধুগণের পূজনীয় ও মহাত্মাদিগের আশ্রয় স্বরূপ। অতএব তুমি বিশ্বস্ত হৃদয়ে তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত সন্ধি বন্ধন কর; কোনরূপে অন্যমত করিও না।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, মহাতেজা বৃত্র কহিল, হে তপোধনগণ! আপনারা আমার পূজনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু দেবতাদিগকে আমার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, তাঁহারা শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু, প্রস্তর বা কাষ্ঠ, অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা দিবা বা রাত্রিভাগে আমারে সংহার করিবেন না। এরূপ হইলে, আপনাদের বাক্যে সম্মত হইতে পারি। তখন ঋষিগণ তাহাই হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, বৃত্রাসুর পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

এদিকে পুরন্দর এইরূপ সন্ধিতে প্রীতি লাভ করিলেন

রটে; কিন্তু কি উপায়ে বৃত্র নিহত হইবে, সর্ব্বদা এই চিন্তায় তাহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা সন্ধ্যাকালে নিদারুণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে, সাগরকূলে বৃত্রাসুরকে নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন, ইহাই বৃত্রাসুরবিনাশের প্রকৃত সময়; ইহাতে ঋষিগণপ্রদত্ত বরের ব্যতিক্রম হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। ফলতঃ, অদ্য ইহারে প্রতারণা পূর্ব্বক বিনাশ করিলে আমার চিরমঙ্গললাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া তিনি নারায়ণস্মরণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, পর্ব্বতাকার ফেনরাশি সাগরসলিলে ভাসমান হইতেছে। তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই ফেনরাশি শুষ্ক, আর্দ্র বা অস্ত্র নয়; ইহা নিক্ষেপ করিলে, সর্ব্বস্বাপহারী বৃত্র অবশ্য নিহত হইবে। এই ভাবিয়া সেই ফেনরাশি বজ্রের সহিত নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ নারায়ণ তাহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বৃত্রাসুরকে সংহার করিলেন।

তখন দিক্‌সকল প্রসন্ন, প্রজাগণ আনন্দিত এবং দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, ভুজগ ও ঋষিগণ ইন্দ্রের নানাবিধ স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মৃদুমন্দ অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধর্ম্মজ্ঞ ইন্দ্র এইরূপে সর্ব্বভূতের নমস্কার লাভ ও সকলকে সান্ত্বনা করিয়া, অমরগণ সহিত সর্ব্বলোকপূজ্য বিষ্ণুর পূজা করিলেন।

মহারাজ! পূর্ব্বে ত্রিশিরা বধ নিবন্ধন ইন্দ্রের আত্মা ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার এই মিথ্যা প্রভাবে দূষিত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত পরিতপ্ত হইলেন। অনন্তর পাপ প্রভাবে বিচেতন হইয়া, জগতের প্রান্তবর্ত্তী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচেষ্টমান ভুজঙ্গের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাভয়ে

এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে, সমগ্র মেদিনীমণ্ডল পাদপশূন্য শুষ্ককাননে পর্য্যবসিত ও বিনষ্টপ্রায় হইল; নদী সকলের বেগ রুদ্ধ ও জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া গেল; সমুদায় জগৎ অরাজক ও উপদ্রবপূর্ণ এবং প্রজাগণ অনাবৃষ্টি নিবন্ধন নিতান্ত বিপন্ন হইল। দেবতা ও ঋষিগণও, না জানি কোন্ ব্যক্তি রাজা হইবে, ভাবিয়া নিতান্ত ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং দেবরাজবিরহে সুখধাম স্বর্গধামও তাঁহাদের নিতান্ত দুঃখময় বোধ হইতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়।

অনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ পিতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাতেজা, মহাযশা ও পরম ধার্ম্মিক নহুষরাজারে ইন্দ্রপদে বরণ করিবার পরামর্শ করিয়া, তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নররাজ! আপনি সুররাজ্যের ভার গ্রহণ করুন।

নহুষ কহিলেন, বলবান্ ব্যক্তিই রাজ্যভার গ্রহণ করিবে; দেবরাজ প্রবলপ্রভাবসম্পন্ন, আমি নিতান্ত দুর্ব্বল; আপনাদের ভারবহনে কদাচ সমর্থ হইব না

দেবতা ও ঋষিগণ কহিলেন, হে নরনাথ! আমরা নিতান্ত ভয়াভিভূত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদের তপঃপ্রভাবে স্বর্গরাজ্যে অধিরূঢ় হউন। দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ঋষি, পিতৃ ও অন্যান্য প্রাণিগণ আপনার দৃষ্টিপাতমাত্রেই হৃততেজ এবং আপনিও দুর্নিবার্য্য বলবীর্য্য সম্পন্ন হইবেন। অতএব আপনি ধর্ম্মানুসারে সকলের অধিপতিপদে অধিরোহণ পূর্ব্বক দেব ও ব্রহ্মর্ষিগণের রক্ষা করুন।

তখন রাজা নহুষ দেবরাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া, ধর্ম্মানুসারে সকলের শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা নহুষ সুদুর্লভ বর ও সুদুর্লভ দেবরাজ্য লাভ করিয়া, স্বীয় অভিলাষ পূরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন নন্দন কাননে, কখন কৈলাসে, কখন দেবোদ্যানে, কখন হিমালয়ে, কখন শ্বেতপর্ব্বতে, কখন মহেন্দ্রে, কখন মন্দরে, কখন সহ্য ও মলয়ে, কখন সাগরে, কখন সরোবরে অপ্সরা ও দেবকন্যাগণের সহিত হাস্যামোদে, কখন শ্রুতিসুখাবহ কথাবার্ত্তায় এবং কখন বা তানলয়বিশুদ্ধ মনোহর গীত বাদ্য শ্রবণে সুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন। বিশ্বাবসু, নারদ, গন্ধর্ব্ব, মূর্ত্তিমান্ ছয় ঋতু ও অপ্সরোগণ সর্ব্বদা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন। এবং মন্দ মন্দ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদা তাঁহার নিকট প্রবাহিত হইত। এই রূপে কিয়দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে, একদা পাপাত্মা নহুষ শচীরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, হে সদস্যগণ! আমি দেব ও নরলোকের একাধিপতি ইন্দ্র; অতএব শচী কি জন্য আমার পরিচর্য্যায় পরাঙ্মুখ। যাহা হউক, অদ্য তাঁহারে অবশ্যই আমার নিকট আগমন করিতে হইবে।

শচীদেবী নহুষবাক্য শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়া, বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে কুলগুরো! পাপাত্মা নহুষ আমার সতীত্বনাশে সমুৎসুক হইয়াছে; এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আমারে রক্ষা করুন। আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হয় না। আপনি পূর্ব্বে আমারে কহিয়াছিলেন, তুমি একপত্নী, সাধ্বী, ইন্দ্রের প্রিয়দয়িতা ও পরম সুখভাগিনী; কদাচ বৈধব্যদুঃখের পথবর্ত্তিনী হইবে না; স্বামীর পূর্ব্বেই পরলোক প্রাপ্ত হইবে। আজি যেন আপনার সেই সকল বাক্য অমোঘ হয়।

বৃহস্পতি কহিলেন, ভদ্রে! আমি কদাচ মিথ্যাবাক্য উচ্চারণ করি না; দেবরাজ অনতিকাল মধ্যেই তোমার নয়নগোচর হইবেন; নহুষ হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয়-সম্ভাবনা নাই।

মহারাজ! শচী এই রূপে বৃহস্পতির আশ্রয় লইয়াছেন শুনিয়া, রাজা নহুষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

দেবতা ও ঋষিগণ নহুষের ক্রোধোদ্রেক দর্শনে বিনীত বচনে কহিতে লাগিলেন, দেবরাজ! ক্রোধাবেগ সম্বরণ করুন। সুরাসুর ও মহোরগ প্রভৃতি যাবতীয় চরাচর আপনার ক্রোধে নিতান্ত ভীত ও বিত্রাসিত হইয়াছে। হে সুরপতে! প্রসন্ন হউন, ক্রোধ পরিহার করুন; ভবাদৃশ মহাত্মাগণ কখন ক্রোধবশে বিচলিত হন না। দেবগণ আপনার একান্ত বশীভূত; আপনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন; পরপত্নী শচীরে পরিহার পূর্ব্বক পরদারাভিমর্ষণ পাপে প্রতিনিবৃত্ত হউন।

নহুষ নিতান্ত কামার্ত্ত হইয়াছিলেন, অতএব বধিরের ন্যায় কহিলেন, হে অমরবৃন্দ! তোমাদের পূর্ব্বপতি ইন্দ্র যখন পূর্ব্বে অহল্যার স্বামিসত্ত্বেও সতীত্ব ভঙ্গ এবং অন্যান্য মহৎ পাপানুষ্ঠান করেন, তখন তোমরা কি জন্য তাঁহারে নিবর্ত্তিত কর নাই? যাহা হউক, শচী এক্ষণে আমার সন্নিহিত হইয়া, মদীয় মনোরথ পূর্ণ করিলেই, তাঁহার ও তোমাদের মঙ্গললাভ হইবে।

দেবগণ কহিলেন, হে সুরাধিপতে! প্রসন্ন হইয়া ক্রোধাবেগ সম্বরণ করুন। আমরা ইন্দ্রাণীরে আনয়ন করিয়া, আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব। অনন্তর তাঁহারা মুনিগণ সমভিব্যাহারে এই অশুভ সংবাদ প্রদানার্থ বৃহস্পতি ও শচীদেবীর সমীপে গমন করিলেন। ক্রমে বৃহস্পতিভবনে উপনীত হইয়া, তাঁহারে কহিলেন, হে সুরগুরো! ইন্দ্রাণী আপনার আশ্রয় গ্রহণ এবং আপনিও তাঁহারে অভয় প্রদান করিয়াছেন, ইহা আমরা অবগত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমরা ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত প্রার্থনা করিতেছি, শচীরে নহুষহস্তে প্রদান করুন। নহুষ দেবরাজ ইন্দ্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অতএব ইন্দ্রাণী তাঁহারে পতিত্বে বরণ করুন।

দেবগণ এইরূপ কহিলে, পতিদেবতা শচী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করত বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে কুলগুরো! আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনিই আমারে অভয় প্রদান করুন; নহুষের পত্নী হইতে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। বৃহস্পতি কহিলেন, হে সাধুচারিণি! আমি ধর্ম্মভীরু ও সত্যশীল ব্রাহ্মণ; কখনই এই কুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিব না; অতএব তুমি যখন আমার আশ্রয়ে আসিয়াছ, তখন তোমারে অবশ্যই রক্ষা করিব। বৃহস্পতি এই রূপে শচীরে আশ্বস্ত করিয়া, দেবগণকে কহিলেন, হে অমরবৃন্দ! আমি শচীরে কোন মতেই প্রদান করিতে পারিব না; তোমরা এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা শরণাগত পরিত্যাগ বিষয়ে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাগতকে শত্রুহস্তে পরিত্যাগ করে, তাহার ভাগ্যে বীজ যথাসময়ে অঙ্কুরোৎপাদন বা মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করে না; সে স্বয়ং শরণার্থী হইলেও কেহই তাহার রক্ষাবিধানে যত্নপর হয় না;

তাহার অন্নভোজনে কোন ফলসম্ভাবনা নাই; সে সবিশেষ যত্নবান্ হইলেও, নির্জীবরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে; দেবগণ তাহার হব্যগ্রহণে পরাঙ্মুখ ও পিতৃগণ সর্ব্বদা বিবদমান হন; তাহার প্রজা সকল অকালে কালকবলে নিপতিত হয় এবং ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহার উপরে বজ্রনিক্ষেপ করেন। হে অমরবর্গ! আমি ব্রহ্মার এই বাক্য সবিশেষ অবগত আছি; অতএব কিরূপে ইন্দ্রাণীরে পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে যাহাতে শচীর ও আমার শ্রেয়োলাভ হয়, আপনারা যত্ন পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠান করুন।

তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ এক বাক্যে কহিলেন, হে সুর-গুরো! আপনিই এ বিষয়ের সদ্যুক্তি প্রদান করুন।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অমরগণ! কাল বহুবিঘ্নকর; কালবশে বরমোহিত দুরাচার নহুষেরও বিঘ্ন হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রাণী এক্ষণে তাহার সমীপে গমন ও এই বলিয়া প্রার্থনা করুন যে, আমি আপনারে কিয়ৎকাল পরে বরণ করিব। তাহা হইলে আমাদের সকলেরই শ্রেয়োলাভ ও উপস্থিত বিপদ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

তখন দেবগণ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আপনার এই বাক্য যেরূপ উত্তম, সেইরূপ সকলেরই হিত-বিধায়ী। এক্ষণে ইন্দ্রাণীর সম্মতিলাভ করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সর্ব্বলোকহিতৈষী অগ্নিপ্রমুখ অমরগণ শচীরে কহি-লেন, হে সুরোত্তমে! সচরাচর সমুদায় জগৎ আপনারেই অবলম্বন করিয়া আছে; আপনি পতিদেবতা; দুরাত্মা নহুষ এই পাপাভিসন্ধিবশতঃ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে এবং ইন্দ্রও অচিরে স্বীয় রাজ্য লাভ করিবেন। এক্ষণে একবার অনুগ্রহ করিয়া, নহুষসমীপে গমন করুন।

পতিদেবতা শচী স্বীয় কার্য্যোদ্ধারার্থ দেবগণের বাক্যে

সম্মত হইয়া লজ্জাবনত বদনে নহুষের সম্মুখীন হইলেন। পাপাত্মা নহুষ কামবাণে জর্জরিত প্রায় হইয়াছিল। অতএব রূপযৌবনসম্পন্না শচীদেবীরে দর্শনমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইল।
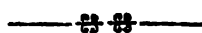
ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অনন্তর নহুষ কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি ত্রিলোকের অধীশ্বর ইন্দ্র; অতএব আমার মহিষী হও। পতিদেবতা পৌলমী নহুষের বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মারে প্রণাম করিয়া, বাতাহত কদলীর ন্যায় ভয়বিহ্বল কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষণদর্শন নহুষকে কহিতে লাগিলেন, হে অমরপতে! ইন্দ্র কোথায় গিয়াছেন ও তাঁহার কি হইয়াছে, আমি তাহার কিছুই জানি না। অতএব কিঞ্চিৎকাল অবসর প্রদান করুন, ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া, যদি কোন সংবাদ না পাই, তাহা হইলে আপনার নিকট উপস্থিত হইব; কোন মতে ইহার অন্যথা হইবে না।

ইন্দ্রাণী এইরূপ আপাতমধুর বাক্য প্রয়োগ করিলে, নরপতি নহুষ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, অয়ি শোভনে! আমি তোমার এই প্রস্তাবে কোনমতেই অসম্মত নহি। তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের অন্বেষণে গমন কর; আমি তোমার সত্যের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

তখন মনস্বিনী ইন্দ্রাণী বিদায় লইয়া, বৃহস্পতিসদনে সমাগত হইলেন। দেবগণ তাঁহারে কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া, একতান মনে ইন্দ্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর

সকলে একত্র হইয়া, বিষণ্ণ হৃদয়ে দেবদেব বিষ্ণুর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরসত্তম! সর্ব্বভূতের রক্ষা করেন বলিয়া আপনার নাম বিষ্ণু হইয়াছে; আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, এবং আপনিই সকলের প্রভু ও শ্রেষ্ঠ। বৃত্রাসুর আপনারই প্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছ। অতএব এক্ষণে ব্রহ্মবধপাপাভিভূত বাসবের মুক্তিলাভের উপায় বিধান করুন।

ভূতভাবন নারায়ণ দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! ইন্দ্র আমার উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই, ব্রহ্মহত্যার পাতকে পরিত্রাণ লাভ করিবেন এবং দুরাত্মা নহুষও স্বীয় দুষ্কৃতি নিবন্ধন অচিরাৎ শমনভূমি দর্শন করিবে। এক্ষণে তোমরা কিছু দিন অবহিত হইয়া অবস্থান কর।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ অমৃতায়মান শুভাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবগণ প্রহৃষ্ট হৃদয়ে ইন্দ্র সমীপে গমন করিয়া, তাঁহারে সমুদায় অবগত করিলেন। তখন দেবরাজ পাপপ্রক্ষালনবাসনায় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও সমাধান পূর্ব্বক বিভাগ ক্রমে নদী, পর্ব্বত, পৃথিবী, বৃক্ষ ও স্ত্রীজাতি এই পাঁচ স্থানে ব্রহ্মহত্যাপাতক সন্নিবেশিত করিলেন।

দেবরাজ এই রূপে পাপমুক্ত ও আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তেজোনিহন্তা নহুষ বরদান প্রভাবে নিতান্ত দুঃসহ ও স্বপদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন দেখিয়া, পুনরায় অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক সকলের অলক্ষিত রূপে সময়প্রতীক্ষায় নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে পতিব্রতা ইন্দ্রাণী তাঁহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা নাথ!

তুমি কোথায় গেলে! হে ধর্ম্ম! যদি আমি কখন দান, হুতাশনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের সন্তোষোৎপাদন বা সত্যের আদর করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন আমার সতীত্বের হানি না হয়। অয়ি উত্তরায়ণপ্রস্থিতে ভগবতি যামিনি! তুমি অতি পবিত্র; তোমারে নমস্কার। যেন আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয়। এই বলিয়া নিশাদেবীর উপাসনান্তে পাতিব্রত্য ও সত্যনিষ্ঠা নিবন্ধন উপশ্রুতি দেবীরে স্মরণ করিয়া কহিলেন, ভগবতি! অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমারে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে লইয়া চল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

অনন্তর রূপলাবণ্যসম্পন্না উপশ্রুতি সমাগত হইলে, ইন্দ্রাণী দর্শনমাত্র তাঁহার যথাবিধি পূজাবিধি সমাধানান্তে হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, দেবি! তুমি কে? আমি জানিতে বাসনা করি। উপশ্রুতি কহিলেন, শোভনে! আমি উপশ্রুতি, তুমি নিতান্ত পতিব্রতা, সত্যানুরাগশালিনী ও পরম নিয়মসম্পন্না। সেইজন্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আগমন করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; আইস, তোমারে বৃত্রাসুরনিহন্তা পুরন্দর সমীপে লইয়া যাই।

তখন সুররাজবল্লভা তাঁহার অনুগমন ক্রমে ক্রমে ক্রমে বিবিধ রমণীয় দেবারণ্য ও পর্ব্বত সমুদায় অতিবর্ত্তন পূর্ব্বক হিমালয়ের উত্তর পার্শ্বে উপনীত হইলেন। অনন্তর অপার অর্ণব সন্নিধানে লতা ও পাদপরাজি বিরাজিত মহাদ্বীপে গমন করিয়া দেখিলেন, শতযোজনবিস্তৃত এক

মনোহর সরোবর হংস ও সারসগণের কোলাহলে অনবরত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তথায় ভ্রমররাজিমুখরিত বিকসিত কমলসহস্রের মধ্যে এক শুভ্রবর্ণ সমুন্নতনাল নলিনী শোভা পাইতেছে। শচী উপশ্রুতি সমভিব্যাহারে সেই পদ্মের মৃণাল উদ্ভেদ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, সুর-রাজ বিষতন্তুর অন্তরে সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছেন। তখন তাঁহারাও সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের পূর্ব্বকর্ম্ম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্তব করিলে, পুরন্দর পরম পরি-তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মানিনি! তুমি কিজন্য আগমন করিয়াছ; আর আমার অবস্থিতিস্থানই বা কি রূপে জানিতে পারিলে? শচী কহিলেন, নাথ! প্রবলপ্রতাপ দুর্ম্মতি নহুষ ইন্দ্রত্বলাভে মদগর্ব্বিত হইয়া আমারে কহি-য়াছে, তুমি আমার ভার্য্যা হও। আমি তাহার সহিত সময় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি রক্ষা না করিলে, দুরাত্মা আমারে গ্রহণ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব আপনি মৃণালগর্ভ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া, বিক্রমসহকারে তাহারে বিনাশ ও স্বীয় পদ অধিকার করুন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সুরপতি প্রিয়তমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সত্যশীলে! রাজা নহুষ ঋষিগণের হব্য কব্যে নিতান্ত বর্দ্ধিত ও আমা অপেক্ষাও অধিক বলশালী হইয়াছে; অতএব এখন বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে

এক সদ্‌যুক্তি প্রদান করিতেছি, কাহার নিকট প্রকাশ না করিয়া, গোপনে তাহার অনুষ্ঠান করিও। সম্প্রতি নহুষ সমীপে গমন করিয়া কহিবে, মহারাজ! আপনি যদি ঋষি বাহ্য দিব্যযানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করেন,তাহা হইলে আমি সন্তুষ্টহৃদয়ে আপনারে বরণ করিব।

তখন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের বাক্যানুসারে নহুষ সমীপে গমন করিলেন। নহুষ তাঁহারে দর্শন করিয়া, সহাস্য আস্যে স্বাগত বাদসহকারে কহিলেন,বরবর্ণিনি! আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও অনুগত; এক্ষণে তোমার কি করিতে হইবে, বল। তুমি লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার মনোরথ সিদ্ধ ও আমারে বিশ্বাস কর। আমি সত্য বলিতেছি, আদেশমাত্রেই তোমার সকল বাক্য প্রতিপালন করিব। ইন্দ্রাণী কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকৃত সময় প্রতিপালনের কাল উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমি আপনারে পতিত্বে বরণ করিব। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সম্পাদন করিলে, নিশ্চয়ই আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিব। দেবরাজ ইন্দ্র হস্তী, অশ্ব ও রথ প্রভৃতি বিবিধ বাহনে গমন করিতেন। কিন্তু আপনারে ভগবান্ বিষ্ণু, রুদ্র, অসুর ও রাক্ষসগণের অদৃষ্টপূর্ব্ব এক অপূর্ব্ব বাহন অবধারণ করিতে হইবে। দৃষ্টিমাত্রেই আপনার বীর্য্য প্রভাবে সকলের তেজ অপহৃত হইয়া থাকে। আপনার সমক্ষে অবস্থিতি করা কাহার সাধ্য নহে। অতএব অসুর বা দেবগণের অনুকরণ করা আপনার উপযুক্ত নহে। সমবেত মহর্ষিগণ শিবিকা স্কন্ধে আপনারে বহন করুন; তাহা হইলে আমার মনোরথ সুসিদ্ধ হইবে।

সুররাজ নহুষ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে বরাননে! ঋষিগণকে বাহন করা অল্পবীর্য্যের কার্য্য নহে; ইহা অপূর্ব্ব বাহন সন্দেহ নাই।আর আমি

একমাত্র তোমারই অনুগত। অতএব এবিষয়ে আমার অন-ভিমতের সম্ভাবনা কি? তপস্যা, কালজ্ঞান ও সমুদায় জগৎ আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমার ক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ বা রাক্ষস কেহই আমার সমক্ষে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না। আমার একবার দৃষ্টিপাতেই সকলের তেজ সংহৃত হইয়া থাকে। অতএব আমি অবিলম্বেই তোমার এই বাক্য সম্পা-দন করিব। সপ্তর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ আমারে বহন করিবেন, সন্দেহ নাই। আজি তুমি আমার প্রভাব ও মাহাত্ম্য অবলো-কন কর।

এই বলিয়া বলগর্ব্বিত দুরাত্মা নহুষ নিয়মব্রতপরায়ণ মহর্ষিদিগকে বিমানে সংযোজিত করিয়া বহন করাইতে লাগিল। এদিকে ইন্দ্রাণী তাহার নিকট বিদায় লইয়া, বৃহ-স্পতি সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরসত্তম! নহুষ-কৃত সময় সম্মুখীন প্রায়। অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর দেবরাজের সন্ধান করুন। বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! দুরাত্মা নহুষ ঋষিদিগকে বাহন করিয়া, কালকবলের আসন্ন-তরবর্ত্তী হইয়াছে। তাহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। আমি এক্ষণে তাহার বিনাশের নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিতেছি, তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। দেবরাজ ইন্দ্র অবশ্যই দর্শনগোচর হইবেন, তোমার মঙ্গল হউক।

অনন্তর সুরাচার্য্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রাপ্তি উদ্দেশে অগ্নিপ্রজ্বালন পূর্ব্বক আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং অগ্নিকে আহ্বান করিয়া, ইন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ আদেশ প্রদান করিলেন। তখন হুতাশন মনোহর স্ত্রীবেশ ধারণ ও সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান পূর্ব্বক ক্ষণমধ্যেই দিক্‌দিগন্তর, পর্ব্বত, কান্তার এবং পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অনুসন্ধান করিয়া, পুনরায়

বৃহস্পতি সমীপে সমাগত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি দেবরাজকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না; সলিলপ্রবেশে ক্ষমতা নাই বলিয়া কেবল সেই স্থান অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। এক্ষণে, আর কি করিতে হইবে, বলুন। সুরাচার্য্য কহিলেন, হে হুতাশন! তোমারে অবশ্যই সলিলমধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। অগ্নি কহিলেন, সুরগুরো! জল হইতে অগ্নি, ব্রহ্মা হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ সমুৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু স্ব স্ব উদ্ভবক্ষেত্রে সংলগ্ন হইবা মাত্র তাহারা হৃততেজ হইয়া থাকে। অতএব আমি কখনই সলিলে প্রবেশ করিতে পারিব না। তাহা হইলে নিঃসন্দেহই বিনষ্ট হইব। আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম।

——০:০——

ষোড়শ অধ্যায়।

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অগ্নে! তুমি দেবগণের মুখস্বরূপ; তুমি হব্যবাহ; তুমি সাক্ষীর ন্যায় গূঢ় রূপে সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। কবিগণ তোমারে এক ও ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। হে হুতাশন! তুমি পরিত্যাগ করিলে, এই জগৎ সদ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। বিপ্রগণ তোমার নমস্কার প্রভাবে সস্ত্রীক ও সপুত্র স্বকর্ম্মবিজিত শাশ্বতী গতি লাভ করেন। হে অগ্নে! তুমি হব্যবাহ ও পরম হবিঃ; অধ্বরে যজ্ঞ ও সত্রানুষ্ঠান সহকারে তোমারই যজন করিয়া থাকে। তুমিই ত্রিভুবনের বিধাতা; আবার তুমিই উপযুক্ত অবসরে প্রজ্বলিত হইয়া, ইহা ধ্বংস কর। তুমিই সমুদায় ভুবনের

প্রসূতি ও প্রতিষ্ঠাতা। মনীষিগণ তোমারেই জলদ ও বিদ্যুৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হেতি সকল তোমা হইতেই নিক্রান্ত হইয়া, সমুদায় ভূত বহন করে। সলিল ও সমস্ত জগৎ একমাত্র তোমাতেই বিনিহিত আছে। ত্রিভুবনে তোমার অবিদিত কিছুই নাই। হে পাবক! সকলেই স্ব স্ব যোনি ভজনা করে। অতএব তুমি নির্ভীক হৃদয়ে সলিলে প্রবিষ্ট হও। আমি তোমারে সনাতন ব্রহ্মমন্ত্রে বর্দ্ধিত করিব।

বৃহস্পতি এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ হব্যবাহন পরম প্রীতিমান্ হইয়া, তাঁহারে মধুর বাক্যে কহিলেন,আমি সত্য বলিতেছি যে, ইন্দ্রের সন্ধান করিয়া দিব।

অনন্তর বহ্নি সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সমুদ্র ও পল্বল সকল অতিক্রম করিয়া, অবশেষে দেবরাজ প্রচ্ছন্নবেশে যে স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই সরোবরে উপনীত হইলেন। হে ভরতর্ষভ! তথায় পদ্ম সকল অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজ মৃণালমধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন। তখন ত্বরিত গমনে বৃহস্পতিসমীপে সমাগত হইয়া কহিলেন, দেবরাজ সূক্ষ্ম শরীরে বিষতন্তুগর্ত্ত আশ্রয় করিয়া আছেন। বৃহস্পতি শ্রবণমাত্র দেব, ঋষি ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত গমন করিয়া, পূর্ব্বকর্ম্ম সকল উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,হে বাসব! পূর্ব্বে মহাসুর নমুচি এবং শম্বর ও বলনামক প্রবল পরাক্রান্ত অসুরদ্বয় তোমারই হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি বিষ্ণুতেজবিবর্দ্ধিত সলিলফেন গ্রহণ করিয়া বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছ। এই দেখ, সমুদায় দেবর্ষি সমাগত হইয়াছেন। অতএব সত্বর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়া, স্বীয় সমৃদ্ধি বিস্তার কর। হে জগৎপতে! তুমি সর্ব্বভূতের শরণ্য ও পরম মাননীয়;

সংসারে কেহই তোমার সমকক্ষ নাই। হে ইন্দ্র! সমুদয় প্রাণী তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তুমিই দেবগণের মহিমা সংবিধান করিয়াছ। এক্ষণে দানবকুল সংহার ও স্বীয় বল আশ্রয় করিয়া, লোক সকল পরিত্রাণ ও পালন কর।

দেবরাজ বৃহস্পতি কর্ত্তৃক এইরূপ স্তূয়মান হইয়া, অল্পে অল্পে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব শরীর প্রাপ্তি ও বলাধান হইলে, গুরুদেব বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে সুর-সত্তম! মহাসুর ত্রিশিরা ও লোকবিপ্লাবক বৃত্র নিহত হইয়াছে; এক্ষণে আপনাদের আর কোন্ কার্য্য অবশিষ্ট আছে?

বৃহস্পতি কহিলেন, সুররাজ! মনুজবংশোদ্ভব নহুষ দেবর্ষিগণের প্রভাবে দেবরাজ্য অধিকার পূর্ব্বক আমাদিগের নিতান্ত বিঘ্ন করিতেছে।

ইন্দ্র কহিলেন, সুরগুরো! রাজা নহুষ কিরূপ তপোবীর্য্য-প্রভাবে সুদুর্লভ দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছে?

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! আপনি অন্তর্দ্ধান করিলে, দেবর্ষি, পিতৃ ও গন্ধর্ব্বগণ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া, নহুষসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক সকল লোকের রক্ষা করুন। নহুষ কহিলেন, আমি তেজোহীন হইয়াছি; তোমরা স্ব স্ব তপোবীর্য্য-বলে আমারে সংবর্দ্ধিত কর। তখন তাঁহারা তাঁহার তেজোবিধান করিলে, পাপমতি দেবরাজ্য গ্রহণ করিল। এক্ষণে সে মহর্ষিদিগকে শিবিকাবাহক করিয়া, ত্রিভুবন পর্য্যটন করিতেছে। আপনি সেই তেজোহর দৃষ্টিবিষ নহুষকে অবলোকন করেন নাই। দেবগণ তাহার ভয়ে ভীত হইয়া, গূঢ় রূপে বিচরণ পূর্ব্বক তাহার দর্শনপথ পরিহার করেন।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে

কুবের ও যম প্রভৃতি লোকপালগণ তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, হে ইন্দ্র! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি ত্রিশিরা ও বৃত্রাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং আমরাও ভাগ্যক্রমে আপনারে কুশলী ও অক্ষত অবলোকন করিলাম।

দেবরাজ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, হে লোকপালগণ! ক্রূরস্বভাব নহুষের পরাজয় বিষয়ে তোমাদিগকে আনুকূল্য করিতে হইবে।

লোকপালবর্গ কহিলেন, হে ইন্দ্র! আমরা দৃষ্টিবিষ ভীষণদর্শন নহুষের ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। আপনি তাহারে পরাজয় করিলে, আমাদের যজ্ঞাংশ লাভ হয়।

ইন্দ্র কহিলেন, আজি আমি তোমাদের সকলকে স্ব স্ব অধিকার প্রদান করিলাম। এক্ষণে পরস্পর মিলিত হইয়া, নহুষকে পরাজয় করিব।

অগ্নি কহিলেন, হে মহেন্দ্র! আমিও তোমাদের আনুকূল্য করিব; অতএব আমারে অংশ দান কর।

ইন্দ্র কহিলেন, হে হব্যবাহ! তুমি ঐন্দ্রাগ্ন্য নামে যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দেবরাজ কুবেরকে যক্ষ ও ধনাধিপতি পদে বরণানন্তর যমকে পিতৃগণের ও বরুণকে জলের আধিপত্য প্রদান করিয়া,নহুষের নিধনসাধনের উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

———০:০———

সপ্তদশ অধ্যায়।

এই রূপে তাঁহারা নহুষের বধোপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে মুনিনাথ অগস্ত্য তথায় আগমন পূর্ব্বক ইন্দ্রের

সৎকার করিয়া কহিলেন, সুররাজ! আজি সৌভাগ্যের আর পরিশেষ নাই; যেহেতু, পূর্ব্বে ত্রিশিরা ও বৃত্রাসুর নিহত এবং সম্প্রতি দুরাত্মা নহুষও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছে।

ইন্দ্র স্বাগতবাদ সহকারে কহিলেন, হে মহর্ষে! অদ্য আপনার দর্শনলাভে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল? এক্ষণে পাদ্য, অর্ঘ্য, মধুপর্ক ও আচমনীয় গ্রহণ করুন। তখন অগস্ত্য পূজাগ্রহণান্তে আসন পরিগ্রহ করিলে, দেবরাজ প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহারে কহিলেন, হে মহর্ষে! দুরাত্মা নহুষের স্বর্গভ্রংশবিবরণ যথাযথ কীর্ত্তন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন,হে সুররাজ! একদা কতকগুলি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি দুরাত্মা নহুষের শিবিকা বহন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া কহিলেন, হে বাসব! আপনি কি শাস্ত্রোক্ত গোপ্রোক্ষণ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করিয়া থাকেন? দুর্ব্বুদ্ধি নহুষ অহঙ্কার বশতঃ 'না' বলিয়া প্রত্যুত্তর করিল। ঋষিগণ তাহার সাহঙ্কার বাক্যে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, অধর্ম্মপ্রভাবে তোমার বুদ্ধি একান্ত বিদূষিত হইয়াছে; সেই জন্য ধর্ম্মে তোমার কিছুমাত্র আস্থা নাই। আমরা পূর্ব্বতন মহর্ষিগণের বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি।

দুরাচার নহুষ এই রূপে অধর্ম্মবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, আমার মস্তকে পদার্পণ করিবামাত্র তেজ ও শ্রীভ্রষ্ট হইল। তখন শঙ্কিত হৃদয়ে চিন্তাপরায়ণ হইলে, আমি কহিলাম, রে দুর্ব্বৃত্ত! তুমি পূর্ব্বতন দেবর্ষিগণের বাক্যে অনাদর করত তাঁহাদের অবমাননা, বিশুদ্ধ কার্য্যকলাপ দূষিত ও ব্রহ্মকল্প ঋষিদিগকে বাহন করিয়া, ইতস্তত বিচরণ করিতেছ এবং তমোগুণ প্রভাবে আমার মস্তকে পদার্পণ করিলে। এই অপরাধে তুমি পুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট এবং হতপ্রভাব হইলে।

এক্ষণে ভয়ঙ্কর অজগরমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক ধরাতলে গমন করিয়া, অযুত বৎসর স্বীয় দুষ্কৃতিদুঃখ সম্ভোগ কর। পরে শাপাবসানে পুনরায় স্বর্গে আগমন করিবে। সম্প্রতি পাপাত্মা অধঃপতিত হওয়াতে, ত্রিলোকী নিষ্কণ্টক হইয়াছে। অতএব আপনি স্বর্গরাজ্যে অধিরোহণ পূর্ব্বক ত্রিভুবন শাসন করুন।

তখন যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, অপ্‌সরা, সরিৎ, সাগর, ভূধর, দেবতা ও মহর্ষি প্রভৃতি সকলে পরম প্রহৃষ্ট হইয়া, ইন্দ্রের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, ভাগ্যক্রমে দুরাত্মা নহুষ অগস্ত্যের প্রভাবে স্বর্গচ্যুত ও সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে; এক্ষণে আপনি পরম সুখে নিঃসপত্ন দেবরাজ্য সম্ভোগ করুন।
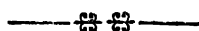
অষ্টাদশ অধ্যায়।

তখন বৃত্রাসুরনিহন্তা ইন্দ্র গজরাজ ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক অগ্নি, বৃহস্পতি, যম,বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবগণের সহিত পুনরায় ত্রিলোকমধ্যে আগমন করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর তিনি শচীসমভিব্যাহারে প্রীতি পূর্ব্বক প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলে, মহর্ষি অঙ্গিরা সমাগত হইয়া, অথর্ব্ববেদনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ সহকারে তাঁহার পূজা করিলেন। তখন দেবরাজ প্রফুল্ল হৃদয়ে তাঁহারে বরপ্রদান করিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি অথর্ব্বাঙ্গিরস নামে অথর্ব্ববেদে বিখ্যাত এবং সর্ব্বত্র যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর তিনি যথাবিধি অর্চ্চনা পূর্ব্বক

অঙ্গিরারে বিদায় করিলে, দেবগণ ঋষিদিগের পূজাসমাধানান্তে সানন্দ হৃদয়ে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ এই রূপে সস্ত্রীক দুঃখ ভোগ করিয়া, শত্রুনিধনবাসনায় অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। অতএব তুমি মহানুভব সোদরগণ ও মনস্বিনী ভার্য্যার সহিত ক্লেশভোগে অরণ্যবাস করিয়াছিলে বলিয়া দুঃখ বোধ করিবে না। তুমি বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক পুনরায় স্বীয় আধিপত্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। ব্রহ্মবিদূষক নহুষ যেরূপ অগস্ত্যশাপে স্বর্গচ্যুত হইয়াছে, তদ্রূপ কর্ণ প্রভৃতি তোমার শত্রুগণ সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তখন ভ্রাতৃগণ ও পত্নীর সহিত অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের একাধিপতিপদে অধিরোহণ করিবে।

হে ধর্ম্মনন্দন! সৈন্যসকল সমবেত হইলে, বিজয়েচ্ছু রাজা শত্রুবিজয় উপাখ্যান শ্রবণ করিবেন। এই জন্যই তোমার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। ইহা শ্রবণ করিলে জয় ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। হে ধর্ম্মরাজ! দুর্য্যোধনের পাপে ভীমার্জ্জুনের প্রভাবে ক্ষত্রিয়কুল অচিরাৎ নির্ম্মূল হইবে, সন্দেহ নাই। নিয়মানুসারে এই উপাখ্যান পাঠ করিলে, মনুষ্যের শত্রুভয় ও আপদ বিদূরিত এবং রূপ, দীর্ঘায়ু, সুখস্বচ্ছন্দ, স্বর্গ ও সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হইয়া থাকে। কুত্রাপি পরাভব হয় না।

শল্য এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির তাঁহার অর্চ্চনা পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনারে অবশ্যই কর্ণের সারথি হইতে হইবে। আপনি সেই সময়ে কর্ণের তেজঃ হরণ ও অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবেন।

শল্য কহিলেন, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব, সন্দেহ নাই। আর সাধ্যসত্ত্বে অন্যান্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানেও

পরাঙ্মুখ হইব না। এই বলিয়া তিনি পাণ্ডবগণের আমন্ত্রণানন্তর দুর্য্যোধনসমীপে গমন করিলেন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সাত্বতবীর সাত্যকি নানাদেশসমাগত বীরপুরুষগণের পরিঘ, যষ্টি, পাশ, মুদ্গর, তোমর, শূল, ভিন্দিপাল, পরশু, তলবার, খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি তৈলমার্জ্জিত প্রহরণপ্রভায় সমুদ্ভাসিত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরসমীপে আগমন করিলেন। তদীয় সৈন্যমণ্ডলী সুমার্জ্জিত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করাতে বিদ্যুদ্বলয়বিদ্যোতিত বারিদবিতানের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেই এক অক্ষৌহিণী সেনা যুধিষ্ঠিরের স্কন্ধাবারে প্রবেশ পূর্ব্বক সাগরপতিত নদীর ন্যায় অন্তর্হিত হইল। অনন্তর চীনদেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু ও মগধদেশাধিপতি জরাসন্ধতনয় জয়ৎসেন প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলে, মহারথ পাণ্ড্য সাগরান্তবাসী অসংখ্য সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজের স্কন্ধাবার অসংখ্য সেনা সমাগমে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিল। তদনন্তর মহারাজ দ্রুপদ স্বীয় মহারথ পুত্রগণ ও বিবিধদেশবাসী বীরপুরুষগণ এবং মহাবল বিরাট পর্ব্বতীয় রাজগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলেন। এই রূপে বিবিধজনপদসমাগত নরপতিগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামবাসনায় স্ব স্ব বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে, যুধিষ্ঠিরের

সপ্ত অক্ষৌহিণীসেনা সংগৃহীত হইল দেখিয়া, পাণ্ডবগণ অপর্য্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলেন।

এদিকে মহাবল ভগদত্ত অক্ষৌহিণীসেনা সমভিব্যাহারে দুর্য্যোধনসমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিরতিশয় সন্তোষোৎপাদন করিলেন। সুবর্ণভূষিত বহুসংখ্যক চীন ও কিরাতগণ তাঁহার সহিত আগমন করিল। তাঁহার সৈন্যমণ্ডলী কর্ণিকারবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ ভূরিশ্রবা ও শল্য; ভোজ, অন্ধক ও কুকুরগণ বেষ্টিত হার্দ্দিক্য ও কৃতবর্ম্মা স্ব স্ব অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন করিলে, দুর্য্যোধনের সৈন্যমণ্ডলী সেই সমস্ত বনমালাবিভূষিত বীর পুরুষে পরিব্যাপ্ত হইয়া, মত্ত মাতঙ্গযূথ সমাকীর্ণ অরণ্যের ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর জয়দ্রথপ্রমুখ সিন্ধুসৌবীরদেশীয় মহীপালগণ বায়ুবেগবিকম্পিত বহুরূপ বারিদবৃন্দের ন্যায় এক অক্ষৌহিণী সেনা; কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী শক ও যবন সৈন্য, মাহিষ্মতীপতি মহাবল নীল প্রবল পরাক্রান্ত দক্ষিণাপথনিবাসী সেনাসমূহ, অবন্তীদেশীয় ভূপালযুগল অক্ষৌহিণীদ্বয় এবং কেকয়দেশনিবাসী পঞ্চ সহোদর এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া, কুরুরাজসমীপে আগমন করিলেন। তখন পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামাভিলাষী দুর্য্যোধনের সৈন্যমণ্ডলী একাদশ অক্ষৌহিণী সংখ্যায় উপনীত হইল।

এই রূপে বহুলধ্বজপতাকাসমন্বিত সৈন্যগণ সমবেত হইলে, হস্তিনা স্থানশূন্য প্রায় হইল। তখন তাহারা তথা হইতে অহিচ্ছত্র, কালকূট, গঙ্গাকূল, বাটধান, বারুণ, মরুভূমি, রোহিতকারণ্য, কুরুজাঙ্গল, পঞ্চনদ ও যামুন পর্ব্বত প্রভৃতি ধনধান্যবহুল সুবিস্তৃত প্রদেশে গমন পূর্ব্বক

বাস করিতে লাগিল। দ্রুপদরাজের পুরোহিত সেই অসংখ্য কুরুসৈন্য সন্দর্শন পূর্ব্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

সেনোদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।
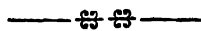
সঞ্জয়যান পর্ব্বাধ্যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে পাঞ্চাল-রাজের পুরোহিত কৌরবগণ সমীপে উপনীত হইলে, ধৃত-রাষ্ট্র, ভীষ্ম ও বিদুর তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন। তখন তিনি সমস্ত কুশলবার্ত্তা বিজ্ঞাপন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়া, পরে সমুদয় সেনানায়ক সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে মহানুভবগণ! আপনারা সমস্ত সনাতন রাজধর্ম্মের বিষয় অবগত আছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রসঙ্গবশতঃ আমি কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে কৌরবগণ! ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু উভয়ে এক জনের সন্তান; সুতরাং পৈতৃক ধনে তাঁহাদের উভয়েরই সমান অধিকার; এ অবস্থায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পৈতৃক ধনে অধিকারী হইলেন আর পাণ্ডবগণ তাহাতে বঞ্চিত রহিলেন, ইহার কারণ কি?

আপনারা অবগত আছেন, পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্র পৈতৃক ধন গোপন করিয়া, পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্রেরা পাণ্ডবগণের প্রাণসংহারার্থ প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিল; কিন্তু কোন রূপেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ শকুনির সাহায্যে ছল দ্বারা তাঁহাদের

বর্দ্ধিত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। সভামধ্যে তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী দ্রুপদাত্মজাকে নিগৃহীত ও ত্রয়োদশ বর্ষ মহারণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন এবং তাঁহারা অরণ্য বাসে যে সমস্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও বিরাটভবনে গর্ভগত জীবের ন্যায় যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহা আপনারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তথাপি সেই নরপুঙ্গবগণ ধার্ত্তরাষ্ট্রকৃত সমুদয় অপরাধ বিস্মৃত হইয়া সন্ধি স্থাপনে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন।

এই সমস্ত সুহৃদ্‌গণ উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত হইলেন। এক্ষণে আপনারা দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনা করুন। মহাবীর পাণ্ডবগণ কৌরবগণের সহিত বিরোধ করিতে কখন ইচ্ছুক নহেন; অবিরোধে রাজ্য লাভ করিতে পারেন ইহাই তাঁহাদের নিতান্ত অভিলাষ। কিন্তু দুর্য্যোধনের প্রকৃতি সেরূপ নহে, তিনি বিগ্রহবিষয়েই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি কি নিমিত্ত সমর বাসনা করিতেছেন, বলিতে পারি না। সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ধর্ম্মরাজের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং তাহারা কৌরবগণের সহিত সমরবাসনায় অনুক্ষণ তাঁহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে; সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সহস্র অক্ষৌহিণীর সমকক্ষ; মহাবাহু ধনঞ্জয়ও আপনাদিগের এই একাদশ অক্ষৌহিণী অপেক্ষা ন্যূন নহেন। যেরূপ কিরীটী এই সমস্ত সৈন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা বাসুদেবও তদনুরূপ। অতএব সৈন্যের বহুলতা, সব্যসাচীর পরাক্রম ও বাসুদেবের বুদ্ধিমত্তা বিবেচনা করিয়া আর কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারে? হে ভূপালগণ! আপনারা বিরোধবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণের দাতব্য বিষয় প্রদান করুন; উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিবেন না।

একবিংশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধীমান্ ভীষ্ম পুরোহিত মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহার যথাযোগ্য সম্ভাষণ করত কহিলেন, হে ভগবন্! ভাগ্যবলে পাণ্ডবেরা দামোদরের সহিত কুশলে আছেন, ভাগ্যবলেই তাঁহারা সহায়বান্ হইয়া ধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছেন, ভাগ্যবলেই তাঁহারা বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি করণে অভিলাষী হইয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিলেন, সমুদয়ই সত্য সন্দেহ নাই; কিন্তু ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে আপনার বাক্য অতিশয় কঠোর বোধ হইতেছে পাণ্ডবগণ অরণ্যে বহুতর ক্লেশ সহ্য করিয়া, এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক ধনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। মহারথ কিরীটী ও অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ। সংগ্রামে ধনঞ্জয়কে পরাজিত করিতে পারে এমন কেহই নাই। অন্যান্য ধনুর্দ্ধারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। ভীষ্ম এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় কর্ণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পূর্ব্বক তদীয় বাক্যে অনাদর প্রকাশ করত দুর্য্যোধনের মুখাবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে শকুনি রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যানুসারে দ্যূতক্রীড়া করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করেন। তদনুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরও বনে গমন করিয়াছিলেন; ত্রিলোক মধ্যে একথা কাহারও অবিদিত নাই। সুতরাং আমরা এ বিষয় আর বারম্বার উল্লেখ করিব না। তিনি এক্ষণে সেই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া, মৎস্য ও পাঞ্চালগণের সাহায্য গ্রহণ করত মূর্খের ন্যায়

পৈতৃক রাজ্যের অভিলাষ করিতেছেন। রাজা দুর্য্যোধন ধর্ম্মানুসারে শত্রুকেও সমস্ত রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু ভয় প্রদর্শন করিলে, একপদ ভূমিও প্রদান করিতে পারেন না। অতএব যদি তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য অভিলাষ করেন, তাহা হইলে অরণ্যবাস আশ্রয় করত প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালন করুন। পরে দুর্য্যোধনের অঙ্কে নির্ভয়ে বাস করিবেন। মূর্খতা নিবন্ধন অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এইরূপ ধর্ম্মানুগত ব্যবহার করুন। আর যদি তাঁহারা ধর্ম্মপথ পরিহার পূর্ব্বক নিতান্তই যুদ্ধের অভিলাষ করেন; তাহা হইলে, রণস্থলে কৌরবগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আমার বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি বাক্যে সাতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ বটে, কিন্তু পার্থ যুদ্ধে যে একাকী ছয় রথীকে পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা তোমার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, আমরা যদি তাহা না করি, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদিগকে সমরাঙ্গনে পাংশুজাল ভক্ষণ করিতে হইবে।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মবাক্যে অনুমোদন ও তাঁহাকে প্রসন্ন করত কর্ণকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যাহা বলিলেন, তাহা আমাদিগের ও পাণ্ডবগণের হিতকর ও সমস্ত জগতের পরম শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আমি পাণ্ডবগণসমীপে সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব। তিনি অদ্যই পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করুন। তদনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই ব্রাহ্মণের সৎকার করিয়া, পাণ্ডবগণ সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সভামধ্যে সঞ্জয়কে আহ্বান করত কহিতে লাগিলেন।—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে সঞ্জয়! শুনিয়াছি, পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং ভাগ্যক্রমে তুমিও উপযুক্ত সময়ে এখানে আগমন করিয়াছ; অতএব এক্ষণে অবিলম্বে বিরাটরাজধানীতে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করিয়া, অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে অর্চ্চনা করত সকলকে আমাদের কুশলবার্ত্তা কহিবে এবং বলিবে, হে বৎসগণ! তোমরা অরণ্যবাসক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া, কুশলে আগমন করিয়াছ ত? দেখ, পাণ্ডবেরা পরোপকারী, অকপট ও সাধু; আমি কখন তাঁহাদিগের মিথ্যা ব্যবহার দৃষ্টি করি নাই। তাঁহারা স্বীয় বীর্য্যবলে উপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আমি নিয়ত অন্বেষণ করিয়াও পৃথাপুত্রগণের কোনপ্রকার দোষ দর্শন করি নাই। অতএব আমি কোন রূপেই তাঁহাদিগের নিন্দা করিতে পারি না। তাঁহারা ধর্ম্মার্থের উদ্দেশে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কামপরতন্ত্র হইয়া সুখ বা অন্য কোনপ্রকার প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। তাহাঁরা ধৈর্য্য ও প্রজ্ঞাবলে শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ এবং প্রমাদ এই সকলকে পরাজয় করিয়া, কেবল ধর্ম্ম সঞ্চয় প্রতি যত্ন প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহারা উপযুক্ত অবসরে মিত্রগণকে ধনদান করিতে কদাচ ক্রুটি করেন না। তাঁহারা যে যেরূপ সম্মানার্হ তাহার সেইরূপ সম্মান রক্ষা ও তাহাকে তদনুরূপ অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন।

পাপমতি দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন ও নীচাশয় কর্ণ ব্যতীত

অন্য কোন ব্যক্তিই সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে না। কেবল ইহারাই সেই মহাত্মাগণের ক্রোধ বর্দ্ধন করিয়াছে। দুর্য্যোধনের বীর্য্যমাত্র সার। সে সাতিশয় সুখাভিলাষী ও বালক; কেবল স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা দোষেই পাণ্ডবগণের অংশ হরণ করা অনায়াসসাধ্য মনে করিতেছে। অর্জ্জুন, কেশব, বৃকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব এবং সৃঞ্জয়গণ যে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের অনুগামী, যুদ্ধের পূর্ব্বেই তাহাকে উপযুক্ত অংশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। একাকী গাণ্ডীবকোদণ্ড-ধারী সব্যসাচীই এই মেদিনীমণ্ডল পরিচালিত করিতে পারে। এবং সমরে ত্রিলোকেশ্বর অদ্বিতীয় জয়শীল মহাত্মা বাসুদেবের সম্মুখীন হইতে পারে এমনও কেহই নাই। যিনি পতঙ্গকুলের ন্যায় শীঘ্রগামী, গম্ভীরনিস্বনবিশিষ্ট শরসমূহ বর্ষণ করেন, যিনি এক রথে সমস্ত উত্তর দিক্ ও উত্তর কুরুগণকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগের সম্পত্তি সকল অপহরণ করিয়াছিলেন; যিনি দ্রাবিড়দেশীয় লোকদিগকে পরাজিত করত স্বীয় সেনাদলের অন্তর্গত করিয়াছিলেন ও খাণ্ডব-প্রস্থে পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া, হুতাশনের তৃপ্তিসাধন করত পাণ্ডবগণের যশোবর্দ্ধন করিয়াছিলেন; কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হয়?

এক্ষণে ভীমের সদৃশ গদাযোদ্ধা ও গজারোহী আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। রথারোহণেও ভীম অর্জ্জুন অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহেন; এবং বাহুবলে দশসহস্র মত্ত-হস্তীর সদৃশ। অতএব তাদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত ক্রোধপরায়ণ সুশিক্ষিত তেজস্বী পুরুষের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিলে, আমাদের পক্ষীয় সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যেমন শ্যেনযুগল অন্য পক্ষী-

দিগকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত সদাশয় মহাবল লঘুহস্ত মাদ্রীতনয়েরা অনায়াসে অরাতিকুল ক্ষয় করিতে পারেন। যদিও আমাদিগের দল সর্ব্বাংশে পূর্ণ হইয়াছে বটে, কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত তুলনা করিলে, অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডবেরাও বহুল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। দেখ, অমিততেজা পাঞ্চালরাজনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। শুনিয়াছি তিনি ভৃত্যামাত্যের সহিত সংগ্রাম করত পাণ্ডবগণের উপকার সাধন করিবেন। বিশেষতঃ অসীমপ্রভাবশালী বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহার সৈন্যের অগ্রণী হইয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে?

পাণ্ডবগণ মৎস্যরাজের আবাসে বাস করাতে তিনি তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহারা পিতাপুত্রে যুধিষ্ঠিরকে সাতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন; সুতরাং কার্য্যকালে তাঁহারা পাণ্ডবগণের প্রয়োজনসাধনার্থ বিশেষ যত্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহাবল কৈকেয়গণ পঞ্চভ্রাতা পূর্ব্বে আমাদিগের পক্ষে ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কৈকেয়দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অবধি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যলাভকামপর পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাভিন্ন পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রধান প্রধান ভূপালগণ পাণ্ডবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মরাজের প্রতি সাতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন। শুনিয়াছি, সেই সকল বীরগণ শূর, মহাবল পরাক্রান্ত এবং মাননীয়; তাঁহারা প্রীতি সহকারে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পর্ব্বত ও দুর্গবাসী, সমাজস্থ ও সৎকুলজাত বৃদ্ধ যোধগণ এবং নানাবিধ আয়ুধধারী, বীর্য্যশালী ম্লেচ্ছগণ সমাগত হইয়া, পাণ্ডবকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। সমরে দেবরাজ সদৃশ

অপ্রতিমবীর্য্যশালী মহাত্মা পাণ্ড্যরাজও সমরদক্ষ বহুতর বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, পাণ্ডবকার্য্যার্থে সমাগত হইয়াছেন। শুনিতে পাই, যিনি দ্রোণ, অর্জ্জুন, বাসুদেব, কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মের নিকট হইতে অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছেন, লোকে যাঁহাকে বাসুদেবের তনয় প্রদ্যুম্নের তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন, সেই মহাবীর সাত্যকি পাণ্ডবগণের অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। চেদি ও করূষক ভূপালগণ সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে আশ্রয় করিয়াছেন। ইহাঁরা পূর্ব্বে যখন রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে চেদিরাজকে সূর্য্যের ন্যায় উত্তাপপ্রদ ও শোভাসম্পন্ন অবলোকন এবং পৃথিবী মধ্যে ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য ও সমরে দুর্দ্ধর্ষ বিবেচনা করিয়া কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করত তাঁহাকে ধর্ষিত করিয়াছিলেন। এবং করূষরাজ প্রভৃতি ভূপতিগণ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা শার্দ্দূল সদৃশ কৃষ্ণকে রথারূঢ় অবলোকন করত চেদিরাজকে পরিত্যাগ করিয়া,ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলে,তিনি অনায়াসে সেই শিশুপালের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ ও মান বর্দ্ধন করিলেন।

এক্ষণে সেই বাসুদেব পাণ্ডবগণের রক্ষা বিধান করিতেছেন। অতএব জয়াভিলাষী কোন্ শত্রু দ্বৈরথ যুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে। হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা আমি অবগত আছি; নিরন্তর তাঁহার কার্য্য স্মরণ করিয়া আমি শান্তিলাভে সমর্থ হইতেছি না। কৃষ্ণ যাহাদিগের অগ্রণী হন, কোন ব্যক্তিই তাহাদের প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন এক রথে সমবেত হইবেন শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। মূঢ়মতি দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের

সহিত যদি সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হয়, তাহা হইলেই শ্রেয়ঃ; নচেৎ দৈত্যদলনকারী মহেন্দ্রের ন্যায় তাঁহারা সমস্ত কৌরবগণকে ক্ষয় করিবেন, সন্দেহ নাই। হে সঞ্জয়! আমি অর্জ্জুনকে পুরন্দর ও বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণকে বিষ্ণু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। ধার্ম্মিকপ্রবর বলবান্ মনস্বী অজাতশত্রু কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি রুষ্ট হইলে, অনায়াসে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্য সমস্ত দগ্ধ করিতে পারেন।

হে সূতপুত্র! আমি রোষাবিষ্ট রাজা যুধিষ্ঠির হইতে যাদৃশ ভীত হইয়া থাকি; বাসুদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল বা সহদেব হইতে তাদৃশ ভীত হইতেছি না। যুধিষ্ঠির মহাতপা ও ব্রহ্মচর্য্যসম্পন্ন, সুতরাং তাঁহার মানসিক সঙ্কল্প সকল অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে সঞ্জয়! আমি তাঁহার ক্রোধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা বিবেচনা করিয়া অদ্য সাতিশয় ভীত হইতেছি। তুমি রথে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র পাঞ্চালরাজের সেনানিবেশে গমন করিয়া, প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে পুনঃ পুনঃ যুধিষ্ঠিরের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। এবং মহাবীর্য্যশালী জনার্দ্দন সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করত কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সহিত শান্তিবিধানে অভিলাষী হইয়াছেন। কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের আত্মার সদৃশ প্রিয়পাত্র এবং সতত তাঁহাদিগের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। অতএব কুন্তীপুত্র ধর্ম্মরাজ কদাচ তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিবেন না। পরে অন্যান্য পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, বিরাট ও দ্রৌপদেয়দিগকে কহিবে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। পশ্চাৎ তৎকালোচিত যে সকল বাক্য হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিবে ও যাহাতে সমরানল প্রজ্বলিত না হয়, রাজগণসমীপে তাহাই কহিবে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অমিততেজা পাণ্ডবগণের দর্শনার্থ বিরাটনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া ধর্ম্মরাজসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি অভিবাদন ও সম্ভাষণ করিলেন।

তখন সূতপুত্র সঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি ভাগ্যবলে আপনাকে সহায়বান্, সুস্থকায় ও মহেন্দ্র সদৃশ অবলোকন করিলাম। মনীষী বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার দ্বারা আপনাকে অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে ভারত! পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ভীমসেন, ধনঞ্জয়, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ইহাঁরা সকলে কুশলে আছেন ত? আপনি নিয়ত যাঁহার প্রিয়কামনা করিয়া থাকেন, সেই মনস্বিনী সত্যব্রতা বীরপুত্রী রাজতনয়া দ্রৌপদী ও কুশলে আছেন ত?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গবল্গণনন্দন! তুমি সুখে আগমন করিয়াছ ত? তোমাকে দর্শন করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিলাম। হে বিদ্বন্! তোমার অনাময় প্রশ্ন স্বীকার পূর্ব্বক কহিতেছি, আমরা পুত্র কলত্রাদির সহিত সকলে কুশলে আছি। হে সঞ্জয়! বহুকালের পর অদ্য কুরুবৃদ্ধ মহারাজের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ ও তোমাকে দর্শন করিয়া, অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হওয়াতে, বিবেচনা করিতেছি যেন সাক্ষাৎ নরেন্দ্রকেই দর্শন করিলাম। হে তাত! আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহ মনস্বী মহাপ্রাজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মোপন্ন

কুরুপ্রধান ভীষ্ম কুশলে আছেন ত? আমাদিগের প্রতি ইহাঁর পূর্ব্ব স্নেহের ব্যতিক্রম হয় নাই ত? হে সূত! বিচিত্র-বীর্য্যতনয় মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র সপুত্রে কুশলে আছেন ত? প্রতীপ-নন্দন মহারাজ বাহ্লিক ত কুশলে আছেন? সোমদত্ত, ভূরি-শ্রবা, সত্যসন্ধ, শল্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহারথগণ ত নির্ব্বিঘ্নে আছেন? হে সঞ্জয়! পৃথিবী মধ্যে যাঁহারা ধনুর্দ্ধরপ্রধান, তাঁহারা কুরুগণের মঙ্গল বাসনা করিতেছেন ত? শীলসম্পন্ন মহাধনুর্দ্ধর দর্শনীয় দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা যাঁহাদিগের নিকট বাস করিতেছেন, সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণ সম্মান লাভ করিতেছেন ত? তাঁহারা সকলে নিরোগী আছেন ত? হে তাত! বৈশ্যাগর্ব্ভজাত মহাপ্রাজ্ঞ যুযুৎসু ত কুশলে আছেন? মন্দবুদ্ধি সুযোধন যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই অমাত্য কর্ণ মঙ্গলে আছেন ত? হে সূত! ভারতগণের বৃদ্ধা জননী, দাসভার্য্যা, ভগিনী, বধূ, পাচিকা প্রভৃতি রমণীগণ এবং পুত্র, দৌহিত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতি বালক সকল ত সচ্ছন্দে আছে? হে তাত! রাজা ধৃত-রাষ্ট্র ব্রাহ্মণদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ত? দ্বিজাতিগণের প্রতি আমাদিগের যেরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত আছে; ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাহার উচ্ছেদ করেন নাই ত? ব্রাহ্মণদিগের কোনপ্রকার অতিক্রম হইলে, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের সহিত তাহা উপেক্ষা করেন না ত? এবং সাক্ষাৎ স্বর্গের বর্ত্মস্বরূপ তাঁহাদের নিয়তবৃত্তির প্রতি অশ্রদ্ধা করেন না ত? প্রজাগণের শুভাশুভ কর্ম্ম প্রকাশার্থ বিধাতা ব্রাহ্মণ রূপ উত্তম জ্যোতিঃপদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, অত-এব মন্দমতি কৌরবগণ যদি তাঁহাদিগের বৃত্তির বিঘ্ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হইবে।

হে সঞ্জয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ অমাত্যবর্গের কৃতাকৃত ব্যবহার সকল অবগত হইয়া থাকেন ত? সুহৃদ্ রূপধারী শত্রু সকল ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক ভেদ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে না ত? হে তাত! সেই কৌরবগণ সকলেই পাণ্ডবদিগের কোনপ্রকার পাপের কথা জল্পনা করিতেছেন না ত? মহাবীর্য্যশালী অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরা ত আমাদিগের পাপ প্রসঙ্গ করেন না? কৌরবগণ সকলে সমবেত হইয়া, পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন ত? তাঁহারা যোধদিগকে সমবেত দেখিয়া, সংগ্রামনায়ক ধনঞ্জয়ের কার্য্য এবং জলধরনির্ঘোষ সদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি স্মরণ করিয়া থাকেন ত?

আমি মহাবীর অর্জ্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর দৃষ্টিগোচর করি নাই। তিনি সুবর্ণপুঙ্খযুক্ত সুশাণিত একষষ্টি সুতীক্ষ্ণ শর এক কালে নিক্ষেপ করিতে পারেন। গদাপাণি ভীমসেন মহারণ্যে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় সমরমধ্যে শত্রুগণকে ভীত ও কম্পিত করত বিচরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন ত? মাদ্রীতনয় সহদেব বাম ও দক্ষিণ হস্তে অনবরত শর নিক্ষেপ করিয়া, কলিঙ্গদিগকে পরাজয় করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন ত? হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে তোমার সাক্ষাতে যিনি শিবি ও ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত গমন এবং সমস্ত পশ্চিম দিগ্‌বিভাগ বশীভূত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি সেই নকুলকে স্মরণ করিয়া থাকেন? ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ঘোষযাত্রায় গমন করিয়া, দুর্ম্মন্ত্রণা বশত দ্বৈতবনে যে পরাভূত হইয়াছিল এবং তৎকালে ভীম ও অর্জ্জুন শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগকে যে মোচন করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? আমি সেই স্থানে অর্জ্জুনের পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলাম। ভীম-

সেন নকুল সহদেবের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহারা স্মরণ করিয়া থাকেন? যখন আমরা ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনকে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিয়াও বশীভূত করিতে পারিলাম না, তখন নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ইহলোকে সৎকর্ম্ম দ্বারা কাহাকেও বশীভূত করা যায় না।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডবরাজ! আপনি যে সকল কুরু ও কুরুশ্রেষ্ঠগণের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। সাধু ও অসাধু উভয়-প্রকার লোকই দুর্য্যোধনের নিকট সুহৃদ্ ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রিপুগণকেও দান করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহারা কি প্রকারে ব্রাহ্মণের বৃত্তি লোপ করিবেন। আপনারা কৌরবগণের কখন অহিতাচরণ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি আপনাদের হিংসাপ্রবৃত্তি থাকা নিতান্ত অসম্ভব। আপনারা সাধুচরিত্র, অতএব ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণ আপনাদিগের দ্বেষ করিলে, অসাধু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। হে অজাতশত্রো! রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধে অনুমোদন করিতেছেন না; প্রত্যুত পুত্রগণের অনদাচরণনিবন্ধন অত্যন্ত তাপিত হইয়াছেন। কারণ মিত্র-দ্রোহ যে মহাপাতক অপেক্ষা গুরুতর ইহা ব্রাহ্মণগণের নিকট সর্ব্বদাই শ্রবণ করিতেছেন। হে নররাজ! কৌরবগণ যোধনায়ক অর্জ্জুন, গদাহস্ত ভীমসেন, মহারথ নকুল ও সহদেব এবং আপনাকে স্মরণ করত মনে মনে সাতিশয়

অনুতাপ করিতেছেন। আপনারা পরম ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও যখন তাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন ভাবী ঘটনা পুরুষের নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ, অভিপ্রেতসিদ্ধির উদ্দেশে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা ইন্দ্রতুল্য পাণ্ডবগণের উচিত নহে। সৃঞ্জয় ও অন্যান্য রাজগণ সকলে সমবেত হইয়া, সন্ধিস্থাপনে যত্নশীল হউন। এবং আপনার পিতৃব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র গত রজনীতে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, আপনারা পুত্র ও অমাত্যের সহিত সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ, সৃঞ্জয়গণ, বাসুদেব, যুযুধান এবং বিরাট সকলে এখানে আগমন করিয়াছেন, অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমাকে কি আদেশ করিয়াছেন বল।

সঞ্জয় কহিলেন, আমি কৌরবগণের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনার্থ বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, যুযুধান, চেকিতান, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং আপনাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতেছি, সকলে শ্রবণ করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্ধিপক্ষে সত্বর হইয়া, আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা তাহাতে অনুমোদন করুন। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা মৃদুতা, সরলতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণসম্পন্ন, কুলীন, অনৃশংস, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ ও সকল কর্ম্মাভিজ্ঞ; অতএব ঈদৃশ সত্ত্বশালী হইয়া, হীন কার্য্য করা আপনার কখনই উপযুক্ত

নহে। কারণ ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শুভ্রবস্ত্রসংলগ্ন অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় অপযশ সাতিশয় প্রকাশমান হইয়া উঠিবে। যাহা পাপ ও নরকসঞ্চয়ের একমাত্র কারণ ও যাহাতে জয় পরাজয় উভয়ই সমান, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন? যাঁহারা নিয়ত জ্ঞাতিগণের উপকার সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ধন্য; এবং তাঁহারাই যথার্থ পুত্র ও তাঁহারাই যথার্থ সুহৃদ্। কৌরবগণ যদি নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাদিগের নিয়তই বৈভব হইবে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা যদি কৌরবগণকে শত্রুভাবে নিগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদের শাসন করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের জীবিতপ্রয়োজন নিষ্ফল হইবে। কেশব, চেকিতান, দ্রুপদ এবং সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও দেবগণের সাহায্যে আপনাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অথবা দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, শল্য, কৃপ, রাধেয় ও অন্যান্য ভূপতিগণ যদি কৌরবগণের সহায়তা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বা কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে উৎসাহী হইবে? হে রাজন্! স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া কোন্ মনুষ্য রাজা দুর্য্যোধনের সেই মহতী সেনা সংহার করিতে সমর্থ হইবে? সুতরাং আমি জয় পরাজয় উভয় পক্ষে কিছুমাত্র মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। মহাপ্রভাবশালী পাণ্ডবেরা দুষ্কুলজাত নীচ লোকের ন্যায় ধর্ম্মার্থবিহীন জঘন্য কার্য্যে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? অতএব আমি নম্র ভাবে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপতি বৃদ্ধরাজ দ্রুপদের শরণাপন্ন হইলাম; তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া, যাহাতে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের কল্যাণসাধন হয় তাহার উপায় বিধান করুন। কেশব ও ধনঞ্জয় আমার এই বাক্য রক্ষা করি-

বেন না ইহা আমি কোনক্রমেই মনে করি না। কারণ,যাচ্ঞা করিলে অন্য বিষয়ের কথা দূরে থাকুক ইহাঁরা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে বিদ্বন্! আমি সন্ধিস্থাপনের নিমিত্তেই আপনাদিগকে এই সকল কথা বলিতেছি। যাহাতে আপনাদিগের সর্ব্বতোভাবে শান্তি হয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের ইহাই নিতান্ত বাসনা।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি আমার নিকট যুদ্ধবিষয়িণী কোন্ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধ হইতে ভীত হইতেছ। হে তাত! সমর অপেক্ষা সন্ধি সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ; অতএব সন্ধি করিতে পারিলে, কোন্ নির্ব্বোধ ব্যক্তি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? হে সঞ্জয়! কর্ম্ম না করিয়াও যদি মনুষ্যের মানসিক সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কর্ম্মে প্রবৃত্তি কেন? বিনা যুদ্ধে অল্পমাত্র লাভও সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর, ইহা আমি বিদিত আছি। কোন্ পুরুষ বিনা কারণে বা দৈবশপ্ত হইয়া, যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া থাকে? হে সঞ্জয়! পাণ্ডুতনয়গণ সুখোদ্দেশে ধর্ম্মানুগত লোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বীয় সুখসাধন ও দুঃখনিবারণ যাহার উদ্দেশ্য সে নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র; প্রবল বিষয়বাসনা তাহাকে নিয়ত দগ্ধ করিতে থাকে। বিষয়াসক্তিই দুঃখের হেতু। প্রজ্বলিত অনল কাষ্ঠ সংযোগে যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, অভিলষিত অর্থলাভ দ্বারা ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী পুরুষগণের বিষয়বাসনা সেইরূপ অধিকতর বেগে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

আমাদিগের সহিত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কতপ্রকার মহৈশ্বর্য্যই ভোগ করিয়াছেন। তিনি অপ্রধান হইয়া, কখন বিগ্রহের ঈশ্বর হন নাই। এবং অপ্রধান ভাবে কখন উৎকৃষ্ট গীতবাদ্য শ্রবণ, মাল্য ও গন্ধাদি সেবন এবং ভোগসুখের আস্বাদন করেন নাই। হে সঞ্জয়! বিষয়তৃষ্ণাবিষয়ে অবোধ ব্যক্তির এই-রূপই সঙ্কল্প হইয়া থাকে। উহা তদীয় দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাকে প্রতিনিয়তই দুঃখিত করে। রাজা স্বয়ং রাগলোভাদিতে আসক্ত থাকিয়া যে পরবলের প্রতি নির্ভর করেন ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ,তিনি স্বয়ং যেরূপ ক্ষমতাহীন,পরকেও সেই-রূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য। যেরূপ কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের নিমিত্ত প্রচণ্ড নিদাঘকালে বহুতৃণপূর্ণ বনে অগ্নি প্রদান করত অবশেষে সেই অনলকে প্রবর্দ্ধিত অবলোকন করিয়া, অনু-তাপিত হয়; সেইরূপ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও দুর্বুদ্ধি, কুটিলস্বভাব হতভাগ্য পুত্রকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিদুর কুরু-কুলের পরম হিতৈষী; কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন অহিতকর বোধে তদীয় বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হিতাভিলাষে জ্ঞাতসারেই অধর্ম্মাচা-রণ করিতেছেন; মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতশীল বাগ্মী বিদুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি কেবল মাননাশক, ঈর্ষ্যাযুক্ত, ক্রোধপরায়ণ, ধর্ম্মার্থবর্জ্জিত, কটুভাষী, কামাসক্ত, মিত্রদ্রোহী ও নিতান্ত পাপমতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রীতিসাধনকামনায় ধর্ম্মকামে জলা-ঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। পাশক্রীড়াকালে মহাত্মা বিদুর যখন শুক্রাচার্য্যকথিত নীতি প্রয়োগ করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই, তখনই আমার বোধ হইয়াছিল, কুরুবংশের মরণকাল আগত প্রায়। হে

সূত! কৌরবগণ যখন বিদুরের বুদ্ধির অনুসরণ করেন নাই, তখনই তাহাদের সম্পূর্ণ কষ্টের সময় উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রজ্ঞানুসারে চলিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত তাহাদের রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। হায়! সেই অর্থগৃধ্নু ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের কি মোহ! এক্ষণে দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণ তাহার মন্ত্রী হইয়াছে। অতএব আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া কি প্রকারে কুরু ও সৃঞ্জয়গণের মঙ্গললাভ হইবেক, তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র যখন দীর্ঘদর্শী বিদুরকে প্রব্রাজিত ও শত্রুগণ হইতে প্রভূত ঐশ্বর্য্য সঙ্কলন করিয়াছেন এবং পুত্রের সহিত একবাক্য হইয়া ভূমণ্ডলে নিঃসপত্ন সাম্রাজ্য বিস্তারের আশংসা করিতেছেন, তখন তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সন্ধি লাভ করা সুদূরপরাহত। আমাদিগের যে কিছু অর্থসম্পত্তি তাঁহার নিকট আছে, সেই সমস্ত তিনি স্বকীয় বলিয়াই মনে করিতেছেন সুতরাং সন্ধিবন্ধনে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। কেবল কর্ণ হইতেই বিজয় লাভ করিতে পারিবেন তাঁহার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্ণ যে অস্ত্রধারী অর্জ্জুনকে সংগ্রামে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য বোধ করিতেছেন, তাহা কি সঙ্গত হইতে পারে? পূর্ব্বেও ত অনেক বার মহাসমরব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। তখন তিনি কৌরবগণকে আশ্রয় প্রদান করেন নাই কেন? এই পৃথিবীতে অর্জ্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধারী ইহা কর্ণ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, ভীষ্ম এবং অন্যান্য কৌরবগণ অবগত আছেন। অরিন্দম ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতে আমাদিগের রাজ্য যে প্রকারে দুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে তাহা ভূমিপালবর্গসমবেত যাবতীয় কৌরবগণ অবগত

আছেন। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় যে নববিতস্তিপরিমিত আয়ুধধারী ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করত তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পাণ্ডবগণের উপার্জ্জিত ধন হরণ সাধ্যায়ত্ত বলিয়া মনে মনে স্থির করিতেছেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবেক। বস্তুতঃ যে পর্য্যন্ত সমর-ভূমিতে গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ না করিতেছেন, সেই পর্য্যন্তই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জীবিত রহিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহারা বৃকো-দরের ক্রোধপূর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন না করিতেছেন, তাবৎ পর্য্যন্তই সুযোধন অর্থসিদ্ধির কামনা করিতেছেন। হে সঞ্জয়! সমরসহিষ্ণু বীর্য্যবান্ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব জীবিত থাকিতে, সাক্ষাৎ সুরপতিও আমাদিগের সম্পত্তি হরণে সাহসী হইতে পারেন না। অতএব, হে সূত! বৃদ্ধরাজ পুত্রের সহিত যদি ইহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে, আর সমরে পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইয়া, কৌরব-গণকে ভস্মীভূত হইতে হয় না। হে সঞ্জয়! আমাদিগকে যে দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা তোমার অবিদিত নাই।এক্ষণে তোমার অনুরোধক্রমে আমি সেই সমস্ত বিষয় ক্ষমা করিতেছি। পূর্ব্বে কৌরবগণের সহিত আমাদিগের যেরূপ ভাব ছিল, দুর্য্যোধনের সহিত যেরূপ ব্যবহার ছিল, এক্ষণে সেইরূপ থাকুক।তোমার বাক্যানুসারে আমি শান্তিপথই অবলম্বন করিব। ইন্দ্রপ্রস্থে আমার যে-রূপ রাজ্য ছিল তাহাই হউক; ভারতপ্রধান সুযোধন আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করুন।

———

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।
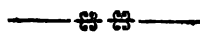
সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! আপনি যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে তাহা ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রসিদ্ধই আছে, এবং প্রত্যক্ষও দৃষ্ট হইতেছে। অতএব আপনি আপনার মহতী কীর্ত্তি ও জীবনের অনিত্যতা পর্য্যা-লোচনা করিয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিবেন না। হে অজাতশত্রো! কৌরবগণ বিনাযুদ্ধে কদাচ আপনার অংশ প্রদান করিবে না; কিন্তু আমার বিবেচনায় যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য-লাভ অপেক্ষা অন্ধক ও বৃষ্ণিরাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর পূর্ণ করাও শ্রেয়স্কর। দেখুন, মনুষ্যের জীবন নিতান্ত চঞ্চল ও শোকদুঃখপরিপূর্ণ। এবং যুদ্ধ দ্বারা কুরুকুলের বিনাশ সাধন করাও আপনার যশের অনুরূপ কার্য্য নহে। অতএব আপনি এরূপ পাপাচরণে বিরত হউন। হে নরেন্দ্র! ধর্ম্ম-বিনাশিনী বিষয়বাসনা মনুষ্যমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু সুবোধ ব্যক্তি তাহার বশীভূত না হইয়া, লোকে মহতী কীর্ত্তি লাভ করেন। বলবতী বিষয়বাসনাতে আবদ্ধ হইলে, নিশ্চয় ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুরক্ত, সেই যথার্থ বুদ্ধিমান্, কামাসক্ত হইলে অর্থানুরোধে হীন-প্রবৃত্তি হইতে হয়। ধর্ম্মানুগত কার্য্য করিলে, লোক সকল সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী হয়, কিন্তু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, সমুদায় মেদিনীমণ্ডলের অধিপতি হইয়াও সতত বিষাদে কালযাপন করিতে হয়। আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান, যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ধনদান ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহু-দিবস আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সদৃশ

ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান্ আর কে আছে? যে ব্যক্তি কেবল সুখ-ভোগে অনুরক্ত থাকিয়া যোগসাধনে বিমুখ হয়, সে ধনক্ষয়ে দুঃখিত, ভোগসুখে বঞ্চিত ও বিষয়বাসনায় একান্ত অভিভূত হইয়া, নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। এবং যে ব্যক্তি পরলোকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাকে পরকালে সাতিশয় অনুতাপ করিতে হয়। পরলোকে পুণ্য বা পাপক্ষয় হয় না। মনুষ্যেরা জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্ব স্ব কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! আপনি যে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে ন্যায়ানুসারে শ্রদ্ধার সহিত সুগন্ধ রস-যুক্ত অন্ন প্রদান ও সাধুগণ সমভিব্যাহারে অতিপ্রশস্ত অন্যান্য কার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা এই পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে। হে রাজন্! মানবগণ ইহলোকেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পরলোক কর্ম্মভূমি নহে; পরলোকে জরা, মৃত্যু, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা ও অপ্রীতি প্রভৃতি কিছুই নাই। এবং তথায় ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধন ভিন্ন আর কিছুই করিতে হয় না। যাহা হউক, আপনি ঐহিক বা পারলৌকিক কোন প্রকার সুখাভিলাষে কার্য্যানুষ্ঠান করিবেন না। আপনি এরূপ কর্ম্ম করুন, যাহাতে স্বর্গ বা নরক উভয়ের কোন স্থানে গমন করিতে না হয়। হে মহা-রাজ! এক্ষণে আপনার জ্ঞানবলে কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এমন সময় সত্য, দম, আর্জব ও অনৃশংসতা পরিত্যাগ করিবেন না। প্রত্যুত, কালাতি-পাতের নিমিত্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। কিন্তু কদাচ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই-বেন না।

হে পাণ্ডব! যদি আপনি জ্ঞাতিনিধন রূপ পাপানুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা হইলে কিনিমিত্ত দীর্ঘকাল নিদারুণ বনবাস ক্লেশ সহ্য করিলেন। এই সমস্ত সৈন্য তখনও আপনার অধীন ছিল এবং বাসুদেব, সাত্যকি ও সচিবগণ চিরকালই আপনার বশীভূত আছেন। মৎস্যরাজ ও তদীয় মহাবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ এবং আপনাদের পূর্ব্ববিজিত ভূপতি সকল অবশ্যই আপনাদের পক্ষ হইতেন। তাহা হইলে আপনি মহাসহায়সম্পন্ন হইয়া বাসুদেব ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অনায়াসে বিপক্ষপক্ষীয় মহারথগণকে বিনষ্ট করত দুর্য্যোধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তৎকালে তাহা না করিয়া, দীর্ঘকাল বনে বাস করত শত্রুগণের বল বৃদ্ধি ও আপনাদিগের বলক্ষয় করিয়া কি নিমিত্ত দুঃসময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে পাণ্ডব! কি ধর্ম্মজ্ঞ কি অপ্রাজ্ঞ উভয়প্রকার ব্যক্তিই সমরে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া,ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দৈব বশত কখন কখন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

হে যুধিষ্ঠির! আপনি কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইয়া, পাপ চিন্তা বা পাপাচরণ করেন নাই; তবে এক্ষণে কি জন্য প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন? যাহা হউক, এক্ষণে যশোনাশক পাপফলপ্রদ ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া, শান্ত ভাব অবলম্বন করুন; আমার বিবেচনায় আপনার ভোগ অপেক্ষা ক্ষমাই শ্রেয়স্কর। দেখুন, যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে হইলে, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শল্য, সৌম্যদত্তি, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ এবং দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে, তাহা হইলে, আপনার সুখলাভের সম্ভাবনা কি? আর দেখুন,আপনি সমুদয় পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে, জরা, মৃত্যু, প্রিয়, অপ্রিয় ও সুখ দুঃখ ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারিবেন না; অতএব সমর-

বাসনা পরিত্যাগ করুন। আর যদি মন্ত্রিগণের পরামর্শে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি সমুদয় ভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ঔদাসীন্য অবলম্বন করুন। হে ধর্ম্মরাজ! আপনি জ্ঞাতিবর্গের অনিষ্টসাধন রূপ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া, কদাচ সাধুগণাচরিত পথ পরিত্যাগ করিবেন না।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ধর্ম্ম কি অধর্ম্মাচরণ করিতেছি, তাহা তুমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া, আমাকে ভর্ৎসনা কর। যাহাতে অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপ ধারণ করে, যাহাতে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাহাকে অনায়াসে জানিতে পারেন। নিয়তবৃত্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম মনুষ্যের আপদ্ কালেও এইরূপ লক্ষণ ভজনা করিয়া থাকে। যাহার অধর্ম্মে ধর্ম্মরূপ ধারণ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই আপদ্ধর্ম্মই তাহার প্রমাণ। হে সঞ্জয়! এক্ষণে তোমার নিকট আপদ্ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি,শ্রবণ কর।

যে ব্যক্তি বিপদাপন্ন না হইয়াও কেবল লোভ বশত আপদ্ধর্ম্মের অনুগামী হয়, সে নিতান্ত নিন্দনীয়। মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহের ব্যাঘাত হইলে, সে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্য বর্ণের ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থোপার্জন করিতে পারে। যাহারা জীবিকার হানি না হইলেও আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করে এবং বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও

আপদ্ধর্ম্মানুসরণে পরাঙ্মুখ হয়, এই উভয়প্রকার লোকই নিন্দনীয়। যে সকল ব্রাহ্মণ আপৎকালে অন্যধর্ম্মাবলম্বন করিয়া, স্বীয় ব্রহ্মণ্য রক্ষা করিতে বাসনা করেন; বিধাতা সেই সমস্ত স্বধর্ম্মপরিপালনকারী ব্রাহ্মণগণের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। অতএব যাহারা আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, কর্ম্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাহারা প্রশংসনীয়। এবং যাহারা আপৎকাল অতিক্রান্ত হইলেও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত থাকে; তাহারা সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় হয়। তত্ত্বান্বেষী মনীষিগণের সাধুগণসমীপে ভিক্ষা করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণ অথচ তত্ত্বজ্ঞানী নহে, তাহাদের স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়স্কর। আমাদিগের পিতা পিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণ, অন্যান্য প্রজ্ঞান্বেষী মহানুভবগণ এবং কর্ম্মপরিত্যাগী সকল পূর্ব্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন। আমি আস্তিক; সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন করিতে পারি না।

হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে সুরগণবাঞ্ছিত যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, সেই সকল, এবং প্রাজাপত্য, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোক এই সমস্তও অধর্ম্মাচরণ দ্বারা লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, যদি আমাকে নিতান্ত অধর্ম্মাচারী বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলে, যিনি রাজন্যগণের অনুশাসনকারী, সকল ধর্ম্মের নিয়ন্তা, কর্ম্মকুশল, নীতিমান্, ব্রাহ্মণগণের উপাসিত ও মনীষাসম্পন্ন, সেই মহাত্মা কৃষ্ণই বলুন, আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করি, কি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিন্দনীয় হই। কারণ, ইনি কুরু-পাণ্ডব উভয় পক্ষের হিতাভিলাষী। এই সাত্যকি, চেদি, অন্ধক, বাষ্ণেয়, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়গণ বাসুদেবের

উপাসনা করত শত্রুদমন করিয়া, সুহৃদ্বর্গের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। ইন্দ্রতুল্য উগ্রসেন প্রভৃতি বীরগণ এবং মহা-বল পরাক্রান্ত সত্যপরায়ণ যাদবগণ নিয়ত কৃষ্ণের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কাশীশ্বর বভ্রু এই কৃষ্ণকে ভ্রাতৃভাবে প্রাপ্ত হইয়া, মহৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। গ্রীষ্মাব-সানে বারিদমণ্ডল যেরূপ প্রজাগণের শুভোদ্দেশেই অজস্র বারি বর্ষণ করে, সেইরূপ বাসুদেব বভ্রুকে অভিলষিত দ্রব্য সমুদয় প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সকল কর্ম্মের নিশ্চয়জ্ঞ। ইনি আমাদের যেরূপ প্রিয়পাত্র, সেইরূপ সাধু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। আমি কদাচ ইহাঁর কথার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি যেমন পাণ্ডবগণের অবিনাশ, শুভ ও প্রিয় কামনা করিয়া থাকি; সেইরূপ সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয় ইহা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। হে সঞ্জয়! "তোমরা সমরবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তিভাব অবলম্বন কর" ইহা ভিন্ন তাঁহাদিগকে আর কোন কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। অন্যান্য পাণ্ডবগণ সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি-স্থাপনের কথা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তাঁহার পুত্রগণ অত্যন্ত অর্থলোভী; পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি হওয়া নিতান্ত দুষ্কর; সুতরাং ক্রমে বিবাদ বর্দ্ধিত হইবার

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। হে সঞ্জয়! ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই। তুমি ইহা জানিয়াও কি প্রকারে উৎসাহসম্পন্ন ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?

পবিত্রব্রতপরায়ণ ও কুটম্বভরণক্ষম হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি হইয়া থাকে। কেহ কর্ম্মানুষ্ঠান, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করত একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেরূপ ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, সেইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া, কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণের কদাচ মোক্ষ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্মসাধন হইয়া থাকে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, তাহা নিষ্ফল; অতএব পিপাসায় কাতর ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র যেমন পিপাসাশান্তি হয়, সেইপ্রকার ইহকালে যে সকল কর্ম্মফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহাই অনুষ্ঠান করা উচিত। হে সঞ্জয়! কর্ম্মানুষ্ঠান নিমিত্তই এইরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি কর্ম্মাপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল।

দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন, সদাগতি কর্ম্মবলেই সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব কর্ম্মবলে নিরালস্য হইয়া, অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। নিশাকর কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলপরিবৃত হইয়া, অর্দ্ধ মাস পরিমাণে উদিত হইতেছেন; অনল কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সাধন করিয়া, অনবরত উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে দুঃসহ ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; কর্ম্মবলে

নদী সকল জীবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া, সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন। অমিতবিক্রমশালী অমররাজ দেবগণের প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কর্ম্মবলে তিনি দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। তিনি স্থির চিত্তে ভোগবাসনা ও প্রিয় বস্তু সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি শংসিতমনা হইয়া ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেব-গণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু এবং নক্ষত্রগণ স্ব স্ব কর্ম্মবলে বিরাজিত রহিয়াছেন। মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া, শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।

হে সঞ্জয়! তুমি কি জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য প্রভৃতি লোক সকলের বিশেষ ধর্ম্ম জানিয়াও, কৌরবগণের হিতাভিলাষে পাণ্ডবগণের নিগ্রহচেষ্টা করিতেছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী ও হস্ত্যশ্বরথপরিচালনে নিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের হিংসা না করিয়া, ভীমসেনকে সান্ত্বনা করত রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় বিধান করিতে পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। অথবা যদি ইহাঁরা স্বধর্ম্মপ্রতিপালন পূর্ব্বক দুরদৃষ্ট বশত মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত বোধ হয়। তুমি সন্ধিস্থাপনই প্রশস্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়, ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব।

হে সঞ্জয়! তুমি চাতুর্ব্বর্ণের বিভাগ, স্বীয় কর্ম্ম ও পাণ্ডবগণের কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, স্বেচ্ছাক্রমে নিন্দা বা প্রশংসা কর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যজন, দান, পরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ এবং তীর্থপর্য্যটন করিবেন। পুণ্যশালী ক্ষত্রিয় অপ্রমত্ত চিত্তে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া, দার পরিগ্রহ করত গৃহে বাস করিবেন। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য দ্বারা অর্থোপার্জ্জন এবং সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রিয়ানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যাই তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য। বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহাদিগের পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম। শূদ্র মঙ্গললাভের নিমিত্ত আলস্যরহিত ও সতত অভ্যুদয়সম্পন্ন হইবে। ইহাই তাহাদিগের সনাতন ধর্ম্ম।

রাজা অপ্রমত্তচিত্তে ইহাদিগকে প্রতিপালন পূর্ব্বক স্ব স্ব ধর্ম্মে নিয়োগ করিবেন ও প্রজাগণের প্রতি সমদর্শী হইবেন। কদাচ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না। এইপ্রকারে রাজার নিকট হইতে মঙ্গললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। রাজা যুধিষ্ঠির এই সমস্ত গুণে বিভূষিত; তাঁহার কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই; সুতরাং তিনি ধর্ম্মত রাজ্যের অধিকারী। নৃশংস ব্যক্তি দুরদৃষ্ট বশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পরধনগ্রহণে উদ্যত হইয়া থাকে; তাহাতেই যুদ্ধের সৃষ্টি ও অস্ত্র শস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সুররাজ দস্যুসংহারার্থ বর্ম্ম ও ধনু সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাতে দস্যুবধ করিলেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে। অধর্ম্মপরায়ণ কৌরবগণ যে দুরপনেয় দোষানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা নিতান্ত নিন্দনীয়। রাজা দুর্য্যোধনও চিরাগত রাজধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া, সহসা পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য অপহরণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কৌরবগণও তাঁহার অনুস-

রণ করিয়া থাকেন। তস্করদিগের দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে পর-স্বাপহরণ করা নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং,দুর্য্যোধনের এই কার্য্যও ঐরূপ। তিনি রোষপরবশ হইয়া ইহা প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত অন্যায়।পাণ্ডবদিগের ন্যস্ত রাজ্যাংশ কিনিমিত্ত অপরে গ্রহণ করিবে ? ইহাতে যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। তথাপি পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনে বিমুখ হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে সঞ্জয়! তুমি রাজন্যগণ সমীপে কৌরবদিগকে ভূয়োভূয় এই প্রাচীন ধর্ম্মের উপ-দেশ কীর্ত্তন করিবে। মূঢ়বুদ্ধি রাজগণ মৃত্যুমুখে পতিত হই-বার নিমিত্ত কৌরবগণ কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছে। ভীষ্ম-প্রমুখ কৌরবগণ যশস্বিনী সাধুশীলা রোরুদ্যমানা পাণ্ডব-প্রিয়া দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সেইরূপ অবস্থাপন্না দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদি আবালবৃদ্ধ কৌরবগণ সমবেত হইয়া, দ্রৌপদীর সভাগমন নিবারণ করিত,তাহা হইলে ধৃত-রাষ্ট্রের,আমার ও তদীয় পুত্রগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিত।কৃষ্ণা দুঃশাসন কর্ত্তৃক সভামধ্যে শ্বশুরগণসমক্ষে নীত হইয়া, যখন করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন,তখন একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে অন্য কেহই তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করে নাই। যখন দীনতা প্রযুক্ত সমস্ত ভূপালগণ বাক্য-কথনে সমর্থ হন নাই; তখন বিদুরই ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা দুরাত্মা অল্পবুদ্ধি দুঃশাসনকে ধর্ম্মার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছি-লেন।

হে সঞ্জয়! তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করিতেছ, কিন্তু তৎকালে সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপ-দেশ প্রদান কর নাই। কৃষ্ণা সেই সভামধ্যে সুদুষ্কর বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে এবং পাণ্ডবগণকে অপার

দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সভায় সূতপুত্র শ্বশুরগণসমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে যাজ্ঞসেনি! তোমার আর উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রগেহে দাসী ভাব অবলম্বন কর। তোমার পতি পাণ্ডবগণ পরাজিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহারা এক্ষণে আর তোমার পতি নহেন, অতএব অতঃপর তুমি অন্য পতিকে বরণ কর। কর্ণের বাক্যরূপ মর্ম্মভেদী তীক্ষ্ণধার শর সকল অদ্যাপি মহাবীর অর্জ্জুনের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে।যখন পাণ্ডবগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণাজিন পরিধান করিয়াছিলেন; তখন দুঃশাসন কহিয়াছিল, এই সকল ষণ্ডতিল বিনষ্ট হইয়া কিছুকাল নরকে গমন করিল। গান্ধাররাজ শকুনি দ্যূতকালে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিল, হে ধর্ম্মরাজ! নকুল পরাজিত হইয়াছে, আর কিছুই নাই; এক্ষণে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া, ক্রীড়া কর। হে সঞ্জয়! দ্যূতক্রীড়াকালে কৌরবগণ যে সকল গর্হিত বাক্য বলিয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এক্ষণে আমি এই বিপদ্‌জনক কার্য্য সংসাধনের নিমিত্তেই হস্তিনানগরে গমন করিব। কিন্তু যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয় এবং কৌরবগণও সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন, তাহার যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও কৌরবগণকে মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করা হয়। আমি যখন নীতি ও ধর্ম্মার্থ সঙ্গত উপদেশ প্রদান করিব,তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে সমাদর ও অর্চ্চনা করিবেন। ইহার অন্যথা হইলে, সেই সকল উদ্ধতস্বভাব পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ স্ব স্ব কর্ম্মদোষে মহারথ অর্জ্জুন ও ভীমসেনের শরানলে নিশ্চয় দগ্ধ হইবে। পাশক্রীড়াকালে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে সম্পত্তিহীন বলিয়া, উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলে, গদাহস্ত

ভীমসেন তাঁহাকে এই কথা স্মরণ করাইবেন। সুযোধন মন্যুময় মহাবৃক্ষ স্বরূপ; কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখা, দুঃশাসন পুষ্প ও ফল, এবং অমনীষী ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ স্বরূপ, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধ, ভীমসেন শাখা, মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল, আমি, বেদ ও ব্রাহ্মণ তাহার মূল। হে সঞ্জয়! সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র বনস্বরূপ; পাণ্ডবগণ সেই বনের ব্যাঘ্রস্বরূপ; অতএব সেই মহাবনের উচ্ছেদ করত ব্যাঘ্রগণকে বিনষ্ট করিও না। আশ্রয় স্বরূপ বন উচ্ছিন্ন হইলে, ব্যাঘ্রও বিনষ্ট হয় এবং ব্যাঘ্র না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হয়। এই হেতু ব্যাঘ্র বনকে এবং বন ব্যাঘ্রকে রক্ষা করিয়া থাকে। হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ লতাস্বরূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের শালবৃক্ষ স্বরূপ, সুতরাং মহাবৃক্ষের আশ্রয় ব্যতিরেকে লতা কথনই পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। পাণ্ডবগণ তাহাদিগের শুশ্রূষা অথবা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন। এক্ষণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহা করুন। ধর্ম্মশালী পাণ্ডবগণ সমরকার্য্যে সুনিপুণ হইয়া, সাতিশয় প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়াছেন। হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত কথা যথাতথা বর্ণন করিবে।
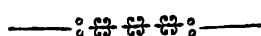
ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাজ! আমি আপনাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করি; আপনারা সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করুন। হে দেব! আমি মনের চাঞ্চল্যবশত যদি কোন দোষোল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে ভীমসেন,

অর্জ্জুন, মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেব, সাত্যকি, চেকিতান এবং আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি; আপনারা আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি আজ্ঞাপ্রদান করিতেছি তুমি এক্ষণে সুখে গমন কর। তুমি কদাচ আমাদিগের অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিও না; আমরা তোমাকে বিশুদ্ধস্বভাব, মধ্যস্থ এবং সভ্য বলিয়া জ্ঞাত আছি। তুমি কল্যাণবাদী, সুশীল, সন্তুষ্টচিত্ত, আপ্তদূত ও অত্যন্ত প্রণয়াস্পদ। হে সঞ্জয়! তোমার কখন বুদ্ধিভ্রংশ হয় না এবং তুমি কদাচ রূঢ়বাক্যে কুপিত হও না, মর্ম্মভেদী, রুক্ষ, নীরস ও অসঙ্গত বাক্য কখন প্রয়োগ কর না। প্রত্যুত, তুমি ধর্ম্মার্থসঙ্গত করুণাপূর্ণ বাক্যই ব্যবহার করিয়া থাক। অতএব তুমি প্রিয়তম দূত অথবা দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপে আমাদের নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি ধনঞ্জয়ের প্রিয়তম সখা। আমরা তোমাকে পূর্ব্বে ভূয়োভূয় দর্শন করিয়াছি। হে সঞ্জয়! এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বিশুদ্ধবীর্য্য কঠকৌথুমাদিচরণসম্পন্ন কুলীন সর্ব্বধর্ম্মপরায়ণ উপাসনার্হ ব্রাহ্মণগণকে উপাসনা করিবে এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন, ভিক্ষু, তপস্বী ও বনবাসী ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণকে অভিবাদন এবং অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুরোহিত, আচার্য্য ও ঋত্বিকগণের সহিত যথাযোগ্য রূপে মিলিত হইবে। তথায় যে সমস্ত শীলবলসম্পন্ন মনস্বী শ্রোত্রিয়গণ বাস করেন, যাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকেন, যাঁহারা অল্প পরিমাণেও ধর্ম্মাচরণ করেন; যাহারা রাজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, যে সকল পালনকারী লোক রাজ্যমধ্যে বাস করে; অগ্রে তাঁহাদিগকে আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া;

পশ্চাৎ তাঁহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। নীতিপরায়ণ বিনয়গ্রাহী আচার্য্য দ্রোণ বেদলাভার্থ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এবং অস্ত্র সমুদয়কে মন্ত্র, উপচার, প্রয়োগ ও সংহার রূপ চতুষ্পাদে সুশোভিত করিয়াছেন। তুমি সেই প্রসন্নস্বভাবসম্পন্ন আচার্য্যকে অভিবাদন করিবে। যিনি অস্ত্রকে পুনরায় পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই অধীতবিদ্য কঠকৌথুমাদিচরণসম্পন্ন গন্ধর্ব্বকুমারপ্রতিম তরস্বী অশ্বত্থামাকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে। মহারথ আত্মতত্ত্ববিৎ কৃপাচার্য্যের আলয়ে গমন করিয়া, বারম্বার আমার নাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিবে। শৌর্য্য, দয়া, তপ, প্রজ্ঞা, শীল, শ্রুতি ও সত্ত্বসম্পন্ন কুরুপ্রধান ভীষ্মের পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া, আমার বৃত্তান্ত নিবেদন করিবে। প্রজ্ঞাচক্ষু কুরুকুলের প্রণেতা বহুশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধসেবাপরায়ণ মনীষাসম্পন্ন স্থবিররাজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন পূর্ব্বক আমার অনাময় সংবাদ প্রদান করিবে। ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ, শঠ, মূর্খ নিখিলমেদিনীমণ্ডলের অধিপতি দুর্য্যোধন ও তৎ সদৃশ শীলসম্পন্ন, মহাধনুর্দ্ধর কুরুকুলের শূরতম দুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি সর্ব্বদা ভারতগণের শান্তি কামনা করেন, সেই সাধুচরিত্র মনীষী বাহ্লিকরাজকে অভিবাদন করিবে। যিনি জ্ঞানবান্, দয়াবান্ ও স্নেহ প্রযুক্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আছেন আমার বিবেচনায় সেই সোমদত্ত পূজনীয়। মহাধনুর্দ্ধর মহারথ কৌরবকুলের পরম পূজনীয় সৌমদত্তি আমার ভ্রাতা ও সহায়; অতএব তাঁহাকে ও তাঁহার অমাত্যদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তদ্ভিন্ন যে সকল কুরুপ্রধান যুবা আমাদিগের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতা তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

বশাতি, শাল্বক, কেকয়, অবন্ত্য, ত্রিগর্ত্ত, প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ব্বতীয় প্রভৃতি যে সকল অনৃশংস, শীলসম্পন্ন ভূপতি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী, পদাতি, ধনশালী অমাত্য, দৌবারিক, সেনানায়ক, আয়-ব্যয়দর্শী ও অর্থান্বেষীদিগকেও আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি কুরুবংশের দেবতা-স্বরূপ, প্রজ্ঞাবান্, পরম ধার্ম্মিক ও সাতিশয় সমরবিরক্ত সেই বৈশ্যাপুত্রকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি ক্রূরতা ও দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে অমাত্য-গণের পরীক্ষা করিয়া থাকেন; সেই চিত্রসেনকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

হে সূত! মিথ্যাবুদ্ধি দুর্য্যোধনের সম্মানার্থ অদ্বিতীয় শঠ, অক্ষদেবী পর্ব্বতরাজ শকুনিকেও অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। যে মহাবীর একরথে পাণ্ডবগণকে জয় করিতে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছেন; যিনি অদ্বিতীয় মোহয়িতা, সেই কর্ণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি আমাদিগের ভক্ত, গুরু, পিতা, মাতা, সুহৃৎ এবং মন্ত্রী স্বরূপ সেই অগাধবুদ্ধি দীর্ঘদর্শী বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

সর্ব্বগুণসম্পন্না মাতৃস্বরূপা বৃদ্ধা বনিতাগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক আমার প্রণাম জানাইবে, এবং তাঁহাদিগের অনৃশংস পুত্র পৌত্রগণ সম্যক্ প্রকারে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন কি না জিজ্ঞাসা করত কহিবে, রাজা যুধিষ্ঠির পুত্রের সহিত কুশলে আছেন। ইহা ভিন্ন যাঁহারা আমাদিগের প্রতিপালনীয়া, সেই স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাঁহারা সুরক্ষিত, অনিন্দিত ও অপ্রমত্তভাবে শ্বশুরগণের প্রতি

সদয় ব্যবহার করিতেছেন কি না এবং তাঁহাদিগের পতিগণ অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন কি না ? যে সকল গুণবতী প্রজাবতী নারীগণ আমাদিগের স্নুষা সদৃশী, যাঁহারা সৎকুল হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং অন্যান্য কন্যাগণকে আলিঙ্গন করত কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া, আমার বাক্যানুসারে কহিবে, তোমাদের মঙ্গল হউক, স্বামিগণ তোমাদিগের অনুকূল হউন, এবং তোমরাও বিবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিতা, বিবিধ বস্ত্র ও গন্ধমাল্যে বিভূষিতা এবং অনুকূলা হইয়া, পরম সুখে কালযাপন কর। যে সকল গৃহিণীগণ দৃষ্টিপথে আগমন বা সম্মুখে কথোপকথন করেন না ; তাঁহাদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে।

দাসদাসীগণকে আমাদিগের কুশল সংবাদ প্রদান পূর্ব্বক অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। এবং আশ্রিত কুব্জ, খঞ্জ, অঙ্গহীন, দীনহীন,বামন, অন্ধ, স্থবির ও গজাজীব প্রভৃতিকে আমাদের কুশলসংবাদ প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাদিগকে কহিবে, দুর্য্যোধন তোমাদিগকে পুরাতন বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন ত? তোমরা পূর্ব্বজন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, সেই নিমিত্ত অসৎজীবিকা অবলম্বন পূর্ব্বক কালযাপন করিতেছ; কিন্তু তজ্জন্য ভীত হইও না, আমরা কাল ক্রমে শত্রুগণকে নিগৃহীত ও সুহৃদ্‌গণকে অনুগৃহীত করিয়া, অন্নাচ্ছাদন দ্বারা তোমাদিগের ভরণপোষণ করিব। হে সঞ্জয়! তুমি রাজা দুর্য্যোধনকে কহিবে, আমি যে সকল ব্রাহ্মণকে বৃত্তি প্রদান করিয়াছি, ভাবী কালে তাহার ত কোন ব্যাঘাত হইবে না ? দূত দ্বারা তাঁহাকে এই সংবাদ শ্রবণ করাইবে। যে সকল অনাথ, দুর্ব্বল, মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি আত্মপ্রতিপালনে সতত ব্যস্ত, তুমি তাহাদিগকে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে। যাহারা নানা দেশ হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করি-

য়াছে, তাহাদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। এইপ্রকারে সমাগত রাজদূতগণকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করত আমাদিগের কুশল সংবাদ প্রদান করিবে।

দুর্য্যোধন যে সকল যোদ্ধাকে সহায় করিয়াছে, সেরূপ যোদ্ধা আর আমরা পৃথিবীতে দেখিতে পাই না। আমাদিগের অন্য কোন উপায় নাই। কেবল একমাত্র মহাবল ধর্ম্মই আমাদিগের শত্রুক্ষয়ের প্রধান উপায়। হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় সুযোধনকে কহিবে যে "হে রাজন্! কৌরবরাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত যে অভিলাষ তোমার হৃদয় ব্যথিত করিতেছে; তাহাই তোমার শত্রু। হে ভারত! এক্ষণে আমরা যে প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি, ইহা তোমার পক্ষে কদাচ প্রীতিদায়ক নহে। কিন্তু আমরা যে চিরকালই এই অবস্থায় থাকিব তাহা কোন রূপেই যুক্তিসঙ্গত নহে। অতএব হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান কর, না হয় যুদ্ধে প্রবৃদ্ধ হও।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! কি সাধু, কি অসাধু, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল, বিধাতা সকলকেই বশীভূত রাখিয়াছেন। তিনিই বালককে পাণ্ডিত্য ও পণ্ডিতকে বালকত্ব প্রদান করেন; এ সমস্ত তাঁহারই ইচ্ছাতে সম্পন্ন হইতেছে। এক্ষণে তুমি কুরুরাজ্যে গমন করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপনীত হইয়া, প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহাকে আমার অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি আমাদের কথা

জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ বর্ণন করিবে। তিনি কুরুগণপরি-
বৃত হইয়া সমাবিষ্ট হইলে, কহিবে, হে রাজন্! পাণ্ডবগণ
আপনার বীর্য্যপ্রভাবে পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।
তাঁহারা বালক, আপনার প্রসাদেই রাজ্য লাভ করিয়াছেন।
অতএব অগ্রে তাঁহাদিগকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া, এক্ষণে
উপেক্ষা করত বিনাশ করা আপনার কদাচ উচিত নহে।
হে সঞ্জয়! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কদাচ এক জনের অধীন হইতে
পারে না; ইহা আমরা পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ
করিতে অভিলাষ করি।

হে সঞ্জয়! এক্ষণে তুমি কুরুপিতামহ ভীষ্ম সমীপে গমন
করত আমার নাম কীর্ত্তন করিয়া, অভিবাদন করিবে। এবং
কহিবে, আপনি সংক্ষীয়মান শান্তনুবংশের পুনরুদ্ধার সাধন
করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আপনার পৌত্রগণ জীবিত থা-
কিয়া পরস্পর সৌহৃদ্যভাবে কালযাপন করিতে পারে তদ্বি-
ষয়ে যত্ন প্রকাশ করুন।অনন্তর কুরুকুলের প্রধান মন্ত্রী বিদুর
সমীপে গমন করত কহিবে, হে সৌম্য! আপনি যুধিষ্ঠিরের
পরমহিতৈষী; অতএব যাহাতে কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটনা না
হয়, আপনার তাহাই করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর কৌরবগণ মধ্যে উপবিষ্ট রাজতনয় দুর্য্যোধনকে
বারম্বার অনুনয় করত কহিবে " তুমি যে সহায়হীনা নিরপ-
রাধিনী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, কেবল
কুরুকুল নির্ম্মূল করিতে না হয়, এই বিবেচনায় আমরা সেই
দুঃখ সহ্য করিতেছি, এবং পাণ্ডবগণ বলশালী হইয়াও পূর্ব্বা-
পর যে সমস্ত দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছেন,
কৌরবগণ তাহা বিদিত আছেন। হে সৌম্য! তুমি যে অজিন
পরিধান করাইয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিয়াছিলে,আ-
মরা তাহাও সহ্য করিয়াছি এবং ত্বদীয় নিদেশক্রমে দুরাত্মা

দুঃশাসন যে কুন্তীরে অতিক্রম করিয়া, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, তাহাও উপেক্ষা করিয়াছি। কুরুবংশ ক্ষয় না হয় এই বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে সকলই সহ্য করিতে হইতেছে। হে পরন্তপ! এক্ষণে আমরা যাহাতে স্বীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাই কর। বুদ্ধিকে পরদ্রব্য হইতে নিবর্ত্তিত কর। হে নররাজ! এইরূপ করিলে শান্তিস্থাপন ও পরস্পর প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে। আমরা সন্ধিস্থাপনে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব যদি আমাদিগের রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ প্রদান করিতে অসম্মত হও, অন্তত কিয়দংশ প্রদান কর। কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং অন্য যে কোন এক খানি গ্রাম আমাদিগকে প্রদান করিলেই সমস্ত বিবাদ নিঃশেষিত হইবে। অতএব, হে সুযোধন! পাণ্ডবগণের পঞ্চ ভ্রাতাকে এই পঞ্চ গ্রামমাত্র প্রদান কর। হে মহামতে! জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদিগের শান্তিস্থাপন হউক; ভ্রাতা ভ্রাতার অনুবর্ত্তন করুক; পিতা পুত্রের সহিত এবং পাঞ্চালগণ সহাস্য বদনে কৌরবগণের সহিত মিলিত হউন। হে ভরতর্ষভ! কুরু ও পাঞ্চালগণকে অক্ষতশরীর অবলোকন করিতে পারি, ইহাই আমার নিতান্ত অভিলাষ। অতএব, হে তাত! এক্ষণে প্রসন্ন মনে শান্তিস্থাপন করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

হে সঞ্জয়! আমি শান্তি বা সমর অবলম্বন উভয়েতেই সমর্থ। আর ধর্ম্মোপার্জ্জনে যেরূপ সমর্থ, অর্থোপার্জ্জনেও সেইরূপ প্রস্তুত আছি।

———

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ প্রতিপালন করত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে হস্তিনাপুরে গমন করিলেন, এবং সত্বরে তথায় উপনীত হইয়া, নগরমধ্যে প্রবেশ করত অন্তঃপুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক দ্বারপালকে কহিলেন, দ্বারপাল! তুমি অবিলম্বে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বল, যে সঞ্জয় পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে। হে দ্বারপাল! তিনি জাগরিত থাকিলেই তুমি বলিবে, পরে আমি তাঁহার আদেশানুসারে পুরপ্রবেশ করিব। যেহেতু, বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সমস্ত তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে হইবে। তখন দ্বারবান্ সঞ্জয়বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক রাজসমীপে গমন করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিল, মহারাজ! সঞ্জয় পাণ্ডবগণের দূতস্বরূপ হইয়া, আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এক্ষণে কি করিবেন, অনুমতি করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দ্বারপাল! সঞ্জয়কে বল, আমি নীরোগ হইয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছি। তিনি সুখে আগমন করিয়াছেন ত? এক্ষণে তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমার নিকট আসিতে তাঁহার সকল সময়েই অবসর আছে। অতএব তাঁহার যখন ইচ্ছা তখনই আমার নিকট আসিতে পারেন। অতএব তিনি কি নিমিত্ত দ্বারদেশে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন?

অনন্তর সূতপুত্র সঞ্জয় বিচিত্রবীর্য্যতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের

আদেশক্রমে প্রাজ্ঞ,শূর ও আর্য্যগণ সেবিত রাজভবনে প্রবেশ করত সিংহাসনোপবিষ্ট ভূপালের নিকট উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ! আমি সঞ্জয়, পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়া আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে নরনাথ! মনস্বী পাণ্ডবনন্দন যুধিষ্ঠির আপনাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং প্রীত মনে আপনার পুত্রগণকেও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ্, মন্ত্রিবর্গ এবং অনুজীবিগণের সহিত সুখে আছেন কি না, তিনি পুনঃ পুনঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অভিনন্দন করিয়া, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও অমাত্যগণের সহিত কুশলে আছেন ত?

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্ঠির ভ্রাতা ও অমাত্যগণের সহিত কুশলে আছেন। আপনি প্রথমে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণ অভিলাষী হইয়াছেন। মহারাজ! বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারেই তাঁহার নিতান্ত বাসনা; তিনি মনস্বী, বহুলশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী ও সাধুশীল; অহিংসা ও দয়া তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম, ধনসঞ্চয় অপেক্ষা তিনি ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার বুদ্ধি কদাচ ধর্ম্মার্থবিহীন সুখের অনুরোধ করে না। হে রাজন্! সূত্রধার যেরূপ সূত্র সহযোগে দারুময়ী পুত্তলিকার হস্ত পদাদি পরিচালিত করে, মনুষ্যও সেইরূপ দৈব কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সাংসারিক সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। বিশেষতঃ, যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দর্শন পূর্ব্বক পুরুষকার অপেক্ষা দৈবই প্রধান বলিয়া আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এবং আপনারও ভাবী অনি-

র্ব্বতনীয় কর্ম্মদোষ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বিলক্ষণ বোধ হই-তেছে যে, মনুষ্য কখন ঈশ্বরের ইচ্ছা অতিক্রম করিয়া, প্রশংসা লাভে সমর্থ হয় না। সর্প যেরূপ জীর্ণত্বক্ পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ পাপ পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় সরলভাব প্রকাশ করত অবস্থিতি করিতেছেন। হে রাজন্! আপনি একবার আত্মকার্য্য বিবেচনা করিয়া দেখুন, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ এবং আর্য্যগণবিরুদ্ধ তাহাই আপনার কর্ম্ম। অতএব আপনি এই দুষ্কর্ম্ম নিবন্ধন যেমন ইহলোকে নিন্দাস্পদ হইতেছেন, সেইরূপ পরলোকেও নিন্দাভাজন হইবেন।পুত্রের বশীভূত হইয়া পাণ্ডবগণকে যে বঞ্চিত করত একাকী রাজ্যভোগের অভিলাষ করিতেছেন, ইহা আপনার অত্যন্ত অনুচিত হইতেছে। এরূপ করিলে, সমস্ত মেদিনী-মণ্ডলে আপনার অপযশ ঘোষণা হইবে। হে ভারত! যে ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, দুষ্কুলজাত, নৃশংস, দীর্ঘবৈর, যুদ্ধবিদ্যায় অপটু, নির্ব্বীর্য্য ও অশিষ্ট হয়, তাহাকে অবশ্যই আপদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যে বুদ্ধিমান্ মানব সৎকুল-জাত, বলবান্, যশস্বী, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, সুখী ও জিতেন্দ্রিয় হন, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর তাদৃশ দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয় না। তিনি অনায়াসে আপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। আপনি সৎকুল-জাত হইয়াও অনর্থ দোষ নিবন্ধন অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হই-য়াছেন। নচেৎ মন্ত্রণাভিজ্ঞ ভীষ্ম প্রভৃতির আশ্রিত, আপৎ-কালে ন্যায়ানুসারে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রণেতা, সর্ব্বপ্রকারমন্ত্রণা-কুশল ও অমূঢ় হইয়া কোন্ ব্যক্তি পাণ্ডবনির্ব্বাসন রূপ নৃশংস কর্ম্ম করিতে পারে? হে রাজন্! মন্ত্রণাকুশল মহাপুরুষগণ সমবেত হইয়া, আপনার কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা কুরুবংশধ্বংসের নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে রাজ্যপ্রদান

করিবেন না বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। যদি যুধিষ্ঠির কদাচিৎ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে কৌরবগণ সহসা ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। এবং তিনি আপনার প্রতি পাপাচরণ পরিত্যাগ করিলে, আপনার নিন্দায় এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিবে।

হে রাজন্! সকলই দৈবের অধীন। যে ধনঞ্জয় পরলোক দর্শনার্থ ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া, সকলের সম্মানভাজন হইয়াছিলেন, যখন তাঁহার তাদৃশী দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তখন মনুষ্যকার কিছুই নহে। বলিরাজা কারণ সমুদয়ের পার-প্রাপ্ত না হইয়া, একমাত্র কালকেই সকলের কারণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।অতএব মানবগণ জ্ঞানায়তন চক্ষু,শ্রোত্র, নাসিকা, ত্বক ও জিহ্বাকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃত্ত করত বিষয়বাসনা সংযমন দ্বারা তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবে। কিন্তু অপরে কহেন, পুরুষকৃত কর্ম্ম উত্তম রূপে প্রযুক্ত হইলে সফল হয়। দেখুন, পুরুষ পিতা মাতার অনুষ্ঠিত ক্রিয়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করিয়া, বিবিধ বস্তু ভোজন করত পরিবর্দ্ধিত হয়। হে রাজন্! প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা মনুষ্যমাত্রেরই ঘটিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি যাহাকে অপরাধী বোধে নিন্দা করে, পুনরায় তাহারই সদাচার নিমিত্ত প্রশংসা করিয়া থাকে। এইজন্য আমি ভারত-কুলের সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে, ভাবিয়া আপনাকে নিন্দা করিতেছি। যদি পাণ্ডবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপনার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে হুতাশন যেরূপ কক্ষ দগ্ধ করে, সেইরূপ আপনার অপরাধে মহাবীর অর্জ্জুন কুরুকুল নির্ম্মূল করিবেন। আপনি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া, দ্যূতকালে শান্তি অবলম্বন করেন নাই। এক্ষণে তাহারই পরিণাম অবলোকন করুন। আপনি

অনাত্মীয়গণের সংগ্রহ ও আত্মীয়দিগের নিগ্রহ জন্য দুর্ব্বল হইয়া, এই বিশাল মেদিনীমণ্ডল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। হে রাজন্! আমি রথবেগে অভিভূত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি, অতএব আজ্ঞা করুন, শয়নগৃহে গমন করি; প্রভাতকালে সভামধ্যে কৌরবগণ সকলে মিলিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি অনুমতি করিতেছি, গৃহে গমন করত সুখে শয়ন কর; প্রাতঃকালে কৌরবগণ সভামধ্যে সমবেত হইয়া, অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিবেন।

সঞ্জয়যানপর্ব্ব সমাপ্ত।

প্রজাগরপর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহামতি ধৃতরাষ্ট্র দ্বারপালকে কহিলেন, হে দ্বারবান্! আমি বিদুরকে দেখিতে অতিশয় উৎসুক হইয়াছি; তুমি শীঘ্র তাঁহারে এখানে আনয়ন কর।

দ্বারবান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশমাত্র বিদুরসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহারাজ আপনার দর্শনার্থ উৎসুক হইয়াছেন; আপনি সত্বর তাঁহার নিকট গমন করুন।

বিদুর শ্রবণমাত্র দ্বারবানের সহিত রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বারবান্! তুমি মহারাজের নিকট আমার আগমনসংবাদ নিবেদন কর।

দ্বারবান্ বিদুরের নিদেশানুসারে তৎক্ষণে বৃদ্ধরাজসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! বিদুর আপনার আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইয়া, চরণদর্শনের বাসনা করিতেছেন,এক্ষণে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, দ্বারপাল! বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আমি বিদুরকে দর্শন করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকি।

দ্বারবান্ তাঁহার আদেশে বিদুর সকাশে গমন পূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! মহারাজ আপনারে দর্শন করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ নহেন; আপনি সত্বর তাঁহার সমীপে গমন করুন।

মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর শ্রবণমাত্র ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক করপুটে কহিলেন, মহারাজ! আমি বিদুর; আপনার আজ্ঞানুসারে উপস্থিত হইয়াছি। কি করিব, আদেশ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাত! অদ্য সঞ্জয় আমারে তিরস্কার করিয়া গিয়াছে। যুধিষ্ঠির তাহারে কি বলিয়াছেন, আমি এখনও তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ হইয়াছে। কোন ক্রমেই আমার নিদ্রাবেশ হইতেছে না। আমি জাগরিত থাকিয়া কেবল চিন্তাদাহে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি, যে অবধি সঞ্জয় পাণ্ডবদিগের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, সেই অবধি আমার অন্তঃকরণে যথাবৎ শান্তিসঞ্চার হইতেছে না। বিশেষতঃ, সঞ্জয় কল্য কি বলিবে, এই ভাবনাতেই আমার ইন্দ্রিয় সমুদায় নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইতেছে।অতএব যাহাতে

আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ উপদেশ কর। তুমিই আমাদের ধর্ম্মার্থবিনির্দ্দেশে সবিশেষ নিপুণ।

বিদুর কহিলেন, যে ব্যক্তি কামী, চৌর ও হৃতসর্ব্বস্ব এবং যে ব্যক্তি বল ও সাধনহীন হইয়া, বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহারাই নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনি ত এরূপ কোন মহাদোষে আক্রান্ত হন নাই? অথবা, পরধনে লোভ করিয়া ত পরিতপ্ত হইতেছেন না?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! আমি তোমার নিকট যুক্তিসাধন ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছি। হে বৎস! এই রাজর্ষিবংশে তুমিই এক জন প্রাজ্ঞসম্মত মনুষ্য।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! পণ্ডিতলক্ষণসম্পন্ন যুধিষ্ঠির ত্রৈলোক্যরাজ্যের অধিপতিপদের উপযুক্ত পাত্র। আপনি ইহার বিপরীতলক্ষণসম্পন্ন; বিশেষতঃ, অন্ধ; সেই জন্য রাজ্যলাভের উপযুক্ত হইতে পারেন না। তথাপি আপনি যুধিষ্ঠিরকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন। আর যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ ধর্ম্মাত্মা, অনৃশংস, দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমশালী, তন্নিবন্ধন আপনকার গৌরবপর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বহুতর ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের হস্তে ঐশ্বর্য্যভার ন্যস্ত করিয়া, কি রূপে কল্যাণকামনা করিতেছেন? যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানসমুদ্যোগ, তিতিক্ষা ও ধর্ম্মনিত্যতার সাহায্যে অর্থ হইতে বিচলিত না হন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনাস্তিক, শ্রদ্ধাশীল, প্রশস্ত কার্য্যানুষ্ঠাননিরত এবং পাপকার্য্যপরাঙ্মুখ, তিনিই পণ্ডিত। ক্রোধ, হর্ষ, দর্প, লজ্জা, অনম্রতা ও আত্মাভিমান যাঁহারে অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার কার্য্য ও মন্ত্রিত বিষয় ফলপাকপর্য্যবসানে শত্রুগণের বিদিত

হইয়া থাকে, তিনিই পণ্ডিত। শীত, গ্রীষ্ম, ভয়, আসক্তি, সমৃদ্ধি বা অসমৃদ্ধি যাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের ব্যাঘাতসাধনে সমর্থ না হয়, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার বুদ্ধি বহুবিষয়ব্যাপিনী, এবং ধর্ম্ম ও অর্থের অনুসারিণী; যিনি উভয়লোকসুখাবহ অর্থের প্রার্থনা করেন, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; যিনি যথাশক্তি কার্য্যসাধনের ইচ্ছা ও কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং কোন বস্তুকেই অবজ্ঞা করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, বহুক্ষণ শ্রবণ করেন, উত্তম রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, শুদ্ধ কামনা বশতঃ অর্থের অনুসারী হন না, এবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া, পরার্থে বাক্য ব্যয় করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ের অভিলাষ বা বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, এবং আপৎকালেও বিমুগ্ধ হন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনিশ্চিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বা কার্য্যশেষ না করিয়া, প্রতিনিবৃত্ত হন না, এবং সময় কখন বৃথা অতিবাহিত করেন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শিষ্টসম্মত ও ঐশ্বর্য্যপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং হিতকর বিষয়ে কদাচ অসূয়াপর হন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি আপনার সম্মানে হৃষ্ট ও অপমানে পরিতপ্ত হন না এবং গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সতত অবিচলিত ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ব্বভূতের তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপায়াভিজ্ঞ; তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার বাক্য অকুণ্ঠিত, যিনি তার্কিক, প্রতিভাসম্পন্ন, আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ এবং লোকবার্ত্তার বিশেষজ্ঞ, তিনিই পণ্ডিত। যাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানুযায়ী ও প্রজ্ঞা শাস্ত্রানুসারিণী, যিনি সাধুগণের মর্য্যাদাভঙ্গ করেন না এবং অসীম অর্থ, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াও, সর্ব্বদা অনুদ্ধত থাকেন, তিনিই পণ্ডিত।

যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য, অথচ আপনারে পণ্ডিত বলিয়া গর্ব্ব করে এবং দরিদ্র হইয়াও, ধনাভিমান প্রদর্শন ও গর্হিত উপায়ে অর্থলাভের বাসনা করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরার্থে যত্নবান্ হয় এবং মিত্রের প্রয়োজন সাধনে কপটতাচরণ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি কামনার অতিরিক্ত প্রার্থনা, প্রকৃত কাম্য বিষয় পরিহার এবং বলবানের দ্বেষ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রজ্ঞান, মিত্রের দ্বেষ ও হিংসা এবং সর্ব্বদা গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য কার্য্য সকল অন্যের নিকট প্রকাশ করে, সকল বিষয়েই সন্দিহান হয়, এবং স্বল্পসময় সাধ্য ব্যাপারে বহুক্ষণ ব্যয় করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃ-লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দেবগণের আরাধনা না করে, এবং সহৃদয় মিত্রলাভে বিরত হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি অনাহূত হইয়া প্রবেশ করে, জিজ্ঞাসিত না হইয়া বহুবাক্য ব্যয় করে, এবং অবিশ্বস্ত লোকদিগকে বিশ্বাস করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষলিপ্ত থাকিয়া, আত্মদোষ অন্যের প্রতি আরোপ করত তাহার নিন্দা করে, এবং সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাশূন্য হইয়া, ক্রোধ প্রকাশ করে, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি আত্মবল বিচার না করিয়া, বিনানুষ্ঠানেই অলভ্য বিষয়লাভে সমুৎ-সুক হয়, সেই মূঢ়। যে ব্যক্তি অশাস্য লোকের শাসন, ধন ও বিদ্যাহীন দরিদ্রের উপাসনা এবং নীচাশয় কৃপণের আরা-ধনা করে, সেই মূঢ়।

হে রাজন্! যে ব্যক্তি বিপুল বিত্ত, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়াও উদ্ধত ও গর্ব্বিত না হন, তিনিই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি সম্পত্তিশালী হইয়া, পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, একাকী উত্তম রূপ ভোজন ও উত্তম বসন পরিধান করে, তাহার অপেক্ষা নৃশংস আর কেহই নাই। দেখুন, এক জন

পাপ করিলে, অনেকে তাহার ফল ভোগ করে; কিন্তু ফলভোক্তা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয়; পাপী ব্যক্তিই দোষগ্রস্ত হইয়া থাকে। ধনুর্দ্ধর ব্যক্তি শর প্রয়োগ করিলে, এক বারে এক ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়াও সন্দেহ; কিন্তু বুদ্ধিমানের বুদ্ধিপ্রভাবে রাজ্যসমেত রাজাও বিনষ্ট হইতে পারেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি একমাত্র বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যাকার্য্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায়চতুষ্টয় সহায়ে শত্রু, মিত্র ও উদাসীনদিগকে বশীভূত, ইন্দ্রিয় পরাজয়, সন্ধিবিগ্রহাদির বিশেষ জ্ঞানলাভ এবং স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, কঠোর বাক্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থ-পারুষ্য পরিহার করিয়া, সুখশান্তি লাভ করুন। দেখুন, বিষরস এক জনকেই বিনাশ করে ও শস্ত্র দ্বারাও এক ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রবিপ্লব দ্বারা রাজ্য ও প্রজা সমেত রাজা এক বারে উৎসন্ন হন। হে রাজন্! একাকী মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ, অর্থচিন্তা, পথপর্য্যটন, এবং প্রসুপ্ত ব্যক্তি-গণের মধ্যে জাগরণ করা কর্ত্তব্য নহে। আপনি যাঁহারে বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, সেই একমাত্র সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ম অদ্বিতীয়,সংসারসাগরের তরণি ও স্বর্গের সোপান স্বরূপ। ক্ষমাশীল ব্যক্তির একমাত্র দোষ এই যে, তিনি ক্ষমা করিলে, লোকে তাঁহারে অশক্ত বিবেচনা করে; কিন্তু তাঁহার এই দোষ ধর্ত্তব্য নহে; কারণ ক্ষমাই মনুষ্যের পরম বল। ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনারে ও অন্যেরে অশেষ দোষে লিপ্ত করে। ফলতঃ, ক্ষমাই অসমর্থ ব্যক্তির গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ; ক্ষমাই অদ্বিতীয় বশীকরণ ও কার্য্যসাধন। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়্গ ধারণ করে, দুর্জ্জন ব্যক্তি তাহার কিছুই করিতে পারে না। অগ্নিও তৃণহীন স্থানে নিপতিত হইলে, স্বয়ং নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ধর্ম্মই

একমাত্র পরম কল্যাণ, ক্ষমাই একমাত্র পরম শান্তি, বিদ্যাই একমাত্র পরম তৃপ্তি এবং অহিংসাই একমাত্র সর্ব্ব সুখের আকর।

সর্প যেমন গর্ত্তস্থ মূষিকাদি ভক্ষণ করে, পৃথিবী সেইরূপ যুদ্ধপরাঙ্মুখ রাজা ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ লোককে উৎসাহিত করেন। কটুবাক্য পরিহার ও অসৎ লোকের অনাদর, এই দুই কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা মনুষ্য যশস্বী হইয়া থাকে। যে স্ত্রী প্রার্থিত ব্যক্তির প্রার্থনা করে ও যে পুরুষ প্রশংসিতের প্রশংসা করে, এই দুই জন লোকের বিশ্বাস-ভাজন হয়। নির্দ্ধনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রোধ, এই দুইটী শরীরশোষণ সুতীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ। যে ব্যক্তি গৃহস্থ হইয়া, নিষ্কর্ম্মা হয় এবং যে ব্যক্তি ভিক্ষুক হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, এই দুই ব্যক্তি কখনই শোভা পায় না। ক্ষমাশীল প্রভু ও দানশীল দরিদ্র এই উভয়বিধ ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়। অপাত্রে দান ও পাত্রে অগৌরব এই দ্বিবিধ কার্য্যই ন্যায়ের বিপরীত। অদাতা ধনী ও অভিমানী দরিদ্র এই দুই ব্যক্তিকে গলদেশে শিলাবন্ধন পূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। পরি-ব্রাজক ও সম্মুখসংগ্রামনিহত বীর এই উভয়বিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিতে পারে।

হে ভরতর্ষভ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও কনীয়ান্ এই তিনপ্রকার উপায় নির্দ্দেশ করেন। এই পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ ব্যক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকার কার্য্যে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভার্য্যা, পুত্র ও দাস এই তিন জনের ধনে অধিকার নাই,; ইহাদের উপার্জ্জিত সম্পত্তি ঈশ্বরের অধীন। পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও সুহৃদ্-পরিবর্জ্জন এই ত্রিবিধ দোষ অতিভয়ানক। কাম, ক্রোধ ও

লোভ এই তিন রিপু স্বর্গের তিন দ্বার ও আত্মবিনাশের হেতু; অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ভক্ত, যে ব্যক্তি উপাসক এবং যে ব্যক্তি "আমি তোমার" বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে মহাবিপদেও পরিত্যাগ করিবে না। বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রজন্ম এই তিনটী শত্রুকে ক্লেশ হইতে বিমুক্ত করার সমান।

মহারাজ! মহাবলসম্পন্ন ভূপতি স্বল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্র, অলস ও স্তাবক এই চারি প্রকার লোকের সহিত কদাচ মন্ত্রণা করিবেন না। আপনি অশেষসম্পত্তিশালী ও গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে অনুরক্ত; আপনার গৃহে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধ জ্ঞাতি, অবসন্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্যহীন ভগিনী এই চতুর্ব্বিধ লোক বাস করুক। অমরনাথ জিজ্ঞাসা করিলে, বৃহস্পতি কহিয়াছিলেন, দেবগণের সংকল্প, বুদ্ধিমানের অনুভব, কৃতবিদ্যের বিনয় ও পাপাত্মার বিনাশ এই চারিটী সদ্যই ফল প্রসব করে। অগ্নিহোত্র, মৌন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য অযথাভূত অনুষ্ঠিত হইলে, মহাভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

হে ভরতবংশভূষণ! মনুষ্য সর্ব্ব প্রযত্নে পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসনা করিবে। দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভিক্ষু ও অতিথি এই পাঁচের পূজা করিলে, যশোলাভ হয়। আপনি যে যে স্থানে গমন করিবেন, মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী এই পাঁচ ব্যক্তি আপনার অনুগামী হইবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় স্খলিত হইলে, চর্ম্মপাত্রের ছিদ্রবিনিঃসৃত জলের ন্যায়, সমস্ত বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে রাজন্! ঐশ্বর্য্যকাম ব্যক্তির নিদ্রা, জড়তা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ধীমান্ পুরুষ সমুদ্রে ভগ্ন তরির ন্যায়, অপ্রবক্তা

আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য পুরোহিত, রক্ষণাসমর্থ ভূপতি, অপ্রিয়-বাদিনী ভার্য্যা, গ্রামবাসে অভিলাষী গোপাল ও বনবাসে অভি-লাষী নাপিত এই ছয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন। সত্য, দান, অনালস্য, অনুসূয়া, ক্ষমা, ও ধৈর্য্য এই ছয়টী গুণ পরিত্যাগ করা কদাচ পুরুষের উচিত নহে। গো, কৃষি, ভার্য্যা, সেবা, বিদ্যা ও শূদ্রসঙ্গতি এই ছয়টী বিষয়ের রক্ষা না করিলে তৎ-ক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ছয় ব্যক্তিরা পূর্ব্বোপকারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে; শিক্ষিত শিষ্যগণ আচা-র্য্যের প্রতি, কৃতদার ব্যক্তি মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষ স্ত্রীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োজনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও লব্ধারোগ্য ব্যক্তিগণ চিকিৎস-কের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকে। আরোগ্য, আনৃণ্য, অপ্রবাস, সৎসংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই ছয়টী জীবলোকের সুখ। ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, ক্রোধাসক্ত, নিত্য শঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় প্রকার ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত বলিয়া পরিগণিত। নিত্য অর্থের আগম, অরোগিতা, প্রিয়কারিণী ও প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, বশ্য পুত্র ও অর্থকরী বিদ্যা এই ছয়টী জীব লোকের সুখ। কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টী মনুষ্যের চিত্তে সতত অবস্থিতি করিতেছে। যিনি এই সকলকে পরাজয় করিতে পারেন, তিনি কদাচ পাপ বা অনর্থের ভাজন হন না। চৌর প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট, প্রমদা কামুকের নিকট, যাজক যজমা-নের নিকট, রাজা বিরোধীর নিকট ও পণ্ডিত মূর্খের নিকট জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

হে রাজন্! স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ড-পারুষ্য ও অর্থদূষণ রাজাদিগের এই সাতপ্রকার দোষ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কারণ ঐ সাত প্র-

কার দোষে দূষিত হইলে, বদ্ধমূল ভূপতিও বিনাশ প্রাপ্ত হন।

হে ভারত! ব্রহ্মস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ, তাঁহাদিগের সহিত বিরোধ, তাঁহাদিগের নিন্দায় আনন্দ ও প্রশংসায় ঈর্ষ্যাপ্রকাশ, কার্য্যকালে তাঁহাদিগের স্মরণ না করা এবং যাচ্ঞা করিলে তাঁহাদিগের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করা এই আটটী মনুষ্যের বিনাশেরপূর্ব্বনিমিত্ত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই সমস্ত দোষ বিবেচনা সহকারে পরিত্যাগ করিবেন। বন্ধুসমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, সমুচিত সময়ে প্রিয়ালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিপ্রেত-সিদ্ধি ও জনসমাজে প্রশংসালাভ এই আটটী হর্ষের সার স্বরূপ। প্রজ্ঞা, কৌলীন্য, দম, শাস্ত্রজ্ঞান, পরাক্রম, মিত-ভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটী গুণ পুরু-ষকে সমুল্লসিত করে।

এই দেহরূপ গৃহে নয়টী দ্বার, তিনটী স্তম্ভ এবং পাঁচটী সাক্ষী বিরাজমান আছে। জীবাত্মা উহাতে অধিষ্ঠিত রহি-য়াছেন। যে ব্যক্তি ইহার তত্ত্ব অবগত,তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

হে ভারত! মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত্ত, ত্বরান্বিত, লুব্ধ, ভীত ও কামী এই দশ জন ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য; অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গ করিবেন না।

পুর্ব্বে অসুরেন্দ্র সুধন্বা পুত্রের নিমিত্ত যেরূপ বলিয়া-ছিলেন, এ স্থলে সেই পুরাতন ইতিহাস উদাহরণ স্বরূপ কীর্ত্তিত হইতেছে। যে রাজা কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও সৎপাত্রে দান করেন এবং বিশেষজ্ঞ হন, লোকে তাঁহারেই প্রমাণ স্বরূপ অবলম্বন করে। যিনি লোকের বিশ্বাসোৎ-পাদনের উপায় অবগত আছেন, দোষ সপ্রমাণ হইলেই অপরাধীর দণ্ড করেন এবং অপরাধানুরূপ দণ্ডের পরিমাণ

ও বিষয়বিশেষে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই সম্পূর্ণ রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়। যিনি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা না করেন, প্রত্যুত রন্ধ্রান্বেষণে অবহিত হইয়া বুদ্ধি পূর্ব্বক তাহার সেবা করেন, এবং যিনি বলবান্ ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ না করিয়া, যথাকালে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই ধীর। যে মহাতেজা মহীপতি আপদ্‌গত হইয়াও, কদাচ ব্যথিত ও বিমুগ্ধ হন না, প্রত্যুত, অবহিত হইয়া, তাহার প্রতি-বিধানার্থ যত্ন করেন এবং দুঃখসহিষ্ণু হন, তাঁহার সমুদায় শত্রু পরাজিত হইয়াছে। যিনি অনর্থক প্রবাস আশ্রয়, দুরাত্মাদের সহিত সংসর্গ ও পরদারাভিগমন না করেন, এবং দম্ভ, চৌর্য্য, খলতা ও মদ্যপান এই সকল দোষের বশীভূত না হন, তিনি নিরন্তর সুখী। যিনি দম্ভবশ হইয়া, ত্রিবর্গের সেবা না করেন, জিজ্ঞাসিত হইয়া, সত্য কথা বলেন, অল্প বিষয়ের নিমিত্ত বিবাদোন্মুখ না হন, পূজার অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ প্রকাশ বা কাহার গুণে দোষারোপ করেন না, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন, স্বয়ং বলহীন হইয়া, কাহার সহিত বৈরাচরণ, বা অন্যের বাক্য অতিক্রম করিয়া আপনি কোন কথা প্রয়োগ না করেন, সেই বিবাদসহিষ্ণু ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রশংসনীয় হন। যিনি ঔদ্ধত্য, পুরুষকার সহকারে অন্যের নিন্দা বা মদগর্ব্বিত হইয়া, কাহাকেও কটূক্তি করেন না, তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন। যিনি প্রশমিত বৈরানল সন্ধুক্ষিত ও গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়াও, নিতান্ত তেজোহীন ব্যবহার করেন না এবং আপনার দীনতা প্রকাশ করিয়া, অকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না, পণ্ডিতগণ তাঁহারে সাধুশীল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যিনি আত্মসুখে নিরতিশয় হর্ষ ও পরদুঃখে সন্তোষ প্রকাশ করেন না, এবং দান করিয়া অনুতপ্ত হন না, তিনিই সৎ পুরুষ ও সাধুশীল।

দেশাচার, ভাবাভেদ ও জাতিধর্ম্মপরিজ্ঞানে সমুৎসুক ব্যক্তি নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয়েরই মর্ম্মজ্ঞ হন। তিনি যথা ইচ্ছা গমন করুন, সর্ব্বদাই বহু ব্যক্তির উপরে আধিপত্য করিতে পারেন। যে ধীমান্ পুরুষ দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকর্ম্ম, রাজবিদ্বেষ, ক্রূরতা, বহু লোকের সহিত শত্রুতা, এবং মত্ত, উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের সহিত বাদবিতণ্ডা পরিত্যাগ করেন, তিনিই প্রধান। যিনি দম, শম, শৌচ, দৈব ও মাঙ্গলিক কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও লোকসিদ্ধ বহুবিধ প্রবাদ নিত্যকর্ত্তব্য বলিয়া, মস্তকে বহন করেন, দেবগণ তাঁহার অভ্যুদয় সাধন করেন। যিনি সমকক্ষ ভিন্ন অসমকক্ষের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ করেন না, সমান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, ব্যবহার ও আলাপ করেন এবং আপনার অপেক্ষা সমধিকগুণশালী ব্যক্তিগণের দৃষ্টান্তে কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহার সমুদায় নীতিই সুপ্রযুক্ত হয়। যিনি অনুজীবীদিগকে বিভাগ পূর্ব্বক প্রদান করত, আপনি পরিমিত ভোজন করেন, বহু কর্ম্ম করিয়া অল্প পরিমাণে নিদ্রিত হন এবং প্রার্থিত হইয়া, শত্রুদিগকেও ধনদান করেন, সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কদাচ বিপদাপন্ন হন না। গোপনীয় রূপে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করাতে, লোকে যাহার অভিপ্রেত অবগত হইতে না পারে তাহার সামান্য অর্থও বিফল হয় না। যিনি সর্ব্বভূতের শান্তিবিধানে নিরত, সত্যনিষ্ঠ, মৃদু, বদান্য ও বিশুদ্ধস্বভাব-সম্পন্ন, তিনি সুজাতিসমুদ্ভূত নির্ম্মল মণির ন্যায় জ্ঞাতিগণ মধ্যে নিরতিশয় বিখ্যাতি লাভ করেন। স্বানুষ্ঠিত দুষ্কর্ম্ম অপরে জানিতে না পারিলেও, যিনি আপনিই আপনার নিকট লজ্জিত হন, তিনি সর্ব্বোপরি গৌরবান্বিত হন। এবং সুমনা ও সমাহিত হইয়া স্বীয় অপরিমেয় তেজোরাশি দ্বারা দিবাকরের ন্যায় বিদ্যোতিত হইয়া থাকেন।

হে অম্বিকেয়! ব্রহ্মশাপদগ্ধ মহাত্মা পাণ্ডুর ইন্দ্র-প্রতিম পঞ্চ পুত্র অরণ্যে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। আপনিই তাহাদিগকে বর্ণন কালে বর্দ্ধিত ও শিক্ষা প্রদান করেন না তাঁহারা এক্ষণে আপনার নিদেশ পালন করিতেছেন অতএব তাঁহাদিগকে উপযুক্ত রাজ্য ছেদন করিয়া, সপুত্র সুখী ও সন্তুষ্ট হউন। তাহা হইলে, দেবতা বা মনুষ্য কেহই আপনার দোষ সম্ভাবনায় সমর্থ হইবেন না।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,হে তাত! এইরূপ জাগ্রদবস্থায় চিন্তা-দগ্ধ ব্যক্তির যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা কীর্ত্তন কর। তুমিই একমাত্র আমাদিগের ধর্ম্মার্থবিনির্দ্দেশে সুনিপুণ। অতএব বুদ্ধি পূর্ব্বক সমুদায় বিষয় যথাযথ অনুশাসন কর। হে বৎস! যাহা যুধিষ্ঠিরের ও কৌরবগণের হিতকর বলিয়া বোধ হয়, এক্ষণে তাহাই উল্লেখ কর। ভবিষ্য অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া, পূর্ব্বকৃত অপরাধ সমস্ত আমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান হইতেছে। সেই জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতেছি, যুধিষ্ঠি-রের যথার্থ অভিপ্রেত কীর্ত্তন কর।

বিদুর কহিলেন, যাঁহার পরাভব ইচ্ছা না করা যায়, তাঁহার শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় হউক, জিজ্ঞাসিত না হইলেও, তাহা প্রকৃত রূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি কুরুকুলের কল্যাণকামনায় ধর্ম্ম ও হিতসঙ্গত বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে রাজন্! যে সকল কার্য্য মিথ্যাময় ও অসদুপায়ে অনু-

ষ্ঠিত হইলেও সিদ্ধ হইতে পারে, আপনি তাহা পরিহার করিবেন। যে সকল কার্য্য যুক্তিবিহিত ও উপযুক্ত উপায়-সঙ্গত হইয়াও, সিদ্ধ না হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতেও বিষণ্ণ হইবেন না। প্রত্যেক কার্য্যেরই অনুবন্ধ, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন আছে।অতএব অগ্রে তৎসমস্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কার্য্য অবধারণ ও আরম্ভ করিবে; বিচার না করিয়া, কদাচ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মের অনুবন্ধ ও পরিণাম এবং আপনার উদ্যম পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক, হয় তাহাতে প্রবৃত্ত, না হয় নিবৃত্ত হইবেন।

যে রাজা স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, দোষ, দণ্ড ও জনপদ প্রভৃতি নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তিনি চিরস্থায়ী রাজপদ লাভ করিতে পারেন না। যিনি যথাবিহিত রূপে উল্লিখিত বিষয়সমূহের প্রমাণ সমস্ত বিলক্ষণ অবগত আছেন এবং ধর্ম্মার্থপরিজ্ঞানে অভিনিবেশ করেন তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন।রাজ্য-লাভ হইলেই, যথেচ্ছাচার করা কর্ত্তব্য নহে। বৃদ্ধকাল যেরূপ সুকুমার কান্তি বিকৃত করে, সেইরূপ অবিনয় বিপুল রাজ-লক্ষ্মীকেও বিনষ্ট করে। মৎস্য লোভাক্রান্ত হইয়া,আমিষপ্র-চ্ছাদিত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে; পরিণামবন্ধন একবারও চিন্তা করে না। অতএব যাহা গ্রাসের উপযুক্ত এবং গ্রাস করিলে পরিপাক ও হিতকর হইতে পারে, কল্যাণকামী ব্যক্তি তাহাই গ্রাস করিবেন। বৃক্ষের অপরিপক্ক ফল চয়ন করিলে, কিছুমাত্র রসলাভ হয় না; এবং বীজও বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যে বিচক্ষণ পুরুষ উপযুক্ত সময়ে সুপক্ক ফল চয়ন করেন, তিনি রসলাভ ও পুনরায় ফললাভও ক-রিতে পারেন। ভ্রমর যেরূপ পুষ্পের অব্যাঘাতে মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ রাজা অহিংসা দ্বারা প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ, মালাকারের ন্যায় প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই

পুষ্পচয়ন করিবে, কিন্তু অঙ্গারকারের ন্যায় কোন বৃক্ষেরই মূলোৎপাটন করিবে না। কার্য্যের অনুষ্ঠানে কি ফললাভ হয় এবং অননুষ্ঠানেই বা কিরূপ হয়, পুরুষ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই কার্য্য করিবে, অথবা বিরত হইবে। যাহাতে পুরুষকার বিফল হইয়া থাকে, সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে না। কামিনীগণ যেরূপ ক্লীব পতিরে কামনা করে না, তদ্রূপ নিষ্ফলপ্রসাদ নিষ্ফলক্রোধ নরপতি প্রজাগণের বিরাগভাজন হইয়া থাকেন। যাহা অনায়াসসাধ্য হইলেও মহাফল প্রসব করে, ধীমান্ ব্যক্তি সত্বর সেইরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন; বিলম্ব করিয়া তাহার ব্যাঘাত করিবেন না। যে রাজা সপ্রণয়, সতৃষ্ণ ও সরল দৃষ্টি সহকারে প্রজাদিগকে অবলোকন করেন, তিনি নিঃস্তব্ধ হইয়া, স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেও, প্রজাদের অনুরাগভাজন হন। পুষ্পসম্পন্ন হইয়াও ফলহীন হইবে, ফলিত হইয়াও দুরারোহ হইবে ও অপক্ক হইয়াও পক্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। তাহা হইলে, কোন কালেই বিশীর্ণ হইবে না। যাঁহার চক্ষু, মন, বাক্য ও কর্ম্ম সকলের প্রীতি সম্পাদন করে, লোকে তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হয়। যেরূপ মৃগগণ ব্যাধ হইতে ভীত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রাণিগণের ভয়সাধন করে, সে সাগরান্তা পৃথিবী লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে পারে না। জলদজাল যেরূপ বায়ুবশে বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ দুর্নীতিপর ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত পৈতৃক রাজ্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। যিনি সাধুগণচরিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, বসুন্ধরা বসুপূর্ণা হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধন করত বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। যে ব্যক্তি ধর্ম্মপরিহারপূর্ব্বক অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হয়, পৃথিবী তাহার হস্তগতা হইয়া, অনলনিক্ষিপ্ত চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হন। বুদ্ধিমান্ নরপতির

পররাষ্ট্রবিমর্দ্দনের ন্যায় স্বরাষ্ট্রপরিপালনেও সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম দ্বারা রাজ্যলাভ করিবে এবং ধর্ম্ম দ্বারাই তাহা পরিপালন করিবে। ধর্ম্ম দ্বারা ঐশ্বর্য্যলাভ হইলে, আপনা হইতেই তাহা পরিত্যক্ত হয় না এবং সেই ঐশ্বর্য্যও অধিকারীকে পরিত্যাগ করে না। প্রলাপী, উন্মত্ত ও জল্পনাশীল বালকেরও নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে। প্রস্তর হইতে যেরূপ কাঞ্চন সংগৃহীত হয়, সেইরূপ সকল বস্তু হইতেই সার সঙ্কলন করিবে। শিলাহারী যেরূপ ক্ষেত্রপতিত অবশিষ্ট শস্য সংগ্রহ করে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ সকলের নিকটেই সদাচার, সুভাষিত ও সুকৃত সঞ্চয় পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হৃদয়ে কালযাপন করিবেন। গো সকল গন্ধ দ্বারা, ব্রাহ্মণগণ বেদ দ্বারা, রাজারা গুপ্তচর দ্বারা এবং ইতর ব্যক্তিরা চক্ষু দ্বারা দর্শন করে। যে গাভী দোহনসময়ে নানা প্রকারে উৎপাত করে, সে বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু সুদুহা হইলে,কেহই তাহারে নিগৃহীত করে না। সেইরূপ, যাহা উত্তপ্ত না হইয়াই প্রণত হয়, কেহই তাহারে তাপ প্রদান করে না। যে কাষ্ঠ সহজেই অবনত হয়, তাহারে যত্ন পূর্ব্বক নামিত করিবার প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক বলবানের নিকট অবনত হইবেন। যিনি বলবানের নিকট অবনত হন, তিনি বলাধিষ্ঠাতা ইন্দ্রকেই প্রণাম করেন। যেরূপ বারিদমণ্ডল পশুগণের ও মন্ত্রী নরপতিগণের বন্ধু, সেইরূপ পতি কামিনীগণের ও বেদ ব্রাহ্মণগণের মিত্র। সত্য দ্বারা ধর্ম্ম, যোগ দ্বারা বিদ্যা, শরীরপরিষ্করণ দ্বারা কান্তি, সদাচার দ্বারা কুল,পরিমাণ দ্বারা ধান্য, ব্যায়াম দ্বারা অশ্বগণ, তত্ত্বাবধারণ দ্বারা গোধন সকল এবং কুচ্ছিত পরিচ্ছদ দ্বারা স্ত্রীগণ সুরক্ষিত হইয়া থাকে। আমার মতে কুল

কখন আচারভ্রষ্ট পুরুষের ভদ্রতার কারণ হইতে পারে না; কারণ, নীচবংশীয় জনগণও সদাচারসম্পন্ন হইলে, ভদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। পরের ঐশ্বর্য্য, রূপ, বীর্য্য, কুল, বংশ, সুখ, সৌভাগ্য ও পুরস্কার দর্শন পূর্ব্বক যাহার ঈর্ষ্যা সমুৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাধির অন্ত নাই; সে চিররুগ্ন, সন্দেহ নাই।

অকার্য্যের অনুষ্ঠান, কার্য্যপরিবর্জ্জন ও ফলসিদ্ধির পূর্ব্বে মন্ত্রভেদ এই তিনটী যাঁহার ভয়োৎপাদন করে, তিনি যে বস্তু সেবন করিলে মত্ত হইতে পারেন, তাহা এক বারেই পরিহার করিবেন। বিদ্যামদ, ধনমদ ও কৌলীন্যমদ গর্ব্বপর লোকদিগের এই তিন প্রকার মদ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু সাধুদিগের পক্ষে ইহা দম স্বরূপ। তাঁহারা ইহা দ্বারা বিনয়াদিগুণসম্পন্ন হইয়া থাকেন। সাধুগণ কোন কার্য্যসূত্রে অসাধুদিগের উপাসনা করিলে, সেই অসাধুগণ সাধুসেবা দ্বারা আপনাদিগকে সাধু বলিয়া বোধ করে। ফলতঃ, সাধুগণই সাধুদিগের, জিতাত্মা মানবগণের এবং অসাধু সকলের আশ্রয়। অসাধু ব্যক্তি কখন সাধুশীলের আশ্রয় হইতে পারে না। সুন্দরবেশভূষাসম্পন্ন ব্যক্তি সভা, গোধনশালী মিষ্টভোজনলালসা এবং যানবান্ ব্যক্তি পথ পরাজয় করে; কিন্তু শীলবান্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রই জয়শালী হন। ফলতঃ, শীলই পুরুষের প্রধান গুণ; যাহার শীল নাই, তাহার জীবন, ধন বা বন্ধু কিছুতেই প্রয়োজন নাই।

হে রাজন্! ধনবান্ ব্যক্তি মাংসপ্রধান, মধ্যবিত্ত দুগ্ধপ্রধান, এবং দরিদ্রগণ তৈলপ্রধান ভোজন করিয়া থাকে। কিন্তু দরিদ্রের ভোক্ষ্য অন্ন ধনী অপেক্ষাও সুমিষ্ট। কেন না, যে ক্ষুধা দ্বারা সকল বস্তুই সুস্বাদ হয়; ধনীদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত দুর্লভ। ফলতঃ, ধনবান্ ব্যক্তি প্রায়ই সর্ম্মধিক-

ভোজনশক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু দরিদ্রদিগের জঠরানলে কাষ্ঠ সকলও জীর্ণ হইয়া থাকে।

অধম ব্যক্তিরা জীবিকার হানি হইলেই ভীত হয়; মধ্যম লোকেরা মৃত্যু হইতে ভয় পান এবং উত্তম ব্যক্তিরা অপমান হইতে ভীত হইয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যমদ পানমদ, বিদ্যামদ প্রভৃতি হইতেও অধিকতর অনিষ্টজনক। কারণ, পতন না হইলে ঐশ্বর্য্যমদমত্ত ব্যক্তির চৈতন্য হয় না। গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রদিগকে সন্তপ্ত করে, সেইরূপ অসংযত ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইয়া,পৃথিবীকে পরিতাপিত করে। বিষয়বাসনাপ্রবর্ত্তক স্বভাবজাত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইলে, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় আপদ্‌রাশি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে রাজা আত্মজয় না করিয়া অমাত্যকে অথবা অমাত্যজয় না করিয়া, অমিত্রকে জয় করিতে অভিলাষী হন, তিনি অবশ হইয়া পরিহীন হইয়া থাকেন। অতএব প্রথমে মনকেই শত্রু রূপে পরাজয় করিবে; পরে অমাত্য ও অমিত্র-জয়ে অভিলাষী হইলে, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। যিনি জিতেন্দ্রিয়, জিতাত্মা,বিরুদ্ধাচারীর প্রতি দণ্ডপ্রণেতা ও সমীক্ষ্যকারী, রাজলক্ষ্মী তাঁহারই ভোগ্যা হইয়া থাকেন।

হে মহারাজ! পুরুষের শরীর রথ স্বরূপ, আত্মা সারথি ও ইন্দ্রিয়গণ অশ্ব। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত ও সুনিপুণ রথীর ন্যায় ঐ সমস্ত বশীভূত অশ্ব দ্বারা নির্ব্বিঘ্নে গমন করেন। অবশীভূত ও অশান্ত অশ্ব সকল যেরূপ পথিমধ্যে অনিপুণ সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অশাসিত ইন্দ্রিয়বর্গও পুরুষের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। যে দুর্ব্বোধ পুরুষ অপরাজিত ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া অর্থ হইতে অনর্থ ও অনর্থ হইতে অর্থ লাভের প্রত্যাশা করে, সে সুবি-

যম দুঃখকেই সুখ বোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিবর্জন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণের অনুসারী হয়, তাহার শ্রী, প্রাণ, ধন ও পরিজন ভ্রংশিত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গণের প্রভু না হইয়া, বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইলে, সত্বর তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়দিগকে দমন করিয়া আত্মানুসন্ধান করিবে। কেননা, আপনিই আপনার বন্ধু ও আপনিই আপনার রিপু। যিনি আত্মজয় করিয়াছেন, তিনি আপনিই আপনার বন্ধু।

হে ভরতর্ষভ! মহামীন যেরূপ ক্ষুদ্রছিদ্রসম্পন্ন জালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ কাম ও ক্রোধ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহলৌকিক বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি ধনধান্যাদিসম্পন্ন হইয়া সতত সুখ সচ্ছন্দে বাস করেন। যে ব্যক্তি মতিবিকারসমুদ্ভূত অন্তরস্থ পঞ্চ শত্রুকে পরাজয় না করিয়া, বাহ্য শত্রু বিজয়ে সমুৎসুক হয়, সে স্বয়ং শত্রু কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। দুরাচার নরপতিগণ রাজ্যমোহ নিবন্ধন প্রায়ই ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া, স্বীয় দুষ্কর্ম্ম প্রভাবে বধ্যমান হয়। আর্দ্র কাষ্ঠ যেরূপ শুষ্ক কাষ্ঠের সহিত মিশ্রিত হইয়া দগ্ধ হয়, সেইরূপ নিষ্পাপ ব্যক্তি পাপকারীর সংসর্গে থাকিয়া, তুল্যরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপাত্মার সহিত কদাচ মিলিত হইবে না। যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ স্ব স্ব বিষয় সংসক্ত উৎপথগামী রিপুদিগকে নিগৃহীত না করে, সে বিপদ্-কবলে নিপতিত হয়। দুরাচার কখন অনসূয়া, সরলতা, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও সুখসম্পন্ন হয় না। আত্মজ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা, গুপ্ত কথা ও দান এই কয়েকটী অধম ব্যক্তিরে কখন আশ্রয় করে না। মূঢ় ব্যক্তি নিন্দা ও তিরস্কার দ্বারা পণ্ডিতগণের হিংসা করিয়া

স্বয়ং পাপভাগী হয়; পণ্ডিতগণ ক্ষমা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহা হইতে মুক্তিলাভ করেন। যেরূপ হিংসা অসাধুদিগের, দণ্ডবিধি নরপতিগণের এবং পতিশুশ্রূষা অবলাগণের বল, সেইরূপ ক্ষমাই গুণশালীদিগের একমাত্র বল।

বাক্যসংযম নিতান্ত দুষ্কর; অর্থসম্পন্ন বিচিত্র বহু বাক্য প্রয়োগ করাও সহজ নহে। সুভাষিত বিবিধ কল্যাণের আকর; কিন্তু দুর্ভাষিত হইলে, তাহাই আবার অনর্থের হেতু হইয়া উঠে। বাণে বিদ্ধ অথবা কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে, বনও পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হয়, কিন্তু বাক্যশল্যে বিদ্ধ হইলে হৃদয় অঙ্কুরিত হয় না। ফলতঃ, দুর্ব্বাক্য ভয়ঙ্কর বিকার স্বরূপ। শস্ত্র সকলও শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা যায়, কিন্তু বাক্‌শল্য কিছুতেই উৎপাটিত হইতে পারে না। উহা হৃদয়ে দৃঢ়-বদ্ধ হইয়া থাকে। বাক্যবাণহত ব্যক্তি অনবরত শোক প্রকাশ করে। ঐরূপ শর সকল শত্রুর মর্ম্মস্থানেই নিপতিত হয়। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ শত্রুর প্রতি তাহা প্রয়োগ করিবে না।

দেবতারা অগ্রে বুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া, পরে পরাভূত করেন, সুতরাং অনিষ্টজনক অকার্য্য সকলই মনুষ্যের সেব্য হইয়া থাকে। বুদ্ধি কলুষিত ও ক্ষয়দশা উপনীত হইলে, দুর্নীতি নীতির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না। হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া, আপনার পুত্রদিগেরও সেই দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আপনি তাহা জানিতেছেন না। হে রাজেন্দ্র! যিনি রাজলক্ষণসম্পন্ন, আপনার আজ্ঞাবহ ও প্রধান দায়াদ; যিনি ত্রিভুবনরাজ্যের প্রভু হইবার উপযুক্ত, তেজ ও প্রজ্ঞা-সম্পন্ন, ধর্ম্ম ও অর্থ তত্ত্বজ্ঞ, সমুদায় ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠ এবং দয়া, আনৃশংস্য ও গৌরববশতঃ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন,

সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়া পৃথিবীর রাজা হউন।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য সমুদায় পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন করিতেছ, কিন্তু তথাপি আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; তুমি যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে,উহা সাতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য সমুদায় কীর্ত্তন কর। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! সর্ব্বতীর্থে স্নান ও সর্ব্বপ্রাণির প্রতি সরল ব্যবহার উভয়ই সমান; কিম্বা সরলতা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। অতএব আপনি পাণ্ডবগণের সহিত সরল ব্যবহার করুন; তাহা হইলে ইহলোকে মহতী প্রতিষ্ঠা লাভ করত পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারিবেন। পৃথিবীতে যতকাল মনুষ্যের যশ উদ্ঘোষিত হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়; এক্ষণে সুধন্বা ও বিরোচন সংবাদ নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

দিতিনন্দন বিরোচন কেশিনীকে লাভ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কি দৈত্য শ্রেষ্ঠ? এবং সুধন্বা কি নিমিত্ত পর্য্যঙ্কে আরোহণ করিবেন? বিরোচন কহিলেন, হে কেশিনি! আমরাই শ্রেষ্ঠ। এই লোক সমুদায় আমাদেরই অধিকৃত; সুতরাং দেবতা ও ব্রাহ্মণেরা আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না।

কেশিনী কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা এই স্থলেই প্রতীক্ষা করিব। সুধন্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিবেন। তাহা হইলে তোমাদের উভয়কেই একত্রে অবস্থিতি করিতে দেখিতে পাইব। বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি যাহা কহিতেছ, আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। কল্য সুধন্বা ও আমাকে একত্র সমাগত দেখিবে।

পরে রাত্রি প্রভাত হইলে, যেখানে বিরোচন ও কেশিনী অবস্থিতি করিতেছেন, সুধন্বা তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশিনী ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পাদ্য,অর্ঘ্য ও আসন প্রদান করিলেন। সুধন্বা কহিলেন,হে দৈত্যরাজ! আমি তোমার এই হিরণ্ময় আসন স্পর্শ করিলাম, কিন্তু যদি তোমার সমান হই তাহা হইলে, অবশ্যই প্রতিগমন করিব, তোমার সহিত কদাচ একাসনে উপবেশন করিব না। বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন্! কাষ্ঠ,পীঠ, কুশাসন ও কুশমুষ্টি আপনার উপযুক্ত আসন; তুমি কোন রূপেই আমার একাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ। সুধন্বা কহিলেন, হে বিরোচন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহাঁরা পিতা পুত্রে একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু ঐ চারি বর্ণের পরস্পর একাসনে উপবেশন করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। আমি উপবেশন করিলে তোমার পিতা আমার আসনের অধোভাগে উপবেশন করিয়া উপাসনা করিতেন। তুমি বালক, গৃহমধ্যে বিবিধ সুখসেব্য দ্রব্য সমুদয় উপভোগ করিতেছ, এখনও তোমার বিষয়বুদ্ধি পরিণত হয় নাই।

বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন্! আমরা হিরণ্য, গো ও অশ্বপ্রভৃতি পণ রাখিয়া বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। সুধন্বা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! হিরণ্য,

গো ও অশ্ব প্রভৃতি পণ রাখিয়া আবশ্যক নাই। আইস, আমরা প্রাণ পণ রাখিয়া, বিজ্ঞসমাজে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। বিরোচন কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমরা প্রাণ পণ রাখিয়া এক্ষণে কোথায় গমন করিব? দেবতা বা ব্রাহ্মণের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। সুধন্বা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ! আমরা এক্ষণে তোমার পিতা প্রহ্লাদের নিকট গমন করিব। বোধ হয় তিনি পুত্রের নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কথা কহিবেন না।

বিদুর কহিলেন, তাঁহারা পরস্পর এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়া, প্রহ্লাদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া মনে করিলেন, যাঁহাদিগকে কখন একত্র বিচরণ করিতে দেখি নাই; অদ্য তাঁহারা কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ আশী-বিষের ন্যায় এক পথ অবলম্বন করিয়া আগমন করিতেছেন? অনন্তর তিনি বিরোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমরা পূর্ব্বে কখন একত্র বিচরণ কর নাই, এক্ষণে সুধন্বার সহিত কি তোমার সখ্যতা জন্মিয়াছে? বিরোচন কহিলেন, হে তাত! সুধন্বার সহিত আমার সখ্যতা জন্মে নাই, আমরা প্রাণ পণ রাখিয়া আপনার নিকট একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের মিথ্যা মীমাংসা করিবেন না। প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুধন্বন্! আপনি ব্রাহ্মণ; সুতরাং আমাদিগের অর্চ্চনীয়; অতএব আপনার নিমিত্ত উদক, মধুপর্ক ও স্থূলকায় শ্বেতবর্ণ ধেনু সকল সমা-হৃত হউক। সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি উদক ও মধুপর্ক পথিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ? কি দৈত্যেরা শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্নের সদুত্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি ইহার সদুত্তর প্রদান করুন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার একমাত্র পুত্র, এবং আপনিও স্বয়ং আমার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব আমি কি প্রকারে আপনাদের এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হই। সুধন্বা কহিলেন, হে মতিমন্! যদি ঔরস পুত্রের প্রীতি সম্পাদন করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে, তাহাকে ধেনু ও অন্যান্য প্রিয়তর বস্তু সমুদয় প্রদান করুন, কিন্তু আমাদিগের বিবাদ ভঞ্জন করা আপনার কর্ত্তব্য। অতএব এক্ষণে আমাদিগের বিবাদের যথার্থ মীমাংসা করুন।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে সুধন্বন্! যে ব্যক্তি সত্য না বলিয়া মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে, সেই দুর্ব্বিবক্তা কিরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়? সুধন্বা কহিলেন, অধিবিন্না স্ত্রী এবং অক্ষপরাজিত ও অতিভারাক্রান্ত ব্যক্তি যেরূপ রজনীযোগে মহাকষ্ট ভোগ করে, অন্যায়বাদী ব্যক্তি সেইরূপ বিষম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগর মধ্যে অবরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্দ্বারে শত্রুগণপরিবেষ্টিতের ন্যায় দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। পশুর নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহিলে পঞ্চ পুরুষ, গোর নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহিলে দশ পুরুষ এবং অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে, শত পুরুষ ও মনুষ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সহস্র পুরুষ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। হিরণ্যের নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহিলে, জাত অজাত উভয় পুরুষ পতিত এবং ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদয় বিনষ্ট হয়।

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে বিরোচন! মহর্ষি অঙ্গিরা ও সুধন্বা তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুধন্বার জননী তোমার জননী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি অদ্য সুধন্বার নিকট পরাজিত হইলে। হে বিরোচন! সুধন্বা এক্ষণে তোমার প্রাণেশ্বর হইলেন। অনন্তর সুধন্বাকে কহিলেন, হে সুধন্বা! আপনি এক্ষণে

আমার পুত্রকে পুনরায় প্রদান করুন। সুধন্বা কহিলেন, হে প্রহ্লাদ! আমি তোমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতায় পরিতুষ্ট হইয়া, তোমার পুত্র বিরোচনকে পুনরায় প্রদান করিলাম। কিন্তু কেশিনীর সমক্ষে বিরোচনকে আমার পাদ-প্রক্ষালন করিতে হইবে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি ভূমির নিমিত্ত কদাচ মিথ্যা কথা কহিবেন না। যিনি ভূমির নিমিত্ত মিথ্যা বলেন, তাঁহাকে অমাত্যবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। দেবগণ পশুরক্ষকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া রক্ষা করেন না, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন। পুরুষগণ যেরূপ কল্যাণকর কার্য্যে মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা তদনুরূপ সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; সন্দেহ নাই। বেদ সমুদায় মায়াবী ব্যক্তিকে পাপ হইতে উদ্ধার করে না, বরং যেরূপ পক্ষিশাবকের পক্ষোদ্ভেদ হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অল্পকাল মধ্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। সুরাপান, কলহ, বহু ব্যক্তির সহিত বৈরিতা, দারাপতিবিরোধ, জ্ঞাতিবিচ্ছেদ ও রাজবিদ্বেষ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। সামুদ্রিক-বেত্তা, চৌরপূর্ব্ব বণিক্‌, শলাকধূর্ত্ত, চিকিৎসক, অরি, মিত্র ও কুশীলব এই সাত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। মানাগ্নি-হোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটী ভয়-জনক নহে, কিন্তু অযথা রূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিতান্ত ভয়-ঙ্কর হইয়া উঠে। অগারদাহী, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, সোম-বিক্রয়ী, শরকর্ত্তা, খল, মিত্রদ্রোহী, পরদারাভিমর্ষী, ভ্রূণ-ঘাতী, গুরুতল্পগামী, মদ্যপায়ী, ব্রাহ্মণ, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, বেদবিদ্বেষী, গ্রামপুরোহিত, পতিতসাবিত্রীক, অভিচারার্থ যজ্ঞকারী ও যে ব্যক্তি বলসম্পন্ন হইয়াও অন্যের আশ্রয় গ্রহণ

করে, ইহারা ব্রহ্মঘাতীর সদৃশ পাপাত্মা। অগ্নি দ্বারা সুবর্ণ, চরিত্র দ্বারা ভদ্র এবং ব্যবহার দ্বারা সাধুকে অবগত হওয়া যায়; আর ভয় উপস্থিত হইলে শূর, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে ধীর এবং আপৎকাল উপস্থিত হইলে সুহৃদ্ ও মিত্রকে জানা যায়।

জরা রূপ, আশা ধৈর্য্য, মৃত্যু প্রাণ, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা, ক্রোধ লক্ষ্মী, অনার্য্যসেবা স্বভাব, কাম লজ্জা ও অভিমান সমুদয় বিনষ্ট করে। প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রচর্চ্চা, পরাক্রম, অবহুভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটী গুণ পুরুষকে সমুজ্জ্বল করে। আর এই একটী গুণ ঐ সমস্ত গুণরাশিকে আশ্রয় করিয়া থাকে; যদি রাজা কোন ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে ঐ সমস্ত গুণ তাঁহারই অনুসরণ করে।

হে রাজন্! ঐ আটটী গুণ স্বর্গলাভের উপায়, কিন্তু সাধু ব্যক্তিরা নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই চারিটীর অনুগামী হইয়া থাকেন। দম, সত্য, সারল্য ও অনৃশংসতা এই চারিটি অতি যত্ন সহকারে উপার্জ্জন করিতে হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নীতি, সত্য, ক্ষমা, ঘৃণা ও লোভ এই আটটী ধর্ম্মের পথ। লোক সকল ধর্ম্মলাভকামনায় পূর্ব্ব চারিটীর সেবা করিয়া থাকে। এবং অন্য চারিটী অনার্য্য ব্যক্তিকে কদাচ আশ্রয় করে না। যে সভায় বৃদ্ধের সমাগম নাই সে সভাই নহে; যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে অসমর্থ, সে বৃদ্ধই নহে; যে ধর্ম্মে সত্য নাই তাহা ধর্ম্মই নহে; যে সত্য কপটতা দ্বারা কুটিলভাব ধারণ করে সে সত্যই নহে। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবার্চ্চনা, সৎকুল, শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য এই দশটী স্বর্গ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণ

করত পাপেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু পুণ্যাত্মা ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য ফল ভোগ করেন। প্রজ্ঞাবিহীন মনুষ্য অনুক্ষণই পাপানুষ্ঠান করে; অতএব কদাচ পাপাচরণ করিবে না; কারণ পুনঃ পুনঃ পাপানুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া, সতত পাপ কর্ম্মেই প্রবৃত্তি হয়; বারংবার পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং তদ্দারা সতত পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি জন্মে ও পরিশেষে পরম পবিত্র পুণ্যস্থান লাভ করিতে পারা যায়। অতএব সমাহিত হইয়া পুণ্যকর্ম্মেরই সেবা করিবে।

যে ব্যক্তি অসূয়াপরবশ, মর্ম্মচ্ছেদী, নিষ্ঠুর, বৈরকারী ও শঠ হয়, সে অচিরকালমধ্যেই পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ অশেষপ্রকার ক্লেশপরম্পরা ভোগ করে। আর অসূয়াশূন্য প্রজ্ঞাবান্ সদাচারশীল মনুষ্য নিরন্তর সুখসম্ভোগ করেন এবং সকলেরই প্রীতিভাজন হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য হইতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন।

দিবাভাগে এরূপ কর্ম্ম করিবে, যাহাতে রাত্রিকাল সুখে অতিবাহিত হয়। আট মাস এরূপ কার্য্য করিবে যাহাতে বর্ষা কাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে। প্রথম বয়সে এরূপ কার্য্য করিবে, যাহাতে বৃদ্ধকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে, এবং যাবজ্জীবন এরূপ কার্য্য করিবে যাহাতে পরলোকে সুখলাভ করিতে পারা যায়। পণ্ডিতেরা জীর্ণ অন্ন, গতযৌবন ভার্য্যা, সংগ্রামবিজয়ী শূর এবং তত্ত্বজ্ঞানপারগামী তপস্বীর প্রশংসা করিয়া থাকেন। অধর্ম্মলব্ধ ধন দ্বারা যে ছিদ্র অবরুদ্ধ করা যায় তাহা অবরুদ্ধ না হইয়া বরং তদ্দারা অন্যান্য ছিদ্রও প্রকাশিত হইয়া পড়ে। গুরু প্রশান্তচিত্ত-

দিগের ও রাজা দুরাত্মাদিগের শাসনকর্ত্তা, এবং যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করে, শমনই তাহাদিগের শাসন করিয়া থাকেন। ঋষি, নদী, মহাত্মাগণের কুল ও স্ত্রীজাতির দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হওয়া নিতান্ত কঠিন।

হে রাজন্! যে ক্ষত্রিয় দ্বিজগণের সেবায় অনুরক্ত, দাতা, শীলসম্পন্ন এবং জ্ঞাতিগণের প্রতি সতত সরল ব্যবহার করেন, তিনিই চিরকাল পৃথিবীপালন করিতে সমর্থ হন। শূর, কৃতবিদ্য, এবং সেবানুরক্ত এই তিন ব্যক্তি পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন।

হে ভারত! বুদ্ধি দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা শ্রেষ্ঠ, বাহু দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় তাহা মধ্যম, জঙ্ঘা দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা নীচ ও ভারবহন কার্য্য তাহা হইতেও নিকৃষ্ট। আপনি মূঢ়বুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্য সংস্থাপন করিয়া, কি বলিয়া মঙ্গল কামনা করিতেছেন? হে ভরতর্ষভ! সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাণ্ডবগণ আপনার প্রতি পিতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব আপনিও তাঁহাদিগের প্রতি পুত্রবৎ ব্যবহার করুন।

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, আমরা অত্রিকুমার ও সাধ্যগণের যে প্রসিদ্ধ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে উদাহরণ স্বরূপে আপনার নিকট উহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে সংশিতব্রত মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজক রূপে ভ্রমণ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে সাধ্যগণ তথায় উপস্থিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষে! আমরা আপনাকে অবলোকন করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের বিবেচনা হয়, আপনি বুদ্ধিমান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হই-বেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট ধীরোচিত বাক্য সমুদয় কীর্ত্তন করুন।

পরিব্রাজক কহিলেন, হে সাধ্যগণ! আমি গুরুমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, সকলে ধৃতি, শান্তি ও সত্য ধর্ম্মের অনুবৃত্তি দ্বারা হৃদয়ের গ্রন্থিচ্ছেদ করত অহঙ্কার অপনীত করিয়া, আত্ম-তুলনায় প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিবে। কেহ নিন্দা বা তিরস্কার করিলে, তাহার প্রতি কদাচ আক্রোশ প্রকাশ করিবে না। তাহা হইলে অভিশপ্তাকে দগ্ধ করত তাহার সমস্ত সুকৃত অপহরণ করিতে পারা যায়। পরের অপমান, মিত্রদ্রোহ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির উপাসনা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অভিমানপরায়ণ হইয়া, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া একান্ত অবিধেয়। পরুষ বাক্য মনুষ্যের হৃদয় ও প্রাণ দগ্ধ করিতে থাকে। অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তি অকল্যাণকর পরুষ বাক্য একবারেই পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি মর্ম্মচ্ছেদী অতি পরুষ বাক্য রূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে সেই লক্ষ্মীহীন মানবের মুখমণ্ডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা মৃত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। যদি পণ্ডিত ব্যক্তি হুতাশন সদৃশ তীক্ষ্ণ বাক্যসায়ক দ্বারা কাহাকে বিদ্ধ করেন, তাহা হইলে বিদ্ধ ব্যক্তির এই বিবেচনা করা উচিত যে ইনি আমার উপকার করিতেছেন। যেমন বস্ত্র রঞ্জিত হইলে বর্ণের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সাধু বা অসাধু তপস্বী বা তস্করের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।

কেহ কটূক্তি করিলে যিনি স্বয়ং তাহার প্রত্যুত্তর না করেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও তাহার বিরুদ্ধে কোন

কথা না বলান, যিনি আহত হইয়া স্বয়ং প্রতিঘাত না করেন তিনি দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রথমত অসম্বদ্ধ বাক্যের প্রসঙ্গ করা অপেক্ষা না করাই শ্রেয়; দ্বিতীয়ত সত্য, তৃতীয়ত প্রিয় বাক্য, চতুর্থত ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য বলাই শ্রেয়স্কর। পুরুষ যাদৃশ লোকের সহিত সহবাস, যাদৃশ লোকের সেবা ও যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করে, তাহাই হইয়া থাকে। মনুষ্য যে যে বিষয়ে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ সকল হইতেও বিযুক্ত হইয়া থাকে। এইরূপ সে সর্ব্বপ্রকার বস্তু হইতে নিবৃত্ত হইলে তাহার আর কিছুমাত্র দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। অন্যকর্ত্তৃক বিজিত বা জিগীষাপরবশ হইবে না, কাহারও প্রতি শত্রুতাচরণ বা বৈরনির্য্যাতন করিবে না। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়েই সমভাব অবলম্বন করিবে। তাহা হইলে শোক বা হর্ষ কিছুই থাকিবে না। যিনি সকলের মঙ্গল কামনা করেন ও কখন অন্যের অশুভ কামনা করেন না এবং যিনি সত্যপরায়ণ, মৃদু ও দানশীল, সেই পুরুষ উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি অনর্থক কাহাকেও সান্ত্বনা না করেন, অঙ্গীকার করিয়া দান ও পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ করেন, তিনি মধ্যম। যাহাকে শাসন করা দুঃসাধ্য, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও ক্রোধ বশত কখনই সরলভাব ধারণ করে না, যে ব্যক্তি মঙ্গল পদার্থে শ্রদ্ধা ও গুরুজনের প্রতি বিশ্বাস করে না, মিত্রগণকে নিরাকরণ করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি মৈত্রীভাবস্থাপন করিতে একান্ত পরাঙ্মুখ, যে ব্যক্তি কৃতঘ্ন, সেই অধম। মঙ্গলাভিলাষী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেবা ও সময়ানুসারে মধ্যম পুরুষেরও সেবা করিবেন; কিন্তু কদাচ অধম পুরুষের সেবা করিবেন না।

পুরুষ বল, বীর্য্য, অভ্যুদয়, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার সহকারে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে, কিন্তু মহৎকুলজাত ব্যক্তিদিগের

চরিত্র ও কীর্ত্তি লাভ করা কোন কালেই তাহার সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! ধর্ম্মার্থজ্ঞান ও শীলসম্পন্ন দেবগণ সতত মহাকুলের অভিলাষ করিয়া থাকেন। অতএব জিজ্ঞাসা করি, কিরূপ কুলকে মহাকুল বলা যাইতে পারে? বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! যে কুলে তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বেদাধ্যয়ন, ধন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুণ্য, বিবাহ ও সতত অন্নদান এই সাতটী দৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাই মহাকুল। পিতা মাতা যাঁহাদিগের চরিত্রদর্শনে ব্যথিত না হন, যাঁহারা মিথ্যা ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন ও স্বীয় বংশ মধ্যে মহতী কীর্ত্তি স্থাপনের অভিলাষ করেন তাঁহারাই মহাকুলপ্রসূত। যজ্ঞানুষ্ঠান না করা, অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎসাদন, ধর্ম্মের অতিক্রম, দেবদ্রব্যের অপলাপ, ব্রহ্মস্ব অপহরণ ও ব্রাহ্মণাতিক্রম দ্বারা কুল সকল দুষ্কুলত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের পরিবাদ ও গচ্ছিত বস্তুর অপলাপ দ্বারাও কুল অকুলত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত কুল বিদ্যা, অর্থ ও সৎপুরুষ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াও ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহা কখন কুলমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। আর যে সমস্ত কুল ধর্ম্ম দ্বারা ভূষিত হইয়াছে, তাহা অল্পধনসম্পন্ন হইলেও যশোলাভ করিয়া, কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধনহীন হইলেও তাঁহাকে ক্ষীণ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহার ধর্ম্ম ক্ষয় হইয়াছে, তাহাকেই যথার্থ ক্ষীণ বলা যাইতে পারে। ধর্ম্মহীন কুল বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও সমৃদ্ধি দ্বারা কখন সমুজ্জ্বল হইতে পারে না। আমাদিগের কুলে বৈরকারী, রাজামাত্য, পরস্বাপহারী, মিত্রদ্রোহী, কপটাচারপরায়ণ, অসত্যবাদী এবং পিতৃ, দেব ও অতি-

থিদিগের পূর্ব্বভোজী ব্যক্তি যেন জন্ম গ্রহণ না করে। যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের দ্বেষ বা বিনাশ করে এবং কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ না করে, কদাচ তাহার সভায় গমন করা উচিত নহে। সাধু-জনের গৃহে তৃণ সকল, ভূমি, উদক ও সূনৃত বাক্য এই চারিটী কদাচ উচ্ছিন্ন হয় না। তাঁহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্যের সৎ-কারার্থ তৃণাদি সকল আনয়ন করিয়া থাকেন। হে নৃপতে! যেমন স্যন্দন বৃক্ষ সূক্ষ্ম হইলেও অনায়াসে ভারবহন করিতে পারে, কিন্তু অন্য মহীরুহ সকল তদ্বিষয়ে কখনই সমর্থ হয় না, সেইরূপ মহাকুলজাত ব্যক্তিরা একান্ত ভারসহ হইয়া থাকেন; কিন্তু সামান্যকুলপ্রসূত ব্যক্তিরা কদাচ তাঁহাদের সদৃশ হইতে পারে না। যাহার ক্রোধে ভয় উপস্থিত হয়, শঙ্কিত মনে যাহার পরিচর্য্যা করিতে হয়, তাহাকে কখন মিত্র বলা যাইতে পারে না; পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিই যথার্থ মিত্র; অন্যের সহিত মিত্রতা কেবল সম্বন্ধ মাত্র। যিনি অস-ম্বন্ধ হইয়া, মিত্রভাব অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ মিত্র এবং তিনিই একমাত্র গতি ও অদ্বিতীয় আশ্রয়।

চঞ্চলচিত্ত স্থূলবুদ্ধি বৃদ্ধসেবাবিমুখ ব্যক্তির সহিত মিত্র-ভাব সংঘটন হয় না। যেরূপ মরালকুল শুষ্ক সরোবর পরি-ত্যাগ করে, সেইরূপ অর্থ সকল চঞ্চলচিত্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করে। অসাধু লোকের স্বভাব চঞ্চল মেঘের ন্যায় অস্থির; তাহারা সহসা ক্রোধপরবশ ও অকারণে প্রসন্ন হইয়া উঠে। যাহারা মিত্র কর্ত্তৃক সৎকৃত ও কৃতকার্য্য হইয়াও তাঁহাদিগের উপকার না করে, সেই সকল কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা মৃত হইলে ক্রব্যাদগণ তাহাদের মৃত দেহ স্পর্শ করে না। ধনী হউন, আর নির্দ্ধনই হউন, মিত্রকে অর্চ্চনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রার্থনা না করিলে মিত্রের সারবত্তা জানা যাইতে পারে না। সন্তাপ হইতে রূপ, সন্তাপ হইতে

বল ও সন্তাপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয়, এবং সন্তাপ হইতে ব্যাধির উৎপত্তি হয়। শোক উপস্থিত হইলে, অভিলষিত বস্তু লাভ হয় না। শোক দ্বারা শরীর সন্তপ্ত হয়, এবং শোক হইলে শত্রুগণ নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, অতএব আপনি কদাচ শোক করিবেন না।

মানবগণ পুনঃ পুনঃ মৃত হয় ও পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করে; বারম্বার ক্ষয় ও বারম্বার পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং পুনঃ পুনঃ অন্যের নিকট প্রার্থনা ও অন্য ব্যক্তিও তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ যাচ্ঞা করে; সে পুনঃ পুনঃ শোক করে, ও অন্য ব্যক্তিও তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ শোক করিয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ, লাভ, ক্ষতি এই সকল পর্য্যায়ক্রমে মনুষ্যগণকে আক্রমণ করে। অতএব ধীর ব্যক্তি কখন হর্ষশোকের বশীভূত হইবেন না। চক্ষুরাদি এই ষড়িন্দ্রিয় অতি চঞ্চল; ইহারা যেখানে যেখানে প্রবল হয়, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে ছিদ্রকুম্ভনিঃসৃত জলের ন্যায় বিগলিত হয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! আমি হুতাশনসদৃশ রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত অনেক মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি, এনিমিত্ত তিনি আমার মূঢ়মতি পুত্রগণকে যুদ্ধে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই। সমস্ত বিষয়ই উদ্বেগের কারণ, এই নিমিত্ত মন সতত উদ্বিগ্ন হইতেছে। অতএব, হে মহামতে! যাহাতে উদ্বিগ্ন হইতে না হয় এরূপ উপদেশ প্রদান কর। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! বিদ্যা, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম ও লোভ পরিত্যাগ ব্যতিরেকে আপনার শান্তিলাভ করা অসম্ভব। বুদ্ধি দ্বারা ভয়শান্তি, তপস্যা দ্বারা ব্রহ্ম, গুরুশুশ্রূষা দ্বারা জ্ঞান ও যোগ দ্বারা শান্তিলাভ হইয়া থাকে। মোক্ষার্থীরা দান ও বেদজ্ঞান জনিত পুণ্যের আশ্রয় না করিয়া, কেবল রাগদ্বেষ পরিহার পূর্ব্বক সংসার মধ্যে বিচরণ করিয়া

থাকেন। উত্তম অধ্যয়ন, ধর্ম্মযুদ্ধ, পুণ্য কর্ম্ম ও সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা পরিণামে সুখলাভ হয়। ভেদজ্ঞানীরা আস্তীর্ণ শয্যায় শয়ান হইলেও কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, এবং স্ত্রী, মাগধ ও সূতগণের স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহাদের প্রীতিলাভ হয় না। তাঁহারা ধর্ম্মানুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া থাকেন। তখন আর তাঁহাদের আত্মগৌরব রক্ষা হয় না। তাঁহারা কোন বিষয়ে শান্তিলাভ ও প্রীতি সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না; হিতোপদেশে তাঁহাদের অভিরুচি হয় না এবং তাঁহারা অলব্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। বিনাশ ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই। যেমন ক্ষীর ধেনুতে, তপোনুষ্ঠান ব্রাহ্মণে এবং চাপল্য স্ত্রীতেই সম্ভবে; সেইরূপ জ্ঞাতি হইতেই ভয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে। পাণ্ডবগণ বাল্যাবস্থায় আপনার নিকট প্রতিপালিত হইয়া, পরে অরণ্যে বহুবৎসর ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। এনিমিত্ত তাঁহারা সাধুগণের নিদর্শন্ভূত হইয়াছেন।

হে ভরতর্ষভ! দগ্ধ কাষ্ঠ যেরূপ পৃথক্ পৃথক হইলে ধূমায়িত ও একত্রিত হইলে, প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, জ্ঞাতিগণও সেইরূপ। যাহারা ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো এবং জ্ঞাতিগণের উপর শৌর্য্য প্রকাশ করে, তাহারাও অচিরকালমধ্যে সুপক্ক ফলের ন্যায় পতিত হয়। দৃঢ়তর রূপে বদ্ধমূল একমাত্র মহীরুহ বায়ুবেগে অনায়াসে মর্দ্দিত ও পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত একত্রসমবেত বহু বৃক্ষ অনায়াসে প্রচণ্ড বায়ুবেগ সহ্য করিতে পারে। এইরূপ শত্রুগণ বহুগুণসমন্বিত একমাত্র ব্যক্তিকে পরাজয় করা অনায়াসসাধ্য মনে করিয়া থাকে। সরোবরমধ্যস্থ উৎপলের ন্যায় জ্ঞাতিগণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ, গো, শিশু, জ্ঞাতি এবং

স্ত্রীলোক সকল এবং যাহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় ও যাহারা শরণাগত হয়, তাহারা অবধ্য বলিয়া পরিগণিত। ধন না থাকিলে মনুষ্যের গুণ থাকে না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মৃতকল্প হইয়াই কালযাপন করে। অতএব আপনি অরোগী হউন; তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে। হে রাজন্! অব্যাধিজ, কটু, শিরোরোগের কারণ, পাপজনক, সাধুগণের সংবরণীয় ও অসাধুগণের অপরিহার্য্য ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্তিলাভ করুন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ফলমূলের আদর করে না, কোন বিষয়ের তত্ত্ব অবগত হইতেও সমর্থ নহে, এবং তাহারা ধনভোগজনিত সুখসচ্ছন্দতাও অনুভব করিতে পারে না।

হে মহারাজ! পণ্ডিতগণ কদাচ দ্যূতের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন না। আমি দ্রৌপদীকে দ্যূতে পরাজিত দেখিয়া আপনাকে ও দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিয়া কহিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আপনি আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। যাহা দুর্ব্বল কর্ত্তৃক প্রতিহত হয় তাহা বলই নহে। যাহাতে অল্পমাত্র ধর্ম্ম উপার্জ্জিত হয়, সত্বর হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। লক্ষ্মী ক্রূরের হস্তগত হইলে, তাহারই বিনাশের কারণ হইয়া উঠেন। কিন্তু শান্ত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরা ক্রমে তাঁহার অনুগামিনী হন।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবদিগকে ও পাণ্ডবগণ আপনার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করুন। এইরূপে কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম্যভাব অবলম্বন করত সমৃদ্ধিশালী হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করুন। হে আজমীঢ়! এক্ষণে আপনিই কৌরবগণের একমাত্র আশ্রয়, এবং কুরুকুল আপনারই অধীন, অতএব আপনি বনবাসপ্রতপ্ত বালক পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়া, আপনার

যশ রক্ষা করুন। আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সন্ধি স্থাপন করুন। বিপক্ষগণ যেন আপনাদিগের ছিদ্রদর্শন না করে। হে নরদেব! পাণ্ডবগণ সকলে সত্যে অবস্থিত আছেন; এক্ষণে আপনি দুর্য্যোধনকেও সেই সত্যপথে স্থাপিত করুন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে মহারাজ! স্বায়ম্ভুব মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অশাস্য লোককে শাসন করে, যে অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয়, যে শত্রুসেবা ও স্ত্রীগণকে রক্ষা করিয়া কল্যাণলাভ করে, যে ব্যক্তি অযাচ্য বস্তু যাচ্ঞা ও আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি সদ্বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অকার্য্য করে, যে ব্যক্তি হীনবল হইয়া বলবানের সহিত বিবাদ করে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করে, যে অকাম্য বিষয়ের কামনা করে, যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করিয়াও ভয়হীন ও মানকামী হয়, যে স্ত্রীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত করে, যে পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে ব্যক্তি লাভ করিয়াও, আমার স্মরণ নাই, এই কথা বলে, যে ব্যক্তি যাচককে দান করিয়া শ্লাঘা প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি অসাধুকে সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন করে, এই সকল ব্যক্তি নিরয়গামী হয়। ইহাদের অসাধ্য কিছুই নাই; ইহারা মুষ্টি দ্বারা আকাশকে বিনষ্ট, অনাম্য ইন্দ্রধনু অবনামিত এবং সূর্য্যের অসংগ্রাহ্য কিরণসমূহও সংগ্রহ করিতে পারে। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি

যেরূপ ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিও তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে ইহাই প্রধান ধর্ম্ম। কপটাচারী ব্যক্তির প্রতি কপটতা এবং সদাচারী ব্যক্তির প্রতি সাধু ব্যবহার করিবে। জরা রূপ, আশা ধৈর্য্য, মৃত্যু প্রাণ, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যা, কাম লজ্জা, অসাধুসেবা সদাচার, ক্রোধ শ্রী এবং অভিমান সমুদয় অপহরণ করে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! সমুদায় বেদেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ সেই সমস্ত আয়ু-প্রাপ্ত হইতেছে না। ইহার কারণ কি?

বিদুর কহিলেন, হে নরাধিপ! অভিমান, অতিবাদ, অত্যাগ, ক্রোধ, আত্মম্ভরিতা ও মিত্রদ্রোহ এই ছয়প্রকার সুতীক্ষ্ণ সায়ক পুরুষের আয়ু ছেদন করত প্রাণ সংহার করে। মৃত্যু মনুষ্যের আয়ু ক্ষয় করে না। অতএব এই বিবেচনা করিয়াই আপনি কল্যাণ লাভ করুন। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারা-পহরণ ও গুরুপত্নী গমন করে, যে দ্বিজ বৃষলীর পাণিগ্রহণ ও মদ্যপান করে, যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে আদেশ অথবা তাঁহা-দের বৃত্তিলোপ কিম্বা কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকে নিয়োগ করে, যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহার করে, ইহারা সক-লেই ব্রহ্মঘাতীর সমান। ইহাদিগের সহিত সংস্রব হইলে প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য। যিনি বচনাভিজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, শেষান্ন-ভোজী, অবিহিংসক, অনর্থকার্য্যবিমুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, মৃদু এবং বিদ্বান্ তিনিই স্বর্গলাভে সমর্থ হন।

হে রাজন্! প্রিয়বাদী পুরুষ সতত অতিসুলভ, কিন্তু অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা অতিদুর্লভ। যিনি প্রভুর প্রিয় বা অপ্রিয় বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া, ধর্ম্মা-নুরোধে অপ্রিয় হিতকর বাক্য বলেন, রাজা তদ্দ্বারাই সহা-য়তা লাভ করেন। কুলরক্ষার্থে এক জন পুরুষ, গ্রামের নিমিত্ত

কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম এবং আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিবে। আপদের নিমিত্ত ধন ও ধন দ্বারা দারা রক্ষা করিবে এবং ধন ও দারা উভয় দ্বারা সতত আত্মাকে রক্ষা করিবে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, দ্যূতক্রীড়া মনুষ্যগণের পরস্পর বৈরভাব উৎপাদন করে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আমোদের নিমিত্তও দ্যূতক্রীড়া করিবে না।

হে রাজন্! আমি দ্যূতকালে উপযুক্ত বাক্যই কহিয়াছিলাম, কিন্তু আতুর ব্যক্তির পথ্যের ন্যায় আপনি উহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। বায়সের সাহায্যে বিচিত্রপুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূরকে পরাজয় করা আর দুর্য্যোধনাদির সাহায্যে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা উভয়ই তুল্য। হে নরেন্দ্র! আপনি সিংহকে পরিত্যাগ করিয়া, শৃগালকে প্রতিপালন করিতেছেন, কিন্তু কালবশে আপনাকে শোক করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

যিনি একান্ত অনুরক্ত হিতকারী ভৃত্যের প্রতি কদাচ জাতক্রোধ না হন, ভৃত্যও সেই ভর্ত্তার বিশ্বাসভাজন হয়, এবং আপৎকালে কদাচ তাঁহারে পরিত্যাগ করে না। ভৃত্যগণের জীবিকা সংরোধ করিয়া, পরকীয় রাজ্য ও ধন গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবে না। কারণ, স্নেহবান্ অমাত্যগণ প্রতারিত, বিরুদ্ধ বা ভোগবিহীন হইলে প্রভুকে পরিত্যাগ করে। প্রথমে কার্য্য সকল সাধ্য কি অসাধ্য ইহা বিবেচনা করিয়া, আয়ব্যয়ের অনুরূপ বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিবে, পরে উপযুক্ত সহায় সকল সংগ্রহ করিবে; কারণ সমুদয় দুষ্কর কার্য্যই সহায়সাধ্য। যে ব্যক্তি প্রভুর অভিপ্রায় অবগত ও নিরালস্য হইয়া কার্য্য করে, যে হিতবাক্যের বক্তা, অনুরক্ত, আর্য্য ও শক্তিজ্ঞ, তাহাকে আপনার ন্যায় অনুকম্পাভাজন করিবে। প্রভু আদেশ করিলে, যে ব্যক্তি তাঁহার বাক্যে অনা-

দর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর করে, আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিমান করে এবং প্রভুর প্রতিকূলবাদী হয়, শীঘ্রই সেই ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা উচিত। অভিমানবিহীন, অক্লীব, অদীর্ঘসূত্র, বলবান্, সুদৃশ্য, অনন্যভেদ্য, রোগাদিশূন্য এবং উদারভাষী এই অষ্টগুণসম্পন্ন ভৃত্যকেই যথার্থ ভৃত্য বলা যায়। অবিশ্বস্ত ব্যক্তির গৃহে সায়ংকালে বিশ্বাস পূর্ব্বক গমন করিবে না, রাত্রিকালে লুক্কায়িত হইয়া প্রাঙ্গনে বাস ও রাজকাম্যা রমণীকে প্রার্থনা করিবে না। যে ব্যক্তি মন্ত্রগৃহে গমন পূর্ব্বক বহু কুমন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করে, তাহার মন্ত্রণার অপহ্নব করিবে না। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হয় না এরূপ কথা কহিবে না, কিন্তু কার্য্যব্যপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিবে।

করুণাশালী ভূপতি, পুংশ্চলী, রাজভৃত্য, পুত্র, ভ্রাতা, বালপুত্রা বিধবা, সেনাজীবী ও যাহার ঐশ্বর্য্য অপহৃত হইয়াছে ইহাদিগের সহিত ঋণদানাদি ব্যবহার করিবে না।

প্রজ্ঞা, কুলীনতা, শাস্ত্রজ্ঞান, দম, পরাক্রম, মিতভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটী গুণ পুরুষকে উজ্জ্বল করে। হে তাত! একটী গুণ মহৎগুণরাশিকে আশ্রয় করে; রাজা যদি কোন মনুষ্যের প্রতি সৎকার প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে এই রাজসমাদর রূপ গুণটী উক্ত সমুদয় গুণকে আশ্রয় করে।

বল, রূপ, স্বর এবং বর্ণ বিশুদ্ধি, স্পর্শ ও গন্ধ বিশুদ্ধতা, শ্রী, সৌকুমার্য্য ও বরবর্ণিনী কামিনী এই দশটী গুণ স্নানশীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। আর পরিমিতভোজী ব্যক্তি আরোগ্য, আয়ু, বল ও সুখলাভে সমর্থ হন, এবং তাঁহার অপত্যগণ দোষশূন্য হয় ও কেহ তাঁহাকে ঔদরিক

বলিতে পারে না। অকর্ম্মণ্য, বহুভোজী, লোকবিদ্বেষ্টা, বহুমায়াবী, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও অনিষ্টজনকবেশ-ধারী এই কয় ব্যক্তিকে গৃহে স্থান প্রদান করিবে না। অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইলেও কৃপণ, আক্রোশকারী, শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন, বনবাসী, ধূর্ত্ত, মানী, নিষ্ঠুরবাদী, বদ্ধবৈর ও কৃতঘ্ন ইহাদিগের নিকট কদাচ যাচ্ঞা করিবে না। আত-তায়ী, অতিশয় প্রমাদী, সতত মিথ্যাবাদী, দৃঢ়ভক্তিবিহীন, স্নেহশূন্য ও বহুমানী এই ছয়প্রকার নরাধমের সেবা করিবে না। অর্থ সাহায্যসাপেক্ষ ও সহায় অর্থসাপেক্ষ এই দুই বিষয় পরস্পরের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। অপত্যোৎপাদন পূর্ব্বক অঋণী হইয়া তাহাদিগের জীবি-কাবিধান ও কন্যাগণকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া, অরণ্য বাস আশ্রয় করত মুনি হইতে ইচ্ছা করিবেক।

যাহা সর্ব্বভূতের হিতকর ও আপনার সুখাবহ হয়, প্রভু তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন। কারণ ইহাই ধর্ম্মার্থসিদ্ধির মূল। যিনি বুদ্ধি, প্রভাব, তেজ, সত্ব, উত্থান ও ব্যবসায় সম্পন্ন, জীবিকানির্ব্বাহ নিবন্ধন কদাচ তাঁহাকে ভীত হইতে হয় না।

হে রাজন্! দেবগণসমবেত পুরন্দর যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ব্যথিত হন, তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার এই সকল অনিষ্ট সংঘটন হইবে; প্রথম পুত্রগণের সহিত বিবাদ, দ্বিতীয় উদ্বেগ, তৃতীয় যশোনাশ, চতুর্থ শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন। যেরূপ নভোমণ্ডলে ধূমকেতু তির্য্যগ্ভাবে পতিত হইলে, সমুদয় লোক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ভীষ্ম, পুরন্দর সদৃশ দ্রোণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার কোপ প্রবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত লোক বিনষ্ট হইবে। অতএব আপনার শত পুত্র, কর্ণ এবং পঞ্চ পাণ্ডব মিলিত হইয়া,

এই সসাগরা মেদিনী শাসন করুন। হে রাজন্! ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ বনস্বরূপ, পাণ্ডবগণ ব্যাঘ্র সদৃশ; অতএব আপনি সব্যাঘ্র বন ছেদন অথবা ব্যাঘ্রগণকে বিনষ্ট করিবেন না। কারণ বন ব্যাঘ্রকে এবং ব্যাঘ্র কাননকে রক্ষা করিয়া থাকে। অতএব ব্যাঘ্র ব্যতিরেকে বন অথবা বন ব্যতিরেকে ব্যাঘ্র থাকে না। পাপচিত্ত ব্যক্তি গুণহীনতা অবগত হইবার নিমিত্ত যেরূপ সমুৎসুক হয়, কল্যাণ কামনার নিমিত্ত সেরূপ হয় না। যিনি অর্থসিদ্ধির কামনা করিবেন, তাঁহার অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করা কর্ত্তব্য। যেরূপ সুরলোক ব্যতীত অন্য স্থানে অমৃত প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ ধর্ম্ম ব্যতীত অর্থলাভের উপায়ান্তর নাই। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে নিবৃত্ত ও শুভকার্য্যে সন্নি-বেশিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় বিষয় অবগত হইয়াছেন। যিনি যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিতে পারেন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে উহা লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ক্রোধ ও হর্ষের বেগ সম্বরণ করিতে পারেন ও আপৎকালে মুগ্ধ না হন, তিনিই ঐশ্বর্য্য-লাভ করিতে পারেন।

হে মহারাজ! পুরুষের বাহুবল, অমাত্যবল, ধনবল, পুরুষ-ক্রমাগত আভিজাত্যবল ও বুদ্ধিবল এই পঞ্চ প্রকার বল। ইহার মধ্যে বুদ্ধিবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারাই অন্যান্য সমস্ত বল সংগৃহীত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অন্যের অপ-কারের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, তাহার সহিত বৈরভাব উপ-স্থিত হইলে দূরস্থ থাকিলেও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। কোন্ প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভু; শত্রু এবং আয়ুর প্রতি বিশ্বাস করেন? যে জন্তু প্রজ্ঞাশরে আহত হই-য়াছে তাহার চিকিৎসক বা ঔষধ নাই; অথর্ব্ববেদোক্ত হোম, মন্ত্র বা মঙ্গল কার্য্য দ্বারা তাহার রোগশান্তি হয় না।

সর্প, অগ্নি, সিংহ, এবং জ্ঞাতি ইহারা অতিশয় তেজস্বী, মনুষ্য ইহাদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। জগতে অগ্নি মহাতেজস্বী; উহা কাষ্ঠের অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করেন। যে পর্য্যন্ত অন্য কর্ত্তৃক উদ্দীপিত না হন তাবৎ কাল দারু উপযোগ করেন না। যখন অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে উদ্দীপিত করে, তখন তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দারু ও অন্যান্য বস্তু অচিরাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলেন। হে রাজন্! নিরাকার অগ্নি যেরূপ প্রকাণ্ডভাবে কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি করেন, পাবক সদৃশ তেজস্বী পাণ্ডবেরাও সেইরূপ। আপনি এবং আপনার পুত্রগণ লতা স্বরূপ, পাণ্ডবগণ শাল বৃক্ষ সদৃশ, লতা কদাচ মহাতরুর আশ্রয় ভিন্ন পরিবর্দ্ধিত হয় না। হে অম্বিকেয়! আপনারা বন স্বরূপ, পাণ্ডবেরা সিংহ স্বরূপ, সিংহ ব্যতীত বন নষ্ট ও বন ব্যতিরেকে সিংহও বিনষ্ট হয়।
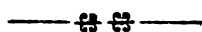
অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! বৃদ্ধ যুবার নিকট গমন করিলে, যুবার প্রাণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়; পরে যুবা ব্যক্তি প্রত্যুত্থান ও অভিবাদন করিলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হয়। সাধুগণ অভ্যাগত ব্যক্তিকে পীঠ ও পানীয় দান করত পাদপ্রক্ষালন করত কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিবেন, পরে আত্ম-সংস্থান নিবেদন করিয়া অবহিত হইয়া, অন্ন প্রদান করিবেন। মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি লোভ, ভয় ও কৃপণতা দেখিয়া যাহার গৃহে জল, মধুপর্ক ও গো গ্রহণ না করেন, বুধগণ তাহার জীবন নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিকিৎসক, শরকর্ত্তা,

প্রনষ্টব্রহ্মচর্য্য, চৌর, মদ্যপায়ী, ভ্রূণঘাতী, সেনাজীবী এবং বেদবিক্রেতা ব্রাহ্মণ জলদানের যোগ্য না হইলেও, তাহাকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। লবণ, পক্ক অন্ন, দধি, ক্ষীর, মধু, তৈল, ঘৃত, তিল, মাংস, ফল, মূল, শাক, রক্ত বস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও গুড় কদাচ বিক্রয় করিবে না। যাঁহার ক্রোধ, শোক, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, যাঁহার লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমজ্ঞান, যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, যিনি উদাসীনবৎ প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু পরিহার করেন, তিনিই ভিক্ষুক। নীবার, মূল, শাক প্রভৃতি দ্বারা যাঁহার জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়, যিনি সংযতাত্মা, অগ্নিকার্য্যে পটু, বনবাসী ও সতত অতিথিসৎকারে অনুরক্ত, সেই পুণ্যশীল ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ তাপস। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া "আমি দূরস্থ আছি" এরূপ ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবেক না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ, তিনি হিংসিত হইলে, বুদ্ধিরূপ দীর্ঘ বাহু দ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অবিশ্বস্ত, তাহাকে কদাচ বিশ্বাস করিবেক না, এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে না, কারণ বিশ্বাস হইতে ভয় উৎপন্ন হইলে, তদ্দ্বারা মূল পর্য্যন্ত ছেদন করে। ঈর্ষ্যাশূন্য হইবে, প্রযত্ন সহকারে ভার্য্যাকে রক্ষা করিবেক, ভাগার্হ ব্যক্তিদিগকে যথাযোগ্য সংবিভাগ করিয়া দিবেক, সকলের প্রিয়ম্বদ হইবেক এবং পত্নীর নিকট পরিচ্ছন্ন ও মধুরভাষী হইবে, কিন্তু কদাচ স্ত্রীর বশবর্ত্তী হইবে না। পণ্ডিতগণ পূজনীয়া, সাধুশীলা, গৃহোজ্জ্বলকারিণী স্ত্রীকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতএব তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবেক। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে পাকশালা, এবং আত্মতুল্য কোন ব্যক্তির হস্তে গোরক্ষণের ভার সমর্পণ করত স্বয়ং কৃষিকর্ম্মের তত্ত্বাবেক্ষণ করিবে। ভৃত্য

দ্বারা বণিকদিগের ও পুত্র দ্বারা দ্বিজগণের সেবা করিবে। জল হইতে অগ্নি,ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ইহাদিগের তেজ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া, পরিশেষে স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানেই বিলীন হয়। অগ্নি সদৃশ তেজস্বী, সাধুশীল, ক্ষমাবান্ ব্যক্তিরা বাহ্য আকারের কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন না করিয়া কাষ্ঠমধ্যস্থ অনলের ন্যায় নিয়ত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন। অন্তশ্চর বা বহিশ্চর যে কোন রাজার মন্ত্রণা অবগত হইতে না পারে, তিনি দীর্ঘ-কাল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে সমর্থ হন। ধর্ম্মকামার্থ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইলেই প্রকাশ করিবে, মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ করিবে না। পর্ব্বতপৃষ্ঠ, প্রাসাদ, অথবা তৃণাদিবিহীন জন-শূন্য অরণ্যে মন্ত্রণা করিবে।যে ব্যক্তি সুহৃৎ অথচ অপণ্ডিত, পণ্ডিত অথচ অজিতেন্দ্রিয়,পরীক্ষা ব্যতিরেকে এরূপ ব্যক্তিকে কদাচ মন্ত্রিত্বপদে বরণ করিবে না।কারণ সচিবগণের প্রতিই অর্থ ও মন্ত্রণারক্ষার ভার সমর্পিত থাকে। যাঁহার ধর্ম্মকার্য্য, অর্থকার্য্য ও কামকার্য্য বিহিত হইলে, পারিষদেরা অবগত হইতে পারেন,তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রাজা।যে রাজার মন্ত্রণীয় বিষয় গোপনীয় থাকে, তাঁহার নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভ হয়। যে ব্যক্তি মোহ বশত অপ্রশস্ত কার্য্য সমুদয়ের অনু-ষ্ঠান করে, সে সেই কার্য্যভ্রংশ হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান সুখের কারণ এবং তৎসমুদয়ের অননু-ষ্ঠানই পশ্চাত্তাপের কারণ হইয়া থাকে। বেদাধ্যয়ন না করিলে যেরূপ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে অধিকারী হয় না, সেইরূপ যে ব্যক্তির রাজ্যরক্ষার উপযোগী ছয়প্রকার উপায় শ্রুতি-গোচর না হয়, সে মন্ত্রণাশ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না। যিনি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও ষাড়্গুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাঁহার চরিত্র জনসমাজে আদরণীয়, যাঁহার ক্রোধ এবং হর্ষ ব্যর্থ না

হয়, যিনি স্বয়ং কার্য্য সমুদয় পর্য্যালোচনা ও কোষ সকলের তত্ত্বাবেক্ষণ করেন, বসুন্ধরা তাঁহার সম্বন্ধে স্বাধীন হইয়া বসু প্রদান করেন। মহীপতি কেবল নাম ও ছত্রলাভ দ্বারাই সন্তুষ্ট হইবেন, অর্থ সকল ভৃত্যগণকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়া দিবেন, কদাচ সর্ব্বাপহারী হইবেন না। যেরূপ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকে ও ভর্ত্তা স্ত্রীকে জানেন, সেইরূপ নৃপতি অমাত্যকে ও রাজা রাজাকে জানেন। বধার্হ শত্রু বশ্যতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে না। হীনবল হইয়া বধ্য শত্রুকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করিবে, কিন্তু সবল হইলেই তাহাকে বধ করিবে। কারণ শত্রু নিহত না হইলে তদ্দ্বারা অচিরকাল মধ্যেই মহাভয় উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। দেবতা, রাজা, ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে তাহা সংবরণ করিবে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূঢ়সেবিত অনর্থ কলহ পরিত্যাগ করিবেন; তাহাতে তিনি ইহলোকে কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে কখন অনর্থের বশীভূত হইতে হইবে না। কামিনীগণ যেরূপ ক্লীব পতিকে ইচ্ছা করে না, সেইরূপ যাহার প্রসন্নতা নিষ্ফল ও ক্রোধ নিরর্থক, প্রজাগণ এরূপ প্রভুকে ইচ্ছা করে না। বুদ্ধি ধনলাভের কারণ নহে; লোকপর্য্যায়বৃত্তান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য অবগত নহেন।

হে ভারত! মূঢ়গণ বিদ্যা, শীল, বয়স, বুদ্ধি, ধন ও কৌলীন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সতত অবজ্ঞা করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র, অপ্রাজ্ঞ, অসূয়াকারী, অধার্ম্মিক, দুষ্ট-ভাষী ও ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিকে শীঘ্রই অনর্থভাজন হইতে হয়। অবিসম্বাদ, দান, মর্য্যাদার অনুল্লঙ্ঘন ও হিতকর বাক্য সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করে। অবিসম্বাদী, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও সরলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির কোষাগার শূন্য হইলেও তিনি সকলের নিকট সমাদর লাভ করিয়া

থাকেন। ধৈর্য্য, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, মৃদুবাক্য ও মিত্র-গণের অদ্রোহ এই সাতটী দ্বারা লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয়। অসংবি-ভাগী, দুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ন ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া, নির্দ্দোষী অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে কোপিত করে, সে সসর্প গৃহবাসীর ন্যায় রাত্রিকাল অতিকষ্টে যাপন করে। হে ভারত! যে সকল ব্যক্তি দূষিত হইলে, যোগক্ষেমের দোষোৎপত্তি হয়, দেব-তাদিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে। যে সমস্ত অর্থসম্পত্তি স্ত্রী, প্রমত্ত, পতিত ও অনার্য্য লোকের হস্তগত হয়, তাহা পুনরায় লাভ করা দুঃসাধ্য। যেমন প্রস্তর-নির্ম্মিত উড়ুপ নদীতে নিমগ্ন হয়; স্ত্রী, ধূর্ত্ত ও বালক যাহার শাসনকারী তাহাকে সেইরূপ অবসন্ন হইতে হয়। যাহারা নিরন্তর প্রয়োজনে আসক্ত থাকে, অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, তাহারাই পণ্ডিত। ধূর্ত্ত, চর অথবা বারাঙ্গনাগণ যাহাকে প্রশংসা করে, তাহার জীবনরক্ষা হওয়া সুকঠিন। আপনি অমিততেজা মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, দুর্য্যোধনহস্তে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমর্পণ করি-য়াছেন; কিন্তু যেরূপ বলি ত্রিলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ ঐশ্বর্য্যমদসংমূঢ় দুর্য্যোধনকে অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট অবলোকন করিবেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! জয়পরাজয় বিষয়ে পুরুষ স্বাধীন নহে; বিধাতা ইহাকে দৈবের বশীভূত করিয়া

দিয়াছেন। যেরূপ সূত্রগ্রথিত দারুময়ী যোষা আত্মবশীভূত নহে, সেইরূপ ঐশ্বর্য্য বা অনৈশ্বর্য্যে পুরুষের কিছুই ক্ষমতা নাই। অতএব তুমি পুনরায় ঐ সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর। আমি অবহিত হইয়া শ্রবণ করিতেছি।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! অসময়ে বাক্য প্রয়োগ করিলে, সুরগুরু বৃহস্পতিও অবজ্ঞাত ও অবমানিত হইয়া থাকেন। কেহ কেহ দান করিয়া বা কেহ কেহ প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ও ধনদান দ্বারা প্রিয় হয়, সেই যথার্থ প্রিয়। দ্বেষ্য ব্যক্তি লোকসমাজে সাধু, মেধাবী বা পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় না, কারণ লোক সকল প্রিয়পাত্রে সমস্ত শুভ কর্ম্ম এবং দ্বেষ্য ব্যক্তিতে পাপ কার্য্য সমুদায় দর্শন করিয়া থাকে। হে রাজন্! দুর্য্যোধন জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র আমি আপনাকে কহিয়াছিলাম আপনি এই পুত্রটীকে পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে শত পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইবে; নচেৎ আপনার শত পুত্র বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। যে বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষয়ের সম্ভাবনা, তাহাকে বৃদ্ধি জ্ঞান করা কর্ত্তব্য নহে, এবং যে ক্ষয় দ্বারা পরিণামে বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করা উচিত। কারণ যাহা দ্বারা বৃদ্ধি হয়, তাহা ক্ষয় নহে। কিন্তু যে অল্প লাভ দ্বারা বহু ক্ষতি হয়, সেই লাভই ক্ষয়। কেহ কেহ ধন দ্বারা, কেহ কেহ বা গুণ দ্বারা সমৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আপনি গুণহীন ধনশালী ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায় প্রাজ্ঞসম্মত; কিন্তু আমি পুত্রপরিত্যাগে সাহসী হইতেছি না। তুমি নিশ্চয় জানিবে, যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানেই জয়।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! বহুগুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি জীবগণের অল্পমাত্র ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না। পরপরীবাদনিরত মানবগণ পরের দুঃখ ও বিরোধ বিষয়ে যত্নবান্ হয়। যাহাদের দর্শন দূষণীয় ও সহবাস ভয়ঙ্কর; যাহাদের নিকট অর্থ গ্রহণ অতিদোষাবহ, যাহাদিগকে ধনদান করা মহাভয়ঙ্কর; যাহারা ভেদকারী, কামাসক্ত, নির্লজ্জ ও শঠ তাহারাই পাপাত্মা। সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যে সকল মানব ইহা ভিন্ন অন্যান্য মহাদোষে লিপ্ত হয়, তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করা উচিত। নীচজাতিরা কোন কোন কারণ বশত প্রণয়বদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু মনোরথ সিদ্ধ হইলেই তাহাদিগের সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন তাহার সৌহৃদ্যের ফল ও তজ্জনিত সুখের লেশমাত্র থাকে না, প্রত্যুত তাহারা অপবাদ প্রদান ও ক্ষয়বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিয়া থাকে; মোহ প্রযুক্ত উহাদিগের অল্পমাত্র অপকার করিলে, তাহার আর শান্তিবিধান হয় না। বিদ্বান্ ব্যক্তি বিবেচনার সহিত দূর হইতে এতাদৃশ লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন।

হে রাজন্! যে ব্যক্তি দীন, দরিদ্র, আতুর ও জ্ঞাতির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তাহার পুত্র ও পশুবৃদ্ধি হয়। শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি বর্দ্ধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব আপনি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হউন। জ্ঞাতিগণ সৎকার্য্য করিলে, পরম শ্রেয়োলাভ হয়। গুণহীন জ্ঞাতিবর্গকেও প্রযত্নসহকারে রক্ষা করা বিধেয়। দেখুন, পাণ্ডবগণ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এবং আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী; অতএব আপনি তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। হে বিশাম্পতে! অনুগ্রহ করিয়া, বৃত্তির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করুন। হে নরাধিপ! এইরূপ করিলে, ইহলোকে আপনি

যশোভাজন হইতে পারিবেন। হে তাত! আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, এক্ষণে পুত্রগণকে শাসন করা আপনার কর্ত্তব্য। আমি হিতকামনায় সতত আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি। হিতাভিলাষী ব্যক্তিদিগের জ্ঞাতিগণের সহিত বিবাদ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। উহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন করা কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিগণের সহিত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় করা কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিগণ সদ্বৃত্ত হইলে পরিত্রাণ ও দুর্ব্বৃত্ত হইলে নিমগ্ন করেন। হে রাজন্! আপনি জ্ঞাতিগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করুন। আপনি সেই শ্রীমান্ পাণ্ডবগণ দ্বারা পরিবৃত থাকিলে, শত্রুগণের অধর্ষণীয় হইতে পারিবেন। জ্ঞাতিগণ যে শ্রীমান্ জ্ঞাতিদিগের আশ্রয়ে অবস্থিতি করত ক্লেশভোগ করে, বিষদিগ্ধ শল্যধারী ব্যাধের হস্তগত মৃগের ন্যায় সেই শ্রীমান্ ব্যক্তিকে তন্নিবন্ধন কষ্ট ভোগ করিতে হয়। বোধ হয়, অচিরকাল মধ্যেই আপনি, হয় পাণ্ডবগণ না হয় পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অনুতাপিত হইবেন। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন। মনুষ্যের জীবনের স্থিরতা নাই; যে কর্ম্ম করিলে পশ্চাৎ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইতে না হয়,তাহাই কর্ত্তব্য।

হে রাজন্! শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর কেহই অপরাধ করেন না এমন নহে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা মোহবশত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আশু তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। আপনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিলে, বিগতকল্মষ হইয়া, ভূমণ্ডলে মনীষিগণের পরম পূজনীয় হইবেন। যিনি মনীষিগণের হিতবাক্যে সবিশেষ

মনোযোগ পূর্ব্বক কার্য্যে অধ্যবসায়ী হন, তাঁহার কীর্ত্তি মেদিনীমণ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে। সুকৌশলসম্পন্ন ব্যক্তি অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে, তাহাও বিফল হয়। কারণ তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে সমর্থ হয় না, এবং বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্য্য করে না। যে ব্যক্তি পাপজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত না হয়, সে অবশ্যই অভ্যুদয়-লাভে সমর্থ হয়। যে দুরাত্মা পূর্ব্বকৃত পাপের প্রতিবিধান না করিয়া, তাহার অনুসরণ করে, সে মহানরকে নিপতিত হয়। চিত্তবিকার, নিদ্রা, শত্রুগণের গূঢ়চরের অপরিজ্ঞান, রাজার ভাবভঙ্গী, দুষ্ট অমাত্যের প্রতি বিশ্বাস ও কার্য্যা-ক্ষম দূত; এই ছয়টী মন্ত্র ভেদের দ্বার স্বরূপ। অর্থবর্দ্ধনাভি-লাষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তির এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে রাজা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মার্থকামাচরণে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনি অনা-য়াসে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারেন। বৃহস্পতি সদৃশ ব্যক্তিগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধসেবা না করিয়া,কখনই ধর্ম্মার্থ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। কোন বস্তু সমুদ্রে পতিত হইলে বিনষ্ট হয়, অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে তাহা বিনষ্ট হয়, মূঢ় ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহা বিনষ্ট হয় ও অনল ব্যতিরেকে অন্য পদার্থে আহুতি প্রদান করিলে তাহা বিনষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া-প্রাজ্ঞগণের ক্ষমতা ও ভাবভঙ্গী দর্শন এবং অন্যের নিকট বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। বিনয় অকীর্ত্তি বিনাশ, পরাক্রম অনর্থ বিনাশ, ক্ষমা ক্রোধ বিনাশ ও আচার অলক্ষণ বিনাশ করে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পরিচ্ছদ, জন্মস্থান, বাসভবন, আচার, গ্রাসাচ্ছাদন, এবং পরিচর্য্যা দ্বারা মনুষ্যের কুল পরীক্ষা করিবে।

হে রাজন্! কামাসক্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, নির্ম্মুক্তদেহ ব্যক্তিও উপস্থিত কাম সংরোধ করিতে সমর্থ হন না। রাজসেবাপরায়ণ, বৈদ্য, ধার্ম্মিক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও সুবক্তা সুহৃৎকে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অকুলীন হউন, আর কুলীনই হউন, যে ব্যক্তি মর্য্যাদারক্ষক, ধার্ম্মিক, মৃদু ও লজ্জাশীল হয়, সে শত কুলীন হইতেও শ্রেষ্ঠ। যাহাদের চিত্তবৃত্তি, গূঢ়াচার ও প্রজ্ঞা পরস্পর সমান, তাহাদের মিত্রতা কদাচ বিনষ্ট হয় না। তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় দুর্ব্বুদ্ধি ও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মিত্রতা অচিরকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এরূপ লোকের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিবেন। তিনি গর্ব্বিত, মূর্খ, ক্রোধাসক্ত, সাহসী ও অধার্ম্মিকদিগের সহিত কদাচ মৈত্রতা করিবেন না। যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, মর্য্যাদাপালক ও যে ব্যক্তি কদাচ পরিত্যাগ না করেন, তাঁহার সহিত বন্ধুতা করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা অতি দুষ্কর; কিন্তু উহাদিগকে একান্ত বিষয়াসক্ত করিলে দেবগণকেও উৎসাদিত হইতে হয়। বুধগণ মৃদুতা, অনুসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও মিত্রগণের সম্ভ্রমরক্ষা এই সমুদয় আয়ুষ্কর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুনীতি দ্বারা অপনীত বস্তু প্রত্যাসরণ করিতে চেষ্টা করা সৎপুরুষের কার্য্য। যিনি ভবিষ্য দুঃখের প্রতীকারে সক্ষম ও অধ্যবসায় সহকারে উপস্থিত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, এবং যিনি অতীত দুঃখের নিমিত্ত অনুতাপিত না হন তাঁহার অর্থ কদাপি বিনষ্ট হয় না। কায়মনোবাক্যে সতত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহাতেই একান্ত আসক্ত হইতে হয়; অতএব নিরন্তর মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। মাঙ্গল্যদ্রব্যস্পর্শ, সহায়, অধ্যায়,

উদ্যম, সরলতা ও সতত সজ্জনসংসর্গ এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের কারণ, উদ্যোগপরায়ণতাও সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল। উদ্যোগী ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, চিরকাল পরম সুখ সম্ভোগ করেন। ক্ষমতাবান্ ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্ষমা করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও হিতকর আর কিছুই নাই। অশক্ত ব্যক্তির সকলের প্রতি ক্ষমা করা কর্ত্তব্য। শক্ত ব্যক্তির ধর্ম্মার্থে ক্ষমা করা উচিত। যাহার অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই সমান, তাহার ক্ষমাই সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর। যে সুখভোগ দ্বারা ধর্ম্মার্থের হানি না হয়, তাহাই উপভোগ করিবে। মূঢ় ব্যক্তিরাই ভোজনাদিসুখে একান্ত আসক্ত হইয়া, স্বীয় ধর্ম্মার্থের ব্যাঘাত করিয়া থাকে। দুঃখার্ত্ত, প্রশান্ত, নাস্তিক, অলস, অদান্ত ও উৎসাহবিহীন ব্যক্তিগণের ঐশ্বর্য্য কখন স্থায়ী হয় না। দুষ্টমতি ব্যক্তিগণ সরলস্বভাব ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অশক্ত মনে করিয়া, পরাভব করে। লক্ষ্মী অতি সরল, অতি দাতা, অতি শূর, অতি ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানীর নিকট ভয়ে গমন করেন না, এবং অত্যন্ত গুণবান্ ও নিতান্ত গুণহীনকে পরিত্যাগ করেন। ইনি উন্মত্তা ধেনুর ন্যায় একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে পারেন না। বেদের ফল অগ্নিহোত্র, অধ্যয়নের ফল সদ্বৃত্ত ও সদাচরণ; নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা পরলোকহিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, সে পরলোকে স্বাভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয় না। সত্ত্ববান্ ব্যক্তি কান্তার, বনদুর্গ, আপজ্জনক স্থান, বা সমুদ্যত শস্ত্র কিছুতেই ভীত হন না। উদ্যম, সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাদ, ধৈর্য্য, স্মৃতি, সমীক্ষ্যকারিতা ও সমারম্ভ এই সমুদায় ঐশ্বর্য্যের মূল। তপস্যা তপস্বীদিগের বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্‌গণের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা গুণশালীদিগের বল। জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ঔষধ এবং

ব্রাহ্মণ ও গুরু আজ্ঞা এই আটটী ব্রতবিনাশী নহে। যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহা অন্যের প্রতিও প্রয়োগ করিবে না, ইহাই সকল ধর্ম্মের সার। ইহা ভিন্ন অন্য ধর্ম্মও ইচ্ছানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অক্রোধ দ্বারা ক্রোধকে, সাধুতা দ্বারা অসাধুকে, দান দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে। স্ত্রী, ধূর্ত্ত, অলস, ভীরু, কোপনস্বভাব, পুরুষাভিমানী, তস্কর, কৃতঘ্ন ও নাস্তিক এই সকল লোককে কদাচ বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশীল বৃদ্ধসেবী পুরুষের কীর্ত্তি, আয়ু, যশ ও বল বৃদ্ধি হয়। যে অর্থ উপার্জ্জনে অতিশয় ক্লেশ ও ধর্ম্মহানি হয় এবং শত্রুর নিকট প্রণিপাত করিতে হয়, সেরূপ অর্থ উপার্জ্জনে কদাচ মনোনিবেশ করিবে না। বিদ্যাহীন পুরুষ, সন্ততিশূন্য মৈথুন, আহারহীন প্রজা ও রাজাশূন্য রাজ্য এই কয়টী অতি শোচনীয়। পথ দেহীদিগের, জল পর্ব্বতের, অসম্ভোগ স্ত্রীগণের ও বাক্যরূপ শল্য মনের জরা স্বরূপ। বেদের মল অনভ্যাস, ব্রাহ্মণের মল অব্রত, পৃথিবীর মল বাহ্লীকদেশ, পুরুষের মল অনৃত, পতিব্রতার মল কৌতূহল, স্ত্রীলোকের মল প্রবাস, সুবর্ণের মল রৌপ্য, রৌপ্যের মল রঙ্গ, রঙ্গের মল সীস ও সীসের মল মল। শয়ন দ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি, পান দ্বারা সুরা ও কাম দ্বারা স্ত্রীগণ পরাজিত হয় না। যিনি দান দ্বারা মিত্রকে, যুদ্ধ দ্বারা শত্রুগণকে ও অন্নপান প্রদান দ্বারা স্ত্রীকে পরাজয় করিতে পারেন, তাঁহারই জন্ম সার্থক।

হে রাজন্! সহস্রাধিপ ও শতাধিপ উভয়েই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ফলতঃ, কোন প্রকারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না এমন কেহই নাই। অতএব আপনি দুরাকাঙ্ক্ষা পরিহার করুন। পৃথিবীস্থ সমুদয় ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী প্রাপ্ত হইলেও লোকের আশা-

নিবৃত্তি হয় না, এই বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমানেরা বিমুগ্ধ হন না। হে রাজন্! আমি পুনরায় আপনাকে বলিতেছি, আপনি নিজপুত্র ও পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি সমতা ব্যবহার করুন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে মহারাজ! যিনি সাধুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া,অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন করেন, তিনি অতি শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। সাধুগণ প্রসন্ন হইলে, সাতিশয় সুখলাভ হইয়া থাকে। যিনি অধর্ম্মলব্ধ ধনে আসক্ত না হইয়া পরিত্যাগ করেন; তিনি জীর্ণত্বক্ সর্পের ন্যায় সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরম সুখে কালযাপন করেন। মিথ্যাব্যবহার দ্বারা জয়লাভ, রাজার প্রতি পৈশুন্য, গুরুর নিকট বৃথা নির্ব্বন্ধ এই তিনটী ব্রহ্মহত্যা সদৃশ। অসূয়া, হঠাৎ মৃত্যু ও অতিবাদ এই তিনটী সম্পত্তিনাশের মূল। শ্রবণের অনিচ্ছা,ত্বরা,আত্মশ্লাঘা এই তিনটী বিদ্যার পরম শত্রু। আলস্য, মদ, মোহ, চপলতা, গোষ্ঠী, ঔদ্ধত্য, দর্প ও লুব্ধতা এই কয়েকটী বিদ্যার্থীদিগের মহান্ দোষ। সুখার্থী ব্যক্তির বিদ্যালাভের ও বিদ্যার্থীর সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব সুখার্থী ব্যক্তি বিদ্যা বা বিদ্যার্থী ব্যক্তি সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিবে। রাশীকৃত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির, বহু-নদীসমাগমে মহোদধির, সর্ব্বভূতসংহার দ্বারা অন্তকের ও পুরুষসমূহ দ্বারা বামলোচনাগণের তৃপ্তিসাধন হয় না। আশা ধৈর্য্যনাশ, অন্তক সমৃদ্ধিনাশ, ক্রোধ শ্রীনাশ, যশ কদর্য্যতা

নাশ ও অপালন পশু বিনাশ করে এবং ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে, সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়।

হে মহারাজ! ছাগ, অশ্ব, কাংস্য, রজত, মধু, অক্ষ, সজ্জন, শ্রোত্রিয়,বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন কুলীন এই সকল আপনার গৃহে নিয়ত অবস্থিতি করুক। মনু কহিয়াছেন, অজ, বৃষ, চন্দন, বীণা, দর্পণ, মধু, ঘৃত, লৌহ, তাম্রপাত্র, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ, শালগ্রাম, গোরোচনা ও ধান্য এই সকল মঙ্গলদায়ক দ্রব্য গৃহে স্থাপিত করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! আমি আপনার নিকট মহাফলজনক সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যপদ কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কাম, ভয়, লোভ বা আত্মজীবনের নিমিত্তেও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। ধর্ম্মই নিত্য, সুখ দুঃখ অনিত্য, অতএব আপনি অনিত্য বিষয় পরিত্যাগ করত নিত্য বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পরম সন্তোষ লাভ করুন। যেহেতু, সন্তোষই পরম লাভ। দেখুন, মহাবলসম্পন্ন মহানুভব নরেন্দ্রগণ ধনধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা শাসন করিয়া, বিপুল ঐশ্বর্য্যভোগ ও রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতান্তের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। হে রাজন্! মানবগণ অতিক্লেশপালিত মৃত পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, আলুলায়িত কেশে রোদন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের ন্যায় চিতাগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং অপর লোকেও মৃত ব্যক্তির ধন সম্পত্তি সমস্ত ভোগ করে এবং পক্ষিগণ তাহার মেদমাংসাদি ভক্ষণ ও অগ্নি তাহার ধাতু সমস্ত দগ্ধ করে। কেবল পুণ্য ও পাপ এই দুইটী বস্তু পরলোকে তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। হে তাত! পক্ষিগণ যেরূপ ফলপুষ্পশূন্য বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পুত্র, সুহৃদ্ এবং জ্ঞাতিগণ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অতএব যত্ন সহকারে ক্রমে

ক্রমে ধর্ম্ম সঞ্চয় করাই জীবের কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এই লোকের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে ইন্দ্রিয়গণের মহামোহজনক ঘোরতর মহান্ অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজ! আপনি যেন কদাচ উহার বশবর্ত্তী না হন। যদি অভিনিবেশ পূর্ব্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ করত যথাবৎ অনুষ্ঠানে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি ইহলোকে পরম যশোলাভ এবং পরলোকে নির্ভয়ে স্বর্গভোগ করিতে পারিবেন।

হে ভারত! লোভরহিত আত্মা নদী স্বরূপ; পুণ্য-তাহার তীর্থ, সত্য জল, ধৈর্য্য কূল, এবং দয়া তরঙ্গস্বরূপ; লোভশূন্য পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ এই নদীতে স্নান করিয়া পরম পবিত্র হন। হে রাজন্! আপনি ধৃতিরূপ তরণী অবলম্বন পূর্ব্বক কামক্রোধাদিরূপ কুম্ভীরযুক্ত ও পঞ্চে-ন্দ্রিয় রূপ সলিল পূর্ণ নদী সন্তরণ করুন।

যিনি কার্য্য ও অকার্য্য সকল বিষয়েই প্রজ্ঞাবৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ বন্ধুকে পূজা করিয়া, তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কখন মুগ্ধ হন না। ধৃতি দ্বারা শিশ্নো-দর রক্ষা করিবে, চক্ষু দ্বারা হস্তপদ রক্ষা করিবে, মন দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কর্ম্ম দ্বারা মন ও বাক্য রক্ষা করিবে। যে ব্রাহ্মণ নিত্য উদক কার্য্য সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ, নিত্য অধ্যয়ন, পতিতান্ন পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও গুরুকার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহাকে কখন ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইতে হয় না। যে ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন, অগ্নিসংস্থাপন, যজ্ঞানুষ্ঠান, প্রজাপালন ও গোব্রাহ্মণরক্ষার্থ প্রাণপর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ হয়। যে বৈশ্য বেদাধ্যয়ন, যথা-কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে ভাগানুসারে ধনপ্রদান এবং ত্রেতাগ্নির পবিত্র ধূম আঘ্রাণ করেন, তিনি

চরমে স্বর্গলোক গমন পূর্ব্বক পরম সুখ সম্ভোগ করেন। যে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে পূজা দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া, স্বীয় পাপ সকল দগ্ধ করিতে পারে, সে পরলোকে স্বর্গভোগে অধিকারী হইয়া থাকে। হে রাজন্! আমি যে নিমিত্ত আপনাকে এই চারি বর্ণের কথা কহিলাম তাহা শ্রবণ করুন। পাণ্ডুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রজাপালন না করিয়া, ক্ষত্রধর্ম্মচ্যুত হইতেছেন, অতএব আপনি তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! তুমি সর্ব্বদাই আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক; এবং আমারও তাহাই অভিপ্রায়। কিন্তু দুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলে, আমার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে। যাহা হউক, অনতিক্রমণীয় দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। অতএব আমি পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি।

প্রজাগরপর্ব্ব সম্পূর্ণ।

সনৎসুজাতপর্ব্বাধ্যায়।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! তোমার এই বচন-বিন্যাস অতি বিচিত্র; অতএব আরও বক্তব্য থাকিলে, পুনরায় বলিতে আরম্ভ কর, শুনিতে সাতিশয় বাসনা হইতেছে।

বিদুর কহিলেন, মহারাজ! সনাতন কুমার সনৎসুজাতের বচনানুসারে মৃত্যুনামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মাই আপনার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমুদায় সংশয় অপনোদন করিবেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! সনাতন কুমার সনৎসুজাত যাহা কহিবেন, তাহা কি তুমি অবগত নহ? যদি তোমার অবিদিত না হয়, তাহা হইলে তুমিই তাহা কীর্ত্তন কর। বিদুর কহিলেন, মহারাজ! আমি শূদ্রজাতিতে জন্মিয়াছি বলিয়া তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু কুমার সনৎসুজাত সনাতনজ্ঞানসম্পন্ন। ব্রাহ্মণাংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক গুহ্য বিষয় কীর্ত্তন করিলে, দেবগণ কদাচ নিন্দা করেন না; সেই জন্যই আপনাকে সনৎসুজাত সমীপে ইহা শ্রবণার্থে অনুরোধ করিতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, এক্ষণে কি রূপে তাঁহার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহার উপায় স্থির কর।

তখন বিদুর, মহাপ্রতাপ সনৎসুজাতের ধ্যানে নিবিষ্ট হইলে, তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তথায় উপনীত হই-লেন। বিদুর যথাবিধানে মধুপর্কাদি প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন; এবং তিনি শ্রান্তি দূর পূর্ব্বক সুখাসীন হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের উপস্থিত সংশয়জালনিরাকরণে সমর্থ। অতএব যদ্দ্বারা ইনি অক্লেশে ক্লেশপরিহার পূর্ব্বক লাভ, অলাভ, শত্রু, মিত্র, জরা, মৃত্যু, ভয়, ক্রোধ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ, ক্ষয়, অমর্ষ, উদয় ও অপ্রীতির হস্ত অতিক্রম করিতে পারেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র বিদুর-বাক্যের বহুমান পূর্ব্বক শাশ্বতজ্ঞানলাভবাসনায় নির্জ্জনে সনৎসুজাতকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বলেন, মৃত্যু নাই, কিন্তু দেব অসুর সকলেই মৃত্যুভয়ে ব্রহ্মচর্য্যের অনু-ষ্ঠান করেন। অতএব ইহার মধ্যে সত্য কি, বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ নিরসন করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! মৃত্যু আছে ও নাই এই উভয়ের বিরোধ চিন্তা করিবেন না। পুরুষের অবস্থা-নুসারে উভয়পক্ষই সত্য হইয়া থাকে। প্রমাদই মৃত্যু, আর অপ্রমাদই অমৃত্যু। বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যে নির্দ্দেশ করেন, মোহ নিবন্ধন মৃত্যু ও মোহহীন হইলেই অমর হয়, ইহাই তাহার কারণ। অসুরগণ প্রমত্ত অবস্থায় মৃত্যু এবং অপ্রমত্ত

হইলে অমৃত লাভ করিয়া থাকে। মৃত্যু ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রাণিগণকে গ্রাস করে না এবং মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয়ও কখন সম্ভব নহে। কোন কোন ব্যক্তির মতে যম মৃত্যু এবং আত্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান অমৃত্যু। সেই পিতৃলোকনিয়ন্তা যম মঙ্গলের মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তিনিই ক্রোধ, প্রমাদ ও লোভ স্বরূপ মৃত্যুকে সমুদ্ভাবিত করেন। অহঙ্কারে অভিভূত হইয়া, কুপথের অনুসরণ করিলে, আত্মস্বরূপ লাভে অসমর্থ, জ্ঞানভ্রষ্ট, লোভাদি রূপ মৃত্যুর বশীভূত, পুনঃ পুনঃ নরকযন্ত্রণায় নিপীড়িত এবং ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়-শূন্য হইতে হয়। এই জন্যই মৃত্যুর মরণ নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভোগসাধন কার্য্যের পরিণামে কর্ম্মানুরক্ত জীব-গণ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং এই শরীরাবসানেও মৃত্যু তাহাদের অনুগমন করে। যদ্দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, সেই যোগমার্গের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন দেহীর বিষয়-বাসনা প্রাদুর্ভূত ও স্বভাবতঃ অনিত্য বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চ-রিত হয়। তখন তাহার প্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়গণকে মোহজালে জড়ীভূত করিলে, অসার বিষয়সন্ধান নিবন্ধন প্রতারণা বশতঃ বিষয়স্মরণই বিষয়সেবা বলিয়া তাহার প্রতীত হয়। বিষয়চিন্তা, বিষয়লাভবাসনা এবং কোন কারণ বশত রোষাবেশ এই তিনটীই অজিতচিত্ত ব্যক্তির ক্রম-মৃত্যুর কারণ। কিন্তু ধীরগণ ধৈর্য্যবলসহায়ে মৃত্যুর সীমা লঙ্ঘন করেন। ফলতঃ, আত্মসন্ধিৎসু হইয়া, বিষয়বাসনা বিসর্জ্জন করিলে, সকল কামনা বিনষ্ট ও মৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়।

বিষয়নাশ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু স্বরূপ; কিন্তু বিষয়-বাসনাবিসর্জ্জন দুঃখবিনাশের নিদান। বিষয়াসক্তি বিবেক রূপ আলোকের নিহন্তা, অন্ধকার স্বরূপ এবং নরক সদৃশ

যন্ত্রণাদায়ক। মদিরোন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ গর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে, সেইরূপ বিষয়াসক্ত লোকে সুখসাধন বিষয়ে অনুরক্ত হয়। অন্তঃকরণ বিষয়বশীভূত না হইলে, মৃত্যু তৃণময় ব্যাঘ্রের ন্যায় কিছুই করিতে পারে না। অন্য কোন কাম্য বিষয় স্মরণ না করাই বিষয়বাসনাবিনাশের মূল। শরীরস্থিত অন্তরাত্মাই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যু স্বরূপ। বিচক্ষণ ব্যক্তি মৃত্যুরে এইরূপ জন্মশীল জানিয়া কদাচ ভীত হন না। শরীর যেরূপ কালের কবলসাৎ হয়, মৃত্যুও সেইরূপ জ্ঞানযোগে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সনৎসুজাত! বেদবচনানুসারে একমাত্র যজ্ঞই সনাতন লোক ও মোক্ষপ্রাপ্তির কারণ। অতএব লোকে কিনিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিবে?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! কামিগণই উক্ত প্রকারে মোক্ষলাভের অভিলাষী। আর বেদে বহুতর ফলসন্ধানের উল্লেখ আছে। কিন্তু নিষ্কাম জীবাত্মাই পরমাত্মার সাক্ষাৎকারে উপনীত হয় এবং যথার্থ পথের পান্থ হইয়া, মুক্তি লাভ করে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রহ্মন্! এই বিশ্ব যাঁহার প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইতেছে; যিনি জন্ম ও মৃত্যুরহিত, সেই পুরাণ আত্মার নিয়োগকর্ত্তা কে? এবং তাঁহার অনুষ্ঠান ও সুখভোগের প্রকারই বা কিরূপ?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর অভিন্ন; অতএব ভেদ উপস্থিত হইলে, একতা সম্পাদন নিতান্ত দুর্ঘট। পরমাত্মাই অজ্ঞানযোগ বশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সংযোগে জীব বলিয়া অভিহিত হন। কিন্তু উপাধিভেদে তাঁহার মহত্ত্বের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় না। বেদে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, সেই বিকার-

রহিত পরমাত্মার মায়াপ্রভাবেই এই বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হইয়াছে এবং তাঁহারই শক্তি এই স্বপ্নবৎ জগতের যাথার্থ সম্পাদন করিতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! এই সংসারে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক উভয়বিধ লোকই বিদ্যমান আছে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম দ্বারা পাপ, কি পাপ দ্বারা ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! পাপ ও পুণ্য উভয়েরই ফলসঞ্চার আছে। সন্ন্যাস ও উপাসনাসহকৃত কর্ম্ম উভয়তই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। তম্মধ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞান লাভ করেন, আর দেহাভিমানী পুরুষ উপাসনা-প্রভাবে পুণ্য প্রাপ্ত হন। কর্ম্মাসক্ত পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান বশতঃ পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অস্থায়ী ফল লাভ করিয়া, পুনরায় কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্ম্মবলে পাপ পরাজয় পূর্ব্বক সিদ্ধি লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! বেদবচনানুসারে দ্বিজাতিগণ পুণ্যানুষ্ঠান বশতঃ যে সমস্ত সনাতন লোক প্রাপ্ত হন, তারতম্যানুসারে তাহাদের উচ্চনীচ ভাব এবং নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ মোক্ষসুখও যথাযথ কীর্ত্তন করুন। আমি কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষী নহি।

সনৎসুজাত কহিলেন, যাঁহারা যমনিয়মাদিতে সবিশেষ স্পর্দ্ধাসম্পন্ন, সেই সকল অগুণ ব্রহ্মবাদী ব্যক্তিগণ শরীরাবসানে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সংসক্ত, তাঁহারা তদ্দ্বারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, চরমে দেবলোকে বিরাজমান হন। বৈদিকম্মন্য মানবগণ যদিও এইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোনরূপ ফল কামনা করেন না, তথাপি তাহার সাধুতা প্রখ্যাপন করেন। কিন্তু তাদৃশ

বহির্ম্মুখ স্বার্থপরদিগের কথায় বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। যে স্থান বর্ষাকালে প্রচুর তৃণাদির ন্যায় সন্ন্যাসী প্রভৃতির উপযুক্ত পান ভোজনে পরিপূর্ণ, সেই স্থানে থাকিয়াই জীবন যাপন করিবে। বৃত্তিহীন ব্যক্তিরে উৎপীড়ন বা আত্মাকে ক্ষুধায় ক্লেশিত করিবে না।

যে স্থলে আত্মমহিমার অপ্রকাশে অমঙ্গল সম্ভাবনা, যিনি সেই ভীষণ প্রদেশে বাস করিয়াও আত্মগৌরবপ্রকাশে বিনিবৃত্ত থাকেন, তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ। অন্যে আত্মোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া, যাঁহার অসূয়াসম্পাদনে সমর্থ না হয় এবং যিনি যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে প্রদান না করিয়া, স্বয়ং ভোজন না করেন, তাঁহার অন্নই সাধু। কুক্কুর যেমন আত্মকৃত বমি ভক্ষণ করিয়া, অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়, যে সকল সন্ন্যাসী পাণ্ডিত্য প্রকাশ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের গতিও সেইরূপ। যে ব্রাহ্মণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে বাস করিয়া, এইরূপ বাসনা করেন, যে তাঁহারা যেন আমার ধর্ম্মানুষ্ঠান জানিতে না পারেন, পণ্ডিতগণ সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। ফলতঃ, এইরূপ অজ্ঞাতচর্য্যাব্যতিরেকে সেই অনুপাধি, অদ্বৈত, অননুভাব্য, অসঙ্গ ও অনুব্যাপক পরমাত্মারে লাভ করিতে পারা যায় না। উল্লিখিত অজ্ঞাতচর্য্যাপ্রভাবেই ক্ষত্রিয় আপনার ব্রহ্মভাব সন্দর্শন করেন। যে ব্যক্তি আত্মারে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করে, সেই আত্মাপহারী দস্যু সকল পাপই করিতে পারে। কোন প্রকারে অশ্রান্ত, প্রতিগ্রহশূন্য বা শিষ্ট হইয়াও তন্নিবন্ধন গৌরব প্রদর্শন করিবে না; সর্ব্বদা নিরুপদ্রব, সাধুসম্মত, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মজ্ঞ ও অতীতদর্শী হইবে; ইহাই আত্মজ্ঞানলাভের উপায়। যাঁহারা লৌকিক অর্থে দরিদ্র ও দৈব অর্থে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহারাই দুর্দ্ধর্ষ ও দুষ্প্রকম্প্য হইয়া

থাকেন। যাঁহারা যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া, যজমানের মনোরথ পূর্ণ করেন, যিনি সেই দেবগণকেও অবগত আছেন, ব্রহ্মনিষ্ঠের সহিত তাঁহারও তুলনা হইতে পারে না। যেহেতু, ক্রিয়াসাধ্য বলিয়া যজ্ঞাদির ফল নিত্য নহে; কিন্তু ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্ঞের নিকট স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রকাশিত হন, এই জন্য তৎপরিজ্ঞানফল স্বরূপ মোক্ষও নিত্য। যিনি আরম্ভশূন্যতা প্রযুক্ত দেবগণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হন, তিনিই যথার্থ মাননীয়; কিন্তু যজ্ঞ নিবন্ধন যাঁহার সম্মান না হয়, তিনি দেবতাদিগের পশু স্বরূপ; বাস্তবিক মাননীয় নহেন। অতএব অন্যে সম্মান বা অনাদর করিলে, আপনারে সমাদৃত বা অবমানিত বোধ করিবে না। মানী ব্যক্তি এইরূপ বিবেচনা করিবেন যে, নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় লোকে স্বভাবেরই অনুসরণ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তিই মানীর মান রক্ষা করেন। অধর্ম্মপর ছলনাপরায়ণ মূঢ়ের নিকট সম্মানপ্রাপ্তি কখনই সম্ভব নহে। মান ও মৌন কখনই একত্র থাকিতে পারে না। তত্ত্ববিদ্‌দিগের বাক্যানুসারে ইহলোক মানীর আর পরলোক মৌনীর অধিকৃত। ইহলোকে ধন, জন বা ঐশ্বর্য্যরূপিণী লক্ষ্মী মানরূপ মহাসুখের আধারভূতা বটে, কিন্তু পরলোকের যার পর নাই প্রতিকূলকারিণী। প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি ব্রাহ্মী শ্রী লাভে বা বেদরহস্যপরিজ্ঞানে কোন মতেই সমর্থ নহে। এই ব্রাহ্ম সুখের সাধন নানাপ্রকার; তৎসমস্ত রীতিমত রক্ষা করা সহজ নহে। তন্মধ্যে সত্য, সরলতা, লোকলজ্জা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শৌচ ও শাস্ত্রজ্ঞান এই ছয়টী মান ও মোহের প্রতিবন্ধক।

———

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

——•০——

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদ্বন্! মৌনের প্রয়োজন ও লক্ষণ কি? লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ মৌন আর বেদোক্ত মৌন এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান? প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মৌন দ্বারা নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না এবং তাঁহা-দের মৌনানুষ্ঠানের স্বরূপই বা কিরূপ? এই সমস্ত সবিশেষ বর্ণন করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! পরমাত্মা মন ও বেদের গ্রাহ্য নহেন। এইজন্য মৌন বলিয়া অভিহিত হন। যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, তাহার প্রাপ্তিই মৌনের প্রয়োজন। বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়ের বিনিগ্রহই মৌন। আর বাহ্য ও আন্তরিক সর্ব্বপ্রকার ভানপরিহারই মৌনের লক্ষণ। ঐরূপ ভানপরিশূন্যতাই বাঙ্মনসাতীত পরমপদ লাভের প্রধান সাধন। এবং গুরূপদিষ্ট যুক্তি অনুসারে পর-ব্রহ্মকে প্রণবময়রূপে চিন্তা করিলেই মৌনাচরণ সম্পন্ন হয়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! ঋক্, যজু ও সামবেদবেত্তা ব্যক্তি পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান নিবন্ধন পাপে সংপৃক্ত হন কি না?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! কি সাম, কি ঋক্, কি যজু, কিছুতেই ঐরূপ অবিচক্ষণ ব্যক্তির পাপবিমোচন হয় না। ফলতঃ, ইহা সত্য জানিবেন, যে বেদ কখন ছলনা-পর মায়াবী ব্যক্তির পাপবিনাশে সমর্থ হয় না। পক্ষিগণ পক্ষ উদগত হইলে যেরূপ কুলায় পরিত্যাগ করে, বেদ সেইরূপ চরম সময়ে মায়াজীবীরে পরিহার করিয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! যদি স্বাভাবিক ধর্ম্ম ব্যতিরেকে শুদ্ধ বেদ দ্বারা অবিচক্ষণ ব্যক্তির পাপবিমোচন না হয়, তাহা হইলে "সমুদায় দেবতাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে প্রতিষ্ঠিত আছেন" ইত্যাদি ব্রাহ্মণমাহাত্ম্যসূচক প্রলাপবাক্য সমুদায় কোথা হইতে প্রাদুর্ভূত হইল?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! সেই পরমাত্মার নামাদি বিশেষরূপ দ্বারাই এই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিভাত হইতেছে। বেদেও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পৃথক্। তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন স্বরূপ অভিহিত হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই উভয়ের সাহচর্য্যেই পুণ্যলাভ করেন এবং পশ্চাৎ সেই পুণ্যবলে সমুদায় পাপ বিনিহত হইলে, তাঁহার আত্মা জ্ঞানপ্রভাবে প্রদীপ্ত হয়। অনন্তর তিনি জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মারে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু জ্ঞানপ্রাপ্তি না হইলে বিষয়লালসার বশবর্ত্তী হইয়া, ইহলোকে অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্যের ফল পরলোকে সম্ভোগ করিয়া, পুনরায় ইহলোকেই সমাগত হন। ইহলোকে যে তপোনুষ্ঠান করা যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ইহলোকেই ফল সম্ভোগ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! একমাত্র তপস্যা কি প্রকারে সমৃদ্ধ ও অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! কাম ও অশ্রদ্ধাদিরহিত তপস্যা মোক্ষসাধন; এইজন্য উহা সমৃদ্ধ, আর দম্ভাদিদোষসম্পন্ন তপস্যা অসমৃদ্ধ হইয়া থাকে। হে মহানুভব! আপনার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই তপোমূলক; বেদবিদ্গণ তপস্যাপ্রভাবেই পরম অমৃত লাভ করেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট নিষ্কল্মষ তপস্যা অবগত হইলাম। এক্ষণে তপস্যার দোষের বিষয় উল্লেখ করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ ও আত্মশ্লাঘা প্রভৃতি ত্রয়োদশ তপস্যার দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ধর্ম্মাদি যে দ্বাদশ গুণ দ্বিজাতিগণের বিদিত আছে, পিতৃগণের শাস্ত্রেও তাহা লক্ষিত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, বিধিৎসা, অকৃপা, অসূয়া, মান, শোক, স্পৃহা, ঈর্ষ্যা ও জুগুপ্সা মনুষ্যের এই দ্বাদশ দোষ সর্ব্বথা পরিহার করা কর্ত্তব্য। ব্যাধ যেমন মৃগগণের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, সেইরূপ এই সমুদায় দোষ প্রত্যেকেই মনুষ্যের আক্রমণার্থ অবসর অন্বেষণ করিতেছে। অহঙ্কৃত, স্পৃহাপর, অবমাননা নিরত, রোষবশ,চপল ও ক্ষমতাসত্ত্বেও পোষ্যাদির প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ এই ছয় পাপাত্মা মহাসঙ্কটেও ভীত না হইয়া, সর্ব্বদা পাপধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। যে ব্যক্তি স্ত্রীসম্ভোগই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া, দুর্ব্ব্যবস্থিত হয়; যে ব্যক্তি নিতান্ত অহঙ্কৃত, যে ব্যক্তি দান করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও অর্থ ব্যয় করে না, যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ব্যবহার প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তি পরপরিভবে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়, এবং যে ব্যক্তি বনিতাবিদ্বেষী এই সাতজনও নৃশংসবর্গের অন্তর্গত।

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপ, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের ব্রত। যিনি এই দ্বাদশব্রতপালনে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে পারেন। ফলতঃ, ইহাদের মধ্যে তিনটী, দুটী বা একটী ব্রতও সাধন করিলে, অলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভে সমর্থ হওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ

মোক্ষ স্বরূপ উল্লিখিত হয়। মনীষী ব্রাহ্মণদিগের বচনানুসারে এই তিনটী সত্যপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

একমাত্র দম অষ্টাদশগুণসম্পন্ন। বৈদিক কার্য্য ও উপবাসাদি ব্রতের প্রতিকূলতা, অনৃত, অভ্যসূয়া, কাম, ধনোপার্জ্জনার্থ অতিমাত্র যত্ন, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা, লোভ, পিশুনতা, মৎসর, হিংসা, পরিতাপ, অরতি, কর্ত্তব্য কার্য্যের বিস্মরণ, অতিবাদ ও আত্মসম্ভাবনা, এই সমুদায় দোষ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, সাধুগণ তাঁহারেই দান্ত বলিয়া থাকেন। দমর বিপরীত মদ। যেহেতু, মদ এই অষ্টাদশ দোষ সম্পন্ন।

ত্যাগ ছয়প্রকার; প্রথম, সম্পদ্‌লাভে হর্ষত্যাগ। দ্বিতীয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও তড়াগ প্রভৃতির খনন; তৃতীয়, কামত্যাগ। ইহার অনুষ্ঠান নিতান্ত কঠিন; কিন্তু তদ্দারা সমুদায় দুঃখ দূর হইতে পারে। বৈরাগ্যবশতঃ বনিতাদি ভোগ্য বস্তু সমুদায়ের পরিত্যাগই প্রকৃত কামত্যাগ; নতুবা কামপরতন্ত্র হইয়া, ইচ্ছানুসারে উপভোগ পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে, অথবা প্রচুর ধন লাভ পূর্ব্বক কাম্য বস্তুর নিমিত্ত তৎসমস্ত ব্যয় করিলে, কামত্যাগ হয় না। আর সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ হইয়া, কর্ম্মের অসিদ্ধি নিবন্ধন দুঃখিত বা ম্লান হওয়া কর্ত্তব্য নহে। চতুর্থ, অপ্রিয় ঘটনায় বিষাদ পরিত্যাগ; পঞ্চম, বন্ধুবান্ধব বা পুত্র কলত্রাদির নিকটও যাচ্ঞাপরিহার; ষষ্ঠ, উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া, শুভলাভ। এইরূপ ত্যাগ চর্য্যা দ্বারা অপ্রমাদ অবলম্বন করিবে। অপ্রমাদও অষ্টগুণবিশিষ্ট। সত্য, ধ্যান, সমাধান, তর্ক, বৈরাগ্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও পরিগ্রহপরিহার এই আটটী অপ্রমাদের গুণ।

মহারাজ! উল্লিখিত মদদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে অপ্রমাদ যেরূপ অষ্টগুণবিশিষ্ট; প্রমাদেরও সেইরূপ আটটী দোষ উল্লিখিত হইয়া থাকে। তৎসমস্তও পরিহার করিবে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন এবং অতীত ও অনাগত দুঃখসমূহ হইতে এই আটপ্রকার প্রমাদ সমুৎপন্ন হয়। অতএব এই সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখী হইবে।

সর্ব্বদা সত্যনিষ্ঠ হইবে। সমুদায় লোক ও অমৃত একমাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্যই পণ্ডিতেরা দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদকে সত্যপ্রধান বলিয়া বর্ণন করেন। বিধাতৃকৃত নিয়ম এই যে, দোষ সমস্ত পরিহৃত হইলেই, তপ ও ব্রতাচরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব সত্যই সাধুগণের ব্রত। উল্লিখিত দোষ সমুদায় পরিহার পূর্ব্বক গুণবান্ হইলেই, মোক্ষসাধন পরম সমৃদ্ধ তপশ্চর্য্যা সমাহিত হয়। হে রাজন্! আপনি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদনুসারে সর্ব্বপাপবিনাশন, জন্ম, জরা ও মৃত্যু নিবারণ পবিত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইল।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! সমুদায় বেদ ও ইতিহাস পরমাত্মারে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। কিন্তু কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ একবেদী এবং কেহ বা একমাত্র ব্রহ্মেরই অদ্বৈত প্রতিপাদন করেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! একমাত্র ব্রহ্মই বেদ্য ও সত্য স্বরূপ। সেই সত্যের অপরিজ্ঞাননিবন্ধন নানাপ্রকার উপাস্য কল্পিত হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মলাভ সহজে সম্পন্ন হয় না। সত্য স্বরূপ পরব্রহ্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ। লোকে সেই নিত্যানন্দরূপী পরম পুরুষের অপরিজ্ঞান বশতই আপনারে অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করে এবং বাহ্য

সুখ কামনায় দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সত্যপরিভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের সঙ্কল্পও এইরূপ হইয়া থাকে।

কেহ মানসযজ্ঞ, কেহ বাক্যযজ্ঞ এবং কেহ বা কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে। সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মলোকাদির অধিষ্ঠাতা হন। আত্মজ্ঞানের অসম্ভাবনিবন্ধন সঙ্কল্পসিদ্ধি না হইলে, মস্তকমুণ্ডন ও বাক্যসংযম প্রভৃতি দীক্ষিত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু কর্ম্মজনিত সংস্কার কালবশে বিলুপ্ত হইয়া থাকে; অতএব সাধুদিগের পক্ষে ব্রহ্মই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। যেহেতু, ইহা অকৃত্রিম ও অবিনাশী। জ্ঞানের ফল পরলোকসাপেক্ষ। অতএব যিনি অনেক অধ্যয়ন করেন, তিনি বহুপাঠী ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ফলতঃ, অধ্যয়ন কখন ব্রাহ্মণত্বের কারণ নহে। যিনি সত্য হইতে বিচলিত না হন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্বে উপনিষৎপ্রসিদ্ধ মহর্ষি অথর্ব্বা ঋষিগণসমক্ষে যাহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, তৎ সমুদায় পুরুষের পাপরাশি প্রচ্ছাদন করে বলিয়া ছন্দঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা শুদ্ধ কর্ম্মজ্ঞানলাভার্থ উপনিষৎসংবলিত বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা কখন ছন্দোবিৎ নহেন। কারণ, বেদপ্রতিপাদ্য পরম পুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব তাঁহাদের হৃদয়ে প্রস্ফুরিত হয় না। হে কুরুপতে! বেদ সমুদায় কর্ম্মকাণ্ডার্থ ও ব্রহ্মকাণ্ডার্থ এই উভয়বিধ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদানভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কর্ম্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান অনুষ্ঠানান্তরসাপেক্ষ; ব্রহ্মকাণ্ডার্থ জ্ঞান অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। অতএব কেবল কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা বেদজ্ঞ হইবার সম্ভাবনা নাই; সত্যজ্ঞানই প্রকৃত বেদজ্ঞতার কারণ। অনেকানেক মহাপুরুষ উল্লিখিত রূপ বেদবিদ্‌গণের সহবাস প্রভাবে বেদবেদ্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন।

অনেকে চিত্তশুদ্ধির আতিশয্য বশতঃ বেদপরিজ্ঞানে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু বেদের প্রকৃত মর্ম্মাবধারণে কাহারও সাধ্য নাই। কেহ কেহ রহস্যপ্রতিপাদক বেদ অবগত আছে; কিন্তু বেদ্য বিষয়ে এক বারেই অনভিজ্ঞ। ফলতঃ, একমাত্র সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিই নির্ব্বিকল্প সুখের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন যে, যেমন কোন সুপ্রসিদ্ধ বৃক্ষশাখাবিশেষ দ্বারা প্রতিপচ্চন্দ্রকলার পরিজ্ঞান হয়, সেইরূপ বেদ সহযোগে পরমাত্মার পরমপুরুষার্থসম্পন্ন প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। যিনি বাক্যার্থবর্ণনে সুনিপুণ, যুক্তি সহকারে শ্রুতিসঙ্গত অর্থ পর্য্যালোচনে সমর্থ, এবং স্বয়ং ছিন্নসংশয় হইয়া, অন্যের সংশয় অপনোদন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব বা পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ, ঊর্দ্ধ বা অধঃ, তির্য্যক্ বা বিদিক্, কুত্রাপি পরমাত্মার সন্ধান হয় না। ধ্যানশীল তপস্বী ধ্যানযোগেই তাঁহারে সাক্ষাৎ করেন। হে মহারাজ! অপনি শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সমস্ত পরিহার পূর্ব্বক শুদ্ধ মনে মনে তাঁহার অনুধ্যান করুন। মৌনভাব অবলম্বন বা বনবাস আশ্রয় করিলেই মুনি হয় না। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের জন্মাদির হেতু অবগত আছেন, তিনিই মুনিশ্রেষ্ঠ। যিনি সকল বিষয়ের অর্থসাধনে সমর্থ, তাঁহারে বৈয়াকরণ বলিয়া থাকে। যিনি সকল বিষয় প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন। হে রাজন্! যেরূপ সোপানে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ সাধনসম্পন্ন পুরুষ ধর্ম্ম ও বেদাদির ক্রমশঃ পরিজ্ঞানসহকারে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি এক্ষণে ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদানভূত বিষয়সম্পর্কপরিশূন্য সুদুর্লভ উপনিষৎকথা কীর্ত্তন করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! আপনি প্রফুল্ল হৃদয়ে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আমারে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই ব্রহ্মলাভ সত্বর সম্পন্ন হয় না। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে অন্তঃকরণ সমাহিত হইলে, যদ্দ্বারা সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া, একমাত্র ব্রহ্মচিন্তাই বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা কহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যসিদ্ধ; কর্ম্মবৎ চেষ্টাসাপেক্ষ নহে; কার্য্য কালে ব্রহ্মচর্য্য সহকারে প্রকাশিত হইয়া, আত্মাতে অবস্থান করে। অতএব ব্রাহ্মণের যোগ্য মুক্তিলাভ কি রূপে সম্পন্ন হইতে পারে?

সনৎসুজাত কহিলেন, ব্রহ্ম নিত্য প্রত্যক্ষ হইলেও, উপাধিসম্বন্ধ বশতঃ সহসা জ্ঞানবিষয়ীভূত হন না। সুতরাং যে বিদ্যা দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তাহা নিত্যসিদ্ধ হইলেও সাধনার্থ যত্নসাপেক্ষ। এক্ষণে আমি সেই গুরু-পরম্পরাসাধ্য ব্রহ্মচর্য্যব্রতসিদ্ধ ব্রাহ্মী বিদ্যা কীর্ত্তন করিব।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মী বিদ্যার সাধনভূত ব্রহ্মচর্য্য কিপ্রকার?

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা-সাধনবাসনায় গুরুগৃহে গমন পূর্ব্বক নিষ্কপট সেবা দ্বারা

তাঁহার আন্তরিক প্রীতি লাভ করত ব্রহ্মচর্য্যায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ইহলোকেই ব্রহ্মভূত এবং পরলোকে পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকেন। যাঁহারা সত্বগুণাবলম্বী হইয়া, ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তিপ্রত্যাশায় শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমুদায় সহ্য ও বিষয়-বাসনা বিসর্জ্জন করেন, মুঞ্জ হইতে ইষীকার ন্যায় তাঁহাদের দেহ হইতে আত্মা পৃথগ্‌ভূত হন। পিতা ও মাতা কর্ত্তৃক শরীরমাত্র সমুৎপন্ন হইলে, আচার্য্যের উপদেশবলে ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ যে জন্মান্তর সংঘটিত হয়,তাহা মোক্ষের হেতুভূত বলিয়া অজর, অমর ও পবিত্র রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি অনুশাসন দ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদন ও তাহার ফল স্বরূপ মোক্ষ প্রদান পূর্ব্বক সকলের দ্বৈতভয় নিরাকরণ ও রক্ষা করেন, তাঁহারেই পিতা ও মাতা বলিয়া জানিবে। এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে কোন কালেই তাঁহার বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবে না। ফলতঃ,অভিমান ও রোষ পরিহার পূর্ব্বক শুচি ও সাব-ধান হইয়া, স্বাধ্যায় বাসনা এবং নিয়ত গুরুর অভিবাদন করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। যিনি গুরুর প্রতি নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং শুচি হইয়া প্রাতঃ ও সায়ংকালে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করত বিদ্যা লাভ করেন, তাঁহার সেইরূপ অনুষ্ঠানকেও ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ বলা যায়। কায়মনোবাক্যে ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়াও আচা-র্য্যের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ। গুরুর ন্যায় গুরুপত্নী ও তাঁহার পুত্রের প্রতি সদ্‌ব্যবহার করিবে। ইহাও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত। আচার্য্য বিদ্যাদানাদি দ্বারা যে উপকার করেন; প্রয়োজন সহিত তাহা সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া, প্রফুল্ল হৃদয়ে “ইনি আমারে বর্দ্ধিত করিয়াছেন„ এইরূপ মনে করা ব্রহ্মচর্য্যের তৃতীয় পাদ। জ্ঞানবান্ শিষ্য দক্ষিণাদান দ্বারা গুরুর ঋণ

পরিশোধ না করিয়া, আশ্রমান্তর আশ্রয় করিবেন না এবং "আমি এই অর্থ প্রদান করিতেছি" ইহা প্রকাশ করা দূরে থাক, মনেও ধারণা করিবেন না। দক্ষিণালাভে গুরু যাহাতে সন্তোষজনক কথা বলেন, তাহারও চেষ্টা করিবেন। ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের চতুর্থ পাদ। শিষ্য ব্রহ্মচর্য্যার প্রয়োজনভূত এই ব্রহ্মবিদ্যার এক পাদ বুদ্ধিপরিপাক সহকারে, আচার্য্যের উপদেশ দ্বারা এক পাদ, উৎসাহ দ্বারা এক পাদ এবং সহাধ্যায়িগণের সহিত বিচার দ্বারা এক পাদ লাভ করেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ধর্ম্মাদি দ্বাদশ ও আসনাদি অন্যান্য অঙ্গ এবং যোগ এই ব্রহ্মচর্য্যের নিদান। কর্ম্ম ও ব্রহ্মলাভ দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হয়। শিষ্য গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত যে ধন উপার্জ্জন করেন, তাহা আচার্য্যকেই প্রদান করিবেন। আচার্য্য এই রূপেই উপজীবিকা লাভ করেন। গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রেরও প্রতি শিষ্যের এইরূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য উল্লিখিত রূপে ব্রহ্মচর্য্যা দ্বারা সর্ব্বথা সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং বহুল পুত্র ও সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। বিবিধদিগ্‌দেশবাসী জনগণ জল বর্ষণের ন্যায় তাঁহারে ধন দান এবং অনেকে শিষ্য ভাবে ব্রহ্মচর্য্যার্থ তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। এই রূপ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই দেবতাদের দেবত্ব এবং মনীষাসম্পন্ন মহাভাগ মহর্ষিগণের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। এই ব্রহ্মচর্য্যই গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরদিগের রূপসাধন এবং সূর্য্য ইহা দ্বারাই প্রতিদিন উদয়সমৃদ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা অভীষ্টফলপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিয়াছেন; তাঁহাদের ন্যায় দেবগণ এই ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে সংকল্পিত বস্তু সকল প্রদান করিতে পারেন। যিনি তপশ্চর্য্যা সহকারে চতুষ্পাদ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তিনি রাগদ্বেষাদিপরিশূন্য ও তত্ত্ব-

জ্ঞানলাভে সমর্থ হইয়া, চরমে মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকেন। হে রাজন্! ব্রহ্মবিদ্যাশূন্য পুরুষগণ বিশুদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান বলে অনিত্য লোক সকল পরিহার করেন; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি বিজ্ঞানপ্রভাবে বিশ্বাত্মা ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন। ফলতঃ, জ্ঞানই মুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, ব্রহ্মদর্শীর হৃদয়ে ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, কজ্জল, ধূমল বা পিঙ্গল-বর্ণবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব সেই সর্ব্বময় নিত্য পরমাত্মার রূপ কিপ্রকার বর্ণনা করুন।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মের রূপ শুক্ল, লোহিত, শ্যামল, ধূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ, সমুদ্রসলিল বা তারকাস্তবক, বিদ্যুদ্বলয় বা মেঘমালা; বায়ুচক্র বা দেবগণ কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। এবং সূর্য্য বা চন্দ্রমণ্ডল, ঋক্, যজু, সাম বা অথর্ব্ববেদ, রথন্তর, বার্হদ্রথ বা মহাব্রত যজ্ঞ কোন স্থলেও দৃশ্যমান হয় না। যেহেতু, সেই ব্রহ্ম নিত্য, নামরূপরহিত, অনতিক্রমণীয়, এবং অজ্ঞানরূপ উপাধির অতীত। সর্ব্বসংহর কালও প্রলয়সময়ে তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে। তাঁহার রূপ অতিদুর্লক্ষ্য, ক্ষুরধারের ন্যায় নিতান্ত সূক্ষ্ম এবং পর্ব্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর। তিনি নির্ব্বিকার ও সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা; তিনি দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ; তিনি ব্রহ্ম, তিনি যশ এবং তিনিই সর্ব্বময়, বৃহৎ ও রমণীয়। যেরূপ সুবর্ণ হইতে কুণ্ডল উৎপন্ন ও ঘট মৃত্তিকায় লীন হয়, সেইরূপ যাবতীয় প্রাণী তাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি নিরাময়, উদ্যত ও মহৎযশঃ স্বরূপ। পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার বিকার নামমাত্র, বাস্তবিক নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহারে জানেন, তাঁহারাই অমৃত।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, নিদ্রাপরায়ণতা, ঈর্ষ্যা, অতিমান, বিধিৎসা, কৃপা, অসূয়া ও জুগুপ্সা এই দ্বাদশবিধ মহাদোষ মনুষ্যের প্রাণ বিনাশ করে। ইহাদের প্রত্যেকেই আশ্রয়লাভার্থ মনুষ্যের উপাসনা করিয়া থাকে। মনুষ্য ঐ সকল দোষে আক্রান্ত ও হতচিত্ত হইয়া, নানাবিধ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। স্পৃহাশীল, নির্দ্দয়, কর্কশবাদী, বহুভাষী, গূঢ়কোপ ও অহঙ্কৃত এই ছয় ব্যক্তি প্রাপ্ত অর্থের সমুচিত ব্যবহার করে না; প্রত্যুত, সাধুলোকের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি স্ত্রীসংসর্গই পুরুষার্থ বিবেচনা করিয়া, দুর্ব্ব্যবস্থিত হয়, যে ব্যক্তি নিরতিশয় অহঙ্কারপরায়ণ, যে ব্যক্তি দান করিয়া, আত্মশ্লাঘা করে, যে ব্যক্তি কৃপণ, যে ব্যক্তি বলপূর্ব্বক অন্যের অনিষ্টাচরণ করে, যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসাপরতন্ত্র এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের দ্বেষ করে, এই সাত জনও নৃশংস বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎসর্য্য, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, দান, শ্রুত, ধৃতি ও ক্ষমা এই দ্বাদশটী ব্রাহ্মণের মহাব্রত। যিনি এই দ্বাদশটী পরিহার না করেন, তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন। যিনি ইহাদের মধ্যে তিন, দুই বা একটীও হস্তগত করেন, তিনি তদর্থে গতসর্ব্বস্ব হইলেও ক্ষুণ্ণ হন না। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই

তিনটী মোক্ষের সোপান। মনীষাসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণই ইহাদের অধিকারলাভে সমর্থ।

সত্য বা মিথ্যা হউক, পরের দোষোদ্‌ঘোষণ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে। তদ্দ্বারা নরকগতি লাভ হয়, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে, মদ অষ্টাদশদোষযুক্ত,কেবল এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে সেই সকল দোষ কি, স্পষ্টাক্ষরে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পরদারাদি অপহরণ, ধর্ম্মাদির বিঘ্নাচরণ, গুণিগণের প্রতি দোষারোপ, মিথ্যা বাক্য, কাম, ক্রোধ, মদ্যাদির পর ্রতা, পরিবাদ, পরদোষসূচনা, অর্থহানি, বিবাদ, মাৎসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষ্যা, মোহ, অতিবাদ, সংজ্ঞানাশ ও অনবরত পরের অনিষ্টাচরণ এই অষ্টাদশ মদদোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ মদাভিভূত হইবেন না; যেহেতু, মত্ততা নিতান্ত দূষণীয়।

সৌহৃদ্যের ছয় গুণ। প্রিয়ঘটনায় হর্ষ প্রকাশ করা,অপ্রিয় ঘটনায় ব্যথিত হওয়া,যাচমান ব্যক্তিকে পরম প্রিয় ঐশ্বর্য্য ও পুত্র কলত্র পর্য্যন্তও প্রদান করা, কাহারে সর্ব্বস্ব দান পূর্ব্বক আমি ইহার উপকার করিয়াছি ভাবিয়া তাহার গৃহে বাস না করা, কাহার উপর নির্ভর না করিয়া, স্বোপার্জ্জিত বস্তু ভোগ করা এবং পরের হিতার্থে স্বার্থত্যাগে বিমুখ না হওয়া এই ছয়টী সৌহার্দ্দগুণ পরম প্রশস্ত। যে ধনবান্ গৃহস্থ এই রূপে গুণবান্, দানশীল ও সত্বসম্পন্ন হন, তাঁহার শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ইহাই সমৃদ্ধ তপ ও সদ্‌গতি লাভের উপায়। যাহারা ধৈর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহারা ব্রহ্মলোকে দিব্য সুখসম্ভোগ করিব এইরূপ সংকল্পে উক্ত রূপে উত্তম গতি লাভ করে। সত্যসঙ্কল্প হইতেই যজ্ঞ সকল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কেহ মনোযজ্ঞ, কেহ বাগ্‌যজ্ঞ এবং কেহ বা কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে

প্রবৃত্ত হয়। পরমাত্মা সত্যসঙ্কল্প পুরুষের প্রতিও আধি-পত্য করেন।

এই যোগশাস্ত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিদান; ইহা শিষ্যবর্গকে অধ্যয়ন করাইবে। পণ্ডিতেরা বলেন, ইহা ভিন্ন অন্য শাস্ত্র সকল বাক্যবিকার মাত্র। সমুদয় বিষয়ই যোগের অধীন; যোগাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই মুক্তি লাভ করেন। কর্ম্মের সুন্দর-রূপ অনুষ্ঠানেও ব্রহ্মলাভ হয় না। অবিদ্বান্ পুরুষের অনুষ্ঠিত যাগ বা হোম মোক্ষ বা চরমকালীন আনন্দলাভেরও উপায় হইতে পারে না। মৌনী হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা কি ব, মনেও তাঁহার অনুসন্ধান করিবে না। কেহ নিন্দা করিলে ক্রুদ্ধ হইবে না, প্রশংসা করিলেও সন্তুষ্ট হইবে না। ব্রাহ্মণের ইহাই রীতি। বেদের আনুপূর্ব্বিক অনুশীলনে ইহলোকেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও তন্ময়ত্ব লাভ হইয়া থাকে।

ষট্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ! যে মহাযশ নামক শুক্র জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান হইতেছেন, দেবগণ তাঁহার উপাসনা করেন, এবং সূর্য্য তাঁহা হইতেই দীপ্তিশীল হইয়া-ছেন। যোগিরা সেই সনাতন ভগবান্ শুক্রকে দর্শন করেন। এই শুক্র ব্রহ্মের উৎপত্তি ও পরিবর্দ্ধনের নিদান; সূর্য্যাদি জ্যোতিঃপদার্থেরও ভয়প্রদ এবং অন্য দ্বারা অপ্রকাশিত হইয়া, গ্রহগণমধ্যে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন। যোগিরা সেই সনাতন ভগবান্কে দর্শন করেন, হৃদয়াকাশ জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই অধিষ্ঠানভূমি; তন্মধ্যে এক জন মায়াশূন্য

শু সূর্য্যের সূর্য্য; ভূলোক ও দ্যুলোক তাঁহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ করেন। ভগবান্ শুক্র পৃথিবী, আকাশ, দিক্, ভুবন ও সেই দেবদ্বয়কে ধারণ করিতেছেন। মহাসাগর ও নদী সকল তাঁহা হইতে প্রবাহিত ও প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সন্দর্শন করেন। জীব ইন্দ্রিয় রূপ তুরঙ্গমযোজিত দেহরূপ কর্ম্মাধীন নশ্বর রথে অরোহণ পূর্ব্বক সেই অজর ও অবিনাশী পরমাত্মপদে গমন করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে অবলোকন করেন। তাঁহার রূপ সাদৃশ্যরহিত ও চক্ষুর অগোচর; মন, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা তাঁহারে অবগত হইলে, মুক্তিলাভ হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ করেন। চিত্ত, স্মরণ, শ্রোত্র, শ্রবণ, বাক, বচন, শব্দ, বিপদ্, প্রাণ, শ্বসন, সংস্কার ও সুকৃতসম্পন্ন অবিদ্যারূপ দুস্তর নদী দেবগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। জীবগণ তাহার জলপান ও তাহাতে পুত্রাদি মধুর ফল নিরীক্ষণে তৃপ্তিলাভ করিয়া, সেই শুক্রনামক অধিষ্ঠানে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছে। যোগিগণ সেই সনাতন ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। যে জীব পরলোকে কর্ম্মের অর্দ্ধফল ভোগ করিয়া, অপরার্দ্ধ ভোগ করিবার নিমিত্ত ইহলোকে অবতীর্ণ হন এবং সর্ব্বভূতেই অন্তর্যামী রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই যজ্ঞাদির প্রবর্ত্তক। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন করেন। অবিদ্যাবৃক্ষে স্ত্রীপুত্রাদি পত্র স্বরূপ শোভা পাইতেছে; চিদাত্মা রূপ পক্ষহীন পক্ষী তাহাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। পক্ষোদ্ভেদ হইলেই তিনি ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ করেন। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন।

পূর্ণস্বরূপ পূর্ণ স্বরূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, নির্ম্মাণ ও সংহার করেন; সুতরাং পরিণামে একমাত্র পূর্ণই অবশিষ্ট থাকেন। যোগীর সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। বায়ু তাঁহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাঁহাতেই লীন হইতেছে। অগ্নি, সোম ও প্রাণও তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ফলতঃ সেই পূর্ণস্বরূপ সকল বস্তুরই উদ্‌ভবক্ষেত্র এবং বাক্যের অতীত। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন।

অপান প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি পরমাত্মাতে লীন হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে নিরীক্ষণ করেন। হংস যেমন সময়ক্রমে এক চরণ গোপন করে, তদ্রূপ পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াখ্য পাদ প্রকাশ না করিয়া, কেবল পাদত্রয়ে সঞ্চরণ করেন। তাঁহার দর্শন পাইলে মৃত ও অমৃত কিছুই থাকে না। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে দর্শন করেন। অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, সর্ব্বকার্য্যসমর্থ, আদিকারণ, চৈতন্যস্বরূপ ও স্তবনীয় এবং লিঙ্গশরীরযোগে নিত্য হইয়া থাকেন। মূঢ়েরা তাঁহারে দেখিতে পায় না। যোগিগণই সেই সনাতন পুরুষকে সন্দর্শন করেন। মনুষ্যের শমাদিগুণ থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বর এক রূপে তাহাদের দর্শনগোচর হন। তাঁহার নিকট মৃত ও অমৃত উভয়ই সমান। কেবল মুক্ত ব্যক্তিরাই সেই মধুস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি অভিজ্ঞ হইয়া, উভয়লোকেই বিচরণ করিতে পারেন এবং অগ্নিহোত্রে আহুতি দান না করিলেও, তাহার ফল প্রাপ্ত হন। মহারাজ! আপনি আপনারে দাস বলিয়া পরিচয় দিবেন না। যেহেতু, ধ্যানশীল ব্যক্তিরা ব্রহ্মভূত হন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে

সাক্ষাৎ দর্শন করেন। পরমাত্মা বাক্যমনের অগোচর, যোগমাত্রলভ্য ও নির্ব্বিকার এবং জীবকে আপনাতে লীন করেন। তাঁহারে অবগত হইলে, মোক্ষলাভ হয়। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন করেন। যিনি অনন্তপক্ষসম্পন্ন ও মনের ন্যায় বেগে গমন করেন, তিনিই অন্তরস্থ অন্তরাত্মারে প্রাপ্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ করেন।

পরমাত্মার রূপ অদৃশ্য, কিন্তু বিশুদ্ধসত্ত্বসম্পন্ন ও শুদ্ধহৃদয় হইলেই দর্শনগোচর হয়। যিনি সকলের সুহৃৎ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিরত ও পুত্রাদিনাশেও অব্যাকুল হইয়া, প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন। যোগীরা সেই মুক্তিদাতা ভগবান্কে অবলোকন করেন। মানবগণ শিক্ষা ও স্বভাবকৌশলে আপনার পাপকর্ম্ম প্রচ্ছাদন করে, এবং মূঢ়েরা আপাতরম্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, অন্যকেও তাহাতে প্রবর্ত্তিত করে; কিন্তু যোগীরা সাধুসঙ্গলাভপ্রত্যাশায় সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। আমি সুখ দুঃখ ও জরামরণাদির হস্ত অতিক্রম করিয়াছি, সুতরাং আমার জন্ম মরণ নাই। অতএব মোক্ষলাভেরও অভিলাষী নহি; কারণ, সত্য,মিথ্যা ও সৎ অসৎ সমুদায়ই ঈশ্বরে পর্য্যবসিত হইতেছে। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। মনুষ্যমধ্যেই কার্য্যবশতঃ উৎকর্ষাপকর্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু চৈতন্যরূপী পরব্রহ্মে তাহার কিছুই নাই। ফলতঃ তিনি সেরূপ নহেন; স্বয়ং অমৃত ও সর্ব্বদা সমদর্শী; পাপ পুণ্য তাঁহারে স্পর্শ করিতে পারে না। হে রাজন্! আপনি উক্ত রূপে ব্রহ্মলাভে প্রবৃত্ত হউন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে দর্শন করেন।

ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয় নিন্দায় পরিতপ্ত হয় না। অধ্যয়নে অম-

নোযোগ বা অগ্নিহোত্রের অনমুষ্ঠানও তাঁহারে সন্তপ্ত করিতে পারে না। ধ্যানশীল পুরুষের অধিগম্য প্রজ্ঞা ব্রহ্ম-বিদ্যাপ্রভাবে শীঘ্রই তাঁহার হস্তগত হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবান্‌কে দর্শন করেন। আত্মা সর্ব্বভূত মধ্যে যাঁহার দৃষ্টিগোচর হন, তিনি অন্যকে বিষয়মত্ত দেখিলে, কদাচ শোকগ্রস্ত হন না; কিন্তু সেই সকল বিষয়মত্ত পুরু-ষেরাই শোকাকুল হইয়া থাকে। জলাশয় যেমন তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি করে, তদ্রূপ সমুদায় বেদ আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অভীষ্ট সাধন করে। অঙ্গুষ্ঠমাত্র হৃদয়স্থ আত্মা কাহারও দৃশ্যমান নহেন। তিনি জন্ম ও তন্দ্রাদি শূন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহারে পরিজ্ঞাত হইয়া নির্ম্মল হন।

আমি পিতা, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি ভূত, ভবি-ষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলেরই আত্মা এবং আমিই বৃদ্ধ পিতামহ। তোমরা আমার আত্মাকে অধিষ্ঠান করিতেছ; কিন্তু আমার নহ; আমিও তোমাদের নহি। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান, আত্মাই আমার উদ্ভবক্ষেত্র। আমি সমুদায় বিশ্বে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছি। আমার অধিষ্ঠান কদাচ বিনষ্ট হয় না। আমি জন্মাদিবিহীন হইলেও রাত্রিন্দিব অনলস হইয়া, বিচরণ করিতেছি। আত্মজিজ্ঞাসু পরিণামদর্শী পুরুষ আমারে সবিশেষ অবগত হইয়া পরিতুষ্ট হন। ফলতঃ, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতেরই অন্তর্যামী রূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মজ্ঞেরা সেই সর্ব্বভূতজনক পরমাত্মারে হৃদয়পুণ্ডরীকেই অধিষ্ঠিত অবলোকন করেন।

সনৎসুজাত পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

যান সন্ধি পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুমার সনৎসুজাত ও মহাত্মা বিদুরের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে, সেই সমস্ত রাজগণ সঞ্জয়দর্শনাভিলাষে হৃষ্ট চিত্তে সভায় প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য শ্রবণে সমুৎসুক হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপ্রমুখ ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, মহাত্মা বিদুর, মহাবথ যুযুৎসু ও অন্যান্য শৌর্য্যশালী ভূপতিগণ এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধন দুঃশাসন, চিত্রসেন, শকুনি, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, কর্ণ, উলূক ও বিবিংশতি সমভিব্যাহারে সুধাধবলিত, বিস্তীর্ণ, স্বর্ণচত্বরপরিশোভিত, চন্দনরসাভিষিক্ত, পরিচ্ছদপরিচ্ছন্ন, কাঞ্চনময়, দারুময়, প্রস্তরময় ও দন্তময় আসন সমাকীর্ণ মনোহর সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাপ্রভাশালী রাজগণ আসনে উপবেশন করিলে, সেই সভা দেবগণসুশোভিত অমরপুরীর ন্যায় ও সিংহসমাকীর্ণ গিরিগুহার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল।

অনন্তর দ্বারবান্ আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ! সূতপুত্র সঞ্জয় আগমন করিয়াছেন। পাণ্ডবগণের সমীপে যে রথ

প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আসিতেছে। আমাদিগের দূত শীঘ্রগামী তুরঙ্গমের সাহায্যে শীঘ্রই আগমন করিয়াছেন। অনন্তর কুণ্ডলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাত্মা ভূপালগণ পরিবৃত রাজসভায় গমন করিয়া কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণ বয়ঃক্রমানুসারে কৌরবগণকে প্রত্যভিনন্দন করিয়াছেন। তাঁহারা বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়সোচিত সম্ভাষণ এবং যুবকগণকে প্রতিপূজা করিয়াছেন। হে পার্থিবগণ! আমি মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, পাণ্ডবগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে যাহা কহিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! রাজন্যগণসমক্ষে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সেই যোধগণের নেতা দুরাত্মাদিগের জীবিতছেদনকারী অদীনসত্ত্ব ধনঞ্জয় কি বলিয়াছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, সমরাভিলাষী মহাত্মা ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে কেশবের সমক্ষে আমাকে যাহা কহিয়াছেন, দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করুন। সেই নির্ভীক কিরীটী কহিলেন, "হে সঞ্জয়! যে দুর্ভাষী দুরাত্মা মূঢ় আসন্নমৃত্যু সূতপুত্র আমার সহিত যুদ্ধের অভিলাষ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ যে সকল রাজগণ আগমন করিয়াছেন, তাঁহাদের সমক্ষে দুর্য্যোধন ও তাঁহার অমাত্যগণকে কহিবে যে

লোহিতলোচন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অমরগণমধ্যবর্ত্তী বজ্রহস্ত পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সমক্ষে কহিয়াছেন, যে যদি দুর্য্যোধন অজমীঢ়বংশোদ্ভব যুধিষ্ঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভুক্তাবশিষ্ট পূর্ব্বকৃত পাপ অবশ্যই বিদ্যমান আছে; এই নিমিত্তই ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি, ধৃতশস্ত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীর সহিত তাহাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে এবং যে ধর্ম্মরাজ ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠির অনায়াসে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ভস্মসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে গমন করিবেন। যদি দুর্য্যোধন ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ কামনা করেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণের সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত আর সন্ধিপ্রস্তাবের প্রয়োজন নাই; যদি ইচ্ছা হয় যুদ্ধ করুন।

পরম ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির প্রব্রাজিত হইয়া, অরণ্যমধ্যে যে নিরন্তর দুঃসহ দুঃখশয্যায় বাস করিয়াছিলেন, দুর্য্যোধন তদপেক্ষা সমধিক দুঃখ দায়ক অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া, প্রাণ পরিত্যাগ করুক। অন্যথাচারী দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্য্য ও ধর্ম্মরক্ষা দ্বারা কদাচ পাণ্ডবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু রাজা যুধিষ্ঠির সারল্য, তপশ্চর্য্যা, দম, শৌর্য্য ও বলসম্পন্ন এবং প্রণিপাতপরায়ণ হইয়াও কেবল সত্যের অনুরোধে দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছেন। যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সমুদ্ধত হইয়া কুরুগণের প্রতি চিরসঞ্চিত ক্রোধ বিসর্জ্জন করিবেন এবং যেরূপ নিদাঘকালে প্রজ্বলিত হুতাশন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ যখন তিনি ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া, ধার্ত্তরাষ্ট্রসেনাগণকে দগ্ধ করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে সাতিশয় অনুতাপিত হইতে

হইবে সন্দেহ নাই। যখন তিনি দেখিবেন, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত গদাপাণি পরবীরঘাতী ভীমসেন বর্ম্মাচ্ছাদিত শরীরে ভীমবেশে রথারোহণ পূর্ব্বক সেনাগণের অভিমুখীন হইয়া, ক্রোধবিষ বমন করিতেছেন,তখন তাঁহাকে অনুতাপ ও আমাদের বাক্য স্মরণ করিতে হইবে।যখন দেখি-বেন, ভীম গিরিশৃঙ্গ সদৃশ মাতঙ্গদল নিপাতিত করিয়াছেন এবং তাহাদের কুম্ভ বিদীর্ণ হইয়া,অনবরত রুধিরধারা নিঃসৃত হইতেছে তখন তিনি অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। যখন মহাবল ভয়ঙ্করস্বভাব ভীমসেন গোসমূহপ্রবিষ্ট মহাসিংহের ন্যায় সন্নিহিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিবেন তখ-নই তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন মহাবীর কৃতাস্ত্র ভীমসেন একমাত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথ ও পদাতিসমূহ সংহার করিবেন, শৈক্য দ্বারা বেগে মাতঙ্গগণকে নিহত করিবেন, এবং পরশুচ্ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্য-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনু-তাপ করিতে হইবে। যখন দেখিবেন তিনি শস্ত্রানল দ্বারা তৃণগৃহ পূর্ণ গ্রামের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে-ছেন এবং মহাবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃবর্গকে ভয়ার্ত্ত, রণবিমুখ ও সুদূরপরাহত করিয়াছেন। তখনই যুদ্ধের নিমিত্ত দুর্য্যো-ধনকে অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন রথিশ্রেষ্ঠ বিচিত্রযোধী নকুল দক্ষিণপার্শ্বস্থ তূণীর হইতে বহুশত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথীদিগকে একত্র বিদ্ধ করিবেন, তখনই যুদ্ধের নিমিত্ত দুর্য্যোধনকে অনুতাপিত হইতে হইবে। যখন চিরসুখোচিত নকুল বনমধ্যে দীর্ঘকাল দুঃখশয্যায় শয়ন করিয়া, রোষপরবশ আশীবিষের ন্যায় ক্রোধবিষ বমন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ঠির যে সকল ভূপ-

তিকে যুদ্ধের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেম। যখন সেই সমস্ত ভূপতিগণ শুভ্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, তখন দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে।

যখন সুর সদৃশ বলশালী অস্ত্রবিশারদ দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইবে, তখনই দুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন আততায়ী সহদেব শব্দহীনচক্র, সুবর্ণতারক-সমূহখচিত দান্ত অশ্বসমূহ যুক্ত রথোপরি আরোহণ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা রাজগণের শিরশ্ছেদন করিবেন; তখন কৃতাস্ত্র রথিগণকে ভীত চিত্তে বামে দক্ষিণে পলায়মান দেখিয়া দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। লজ্জা-শীল, সমরবিশারদ, সত্যবাদী, মহাবল পরাক্রান্ত, সর্ব্ব-ধর্ম্মোপপন্ন, ক্ষিপ্রকারী, বেগবান্ সহদেব তুমুল সংগ্রামে যখন গান্ধাররাজতনয় শকুনিকে আক্রমণ পূর্ব্বক সৈনিক-দিগকে বিক্ষিপ্ত করিবেন; তখন দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। যখন মহাধনুর্দ্ধর, কৃতাস্ত্র, সমরবিশা-রদ দ্রৌপদেয়গণকে তীক্ষ্ণবিষ আশীবিষের ন্যায় সমরে আগমন করিতে দেখিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। যখন বাসুদেবতুল্য অস্ত্রনিপুণ পরবীর-ঘাতী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু ধারাধর ধারার ন্যায় শরনিকর বর্ষণ দ্বারা অরাতিগণকে বিমর্দ্দিত করিবে তখনই দুর্য্যো-ধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। সিংহ সদৃশ বীর্য্যশালী, ক্ষিপ্রকারী রণবিশারদ প্রভদ্রকনামক যুবকগণ যখন সসৈন্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। যখন সসৈন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদকে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য

লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইতে দেখিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। কৃতাস্ত্র দ্রুপদরাজ রথারোহণ পূর্ব্বক যখন রোষপরবশ হইয়া, অনায়াসে যুবাগণের মস্তক ছেদন করিবেন, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। যখন পরবীরঘাতী বিরাটরাজ স্বীয় তনয় উত্তর ও ভীষণাকারসম্পন্ন মৎস্যগণের সহিত শত্রুচমূমধ্যে প্রবিষ্ট হইবেন; তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। যখন মৎস্যরাজতনয় মহারথ উদারস্বভাব উত্তর বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন, তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। যখন শিখণ্ডী বর্ম্মাচ্ছাদিতকলেবর হইয়া, দিব্যতুরঙ্গমযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথসমূহ মর্দ্দন ও সমুদয় রথিগণকে অন্বেষণ পূর্ব্বক শান্তনুতনয় ভীষ্মকে আক্রমণ করিবে, তখন তাঁহারে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কুরুপ্রধান ভীষ্ম, শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলে, অরাতিগণ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। ধীমান আচার্য্য দ্রোণ যাঁহাকে গুহ্য অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকে যখন সৃঞ্জয়সৈন্য মধ্যে শোভমান দেখিবেন, তখনই দুর্য্যোধন অনুতাপ করিবেন। যখন সেই মহাপ্রভাবশালী শত্রুঘাতী সেনাপতি শর দ্বারা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিমর্দ্দন পূর্ব্বক দ্রোণের অভিমুখে গমন করিবে, তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। লজ্জাশীল, মনীষী, ধীমান্, বলবান্, মনস্বী, লক্ষ্মীবান্ বৃষ্ণিবংশাবতংশ বাসুদেব যাঁহার প্রধান নেতা তাঁহাকে কোন শত্রুই পরাজয় করিতে পারিবে না। যদি ইহা বল যে “ যুদ্ধে রথস্থ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহায় রূপে বরণ করিও না ” তাহা হইলে আমরা শিনির পৌত্র ভয়হীন কৃতাস্ত্র মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকিকেই বরণ

করিব। ইনি অস্ত্রকুশল ও অরিকুলমর্দ্দক। ইহাঁর বক্ষঃস্থল বিশাল,বাহু সুদীর্ঘ, এবং শরাসনের পরিমাণ চারিহস্ত। সেই শক্রকুলনিহন্তা সাত্যকি যখন আমার আদেশক্রমে বারিধারার ন্যায় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে আচ্ছন্ন করিবেন,তখনই দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। সিংহের গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, যেমন গোসকল ইতস্তত ধাবমান হয়, সেইরূপ দৃঢ়শরাসনধারী দীর্ঘবাহু মহাত্মা সাত্যকি যুদ্ধার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, যখন বিপক্ষগণ সংগ্রাম হইতে ইতস্তত পলায়ন করিবে। তখন দুর্য্যোধনকে পরিতাপ করিতে হইবে। প্রভাকর তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকি অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ও ক্ষিপ্রকারী। তিনি অনায়াসে লোক সকলকে বিনষ্ট করিতে পারেন। পণ্ডিতেরা যে সমস্ত অস্ত্রকে প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্তই ইনি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন। যুদ্ধকালে যখন অকৃতাত্মা দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকির শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয় সংযুক্ত রথ নিরীক্ষণ করিবেন তখনই তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে।

যখন তিনি দেখিবেন, বাসুদেব আমার সুবর্ণ ও মণিপ্রভা সমুদ্ভাসিত শ্বেতাশ্বপরিচালিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন মহারণে আমার গাণ্ডীব শরাসনের মৌর্ব্বী হইতে বজ্রবৎ কঠোর ধ্বনি সমুত্থিত হইয়া, দুর্য্যোধনের শ্রবণরন্ধ্র প্রতিধ্বনিত করিবে, তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তাঁহার সৈন্যগণ শরবর্ষণনিবন্ধন রণস্থলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইবে এবং মেঘনির্ম্মুক্ত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মদীয় গাণ্ডীবের জ্যামুখ হইতে মর্ম্ম ও অস্থিভেদী সহস্রঘ্ন ভীমরূপ সুশাণিত সায়ক সকল বিনিঃসৃত হইয়া, হস্তী,

অশ্ব ও বর্ম্মিত যোদ্ধৃবর্গকে বিনষ্ট করিবে, তখন তাঁহারে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন শত্রুপ্রেরিত সায়ক সমস্ত মদীয় শরজালে প্রতিহত ও বিদ্ধ হইয়া, ছিন্নভিন্ন হইবে, তখন তাঁহারে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, বিপ্রগণ যেরূপ তরুশিখর হইতে ফল চয়ন করে, তদ্রূপ আমার গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত শর সকল যুবগণের মস্তকপরম্পরা ছেদন করিতেছে, তখন তাঁহারে পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তাঁহার প্রধান যোধগণ বিনিহত হইয়া, রথ প্রভৃতি হইতে পতিত হইবে, যখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্তি না হইলেও, উহা দর্শনমাত্রে যুদ্ধ ও জীবন বিসর্জ্জন করিবে এবং আমি ব্যাদিতাস্য কালের ন্যায় প্রজ্বলিত শরাসনে পদাতি ও রথ প্রভৃতিকে অনবরত আহুতি প্রদান করিব, তখন তাঁহারে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, মদীয় রথ বেগে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নিবিড় ধূলিপটল সমুত্থিত করিয়াছে এবং গাণ্ডীবাস্ত্রে তাঁহার সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন হইতেছে, তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে কেহ পলায়নপরায়ণ, কেহ নির্ভিন্নদেহ, কেহ বা সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে; অশ্ব, মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ স্থানে স্থানে মৃত ও ভূপতিত রহিয়াছে; কেহ বা শ্রান্তবাহন, ভয় ও তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছে; কেহ বা করুণ স্বরে চীৎকার পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতেছে; কেহ বা রণস্থলে মৃতপতিত হইয়াছে; তাহার কেশ, অস্থি ও কপাল সমন্তাৎ বিকীর্ণ রহিয়াছে; রণভূমি বাজপেয়যজ্ঞভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে; তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, আমি গাণ্ডীব, বাসুদেব, পাঞ্চজন্য দিব্য শঙ্খ, অশ্ব সকল, অক্ষয়

তূণীরদ্বয় ও দেবদত্ত শঙ্খ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ করিয়াছি, তখন তাঁহারে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হইবে। অগ্নি যেরূপ যুগান্ত সময়ে দস্যুগণকে বিনষ্ট ও যুগপর্য্যায় প্রবর্ত্তিত করে, সেইরূপ তিনি যখন আমারে কৌরবগণকে দগ্ধ ও যুগান্তর উপস্থিত করিতে দেখিবেন, তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে। যখন ক্রুদ্ধপ্রকৃতি ক্ষুদ্রমনা দুর্য্যোধন ঐশ্বর্য্য ও দর্পশূন্য হইয়া, সৈন্য ও সোদরসমূহের সহিত আহত হইবেন, তখন তাঁহারে অনুতাপ করিতে হইবে।

একদা এক ব্রাহ্মণ আমার পৌর্ব্বাহ্নিক জপ ও স্বীয় সন্ধ্যাবন্দাদির অবসানে মৃদুবাক্যে আমারে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ইন্দ্র উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ পূর্ব্বক বজ্রহস্তে শত্রু কুল নির্ম্মূল করিয়া,তোমার সম্মুখীন হউন, বা কৃষ্ণই সুগ্রীব-পরিচালিত রথে তোমার অনুবর্ত্তন করুন; সমরে শত্রু সংহার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে। আমি কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! কেশব ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক আনুকূল্য করিবেন; আমি দস্যুদলনার্থই তাঁহারে প্রাপ্ত হইয়াছি; বোধ হয়, দেবগণই এই ঘটনা সংঘটিত করিয়াছেন। তেজ ও শৌর্য্য প্রদীপ্ত বাসুদেবকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হওয়া আর অপার পারাবার পার হইবার বাসনা করা উভয়ই সমান। বৃহৎ শ্বেতপর্ব্বত ভগ্ন করিবার আশয়ে তাহাতে চপেটাঘাত করিলে, পাণিতলই বিদীর্ণ হইয়া যায়, পর্ব্বতের কিছুই হয় না। ফলতঃ, পুরুষোত্তম বাসু-দেবকে সমরে পরাজয় করিতে অভিলাষ করা আর হস্ত দ্বারা প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করা, চন্দ্র সূর্য্যের গতিরোধ করা এবং সহসা দেবগণের অমৃত হরণ করা সকলই সমান। ইনি সমরে ভোজরাজদিগকে উৎসন্ন করিয়া, মহাত্মা রৌক্মিণেয়ের

জননী যশস্বিনী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ; ইনি সহসা গান্ধারগণকে পরাজিত ও নগ্নজিতের পুত্রগণকে প্রমথিত করত সুরলোকভূষণ স্বরূপ সুদর্শনরাজাকে বন্ধনমুক্ত করিয়াছেন ; ইনি বক্ষঃস্থলের আঘাত দ্বারা পাণ্ড্যরাজকে নিহত ও দন্তকূর সমরে কলিঙ্গদিগকে প্রমর্দ্দিত করিয়াছিলেন ; ইহাঁ দ্বারা বারাণসী নগরী দগ্ধ হইয়া বহুবর্ষ রাজশূন্য ছিল। ইনি যে প্রসিদ্ধ নিষাদরাজ একলব্যকে অন্যের অজেয় বলিয়া বোধ করিতেন, সেই মহাসুর একলব্য শৈলোপরি আহত জম্ভাসুরের ন্যায় এই বাসুদেব কর্ত্তৃক হত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছে। বাসুদেব বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া, বৃষ্ণি ও অন্ধকদিগের সভামধ্যস্থ দুর্দ্দান্ত উগ্রসেনতনয়কে নিপাতিত করিয়া,উগ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি মায়াবলে আকাশস্থ শাল্বরাজ সৌভের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং করযুগল দ্বারা সৌভদ্বারে শতঘ্নী শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি ইহাঁর পরাক্রম সহ্য করিতে পারে ?

অসুরদিগের প্রাগ্জ্যোতিষ নামে এক অতি ভয়ঙ্কর দুর্গম নগর ছিল। ভূমিপুত্র মহাবল নরকাসুর অদিতির শোভন মণিকুণ্ডল অপহরণ করিয়া,সেই স্থানে রাখিয়াছিল।মৃত্যুভয়বিহীন অমরগণ সুররাজের সহিত সমাগত হইয়া তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই ; অনন্তর দেবগণ কেশবের বিক্রম ও অপ্রতিহত অস্ত্র দর্শন করত দস্যুদলন ইহাঁর স্বাভাবিক ধর্ম্ম জানিয়া ইহাঁকেই দস্যুবধার্থে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কার্য্যকৌশলাভিজ্ঞ বাসুদেবও ঐ কার্য্য সাধন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন। পরে ষট্ সহস্র অসুর, মুর এবং ওঘনামক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া, মুরনির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার লৌহময় পাশ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করত নগর

মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় মহাবল পরাক্রান্ত নরক দৈত্যের সহিত যুদ্ধঘটনা হইলে,সেই দৈত্য বাতমথিত কর্ণি-কার পুষ্পের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, ধরাতলে শয়ন করিল। অমিততেজা বাসুদেব এই রূপে ভৌম, নরক ও মুরকে সংহার পূর্ব্বক শ্রী ও কীর্ত্তি সম্পন্ন হইয়া, মণিময় কুণ্ডলদ্বয় গ্রহণ করত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন দেবগণ তাঁহার অসাধারণ রণপাণ্ডিত্য নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, হে কেশব! অদ্য হইতে সমরে তোমার শ্রান্তিবোধ হইবে না; সর্ব্বত্রই তোমার গতি অব্যাহত হইবে ও শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র সকল কদাচ তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবেক না। ভগবান্ বাসুদেব এই প্রকার বর লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।

অপরিমিত বীর্য্যশালী মহাবল বাসুদেবে এই সমস্ত গুণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি এই অনন্তবীর্য্য বাসুদেবকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে? সেই দুর্ম্মতি ইহাঁকে পরাভব করিতে নিরন্তর যত্ন করি-তেছে, কিন্তু ইনি কেবল আমাদের নিমিত্ত তৎ সমুদয় সহ্য করিয়া রহিয়াছেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণের ও আমার পরস্পর বিরোধ উৎপাদন করিতে অভিলাষ করে, যুদ্ধে গমন করিলে জানিতে পারিবে, সে কৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবগণের সমতা দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয় নাই।

আমি রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষী হইয়া, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সপুত্র দ্রোণাচার্য্য ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী কৃপাচার্য্যকে নমস্কার পূর্ব্বক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইব। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, যে, যে পাপাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে, তাহাকে ধর্ম্মের হস্তে নিহত হইতে হইবে। নৃশংস ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ যে রাজতনয়দিগকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া, দ্বাদ-

শবৎসর অরণ্যে ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বিবাসিত করিয়াছিল, তাহারা জীবিত থাকিতে দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, কি প্রকারে সুখ সচ্ছন্দ ভোগ করিবে বলিতে পারি না। যদি সেই দুরাত্মাগণ ইন্দ্রসমবেত দেবগণের সাহায্যে আমাদিগকে পরাজিত করে, তাহা হইলে ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান কেবল পণ্ডশ্রমমাত্র, সন্দেহ নাই। যদি পুরুষগণ কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ না হয় এবং আমরা কৌরবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হই, তাহা হইলেই দুর্য্যোধন জয়লাভ করিতে পারিবে। যদি আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করা ও এক্ষণে রাজ্য প্রদান না করার ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বাসুদেবের সাহায্যে অবশ্যই দুর্য্যোধনকে সমুলে নির্ম্মূল করিব। আমি এই উভয় কার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া, অবধারণ করিয়াছি যে, দুর্য্যোধনের পরাভূত হওয়াই শ্রেয়। আমি কৌরবগণের সাক্ষাতে বলিতেছি, যুদ্ধে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কেহই জীবিত থাকিবে না; স্থানান্তর গমন করিলে তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইতে পারে। আমি কর্ণের সহিত সমস্ত কৌরবকুল নির্ম্মূল করিয়া,কৌরবরাজ্য জয় করিব।এই সময়ে তোমরা প্রিয়তমা ভার্য্যা ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সুখ সম্ভোগ কর। আমাদিগের নিকট যে সকল বৃদ্ধ, বহুশাস্ত্রজ্ঞ, কুলশীল-সম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ, জ্যোতিষিক, এবং নক্ষত্রযোগপরিজ্ঞাত ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা এবং বহুবিধ দৈবরহস্য, ভবিষ্যৎ ঘটনার অর্থপ্রকাশক, শৈবাগমপ্রসিদ্ধ মৃগচক্র সকল ও মুহূর্ত্ত সমুদয় কৌরবগণের ক্ষয় ও পাণ্ডবগণের জয় ঘোষণা করিতেছে। আমাদিগের অজাতশত্রু শত্রুগণের নিগ্রহবিষয়ে যেরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্ব্বদর্শী বাসুদেবও সেইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও সেইরূপ অবিকৃত চিত্তে

জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই ভাবী বৃত্তান্ত সমস্তই অবলোকন করিতেছি। আমার যোগপ্রভাববতী দৃষ্টির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের নিস্তার নাই; আমার গাণ্ডীব শরাসন স্পৃষ্ট না হইয়াও বিস্ফারিত হইতেছে; মৌর্ব্বী আহত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে; বাণ সকল তূণমুখ হইতে বহির্গমনের নিমিত্ত মুহুর্মুহু উদ্যত হইতেছে। মদীয় তীক্ষ্ণধার খড়্গ সকল জীর্ণনির্ম্মোক যুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় প্রসন্ন ভাবে কোষ হইতে নির্গত হইতেছে।

"হে কিরীটিন্! কবে তোমার রথ যোজিত হইবে" ধ্বজ হইতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতেছে। রজনীতে শিবাগণ অনবরত অশিব রব করিয়া থাকে; রাক্ষসগণ আকাশ হইতে নিপতিত হইতেছে। মৃগ, শৃগাল, দাত্যূহ, কাক, গৃধ্র, বক, তরক্ষু ও সুবর্ণপত্র পক্ষিগণ আমার শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ দর্শন করিয়া, পশ্চাৎভাগে নিপতিত হইতেছে; আমি একাকী বাণ বর্ষণ করিয়া, সমস্ত যোদ্ধাগণকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। যেরূপ প্রজ্বলিত হুতাশন গ্রীষ্মকালে নিঃশেষিত রূপে অরণ্য দগ্ধ করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং নির্ব্বাণ হয়; সেইরূপ আমি কৌরবগণের বধসাধনার্থ সুসজ্জিত হইয়া, অস্ত্রপ্রয়োগের পৃথক্ পৃথক্ উপায় অবলম্বন করত বেগবান্ স্থূণাকর্ণ, পাশুপত, ব্রহ্ম ও সুররাজপ্রদত্ত অস্ত্র দ্বারা সমস্ত প্রজা ক্ষয় করিয়া, শান্তিলাভ করিব। হে সঞ্জয়! তাহাদিগকে আমার এই স্থির সঙ্কল্প অবগত করিবে। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সাহায্য লাভ করিয়াও যাঁহাদিগকে পরাজয় করা অসাধ্য তাহাদিগের সহিত সহসা কলহে প্রবৃত্ত হওয়া দুর্য্যোধনের নিতান্ত ভ্রান্তি বলিতে হইবেক। যাহা হউক, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, বৃদ্ধ পিতামহ, কৃপ, দ্রোণ,

অশ্বত্থামা ও ধীমান্ বিদুর যাহা কহিয়াছেন, তাহাই অনুষ্ঠিত হউক ; কৌরবগণও চিরজীবন লাভ করুন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর শান্তনুতনয় ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! একদা সুরগুরু বৃহস্পতি, শুক্র, ইন্দ্র, অগ্নি, সপ্তর্ষিগণ, বায়ু, বসু, আদিত্য, সাধ্য, অপ্সরোগণ এবং বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মার নিকট গমন ও তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে পূর্ব্বদেব নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে তাঁহাদিগের তেজ ও মন অভিভূত করিয়া, তাঁহাদিগকে অতিক্রম করত গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে পিতামহ! আপনার উপাসনা না করিয়া,গমন করিলেন, এই দুই ব্যক্তি কে? ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরাচার্য্য! এই মহাবল, মহাসত্ত্বসম্পন্ন যে দুই ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা ভূলোক ও দ্যুলোক সমুদ্ভাসিত করত আমাকে অতিক্রম করিয়া, গমন করিতেছেন; ইহাঁরা নর ও নারায়ণ। ইহাঁরা স্বীয় তপঃপ্রভাবে ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোকে আগমন করিয়াছেন। ইহাঁরা কর্ম্ম দ্বারা সমুদয় লোকের আনন্দ বর্দ্ধন করত দেব ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরাই অসুর বধের নিমিত্ত দ্বিধাভূত হইয়াছেন।

সেই সময়ে দেবগণ অসুরগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন মহাভীত হইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত যে স্থানে নর নারায়ণ তপস্যা করিতেছেন; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায়

উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। তখন তাঁহারা কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা বর গ্রহণ কর। ইন্দ্র কহিলেন, হে নরনারায়ণ! আপনারা আমাদিগকে সাহায্য করুন। তখন তাঁহারা কহিলেন, হে পুরন্দর! তুমি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছ, আমরা তাহাই করিব। অনন্তর দেবরাজ তাঁহাদিগের সাহায্যে দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করিলেন। পরন্তপ নরও দেবরাজশত্রু শত সহস্র পৌলম ও কালকঞ্জদিগকে সমরে সংহার করিয়াছিলেন; জম্ভাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সেই সময় ভ্রমণশীল রথে উপবেশন করত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। তিনিই সাগরপারে ষষ্টিসহস্র নিবাতকবচগণকে পরাভূত করিয়া, হিরণ্যপুর নগর উৎসাদিত করিয়াছিলেন। এই পরপুরঞ্জয় মহাবাহু, ইন্দ্রসহ দেবগণকে পরাজিত করিয়া, হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। এইরূপ নারায়ণও অন্যান্য ভূরি ভূরি দৈত্য দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন। সেই এই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুরুষদ্বয়কে একত্রে মিলিত অবলোকন কর। আমি বেদবেত্তা নারদ মুনির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই পূর্ব্বদেব নর ও ভগবান্ বাসুদেব সেই পূর্ব্বদেব নারায়ণ; একমাত্র আত্মা, নর ও নারায়ণ রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ,অসুরগণ অথবা মানবগণ ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। ইহাঁরা কার্য্য দ্বারা অক্ষয় ধ্রুবলোক সকল লাভ করিয়াছেন। যে সকল স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়, ইহাঁরা সেই সকল স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, যুদ্ধই ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

হে দুর্য্যোধন! যখন তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগবান্ কৃষ্ণ ও গাণ্ডীব শরাসনধারী মহাবাহু অর্জ্জুনকে এক

রথে অবলোকন করিবে, তখনই আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে এবং আমার বাক্য পালন না করিলে, নিঃসন্দেহ কুরু-কুল নির্ম্মূল হইবে। মহাবাহু কৃষ্ণার্জ্জুন কর্ত্তৃক বহু বীর বিনষ্ট হইয়াছে,ইহা শ্রবণ করিয়াও যদি আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে পরি-ভ্রষ্ট হইয়াছে। সমস্ত কৌরবগণ তোমার একান্ত অনুগত; কিন্তু তুমি পরশুরাম কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হীনজাতি সূতনন্দন কর্ণ, সুবলনন্দন শকুনি ও পাপমতি দুঃশাসন এই তিন-জনের মতের অনুবর্ত্তী হও।

কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি আমাকে যাহা কহিলেন, পুনরায় আর এরূপ কহিবেন না। কারণ আমি স্বধর্ম্মপরিভ্রষ্ট না হইয়া, ক্ষাত্র ধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছি, বিশেষতঃ আমাতে এমন কোন দুর্ব্বৃত্ততা নাই যে, আপনি আমাকে নিন্দা করিতে পারেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কখন আমার কিছুমাত্র পাপ অবগত হইতে পারেন নাই। আমি দুর্য্যো-ধনের কখন কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই। বরং তাঁহাদিগের এই ইষ্ট সাধন করিব যে, রণস্থ পাণ্ডবগণকে নিহত করিব। পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত বিরোধ হইয়াছিল, সাধুগণ কি প্রকারে আর তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে পারেন? মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার হিতসাধন করাই আমার সর্ব্ব প্রযত্নে কর্ত্তব্য। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দুর্য্যোধনের প্রিয়-কার্য্য সাধন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণবাক্য শ্রবণ করত শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, কর্ণ পাণ্ডবগণকে বধ করিব বলিয়া নিত্যই শ্লাঘা করে, কিন্তু কর্ণ পাণ্ডবগণের ষোড়শাংশের একাংশও নহে। তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই সূতপুত্রের নিমিত্ত তোমার দুরাত্মা

পুত্রগণের মহানর্থ আগত হইবে। তোমার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইহাকে আশ্রয় করিয়াই সেই বীরপ্রধান অরিন্দম দেবকুমারদিগকে অবমানিত করিয়াছে। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ একে একে যে সকল দুষ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছে, কর্ণ তাদৃশ কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে? বিরাটভবনে অর্জ্জুন বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যখন ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে নিহত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কি করিয়াছিল? মহাবীর ধনঞ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করত যখন বল পূর্ব্বক সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি কর্ণ প্রবাসে ছিল? যখন ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বগণ তোমার পুত্রকে হরণ করিয়াছিল, বৃষভের ন্যায় আস্ফালনকারী এই সূতপুত্র তখন কোথায় ছিল? তখন মহাত্মা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইহাঁরাই সেই সমস্ত গন্ধর্ব্বদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! এই আত্মশ্লাঘাকারী ধর্ম্মার্থ-বিলোপী কর্ণ সর্ব্বদাই এইরূপ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহামনা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন, অর্থলোভীদিগের ইচ্ছানুরূপ বাক্য রক্ষা করা আপনার উচিত নহে। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত মিলন করাই আমি শ্রেয়স্কর বলিয়া জ্ঞান করি। সঞ্জয় অর্জ্জুনের যে সকল বাক্য নিবেদন করিলেন, আমি সেই সমস্তই অবগত আছি এবং ধনঞ্জয়ও নিশ্চয় তাহা করিবেন। কারণ ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার সদৃশ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ আর কেহই নাই।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা দ্রোণ এবং ভীষ্মের বাক্যে অনাদর করিয়া, সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগি-

লেন। যখন তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণ বাক্যে অনুমোদন করিলেন না, তখনই সমস্ত কৌরবগণ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিল।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতিসাধনের নিমিত্ত এখানে বহুল সৈন্য সমাগত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কি বলিলেন? এবং যুদ্ধোপলক্ষে তিনি কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন? ভ্রাতা এবং পুত্রগণের মধ্যে অনুজ্ঞালাভার্থী হইয়া, কে বা তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। আমার দুর্ব্বুদ্ধি পুত্রগণ কর্ত্তৃক অবমানিত ও প্রকোপিত সেই ধার্ম্মিকপ্রবর যুধিষ্ঠিরকে শান্তি অবলম্বন করুন বলিয়া, কেই বা তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিতেছে?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে এবং তিনিও সকলকে অনুশাসন করিতেছেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের রথ সকল পৃথগ্ভূত হইয়া, নভোমণ্ডলে সমুদ্যত সূর্য্যবিম্ব সদৃশ সেই তেজোরাশি ধর্ম্মপুত্রের অভিনন্দন করিতেছে। পাঞ্চাল, মৎস্য ও কেকয়গণ মধ্যস্থ গোপাল ও মেষপালগণও পাণ্ডবগণের অভিনন্দন করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যারাও ক্রীড়া করিতে করিতে যুদ্ধসমাগত পার্থকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সোমকগণের যে সমস্ত সৈন্যের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ ঘটনা স্থির করিয়াছেন তাহা বর্ণন কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় কৌরব সভা মধ্যে সেই-প্রকার জিজ্ঞাসিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত চিন্তাসক্ত ও সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা বিদুর সভামধ্যে কুরুগণসমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্! সঞ্জয় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি সংজ্ঞা-হীন ও প্রজ্ঞাবিহীন হওয়ায় কোন কথার উত্তর করিতে পারিতেছেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয় মহারথ কুন্তীপুত্রগণের সহিত সাক্ষাৎ করাতে বোধ হয় সেই পুরুষসিংহেরা ইহাঁর চিত্তকে অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়াছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সঞ্জয় চেতনা লাভ করত আশ্বাসিত হইয়া, কুরুগণ সমক্ষে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহি-লেন, হে রাজেন্দ্র! আমি পাণ্ডবগণকে বিরাটভবনে অবরুদ্ধ ভাবে আবাস হেতু কৃশশরীর অবলোকন করিয়াছি। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। তাঁহারা মহাবীব ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত আপনাদের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যে মহাত্মা রোষ, ভয়, লোভ, অর্থ বা হেতুবাদ কোন কারণেই সত্য পরিত্যাগ করেন না; যে ধার্ম্মিকবরিষ্ঠ মহাত্মা ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন; পাণ্ডবেরা সেই অজাত-শত্রু যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। পৃথিবীতে যিনি বাহুবলে অদ্বিতীয়; যে মহা-ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর, সকল মহীপালগণকে বশীভূত করি-য়াছিলেন; যিনি কাশী, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশীয় ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন; যাঁহার বীর্য্যপ্রভাবে যুধিষ্ঠিরাদি জতু-গৃহ হইতে সহসা ভূপৃষ্ঠে নিঃসারিত হইয়াছিলেন; যে মহাবল বৃকোদর নরমাংসভোজী হিড়িম্ব রাক্ষস হইতে পাণ্ডবগণকে

রক্ষা করিয়াছিলেন; সিন্ধুরাজ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিল, তখন যে একমাত্র বৃকোদর তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন; যিনি বারণাবত নগরে দগ্ধপ্রায় পাণ্ডবগণকে মুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণার প্রীতিসাধনার্থ ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন পর্ব্বতশিখরে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্রোধবশ রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছিলেন; যাঁহার ভুজদ্বয়ে দশসহস্র মত্তমাতঙ্গের বীর্য্যসার সমর্পিত রহিয়াছে, সেই ভীমসেনের সহিত পাণ্ডবগণ আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি কৃষ্ণকে সহায় করিয়া, হুতাশনের তৃপ্তিসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছিলেন; যিনি যুদ্ধ দ্বারা দেবাদিদেব উমাপতি শূলপাণি সাক্ষাৎ মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন; যে ধনুর্দ্ধর, সকল লোকপালগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর ধনঞ্জয়ের সহিত পাণ্ডবগণ আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি ম্লেচ্ছগণপরিবৃত প্রতীচী দিক্ বশীভূত করিয়াছেন, সেই বিচিত্রযোধী রূপবান্ নকুল যোদ্ধা রূপে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যিনি কাশী, অঙ্গ, মগধ এবং কলিঙ্গদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন; হে রাজন্! পৃথিবী মধ্যে অশ্বত্থামা, ধৃষ্টকেতু, রুক্মী ও প্রদ্যুম্ন এই চারিজন মাত্র যাঁহার বীর্য্যের সমকক্ষ; সেই নরবীর সহদেবের সহিত আপনাদিগের বিধ্বংসকর সমরব্যাপার সংঘটিত হইবে। কাশীরাজের যে পরমা সতী কন্যা পূর্ব্বে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান এবং যিনি মৃত্যুকালে ভীষ্মের বধ কামনা করিয়াছিলেন, পরে যিনি পাঞ্চালরাজের কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দৈবাৎ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি স্ত্রী ও পুরুষের সমস্ত গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি কলিঙ্গদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন; ভীষ্মের নিধনেচ্ছায়

বনস্থ যক্ষ যাঁহার পুরুষভাব সংঘটন করে, সেই মহাধনুর্দ্ধর উগ্রমূর্ত্তি শিখণ্ডির সহিত পাণ্ডবগণ আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন তাঁহারা মহাধনুর্দ্ধর পঞ্চ কেকয়রাজপুত্র-গণের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি দীর্ঘবাহু,শীঘ্রাস্ত্র, ধৈর্য্যশালী ও সত্যপরায়ণ সেই বৃষ্ণি-বংশীয় মহাবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ হইবে। যিনি অজ্ঞাতবাসসময়ে পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই বিরাটের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে। বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত মহারাজ কাশীপতির সহিত আপনাদিগের যুদ্ধঘটনা উপস্থিত হইবে। যুদ্ধদুর্জ্জয় আশীবিষ সদৃশ মহাত্মা শিশু দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারিত হইয়াছে। যিনি বীর্য্যে বাসুদেব ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যুধিষ্ঠির তুল্য ; পাণ্ডবেরা সেই অভিমন্যুর সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি ক্রুদ্ধ হইলে সমরে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠেন ; সেই অপ্রতিমবীর্য্যশালী মহারথ, মহাযশা চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অক্ষৌহিণীসেনাপরিবৃত হইয়া, পাণ্ডব-গণকে আশ্রয় করিয়াছেন। দেবগণের পুরন্দরের ন্যায় যিনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় হইয়াছেন, সেই বাসুদেবের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারিত হইয়াছে।

হে ভরতর্ষভ ! তাঁহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও কর-বর্ষের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। যুদ্ধে অপ্রতিরথ জরাসন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎসেন পাণ্ডব-কার্য্যে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। বহুলবলসম্পন্ন মহাতেজা দ্রুপদরাজও সৈন্যগণপরিবৃত হইয়া, আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন প্রাচ্য ও উদীচ্যদেশীয় অসংখ্য মহীপালগণকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুদ্ধে উদ্যোগী হইয়াছেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে, ইহাঁরা সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন; তাঁহারা সকলে এক দিকে এবং ভীম একাকী এক দিকে এ উভয় তুল্য। হে তাত! ব্যাঘ্র হইতে মহামৃগের ন্যায় ও সিংহ হইতে অন্যান্য পশুর ন্যায় আমি ভীমসেন হইতে ভীত হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। সেই পুরন্দর-সম তেজস্বী মহাবাহুর সহিত সমরে সমকক্ষ হয় এরূপ এক-জনকেও দেখিতেছি না। সেই অমর্ষপরায়ণ, দৃঢ়বৈর, উদ্ধত স্বভাব, বক্রদর্শী, মহারব, মহাযোগ, মহোৎসাহসম্পন্ন মহাবল কুন্তীতনয় মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর রণক্ষেত্রে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদাধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ দ্বারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মন্দ-বুদ্ধি মদীয় পুত্রগণের অন্তকারী হইবে। আমি মনে মনে সমু-খিত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণযুক্ত কাঞ্চনভূষণ লৌহ-ময় গদা অবলোকন করিতেছি। বলশালী সিংহ যেরূপ মৃগযূথমধ্যে বিচরণ করে; আমার সৈন্যগণমধ্যে .মহাবল ভীমসেনও সেইরূপ বিচরণ করিবে। সেই বহুভোজী অস-মীক্ষ্যকারী ভীমসেন একাকী আমার পুত্রগণের প্রতি বাল্য-কালেও বিক্রম প্রকাশ করিত। সে যে বাল্যকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনাদিকে বিমর্দ্দিত করিত,উহা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে। আমার পুত্রগণ ত্বদীয় প্রভাবে সতত সন্তপ্ত ও ত্রাসিত হইত। সেই ভীমসেনই গৃহবিচ্ছেদের মূল। আমি যেন দর্শন করিতেছি, ভীমসেন ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া, সমরে অসংখ্য

মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এবং সৈন্যগণকে গ্রাস করিতেছে। হে সঞ্জয়! অস্ত্রশিক্ষায় দ্রোণাচার্য্য সদৃশ, বেগে বায়ু সদৃশ, এবং ক্রোধে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদৃশ মহাবীর ভীমসেনকে কোন্ ব্যক্তি সমরে নিহত করিতে পারে? সেই রিপুঘাতী মহাবল ভীমসেন তৎকালেই যে আমার পুত্রগণকে নিহত করে নাই; ইহাই আমি পরম লাভ জ্ঞান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে ভীমবল যক্ষ ও রাক্ষসগণকে নিহত করিয়াছে; সামান্য মনুষ্যেরা কিপ্রকারে তাহার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? ভীমসেন বাল্যকালেও কখন আমার বশীভূত হয় নাই; এক্ষণে সে কি প্রকারে আমার কুপুত্রগণ হইতে ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া বশীভূত হইবে? সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও অত্যন্ত কোপনস্বভাব; এবং যদিও ভগ্ন হয়, তথাপি অবনত হয় না। যে ভীমসেন অমর্ষ প্রযুক্ত বক্র ভাবে দৃষ্টিপাত করে ও যাঁহার ভ্রূমধ্য ভাগ সতত কুটিল ভাবে থাকে, সে আর কি প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারে? আমি ভীমের বাল্যাবস্থাতেই তদীয় রূপ ও বলবীর্য্যের বিষয় ব্যাসমুখে অবগত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছিলেন, মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর অপ্রতিম শৌর্য্য ও বলশালী, গৌরবর্ণ এবং তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত। ভীমসেন অর্জ্জুন অপেক্ষা প্রাদেশ মাত্র অধিক; বেগে অশ্ব অপেক্ষা ও বলে কুঞ্জর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং লোহিতলোচনসম্পন্ন। সেই উগ্রমূর্ত্তি ক্রূরপরাক্রম ভীমসেন যুদ্ধে ক্রোধাসক্ত হইয়া লৌহদণ্ড সহকারে রথ, হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে নিশ্চয় নিহত করিবে, সন্দেহ নাই। হে তাত! আমি পূর্ব্বে সেই অমর্ষপরায়ণ প্রহারিশ্রেষ্ঠ ভীমসেনের প্রতি প্রতিকূলতাচরণ করত তাহাকে অবমানিত করিয়াছি। এক্ষণে তাহার সেই কাঞ্চনভূষণ লৌহময় স্থূল সুপার্শ্বযুক্ত

শতনির্হ্রাদ সম ভয়ঙ্কর শব্দসম্পন্ন গদা নিক্ষিপ্ত হইলে আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহা সহ্য করিতে পারিবে। হে তাত! মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ শরবেগ রূপ ভয়ঙ্কর বেগ বিশিষ্ট ভীম রূপ অগাধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিতেছে। আমি নিরন্তর চীৎকার করিলেও সেই নির্ব্বোধ পণ্ডিতাভিমানিগণ তাহাতে কর্ণপাত করে না। ইহারা মধুদর্শী, কিন্তু নিকটে যে ভয়ঙ্কর প্রপাত রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে না। সেই নররূপী কৃতান্তের সহিত যাহারা যুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহারা সিংহনিহত মৃগযূথের ন্যায় অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে তাত! শিক্যস্থাপিত হস্তচতুষ্টয়পরিমিত, ষট্‌কোণযুক্ত, অপরিমিততেজোবিশিষ্ট, দুস্পর্শ গদা নিক্ষিপ্ত হইলে, আমার তনয়গণ তাহা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারিবে? যখন মহাবল বৃকোদর চতুর্দ্দিকে গদা সঞ্চালন করিতে করিতে করিগণের মস্তক সমস্ত ভেদ করিবে, সৃক্কণীলেহন ও মুহুর্ম্মুহু বাষ্প পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্কর রবে গজগণের প্রতি ধাবিত হইবে, এবং তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে সে যখন স্যন্দনপথে তাহাদিগকে সংহার করিবে, তখন আমার পুত্রগণ কি প্রকারে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে!

মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন আমার সেনাগণকে সংহার পূর্ব্বক পথ মুক্ত করিয়া, গদা হস্তে নৃত্য করত প্রলয়কাল উপস্থিত করিবে। যেরূপ প্রমত্ত মাতঙ্গগণ কুসুমিত বৃক্ষসমূহ বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ ভীমপরাক্রান্ত ভীমসেন সংগ্রামে প্রবেশ পূর্ব্বক যখন আমার পুত্রদিগের সেনাগণকে বিনাশ করিবে, যখন সমুদয় রথ রথিহীন, সারথিবিহীন, অশ্বহীন ও ধ্বজবিহীন এবং রথী ও গজারোহীদিগকে প্রপীড়িত করিবে এবং যেরূপ জাহ্নবীবেগ তীরস্থিত তরুরাজিকে

ভগ্ন করে; সেইরূপ আমার পুত্রগণের সেনাগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবে, তখন মদীয় ভৃত্য ও রাজগণ ভীমভয়ে ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মগধাধিপতি ধীমান্ জরাসন্ধ বল ও প্রভাবে অখণ্ড মেদিনীমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন; কুরুগণ ভীষ্মের প্রভাবে এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ নীতি প্রভাবে যে তাঁহার বশীভূত হয় নাই দৈবই তাহার কারণ। সেই মহাবাহু পাণ্ডুপুত্র একাকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করত বাহুমাত্র অবলম্বন করিয়া, জরাসন্ধকে সংহার করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে সঞ্জয়! আশীবিষ যেরূপ দীর্ঘ-কালসঞ্চিত বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ভীমসেন বহু-কালসঞ্চিত তেজ আমার পুত্রগণের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। দেবরাজ মহেন্দ্র যেরূপ বজ্র দ্বারা দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, অরিনিসূদন গদাপাণি ভীম সেইরূপ আমার পুত্রগণকে সংহার করিবে। আমি দেখিতেছি, যেন সেই তীব্রবেগ লোহিতলোচন মহাবলপরাক্রান্ত দুর্নিবার ভীমসেন আগমন করিতেছে। মহাবীর ভীম গদা, ধনু, রথ এবং বর্ম্ম-বিহীন হইয়া যুদ্ধ করিলেও, কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। আমার ন্যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য এবং শারদ্বত বৃকোদরের বীর্য্যের বিষয় সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন; কিন্তু তথাপি সেই সকল নরর্ষভগণ আর্য্যব্রত বোধে আমার সেনামুখে অবস্থিতি করিবেন। আমি যখন বল-বান্ পাণ্ডবগণের জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও পুত্রগণকে নিবারণ করিতেছি না, তখন ভাগ্যই প্রবল, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি এই সকল মহাধনুর্দ্ধর-গণ চিরপ্রথিত স্বর্গপথ অবলম্বন করিয়া, পার্থিব যশ রক্ষা করত সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। ইহাঁদিগের

সহিত আমার পুত্রগণের ও পাণ্ডবগণের তুল্য সম্পর্ক। পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ উভয়েই ভীষ্মের পৌত্র ও দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য; তন্মধ্যে এই স্থবিরত্রয়কে যৎকিঞ্চিৎ আশ্রয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাঁরা অবশ্যই তাহার নিষ্ক্রয় প্রদান করিবেন। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা স্বধর্ম্মপালনকারী ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণের সহিত যাহারা যুদ্ধ করিবে, আমি সেই সকল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকার্ত্ত হইতেছি। বিদুর ইতিপূর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে যে ভয়ের কথা কহিয়াছিল, এক্ষণে সেই ভয় সমুপস্থিত। হে সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, জ্ঞান দুঃখবিঘাতক হইতে পারে না; পরন্তু অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইলে জ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া থাকে। লোকসংগ্রহদর্শী জীবন্মুক্ত ঋষিগণও সুখের সময়ে সুখ ও দুঃখের সময় দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। আমি মোহাসক্ত হইয়া, কি প্রকারে পুত্র, পৌত্র, কলত্র ও মিত্রের বিনাশ এবং রাজ্যের উচ্ছেদদশা অবলোকন করিব! আমি উত্তম রূপে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। দ্যূতক্রীড়ার সময় হইতেই কৌরবগণের পাপাচরণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পাপমতি দুর্য্যোধনের লোভ প্রযুক্ত এই সমস্ত অনিষ্টসংঘটন হইতেছে। হে বিদুর! এই সমুদয়ই দ্রুতগামী কালের পর্য্যায়ধর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতেছে। মনুষ্য এই কালচক্রে নেমির ন্যায় এরূপ সংসক্ত হইয়া আছে, যে কোন মতেই ইহার হস্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি কি প্রকারে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব! মন্দবুদ্ধি কৌরবগণ কালের করালকবলে নিপতিত হইবে। হে তাত! আমার এই শত পুত্র বিনষ্ট হইলে, কি প্রকারে স্ত্রীলোকদিগের রোদনধ্বনি

শ্রবণ করিব। নিদাঘকালে প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ বায়ু সহকারে দিগ্‌দাহ করিতে থাকে, সেইরূপ মহাবল ভীমসেন অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে গদাহস্ত হইয়া, আমার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যাহার নিকট কখন মিথ্যা বাক্য শ্রবণ করি নাই; ধনঞ্জয় যাহার যোদ্ধা, সেই পাণ্ডুরাজ যুধিষ্ঠিরের ত্রৈলোক্যও হস্তগত হইবে। আমি নিরন্তর চিন্তা করিয়াও এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে রথারোহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যখন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কর্ণি, নালীক প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিবেন, তখন কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। অপরাজিত নরর্ষভ দ্রোণাচার্য্য এবং কর্ণ যদি সমরে অগ্রসর হন, তাহা হইলে, জয় পরাজয় বিষয়ে অন্যান্য লোকের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু আমার মতে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, কর্ণ ঘৃণাশীল ও প্রমাদী এবং আচার্য্য স্থবির ও উভয়েরই গুরু। পার্থ সমর্থ, বলবান্, দৃঢ়ধন্বা, এবং অক্লিষ্টপরিশ্রম। ইহাঁরা সকলে অপরাজিত, অস্ত্রবেত্তা, শৌর্য্যশালী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ; ইহাঁরা অমরগণের ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি বিজয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দ্রোণ, কর্ণ অথবা ফাল্গুনির মৃত্যু ব্যতিরেকে সমরশান্তি হইবে না। কিন্তু ধনঞ্জয়ের জয় বা বধ সাধন করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতে

পাই না। যে ব্যক্তি অহিতকারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, কি রূপে তাহার ক্রোধশান্তি হইবে। অন্যান্য অস্ত্রধারিগণ জিত বা পরাজিতও হইয়া থাকেন, কিন্তু আমি অর্জ্জুনের বিজয়ই শ্রবণ করিতেছি। ত্রয়স্ত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল, অর্জ্জুন খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত তিনি সমস্ত দেবগণকে পরাজয় করিয়াছেন। ফলতঃ, আমরা কখন অর্জ্জুনের পরাজয় শ্রবণ করি নাই। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শীলসম্পন্ন হৃষীকেশ যাহার সারথি, ইন্দ্রের ন্যায় অবশ্যই তাহার জয়লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক রথে কৃষ্ণার্জ্জুন ও অধিগুণ গাণ্ডীব এই তেজত্রয়ের সমাবেশ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তাদৃশ ধনু, তাদৃশ রথী এবং তাদৃশ সারথি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; ইহা দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী দুরাত্মাগণ অবগত নহে। প্রদীপ্ত অশনি মস্তকের উপরিভাগে পতিত হইলে নিঃশেষিত হয়; কিন্তু ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত শর সকল কোন রূপেই নিঃশেষিত হয় না। হে সঞ্জয়! আমি দেখিতেছি, মহাবীর অর্জ্জুন শরনিক্ষেপ, শরাঘাত ও শরবর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণের শরীর হইতে মস্তক সকল পৃথক্ করিতেছেন। তদীয় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বাণময় প্রদীপ্ত তেজোরাশি মদীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে, এবং ভারতী সেনা সকল ধনঞ্জয়ের রথনির্ঘোষে ভয়বিহ্বল হইয়া, ছিন্ন ভিন্ন হইতেছে। যেরূপ অনিলোদ্ধৃত হুতাশন ইতস্তত সঞ্চরিত হইয়া, দিগ্‌দাহ করে, সেইরূপ সেই তেজ আমার পুত্রগণকে দগ্ধ করিবে। যখন আততায়ী কিরীটী নিশিত শরজাল বিস্তৃত করিবেন; তখন তাহা সর্ব্বসংহর্ত্তা অন্তকের ন্যায় একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিবে। হে তাত! যখন আমি গৃহে উপবিষ্ট হইয়া ভূয়োভূয় শ্রবণ করিব যে, কৌরবগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ইতস্তত পলায়ন করিতেছে, তখন

নিশ্চয়ই বোধ হইবে ভরতকুলের ক্ষয়কাল উপস্থিত হইয়াছে।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণ যেরূপ পরাক্রান্ত, তাঁহাদের অগ্রগামী যোদ্ধাগণও সেইরূপ আত্মপ্রদানে কৃতনিশ্চয়। তুমি সেই মহাবলপরাক্রমশালী পাঞ্চাল, কেকয়, মৎস্য, মগধ ও বৎসভূমিপালগণের বিষয় বর্ণন করিয়াছ। যাঁহার ইচ্ছামাত্রেই এই সমুদয় লোক বশীভূত হয়, সেই জগতের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ জয় নিমিত্ত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমানীত হইয়াছেন। যে সাত্যকি ধনঞ্জয়ের নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি বীজবপনের ন্যায় শরবর্ষণ পূর্ব্বক সমরভূমিতে দণ্ডায়মান হইবেন। ক্রূরকর্ম্মা মহারথ পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

হে বৎস! আমি যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ এবং ভীম অর্জ্জুন ও নকুল সহদেবের পরাক্রম হইতে ভীত হইতেছি। যখন সেই পাণ্ডবগণ অলৌকিক অস্ত্রজাল বিস্তীর্ণ করিবেন, আমার সৈন্যগণ তাহাতে নিপতিত হইয়া কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না; এই জন্যই আমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছি। যুধিষ্ঠির প্রিয়দর্শন, মনস্বী, শ্রীমান্, ব্রহ্মতেজসম্পন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, ধর্ম্মপরায়ণ, সমরোদ্যত, মহারথ, মহাবীর, মিত্র অমাত্য ভ্রাতা ও শ্বশুরগণে পরিবৃত, ধৈর্য্যশালী, গূঢ়মন্ত্র, দয়াশীল, বদান্য, লজ্জাপরায়ণ, অব্যর্থপরাক্রম,

বহুশাস্ত্রপারদর্শী, কৃতাত্মা, বৃদ্ধসেবী এবং জিতেন্দ্রিয়। এই সকল গুণশালী যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত হুতাশন স্বরূপ। কোন্ মুমূর্ষু অচেতন ব্যক্তি এই অনিবার্য্য হুতাশনে পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিবে? আমি অনল সদৃশ ধর্ম্মরাজের সহিত কপট ব্যবহার করিয়াছি, এ নিমিত্ত তিনি অবশ্যই আমার দুর্ভাগ্য পুত্রগণকে সংহার করিবেন। অতএব হে কৌরবগণ! তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। যুদ্ধ করিলে নিঃসন্দেহ সমস্ত কৌরবকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। আমার ইহার অতিরিক্ত বলিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ করিলে আমার অন্তঃকরণ নিরুদ্বেগ হয়। ইহা যদি তোমাদিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে, আমরা সন্ধির নিমিত্ত যত্নশীল হই। নচেৎ আর সাতিশয় ক্লেশযুক্ত হইলেও যুধিষ্ঠির আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না। তিনি আমাকেই এই সকল ঘটনার কারণ বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! আপনি যেপ্রকার কহিলেন তাহা সত্য; যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ গাণ্ডীব শরাসনে নিপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি সব্যসাচির বলবিক্রমের বিষয় সম্যক্ রূপে অবগত হইয়াও কিজন্য পুত্রগণের বশতাপন্ন হইতেছেন বলিতে পারি না। হে ভরতর্ষভ! আপনি প্রথম হইতেই পাণ্ডবগণকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছেন, এক্ষণে আর বিলাপ করিলে কি হইবে? যিনি জ্যেষ্ঠতাত, শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ, এবং সাবধানচিত্ত তাঁহার হিতসাধন

করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। অনিষ্টকারী ব্যক্তি কখন পিতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। মহারাজ! দ্যূতকালে পাণ্ডবগণের পরাজয় শ্রবণ করিয়া "এই জয় হইল," "এই লাভ হইল," বলিয়া বালকের ন্যায় আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ বহুতর কটুবাক্য দ্বারা তিরস্কৃত হইলেও আপনি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে পশ্চাৎ সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিবেন ইহা আপনি জানিতে পারেন নাই। আপনার পৈতৃক রাজ্য কুরু ও জাঙ্গল দেশ ব্যতিরেকে মহাবীর পাণ্ডবগণ বাহুবলে নিখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়া, আপনারে অর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি সেই সমস্ত স্বোপার্জিত বলিয়া ভোগ করিতেছেন।

হে রাজসত্তম! আপনার তনয়গণ গন্ধর্ব্বরাজের হস্তে পতিত হইয়া ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইয়াছিলেন; তৎকালে মহাবল পার্থই তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ যখন দ্যূতে পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছিলেন, তখন আপনি বালকের ন্যায় বারম্বার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! অর্জুন শরসমূহ বর্ষণ করিলে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সমুদ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। তিনি সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ; তদীয় গাণ্ডীব সকল অস্ত্রের প্রধান; কৃষ্ণ সকল ভূতের শ্রেষ্ঠ, সুদর্শন সকল চক্রের প্রধান, বানরকেতু সকল কেতুর উৎকৃষ্ট। হে রাজন্! এই সমস্ত সেই শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে একত্রিত হইলে, সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় আপনার সমস্ত ক্ষয় করিবে। হে ভরতর্ষভ! ভীমার্জুন যাঁহার যোদ্ধা, তিনি অদ্যই এই নিখিল মেদিনীমণ্ডল অধিকার করিতে পারেন। দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণ ভীমার্জ্জুন কর্ত্তৃক আপনার সেনাগণকে নিহত দেখিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে বিভো! আপনার

পুত্রগণ ও তাহাদিগের অনুগামী ভূপতিগণ ভীমার্জ্জুনভয়ে ভীত হইয়া, কদাচ জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

হে রাজন্! মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্বেয় ও শূরসেনগণ ধীমান্ পার্থের পরাক্রম অবগত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে আর আপনার উপাসনা করিতেছেন না; প্রত্যুত আপনাকে অবজ্ঞাই করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া, আপনার পুত্রগণের বিরোধী হইতেছেন। যাহা হউক, এক্ষণে আর আপনার শোক করা উচিত নহে। আমি এবং বিদুর দ্যূতক্রীড়া সময়ে কহিয়াছিলাম যে, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন অবধ্য ধার্ম্মিকবর পাণ্ডবগণের প্রতি অন্যায়াচরণ দ্বারা তাহাদিগকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে। অতএব তাহাকে ও তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বোপায়ে শাসন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা না করিয়া, এক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় পাণ্ডবগণের নিমিত্ত বিলাপ করা নিরর্থক।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহারাজ! ভীত হইবেন না এবং আমাদের নিমিত্ত শোক করিবেন না। হে প্রভো! আমরা সমরে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। যখন পররাষ্ট্রবিমর্দ্দী মহাবল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া মধুসূদন, কেকয়, ধৃষ্টকেতু, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ প্রব্রজিত পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া, কুরুগণের সহিত আপনার কুৎসা ও অজিনধারী যুধিষ্ঠিরের উপাসনা

এবং আপনাকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিবার অভিলাষে রাজ্যাপহরণ করা কর্ত্তব্য বিবেচনায় তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছিলেন, তখন আমি জ্ঞাতিক্ষয়ভয়ে ভীত হইয়া, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলাম যে, যখন বাসুদেব আমাদের উচ্ছেদে সমুৎসুক হইয়াছেন; তখন বোধ হয়, পাণ্ডবগণ অবশ্যই যুদ্ধে অবস্থিতি করিবেন, এবং বিদুর ও ধর্ম্মজ্ঞ কুরু-সত্তম ধৃতরাষ্ট্র ব্যতিরেকে আর সকলকেই তাঁহাদিগের হস্তে কালকবলে পতিত হইতে হইবেক। হে তাত! জনার্দ্দন আমাদিগের সর্ব্বোচ্ছেদ করিয়া, যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যভার প্রদান করিবেন, অতএব এক্ষণে প্রণিপাত, পলায়ন এবং শত্রুহস্তে প্রাণপরিত্যাগ ইহার কোন্ পক্ষ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করুন। যুদ্ধ করিলেই আমাদিগকে নিয়ত পরাজিত হইতে হইবে। কারণ, সমুদয় ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের বশবর্ত্তী, কিন্তু আমার প্রতি সমস্ত রাষ্ট্রের লোকই বিরক্ত এবং সকল মিত্রই কুপিত হইয়াছেন। ভূপতিগণ ও আত্মীয় সকলে আমারে ধিক্কার করিতেছে। প্রণিপাত দ্বারা দোষোৎপত্তি হয় না; চিরকালের নিমিত্ত শান্তিও হইতে পারে। কিন্তু আমি কেবল আপনার নিমিত্তই শোকাক্রান্ত হইয়াছি, আপনি আমার নিমিত্ত অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। আপনার পুত্রগণ শত্রুদিগকে অবরোধ করিয়াছিল। এক্ষণে সেই সমস্ত মহারথ পাণ্ডবগণ অমাত্যগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কুলো-চ্ছেদ পূর্ব্বক বৈরনির্যাতন করিবে। হে নরোত্তম! ইহা আপনি আমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পূর্ব্বেই অবগত হইয়া-ছেন। হে ভারত! তদনন্তর দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ এবং অশ্ব-ত্থামা আমাকে এইরূপ চিন্তাশীল দেখিয়া কহিলেন "হে রাজন্! বিপক্ষগণের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া কদাচ ভীত হইবেন না। আমরা সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে

তাহারা কোন রূপেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। আমরা প্রত্যেকে সমস্ত বিপক্ষ ভূপতিকে পরাজয় করিতে পারি, অতএব আসুন নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করি। „ পূর্ব্বে পিতামহ ভীষ্ম পিতার নিধনে সাতিশয় কুপিত হইয়া, একরথে একাকী সমস্ত ভূপালকে পরাজিত ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিহত করিলে, অবশিষ্টেরা ভীত হইয়া, এই দেবব্রতের শরণাগত হইয়াছিলেন। সেই মহা-তেজা ভীষ্ম যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছেন। অতএব আপনি শত্রুজয়ের নিমিত্ত ভয় পরি-ত্যাগ করুন। এই মহাবল পরাক্রমশালী বীরগণ সেই সময় হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন।

এই নিখিল মেদিনীমণ্ডল পূর্ব্বে শত্রুগণের হস্তগত ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুগণ সমরে আমাদিগকে পরা-জিত করিতে সমর্থ হইবে না; কারণ, পাণ্ডবগণ বলবীর্য্যহীন ও সহায়বিহীন হইয়াছে, এবং পৃথিবীও আমার হস্তগত আছে। হে তাত! আমার আনীত ভূপতিগণ আমার নিমিত্ত সমুদ্র এবং অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারেন। আমার সুখ দুঃখে তাঁহারা সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাঁরা আপনাকে দুঃখিত, ভীত ও উন্মত্তের ন্যায় বহুবিধ বিলাপ করিতে দেখিয়া উপহাস করিতেছেন। ইহাঁরা এক এক জন সমরেও পাণ্ডবগণের তুল্য। সকলেই আপনি আপনারে অবগত আছেন। অতএব হে রাজন্! আপনি উপস্থিত ভয় পরিত্যাগ করুন।

হে মহারাজ! স্বয়ং বাসবও আমার সমগ্র সেনাগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। হে বিভো! যুধিষ্ঠির আমার সৈন্য ও প্রভাব দর্শনে ভীত হইয়া, নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঁচখানি মাত্র গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনি আমার

প্রভাব সম্যক্ প্রকারে অবগত নহে, এই জন্যই কুন্তিপুত্র ভীমকে বলবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু উহা আপনার ভ্রান্তি। গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে আমার সদৃশ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ও হয় নাই এবং হইবেক না। আমি একাগ্র চিত্তে অতি দুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করত অপার বিদ্যা লাভ করিয়াছি; অতএব আপনি এক্ষণে ভীম বা অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ভীত হইবেন না। যখন আমি অদ্বিতীয় যোদ্ধা সঙ্কর্ষণ সমীপে বিদ্যা শিক্ষা করিতাম, তখন তাঁহার এই নিশ্চয় ছিল যে, গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সমান আর কেহ নাই। ভীমসেন যুদ্ধে কদাচ আমার গদাপ্রহার সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। হে নৃপ! আমি রোষপরবশ হইয়া ভীমকে একমাত্র গদাঘাত করিলেই, তৎক্ষণাৎ তাহাকে শমনসদনে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্! আমি একবার গদাহস্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। তাহা হইলেই আমার চিরমনোরথ পূর্ণ হইবে। আমি ভীমসেনকে গদাঘাত করিলে, সে তৎক্ষণাৎ গতাসু হইয়া ভূতলে নিপতিত হইবে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, আমার একমাত্র গদাঘাতে হিমালয় পর্ব্বতও শতসহস্র ধারায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। গদাযুদ্ধে আমার সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; ইহা বৃকোদর, বাসুদেব ও অর্জ্জুন সম্যক্ প্রকারে অবগত আছেন। অতএব আপনি বৃকোদরভয় পরিত্যাগ করুন। আমি অবশ্যই তাহাকে পরাভূত করিব। ভীমসেন নিহত হইলে, অন্যান্য উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট রথী সকল অর্জ্জুনকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিবে।

হে তাত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে পারেন; ইহাঁরা

সমবেত হইলে যে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? সমগ্র পার্থিব সেনাগণ যে কিনিমিত্ত একাকী ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না, ইহার কোন কারণ দেখা যায় না।

পার্থ ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের শরসমূহ দ্বারা শমনভবনে গমন করিবে। ব্রহ্মর্ষি সদৃশ পিতামহ ভীষ্ম গঙ্গার গর্ভ্রে শান্তনুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবতারাও ইহাঁর পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন না। ইহাঁর সংহারকর্ত্তা কেহ নাই। ইহাঁর পিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাঁকে বর প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছা না করিলে ইহাঁর মৃত্যু হইবে না।

মহাত্মা দ্রোণাচার্য্যও মহর্ষি ভরদ্বাজের ঔরসে দ্রোণী মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; পরমাস্ত্রবেত্তা অশ্বত্থামা ইহাঁর পুত্র; এবং আচার্য্যশ্রেষ্ঠ কৃপ মহর্ষি গৌতম হইতে শর-স্তম্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যাঁহার পিতা, মাতা এবং মাতুল অযোনিজ, সেই মহাবল পরাক্রমশালী অশ্বত্থামা আমার সাহায্যার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। এই সমস্ত দেব-তুল্য মহারথগণ সমরে সুররাজকেও পরাভব করিতে পারেন। অর্জ্জুন ইহাঁদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সমর্থ নহে। হে নরশার্দ্দূল! তাঁহারা একত্রিত হইয়া ধনঞ্জয়কে সংহার করিবেন।

আমার মতে একাকী কর্ণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের সমান। ইনি যখন পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তিনি তুমি আমার সমান হইয়াছ বলিয়া অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরন্তপ সুররাজ শচীর নিমিত্ত অমোঘশক্তির বিনিময়ে ইহাঁর নিকট সহজাত রুচির কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর সেই মহাভয়ঙ্কর অমোঘ শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলে, সে তদ্দ্বারা আহত হইয়া কি প্রকারে জীবিত থাকিবে?

হে রাজন্! বিজয় আমার করতলগত ও শত্রুগণের পরাভব অভিব্যক্ত হইয়া আছে। যেহেতু এই মহাবীর ভীষ্ম এক দিনে অযুতসংখ্যক বীরবরকে সংহার করিতে পারেন। মহাধনুর্ধর দ্রোণ, অশ্বত্থামা এবং কৃপাচার্য্য ইহাঁর সমান ও সংসপ্তক ক্ষত্রিয়গণও সামান্য বীর নহে। অস্মৎ-পক্ষীয় পার্থিবগণের মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় না যে, "হয় কপিকেতন অর্জ্জুন আমাদিগকে, না হয় আমরা তাহাকে বধ করিব।" ফলতঃ,তাঁহারা কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। অতএব আপনি পাণ্ডবগণের ভয়ে কিনিমিত্ত ব্যথিত হই-তেছেন? হে ভারত! ভীমসেন নিহত হইলে, আর কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে? হে পরন্তপ! যদি আপনি শত্রুপক্ষীয় আর কাহাকেও অবগত থাকেন, বলুন।

পাণ্ডবেরা পঞ্চ ভ্রাতা, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও সাত্যকি শত্রুপক্ষীয়ের প্রধান বল; কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বৈকর্ত্তন, কর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, প্রাগ্জ্যোতিষাধিপ শল্য, অবন্তীর অধিপতি জয়দ্রথ, দুঃশা-সন, দুঃসহ, চিত্রসেন, শ্রুতায়ু, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, ভূরিশ্রবা এবং আপনার আত্মজ বিকর্ণ ইহাঁরা শ্রেষ্ঠ। ইহা ভিন্ন আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিয়াছি। কিন্তু বিপক্ষদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী ভিন্ন নহে। অতএব কি নিমিত্ত আমাদিগের পরাজয় হইবে? বৃহস্পতি কহিয়া-ছেন, আপন অপেক্ষা তিনগুণ হীনবল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে। হে রাজন্! আমার সৈন্যও শত্রুসৈন্য অপেক্ষা বলে তিনগুণ অধিক। এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই

গুণহীন। এক্ষণে আপনি আমাদিগের বলোপচয় ও পাণ্ডবগণের বলহীনতা অবগত হইলেন। অতএব আর কি নিমিত্ত মোহাবিষ্ট হইতেছেন? দুর্য্যোধন পিতাকে এইরূপ কহিয়া, পুনরায় পাণ্ডবগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির কি সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সংগ্রহ করিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধের নিমিত্ত অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন; ভীম, অর্জ্জুন, নকুল এবং সহদেবও ভীত হন নাই। বীভৎসু মন্ত্রবলপরীক্ষার্থ রথযোজন করিয়া দশ দিক্ সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন। আমি সেই সন্নদ্ধশরীর ধনঞ্জয়কে বিদ্যুৎসমুদ্ভাসিত মেঘাবলীর ন্যায় অবলোকন করিলাম। তিনি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া আমাকে কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমরা যে জয় লাভ করিব তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখ। আমিও তাঁহার কথিতানুরূপ সমস্তই অবলোকন করিলাম।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি অপরাজিত পাণ্ডবগণের অভিনন্দন করত প্রশংসাই করিয়া থাক, কিন্তু অর্জ্জুনের রথে কয়টী অশ্ব এবং কয়টী ধ্বজ সন্নিবিষ্ট আছে, ইহা আমাকে বল।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! বিশ্বকর্ম্মা, পুরন্দর ও

প্রজাপতি বহুবিধ রূপ কল্পনা করিয়া, অর্জ্জুনের মহামূল্য ধ্বজ চিত্রিত করিয়াছেন এবং পবনাত্মজ হনুমান্ ভীমসেনের অনুরোধে উহাতে আত্মপ্রতিকৃতি আরোপিত করিবেন। সেই ধ্বজ তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধ দিকে এক যোজন আবৃত করিয়া থাকে। বিশ্বকর্ম্মা তাহাতে এরূপ মায়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও উহা তাহাতে সংলগ্ন হয় না। যেরূপ আকাশে বিচিত্রবর্ণ শক্রধনুর প্রকাশ মনোহর দেখায়; কিন্তু তাহার কি বর্ণ কিছুই জানি না; এই ধ্বজও সেইরূপ বিবিধ বর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন ধূম আকাশে অবরুদ্ধ হইয়া, তেজ দ্বারা পরম শোভমান হয়, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ধ্বজও সেইরূপ। ইহা ভার ও অবরোধ বিহীন। হে নরেন্দ্র! সেই বিচিত্র রথে যে সকল বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ দিব্য তুরঙ্গম সংযোজিত হইয়াছে, কি পৃথিবী, কি অন্তরীক্ষ, কি স্বর্গ কোন স্থানেই সেই রথ বা অশ্বের গতি রোধ হয় না। রাজা যুধিষ্ঠিরের রথে তদীয় বীর্য্যানুরূপ যে সকল তুরঙ্গম সংযোজিত হইয়াছে, তাহাদের যতই বিনষ্ট হউক না কেন, সতত শতসংখ্যা পূর্ণ থাকিবে। ভীমসেনের রথে যে সমস্ত ভল্লুক সদৃশ বায়ুবেগগামী অশ্ব সকল নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহারা সপ্তর্ষির ন্যায় তেজস্বী ও পরম শোভমান; তাহাদের পৃষ্ঠভাগ তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ ও অন্যান্য অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। ধনঞ্জয় প্রীত মনে তাঁহারে ঐ সকল অশ্ব প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাতৃগণের অশ্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও অম্লানস্বভাব অশ্ব সকল সহদেবকে এবং মহেন্দ্রদত্ত তুরঙ্গমগণ নকুলকে বহন করিয়া থাকে। বায়ুর সদৃশ বেগগামী, বয়স এবং বিক্রমে সমান পরম রূপবান্ দেবদত্ত অশ্বগণ দ্রৌপদেয় এবং সৌভদ্র প্রভৃতি কুমারগণকে বহন করিয়া থাকে।

———

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

—०—

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের প্রীতিসম্পাদনার্থে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত কোন্ কোন্ বীর আগমন করিয়াছে, অবলোকন করিলে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি তথায় দেখিলাম, বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশের অগ্রগণ্য বাসুদেব ও চেকিতান আগমন করিয়াছেন। পুরুষমানী মহারথ সাত্যকি ও যুযুধান উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ সত্যজিৎ, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডীপ্রমুখ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে সৈন্যগণের শরীর আচ্ছাদিত করত পাণ্ডবগণের মানবর্দ্ধনার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ বিরাট শঙ্খ ও উত্তরনামক পুত্রদ্বয়, এবং সূর্য্যদত্ত ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি বীরগণের সহিত অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণকে আশ্রয় করিয়াছেন। পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য সমভিব্যাহারে মগধরাজ জরাসন্ধতনয় ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়াছেন। লোহিতধ্বজ কেকয়গণ পঞ্চ ভ্রাতায় মিলিত হইয়া অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

যিনি মানুষ, গান্ধর্ব্ব এবং আসুর ব্যূহবেত্তা, সেই মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি করিবেন। শান্তনুতনয় ভীষ্ম যে শিখণ্ডির অংশে কল্পিত হইয়াছেন, বিরাটরাজ মৎস্যদেশীয় যোদ্ধৃবর্গের সহিত সেই শিখণ্ডির সাহায্য করিবেন। মহাবল মদ্রাধিপতি পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধি-

ষ্ঠিরের অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন। কেহ কেহ এই দুইটী বিষয়কে অসদৃশ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। শতভ্রাতার সহিত দুর্য্যোধন এবং প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য মহাবীরগণ ভীমের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সিন্ধুপতি জয়দ্রথ প্রভৃতি মহাবীরগণ ধনঞ্জয়ের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। ধনুর্দ্ধর পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়গণ কৈকেয়গণের সহিত সমবেত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মালব ও শাল্বকগণ এবং যাহারা সংসপ্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ, ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরদ্বয় তাঁহাদিগের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনের পুত্রগণ এবং মহারাজ বৃহদ্বল সুভদ্রাতনয়ের অংশে পতিত হইয়াছেন। সুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্দ্ধর দ্রৌপদেয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিবেন। চেকিতান সোমদত্তের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। ভোজপতি যুযুধান কৃতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিবেন। মাদ্রীনন্দন মহাশূর পুরন্দর সদৃশ সংগ্রামনিপুণ সহদেব আপনার শ্যালক সুবলাত্মজ শকুনির সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। কৈতব্য উলূক ও সারস্বতগণ নকুলের সহিত যুদ্ধার্থ পরিকল্পিত হইয়াছেন। হে রাজন্! ইহা ভিন্ন যে সকল পার্থিবগণ যুদ্ধে গমন করিবেন, পাণ্ডুপুত্রগণ তাঁহাদিগের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্ব স্ব অংশে কল্পনা করিবেন। ইহাঁদিগের সৈন্যগণ এইরূপ বিভাগক্রমে বিভক্ত হইয়াছে; এক্ষণে পুত্রগণের সহিত আপনার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা শীঘ্র সম্পাদন করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার দ্যূতাসক্ত দুর্ব্বুদ্ধি পুত্রগণ সমরভূমিতে মহাবল ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কদাচ জীবিত থাকিবে না। সমুদয় রাজগণ কালধর্ম্ম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পাবকপ্রবিষ্ট পতঙ্গসমূহের ন্যায় গাণ্ডীবহুতাশনে দগ্ধ হইবে। মদীয় সৈন্যগণ কৃতবৈর মহাত্মা

পাণ্ডবগণের যুদ্ধে ভগ্ন হইয়া, পলায়ন করিলে, কে তাহাদের অনুগামী হইবে ? পাণ্ডবগণ সকলে অতিরথ, শৌর্য্যশালী, কীর্ত্তিমান্, প্রতাপবান্, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী এবং সমরবিজয়ী। যুধিষ্ঠির যাহাদিগের নেতা, মধুসূদন রক্ষাকর্ত্তা, এবং সব্যসাচী, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও তাহার ভ্রাতৃগণ, সাত্যকি, দ্রুপদ, দুর্জ্জয়, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্রদেব, বিরাটতনয় উত্তর, বভ্রু, কাশী, চেদি, মৎস্য, সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ যাহাদিগের যোদ্ধা, সুররাজ ইন্দ্রও যাহাদিগের অধিকৃত পৃথিবী হরণ করিতে সমর্থ হন না, যে রণধীর ব্যক্তিরা পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারেন, হে সঞ্জয়! আমার দুর্ব্বুদ্ধি তনয়গণ সেই সমস্ত সর্ব্বগুণসম্পন্ন অমানুষপ্রতাপশালী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক হইয়াছে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! আমরা এবং পাণ্ডবেরা উভয়েই একজাতীয় ও নরলোকনিবাসী; অতএব আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবগণের জয়াশা করিতেছেন? পাণ্ডবের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ সমস্ত দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত ও অশ্বত্থামা এই সমস্ত মহাধনুর্দ্ধর মহাতেজা বীরগণকে জয় করিতে সমর্থ হন না। শৌর্য্যশালী আর্য্য পৃথিবীপালগণ আমার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিলে, আমরা অবশ্যই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। পাণ্ডবেরা আমার সৈন্যগণকে প্রতিবীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত আমি পরাক্রম প্রভাবে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব। আমার প্রিয়ানুষ্ঠানসমুদ্যত নরপতিগণই তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিবে। মদীয় সুবিশাল রথদণ্ড ও সায়কসমূহে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অভিভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার এই পুত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কিন্তু যুদ্ধে যুধিষ্ঠিরের পরাভবসাধনে সমর্থ হইবে না। ভীষ্ম পাণ্ডব ও তদীয় পুত্রগণের বলবত্তা অবগত আছেন; এই জন্য যুদ্ধে তাঁহার অভিরুচি নাই। যাহা হউক, তুমি পুনরায় পাণ্ডবদিগের কার্য্য সকল কীর্ত্তন কর। কোন্ ব্যক্তি সেই মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবদিগকে ঘৃতাহুত হুতাশনের ন্যায় উদ্দীপিত করিতেছেন?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রতিনিয়ত পাণ্ডবদিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, হে বীরগণ! ভয় পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। যাহারা দুর্য্যোধনের অনুরোধে শস্ত্রসঙ্কুল তুমুল সংগ্রামে সমাগত হইবে, তিমি যেমন জল হইতে মৎস্যজাত গ্রহণ করে, সেইরূপ আমি একাকী তাহাদিগকে আক্রমণ করিব। অধিক কি, আমি বেলাবরুদ্ধ মহাসাগরের ন্যায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও দুর্য্যোধনকে নিরুদ্ধ করিব। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বীর! সপাঞ্চাল পাণ্ডবগণ তোমারই ধৈর্য্য ও বীর্য্যের প্রতি নির্ভর করিয়া আছেন। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মের সাতিশয় পক্ষপাতী এবং একাকী সমরসমাগত কৌরবগণের সংহারসাধনে সমর্থ, ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীতি আছে। তোমার বাক্যও আমাদের শ্রেয়স্কর; অতএব তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর। নীতিজ্ঞেরা কহিয়া থাকেন, যাঁহারা সমরপরাঙ্মুখ, শরণাগত ও পলায়নপর ব্যক্তিদিগকে সাহস প্রদান করিয়া, পুরুষকার সহকারে তাহাদের সম্মুখীন হন, সহস্র গুণ মূল্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ক্রয় করিবে। তোমার শৌর্য্য, বীর্য্য এবং পরাক্রমও সেইরূপ। অতএব তুমিই সমরে ভয়াভিভূত ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ করিবে।

ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিতেছেন এবং আমারও অন্তঃকরণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইতেছে, এমন সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন আমারে কহিলেন, হে সূত! তুমি গমন পূর্ব্বক জনপদবাসী যোদ্ধা বাহ্লিক, কৌরব ও প্রাতিপেয়গণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, ভীষ্ম এবং রাজা দুর্য্যোধনকে বল, তাঁহারা অবিলম্বে আগমন করুন।

মহারাজ! দেবরক্ষিত ধনঞ্জয় যেন আপনাদিগকে সংহার না করেন, এইজন্য কোন সাধু ব্যক্তি রাজা যুধিষ্ঠির সমীপে গমন করুন। আপনারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করুন। সত্যপরাক্রম ধনঞ্জয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় যোদ্ধা; তিনি এরূপ পরাক্রমশালী যে, দেবগণ তদীয় দিব্যরথ বরণ করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবে না, অতএব আপনারা সমরবাসনা পরিহার করুন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার মন্দমতি পুত্রগণ কৌমারব্রহ্মচারী ক্ষাত্রতেজঃসম্পন্ন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত সমর বাসনা করিতেছে, আমি বিলাপ করিলেও নিবৃত্ত হইতেছে না। হে দুর্য্যোধন! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; কোনপ্রকার যুদ্ধই প্রশংসনীয় নহে। অর্দ্ধ পৃথিবীতে তোমার প্রয়োজন কি? আপনার ও অমাত্যগণের জীবনরক্ষার্থ পাণ্ডবগণকে উপযুক্ত ভাগ প্রদান কর। মহাত্মা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করা সমস্ত কৌরবগণ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। হে বৎস! স্বীয় সেনাগণের প্রতি

দৃষ্টিপাত কর। ইহারা তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে; তুমি মোহবশত তাহা জানিতে পারিতেছ না। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, সঞ্জয়, সোমদত্ত, শল, কৃপাচার্য্য, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় ও ভূরিশ্রবা প্রভৃতি যে সকল বীরগণ শত্রুপীড়িত কৌরবগণের একমাত্র আশ্রয়, ইহাঁদিগের এবং আমার কাহারই যুদ্ধ করা অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি তাঁহাদের মতের অনুগত হও। তুমি আপনার ইচ্ছানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ না; কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি তোমাকে তদ্বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! আমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কাম্বোজ, কৃপ, বাহ্লিক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রবা অথবা আপনার অন্য কোন বীরের প্রতি নির্ভর করিতেছি না; আমি এবং কর্ণ এই উভয় বীর রণযজ্ঞ বিস্তার করিব। যুধিষ্ঠির এই যজ্ঞের পশু, রথ বেদী, খড়্গ স্রুব, গদা স্রুক্, কবচ যজ্ঞভূমি, অশ্ব হোতা, শর সকল দর্ভ ও যশ ঘৃত স্বরূপ হইবে। উভয়ে পিতৃপতির উদ্দেশে প্রাণিগণকে নিপাতিত করত রণযজ্ঞ সমাধান করিব। এবং পরিশেষে রাজলক্ষ্মীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া, প্রত্যাগমন করিব। হে তাত। আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন আমরা এই তিন জনে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিব, সন্দেহ নাই।

মহারাজ! হয় আমি পাণ্ডবগণকে সংহার করিয়া, এই পৃথিবী ভোগ করিব, না হয়, পাণ্ডবেরা আমাকে বিনষ্ট করিয়া, এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিবে। যদি জীবন, রাজ্য ও সমস্ত ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি পাণ্ডবগণের সহিত কদাচ মিলিত হইব না। সূচীর সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি বিধ্য হইতে পারে, তাহাও প্রদান করিব না।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভূপালগণ! আমি দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিলাম। এক্ষণে কেবল ইহাঁর নিমিত্ত শোক করিতেছি না; যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শমনভবনগামী দুর্য্যোধনের অনুগামী হইবে, তাহাদিগের জন্যও আমার শোক উপস্থিত হইতেছে। ব্যাঘ্র যেরূপ মৃগগণকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ পাণ্ডবগণ প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গকে বিনষ্ট করিবে। আমার বোধ হইতেছে, যোদ্ধৃপ্রধান দীর্ঘবাহু যুযুধান ভারতী সেনা আক্রমণ করত বিমর্দ্দিত করিবে। মাধব ধনঞ্জয়ের ক্ষীণ বল পুনরায় পূর্ণ করিবেন। সাত্যকি বীজবপনের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইবেন। অত্যুন্নত প্রাচীর সদৃশ বৃকোদর সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিত হইলে, সকলেই তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যখন অবলোকন করিবে, ভীমসেন পর্ব্বতোপম হস্তিগণকে নিপাতিত করিয়াছে; তাহাদিগের দন্ত সকল বিশীর্ণ ও কুম্ভ সকল বিদীর্ণ এবং শোণিতাক্ত হইয়াছে; তাহারা বিশীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছে, তখন ভীমসেনের আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া আমার বাক্য স্মৃতিপথে উপস্থিত হইবে। যখন ভীম রূপ অনলে হস্তী, রথ ও সৈন্যগণ দগ্ধ হইতেছে অবলোকন করিবে, তখনই আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ হইতে অনিষ্টাপাত উপস্থিত হউক ইহা আমার অভিপ্রেত নহে; কারণ তাহা হইলে তোমাদিগকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপতিত হইতে হইবে। যখন কৌরবকুল নির্ম্মূল হইয়া, ভীমসেনহস্তে নিপতিত হইয়াছে অবলোকন করিবে; তখন আমার বাক্য স্মরণ করিতে হইবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত ভূপাল সমক্ষে এইরূপ কহিয়া, পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর; উহা শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে যেপ্রকার অবলোকন করিয়াছি ও সেই মহাবীর-দ্বয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। হে রাজন্! সেই নরদেবদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, পাদাঙ্গুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম।যেস্থানে কৃষ্ণার্জ্জুন ও সত্যভামা এবং দ্রৌপদী অব-স্থিতি করিতেছেন,তথায় অভিমন্যু অথবা নকুল সহদেবও গমন করিতে পারেন না।তথায় ঐ মহাত্মারা মাধ্বীসুরাপানে উন্মত্ত উত্তম চন্দনে চর্চ্চিত ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রধারণপূর্ব্বক বিবিধ দিব্যা-লঙ্কারে ভূষিত হইয়া বহুরত্নবিচিত্রিত কাঞ্চনময় মহাসনে আসীন ছিলেন। দেখিলাম, অর্জ্জুনের ক্রোড়দেশে কেশবের, এবং দ্রৌপদী ও সত্যভামার ক্রোড়ে মহাত্মা অর্জ্জুনের পাদ দ্বয় সংস্থাপিত রহিয়াছে। অর্জ্জুন পাদ দ্বারা আমাকে সুবর্ণ পীঠ প্রদান করিলেন। কিন্তু আমি হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ করিয়া, ভূমিতলে উপবিষ্ট রহিলাম। পার্থ যখন পাদপীঠ হইতে পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলাম, তাহা ঊর্দ্ধরেখাবিশিষ্ট ও অতীব শুভলক্ষণাক্রান্ত। হে রাজন্! শ্যামবর্ণ, বৃহদাকার, তরুণবয়স্ক শালস্কন্ধ কৃষ্ণার্জ্জুনকে একাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। তাঁহারা যে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সদৃশ, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ এবং

কর্ণের আশ্রয়বলে তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। এরূপ নরদেবদ্বয় যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী সেই ধর্ম্মরাজের যে মনোরথ পূর্ণ হইবে, তাহা আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে। আমি অন্নপান ও বস্ত্রাভরণ দ্বারা সৎকৃত হইয়া ও মধুর সম্ভাষণাদি লাভ করত অঞ্জলিবন্ধপূর্ব্বক আপনার সন্দেশবাক্য নিবেদন করিলাম। তখন অর্জ্জুন ধনুর্গুণকিণাঙ্কিত হস্ত দ্বারা কেশবের শুভলক্ষণযুক্ত চরণ আনমন করিয়া তাঁহাকে বাক্য প্রয়োগ করিতে নিযোজিত করিলেন। সর্ব্বালঙ্কারভূষিত মহেন্দ্র সদৃশ বীর্য্যশালী বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া, আমাকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ভয়প্রদ মৃদু ও সুদারুণ বাক্য দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। আমিও কেশবের সেই উপদেশযুক্ত অথচ হৃদয়বিদারক বাক্য সকল শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

বাসুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি আমাদিগের বাক্যানুসারে জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন এবং কনিষ্ঠদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণের সমক্ষে মনীষী ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিবে যে, আপনার মহাভয় সমাগত হইয়াছে। আপনি এই সময় ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দান করত বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং পুত্রদারাদির সহিত আমোদ প্রমোদ, সৎপাত্রে অর্থ দান, অভিলষিত পুত্র লাভ এবং প্রিয়জন সকলের প্রিয়ানুষ্ঠান কর। যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠির বিজয়াভিলাষে ত্বরান্বিত হইয়াছেন। আমি দূরস্থ থাকাতে কৃষ্ণা যে "গোবিন্দ! গোবিন্দ!" বলিয়া রোদন করিয়াছিলেন; সেই ঋণ আমার হৃদয় হইতে অপনীত হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। মহাতেজস্বী গাণ্ডীব যাঁহার শরাসন আমা হইতে অভিন্ন সেই সব্যসাচীর সহিত তোমাদিগের শত্রুতা হইয়াছে। কাল-

পরীত না হইলে সাক্ষাৎ পুরন্দর মৎ সদৃশ পার্থকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি সংগ্রামে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে পারে, সে বাহু দ্বারা পৃথিবী বহন করিতে পারে, ক্রুদ্ধ হইয়া প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতে পারে এবং স্বর্গ হইতে দেবগণকেও নিপাতিত করিতে সমর্থ হয়। বস্তুতঃ, দেব, গন্ধর্ব্ব যক্ষ, অসুর, মনুষ্য এবং পন্নগগণ মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখা যায় না যে, সংগ্রামে অর্জ্জুনের অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হয়। বিরাটনগরে বহুসংখ্যক বীরগণের যে অদ্ভুতব্যাপার শ্রবণ করা যায়, ইহাই মহা-বীর ধনঞ্জয়ের বীর্য্যের প্রচুর দৃষ্টান্ত। অর্জ্জুন বল, বীর্য্য তেজ, শীঘ্রতা, লঘুহস্ততা, অবিষাদ ও ধৈর্য্যের একমাত্র আধার। হে রাজন্! যেরূপ বর্ষাকালে পাকশাসন আকাশে গভীর গর্জ্জন পূর্ব্বক বারিধারা বর্ষণ করেন,সেইরূপ হৃষীকেশ অর্জ্জু-নকে উত্তেজিত করিয়া এই সকল বাক্য কহিলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমহর্ষণ বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষু নরেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করত তাহার দোষগুণ পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতগণের জয়াভিলাষী বিচক্ষণ মহীপতি, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে দোষগুণ বিবেচনা করিয়া, ন্যায়ানুসারে উভয় পক্ষের বলাবল অবধারিত করত তিন প্রকার শক্তির সংখ্যা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণকে দেব

ও মানুষ শক্তিসম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অল্পশক্তিমান্ বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি চিরকালই এইরূপ চিন্তা করিতেছি. আমার অন্তঃকরণ হইতে কিছুতেই ইহা অপনীত হইতেছে না, ইহা আনুমানিক নহে, আমি প্রত্যক্ষই অনুভব করিতেছি। পুত্রের প্রতি সকলেই স্নেহ প্রকাশ এবং যথাসাধ্য তাহাদিগের প্রিয় ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে; উপকারী ব্যক্তিগণের প্রতি প্রায়ই এইরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব পাণ্ডবগণের পিতা ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি দেবগণ আহূত হইলে, তাঁহাদিগের সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই। হুতাশন খাণ্ডবারণ্যে অর্জ্জুনকৃত উপকার স্মরণ পূর্ব্বক কুরুপাণ্ডবসমরে পাণ্ডবগণের সাহায্য করিবেন! বোধ হয়, দেবগণ পাণ্ডবগণকে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইবেন। পাণ্ডবগণ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং বীর্য্যবান্; দেবগণ তাঁহাদিগের সাহায্য করিলে কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। যাঁহার দিব্যগাণ্ডীব ধনু ভয়ঙ্কর, বরুণদত্ত তূণীরদ্বয় অক্ষয়শরপরিপূর্ণ, যাঁহার রথগতি ধূমের ন্যায় নির্লিপ্ত, যাঁহার ধ্বজ বানরচিহ্নিত, যিনি সমুদয় মেদিনীমণ্ডলে অদ্বিতীয়, যাঁহার জলদগম্ভীর সিংহনাদ বজ্রধ্বনির ন্যায় শত্রুগণের হৃৎকম্প উপস্থিত করে; লোক সমুদয় যাঁহাকে অদ্ভুতবীর্য্যশালী, সমস্ত ভূপালগণ যাঁহাকে দেবগণের জেতা বলিয়া অবগত আছেন, যিনি নিমেষমধ্যে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ, পরিত্যাগ ও দূরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মদ্রাধিপতি শল্য ও অন্যান্য অমরগণ যাঁহাকে অলৌকিকপরাক্রমশালী রাজগণেরও অপরাজেয় ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় ভুজবলসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি এই

তুমুল সংগ্রামে মহাধনুর্দ্ধর মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র সদৃশ পরাক্রমশালী সেই ধনঞ্জয়কে যেন সংহারোদ্যত বোধ করিতেছি। হে পুত্র! আমি দিবারাত্র এইরূপ চিন্তাসক্ত হইয়া, নিদ্রা ও সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই যুদ্ধে নিশ্চয় কুরুকুল বিনষ্ট হইবে; সন্ধি ব্যতিরেকে ইহা নিবারিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্য পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিতেই সমুৎসুক হইয়াছি। পাণ্ডবগণ কৌরবগণ হইতে সমধিক বলশালী,অতএব ইহাঁদের সহিত যুদ্ধ করা কোন মতেই আমার অভিপ্রেত নহে।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন পিতার এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপরবশ হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে তাত! দেবগণ পাণ্ডবগণের সহায়, এইজন্য তাহাদিগকে অজেয় বোধ করিয়া আপনার যে ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করুন। পূর্ব্বে দ্বৈপায়ন ব্যাস, মহাতপা নারদ ও জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই পৌরাণিক কথা কহিয়াছেন যে, দেবগণ কাম, দ্বেষ, লোভ, দ্রোহপরিত্যাগ ও সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, দেবত্ব লাভ করিয়াছেন; অতএব তাঁহারা মানুষের ন্যায় কাম, ক্রোধ, লোভ অথবা দ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া, কোন কার্য্য করিবেন না। যদি অগ্নি, বায়ু, ধর্ম্ম, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমার ইহাঁরা কামনাপরতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে এতাদৃশ কষ্ট ভোগ করিতে হইত না। এই সকল দেব-

গণ সতত দৈববিষয়েই অনুরক্ত; অতএব আপনি চিন্তা করিবেন না। যদি দেবগণ কামযোগবশীভূত হইয়া, লোভ বা দ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে, নিঃসন্দেহ তাঁহাদিগের দেবত্বের ও পরাক্রমের হানি হইবে।

হে তাত! কেবল পাণ্ডবগণ যে দৈববলে বলবান্ এমত নহে; আমিও প্রতিদিন অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকি। তিনি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া, সকল লোককে ভস্মীভূত করিবার নিমিত্ত প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। দেবগণ যেরূপ পরমতেজস্বী, তাঁহাদিগের প্রসাদে আমিও, সেই প্রকার তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বিদীর্য্যমাণ বসুধা ও গিরিশিখরকে আহ্বান করিয়া, দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারি। এই চেতনাচেতন স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত যে শিলাবর্ষণ ও সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দ করত আবির্ভূত হয়, আমি ভূতগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশ করত তাহা পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে পারি। আমার কৃত জলস্তম্ভের মধ্য দিয়া রথী ও পদাতিগণ গমন করিতে পারে। আমিই দেবাসুর প্রভৃতি জীবের প্রবর্ত্তক। আমি অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে যে সকল দেশে গমন করিবার অভিলাষ করি, আমার অশ্বগণ স্বয়ংই সেই সকল স্থানে গমন করিতে পারে। আমার রাজ্যে ভুজঙ্গ প্রভৃতি কোনপ্রকার ভীষণ জন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না। হিংস্র জন্তুগণ অত্রত্য মন্ত্ররক্ষিত জীবগণের হিংসা করে না। পর্য্যন্য যথা সময়ে প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন। প্রজা সকল ধর্ম্মপরায়ণ। আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। অতএব অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র এবং ধর্ম্ম সমস্ত দেবগণের সহিত আমার বিপক্ষগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ইহাঁরা আমার শত্রুগণকে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে ত্রয়োদশ বৎসর দুঃখ

ভোগ করিতে হইত না। হে তাত! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি রাক্ষস কেহই আমার শত্রুগণকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। আমি মিত্র বা শত্রুর বিষয়ে যখন যাহা চিন্তা করিয়া থাকি, তাহা শুভই হউক, আর অশুভই হউক, তদ্দ্বারা কদাচ আমার অনিষ্ট হয় না। হে পরন্তপ! আমি পূর্ব্বে যখন যাহা কহিয়াছি, কখন তাহার অন্যথা হয় নাই; অতএব আমাকে সত্যবাদী বলিয়া জানিবেন। সকল ব্যক্তিই আমার এই সর্ব্বদেশপ্রসিদ্ধ মাহাত্ম্যের সাক্ষী। আমি কেবল আপনাকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্তই এইরূপ কহিতেছি; আত্মশ্লাঘা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পূর্ব্বে আর কখন আত্মশ্লাঘা করি নাই। অসাধু ব্যক্তিরাই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকে। হে তাত! আপনি শ্রবণ করিবেন যে, আমি পাণ্ডব, মৎস্য, পাঞ্চাল, কেকয়, সাত্যকি ও বাসুদেবকে পরাজিত করিয়াছি। যেরূপ নদী সাগরপ্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাণ্ডবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই বিনষ্ট হইবে। আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্য্য, বিদ্যা ও উপায় তাহাদিগের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল যে সমস্ত বিদ্যা অবগত আছেন, তৎ সমুদয়ই আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

অরিন্দম রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে দুর্য্যোধনের এই সকল বাক্য কহিয়া, যুদ্ধাভিলাষী পাণ্ডবগণের কার্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

—০—
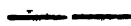
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃত-রাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন সময়ে কর্ণ সভামধ্যে কৌরবগণের হর্ষোৎপাদনার্থ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে মিথ্যা প্র-তিজ্ঞা করিয়া পরশুরাম হইতে ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তৎকালে কহিয়াছিলেন, যে এই সকল ব্রহ্মাস্ত্র অন্তকালে তোমার স্মৃতিগোচর হইবে না। আমার মহাপরাধ নিবন্ধন সেই মহর্ষি আমাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন। সেই উগ্রতেজা মহর্ষি সসাগরা মেদিনীমণ্ডলকেও ভস্মীভূত করিতে পারেন। পরে আমি শুশ্রূষা ও পৌরুষ দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলাম। হে রাজন্! এক্ষণে আমার অন্তকাল উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সেই সকল অস্ত্র আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় রহিয়াছে। অতএব আমিই অর্জ্জুনকে জয় করিবার ভার গ্রহণ করিলাম। আমি সেই মহাত্মা মহর্ষির নিমেষমাত্রের প্রসাদে পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্যগণ ও পুত্র পৌত্রের সহিত পাণ্ডবগণকে বিনষ্ট করিয়া, শস্ত্রজিত লোক সকল হস্তগত করিব। পিতামহ, দ্রোণ, ও অন্যান্য নরপতিগণ আপনার নিকট অবস্থিতি করুন। আমি প্রধান সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব-গণকে নিহত করিব; এই ভার গ্রহণ করিলাম।

কর্ণ এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে ভীষ্ম তাঁহাকে কহি-লেন, হে কালপরীতবুদ্ধে! প্রধান ব্যক্তিরা বিনষ্ট হইলে, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, ইহা কি তুমি অবগত

নহ ? অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে খাণ্ডবদহনসময়ে যে কার্য্য করিয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করিয়া তুমি বন্ধুগণের সহিত আত্মাকে সংযত কর। ত্রিদশাধিপতি মহাত্মা ভগবান্ মহেন্দ্র তোমাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তুমি সমরে কেশবচক্রে আহত হইয়া ভস্মীভূত হইতে দেখিবে। তোমার সর্পমুখ সদৃশ যে সকল শর প্রদীপ্ত হইতেছে, তুমি মনোহর মাল্য দ্বারা সর্ব্বদা যাহাদের পূজা করিয়া থাক, সেই সমস্ত শর পাণ্ডবশরজালে প্রতিহত হইয়া তোমার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। বাণ ও নরকাসুরঘাতী বাসুদেব অর্জ্জুনকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি সংগ্রামে তোমাদের ন্যায় প্রধান প্রধান যোদ্ধৃবর্গকে বিনষ্ট করিবেন।

অনন্তর কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি বৃষ্ণিপতি মহাত্মা বাসুদেবের বিষয় যেরূপ কীর্ত্তন করিলেন, তিনি তদ্রূপ বা তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি যে সকল পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার ফল শ্রবণ করুন। হে পিতামহ! আমি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম, আপনি সংগ্রামে বা সভামধ্যে কদাচ আমাকে দেখিতে পাইবেন না। আপনি মানবলীলা সংবরণ করিলে, ভূপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন।

মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ এই কথা কহিয়া, তৎক্ষণাৎ সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। তখন কুরুপ্রবীর ভীষ্ম সহাস্য বদনে কৌরবগণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! সত্যপ্রতিজ্ঞ সূতপুত্র কর্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ভীষ্ম নিধন প্রাপ্ত না হইলে, তিনি শস্ত্র গ্রহণ করিবেন না। অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন না, বলিয়াই কি ভীমসেন তোমাদিগের সমক্ষে ব্যূহরচনা পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিয়া, লোক ক্ষয় করিবেন? আমি অবন্তি-

রাজ, কলিঙ্গরাজ, জয়দ্রথ ও বাহ্লিকের সমক্ষে প্রতিদিন সহস্র সহস্র অযুত অযুত যোদ্ধাকে সংহার করিব। পুরুষাধম কর্ণ যখন ভগবান্ পরশুরামের নিকট আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া, অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তখনই উহার ধর্ম্ম ও তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছে।

পিতামহ ভীষ্ম এই কথা কহিলে এবং সূতপুত্র কর্ণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! পাণ্ডবগণ ও আমরা উভয়েই মনুষ্য; অতএব আপনি কি নিমিত্ত কেবল পাণ্ডবগণের জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন? আমরা এবং তাহারা উভয়েই বীর্য্য, পরাক্রম, বয়স, প্রতিভা, শাস্ত্রবিজ্ঞান, যোধগণের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র, শীঘ্রতা, কৌশল ও জাতি সকল বিষয়েই সমান; তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, পাণ্ডবগণই জয়লাভ করিবে? হে পিতামহ! কি দ্রোণ, কি কৃপ, কি বাহ্লিক, কি অন্যান্য ভূপতিগণ, আমি ইহাঁদিগের মধ্যে কাহার প্রতিও নির্ভর করিতেছি না; কেবল নিজপরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য করিব। আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা তিনজনে নিশিত শরসমূহ দ্বারা পাণ্ডবগণকে সংহার করিয়া, বহুদক্ষিণ বহুবিধ মহাযজ্ঞ, গো, অশ্ব ও ধন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিব। যেমন মৃগশাবক তন্তু দ্বারা অনায়াসে আকৃষ্ট হয়, যেরূপ নাবিক-

বিহীন নৌকা স্রোত দ্বারা আবর্ত্তে পতিত হয়; সেইরূপ যখন পাণ্ডবগণ আমার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে, যখন তাহারা রথনাগসমাকুল সৈন্যগণকে অবলোকন করিবে, তখনই তাহাদের ও বাসুদেবের গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! নিশ্চয়দর্শী বৃদ্ধগণ ইহ-লোকে ব্রাহ্মণগণের দমগুণকেই ধর্ম্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা ও সিদ্ধি যথাবৎ উপপন্ন হয়। সেই দমগুণ দান, তপ, জ্ঞান এবং অধ্যয়নের অনুগামী হইয়া থাকে। দমগুণ অতি পবিত্র; উহা দ্বারা তেজ বর্দ্ধিত হয়; তেজ বর্দ্ধিত হইলে, পাপ সকল বিনষ্ট হয়; পাপ বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে। লোকে রাক্ষস হইতে যেপ্রকার ভীত হইয়া থাকে, অদান্ত ব্যক্তি-দিগের নিকট সেইরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ স্বয়ম্ভু উহাদিগের দমন করিবার নিমিত্তই ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াছেন। চতুর্ব্বিধ আশ্রমীরই পক্ষে দমব্রত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। হে রাজন্! এক্ষণে দমগুণশালী ব্যক্তিদিগের লক্ষণ শ্রবণ করুন। ক্ষমা, ধৃতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, সারল্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধৈর্য্য, মৃদুতা, লজ্জা, স্থৈর্য্য, অকৃ-পণতা, অক্রোধ, সন্তোষ ও শ্রদ্ধা এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরাই দান্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকেন। দান্ত ব্যক্তি কাম, ক্রোধ, লোভ, দর্প, নিদ্রা, আত্মশ্লাঘা, অভিমান, ঈর্ষ্যা, এবং শোকের সেবা করেন না। যিনি নির্লোভী, কামনা-বিহীন ও সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, তিনি দান্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হন। যিনি সদাচারপরায়ণ, শীলসম্পন্ন, প্রসন্নচিত্ত, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ ও পণ্ডিত; তিনি ইহলোকে সম্মান ও পর-লোকে সদগতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি অন্য লোক হইতে ভীত হন না ও অন্য ব্যক্তিরাও যাঁহার নিকট ভয়

প্রাপ্ত হয় না; তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধান মনুষ্য বলিয়া বিখ্যাত। তিনি সকল জীবগণের হিতকারী; তাঁহা হইতে কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। তিনি প্রজ্ঞা দ্বারা তৃপ্তি লাভ করত সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শান্ত হইয়া থাকেন। দম ও শমগুণযুক্ত পুরুষেরা সাধুগণের আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া আনন্দিত হন। যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া, সকল কার্য্য পরিহার পূর্ব্বক সময় প্রতীক্ষা করত ইহলোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারেন। যেরূপ আকাশে শকুনির সঞ্চরণপথ লক্ষিত হয় না, সেইরূপ প্রজ্ঞাতৃপ্ত মুনিগণের বর্ত্ম লক্ষিত হইবার নহে। যিনি গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গে তেজোময় লোক সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

হে নররাজ! আমি পূর্ব্বতন ব্যক্তিদিগের নিকট শ্রবণ করিয়াছি; কোন ব্যাধ পক্ষী ধরিবার আশয়ে ভূমিতলে পাশযোজন করিয়াছিল। তাহাতে দুইটী সহচর পক্ষী যুগপৎ পতিত ও বদ্ধ হইবামাত্র সেই পাশ গ্রহণ করিয়া, আকাশপথে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে ব্যাধ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে; এমন সময়ে আশ্রমোপবিষ্ট কৃতাহ্নিক কোন তপস্বীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তখন সেই ঋষিবর ব্যাধকে আকাশগামী শকুন্তদ্বয়ের অনুসরণ করিতে দেখিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শাকুনিক! পক্ষীরা আকাশপথে গমন করিতেছে, তুমি

ভূতলে তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি।

ব্যাধ কহিল,হে মহর্ষে! এই পক্ষিদ্বয় একত্র হইয়া আমার পাশ অপহরণ করিয়া গমন করিতেছে, উহারা যখন পরস্পর বিবাদ করিবে তখনই আমার বশবর্ত্তী হইবে।

অনন্তর সেই দুর্ব্বুদ্ধি পক্ষিদ্বয় পরস্পর বিবাদ করিয়া ভূতলে পতিত হইবামাত্র শাকুনিক অজ্ঞাতসারে সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিল। এইরূপ, যে সকল জ্ঞাতিরা অর্থের নিমিত্ত পরস্পর বিরোধে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে ঐ বিবাদপরায়ণ পক্ষিদ্বয়ের ন্যায় অমিত্রগণের বশীভূত হইতে হয়। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও পরস্পর সহবাস জ্ঞাতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কদাচ বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। যে সকল সুমনা ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের উপাসনা করেন, তাঁহারা সিংহরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্যের অনভিভবনীয় হন। হে ভরতর্ষভ! যিনি সতত অর্থ লাভ করিয়াও দীনের ন্যায় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার শ্রী শত্রুগণকে প্রদান করেন। জ্ঞাতিগণ উল্মুকের ন্যায়; যখন তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান করেন, তখন কেবল প্রধূমিত হন, এবং একত্রিত হইলেই প্রজ্বলিত হইয়া থাকেন।

হে রাজন্! আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় করুন।

একদা আমরা কতকগুলি কিরাত এবং দেবতুল্য মন্ত্রযন্ত্রাদি ও ঔষধপ্রসাধনাদির বৃত্তান্তাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত চতুর্দ্দিকে লতাপরিবৃত উজ্জ্বল ওষধিসমূহে সুশোভিত সিদ্ধগন্ধর্ব্বনিষেবিত গন্ধমাদনে গমন করিতে করিতে মরুপ্রপাত মধ্যে কুম্ভপরিমিত পীতবর্ণ অমাক্ষিক মধু সঞ্চিত রহিয়াছে অবলোকন

করিলাম। তখন মন্ত্রসিদ্ধ সেই সকল ব্রাহ্মণ কহিলেন, উহা যক্ষপতি কুবেরের সাতিশয় প্রীতিকর,আশীবিষগণ উহার রক্ষা করিয়া থাকে।উহা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অমরত্ব প্রাপ্ত হয়,অচক্ষু ব্যক্তি চক্ষু ও বৃদ্ধ যৌবন লাভ করে। কিরাতগণ উহা দর্শন করত সাতিশয় লোলুপ হইয়া, গমন করিবামাত্র সেই সসর্প গিরিগহ্বরে নিপতিত ও বিনষ্ট হইল। সেইরূপ, আপনার পুত্র একাকী এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে অভিলাষ করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে যে পতন হইবে তাহা মোহবশত বিবেচনা করিতেছেন না। দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু ইহাঁকে তাদৃশ বীর্য্যশালী বলিয়া বোধ হয় না। যে অর্জ্জুন একাকী রথারোহণ পূর্ব্বক সমস্ত মেদিনীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ যে বিরাটনগরের যুদ্ধে ভীত হইয়া ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন? তিনি কেবল সমরপ্রতীক্ষায় আপনার বীক্ষণ সহ্য করিতেছেন। মহারাজ দ্রুপদ, মৎস্যরাজ ও ধনঞ্জয় সংক্রুদ্ধ হইলে, বায়ুসহকৃত হুতাশনের ন্যায় সকলকেই নিঃশেষিত করিবেন। অতএব আপনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে অঙ্কগত করুন, যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যে জয়লাভ হয়, এমত নহে।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমার বাক্যে মনোযোগ কর, অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথকে কুপথ বিবেচনা করিও না। তুমি পঞ্চভূত সদৃশ পঞ্চ পাণ্ডবের তেজ অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু পরম ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠিরকে কদাচ পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। বরং তোমাকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। কুন্তীনন্দন ভীমসেনের সদৃশ বলশালী মহাবীর দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃক্ষ যেরূপ প্রবল বায়ুর প্রতি স্পর্দ্ধা করে, তুমিও সেইরূপ সংগ্রামে কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেনের প্রতি তর্জ্জন করিতেছ। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শিখরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু সদৃশ ও সমস্ত অস্ত্রধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে? পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ইন্দ্রাশনিনিক্ষেপের ন্যায় শরসমূহ বিস্তার করিয়া, কোন্ ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারেন? পাণ্ডবগণের পরম হিতৈষী অন্ধক ও বৃষ্ণিগণের প্রিয়তম সাত্যকিই তোমার সৈন্যগণকে সংহার করিবেন। যিনি ত্রিভুবন মধ্যে অদ্বিতীয়, কোন্ ব্যক্তি সেই কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তিনি এক দিকে স্ত্রী, জ্ঞাতি বন্ধু, আত্মা ও পৃথিবী, অন্য দিকে একমাত্র ধনঞ্জয় এই উভয়কে তুল্য বিবেচনা করেন। পাণ্ডবগণ যেখানে অবস্থিতি করেন, দুর্দ্ধর্ষ বাসুদেবও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। অতএব বাসুদেব যাহাদিগের সহায়, পৃথিবীও তাহার বল সহ্য করিতে সমর্থ হন না।

হে বৎস! সাধু অর্থবাদী সুহৃদ্গণের বাক্যানুসারে অব-

স্থিতি কর, বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের বাক্যে মনোনিবেশ কর; আমি কুরুগণের অর্থদর্শী, আমার বাক্য শ্রবণ কর, এবং আমার সদৃশ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহ্লিকের সম্মান রক্ষা কর। ইহাঁরা সকলে ধর্ম্মশীল ও স্নেহবান্। বিরাট-নগরে ত্বদীয় ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হইয়া গো সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে পলায়ন করিয়াছিল, এবং অন্য যে সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, এক ব্যক্তি যে বহু ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, উহাই তাহার পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। দেখ, একাকী ধনঞ্জয় সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে; তাহারা সকলে একত্রিত হইলে কি না করিতে পারে? অতএব তাহাদিগের সহিত সৌভ্রাত্রস্থাপনপূর্ব্বক ভরণীয় ব্যক্তিবর্গের পরিপালন কর।

—⁘ ⁘ ⁘—

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাপ্রাজ্ঞ মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সঞ্জয়! বাসুদেবের পর অর্জ্জুন যাহা কহিয়াছিলেন, তাহার অবশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সঞ্জয় কহিলেন, ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাতে আমাকে কহিলেন, হে সঞ্জয়! পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, শকুনি, দুঃশাসন, শল্য, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়ৎসেন, অবন্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, দুর্ম্মুখ, সিন্ধুরাজ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ

এবং দুর্য্যোধন অন্য যে সমস্ত মুমূর্ষু রাজগণকে প্রদীপ্ত পাণ্ড-বাগ্নিতে হোম করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেন,আমার কথানুসারে তাঁহাদিগকে ন্যায়ানুগত কুশল জিজ্ঞাসা ও অভিবাদন করত ভূপালগণের সাক্ষাতে পাপকর্ম্মা ক্রোধ-পরায়ণ দুর্ম্মতি লুব্ধস্বভাব দুর্য্যোধনকে ও তাহার অমাত্য-দিগকে এই কথা কহিবে।

তিনি এইরূপ বলিয়া নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ করত বাসুদে-বের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি মহাত্মা মধুসূদনের নিকট যেপ্রকার শ্রবণ করিলে এবং আমি তোমাকে যেপ্রকার কহিলাম, সকল রাজগণ একত্রিত হইলে উহাই অবিকল কহিবে,এবং বলিবে যে, এই যুদ্ধে রথ-রূপ সমীরণোদ্ধূত শররূপ অনলে শরাসন রূপ স্রুব দ্বারা যেন হোমক্রিয়া সম্পন্ন না হয়; তোমরা তন্নিমিত্ত সযত্ন হও, নচেৎ অমিত্রঘাতী যুধিষ্ঠিরকে অভিলষিত অংশ প্রদান কর; যদি ইহাতে অসম্মত হও, তাহা হইলে নিশিত শর প্রহার দ্বারা অশ্ব,পদাতি ও কুঞ্জরের সহিত তোমাদিগকে প্রেতরাজ-ভবনে প্রেরণ করিব।

অনন্তর আমি আপনাদিগকে সেই সকল বাক্য জ্ঞাত করিবার নিমিত্ত ধনঞ্জয়কে আমন্ত্রণ ও বাসুদেবকে নমস্কার করত ত্বরান্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করি-য়াছি।

—॥০॥—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধার্ত্তরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন সঞ্জয়বাক্যে অভিনন্দন না করিলে ও অন্যান্য

লোক সকল মৌনী হইয়া রহিলে, তত্রত্য সমস্ত ভূপাল গাত্রোত্থান করিলেন। তখন পুত্রবশবর্ত্তী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের জয়াশঙ্কা করিয়া, সেই নির্জন স্থানে বিপক্ষগণ, অন্যান্য লোক ও আপনাদের চেষ্টা সমস্ত সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। হে সঞ্জয়! আমাদিগের সৈন্য-মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও কোন্ ব্যক্তি অপকৃষ্ট আর তুমি পাণ্ডব-গণের বিষয়ও উত্তম রূপে অবগত আছ, অতএব তাহাদি-গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও কোন্ ব্যক্তিই বা অপকৃষ্ট তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তুমি উভয় পক্ষের সার-বিৎ, সর্ব্বদর্শী, ধর্ম্মার্থকুশল ও নিশ্চয়জ্ঞ, এজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাণ্ডব ও কৌরবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, কোন্ পক্ষ বিনষ্ট হইবে?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি কদাচ নির্জনে আপ-নাকে কোন কথা কহিব না; তাহাতে আপনার মনে অসূ-য়ার উদয় হইতে পারে। অতএব মহাব্রতপরায়ণ ব্যাসদেব ও দেবী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তাঁহারা ধর্ম্মশীল, নিপুণ ও নিশ্চয়জ্ঞ। তাঁহারা আপনার অসূয়া দূরীকৃত করিতে পারিবেন। আমি তাঁহাদের সমক্ষে আপনারে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের মত সমস্ত নিবেদন করিব।

বিদুর এই কথা শ্রবণ করিয়া, অনতিবিলম্বে গান্ধারী ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করিলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর সহিত সভাপ্রবেশপূর্ব্বক আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের ও সঞ্জয়ের মত অবগত হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের সমস্ত বিষয় অবগত আছ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র সেই বিষয়ের যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা কীর্ত্তন কর।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

—।০।—

সঞ্জয় কহিলেন,হে মহারাজ ! পরমার্চ্চনীয় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ও বাসুদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছেন, ইহাঁদিগের প্রসাদেই ব্রহ্মত্বলাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুদেবের চক্রের অভ্যন্তর ভাগ এক ব্যামবিস্তৃত; কিন্তু উহা মায়াবলে যথেচ্ছ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ঐ চক্র কৌরবগণের সংহারক ও পাণ্ডবগণের প্রিয়তম ; উহা সকলেরই সারাসার জ্ঞাত· হইবার নিমিত্ত তেজ দ্বারা সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকে। মহা-বল বাসুদেব অনায়াসে নরক, শম্বর, কংস ও চৈদ্যাসুরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শ্রেষ্ঠরূপ সামর্থ্যশালী পুরুষোত্তম কেশব মনে করিলেই পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ আত্মবশীভূত করিতে পারেন।

হে রাজন্ ! আপনি পাণ্ডবগণের সারাসার জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত যাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। জগতে যে সমস্ত সারবান্ পুরুষ আছেন ; জনার্দ্দন তৎসর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এক দিকে সমস্ত জগৎ, অন্য দিকে জনার্দ্দন অবস্থান করিলে সমান বোধ হয়। বাসুদেবের ইচ্ছামাত্রে এই সমস্ত জগৎ ভস্মীভূত হইতে পারে। কিন্তু সমস্ত জগৎ একত্রিত হইলে তাঁহাকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে সত্য, সারল্য, ধৰ্ম্ম এবং লজ্জা অবস্থিত থাকে ; ভগবান্ বাসুদেব সেই স্থানেই অব-স্থিতি করেন এবং সেই খানেই জয়। সর্ব্বভূতাত্মা বাসুদেব অনায়াসে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ সঞ্চালিত করিতে পারেন। তিনি পাণ্ডবগণকে উপলক্ষ করিয়া লোক সমু-

দয়কে সম্মোহিত করত আমার অধর্ম্মনিরত মূঢ় পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ভগবান্ কেশব আত্ম-যোগপ্রভাবে কালচক্র, জগৎচক্র এবং যুগচক্র নিয়ত পরি-বর্ত্তন করিতেছেন। আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি, সেই ভূতভাবন ভগবান্ কাল, মৃত্যু, জঙ্গম ও স্থাবরসমূহের অধী-শ্বর। কৃষক যেরূপ ধান্যাদি বর্দ্ধন করিয়া স্বয়ং ছেদন করে; সেইরূপ মহাযোগী হরি এই নিখিল বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও জীবগণকে সংহার করেন। তিনিই মহামায়াপ্রভাবে সকলকে বঞ্চিত করিতেছেন। যে সকল মানব তাঁহাকে লাভ করেন; তাঁহাদিগকে মুগ্ধ হইতে হয় না।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি সেই সর্ব্বলোক-মহেশ্বর মাধবকে কি প্রকারে অবগত হইলে? আমিই বা কি জন্য তাঁহাকে অবগত হইতে পারিতেছি না, ইহা তুমি আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি বিদ্যাহীন বিষয়া-ন্ধকারে অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, এইজন্য ভগবান্ বাসুদেবকে অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না। আমি কৃতবিদ্য, এই নিমিত্ত যুগত্রয়ের অধিষ্ঠানভূত নিখিলবিশ্বকর্ত্তা স্বতঃসিদ্ধ ভগবান্ বাসুদেবকে অবগত হইতেছি। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে অবগত হইতেছ, তাহা কিরূপ? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি মায়ার সেবা বা বৃথা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই;

কেবল ভক্তি সহকারে বিশুদ্ধ ভাবসম্পন্ন হইয়া শাস্ত্রে তাঁহাকে বিদিত হইতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! সঞ্জয় আমাদের পরমাত্মীয়, অতএব তুমি কেশবের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হও। দুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাত! দেবকীনন্দন ভগবান্ কেশব যদি অর্জ্জুনের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া সকল লোক সংহারে সমুদ্যত হন, তাহা হইলেও আমি অদ্য কেশবসন্নিধানে গমন করিব না। তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, গান্ধারি! তোমার দুর্ম্মতি পুত্র দুর্য্যোধন ঈর্ষ্যাপরায়ণ, অভিমানী ও উপদেশগ্রহণে বিমুখ; অতএব উহাকে অচিরাৎ শমন ভবনে গমন করিতে হইবে।

গান্ধারী কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তুমি বৃদ্ধগণের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, ঐশ্বর্য্য, জীবন এবং পিতামাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণের প্রীতি বর্দ্ধন ও আমাকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএব তুমি ভীমসেনহস্তে নিহত হইয়া পিতৃবাক্য স্মরণ করিবে।

অনন্তর ব্যাসদেব কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! তুমি আমার সাতিশয় প্রিয়পাত্র, এক্ষণে আমি তোমার নিকট কৃষ্ণের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর; তুমি ইহা একাগ্রচিত্ত হইয়া, শ্রবণ করিলে মহদ্ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। যিনি তোমাকে শ্রেয়স্কর কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই সঞ্জয় ভগবান্ বাসুদেবকে সম্যক্ অবগত আছেন। যাহারা ক্রোধ ও হর্ষ পরায়ণ, স্বীয় ধনে অসন্তুষ্ট ও কামাদি বিবিধ পাশে সংযত; তাহারা অন্ধ কর্ত্তৃক নীত অন্ধের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মবলে নীত হইয়া বারম্বার শমনভবনে গমন করে। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম লাভের একমাত্র পথ। মনীষিগণ

এই পথ অবলম্বন করিয়া, মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি যে পথ অবলম্বন করিয়া, সিদ্ধি লাভ করিতে পারি সেই ভয়শূন্য পথ কিরূপ তুমি আমার নিকট উহা কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অজিতাত্মা ব্যক্তি সেই নিত্য সিদ্ধ জনার্দ্দনকে জ্ঞাত হইতে কদাচ সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ না করিয়া, কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা দুষ্কর; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অপ্রমাদ ও অহিংসা এই কয়েকটী জ্ঞানের কারণ; অতএব আপনি আলস্য পরিহার পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সযত্ন হউন। আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ পরিচ্যুত না হয়। আপনি ইন্দ্রিয় সমস্ত বশীভূত করুন। ব্রাহ্মণগণ ইন্দ্রিয়নিগ্রহকেই জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। মনীষিগণ এই জ্ঞান রূপ পথই অবলম্বন করেন। হে রাজন্! ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি আগম ও যোগবলে প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি পুনরায় আমার নিকট কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন কর, তাঁহার নাম ও কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া সেই পুরুষোত্তমকে লাভ করিতে পারিব।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অপ্রমেয়, তথাপি তাঁহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ, তেজোময় ও দেবযোনি বলিয়া তাঁহার নাম

বাসুদেব। তিনি সর্ব্বব্যাপী বলিয়া বিষ্ণুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি মৌন, ধ্যান ও যোগপ্রভাবে মা অর্থাৎ আত্মার উপাধিভূত বুদ্ধি বৃত্তিকে ধবন অর্থাৎ দূরী-করণ করিয়াছেন বলিয়া মাধব এবং সর্ব্বতত্ত্বের পরিজ্ঞান ও মধুদৈত্যের সংহার দ্বারা মধুসূদন নামে কীর্ত্তিত হন। কৃষি-শব্দের অর্থ সত্ত্বা ও ন শব্দের অর্থ আনন্দ; তিনি আনন্দ স্বরূপ ও সৎস্বরূপ বলিয়া কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। পুণ্ডরীকশব্দে পরম ধাম ও অক্ষ শব্দে অব্যয়, তিনি সেই পরমস্থানে বাস করেন, ও ক্ষয়হীন বলিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি দস্যুগণের ভয়োৎপাদন করেন বলিয়া জনার্দ্দন; সত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়া সাত্ত্বত; বৃষভ অর্থাৎ বেদ তাঁহার ঈক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বলিয়া বৃষভেক্ষণ; কাহারও গর্ত্ত হইতে উৎপন্ন হন না বলিয়া অজ; দান অর্থাৎ দান্ত ও উদয় অর্থাৎ সপ্রকাশ বলিয়া দামোদর; হৃষ্ট, সুখী ও ঐশ্বর্য্যবান্ বলিয়া হৃষীকেশ; পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ বাহুদ্বয়ে ধারণ করেন বলিয়া মহাবাহু; তাঁহার অধঃপ্রদেশে ক্ষয় নাই এ নিমিত্ত অধোক্ষজ; তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়া নারায়ণ; সর্ব্বভূতের পূরণকর্ত্তা ও সদনস্বরূপ বলিয়া পুরুষোত্তম; তিনি সকল কার্য্যের মূলীভূত ও সর্ব্বজ্ঞ এ নিমিত্ত সর্ব্ব; তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এনিমিত্ত সত্য, তিনি বিক্রম দ্বারা দেবগণকে আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া বিষ্ণু; তিনি জয়শীল বলিয়া জিষ্ণু; নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করি-য়াছেন বলিয়া গোবিন্দ নামে খ্যাত হইয়াছেন। সেই মহা-পুরুষ অসত্যকে সত্য ও প্রজাগণকে মোহিত করেন। হে রাজন্! কুরুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া সনাতন ভগবান্ সেই মধুসূদন সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আগমন করিবেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যিনি স্বীয় কলেবর দ্বারা দিক্ বিদিক্ প্রকাশিত করিয়া দীপ্ত পাইতেছেন, যাঁহারা সেই বাসুদেবকে নিয়ত স্বীয় সন্নিধানে অবলোকন করিতেছেন, সেই সমস্ত সফললোচন মানবগণই ধন্য; ভারতগণ যাঁহার অর্চ্চনা ও সম্পত্তিলিপ্সুগণ যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, যিনি সৃঞ্জয়গণের মঙ্গলবিধাতা, মুমূর্ষুগণের অগ্রাহ্য ও পরম পবিত্র ভারতী উচ্চারণ করেন, যিনি বীরগণের অগ্রগণ্য, যাদবগণের অধিনায়ক এবং শত্রুগণের সংহর্ত্তা, ক্ষোভয়িতা, ও যশোবিনাশী, কৌরবগণ দেখিবেন, সেই বরেণ্য মহাত্মা বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ আমার সৈন্যগণকে বিমোহিত করত সদয় ভাবে কথা কহিতেছেন।

আমি সেই আত্মজ্ঞ, সনাতন ঋষি, বাক্যের সমুদ্র স্বরূপ, যতিগণের সুলভ, অরিষ্টনেমি, গরুড়, সুপর্ণ, প্রজাসংহারকর্ত্তা, সকল ভুবনের আলয়, সহস্রশীর্ষ, পুরাণ পুরুষ, অনাদি, অমধ্য, অনন্ত, অনন্তকীর্ত্তি, আদি বীজের বিধাতা, অজ, নিত্য, পরাৎপর, ত্রৈলোক্যের নির্ম্মাণকর্ত্তা এবং দেব, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও নরপতিগণের জনয়িতা, বিদ্বানৃগণের শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রানুজ কেশবের শরণাপন্ন হই।

যানসন্ধিপর্ব্ব সমাপ্ত।

ভগবদ্‌যান পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় প্রতিনিবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যদুকুলধুরন্ধর বাসুদেবকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! সৌহার্দ্দ প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত; তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি লক্ষিত হয় না। তোমার আশ্রয়বলেই আমরা অকুতোভয়ে বৃথাগর্ব্বিত দুর্য্যোধন সমীপে আপন অংশ লাভের প্রত্যাশা করিতেছি। আপদ সময়ে তুমিই বৃষ্ণিদিগকে উদ্ধার করিয়া থাক; এক্ষণে পাণ্ডবদিগকেও রক্ষণীয় জানিয়া আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার কর।

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি উপস্থিত আছি, যাহা বলিতে হয় বলুন। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমি অসংশয়িত হৃদয়ে তাহা সম্পাদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বীর! ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের যে অভিলাষ, তাহা শ্রবণ করিলে, সঞ্জয় যাহা বলিয়া গেলেন, তাহাও ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদিত। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের আত্মা। বিশেষতঃ, দূতগণ প্রভুর আদেশ বাক্যই অবিকল বর্ণনা করে; তাহা না করিলে বধ্য হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্র পক্ষ-

পাত বশত পাপাসক্ত ও লোভপরতন্ত্র হইয়া, আমাদিগকে রাজ্য প্রদান না করিয়াই, শান্তিস্থাপনের অভিলাষী হইয়াছেন। হে বাসুদেব! ধৃতরাষ্ট্র আমাদের প্রতিজ্ঞা কোনমতেই লংঘন করিবেন না, এই ভাবিয়া আমরা তাঁহার নিদেশক্রমে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর প্রচ্ছন্নবেশে অজ্ঞাতবাসে অতিবাহন করিয়া, সর্ব্বথা প্রতিজ্ঞাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি; তাহা সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণগণই অবগত আছেন। এক্ষণে বৃদ্ধরাজ দুর্ম্মতিগণের অনুসরণ ও পুত্রস্নেহের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক স্বীয় ধর্ম্মের প্রতিদৃষ্টিপাত করিতেছেন না। প্রত্যুত, সুযোধনের বশীভূত ও আত্মহিতকামনায় লোভাসক্ত হইয়া, মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি যে জননী ও আত্মীয়বর্গের কোন প্রকার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না, ইহা অপেক্ষা আমার দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে। হে মধুসূদন! আমি কাশী, চেদি, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণের অধিপতি এবং তোমা দ্বারা অবিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য কোনস্থল এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমরা সকল ভ্রাতায় মিলিত হইয়া, তথায় বাস করিব। তাহা হইলে ভরতকুল নির্ম্মূল হইবে না, কিন্তু দুর্ম্মতি ধার্ত্তরাষ্ট্র আপনারে ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন মনে করিয়া, তাহাতে সম্মত হইল না; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

যে ব্যক্তি সৎকুলসম্ভূত ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া, পরের বিত্তহরণে লোলুপ হয়, সেই লোভই তাহার জ্ঞানহানি করিয়া থাকে। জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, হ্রী; হ্রী বিনষ্ট হইলে, ধর্ম্ম; ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে, শ্রী; শ্রীবিনষ্ট হইলে পুরুষও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু, নির্ধনতা পুরুষের মরণ। পতত্রিগণ যেরূপ পুষ্পফলবিহীন পাদপকে পরিহার করে, তদ্রূপ জ্ঞাতি,

দ্বিজাতি ও সুহৃদ্‌গণ নির্দ্ধন পুরুষের আশ্রয় পরিবর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে তাত! প্রাণ যেরূপ মৃতশরীর পরিত্যাগ করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ যে পতিতের ন্যায় আমারে পরিহার করিতেছে, ইহাই আমার মৃত্যু। শম্বর বলিয়াছেন যে, যে অবস্থায় অদ্য বা প্রাতর্ভোজনের সংস্থান না থাকে তাহা অপেক্ষা ক্লেশকর আর কিছুই নাই। ফলতঃ, ধনই পরম ধর্ম্ম; সমুদায় বিষয় ধনেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সংসারে নির্দ্ধন ব্যক্তিই মৃত; আর ধনশালিগণ জীবিত। যাহারা বলপূর্ব্বক অন্যের ধন হরণ করে, তাহারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এবং সেই ব্যক্তিরেও বিনষ্ট করে। দরিদ্রতানিবন্ধন অনেক ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; কতশত ব্যক্তি নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, অরণ্য আশ্রয় করিতেছে এবং কেহ বা প্রাণ বিনাশবাসনায় একবারেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছে। কেহ উন্মাদগ্রস্ত, কেহ শত্রুর বশীভূত এবং কেহ বা পরের প্রয়োজন সাধনার্থ শ্ববৃত্তিসেবায় প্রবৃত্ত হইতেছে, মনুষ্য যে স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা শাশ্বত লোকবর্ত্ম, প্রাণিগণের মধ্যে কেহই তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। কিন্তু পুরুষের অর্থবিনাশ রূপ আপদ সেই মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর; এই হেতু অর্থ ধর্ম্ম ও কামের সাধন স্বরূপ।

যে ব্যক্তি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, দৈববশতঃ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহার যেরূপ কষ্ট, স্বভাবতঃ নির্দ্ধন ব্যক্তির কদাচ সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ধনহীন ব্যক্তি আপনার দোষে দুঃখগ্রস্ত হইয়া, দেবগণের প্রতি দোষারোপ করে, কদাচ আপনার নিন্দা করে না। শাস্ত্রজ্ঞানও তাহার দুঃখনিরাকরণে সমর্থ হয় না। নির্দ্ধন ব্যক্তি কখন ভৃত্যগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ, কখন বা ঈর্ষ্যাবশতঃ সুহৃদ্‌-

গণের প্রতি দোষারোপ করে।এইরূপে রোষপরতন্ত্রতা নিবন্ধন পুনঃ পুনঃ মোহগ্রস্ত ও মোহাভিভূত হইয়া, অকার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত এবং অবশেষে পাপপরতন্ত্র হইয়া, জাতিবিপ্লবে সমুত্থিত হয়। জাতিসঙ্কর নরকলাভের অদ্বিতীয় কারণ এবং যাবতীয় পাপকর্ম্মের অগ্রগণ্য, সন্দেহ নাই। পাপপরায়ণ ব্যক্তি কোন রূপে প্রবোধ প্রাপ্ত না হইলে, নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রবোধ লাভেরও উপায়ান্তর নাই। প্রজ্ঞা সহায়ে পাপ পারাবার কোন রূপে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। প্রজ্ঞাচক্ষু প্রভাবে সমুদায় শাস্ত্রপর্য্যবেক্ষিত হইলে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়। তখন লজ্জাই তাহার প্রধান অঙ্গরূপে পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া, উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিলাভ সংঘটিত করে। পুরুষ যত দিন শ্রীসম্পন্ন থাকে, তাবৎ যথার্থ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি প্রশান্ত হৃদয়ে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করে, তাহার কখন অধর্ম্মাচরণ বা পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার লজ্জা ও যুক্তিজ্ঞান নাই, সে স্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে এবং সে কখন ধর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে না। প্রত্যুত শূদ্রের ন্যায় নিতান্ত নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। লজ্জাশীল ব্যক্তি দেবতা ও পিতৃগণের এবং আপনার প্রীতি সম্পাদন করিয়া, চরমে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন। মুক্তিই পুণ্যব্রত পুরুষের পরাকাষ্ঠা।

হে জনার্দ্দন! তোমরা আমার এই কথাগুলি আমাতেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ।আমরা রাজ্যভ্রংশের পর এই কয়েক বৎসর যেরূপে যাপন করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। অতএব এক্ষণে কোন রূপেই শ্রী পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি রাজ্যলাভচেষ্টায় বিনষ্ট হইতে হয়, তাহাও শ্রেয়স্কর। সম্প্রতি আমাদের প্রধান সঙ্কল্প এই, হয় উভয়

পক্ষে সন্ধিবন্ধন দ্বারা শান্ত ও সমভাবে পরস্পর রাজ্য ভোগ করি; তাহার অন্যথা হইলে, অনিচ্ছাপূর্ব্বকও কৌরবদি-গকে সংহার করিয়া অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিব। কিন্তু সংগ্রামে অবতরণ পূর্ব্বক প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াও উত্তম কল্প নহে। ঈদৃশ নিকটসম্বন্ধ কৌরবগণের কথা দূরে থাক, যাহাদের সহিত কিছুমাত্রও সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত ও অবজ্ঞাভাজন শত্রুদিগকেও সংহার করিবে না। আর অসংখ্য জ্ঞাতি ও সহায়ভূত গুরুগণের বধ করাও নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, যুদ্ধ কখন মঙ্গলের হেতু নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই পাপকার্য্যই ক্ষত্রিয়গ-ণের একমাত্র ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে। আমরাও সেই জঘন্য ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম হউক, যুদ্ধই আমাদের একমাত্র ব্যবসা, তদ্ভিন্ন আর সম-স্তই নিন্দনীয়। শূদ্রের শুশ্রূষা, বৈশ্যের বাণিজ্য, ব্রাহ্মণের ভিক্ষা এবং আমাদের হিংসাই চিরন্তন ধর্ম্ম। হে দাশার্হ! সকলেই আত্মধর্ম্মানুরূপ ব্যবহার করে। অতএব মৎস্যগণ যেরূপ মৎস্য ভক্ষণপূর্ব্বক জীবন ধারণ এবং কুক্কুর সকল যেরূপ কুক্কুরদিগকে সংহার করে, ক্ষত্রিয়েরাও সেইরূপ ক্ষত্রিয়দিগের নিপাত করিয়া থাকে। হে শৌরে! যুদ্ধে কলির সান্নিধ্যবশতই সহস্র সহস্র প্রাণী বিনষ্ট হয়। বল যেরূপ নীতিসহায়, জয় ও পরাজয় সেইরূপ দৈবের আয়ত্ত; মরণ বা জীবন কাহারও ইচ্ছাধীন নহে, এবং কালই সুখ দুঃখের অধিষ্ঠাতা। এক ব্যক্তিও বহুসংখ্যক লোকের জীবন বিনাশ করিতে পারে, আবার বহু ব্যক্তি সমবেত হইয়া, এক জনকে সংহার করে। সেইরূপ, পৌরুষহীন দুর্ব্বল ব্যক্তিও শূরবীরকে সংহার করিতে পারে, এবং অয-শস্বীও যশস্বীর ধ্বংস করিয়া থাকে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই জয়

পরাজয় দৃষ্ট হয় না বটে; কিন্তু পরস্পরের প্রায় একরূপই অপচয় হইয়া থাকে। যাহারা পলায়ন করে, তাহাদের সৈন্য ও ধন উভয়ই প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় হয়। ফলতঃ, যুদ্ধ সর্ব্বপ্রকারেই পাপ কর্ম্ম। আহত করিলেই, প্রতিহত হইতে হয়। আহত ব্যক্তির জয় পরাজয়ের ইতর বিশেষ নাই। মৃত্যু ও পরাভব আমার মতে একরূপ। জয় হইলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। শত্রুগণ নিহত না করুক, অন্ততঃ কোন না কোন প্রিয় ব্যক্তিরও প্রাণ বিনাশ করে। এই রূপে বলহীন এবং প্রিয়জনবিহীন হইলে, জীবনের প্রতি সর্ব্বথা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ধীর, লজ্জাশীল, সদ্গুণসম্পন্ন ও দয়াবান্ ব্যক্তিরাই প্রায় সমরে বিনাশ প্রাপ্ত হন; দুরাচার-দিগের কিছুই হয় না।

হে মধুসূদন! পরম শত্রুকেও সংহার করিলে, চিরকাল অনুতাপ করিতে হয়। বিশেষতঃ, হতাবশিষ্ট শত্রু কোন-মতেই বৈরনির্যাতনপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না; বলপ্রাপ্ত হইলেই, বিজয়ী পক্ষের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয়। এই রূপে বিজয়লাভ শত্রুতার সৃষ্টি করিয়া, পরাজিত ব্যক্তিকে চিরকাল দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে। শত্রুহীন ব্যক্তি পরাজয়চিন্তাপরিশূন্য হইয়া, প্রশান্ত হৃদয়ে নিদ্রাসুখ অনুভব করে; কিন্তু জাতবৈর পুরুষ সসর্পগৃহবাসীর ন্যায় সর্ব্বদা শঙ্কিত ও দুঃখিত হৃদয়ে কালযাপন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি সকলের উচ্ছেদসাধনে সযত্ন, সে কখন যশোলাভ করিতে পারে না; প্রত্যুত বিপুল যশোরাশি হইতেও পরি-ভ্রষ্ট হইয়া, সর্ব্বলোকসঞ্চারিণী চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি সঞ্চিত করে। বৈরানল চিরকাল প্রজ্বলিত থাকিলেও নির্ব্বাণ হয় না। শত্রুবংশীয় কোন পুরুষ বিদ্যমান থাকিলে, পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া দিবারও লোকের অসদ্ভাব থাকে না।

হে জনার্দ্দন! বৈর দ্বারা বৈর উপশমিত না হইয়া, ঘৃত-সংলগ্ন অগ্নির ন্যায় পুনঃ পুনঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব ছিদ্র যখন চিরস্থায়ী রূপে কোন মতেই পরিহার্য্য নহে,তখন এক পক্ষের বিনাশ ব্যতিরেকে শান্তিলাভ সম্ভব নহে। ছিদ্রান্বেষী ব্যক্তি কোন কালেই ঐরূপ দোষ পরিহার করিতে পারে না। নিরন্তর অন্তর্দ্দাহকারী পুরুষকার জনিত স্বাভাবিক মনোজ্বর মরণ বা পরিহার ভিন্ন কখনই নির্ব্বাণ হইবার নহে।

হে হৃষীকেশ! শত্রুগণের মূলোৎপাটন করিতে পারিলে, রাজ্যপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তাহা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কার্য্য। রাজ্যপরিত্যাগ দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করাও একপ্রকার মৃত্যু। কারণ, তদ্দ্বারা আত্মপক্ষের সমুচ্ছেদ এবং প্রতি-পক্ষগণের সংশয়, উভয়ই সম্ভব। অতএব রাজ্যত্যাগ বা কুলক্ষয় কিছুই আমাদের রুচিকর নহে। যাহাতে যুদ্ধ না হয়, সর্ব্বপ্রযত্নে এরূপ চেষ্টা করিয়া, অবনতি দ্বারাও শান্তি সংস্থাপন করা সর্ব্বথা শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপ শান্তিই গরীয়সী। সান্ত্ববাদ বিফল হইলে যুদ্ধই প্রশস্ত; তখন বিক্রম প্রকাশে নিরস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। সান্ত্ববাদ প্রতিহত হইলে, যেরূপ নির্দ্দয় ব্যাপার সংঘটিত হয়, কুক্কুরদিগের কলহ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। কুক্কুরগণ প্রথমতঃ লাঙ্গূল চালন, গর্জ্জন, প্রত্যুত্তর প্রদান, চক্রাকারে পরিভ্রমণ, দন্ত প্রদর্শন ও ঘন ঘন চীৎকার করে, তদনন্তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। হে কৃষ্ণ! তাহাদের মধ্যে যে বলবান্, সে অন্যকে পরাজয় করিয়া ভক্ষণ করে। বিবেচনা করিলে, মনুষ্যদিগেরও অবিকল এইরূপ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দুর্ব্বলের প্রতি আস্থা ও অবি-রোধ ভাব প্রদর্শন করাই বলবানের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। কারণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি সহজেই অবনতি স্বীকার করে। হে বাসুদেব!

ধৃতরাষ্ট্র আমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত, বৃদ্ধ, রাজা ও মাননীয়; তাঁহার নিকট সম্মান, পূজা ও অবনতি স্বীকার করাই আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তিনি পুত্র ও পুত্রস্নেহের নিতান্ত বশীভূত; কখনই আমাদের প্রণিপাত গ্রহণ করিবেন না। অতএব অতঃপর কর্ত্তব্য ও তদ্বিষয়ে তোমার যুক্তি কি? আমাদের ধর্ম্ম ও অর্থরক্ষারই বা উপায় কি? হে পুরুষোত্তম! ঈদৃশ দারুণ অর্থকৃচ্ছ্র সময়ে তোমা ভিন্ন আর কাহারে পরামর্শদাতা গ্রহণ করিব? তোমার ন্যায় প্রিয়, হিতৈষী, সর্ব্বকর্ম্মবিশেষজ্ঞ ও সকল বিষয়ের মীমাংসানিপুণ সুহৃৎ আর কে আছে?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষেরই অর্থসাধনার্থ কুরুসভায় গমন করিব। তথায় আপনার অভিপ্রায় বলবৎ রাখিয়া, শান্তিলাভ করিতে পারিলে, আমার পরম পুণ্যানুষ্ঠান হইবে। বলিতে কি, সন্ধি করিতে পারিলে, সমস্ত কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ, পাণ্ডবগণ, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ এবং সমগ্র মেদিনীমণ্ডলকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি কৌরব সভায় গমন কর, ইহা আমার অনভিমত নহে; কিন্তু সুযোধন তোমার সদুক্তিও রক্ষা করিবে না। বিশেষতঃ, তথায় দুর্য্যোধনপক্ষীয় অসংখ্য ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছে; অতএব সেখানে তোমার প্রবেশ করা আমার রুচিকর হইতেছে না। হে জনার্দ্দন! তোমার অনিষ্ট হইলে, রাজ্য, ধন, সুখ, স্বর্গৈশ্বর্য্য এবং দেবত্বও আমার প্রীতিজনক হইতে পারে না। ভগবান্ কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধনের পাপবুদ্ধি আমার অবিদিত নাই; কিন্তু তাহার নিকট গমন করিলে, আমরা

সকল রাজন্যগণের নিন্দা হইতে পরিত্রাণ পাইব। ইতর পশুগণ যেরূপ সিংহদর্শনে ব্যাকুল হয়, সেইরূপ আমি ক্রুদ্ধ হইলে, সমবেত সমস্ত পার্থিবগণ আমার সম্মুখে সুস্থির থাকিতে পারিবে না। যদি তাহারা আমার প্রতি কোন-প্রকার গর্হিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত কুরুকুল নির্ম্মূল করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি। হে কৌন্তেয়! তথায় আমার গমন করা কদাচ নিষ্ফল হইবে না। যদিও উদ্দেশ্য সফল না হয়, কিন্তু পরিণামে কোন-রূপ পরিবাদ উপস্থিত হইবে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে হৃষীকেশ! তোমার যাহা অভি-রুচি, কর। নিরাপদে কৌরবগণ সমীপে গমনপূর্ব্বক তাহা-দিগকে এরূপে শান্ত করিবে, যাহাতে আমরা পরস্পর সন্ধিবদ্ধ হইয়া প্রীত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে পারি। এক্ষণে প্রার্থনা এই, প্রত্যাবর্ত্তনসময়ে তোমারে যেন সিদ্ধ-মনোরথ ও কুশলী দেখিতে পাই। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদের ভ্রাতা ও সখা; আমার ও অর্জ্জুনের তুল্যরূপ প্রীতিভাজন; বিশেষতঃ, তোমার সহিত আমাদের এরূপ সৌহার্দ্দ যে, তোমার প্রতি কোন বিষয়েই সংশয়সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের কল্যাণসম্পাদনার্থ শুভ যাত্রা কর। হে কৃষ্ণ! উভয় পক্ষই তোমার পরিজ্ঞাত আছে, এবং যেরূপ প্রয়োজন ও যেরূপ প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য তাহাও তোমার অবিদিত নাই। অতএব সান্ত্ববাদ বা যুদ্ধপ্রস্তাবই হউক, যাহা হিতকর ও ধর্ম্মসঙ্গত তাহাই সুযোধনসমীপে ব্যক্ত করিবে।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়াছি, আপনার কথাও শুনিলাম; শত্রুদিগের ও আপনার অভিপ্রায়ও আমার অবিদিত নাই। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী; তাহারা কেবল পাপেরই অনুবর্ত্তী। বিনাযুদ্ধে যাহা লাভ হইবে, আপনি তাহাই বহুমত বোধ করেন; কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তিরূপ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অনুষ্ঠান ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে। বিধাতা সংগ্রামে জয় ও মৃত্যুর যে বিধি করিয়াছেন, তাহাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। কৃপণতা প্রদর্শন তাহার পক্ষে কখনই উচিত নহে। ফলতঃ, হীন ভাব ক্ষত্রিয়ের জীবিকানির্ব্বাহের প্রবল প্রতিবন্ধক। অতএব আপনি সমুচিত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুনাশ করুন। লোভপরতন্ত্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ দীর্ঘকাল বীর পুরুষগণের সহবাসে থাকিয়া, নিরতিশয় স্নেহ ও মৈত্রীপ্রদর্শন পূর্ব্বক যেরূপ বলশালী হইয়াছে, তাহাতে কোন ক্রমেই তাহারা আপনার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইবে না। হে বিশাম্পতে! তাহারা ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতিকে সহায় পাইয়া, আপনাদিগকে বলশালী বোধ করিতেছে, অতএব আপনি যাবৎ মৃদুতা ও নম্রতা প্রকাশ করিবেন, তাবৎ রাজ্যভোগে বঞ্চিত থাকিবেন, সন্দেহ নাই। তাহারা কি করুণাবুদ্ধি, কি হীনতা, কি ধর্ম্মার্থবোধ, কিছুতেই আপনার অভিলাষসাধনে সমর্থ হইবে না। হে রাজন্! আপনারে যখন তাহারা কৌপীন ধারণ করাইয়াও অণুমাত্র অনুতপ্ত হয় নাই, তখন যে কখনই সন্ধি করিবে না, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

বলিতে কি, আপনি ধর্ম্মপরায়ণ, মৃদু, দান্ত, দানশীল ও ব্রতনিষ্ঠ হইলেও, যে দুরাচার ক্রূরমতি দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, প্রধান প্রধান কৌরবগণ ও নাগরিকদিগের সমক্ষেই আপনারে কপট দ্যূতে পরাজিত করিয়া, কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই, তাহার প্রতি স্নেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে ভারত! আপনার কথা কি, তাহারা সকলেরই বধ্য। ভাবিয়া দেখুন, দুর্য্যোধন ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, আত্মশ্লাঘা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রফুল্ল হৃদয়ে বিসদৃশ বচনপরম্পরা প্রয়োগ করত আপনারে ও আপনার সোদরদিগকে যার পর নাই মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল যে, পাণ্ডবদিগের আর নিজস্ব বস্তু কিছুই নাই; ইহাদিগের নাম ও গোত্র পর্য্যন্তও বিক্রীত হইল। কালসহকারে ইহারা খর্বীকৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এবং অতঃপর জীবিকানির্ব্বাহার্থ ইহাদিগকে প্রজাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে। যেহেতু, ইহাদের রাজ্যাঙ্গ আমাদের অধিকৃত হইয়াছে। অধিক কি, দ্যূতক্রীড়াসময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন রোদনপরায়ণা দেবী দ্রৌপদীরে অনাথার ন্যায় কেশে আকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে আনয়ন এবং সকলের সমক্ষেই গবী গবী বলিয়া উপহাস করিয়াছিল। তৎকালে ভবদীয় ভ্রাতৃগণ আপনার প্রতিষেধ ও ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকাতেই, তাহার প্রতিকারসাধনে সমর্থ হন নাই। বনপ্রস্থানসময়েও দুর্য্যোধন জ্ঞাতিগণ সমক্ষে আত্মশ্লাঘা সহকারে আপনারে নানা প্রকারে কটূক্তি করিয়াছিল। সেই সময়ে সমবেত সাধুচরিত্র মহাত্মাগণ আপনারে নিরপরাধ মনে করিয়া, কেবল সাশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বা রাজন্যগণ কেহই তাহার কথায় আহ্লাদিত হন নাই। সমস্ত সভাসদ্‌গণই

তাহারে নিন্দা করিয়াছিলেন। হে শত্রুতাপন! নিন্দাই সাধুচরিত্র ব্যক্তির বধ। নিন্দাজীর্ণ জঘন্য জীবন ধারণ করা অপেক্ষা এক বারে বিনষ্ট হওয়া শত গুণে শ্রেয়স্কর। দুরাত্মা যখন যাবতীয় নরপতিগণের নিন্দাবাদেও লজ্জিত হয় নাই, তখন আর তাহার মৃত্যুর অপেক্ষা কি আছে? ঈদৃশ জঘন্যাচার ব্যক্তিরে নিহত করা স্বল্পায়াসসাধ্য। বিশেষতঃ, এই দুরাত্মা সর্পের ন্যায় সকলেরই বধ্য। অতএব তাহারে সত্বর বিনষ্ট করুন; কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না।

হে অনঘ! ধৃতরাষ্ট্র বা ভীষ্মের নিকট আপনার প্রণিপাত স্বীকার করা অবৈধ নহে। ইহা আমারও অভিমত। অতএব হে রাজন্! আমি কৌরবসভায় গমন করিয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি যাহাদের দ্বিধাবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহাদের সংশয় ছেদন করিব। এবং সমবেত রাজগণ সমক্ষে আপনার অসাধারণ গুণরাশি ও তাহার দোষ সমস্ত কীর্ত্তন করিব। দিগ্‌দিগন্তরসমাগত ভূপালগণ আমার সেই ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হিতবিধায়ী বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনার ধর্ম্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতায় প্রত্যয়বদ্ধ হইবেন এবং দুর্য্যোধনকেও লোভপরবশ ও দুরাচার বলিয়া জানিতে পারিবেন। অধিক কি, তথায় নাগরিক ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় এবং আবালবৃদ্ধ সকলের সমক্ষেই দুর্য্যোধনের নিন্দা করিব। শান্তি প্রার্থনা করিলে, কেহই আপনারে অধার্ম্মিক বোধ করিবে না। প্রত্যুত, সকলেই সকৌরব ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিবে। এই রূপে সর্ব্বলোকবিগর্হিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন নিন্দাপ্রভাবে নিহত হইলে, আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সর্ব্বথা সুসম্পন্ন হইবে। অতএব আমি কুরুসভায় গমন করিয়া, যাহাতে আপনার স্বার্থহানি না হয়, এরূপে শান্তিস্থাপনে যত্ন করিব। ইহাতেও যদি তাহারা যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা বা

তাহ'র নিমিত্ত চেষ্টা করে, তাহা হইলে, আমি অচিরাৎ আপনাদের জয়সাধনার্থ প্রত্যাগমন করিব।

হে ভারত! দুর্নিমিত্তের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, শত্রুগণের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে। দেখুন, সন্ধ্যাসময়ে মৃগ ও বিহঙ্গমগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করে; হস্তী ও অশ্বগণের ঘোর রূপ লক্ষিত হয়, এবং হুতাশনও নানাপ্রকার বিকট বর্ণ ধারণ করেন। সর্ব্বসংহারকারী কৃতান্তের আবির্ভাব ভিন্ন এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা কোথায়? অতএব আপনার যোধগণ বদ্ধসংকল্প হইয়া, শস্ত্র, কবচ, রথ, হস্তী, অশ্ব ও যন্ত্র প্রভৃতি সাংগ্রামিক সামগ্রীসম্ভার সজ্জিত করুক এবং অশ্ব, গজ ও রথ সমূহের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হউক। আপনিও সংগ্রামপ্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখুন। ফলতঃ, দুর্য্যোধন যে আপনার সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য হরণ করিয়াছে, জীবিত অবস্থায় কখনই তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পারিবে না।

—॥০॥—

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে মধুসূদন! যাহাতে উভয় পক্ষের শান্তিসংস্থাপন হয়, এরূপ প্রস্তাব করিবে; যুদ্ধপ্রসঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিও না। ক্রোধপরায়ণ উৎসাহশীল কল্যাণবিদ্বেষ্টা মহাভিমানী দুর্য্যোধনকে কটুবাক্য বলা কখনই উপযুক্ত নহে; সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিবে। যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ পাপাসক্ত, দস্যুনির্ব্বিশেষচিত্ত, ঐশ্বর্য্যমদান্ধ, অদূরদর্শী, নিষ্ঠুর, সাধুগণের মর্য্যাদা-

সংযমে তৎপর, নিত্য ক্রোধপরায়ণ, ক্রূরবিক্রম, অবিনীত ও বঞ্চনাপ্রিয় এবং প্রাণান্তেও স্বমত পরিহার পূর্ব্বক স্বেচ্ছাভঙ্গে সম্মত হয় না, তাহার সহিত সন্ধি করা সহজ নহে। ঐ দুরাত্মা আপনিও ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে পারে না, এবং সুহৃদ্‌গণেরও বশীভূত নহে; তৃণাচ্ছন্ন ভুজঙ্গের ন্যায় স্বাভাবিক দুষ্টভাব আশ্রয় করিয়া, বন্ধুবর্গের মনঃপীড়া উৎপাদন ও পাপ সঙ্কলন করে।

হে বাসুদেব! দুর্য্যোধনের সৈন্য, শীল, স্বভাব, বল ও পরাক্রম তোমার অবিদিত নাই। দেখ, পূর্ব্বে কৌরবগণ সপুত্রে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিত এবং আমরাও দেবরাজের অনুজগণের ন্যায় সবান্ধবে সন্তুষ্ট হৃদয়ে কাল যাপন করিতাম; কিন্তু হে বাসুদেব! শিশিরাবসানে অরণ্য যেমন দাবানলে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের ক্রোধানলে সমগ্র কৌরববংশ ভস্মসাৎ হইবে। হে জনার্দ্দন! মহাতেজস্বী অসুরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদাবর্ত্ত, নীপদিগের জনমেজয়, তালজঙ্ঘদিগের বহুল, ক্রমিদিগের বসু, সুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের রুষর্দ্ধিক, বলহিদিগের অর্কজ, চীনদিগের ধৌতমূলক, বিদেহদিগের হয়গ্রীব, মহৌজসদিগের বরয়ু, সুন্দরবেগদিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরূরবা, চেদিদিগের সহজ, প্রবীরদিগের বৃষধ্বজ, চন্দ্রবংশীয়দিগের ধারণ, মুকুটদিগের বিগাহন এবং নন্দিবেগদিগের সম এই অষ্টাদশ নরপতি কুলনাশন রূপে যুগান্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সমূলে উন্মূলন করিয়াছিল। দুর্য্যোধনও সেইরূপ বর্ত্তমান যুগে পাপের অবতার স্বরূপ কুরুবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব হে উগ্রপরাক্রম! শান্ত ভাবে তাহার সন্তোষজনক রূপে ধর্ম্মার্থসম্পন্ন হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে। আমরা বরং

নম্রভাবে তাহার আনুগত্য করিব, তথাপি যেন ভারতবংশ বিনষ্ট না হয়। হে মধুসূদন! যাহাতে পরস্পর কোন বিষয়ে সম্পর্ক না থাকে, এরূপ চেষ্টা করিবে। তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ কুরুকুলে যেন কুলক্ষয় নিবন্ধন কলঙ্কস্পর্শ না হয়। হে কৃষ্ণ! প্রবীণপ্রবর পিতামহ ও অন্যান্য সভাসদ্দিগকে কহিবে, তাঁহারা যত্নপর হইয়া, দুর্য্যোধনের সান্ত্বনা ও ভ্রাতৃগণ মধ্যে সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করুন। আমি শান্তির নিমিত্ত এইরূপ বলিতেছি, এবং রাজাও ইহার প্রশংসা করেন; অর্জ্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নাই; যেহেতু, উনি পরম দয়াবান্।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব পর্ব্বতের লঘুত্ব ও হুতাশনের শীতলতার ন্যায় ভীমের এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব মৃদু বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহারে যুগপৎ পরিহাস এবং বায়ু প্রেরিত অনলের ন্যায় উত্তেজিত করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! আপনি অন্যান্য সময়ে হিংসাপরতন্ত্র ক্রূরমতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সংহারমানসে যুদ্ধেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন; রাত্রিকালে চিন্তায় আপনার নিদ্রাবেশ হয় না। অধিক কি, ন্যুব্জ ভাবে শয়ন পূর্ব্বক জাগরণেই রজনী যাপন করেন। সর্ব্বথা শান্তিবিরোধী কঠোর বাক্য প্রয়োগ এবং দিবানিশ ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া, সধূম বহ্নির ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারার্ত্ত ও দুর্ব্বলের ন্যায় একান্তে শয়ন করিয়া থাকেন। যাহারা আপনার

প্রকৃত ভাব পরিজ্ঞানে অসমর্থ, তাহারা এইরূপ দর্শনে আপনারে উন্মত্ত জ্ঞান করে। হে বৃকোদর! মাতঙ্গ যেরূপ বৃক্ষদলন পূর্ব্বক ক্ষিতিতলে পদাঘাত করিতে করিতে শব্দ করে, সেইরূপ আপনিও কখন কখন শব্দ করিতে করিতে ধাবমান হন। লোকের সহিত আলাপাদি করিতে আপনার আনন্দ হয় না; দিবা বিভাবরী কেবল নির্জ্জন বাসেই অতিবাহিত করেন। আপনি একান্তে উপবিষ্ট হইয়া, কখন কখন অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিতে করিতে জানুদ্বয়ের মধ্যে মস্তক সংস্থাপন পূর্ব্বক নিমীলিত নয়নে বহুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকেন। পুনরায় সহসা ভ্রূভঙ্গি ও ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে করিতে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিক্ষেপ করেন। এ সকল ক্রোধের অনুভব ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে পরন্তপ! পূর্ব্বে আপনি ভ্রাতৃগণমধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য যেরূপ স্বীয় তেজঃপুঞ্জ উদ্গিরণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে উদিত হন এবং পশ্চিম দিকে অস্ত গমন পূর্ব্বক মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কখন তাহার অন্যথা করেন না; সেইরূপ আমি সত্য বলিতেছি যে, এই গদা দ্বারা রোষপরায়ণ দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিব; কোন মতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অদ্য আপনার বুদ্ধি শান্তির দিকে ধাবমান হইতেছে। আপনার এইরূপ ভয় দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির চিত্তবৈপরীত্য সংঘটিত হইয়া থাকে।

আপনি জাগরণ ও নিদ্রা সকল অবস্থাতেই দুর্নিমিত্ত সকল নিরীক্ষণ করেন; বোধ হয়, সেই জন্যই শান্তির অভিলাষী হইয়াছেন। হায়! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনারে নিতান্ত কাপুরুষ বোধ করিতেছেন। মোহের বশীভূত হওয়াতেই আপনার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হইয়াছে,

সন্দেহ নাই। আপনার হৃদয় কম্পিত, মন বিষণ্ণ ও ঊরু-স্তম্ভ উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্যই শান্তিলাভের ইচ্ছা করিতেছেন। বুঝিলাম, মনুষ্যের অন্তঃকরণ সর্ব্বথা অস্থির এবং বায়ুবেগচলিত শাল্মলীবীজের ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল ভাবে অবস্থিতি করে। কিন্তু গোর বাক্‌শক্তির ন্যায় আপনার এই অসম্ভাবিত নিন্দনীয় প্রকৃতি দর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। তাঁহাদের মনোবৃত্তি উড়ুপ-হীনের ন্যায় বিষাদসাগরে মগ্ন হইতেছে। হে ভীমসেন! আপনার এইরূপ বিসদৃশ বাক্যে আমিও নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। পর্ব্বতের গতিশক্তি যেরূপ অসম্ভব, আপনার এই বাক্যও সেইরূপ অসঙ্গত। অতএব আপনার বংশ ও পূর্ব্বানুষ্ঠিত কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক উৎসাহ অব-লম্বন, বিষাদবিসর্জ্জন ও অন্তঃকরণ শান্ত করুন। হে অরি-ন্দম! ভবাদৃশ অনল্পবীর্য্য পুরুষগণ কখন এরূপ গ্লানিযুক্ত হন না। ক্ষত্রিয়দিগের স্বপ্রতাপবিজিত বস্তুই ভোগের উপযুক্ত বিষয়।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোপনস্বভাব অসহিষ্ণু ভীম-সেন বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত ও সত্বর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে জনার্দ্দন! আমার অভিপ্রায় একরূপ, কিন্তু তুমি অন্যপ্রকার বিবেচনা করিতেছ। সংগ্রাম যে আমার নিরতিশয় প্রিয় এবং আমার বীর্য্যও যে অমোঘ, দীর্ঘকাল সহবাসে তাহা

তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তুমি জানিয়া শুনিয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় নীরহীন হ্রদমধ্যে প্লবমান হই-তেছ। এবং সেই জন্যই ঈদৃশ অসদৃশ বাক্যে আমারে অনুযোগ করিতেছ। কিন্তু ভীমসেনের প্রকৃত ভাব না জানিয়া কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় এরূপ অযুক্তরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে? তুমি যে আমার যথার্থ প্রকৃতি জানিতে পার নাই, সেই জন্যই আপনার অসামান্য পৌরুষ ও পরাক্রম প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর। যদিও আত্ম-প্রশংসা সর্ব্বথা নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার ভৎর্সনায় অগত্যা আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইল। হে বাসুদেব! এই যে নিখিল প্রজাগণের জননীস্বরূপ অসীম ও অনন্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোক অবলোকন করিতেছ, যদি ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া, শিলাদ্বয়ের ন্যায় সহসা মিলিত হয়, তাহা হইলেও আমি ইহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারি। আমার এই প্রকাণ্ড পরিঘ সদৃশ ভুজদ্বয়ের মধ্যভাগ অবলোকন কর, সমগ্র ভূমণ্ডলে এরূপ কোন ব্যক্তি নাই যে, ইহাতে পতিত হইয়া, পরিত্রাণ পাইতে পারে। আমি কাহারে আক্রমণ করিলে, গিরিরাজ হিমালয়, যাদোরাজ সমুদ্র বা দেবরাজ পুরন্দরও বল প্রকাশ পূর্ব্বক রক্ষা করিতে পারেন না। হে মাধব! আমি পাণ্ডবশত্রু ক্ষত্রিয়দিগকে সমরে ভূতলশায়ী করিয়া, অনায়াসেই পদতলে নিষ্পেষণ করিতে পারিব। পূর্ব্বে নরপতিদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক যে রূপে বশীভূত করিয়াছিলাম, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তাহাতেই তুমি আমার পরাক্রম অবগত হইয়াছ। অথবা যদি উদয়ন-শীল প্রভাকরের সমুজ্জ্বল প্রভারাশির ন্যায় আমার প্রবল প্রভাব তোমার অবিদিত থাকে, তাহা হইলে তুমুল সমরে তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি দুর্গন্ধময় ব্রণস্থান

সমুদ্ঘাটনের ন্যায় কর্কশ বাক্যে আমারে ভৎ সনা করিতেছ বটে, কিন্তু আমি যেরূপ বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও আমার পরাক্রম সমধিক জানিবে। যে দিন সেই লোকসংহর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই দিনই সমুদায় জানিতে পারিবে। কেবল তুমি নহে, সকলেই দেখিতে পাইবে যে, আমি কখন গজারোহী, কখন অশ্বারোহী ও কখন রথীদিগকে দূরে নিক্ষেপ, কখন দুঃসহ রোষভরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রধান প্রধান বীরদিগকে সংহার এবং কখন বা সৈনিক-প্রধান যোদ্ধাদিগকে আকর্ষণ করিতেছি। হে মধুসূদন! আমার মজ্জা প্রভৃতি অবসন্ন বা হৃদয় কিছুমাত্র কম্পিত হয় নাই। সৌহার্দ্দপ্রদর্শনার্থ এইরূপ করুণাপরতন্ত্র হইয়াছি। অধিক কি, ভরতবংশের ধ্বংস না হয়, এই ইচ্ছাতেই সমুদায় ক্লেশ সহ্য করিতেছি।

——।০।——

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

ভগবান্ কহিলেন, আমি আপনার অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্তই সৌহার্দ্দ বশতঃ এইরূপ বলিয়াছি; পাণ্ডিত্য, ক্রোধ, ভৎ সনা বা বিবক্ষা প্রযুক্ত বলি নাই। আপনার মাহাত্ম্য, পরাক্রম ও কর্ম্ম যেরূপ, তাহা আমার অবিদিত নাই। সে জন্য আপনারে তিরস্কার করিতেছি না। হে বীর! আপনি আত্মসহায়ে যেরূপ সমৃদ্ধি সম্ভাবনা করিয়াছেন, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণ আশংসা করিতেছি। ফলতঃ, আপনি যেরূপ সর্ব্বরাজবন্দিত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার প্রতাপ তদনুরূপ এবং বন্ধুবান্ধবগণও তদনুরূপ

মিলিত হইয়াছে। কিন্তু হে বৃকোদর! মনুষ্য আত্মা ও দেবতা সম্পর্কীয় সন্দেহধর্ম্ম নিরূপণ করিতে গিয়া, কখনই একতর নিরূপণ করিতে পারে না। যেহেতু, যাহা অর্থ-সিদ্ধির কারণ, তাহাই আবার বিনাশের হেতু হইয়া উঠে। ফলতঃ, পুরুষের সমুদায় কার্য্যই সন্দিগ্ধ। দোষবিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কর্ম্মের একপ্রকার গতি নির্ণয় করেন, কিন্তু বায়ুবেগের ন্যায় তাহা অন্য প্রকারে পরিণত হয়। ন্যায়, নীতি ও যুক্তি সম্মত কার্য্য সমুদায়ও দৈববলে ব্যাহত হয়; আবার শীত, বর্ষা ও ক্ষুধা প্রভৃতি দৈবব্যবহার সমস্ত পুরুষ-কারপ্রভাবে বিফল হইয়া যায়। ফলভোগসাধন প্রারব্ধ কর্ম্ম ব্যতিরেকে পুরুষের স্বয়মনুষ্ঠিত কার্য্যও প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। জ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রসিদ্ধ এই বাক্যই তাহার প্রমাণ। অতএব কর্ম্মই লোকযাত্রানির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। দৈব ও পৌরুষ কর্ম্মের সমবায়ে সিদ্ধিলাভ হয়, এইরূপ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। যিনি এইরূপ কর্ত্তব্য বোধে কার্য্য করেন, তিনি অসিদ্ধি লাভে বিষণ্ণ এবং সিদ্ধিলাভেও আহ্লাদিত হন না। উপস্থিত বিষয়ে এইরূপ বলাই আমার অভিলষিত ছিল; নতুবা শত্রু-গণের সহিত যুদ্ধ করিলে, নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ হইবে, এরূপ বলা আমার অভিপ্রেত নহে। আর, মনোবৃত্তি বিপর্য্যস্ত হইলে, এক বারে তেজোহীন বা বিষণ্ণ হওয়া বিধেয় নহে, এই অভিপ্রায়েও আপনারে ঐরূপ বলিয়াছি।

যাহা হউক, আমি আগামী কল্য কুরুসভায় গমন পূর্ব্বক আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিস্থাপনে সর্ব্বথা যত্ন করিব। যদি তাহারা সন্ধি করে, তাহা হইলে, আমার অনন্ত কীর্ত্তি, আপনাদের অভীষ্টসিদ্ধি এবং তাহাদেরও

মঙ্গলসমৃদ্ধিলাভ হইবে। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি কৌরবগণ যদি আমার বাক্যে অনাদর করিয়া, স্বমতপোষণেই দৃঢ়সংকল্প হয়, তাহা হইলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে ভীম! এই যুদ্ধের সমস্ত ভারই আপনার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।আপনি ও অর্জ্জুন উভয়কেই সেই ভারবহন করিয়া, অন্যান্য যোধগণের পরিচালন করিতে হইবে। আমি সারথি হই, ইহা অর্জ্জুনের একান্ত অভিলাষ; নতুবা আমার যুদ্ধ করিতে বাসনা নাই,এরূপ নহে। অতএব আমারে অর্জ্জুনের সারথি হইতে হইবে। এই জন্যই আমি আপনার ক্লীববৎ বাক্যে মতিবৈষম্য অনুভব করিয়া, আপনার প্রভা-হীন তেজোরাশি পুনরায় সন্ধুক্ষিত করিলাম।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে জনার্দ্দন! ধর্ম্মরাজই আমার বক্তব্য বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে যে, ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের হীনতা বশতঃ সন্ধি হওয়া নিতান্ত দুর্ঘট। তুমি ইহাও বলিতেছ যে, পরা-ক্রম ব্যতিরেকে সমুদায় কর্ম্মই নিষ্ফল হয়, এবং পুরুষকার ভিন্ন কোন কার্য্য বা ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমার বাক্য সকল যে যথার্থ, তাহাতে সংশয় কি? কিন্তু সচরাচর যে অবিকল সেইরূপই ঘটিয়া থাকে, এমনও নহে। কোন বিষয়কেই একবারে অসাধ্য বোধ করা উচিত হয় না। ফলতঃ, তুমি আমাদিগের এই অবসাদকর বিষম ক্লেশ অব-লোকন করিয়া, শান্তি লাভ দুর্ঘট বোধ করিতেছ বটে;

কিন্তু দুঃশাসন,কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি দুরাচারগণ আমাদিগকে অনর্থক ক্লেশপ্রদান করিতেছে; অতএব সন্ধিপ্রস্তাব সম্যক রূপে বিহিত হইলে, অবশ্যই ফললাভ হইবে। অতএব তুমি শত্রুগণের সহিত সন্ধিবন্ধনার্থ সর্ব্বথা যত্নপরায়ণ হইবে।

হে বীর! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন সুর ও অসুর উভয় পক্ষেরই সুহৃদ্, সেইরূপ তুমিও পাণ্ডব ও কৌরবদিগের প্রধান বন্ধু। অতএব শান্তিসুখসংস্থাপন পূর্ব্বক আমাদের উভয় পক্ষেরই মানসিক সন্তাপ দূরীভূত কর। বোধ হয়, চেষ্টা করিলে, আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে সুকর ভিন্ন কখনই দুষ্কর হইবে না। একবার গমনমাত্রেই তুমি স্বীয় কর্ত্তব্য সুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। হে বীর! দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রতি যদি তোমার অন্যবিধ ব্যবহার করা অভিপ্রেত হয়, তাহাও তোমার ইচ্ছানুসারেই সুসিদ্ধ হইবে। ফলতঃ, সন্ধিই হউক, আর যুদ্ধই হউক, তুমি বিচার পূর্ব্বক যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে, তাহাই আমাদের আদরণীয় ও সর্ব্বথা গৌরবভাজন। হে জনার্দ্দন! সেই দুরাত্মা যখন ধর্ম্মরাজের সুখসমৃদ্ধি অসহমান হইয়া, ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ের অসদ্ভাবে কপট দ্যূতক্রীড়া রূপ নির্দ্দয় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার সমস্ত রাজ্য ধন আত্মসাৎ করিয়াছে, তখন তাহারে বন্ধু বান্ধব ও পুত্রাদির সহিত বিনষ্ট করা কোন ক্রমেই অবিধেয় হইতে পারে না। কোন্ ক্ষত্রিয়কুলজাত ধনুর্দ্ধর পুরুষ যুদ্ধে আহূত হইয়া, প্রাণান্তেও পরাঙ্মুখ হইতে পারে? দুর্য্যোধন যখন আমাদিকে অধর্ম্ম পূর্ব্বক পরাজিত করিয়া, অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিয়াছে, তখনই আমার বধ্য হইয়াছে। অতএব হে বাসুদেব! সখার নিমিত্ত তোমার এইরূপ অনুষ্ঠানবাসনা আশ্চর্য্য নহে। নিতান্ত মৃদুতা বা ঐকান্তিক উগ্রতা প্রকাশ করা কখনই

যুক্তিসিদ্ধ নহে। অথবা, যদি তোমার কৌরবদিগকে বধ করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাহা সম্পন্ন করিতে পার। তাহাতে বিচারণায় প্রয়োজন কি? হে যদুনন্দন! পাপমতি দুর্য্যোধন দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া, যেরূপ ক্লেশিত করিয়াছিল এবং আমরা যেরূপে সেই অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই। অতএব সে যে পাণ্ডবগণের প্রতি ন্যায়-পরায়ণ হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যুত, উষর ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় সমুদয় নিষ্ফল হইবে। অতএব হে মাধব! এক্ষণে পাণ্ডবদিগের হিতসাধন ও ভবিষ্য কার্য্যের যথাযুক্ত অনুষ্ঠান কর।

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সত্য। কৌরব ও পাণ্ডবগণের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় উহা আমার সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। সন্ধি ও বিগ্রহ এই উভয়-প্রকার বীভৎস কর্ম্মই আমার আয়ত্ত, কিন্তু ইহাতে আমার যাহা বক্তব্য আছে তাহা শ্রবণ কর।

উর্ব্বর ভূমিতে বিহিত বিধানে হলচালন ও বীজবপন করিলেও বর্ষা ব্যতিরেকে কদাচ ফলোৎপত্তি হয় না। উহাতে পুরুষকার রূপ জল সেচন করিলেও দৈবপ্রভাবে শুষ্ক হইতে পারে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, দৈব ও পুরুষকার একত্রিত না হইলে,কার্য্যসিদ্ধি হয় না। আমি যথা-সাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সাধুবিগর্হিত দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াও লজ্জিত বা সন্তাপিত হইতেছে না। শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি তাহার মন্ত্রিগণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনের প্রবর্ত্তনায় নিয়ত ঐ দুরাত্মার পাপপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব বোধ হয় পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন রাজ্যপ্রদান পূর্ব্বক তোমাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবে না। সুতরাং তাহাকে বধ না করিলে, তোমাদের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া শান্তিস্থাপন করা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত নহে; কিন্তু প্রার্থনা করিলেও দুরাত্মা দুর্য্যোধন আমাদিগকে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। আমার বিবেচনায় তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা অনুচিত। ধর্ম্মরাজ প্রয়োজনোপযোগী যে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন; পাপাত্মা দুর্য্যোধন কদাচ তাহা সম্পন্ন করিবে না, কিন্তু তাহা না করিলে সে আমার ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের বধ্য হইবে।

হে ভারত! ঐ দুরাচার বাল্যকালে সতত তোমাদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিত; পরিশেষে যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া, অসদুপায় দ্বারা তোমাদের রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছে। ঐ ক্রূরমতি অনেক বার তোমাদিগের প্রতি আমার ভেদবুদ্ধি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার সেই সমস্ত কুমন্ত্রণা গ্রাহ্য করি নাই।

হে মহাবাহো! তাহার অভিপ্রায় তুমি সম্যক রূপে অবগত আছ, এবং আমি যে ধর্ম্মরাজের হিতচিকীর্ষু তাহাও তোমার অবিদিত নাই। তবে তুমি কিনিমিত্ত আমার প্রতি এরূপ আশঙ্কা করিতেছ। তুমি সামান্য লোক নও, ভূভারহরণের নিমিত্ত দেবলোক হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ।

হে পার্থ! শত্রুগণের সহিত সন্ধিস্থাপন নিতান্ত দুষ্কর। যাহা হউক, আমি বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সন্ধিস্থাপনে সবিশেষ যত্ন করিব। কিন্তু তাহাতে যে কৃতকার্য্য হইব, এরূপ প্রত্যাশা নাই। গোহরণসময়ে তোমাদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর সমাপ্ত হইলে,মহাত্মা ভীষ্ম রাজ্যপ্রদান পূর্ব্বক তোমাদের সহিত সন্ধি করিতে দুর্য্যোধনকে উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই দুরাত্মা সম্মত হয় নাই। সে অত্যল্প পরিমাণেও রাজ্য প্রদানে সম্মত নহে। হে পার্থ! তুমি যখন তাহাকে বধ্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছ, তখন সে নিশ্চয় নিহত হইয়াছে। যাহা হউক, আমি সর্ব্ব প্রযত্নে ধর্ম্মরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া,পুনরায় সেই দুরাত্মার পাপকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব।

অশীতিতম অধ্যায়।

নকুল কহিলেন, হে মাধব! বদান্য ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যে সমস্ত বাক্যের উল্লেখ করিলেন, এবং ভীমসেন ও ধনঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যে রূপে সন্ধিস্থাপনের উল্লেখ ও স্বীয় ভুজবীর্য্য প্রকাশ করিলেন, আপনি সে সমস্ত শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাতে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শত্রুগণের মতের সহিত আপনাদের মতের ঐক্য না হইলে, পুনরায় বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য অবধারণ করিতে হইবে। হে কেশব! নিমিত্তের অনুসারেই মত স্থির করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনুষ্য উপযুক্ত কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে। কার্য্য একপ্রকার চিন্তা করিলে সময়ানুসারে অন্যপ্রকার হইয়া উঠে।

পৃথিবীর সকল মনুষ্যই অস্থিরমতি। যখন আমরা অরণ্যে বাস করিতাম, তখন আমাদের বুদ্ধি একপ্রকার ছিল, এক্ষণে একপ্রকার হইয়াছে। হে বাসুদেব! এক্ষণে রাজ্যগ্রহণে যেরূপ অভিলাষ হইয়াছে; বনবাসকালে সেরূপ ছিল না। হে জনার্দ্দন! আপনার প্রসাদে আমরা বনবাস হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া, এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। অচিন্ত্যবল পৌরুষশালী এই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্রকে অস্ত্র ধারণ করিতে দেখিয়া, কাহার মন ব্যথিত না হয়? আপনি কুরুগণের সমীপে গমন পূর্ব্বক প্রথমত সান্ত্বনাবাদ প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাৎ ভয়প্রদর্শন করিবেন। মন্দমতি সুযোধন যাহাতে ব্যথিত না হয়, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। হে মহাবাহো! কোন্ ব্যক্তি যুধিষ্ঠির, ভীমসেন,অপরাজিত বীভৎসু, সহদেব, বলরাম, মহাবীর্য্য সাত্যকি, মহাত্মা বিরাট, সামাত্য দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কাশীরাজ, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতুর এবং আপনার ও আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিবে? অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি কৌরব সভায় গমন করিলে, ধর্ম্মরাজের অভীষ্ট সাধন করিতে পারিবেন। মহাত্মা বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, বাহ্লিক, ইহাঁরা আপনার বাক্যের মর্ম্মাবগত হইয়া, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ও তাহার অমাত্যগণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবেন। হে জনার্দ্দন! তুমি বক্তা ও বিদুর শ্রোতা হইলে, কোন্ কার্য্য সম্পন্ন না হয়?

একাশীতিতম অধ্যায়।

সহদেব কহিলেন, হে মধুসূদন! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে সন্ধি করা স্থির হইলেও, যাহাতে যুদ্ধঘটনা হয়, আপনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন। যদি কৌরবগণ আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করে; তাহা হইলেও আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধের প্রস্তাব করিবেন। হে কৃষ্ণ! যখন সভাগত পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমানদর্শন করিয়াছি,তখন যুদ্ধ না করিয়া কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিতে পারি? যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও নকুল ধর্ম্মানুরোধে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, কিন্তু আমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

সাত্যকি কহিলেন, হে মহাবাহো! মহামতি সহদেব যথার্থ কহিয়াছেন, দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারিলেই আমার ক্রোধশান্তি হইবে। আপনি কি জানেন না, চীর-বাস পরিধান পূর্ব্বক পাণ্ডবেরা বনে গমন করিলে, আপনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া,সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন? অতএব সমরদুর্দ্ধর্ষ শূর মাদ্রীসুত যাহা কহিলেন, সমুদয় যোদ্ধাগণ তাহাতেই সম্মত আছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সাত্যকি এইরূপ কহিলে, সমুদয় সমরাভিলাষী যোদ্ধাগণ আহ্লাদিত মনে সাত্যকির বাক্যে অভিনন্দন পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান ও ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ করিতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর আয়তমূৰ্দ্ধজা শোকসন্তপ্তা মনস্বিনী দ্রুপদাত্মজা কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য সমুদয় শ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্ত ভাব অবলোকন করত সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! সামাত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের ক্রূরতাচরণে পাণ্ডবগণ যে প্রকারে সুখভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং সঞ্জয়ের সহিত ধর্ম্মরাজ গোপনে যে সমস্ত পরামর্শ করিয়াছিলেন তুমি তাহা অবগত আছ। মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধির প্রস্তাব করিয়া, তোমার সমক্ষেই কহিয়াছিলেন; হে সঞ্জয়! তুমি দুর্য্যোধন ও তাহার সুহৃদ্গণকে অবিস্থল, বৃকস্থল মাকন্দী, বারণাবত ও অন্য যে কোন গ্রাম এই পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করিতে কহিবে। তদনুসারে সঞ্জয় দুর্য্যোধনকে সেই কথা কহিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই।

হে কেশব! তুমি কৌরব সভায় গমন করিলে, যদি দুর্য্যোধন রাজ্যপ্রদান না করিয়া, সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করে,তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না। পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ সমবেত হইলে, অনায়াসেই দুর্য্যোধনের সৈন্য সামন্তগণকে পরাভব করিতে পারেন। সাম বা দান দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে কেহই সমর্থ নহে। অতএব, হে মধুসূদন! তাহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যাহারা সাম বা দান দ্বারা বশীভূত না হয়; স্বীয় জীবনরক্ষার্থ তাহাদের দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। অতএব কৌরবগণের প্রতি তোমার, পাণ্ডবগণের ও সৃঞ্জয়-

দিগের মহাদণ্ড নিক্ষেপ করা নিতান্ত উচিত। ইহা পার্থিবগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তোমার যশস্কর ও ক্ষত্রিয়ের সুখাবহ। ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে লোভাসক্ত ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য জাতিকে বধ করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু ও পূজনীয়; সুতরাং পাপাসক্ত হইলেও কদাচ বধ্য নহেন।

হে জনার্দ্দন! ধর্ম্মশীল পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হয়। অতএব তোমাকে যাহাতে পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সৈনিকগণের সহিত উক্তপ্রকার পাপলিপ্ত হইতে না হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

হে কেশব! এই পৃথিবীতে আমার সদৃশী দুঃখিনী আর কে আছে? আমি মহারাজ দ্রুপদের অযোনিজা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, আজমীঢ়বংশসম্ভূত মহাত্মা পাণ্ডুরাজের স্নুষা, এবং মহেন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী। ঐ পঞ্চ ভ্রাতার ঔরসে আমার গর্ব্ভে পঞ্চ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। তোমার পক্ষে অভিমন্যু যেরূপ, উহারাও সেইরূপ। হে কৃষ্ণ! আমি এরূপ সৌভাগ্যবতী হইয়া তুমি, পাণ্ডুনন্দনগণ, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিনন্দনগণ জীবিত থাকিতে,সভামধ্যে সর্ব্বসমক্ষে তাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। তখন আমি সেই দুরাত্মাগণের দাসী হইয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি অমর্ষশূন্য ও নিশ্চেষ্টভাব পাণ্ডবগণকে পরস্পর মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া,হে গোবিন্দ! আমাকে রক্ষা কর, এই বলিয়া মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করিয়াছিলাম। হে কেশব! যখন আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাকে কহিয়াছিলেন, হে পাঞ্চালি! তুমি আমার বরদানযোগ্যা, অতএব বর প্রার্থনা কর. তখন আমি তাঁহার আজ্ঞা-

নুসারে পাণ্ডবগণ স্ব স্ব আয়ুধ ও রথ প্রাপ্ত এবং দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন, এই বলিয়া বর প্রার্থনা করাতে, তাঁহারা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি আমার এই সমস্ত দুঃখের বিষয় সম্যক্ প্রকারে অবগত হইয়াছ, অতএব এক্ষণে ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণের সহিত আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি ধর্ম্মত ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের স্নুষা, আমাকেও শত্রুগণের বলপ্রভাবে দাসী হইতে হইল! কি আশ্চর্য্য! এখনও দুর্য্যোধন জীবিত রহিয়াছে! পার্থের শর শরাসনে ও ভীমসেনের বলে ধিক্! হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে, শীঘ্র ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ক্রোধানল নিক্ষেপ কর।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অসিতাপাঙ্গী বরারোহা গজগামিনী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া, সর্ব্বসৌগন্ধবাসিত সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন মহাভুজগ সদৃশ কেশকলাপ বামপাণি দ্বারা ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীন বচনে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! শত্রুগণ সন্ধির প্রস্তাব করিলে, দুরাত্মা দুঃশাসন কর দ্বারা আমার এই কেশকলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ইহা স্মরণ করিবে। যদি ভীমার্জ্জুন যুদ্ধবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমার পিতা, মহারথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে মধুসূদন! আমার মহাবীর্য্যশালী মহারথ পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ ভুজ ছিন্নভিন্ন হইয়া, ধূলিধূষরিত হইতে না দেখিলে, আমার হৃদয়ে শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি প্রদীপ্ত হুতাশন তুল্য ক্রোধ হৃদয়ে স্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর

প্রতীক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে উহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি আমি শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। অদ্য আবার পরম ধার্ম্মিক ভীমসেনের বাক্যরূপ শল্যে আমার হৃদয় আরও বিদীর্ণ হইতেছে।

আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া, বাষ্পভরে কম্পান্বিত কলেবরে অত্যুষ্ণ বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সোৎকণ্ঠিত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু কৃষ্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অচিরাৎ ভরতরমণীগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেরূপ রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীগণ তাহাদের জ্ঞাতি ও বান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিদেশক্রমে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমার বাক্য শ্রবণ না করিলে, কালপ্রেরিতের ন্যায় ধরাতলে শয়ন করত শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইবে। যদি হিমগিরি বিচলিত, সনক্ষত্র আকাশমণ্ডল নিপতিত ও মেদিনী শতধা ছিন্ন হইয়া প্রচলিত হয়, তথাপি আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবেক না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সম্বরণ কর, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি অচিরকালের মধ্যে পতিগণকে হতশত্রু হইয়া, রাজ্য ভোগ করিতে দেখিবে।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সমুদয় কৌরবগণের পরম সুহৃৎ, এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই একান্ত প্রীতি-

ভাজন, অতএব যাহাতে আমাদের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মঙ্গলসাধন হয় তাহার উপায় বিধান কর। তুমি মনে করিলে অনায়াসেই সন্ধি সংস্থাপিত হইতে পারে। হে বাসুদেব! তুমি এখান হইতে অমর্ষপরায়ণ দুর্য্যোধন সমীপে গমন পূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিবে। যদি সেই অল্পবুদ্ধি বালক তাহাতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! কৌরবগণের মঙ্গলসাধন করা আমার পক্ষে পরমহিতকর ও ধর্ম্মজনক, অতএব আমি ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত শীঘ্রই তথায় গমন করিব।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণার্জ্জুনের এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন দিবাকর মৃদুভাবে স্বীয় কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। যদুবংশচূড়ামণি ভগবান্ বাসুদেব রেবতীনক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্ত্তে কৌরব সভায় গমন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণও ঋষিগণের মঙ্গলময় পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাধান পূর্ব্বক স্নান ও বসন ভূষণ পরিধান করত সূর্য্য ও পাবকের উপাসনা করিলেন; এবং বৃষপুচ্ছ স্পর্শ, বিপ্রগণকে অভি-বাদন, অগ্নিপ্রদক্ষিণ ও মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদয় দর্শন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরবাক্য স্মরণ করিয়া, স্বসমীপোপবিষ্ট শিনির নপ্তা সাত্যকিকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমার রথের উপর শঙ্খ, চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি ও অন্যান্য প্রহরণ সমস্ত সংস্থাপিত কর। দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ নিতান্ত দুষ্টাত্মা; বলবান্ ব্যক্তির অতি দুর্ব্বল শত্রুকেও অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।

অনন্তর কেশবের অগ্রবর্ত্তিগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া

রথযোজনায় প্রবৃত্ত হইল। ঐ রথ আকাশবিহারী, প্রদীপ্ত কালানলসদৃশ অধ্বগামী, চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ সমুজ্জ্বল, চক্রদ্বয়ে সমলঙ্কৃত; চন্দ্র, অর্দ্ধচন্দ্র, মৎস্য, মৃগ ও পক্ষিগণে সুশোভিত, বিবিধ বিচিত্র পুষ্প ও মণি এবং সুবর্ণরাজি বিরাজিত; ধ্বজ-পতাকামণ্ডিত, ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃত, অমিত্রগণের যশোঘ্ন, যাদবগণের আনন্দবর্দ্ধক। অগ্রগামিগণ ক্ষণকালমধ্যে শৈব্য, সুগ্রীব প্রভৃতি অশ্বগণ উহাতে যোজনা করিল। ধ্বজাগ্রভাগে পক্ষিরাজ গরুড় সন্নিবিষ্ট হইল। উহা দেখিলে বোধ হয় যেন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

তখন শৌরি সেই কামগামী বিমান সদৃশ মেরুশিখ-রোপম মেঘনিস্বন রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সাত্য-কিকে সেই রথোপরি আরোহণ করাইয়া, রথনির্ঘোষে পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করত গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে গগনমণ্ডল মেঘনির্ম্মুক্ত হইল, বায়ু অনুকূল হইয়া বহিতে লাগিল। রজোরাশি প্রশান্ত হইল। মাঙ্গল্য মৃগপক্ষিগণ তাঁহার অনুগামী হইল। এবং হংস, সারস, শত-পত্র প্রভৃতি বিহঙ্গমসকল মঙ্গলধ্বনি করত মধুসূদনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। হুতাশন মন্ত্র দ্বারা আহুত ও ধূমবিহীন হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিলেন। এবং তাঁহার শিখা দক্ষিণাবর্ত্ত হইল। বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিদ্যুম্ন, গয়, ক্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্মীকি, মরুত্ত, কুশিক ও ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ যদুকুলভূষণ গোবিন্দকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ এই সমস্ত মহাভাগগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, কৌরব সভার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব, পরাক্রান্ত চেকিতান, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, মহারথ দ্রুপদ, কাশীরাজ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয় ও সপুত্র

বিরাট প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন।

অনন্তর যিনি কাম, ক্রোধ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া, কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হন না, যিনি সকল জীবের অধীশ্বর, লোভবিহীন, ধর্ম্মজ্ঞ, ধৈর্য্যশালী, সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও শ্রীবৎসলাঞ্ছন সেই সনাতন দেবদেব কেশবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তৎকালোচিত এই কথা কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! যিনি আমাদিগকে বাল্যকাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন; যিনি উপবাস, তপস্যা, স্বস্ত্যয়ন, দেবপূজা, অতিথিসৎকার ও গুরুজনশুশ্রূষায় নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছেন; যিনি নিতান্ত পুত্রবৎসলা, যাঁহার প্রীতিসাধন আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তরণী যেরূপ মহাভয়ঙ্কর সমুদ্র হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ যিনি দুর্য্যোধনভয় হইতে বারম্বার আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, এবং আমাদের নিমিত্ত বহুতর দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, তুমি কৌরবভবনে গমন পূর্ব্বক আমাদের সেই দুঃখভাগিনী জননীর কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আমাদের কুশলবার্ত্তা কীর্ত্তন করিয়া, বারম্বার আশ্বাস প্রদান করিবে। তিনি বিবাহকালাবধি শ্বশুরকুলের দুঃখ ও অবমাননা দর্শনে কেবল দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতেছেন। হে অরাতিকুলনিসূদন বাসুদেব! আমার কি এমন সময় উপস্থিত হইবে যে, আমি সেই অশেষদুঃখভাগিনী জননীর দুঃখ মোচন করিতে পারিব? হায়, আমাদিগের বনগমনসময়ে তিনি রোদন করিতে করিতে দ্রুত গমনে আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। বোধ হয় তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কেবল পুত্রবিরহযাতনায় একান্ত অভিভূত

হইয়া জীবিত রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাকে এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, মহারাজ বাহ্লিক ও সোমদত্ত প্রভৃতি বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে অভিবাদন করিয়া, কুরুকুলের প্রধান মন্ত্রী ধীশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মশীল মহাপ্রাজ্ঞ বিদুরকে আলিঙ্গন করিবে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভূপালগণ মধ্যে কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া, প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন স্বীয় সখা বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে গোবিন্দ! আমরা মন্ত্রণাসময়ে যে রাজ্যার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি তাহা সমস্ত ভূপতিগণ অবগত হইয়াছেন। কৌরবগণ যদি অবমাননা না করিয়া, সৎকার পূর্ব্বক আমাদিগকে উহা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কোন ভয়ের বিষয় নাই। নচেৎ আমি সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিব। অর্জ্জুন এই কথা কহিলে, ভীমসেন সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং ক্রোধ ভরে কম্পমান কলেবরে মুহুর্ম্মুহু চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাঁহার এইরূপ চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণ কম্পিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া, আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সেই সমস্ত রাজগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, জনার্দ্দন সত্বর গমনে কৌরবনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অশ্বগণ দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, বায়ুবেগে ধাবমান হইল। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা আকাশমণ্ডল গ্রাস করিতেছে। মহাবাহু জনার্দ্দন এই রূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, পথের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মতেজসম্পন্ন কতিপয় মহর্ষিকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবামাত্র সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া,

যথাবিধি সম্ভাষণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষি-গণ! সমুদায় লোকের কুশল ত? উত্তম রূপে ত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ত ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থিতি করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমাকে আপনাদের কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে? আপনারা কি নিমিত্ত মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন? তখন জামদগ্ন্য সুরাসুরপতি মধুসূদনের সমীপবর্ত্তী হইয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে গোবিন্দ! আমাদের মধ্যে কেহ দেবর্ষি, কেহ বহুব্রতশালী ব্রাহ্মণ,কেহ রাজর্ষি এবং তপস্বী। আমরা বহু বার দেবাসুরসমাগম দর্শন করিয়াছি;সংপ্রতি সভাসদ্গণ,ভূপতি-গণ ও তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আগমন করিতেছি। হে পরন্তপ মাধব! কৌরব সভামধ্যে তোমার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি। হে মধুসূদন! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহামতিগণ ও তুমি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমরা সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি। হে যাদবশার্দ্দূল! তুমি এক্ষণে কুরুসভায় গমন কর। আমরা তথায় তোমাকে দিব্যাসনে উপবিষ্ট ও তেজ-বলসম্পন্ন অবলোকন করিয়া,পুনরায় তোমার সহিত কথোপ-কথন করিব।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

—।০।—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দেবকীনন্দনের গমন-সময়ে দশ জন সৈন্যসংহারকারক অস্ত্রধারী মহাবল পরা-

ক্রান্ত মহারথ, সহস্র পদাতি ও প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের সহিত শত শত কিঙ্করগণ তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দাশার্হ মহাত্মা মধুসূদন কি প্রকারে গমন করিয়াছিলেন? এবং গমনসময়ে সেই মহাতেজা বিষ্ণুর পথিমধ্যে কি কিই বা নৈমিত্তিক ঘটনা হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! গমনকালে সেই মহাত্মা বাসুদেবের যে সকল দৈব নিমিত্ত ঘটিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন। তখন বিনা মেঘে নির্ঘোষ, বিদ্যুৎপাত ও অনবরত বারিবর্ষণ আরম্ভ হইল। নদী সমস্ত প্রতিকূল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সপ্ত সমুদ্র পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইল। সহসা দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হওয়াতে লোক সকলের মনেও ভ্রম জন্মিল। অগ্নি প্রজ্বলিত ও পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল। উদপান ও কুম্ভ হইতে জল উচ্ছলিত হইতে লাগিল। সমস্ত জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়া, দিক্ জ্ঞান তিরোহিত হইল, গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। কিন্তু কে সেই শব্দ করিতেছে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বজ্রধ্বনি ও দক্ষিণ পশ্চিমীয় বায়ু হস্তিনাপুর মথিত করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথে বায়ু সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল। কমল প্রভৃতি পুষ্প সমুদয় প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতে লাগিল। পথ সমুদয় সমান ও কুশকণ্টক দূরীভূত হইল এবং সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্য দ্বারা তাঁহার স্তব এবং মধুপর্ক ও ধন দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। নারীগণ পথিমধ্যে আগমন পূর্ব্বক সেই সর্ব্বভূতহিতৈষী বাসুদেবের মস্তকে বিবিধ সুগন্ধ বন্য কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিল।

বাসুদেব সর্ব্বশস্যসমাচিত পরম রমণীয় শালিভবন ও অতি মনোহর হৃদয়ানন্দকর বহুবিধ গ্রাম্যপশু দর্শন করিতে করিতে বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। ভরতকুলাভিরক্ষিত সতত সংহৃষ্ট অনুদ্বিগ্নচিত্ত ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া, তাঁহার গমনপথে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ৎ ক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে, তাহারা যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিল। এদিকে ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় রশ্মিজাল বিকীর্ণ করত লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, পরবীরঘাতী বাসুদেব বৃকস্থলে উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, যথাবিধি শৌচ সমাপন পূর্ব্বক অশ্বমোচনের আদেশ করিয়া, সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তখন দারুক তাঁহার আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করত শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া, তাহাদিগকে উন্মুক্ত করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব সন্ধ্যা সমাপন করিয়া স্বীয় সমভিব্যাহারী সকলকে কহিলেন হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে আমি এই স্থানে এই রাত্রি অতিবাহিত করিব। পরিচারকবর্গ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুরস অন্ন পানীয় প্রস্তুত করিল।

হে রাজন্! অনন্তর সেই গ্রামবাসী ব্রাহ্মীবিদ্যানুষ্ঠাতা আর্য্যকুলীন ব্রাহ্মণগণ. অরাতিনিসূদন মহাত্মা হৃষীকেশের নিকট আগমন পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া, স্ব স্ব নিকেতনে আনিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি-

লেন। তখন ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হই-লেন, এবং যথাবিধি অর্চ্চনা করত তাঁহাদিগের নিকে-তনে গমন করিয়া, পুনরায় তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পটমণ্ডপে উপনীত হইলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-গণের সহিত সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভক্ষণ করিয়া, পরম সুখে রজনীযাপন করিলেন।

—॥০॥—

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র দূতের নিকট মধুসূদনের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করত রোমাঞ্চিত কলেবরে মহাবাহু ভীষ্ম, দ্রোণ, সঞ্জয় ও মহামতি বিদুরকে সম্ভাষণ করত তাঁহাদের সাক্ষাতে সামাত্য দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে বৎস! এক অতি মহাশ্চর্য্য কথা শ্রবণগোচর হইল। কি চত্বর, কি সভা সকল স্থানে কি স্ত্রী বালক কি বৃদ্ধ সকলের মুখেই শুনিতেছি, দাশার্হাধিপতি পরাক্রম-শালী মহাত্মা বাসুদেব পাণ্ডবকার্য্যসাধনার্থ আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছেন। সেই মধুসূদন সর্ব্বপ্রকারে আমাদের মান্য ও পূজ্য। তাঁহার প্রসাদেই লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে, তিনিই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর। তাঁহাতেই ধৈর্য্য, বীর্য্য, প্রজ্ঞা ও তেজ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই নরশার্দ্দূল সাধুগণের মান্য ও সনাতন ধর্ম্ম স্বরূপ; তাঁহাকে পূজা করিলে পরম সুখলাভ ও পূজা না করিলে অশেষ দুঃখ-ভোগ করিতে হয়। যদি আমরা যথাবিধি উপচার দ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধন করিতে পারি, তাহা হইলে সমুদায়

রাজগণের নিকট আমাদের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। অতএব, হে গান্ধারিনন্দন! তাঁহার পূজার উদ্যোগ কর, পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিবিধ মনোহর বস্তু পরিপূর্ণ সভা প্রস্তুত কর, তাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। এ বিষয়ে আমার এই মত। এক্ষণে দেখ, ভীষ্মই বা কি বলেন।

তখন ভীষ্ম প্রভৃতি সকলে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রশংসা করিয়া, বিবিধ রত্নরাশি সুশোভিত পরম মনোহর সভা সমস্ত নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ সকল সভাতে বিবিধ চিত্রবিচিত্র আসন, স্ত্রী, গন্ধ, অলঙ্কার, সূক্ষ্ম বসন, সুমিষ্ট অন্নপান ও সুগন্ধ মাল্য সকল সংস্থাপিত হইল। বিশেষতঃ তৎকালে বাসুদেবের বাসার্থ বৃকস্থলে যে সভা নির্ম্মিত হইল, তাহা অন্য সমুদয় সভা অপেক্ষা প্রচুর রত্নসম্পন্ন ও মনোহর।

তখন রাজা দুর্য্যোধন সেই সুরগণোচিত অতিমানুষ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিলেন। কিন্তু দাশার্হ সেই সমস্ত সভা ও রত্নরাজির প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, কৌরবসভায় গমন করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! মহাবল, মহাবীর্য্য এবং মহাসত্ত্ব জনার্দ্দন উপপ্লব্যনগর হইতে আমাদিগের রাজ্যে আগমন করিয়া, বৃকস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। কল্য প্রভাতকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহুকদিগের অধিপতি, সকল সাত্বতগণের অগ্রগণ্য ও প্রবল বৃষ্ণিরাজ্যের ভোক্তা এবং রক্ষিতা। সেই ভগবান্ মাধব লোকত্রয়ের প্রপি-

তামহ। আদিত্য ও বসুগণ যেরূপ বৃহস্পতির উপাসনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ সমুদয় বৃষ্ণি ও অন্ধকগণ বাসুদেবের প্রজ্ঞানুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার সাক্ষাতে সেই মহাত্মা দাশার্হকে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিয়া পূজা করিব, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

একবর্ণ সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব বাহ্লিকদেশজাত চারি চারি অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণনির্ম্মিত ষোড়শ রথ, অনবরত মদস্রাবী অষ্ট অষ্ট অনুচরে পরিচালিত ঈষার ন্যায় দশনসম্পন্ন আটটি মাতঙ্গ; সুবর্ণবর্ণাভ শুভলক্ষণসম্পন্না অজাতপ্রজা এক শত দাসী ও তাবৎসংখ্যক দাস, পার্ব্বতীয়গণোপাহৃত অষ্টাদশ সহস্র মেষ, এবং চীনদেশজাত সহস্র অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিব। যে নির্ম্মল মণি দিবারাত্র প্রভাসিত হইয়া থাকে, এবং যে অশ্বতরী যানে সংযুক্ত হইলে, এক দিনে চতুর্দ্দশ যোজন গমন করিতে পারে, তাহা তাঁহাকে প্রদান করিব। মহাত্মা জনার্দ্দনের বাহন ও অনুযাত্র পুরুষ সমুদয় যে পরিমাণে ভোজন করিতে পারে, আমি তাহার অষ্টগুণ ভক্ষ্য দ্রব্য তাঁহাকে প্রদান করিব। দুর্য্যোধন ভিন্ন আমার সমুদয় পুত্র পৌত্রগণ সুসংস্কৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া সেই মহাত্মা বাসুদেবের প্রত্যুদ্গমন করিবে। সহস্র সহস্র বারাঙ্গনা বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া, পদব্রজে সেই মহাত্মার প্রত্যুদ্গমন করিবে। যে সকল কন্যাগণ নগর হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবে, তাহারাও অনাবৃত হইয়া গমন করিবে। প্রজাগণ যেরূপ আদিত্যকে সন্দর্শন করে, সেইরূপ নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই মধুসূদনকে অবলোকন করুক। চতুর্দ্দিকে বিশাল ধ্বজ সমুত্থাপিত ও জলাভিষেক দ্বারা পথ সকল রজোবিহীন কর। দুর্য্যোধনের গৃহ অপেক্ষা দুঃশাসনের গৃহ উৎকৃষ্ট; অতএব

ঐ গৃহ সুমার্জ্জিত কর। এই গৃহ পরম রমণীয় প্রাসাদ সমুদায়ে সুশোভিত ও সকল ঋতুতেই পরম সুখদায়ক; আমার এবং দুর্য্যোধনের রত্নরাজির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহা ঐ গৃহমধ্যে স্থাপিত কর।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে, আপনি সমুদয় লোকের মাননীয়, আদরণীয় ও প্রিয়। আপনি শাস্ত্র বা তর্ক দ্বারা স্থিরবুদ্ধি হইয়াছেন। প্রজাগণ আপনার ধর্ম্ম প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায়, সূর্য্যকিরণের ন্যায়, সাগরের ঊর্ম্মির ন্যায় অবিনশ্বর বলিয়া স্থির করিয়াছে। সমুদয় লোকই আপনার গুণে বশীভূত হইয়াছে; অতএব আপনি বান্ধবগণের সহিত গুণরক্ষণে যত্নবান্ হউন। হে রাজন্! আপনি সরলতা অবলম্বন করুন। বালকের ন্যায় আমোদের বশীভূত হইয়া, বহুসংখ্যক পুত্রপৌত্রদিগকে বিনষ্ট করিবেন না। হে রাজন্! আপনি কৃষ্ণকে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়াছেন ও যাহা প্রদান করিলে, তাঁহার পক্ষে প্রচুর হইবে বিবেচনা করিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব সেই সমস্ত ও অন্যান্য দ্রব্যের উপযুক্ত পাত্র। অধিক কি, তিনি অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলের উপযুক্ত পাত্র; আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আপনি ধর্ম্মোদ্দেশে বা কৃষ্ণের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিতেছেন না। আপনি ছল দ্বারা তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার অভিলাষে ঐরূপ করিতেছেন। হে রাজন্!

আমি বাহ্য কর্ম্ম দ্বারা আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারি। পঞ্চ পাণ্ডবগণ আপনার নিকট পঞ্চ গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছেন, কিন্তু আপনি তাহা প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। অতএব বোধ হয় সন্ধি করিতে আপনার অভিলাষ নাই। আপনি অর্থ দ্বারা মহাবাহু বাসুদেবকে প্রলোভিত করত পাণ্ডবগণ হইতে পৃথক্ করিতে অভিলাষ করিতেছেন, কিন্তু আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, বিত্ত, উদ্যম বা অন্য কোন উপায়েই তাঁহাকে অর্জ্জুন হইতে পৃথক্ করিতে পারিবেন না। আমি মহাত্মা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ও অর্জ্জুনের দৃঢ় ভক্তির বিষয় অবগত আছি, এবং বাসুদেব যে অর্জ্জুনকে প্রাণতুল্য বোধ করেন ও তাঁহাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, তাহাও জ্ঞাত আছি। জনার্দ্দন কুম্ভোদক, পাদ্য ও কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন আপনাদের নিকট আর কিছুই অভিলাষ করেন না। অতএব যেরূপ সৎকার করিলে, মানার্হ জনার্দ্দনের প্রীতিলাভ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। মহাত্মা বাসুদেব কল্যাণকামনায় এখানে আগমন করিতেছেন, অতএব তাঁহার অভিপ্রেতসাধন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হে রাজন্! দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণ ও আপনার শান্তিবিধান করাই বাসুদেবের উদ্দেশ্য, অতএব আদেশানুযায়ী কার্য্য করাই সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ আপনার পুত্র সদৃশ, আপনি তাঁহাদের পিতৃতুল্য, তাঁহারা বালক, আপনি বৃদ্ধ, তাঁহারা আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন, আপনিও তাঁহাদিগকে সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করুন।

—০:০—

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাজন্! বিদুর কৃষ্ণের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা সকলই সত্য; তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত, আপনি কদাচ তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিবেন না। আপনি সৎকারার্থ তাঁহাকে যে সমস্ত ধন সম্পত্তি প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন; তাহা তাঁহাকে কদাচ দেয় নহে। কেশব আপনাদের পূজনীয়; কিন্তু এ সময়ে ঐ সমস্ত উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে, তিনি মনে মনে বিবেচনা করিবেন, ইহারা ভীত হইয়া আমার পূজা করিতেছে। অতএব যাহাতে স্বয়ং অপমানিত হইতে হয়, তাহা কদাচ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। আয়তলোচন কৃষ্ণ সকল ভুবনের পূজনীয়, ইহা আমি সম্যক্ প্রকারে বিদিত আছি; কিন্তু যখন তাঁহাকে পূজা করিলে উপস্থিত যুদ্ধের শান্তি হইবে না, তখন তাঁহাকে পূজা করা নিষ্ফল।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভব কুরুপিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, সৎকার বা অসৎকার যাহাই কর কিছুতেই তাহার ক্রোধের উদয় হয় না, তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত করেন, সহস্র সহস্র উপায় অবলম্বন করিলেও কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে না। মহাত্মা বাসুদেব যাহা কহিবেন, অসঙ্কুচিত চিত্তে তাহা সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই মহাত্মা বাসুদেবকে সহায় করিয়াই, শীঘ্র পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। ধর্ম্মশীল বাসুদেব নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য

বলিবেন ; অতএব বন্ধুগণের সহিত আপনার তাঁহাকে প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ ! পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিয়া, যে স্বয়ং সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে যে উপায় স্থির করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। পাণ্ডবগণের কৃষ্ণই একমাত্র সহায়, অতএব তিনি কল্য এখানে আগমন করিলে, তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিব। তাহা হইলে বৃষ্ণিগণ, পাণ্ডবগণ ও সমস্ত মেদিনীমণ্ডল আমার বশীভূত হইবে। অতএব কৃষ্ণ যাহাতে আমার এই অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারেন ; এবং যাহাতে আমারও কোন অনিষ্ট না হয়, আপনি আমাকে তাহার কোন উপায় বলুন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে এই সমস্ত নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিলেন, হে বৎস ! তুমি কদাচ এরূপ কথা বলিও না, উহা সনাতন ধর্ম্মের অনুগত নহে। তিনি দূত হইয়া আমাদের নিকট আসিতেছেন, বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়, তিনি কখনই কুরুকুলের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন নাই ; অতএব তিনি কি প্রকারে বন্ধযোগ্য হইবেন ?

ভীষ্ম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র ! তোমার এই পুত্র সাতিশয় মন্দবুদ্ধি, এ সততই অনিষ্টচিন্তা করিয়া থাকে। সুহৃজ্জন কর্ত্তৃক যাচমান হইলেও অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। তুমিও সুহৃদ্‌গণের বাক্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই উৎপথগামী পাপাচারপরায়ণ পুত্রের অনুবর্ত্তন করিতেছ। এই দুর্মতি দুর্য্যোধনকে অক্লিষ্টকর্ম্মা বাসুদেবের ক্রোধহুতাশনে অমাত্যগণের সহিত দগ্ধ হইতে হইবে। এই ত্যক্তধর্ম্মা পাপমতি নৃশংসের অনর্থকর বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কোনরূপেই

ইচ্ছা নাই। ভরতশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম এইরূপ কহিয়া, কোপভরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

একোননবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নররাজ! এদিকে কৃষ্ণ রজনী প্রভাত হইলে, পৌর্ব্বাহ্নিক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া, ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তখন বৃকস্থলনিবাসী ব্যক্তিগণ তাঁহাকে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত গমন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন ভিন্ন সমুদয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্মা সকল তাঁহার প্রত্যুদ্গমনার্থ গমন করিলেন। পুরবাসিগণ কৃষ্ণদর্শনলালসায় কেহ কেহ যানারোহণ, কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীষ্ম, দ্রোণ ও ধৃতরাষ্ট্রনন্দনগণে পরিবৃত নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সম্মানার্থ নগর ও রাজমার্গ বহুরত্নে সমাচিত হইয়া সমলঙ্কৃত হইয়াছিল। হে ভরতর্ষভ! তৎকালে কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বাসুদেবদর্শনমানসে সমাগত হইয়াছিল। হৃষীকেশ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, সকলে রাজমার্গে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার স্তুতিবাদ আরম্ভ করিল। তৎকালে মহাগৃহ সকল স্ত্রীগণে পূর্ণ হইয়া প্রচলিত প্রায় হইয়াছিল। সেই সময়ে রাজমার্গে এরূপ জনতা উপস্থিত হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা কৃষ্ণের বায়ুবেগগামী অশ্ব সকলেরও গতিরোধ হইয়াছিল।

অনন্তর শত্রুকর্ষণ পুণ্ডরীকাক্ষ বহুপ্রাসাদসুশোভিত ধৃতরাষ্ট্রভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত ও মহারাজ বাহ্লিক ইহাঁরা সকলে আসন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃষ্ণকে পূজা করিতে লাগিলেন।

তখন মহামতি কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মকে বিনীত বাক্যে পূজা করিয়া, বয়ঃক্রমানুসারে সকল ভূপালগণের সহিত সম্ভাষণাদি করিলেন। অনন্তর বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, কৃপ ও সোমদত্তের সহিত একত্রোপবিষ্ট দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিলেন। তথায় উৎকৃষ্ট সুমার্জ্জিত কাঞ্চনময় আসন পাতিত ছিল, মহাত্মা কেশব ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে তাহাতে উপবেশন করিলেন। তখন রাজপুরোহিতগণ যথা ন্যায়ে তাঁহাকে গো, মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে আতিথ্যস্বীকার করিয়া, কুরুগণের সহিত সম্বন্ধানুসারে পরিহাস ও কথোপকথনাদি করিতে লাগিলেন।

এই রূপে মহাত্মা বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, তাঁহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কুরুসভায় গমন পূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া, বিদুরভবনে গমন করিলেন। তখন বিদুর অতিথিসৎকারোপযুক্ত দ্রব্য দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার দর্শন লাভ করিয়া আমি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। হে কৃষ্ণ! তুমি সকল জীবের অন্তরাত্মা, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। সর্ব্বধর্ম্মকুশল মহাত্মা বিদুর এই রূপে গোবিন্দের আতিথ্য করিয়া, তাঁহাকে পাণ্ডবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বৃষ্ণিসত্তম পরম সুহৃৎ বাসুদেব ধর্ম্ম-

পরায়ণ ক্রোধবিহীন প্রসন্নচিত্ত ধীসম্পন্ন বিদুরের নিকট পাণ্ডবগণের সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ বর্ণন করিলেন।

—o—

নবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা মধুসূদন বিদুরকে সম্ভাষণপূর্ব্বক অপরাহ্নে পিতৃস্বসা কুন্তীর নিকট গমন করিলেন। তখন কুন্তী পরম তেজস্বী স্বীয় পুত্রদিগের প্রধান সহায় মধুসূদনকে অবলোকন করত তাঁহার কণ্ঠধারণ করিয়া, তনয়গণের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য সমাপন করিয়া, বাষ্পগদ্গদ স্বরে ম্লান বদনে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! যাহারা বাল্যাবধি গুরুশুশ্রূষায় নিরত, যাহাদের সৌহার্দ্দ কখন বিনষ্ট হয় না; যাহাদিগের চিত্ত অভিন্ন; যাহারা শত্রুকৃত পৈশুন্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, আমাকে মহাদুঃখে নিপাতিত করত জনশূন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিল; যাহারা বিনীত, সত্যবাদী, দেবসেবাপরায়ণ সেই পাণ্ডবগণ সিংহব্যাঘ্রসমাকুল ঘোর বিপিনে কি প্রকারে বাস করিয়াছিল? আহা! তাহারা বাল্যকালেই পিতৃহীন হইয়াছে; কেবল আমিই তাহাদিগকে সতত লালন পালন করিতাম। তাহারা কি প্রকারে পিতা মাতাকে দর্শন না করিয়াও মহাবনে বাস করিয়াছিল? হে কেশব! পাণ্ডবগণ বাল্যাবধি শঙ্খ, দুন্দুভি, মৃদঙ্গ ও বেণুর নিনাদ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত, এবং রথনির্ঘোষে প্রতিবোধিত হইত। ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ, ভেরী, বেণু ও বীণানিনাদের সহিত

পুণ্যাহঘোষ মিশ্রিত করিয়া, যাহাদিগের স্তব করিতেন, যাহারা বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ন দ্বারা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিত, যাহারা প্রাসাদের উপরিভাগে রাঙ্কবাজিন শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত ও ব্রাহ্মণগণের স্তুতিবাদে জাগরিত হইত, হায়! তাহারা কি প্রকারে অরণ্যমধ্যে হিংস্র-জন্তুগণের ভীষণ নিনাদে নিদ্রাগত হইত। হে মধু-সূদন! পূর্ব্বে যাহারা ভেরী, মৃদঙ্গ, বীণা, শঙ্খধ্বনি ও স্ত্রীগণের সুমধুর গীতি ও বন্দীগণের স্তুতিবাদ শ্রবণে প্রতিবোধিত হইত, তাহারা কি রূপে হিংস্রজন্তুগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে জাগরিত হইত!

যে মহাত্মা লজ্জাশীল, সত্যপরায়ণ, করুণাপরতন্ত্র, কাম-ক্রোধবিহীন, সতত সাধুপথের অনুবর্ত্তী এবং অম্বরীষ, মান্ধাতা, যযাতি, নাহুষ, ভরত, দিলীপ, ও উশীনর প্রভৃতি পূর্ব্বকালীন রাজর্ষিগণের ভারবহন করিয়া আসিতে-ছেন, যে ধর্ম্মাত্মা কৌরবগণের শ্রেষ্ঠ ও ত্রৈলোক্যের আধি-পত্যলাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্ধসুবর্ণবর্ণ দীর্ঘবাহু অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির এক্ষণে কেমন আছেন? যে মহাবীর অযুত নাগ সদৃশ পরাক্রমশালী, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, অমর্ষ-পরায়ণ, যিনি সতত ভ্রাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যিনি মহাবল পরাক্রান্ত কীচক, উপকীচক ও হিড়িম্বকে বধ করি-য়াছেন, ও পরাক্রমে ইন্দ্রের ন্যায়, বলে বায়ুর ন্যায়, ক্রোধে শূলপাণির ন্যায়, যে মহাবাহু অমর্ষপরবশ হইয়াও ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনের অনু-বর্ত্তী হইয়া থাকেন, সেই মহাবল পরাক্রমশালী তেজোরাশি পরিঘসদৃশবাহু মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর এক্ষণে কেমন আছেন? হে কৃষ্ণ! যে মহাবীর দ্বিভুজ হইয়াও সহস্রবাহু অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন, যিনি যুগপৎ পঞ্চশত বাণ

নিক্ষেপ করিতে পারেন, যিনি অস্ত্রপ্রয়োগে কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, দমোগুণে মহর্ষির ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, বিক্রমে মহেন্দ্রের ন্যায়, যে মহাকায় সমুদায় রাজগণের উপর কৌরবগণের একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবগণ কালযাপন করিতেছেন, যাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কেহই জীবিত থাকে না, যে সত্যবিক্রম সকল রথিগণের শ্রেষ্ঠ, দেবগণ যেরূপ বাসবের আশ্রয়, সেইরূপ যিনি পাণ্ডবগণের আশ্রয় স্বরূপ, সেই সর্ব্বভূতজেতা তোমার প্রিয়সখা ও ভ্রাতা জিষ্ণু এক্ষণে কেমন আছেন? যিনি সর্ব্বভূতে দয়াবান, লজ্জাশীল, মহাস্ত্রবেত্তা, মৃদু, সুকুমার, ধার্ম্মিক, সভাসদ, ভ্রাতৃগণের শুশ্রূষাপরায়ণ, আমার একান্ত প্রিয়, অন্যান্য পাণ্ডবগণ সতত যাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকে, যে যুবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিতান্ত অনুগত, সেই মাদ্রীনন্দন সহদেব এক্ষণে কেমন আছেন? যে প্রিয়দর্শন সুকুমার, যুবা, শূর ও সকল ভ্রাতৃগণের প্রিয়,এবং চিত্রযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণ,আমি যাহাকে বাল্যাবধি সুখে বর্দ্ধিত করিয়াছি, সেই বৎস নকুল এক্ষণে কেমন আছেন? হে মহাবাহো! সেই নকুলকে কি আমি পুনরায় নয়নগোচর করিব! হায়! আমি যে নকুলকে পলকমাত্র না দেখিলে, অধৈর্য্য হইতাম, দীর্ঘকাল তাহাকে না দেখিয়া জীবিত রহিয়াছি! হে জনার্দ্দন! কুলীনা অসামান্যরূপলাবণ্যসম্পন্না সর্ব্বগুণভূষিতা আমার পুত্রগণ অপেক্ষা প্রিয়তরা দ্রৌপদী প্রিয়তর পুত্রগণ অপেক্ষা পতিসহবাস শ্লাঘার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করেন। তন্নিমিত্ত পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া পতি সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সেই মহাকুলসম্ভূতা সর্ব্বকল্যাণদায়িনী দ্রৌপদী এক্ষণে কেমন আছেন? হায়! সেই পতিপরায়ণা অগ্নিকল্প

পঞ্চ পতির সহবাসে থাকিয়াও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে-ছেন। আমি সেই পুত্রশোককাতরা সত্যপরায়ণা দ্রৌপদীকে চতুর্দ্দশ বৎসর অবলোকন করি নাই। যখন তাদৃশশীলসম্পন্না দ্রৌপদী চির সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন বোধ হয়, পুরুষগণ পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখলাভে সমর্থ হয় না। হে কৃষ্ণ! আমি যে অবধি সরলস্বভাবা পতিপ্রাণা দ্রুপদ-নন্দিনীকে সভাগত অবলোকন করিয়াছি; সেই অবধি কি তুমি, কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন ও কি যমজ নকুল সহদেব কাহাকেও আর প্রিয় বলিয়া বোধ করি না। আমি ক্রোধলোভের বশবর্ত্তী অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক স্ত্রীধর্ম্মিণী দ্রৌপ-দীকে সভামধ্যস্থ শ্বশুরগণ ও শ্বশুরের সমীপবর্ত্তিনী দেখিয়া যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, ইহার পূর্ব্বে আর কখন সেরূপ দুঃখ অনুভব করি নাই। সেই সময়ে সভাস্থ ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লিক, কৃপ, সোমদত্ত ও সমস্ত কৌরবগণ নির্ব্বিণ্ণ হৃদয়ে একবস্ত্রপরিধানা দ্রুপদতনয়াকে অবলোকন করিয়া-ছিলেন।

হে কৃষ্ণ! লোক সকল সদ্বৃত্ত দ্বারা যেরূপ মান্য হয়, ধন বা বিদ্যা দ্বারা সেরূপ হয় না। আমি সেই সভাস্থ সক-লের মধ্যে বিদুরকেই পূজ্যতম জ্ঞান করিয়া থাকি। সেই মহাবুদ্ধিশালী গম্ভীরস্বভাব মহাত্মা বিদুর অলৌকিকস্বভাব-সম্পন্ন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুন্তী গোবিন্দকে সন্দর্শন করত শোক ও মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া, এইরূপ বহুবিধ শোক প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মধুসূদন! যে সমস্ত পূর্ব্বতন নৃপতি অক্ষক্রীড়া ও মৃগবধ করিয়াছেন, তাহাতে কি তাঁহাদের সুখলাভ হইয়াছে? সভামধ্যে কৃষ্ণা কুরুগণ-সমক্ষে অবমানিত হওয়াতে, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে।

হে মাধব! আমি পুত্রগণের নগর হইতে নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্যা, অজ্ঞাতচর্য্যা প্রভৃতি বহু দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। দুর্য্যোধন আমাকে ও পুত্রগণকে অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত অপমান করিতেছে, আমার ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে? কিন্তু শুনিয়াছি যে, দুঃখভোগে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে, পরিণামে পুণ্য বশতঃ সুখসমৃদ্ধিলাভ হয়। অতএব বোধ হয়, এইরূপ দুঃখভোগে পাপের পর্য্যবসান হইলে আমরা পশ্চাৎ সুখসম্ভোগ করিব। হে কেশব! আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে অবলোকন করিয়া থাকি। সেই পুণ্যবলে তোমারে পাণ্ডবগণের সহিত নিঃসপত্ন ও সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত অবলোকন করিব, শক্রগণ কখনই তোমাদের পরাজয়ে সমর্থ হইবে না।

এক্ষণে আপনাকে ও দুর্য্যোধনকে নিন্দা না করিয়া, পিতাকেই নিন্দা করা উচিত্ত। কারণ যেরূপ বদান্যগণ অনায়াসে ধন প্রদান করেন; সেইরূপ তিনি আমাকে অনায়াসেই কুন্তিভোজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যখন বাল্যাবস্থায় কন্দুকক্রীড়া করিতাম, সে সময়ে পিতা আমারে কুন্তিভোজকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। হে কৃষ্ণ! আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি পিতা ও শ্বশুর কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া, এখনও জীবন ধারণ করিতেছি! হায়! কেবল দুঃখভোগের নিমিত্তই আমার জন্ম হইয়াছিল। অতএব আমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে জনার্দ্দন! আমি সব্যসাচীর জন্মদিবসে রাত্রিতে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম যে "তোমার এই পুত্রটী সমুদয় পৃথিবী জয় করিবে, স্বীয় যশে নভোমণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে এবং যুদ্ধে কৌরবগণকে সংহার করত রাজ্যলাভ করিয়া, ভ্রাতৃগণের সহিত তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে"। আমি

সেই দৈববাণীকে নিন্দা করিতেছি না, ধর্ম্ম ও মহাত্মা কৃষ্ণকে নমস্কার; ধর্ম্ম প্রজা সকল ধারণ করিতেছেন। হে বার্ষ্ণেয়! যদি ধর্ম্ম থাকেন,যদি দৈববাণী সত্য হয় এবং তুমিও যদি সত্য হও, তাহা হইলে আমার সকল অভিলাষ সম্পাদন করিবে।

হে মাধব! আমি পুত্রগণের নিমিত্ত যেরূপ শোকার্ত্ত হইয়াছি, বৈধব্য, অর্থনাশ অথবা জ্ঞাতিগণের সহিত শক্রতায় সেরূপ শোকাকুল হই নাই। অদ্য চতুর্দ্দশ বর্ষ হইল, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়, ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির, মহাবীর ভীমসেন ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে অবলোকন করি নাই। অতএব আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? যেরূপ মানবগণ দীর্ঘকাল অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির মরণাবধারণ করত তদুদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করিয়া থাকে; আমার পক্ষে পাণ্ডবগণ সেইরূপ মৃত ও পাণ্ডবগণের পক্ষে আমিও সেইরূপ মৃতের ন্যায় হইয়াছি। হে কেশব! তুমি ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিবে যে, তিনি যেন তাঁহার বাক্য মিথ্যা না করেন। তাহা হইলে ধর্ম্ম নষ্ট হইবে। হে বাসুদেব! যে নারী পরাশ্রয়ে থাকিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে ধিক্। দীনতা অবলম্বন করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে, সাতিশয় অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ভীমসেন ও অর্জ্জুনকে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব যদি তোমরা এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে অতিজঘন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে। তাহারা নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিলে। আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিব। সময়ানুসারে মনুষ্যকে প্রাণ পরিত্যাগও করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরক্ত মাদ্রীতনয়দ্বয়কে কহিবে যে, তোমরা বলোপার্জ্জিত সম্পত্তি প্রাণ

অপেক্ষা প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রম দ্বারা প্রাপ্ত অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রীতি সাধন করিয়া থাকে।

হে বাসুদেব! তুমি মহাবীর ধনঞ্জয়কে দ্রৌপদীর মতানুযায়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণকেও সংহার করিতে পারে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, এবং দুঃশাসন ও কর্ণ যে নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা ভীমার্জ্জুনের পক্ষে নিতান্ত অবমাননার বিষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। দুর্য্যোধন, প্রধান কৌরবগণ সমক্ষে মনস্বী ভীমসেনের প্রতি যে উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। ভীমের অন্তঃকরণে বৈরদহন এক বার প্রজ্বলিত হইলে, তাহা আর নির্ব্বাণ হইবার নহে। মহাবীর বৃকোদর যাবৎ শত্রুকুল ক্ষয় করিতে না পারে, তাবৎ তাহার ক্রোধানল নির্ব্বাণ হয় না।

হে মধুসূদন! ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা দ্রুপদরাজতনয়া নাথবতী হইয়াও অনাথার ন্যায় সভামধ্যে আনীত হইয়া বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন; তাহাতে আমি যেরূপ দুঃখিত হইয়াছি, দ্যূতে পরাজয়, রাজ্যাপহরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বাসন নিমিত্ত সেরূপ দুঃখিত হই নাই। আমি পুত্রবতী; তুমি, বলদেব ও প্রদ্যুম্ন আমার সহায়; এবং মহাবীর ভীমার্জ্জুন জীবিত থাকিতে, আমারে এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল!

তখন ধনঞ্জয়ের প্রিয়সখা মধুসূদন পুত্রশোককাতরা পিতৃষ্বসাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পিতৃস্বসা! আপনার সদৃশী রমণী আর কে আছে? আপনি মহারাজ শূরসেনের দুহিতা, এক্ষণে আজমীঢ়কুলে সঙ্গতা হইয়াছেন। আপনার স্বামী সর্ব্বতোভাবে আপনার সম্মান

রক্ষা করিতেন; আপনি বীরমাতা, বীরপত্নী ও সর্ব্বগুণসম্পন্না, আপনার সদৃশী রমণীগণকে আবশ্যক মতে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। পাণ্ডবগণ নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া, বীরোচিত সুখসম্ভোগে সন্তুষ্ট আছেন। সেই মহাবল পরাক্রমশালী উৎসাহসম্পন্ন বীরগণের কখন অল্পে সন্তোষ লাভ হয় না। বীর ব্যক্তিরা সাতিশয় ক্লেশ অথবা অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; এবং ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্ত অবস্থাতেই সন্তোষলাভ করেন। কিন্তু উহা দুঃখের আকর স্বরূপ, রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।

পাণ্ডবগণ সাতিশয় ধীরস্বভাব, সেই নিমিত্তই তাঁহারা সন্তুষ্ট হন না। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীর সহিত আপনাকে অভিবাদন করত তাঁহাদের কুশল নিবেদন ও অনাময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি তাঁহাদিগকে শীঘ্রই শত্রুবিনাশ করিয়া, আধিপত্য ও অতুল ঐশ্বর্য্যভোগ সম্ভোগ করিতে দেখিবেন।

পুত্রশোককাতরা কুন্তী কৃষ্ণ কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া, অনাত্মবুদ্ধিজ তম সম্বরণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মাধব! তুমি যাহা পাণ্ডবগণের পক্ষে হিতকর বিবেচনা করিবে, ধর্ম্মের অব্যাঘাতে অকপটে সেই সমস্ত বিষয়ের অনুষ্ঠানে সযত্ন হইবে। হে কৃষ্ণ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও বিক্রম বিষয়ে তোমার প্রভাব সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত আছি। তুমিই আমাদের ধর্ম্ম, সত্য ও তপঃ স্বরূপ, তুমিই পাণ্ডবগণের ভ্রাতা, তুমিই ব্রহ্ম, তোমাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদ-

ক্ষিণ করিয়া, দুর্য্যোধনের আয়াসগৃহের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

একনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা গোবিন্দ স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া, পরমশ্রীসম্পন্ন পুরন্দরগৃহোপম বিচিত্রাসনযুক্ত দুর্য্যোধনগৃহে গমন করিলেন। তিনি দ্বারপাল কর্ত্তৃক অবারিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে তিন কক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের মেঘসঙ্কাশ, গিরিশৃঙ্গ সদৃশ সমুন্নত পরম রমণীয় প্রাসাদে আরোহণ করিলেন। এবং দেখিলেন, মহাবাহু দুর্য্যোধন বহুরাজগণ ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহার্হ সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি তাঁহার সমীপবর্ত্তী বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রতনয় গোবিন্দকে দর্শনমাত্র অমাত্যগণের সহিত আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। কেশব সহামাত্য দুর্য্যোধন ও অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, বয়ঃক্রমানুসারে সকলের সহিত আলাপ করিয়া, বিবিধ আস্তরণে আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন। কুরুনন্দন দুর্য্যোধন তাঁহাকে মধুপর্ক, গো, উদক, গৃহ এবং রাজ্য নিবেদন করিলে, অন্যান্য কৌরবগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ করিলে, কেশব তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে দুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে কর্ণের সমক্ষে শঠতা সহকারে মৃদু বাক্যে

কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত অন্ন, পানীয়, বাস ও শয্যা আপনার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি কি নিমিত্ত উহা গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষের সহায় ও পরম হিতাভিলাষী; এবং আমার পিতার পরমাত্মীয় ও দয়িত। হে গোবিন্দ! আপনি ধর্ম্মার্থের মর্ম্ম সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, অতএব আপনার নিকট উহার কারণ জানিতে ইচ্ছা করি।

তদনন্তর চক্রগদাধর গোবিন্দ, দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তদীয় বিশাল বাহু গ্রহণ করিয়া, সমুদ্যত মেঘগম্ভীর নিঃস্বনে অর্থসঙ্গত হেতুগর্ভ বাক্য সমুদয় কহিতে লাগিলেন; হে দুর্য্যোধন! দূতগণ কৃতকার্য্য হইয়াই, ভোজনাদি গ্রহণ করিয়া থাকে, অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই, তুমি অমাত্যগণের সহিত আমার পূজা করিও। তিনি এইরূপ কহিলে, দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমাদিগের প্রতি আপনার এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা অবিধেয়। হে মধুসূদন! আপনি কৃতার্থই হউন, আর অকৃতার্থই হউন, আমরা আপনাকে পূজা করিতে যত্ন করিব, কিন্তু আপনার পূজা করা আমাদের সাধ্য নহে। হে পুরুষোত্তম! আমরা প্রীতি সহকারে পূজা করিলেও, যে নিমিত্ত আপনি উহা গ্রহণ করিতেছেন না, ইহার সবিশেষ কারণ আমরা কিছুই অবগত নহি। আপনার সহিত আমাদের বৈর বা বিগ্রহ নাই, অতএব ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা আপনার নিতান্ত অনুচিত।

তখন বাসুদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, হে কৌরব! আমি কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, কপটতা বা লোভ প্রযুক্ত কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। লোকে প্রীতি পূর্ব্বক বা বিপদাপন্ন হইয়া

অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রণয়সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই, আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই। তবে কি জন্য আপনার অন্ন ভক্ষণ করিব? আপনি বিনা কারণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন সোদর তুল্য পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিয়া থাকেন। উহা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। পাণ্ডবগণ পরম ধার্ম্মিক, তাহাদিগকে কিছু বলা কাহারও সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করে, সে আমারও দ্বেষ করে; যে ব্যক্তি তাহাদিগের অনুগত, সে আমারও অনুগত। ফলতঃ, আমি পাণ্ডবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ অথবা মোহের বশীভূত হইয়া, লোকের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় ও গুণবান্ ব্যক্তির দ্বেষ করে, সে নরাধম। যে ব্যক্তি কল্যাণভাজন গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিদিগকে অকারণে দুষ্ট জ্ঞান ও তাহাদিগের ধন অপহরণ করিতে অভিলাষ করে, সেই দুরাচার কখন চিরসঞ্চিত সম্পত্তি ভোগে অধিকারী হয় না। আর গুণবান্ ব্যক্তি আপনার অবশীভূত হইলেও যে ব্যক্তি প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে বশীভূত করে, সে চিরকাল যশো-লাভ করিয়া থাকে। যাহা হউক, আমার স্পষ্টই বোধ হই-তেছে, আপনি কোন দুরভিসন্ধি বশত আমাকে ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেছেন, অতএব এই সকল্ সামগ্রী আমি কদাচ ভক্ষণ করিব না। একমাত্র বিদুরের গৃহে ভক্ষণ করাই আমার শ্রেয় হইতেছে। মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রোধপরবশ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া, তাঁহার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া মহাত্মা বিদুরের গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও অন্যান্য কৌরবগণ বিদুরভবনে তাঁহার সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন মহাতেজা মধুসূদন তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে মহাত্মাগণ! আপনারা গমন করুন; আমি আপ-

নাদিগের সমুদয় পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। অনন্তর কৌরবগণ স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলে, মহাত্মা বিদুর পরম যত্ন সহকারে সর্ব্বপ্রকার অভিলষিত দ্রব্য দ্বারা অপরাজিত ভগবান্ বাসুদেবের পূজা করিয়া, অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন বিদুরপ্রদত্ত সেই সমস্ত অন্নপান দ্বারা অগ্রে বেদবিৎ দ্বিজগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, প্রচুর ধন দান পূর্ব্বক অবশেষে অমরগণসমবেত মহেন্দ্রের ন্যায় অনুযায়িগণ সমভিব্যাহারে সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

——।০।——

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেবের ভোজনাবসানে মহাত্মা বিদুর রজনীযোগে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! আপনার এখানে আগমন করা সমুচিত হয় নাই। হে জনার্দ্দন! মন্দমতি দুর্য্যোধন ধর্ম্মার্থবিহীন, কামক্রোধপরায়ণ, মানঘ্ন, মানাভিলাষী, নির্ব্বোধ, মূঢ়, ইন্দ্রিয়াসক্ত, পণ্ডিতম্মন্য, মিত্রদ্রোহী, অকৃতঘ্ন, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য কার্য্যে অকৃতনিশ্চয়। ঐ দুরাত্মা এইরূপ ও অন্যান্য বহুদোষসমন্বিত। আপনি শ্রেয়স্কর বাক্য কহিলেও, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কদাচ উহাতে সম্মত হইবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ ইহাঁরা দুর্য্যোধনের নিকট প্রচুর পরিমাণে বৃত্তিলাভ করত জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাও শান্তিপক্ষে সম্মত হইবেন না। হে জনার্দ্দন! সকর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মনে মনে স্থির

করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতিকে কদাচ পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। অবিচক্ষণ বালকস্বভাব দুর্য্যোধন কতকগুলি পার্থিব সেনামাত্র সংগ্রহ করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া স্থির করিয়াছে। সেই দুর্ব্বুদ্ধি ইহাও নিশ্চয় করিয়াছে যে, একাকী কর্ণ সমস্ত সৈন্যগণকে পরাজিত করিবে। অতএব সে কখন শান্তিপথ অবলম্বন করিবে না। ফলতঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ পাণ্ডবগণকে সমুচিত অংশ প্রদান করিবে না বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছে; সুতরাং আপনি কৌরব ও পাণ্ডবের সৌভ্রাত্র সংস্থাপনার্থ যে সকল কথা কহিবেন, তাহা ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

হে মধুসূদন! যেরূপ গায়ক ব্যক্তি বধিরের নিকট গান করে না, সেইরূপ যাহার নিকট সদ্বাক্য বা অসদ্বাক্য উভয়ই সমান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা কদাচ তাহার নিকট কোন কথা কহেন না। যেমন চণ্ডালকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য নহে, সেইরূপ দুরাচার মূঢ়মতি দুর্য্যোধনকে উপদেশ প্রদান করা আপনার অকর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, এক্ষণে সে বহুতর সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব কখনই আপনার বাক্য শ্রবণ করিবে না। হে কৃষ্ণ! আমার মতে একত্র উপবিষ্ট সেই সমস্ত পাপচেতাদিগের মধ্যে আপনার গমন করা অথবা তাহাদিগের প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সেই দুরাত্মা একে বৃদ্ধসেবাবিহীন, তাহাতে আবার ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ও অমর্ষপরায়ণ; সে কখনই আপনার শ্রেয়স্কর বাক্য গ্রহণ করিবে না। সে প্রবল সৈন্য সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছে এবং আপনাকে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকে, এজন্য কখন আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ নিশ্চয় করিয়াছে যে, সুররাজ ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত একত্রিত হইলেও, তাহাদের সৈন্যকে পরাভব

করিতে পারিবে না। অতএব আপনার বাক্য সন্ধিস্থাপনের উপযুক্ত হইলেও,এরূপ দুরাত্মার নিকট তাহা বিফল হইবে। হে মধুসূদন! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সমস্ত পৃথিবী আত্মবশীভূত এবং রাজ্য সপত্নশূন্য হইয়াছে বলিয়া, বিবেচনা করিতেছে। অতএব সে কখনই শান্তিস্থাপনে সম্মত হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়াছে; কালকবলে পতনোম্মুখ ভূপতিগণ ও অন্যান্য যোদ্ধা সকল দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নানা দিগ্দেশ হইতে আগমন করিতেছে। যে সকল ক্ষিতিপালগণ পূর্ব্বে আপনার সহিত বদ্ধবৈর ও আপনার প্রভাবে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যোদ্ধৃবর্গ দুর্য্যোধন সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহাদের নিকট গমন করত সন্ধিস্থাপনের উল্লেখ করা আমার অভিপ্রেত নহে। হে কৃষ্ণ! আমি আপনার বুদ্ধিবল সম্যক্ প্রকারে অবগত আছি এবং দেবগণও আপনার প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ নহেন; তথাপি আপনি সেই দুরাশয় শত্রুসভায় প্রবেশ করিবেন, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। পাণ্ডবগণের প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি, আপনার উপর তাহা অপেক্ষা অধিক। হে পুরুষোত্তম! আপনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; আপনার দর্শনলাভ দ্বারা আমি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছি।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

—০ঃ০—

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বিদুর! মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এবং মাদৃশ সুহৃদের প্রতি ভবাদৃশ ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য, আপনি তাহাই কহিয়াছেন। আপনি যাহা বলিলেন, সে সমস্তই সত্য, কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছি,তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। আমি দুর্য্যোধনের দৌরাত্ম্য ও ক্ষত্রিয়গণের শত্রুতা অবগত হইয়াই, এস্থানে আসিয়াছি। যিনি অশ্ব, কুঞ্জর ও রথ সমবেত বিপর্য্যস্ত মেদিনীমণ্ডলকে মৃত্যুপাশ হইতে মোচন করিতে সমর্থ হন, তিনি পরম ধর্ম্ম লাভ করিতে পারেন। মানবগণ যথাশক্তি ধর্ম্মকর্ম্মে যত্নপর হইয়া, যদি তাহা সম্পাদনে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহার সেই কার্য্যসাধনানুরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল মনে মনে পাপকর্ম্মের বাসনা করিয়া, যদি তাহার অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য না হয়, তাহা হইলেও সেই পাপকর্ম্মানুষ্ঠানের ফল ভোগ করিতে হয় না। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলের সমূহ বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহাতে সংগ্রামবিনাশোন্মুখ কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের শান্তি হয়, আমি তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।

হে বিদুর! যে ব্যক্তি ব্যসনাসক্ত বান্ধবগণকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন না করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের ক্লেশ পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া, তাহাকে দুষ্ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত করি-

বার চেষ্টা করিবেন। যদি সে তাহাতে ক্ষান্ত না হয়, তাহা হইলে, তিনি কখন জনসমাজে নিন্দাস্পদ হইবেন না। আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, পাণ্ডবগণ ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য ক্ষত্রিয়-গণের হিতসাধনার্থ যে সমস্ত কথা কহিব, তাহা গ্রহণ করা দুর্য্যোধনের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দুর্য্যোধন যদি আমার ধর্ম্মার্থসঙ্গত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও শঙ্কিত হন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, প্রত্যুত স্বজন ব্যক্তিকে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের পরস্পর ভেদ সময়ে মিত্রকে সৎ-পরামর্শ দান না করে, তাহাকে আত্মীয় বলা যায় না। হে অনঘ! আমি কুরু পাণ্ডবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিয়া, কৃতকার্য্য না হইলেও অধার্ম্মিক মূঢ়গণ বা আত্মী-য়গণ কখনই বলিতে পারিবেন না, যে কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধাভিভূত কুরুপাণ্ডবগণকে নিবারণ করিল না। আমি উভয় পক্ষের অর্থসাধনের নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি, অতএব তাহাতে যত্ন করিয়া, জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। যদি দুর্য্যোধন বালকস্বভাবপ্রযুক্ত আমার ধর্ম্মার্থসঙ্গত হিত-জনক বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তাঁহাকে অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে হইবে।

হে মহামতে! আমি যদি পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধির অব্যা-ঘাতে কৌরবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পুণ্যলাভ ও কৌরবগণের মৃত্যুপাশ হইতে মুক্তি হয়। আমি কুরুসভায় গমন করিলে, দুর্ভাগ্য ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণ কি আমার যুক্তিসঙ্গত নির্দ্দোষ বাক্য শ্রবণ করিবে? কৌরবগণ কি আমার সম্মান রক্ষা করিবে? সিংহ যেরূপ অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করে, সেইরূপ আমি কৌরবপক্ষীয় সমুদয় ভূপালগণকে অনায়াসে সংহার করিতে

পারি। যদুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব এই কথা বলিয়া,সুখস্পর্শ শয্যায় শয়ন করিলেন।

চতুর্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন,হে রাজন্! কৃষ্ণ ও বিদুরের এইরূপ ধর্ম্মার্থসংহিত কথোপকথন হইতে হইতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বিভাবরী অতিক্রান্ত হইলে,বৈতালিকগণ সুমধুর স্বরে শঙ্খ ও দুন্দুভিনির্ঘোষ দ্বারা কৃষ্ণকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল। তখন মহাত্মা মধুসূদন গাত্রোত্থান করিয়া,অবশ্যকর্ত্তব্য প্রাতঃকৃত্যাদি সকল সমাপন করিলেন। অনন্তর উদকক্রিয়া ও জপ হোমাবসানে অলঙ্কার পরিধান করিয়া, নবোদিত সূর্য্যের উপাসনা করিতেছেন,এমন সময়ে দুর্য্যোধন ও শকুনি তাঁহার নিকট আগমন করত কহিলেন, হে মধুসূদন! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য কৌরবগণ ও ভূপালগণ সভায় উপস্থিত হইয়া, আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। মহাত্মা বাসুদেব সুমধুর সান্ত্বনাবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দন করিয়া, দ্বিজগণকে গো, হিরণ্য, বাস ও বিবিধ রত্ন প্রদান করিলেন। তখন সারথি দারুক তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া, কিঙ্কিনীজালপরিশোভিত উৎকৃষ্ট অশ্বগণ সংযোজিত বৃহৎ রথ আনয়ন করিল। মহাত্মা বাসুদেব সেই মেঘনির্ঘোষ সর্ব্বরত্নবিভূষিত রথ সমুপস্থিত জানিয়া,অনল ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও কৌস্তুভ মণি ধারণ পূর্ব্বক কৌরব ও বৃষ্ণিগণ সমভিব্যাহারে গমন করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিলেন। পরে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ মহাত্মা

বিদুর সেই রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন ও শকুনি অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিলেন। সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয়গণ কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ বা অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলেন। তৎকালে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়-গণের সুবর্ণোপকরণসম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথ সমুদয় পরম শোভা ধারণ করিল।

মহাত্মা বাসুদেব ক্রমে ক্রমে সংসিক্তরজ মহাপথে উপ-স্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ দুন্দুভি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদন হইতে লাগিল। শার্দ্দূল সদৃশ পরাক্রমশালী পরবীরহা বীর-গণ তাঁহার রথের চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যবসনসুশোভিত অসি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইল। সহস্র সহস্র গজ ও রথ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কৌরব পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই রাজপথ-স্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নারীগণ গৃহবেদিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া, কৃষ্ণকে দর্শন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত ভুবন উহাদিগের ভয়ে প্রচলিত হইতেছে।

তখন মহাত্মা দেবকীতনয় কৌরবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, তাঁহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণ, তাঁহাদিগকে যথোচিত প্রতি-সৎকার ও চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করত মৃদুমন্দ ভাবে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অনুগামিগণ সভায় গমন করিয়া, শঙ্খ ও বেণুর ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিল। সমস্ত সভা বাসুদেবের আগমনে হর্ষে কম্পিত হইতে লাগিল। মহাত্মা মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সভামণ্ডপের নিকট-বর্ত্তী হইলে, তত্রত্য রাজগণ তাঁহার মেঘনির্ঘোষ সদৃশ রথ-

নর্ঘোষ শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তখন সাত্বতকুলচূড়ামণি মধুসূদন সভাদ্বারে উপস্থিত ও সেই কৈলাসশিখর সদৃশ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, বিদুর ও সাত্যকির হস্তধারণ করত স্বীয় সৌন্দর্য্যে কৌরবগণকে তিরস্কৃত করিয়া, নবমেঘসন্নিভ পরম তেজস্বী মহেন্দ্রসভাসদৃশ কৌরব সভায় প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও দুর্য্যোধন তাঁহার অগ্রে এবং কৃতবর্ম্মা ও বৃষ্ণিগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিলেন।

বৃষ্ণিবংশাবতংস মধুসূদন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র গাত্রোত্থান করিলে, তত্রত্য সহস্র সহস্র রাজগণও আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে ঐ সভায় কৃষ্ণের নিমিত্ত সুবর্ণময় অতি পরিষ্কৃত মহার্ঘ্য আসন সংস্থাপিত ছিল। বাসুদেব সহাস্য বদনে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ ও অন্যান্য ভূপালগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থনা করিলেন। সমস্ত রাজগণ ও কৌরবগণ জনার্দ্দনকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাত্মা মধুসূদন সেই ভূপতিগণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া, অন্তরীক্ষস্থ নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করত ভীষ্মকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সভা দর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন, উহাঁদিগকে উপযুক্ত আসন প্রদান পূর্ব্বক সৎকার করুন। তখন কুরুবংশশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ঋষিগণকে সভাদ্বারে সমুপস্থিত দেখিয়া, সত্বরে আসন আনিবার নিমিত্ত ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ মণিকাঞ্চনঘটিত উৎকৃষ্ট আসন সকল আনয়ন করিল। মহর্ষিগণ সেই সমস্ত আসনে উপবেশন করিলে, মহাত্মা জনার্দ্দন ও অন্যান্য ভূপালগণ আসন

পরিগ্রহ করিলেন। দুঃশাসন সাত্যকিকে ও বিবিংশতি কৃত-বর্ম্মাকে উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। ক্রোধপরায়ণ দুর্য্যোধন ও কর্ণ কৃষ্ণের অনতিদূরে একাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গান্ধারপতি শকুনি পুত্রের সহিত গান্ধারগণে পরিবারিত হইয়া, একাসনে উপবেশন করিলেন। যেরূপ বারম্বার অমৃতপান করিলেও তৃপ্তিরশেষ হয় না; সেইরূপ রাজগণ ভূয়োভূয়ঃ কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। অতসীকুসুম সদৃশ শ্যামবর্ণ পীত-বসন মধুসূদন কাঞ্চনলাঞ্ছিত নীলকান্তমণির ন্যায় সভামধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সদস্যগণ নির্নিমিষ. নয়নে একতান মনে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করত নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কেহই কোন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না।

—॥০॥—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে সমুদয় সভ্য-গণ নিস্তব্ধ হইয়া উপবেশন করিলে, মহাত্মা মধুসূদন বর্ষাকা-লীন জলধর সদৃশ গভীর গর্জ্জন দ্বারা সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিতে লাগি-লেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ! পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়, বীর পুরুষগণ বিনষ্ট না হন, ইহাই আমার নিতান্ত অভিলাষ। আমি এই নিমিত্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। আপনাকে অন্য কোন হিতোপ-দেশ প্রদান করিবার বাসনা নাই। আপনি জ্ঞাতব্য বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। হে রাজন্! আপনাদিগের কুল,

বিদ্যা, সদাচার প্রভৃতি সমুদয় অন্যান্য ভূপতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। দয়া, আনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে সবিশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব এই কুলে, বিশেষতঃ আপনা হইতে কোনপ্রকার অনুচিত কার্য্য ঘটনা হওয়া নিতান্ত অবিধেয়। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিতে, কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃত ব্যবহার করিতেছে। দুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্র সকল নিতান্ত অশিষ্ট, মর্য্যাদানাশক ও লোভাসক্ত; উহারা ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি ক্রূরতাচরণ করিতেছে। এক্ষণে কুরুকুলে এই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে। যদি আপনি উহাতে উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে পরিশেষে ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট হইবে।

হে রাজন্! আপনি মনে করিলে, অনায়াসেই উপস্থিত আপদ বিনষ্ট করিতে পারেন। অতএব বোধ হয়, উভয় পক্ষের শান্তিবিধান করা নিতান্ত দুষ্কর নহে। হে রাজন্! কুরুপাণ্ডবের শান্তি আপনার ও আমার হস্তগত। আপনি আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন। আমি আপনাদিগের শত্রু পাণ্ডবগণকে নিরস্ত করিব। হে রাজেন্দ্র! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করা আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার শাসনে থাকিলে ইহাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবেক। শান্তিস্থাপন করিলে, কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষেরই হিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব শান্তিস্থাপনে যত্নবান্ হউন, অনর্থ বৈরিতা পরিত্যাগ করুন। কুরুগণ আপনার সহায় আছেন; এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মার্থ চিন্তা করত কালযাপন করুন। হে নররাজ! সবিশেষ যত্ন করিলেও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলে, দেবরাজ ও দেবগণের সাহায্যে আপনার

প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না। দেখুন, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বিবিংশতি, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহ্লিক, সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাম্বোজ, সুদক্ষিণ, যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, সব্য-সাচী, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও মহারথ যুযুৎসু এই সমস্ত মহাবীরগণের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহসী হই-বেন? হে অমিত্রঘ্ন! আপনি কৌরব ও পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলে, অনায়াসে সকল লোকের আধিপত্য ও শত্রুগণের নিকট জয়লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে আপনার সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ সকল রাজগণ আপনার সহিত সন্ধিস্থাপন করিবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা, পিতা ও সুহৃদ্গণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, সমুদয় পৃথিবী ভোগ করত পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। আপনি স্বীয় পুত্রগণ ও পাণ্ডবগণের প্রভাবে অনায়াসে অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া, অমাত্য ও পুত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণের উপার্জ্জিত ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

হে রাজন্! সংগ্রাম কেবল মহাক্ষয়ের হেতু। দেখুন, কৌরব ও পাণ্ডব এই দুই পক্ষের কোন পক্ষ বিনষ্ট হইলে, আপনার বিলক্ষণ হানি হইবে। সমরে পাণ্ডব ও কৌরবগণ বিনষ্ট হইলে, আপনার কি সুখলাভ হইবে? পাণ্ডবগণ সকলেই শূর, সমরবিশারদ এবং আপনার আত্মীয়; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে এই ভাবী বিপৎপাত হইতে পরিত্রাণ করুন। সমুদয় কৌরব, পাণ্ডব ও রথিগণকে যেন নিহত দেখিতে না হয়। হে রাজসত্তম! পৃথিবীর ভূপতিগণ সকলে অমর্ষপরবশ হইয়া সমবেত হইয়াছেন; তাঁহাদের ক্রোধে সমস্ত প্রজা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হে রাজন্! আপনি প্রজাগণকে রক্ষা করুন; উহারা যেন বিনাশপ্রাপ্ত না হয়।

আপনি প্রকৃতিস্থ হইলে,ইহাদের পরস্পর বিরোধ তিরোহিত হইবে। আপনি বিশুদ্ধবংশসম্ভূত, বদান্য, যশস্বী, লজ্জাশীল ও পরস্পর মিত্রভাবাপন্ন কুরুপাণ্ডবদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। সমাগত রাজগণ মিলিত হইয়া, ক্রোধ ও বৈরভাব পরিহারপূর্ব্বক উত্তম বসন ও মাল্য ধারণ এবং একত্র পান ভোজন করিয়া, স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। পূর্ব্বে পাণ্ডবগণের সহিত আপনার যেরূপ সৌহৃদ্য ছিল; এক্ষণেও তাহাই থাকুক। হে ভরতর্ষভ! আপনি সন্ধি-স্থাপনে সযত্ন হউন। পাণ্ডবেরা বাল্যকাল হইতে পিতৃহীন হইয়া, আপনার নিকট পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া-ছিলেন, অতএব এক্ষণে তাঁহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে যথা-বিধি প্রতিপালন করুন। পাণ্ডবেরা সকল সময়ে, বিশেষতঃ আপদকালে আপনারই রক্ষণীয়; অতএব তাহার অন্যথাচরণ করিয়া, ধর্ম্ম ও অর্থনাশ করিবেন না।

হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ আপনাকে অভিবাদন ও প্রসন্ন করিয়া কহিয়াছেন,যে আমরা আপনাকে পিতা জ্ঞান করিয়া আপনার আদেশক্রমে দ্বাদশ বৎসর বনে বাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করত বহুক্লেশ ভোগ করিয়াছি। আমরা যে প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে মুক্ত হইয়াছি ইহা এই ব্রাহ্মণগণ বিদিত আছেন। যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় রাজ্যলাভ করিতে পারি, এরূপ উপায় করুন। আপনি ধর্ম্ম ও অর্থতত্ত্বজ্ঞ; আমরা আপনাকে গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে পিতামাতার ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহারাজ! গুরুর প্রতি শিষ্যের যাদৃশ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, আমরা আপনার প্রতি সেইরূপ ব্যব-হার করিতেছি; আপনি আমাদিগের প্রতি গুরুর ন্যায়

ব্যবহার করুন। আমরা বিপথগামী হইলে,আমাদিগকে সৎ-পথাবলম্বী করা আপনার কর্ত্তব্য। অতএব আপনি ধর্ম্মপথে অবস্থিতি করত আমাদিগকেও সেই পথে আনয়ন করুন।

পাণ্ডবগণ সদস্যদিগকেও কহিয়াছেন যে, ধর্ম্মপর সভ্যগণ সেখানে থাকিতে কদাচ অন্যায় কার্য্য হওয়া উচিত নহে।যদি সভ্যগণসমক্ষে অধর্ম্ম দ্বারা ধর্ম্ম ও অসত্য দ্বারা সত্য বিনষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহারাই বিনষ্ট হইবেন। যে সভায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম রূপ শল্য দ্বারা বিদ্ধ হয়, আর তত্রত্য সভ্যগণ সেই শল্য উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাঁহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ হন। নদী যেরূপ তীরস্থিত বৃক্ষকে উন্মূলিত করে, সেইপ্রকার ধর্ম্ম ঐরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করেন। যাঁহারা ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত করত মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সত্য, ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায্য বাক্য প্রয়োগ করেন।

হে মহারাজ! আমি পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন ব্যতিরেকে আর কিছু বলিতে পারি না। অথবা অত্রত্য পারিষদ্বর্গ এ বিষয়ে যাহা বক্তব্য হয়, বলুন। হে মহারাজ! যদি আমার বাক্য ধর্ম্মার্থসঙ্গত ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূপালগণকে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরত-র্ষভ! এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করুন। পাণ্ডবগণকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান পূর্ব্বক পুত্রগণের সহিত পরম সুখে কালযাপন করুন।মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে সতত ধর্ম্মপথাবলম্বী বলিয়া জানিবেন। হে নরা-ধিপ! রাজা যুধিষ্ঠির আপনার ও আপনার পুত্রগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন,তাহা আপনি সম্যক্ প্রকারে বিদিত আছেন। আপনি তাঁহাদিগকে দাহিত ও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা তথাপি আপনার শরণাপন্ন হই-

য়াছেন। আপনিই আপনার পুত্রগণের পরামর্শক্রমে যুধিষ্ঠিরকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে অনুমতি করিয়াছিলেন; তদনুসারে তিনি তথায় বাস করিয়া, স্বকীয় বাহুবলে সমুদয় ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া আপনারই বশবর্ত্তী করিয়াছি-লেন; আপনার মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন নাই। কিন্তু সুবলতনয় শকুনি আপনার মতানুসারে কপট যুদ্ধে তাঁহার রাজ্য ও ধনসম্পত্তি সকল অপহরণ করিল। তিনি সেই অবস্থায় দ্রৌপদীর অবমাননা নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

হে ভারত! আমি আপনার ও তাঁহাদিগের শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত এই সমস্ত বলিতেছি। হে রাজন্! আপনি প্রজাগণকে ধর্ম্ম, অর্থ এবং সুখ হইতে পরিভ্রষ্ট করিবেন না। হে বিশাম্পতে! আপনার লোভাক্রান্ত পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ এবং অর্থকে অনর্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে, অতএব আপনি তাহাদিগকে শাসন করুন। পাণ্ডবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই সম্মত আছেন। এক্ষণে আপনার যাহা অভিরুচি করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থিবগণ মধুসূদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনে মনে বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্পষ্টাক্ষরে কেহ কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন না।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামনা কেশবের বাক্য শেষ হইলে, সভাসদ্গণ স্তব্ধ ভাবে হৃষ্টরোম কলেবরে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কিছু প্রত্যুত্তর করিতে

পারিলেন না। এই রূপ সমস্ত ভূপালগণ মৌনাবলম্বন করিলে, জামদগ্ন্য নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সেই কৌরবসভায় সর্ব্ব-সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! অগ্রে আমার দৃষ্টান্তযুক্ত বাক্য শ্রবণ করুন, পরে যাহা বিবেচনা হয়, করিবেন।

পূর্ব্বকালে দম্ভোদ্ভব নামক রাজা এই অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অথবা আমার সমান যোদ্ধা বিদ্যমান আছেন? রাজা দম্ভোদ্ভব অন্য কোন যোদ্ধার অনুসন্ধানার্থ সগর্ব্বে এই কথা বলিয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেন। উদারস্বভাব বেদাচারপরায়ণ সাধুশীল কোন ব্রাহ্মণ ঐ দাম্ভিক রাজাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি দ্বিজগণকে ঐরূপ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা দ্বিজগণ ক্রোধ-পরবশ হইয়া, সেই অভিমানী রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! যে মহাপুরুষদ্বয় সংগ্রামে বহুসংখ্যক বীরগণকে পরা-জিত করিয়াছেন, আপনি কদাচ তাঁহাদিগের সমান হই-বেন না।

ব্রাহ্মণেরা এইরূপ কহিলে, রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজগণ! সেই মহাবীরদ্বয় কোথায় অবস্থিতি ও কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদিগের কর্ম্মই বা কি প্রকার?

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে রাজন্! আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সেই মহাপুরুষ তাপসদ্বয় নর ও নারায়ণ; তাঁহারা মনুষ্য-লোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনি তাঁহাদিগের সহিত

যুদ্ধ করুন। তাঁহারা গন্ধমাদন পর্ব্বতে ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন।

অনন্তর সেই অপরাজিত নর ও নারায়ণ যেখানে তপস্যা করিতেছিলেন,রাজা দম্ভোদ্ভব ষড়ঙ্গিনী সেনা যোজনা করিয়া, সেই স্থানে গমন করিলেন।এবং সেই ভীষণ গন্ধমাদন পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসাকাতর শীর্ণকায় এবং শীত, বাত ও আতপে সাতিশয় ক্লান্ত পুরুষোত্তম নর নারায়ণকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া, নমস্কার পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ফল, মূল, আসন ও উদক দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করত "আমরা আপনার কি কার্য্যসাধন করিব" এই বলিয়া আমন্ত্রণ করিলেন। তখন রাজা দম্ভোদ্ভব তাঁহাদিগের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করত সকল শত্রুগণকে নিহত করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধাভিলাষে এই পর্ব্বতে আগমন করিয়াছি; আপনারা আমার এই চিরাভিলাষ পূর্ণ করুন।

নর নারায়ণ কহিলেন, হে রাজসত্তম! ইহা ক্রোধলোভবিবর্জ্জিত আশ্রম, এখানে অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধ ও কুটিলতার সম্ভাবনা কোথায়? এই ক্ষিতিতলে বহু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান আছেন; তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনার মনোরথ পূর্ণ করুন।নরনারায়ণ রাজা দম্ভোদ্ভবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত বারম্বার ঐরূপ কহিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ক্ষান্ত না হইয়া, যুদ্ধাভিলাষে তাপসদ্বয়কে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর নর একমুষ্টি ইষিকা গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে যুদ্ধসমুৎসুক ক্ষত্রিয়! সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ,

এবং বাহিনী যোজনা করত যুদ্ধ কর, আমি তোমার সমরাভিলাষ অপনীত করিব।

দম্ভোদ্ভব কহিলেন, হে তাপস! যদি এই সমস্ত অস্ত্র আমার প্রতি নিক্ষেপ করা সমুচিত বোধ করিয়া থাকেন, নিক্ষেপ করুন; আমিও ইহা দ্বারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; আমি যুদ্ধার্থী হইয়া আগমন করিয়াছি।

দম্ভোদ্ভব এই কথা কহিয়া, সেই তাপসকে সংহার করিবার নিমিত্ত সসৈন্যে তাঁহার চতুর্দ্দিকে শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তপস্বী নর ইষিকাস্ত্র দ্বারা পরতনুচ্ছেদী দম্ভোদ্ভবনিক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বিফল করিয়া, তাঁহার প্রতি ঐষিকাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাব্যাপার উপস্থিত করিলেন। তিনি মায়াবলে ইষিকাসমূহ দ্বারা দম্ভোদ্ভবের সৈন্যদিগের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা বিকৃত করিলে, দম্ভোদ্ভব নভোমণ্ডল ইষিকাকীর্ণ ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করত "আমার মঙ্গল করুন" বলিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলেন।

তখন শরণার্থীর শরণ্য ভগবান্ নর কহিলেন, হে নরপুঙ্গব! অতঃপর ধর্ম্মশীল ও ব্রহ্মপরায়ণ হও, পুনরায় এরূপ কার্য্য করিও না। ভবাদৃশ পুরুষ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, কখন মনে মনেও এরূপ সঙ্কল্প করেন না। তুমি অহঙ্কৃত হইয়া,দুর্ব্বল বা বলবান্‌কে কখন আক্রমণ করিও না। এক্ষণে কৃতপ্রজ্ঞ, নির্লোভী, নিরহঙ্কার, মহানুভব, দান্ত, ক্ষমাশীল, মৃদু ও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া, প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হও, বলাবল পরিজ্ঞাত না হইয়া কদাচ কাহাকে আক্রমণ করিও না। আমি অনুমতি করিতেছি, পরম সুখে গমন কর। আমাদিগের বাক্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। অনন্তর রাজা দম্ভোদ্ভব সেই মহাত্মাদ্বয়ের

পদাভিবন্দন পূর্ব্বক স্বীয় নগরে গমন করিয়া, ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! নর পূর্ব্বে অসামান্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন; নারায়ণ আবার নর অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব যাবৎ শরাসনপ্রধান গাণ্ডীবে অস্ত্রযোজনা না হয়, তাবৎ সম্মানের আশা পরিহার করিয়া, ধনঞ্জয়ের সমীপে গমন করুন। মনুষ্যেরা কাকুদীক, শুক, নাক, অক্ষি-সন্তর্জন, সন্তান, নর্ত্তক, ঘোর ও আস্যমোদক এই আটটী অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এস্থলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎসর্য্য ও অহঙ্কার পূর্ব্বোক্ত অস্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মনুষ্যগণ ঐ সমস্ত অস্ত্র দ্বারা আহত হইলেই উন্মত্ত হইয়া উঠে; কখন শয়ন, কখন লম্ফন, কখন বমন, কখন মূত্র পরিত্যাগ, কখন বা হাস্য করিতে থাকে। সকললোকনির্ম্মাতা ও ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মবেত্তা নারায়ণ যাঁহার বন্ধু; ত্রিলোক মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণ-দুর্ম্মদ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নর-শ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয়ের সদৃশ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আপনিও অর্জ্জুনকে বিলক্ষণ অবগত আছেন। জনার্দ্দন তদ-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! যে নর নারায়ণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম পুরুষোত্তম অর্জ্জুন ও কেশব সেই নর নারায়ণ। যদি আমার বাক্য আপনার বিশ্বাসজনক ও হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে; তাহা হইলে আপনি আর্য্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। যদি সুহৃদ্ভেদ না করা শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তবে যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্তভাব অবলম্বন করুন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পৃথিবীতে আপনাদিগের কুল বহুজনসম্মত, অতএব উহা সেইরূপ থাকাই উচিত। আপনার মঙ্গল হউক, এক্ষণে স্বার্থচিন্তায় মনোনিবেশ করুন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ মহর্ষি কণ্ব জামদগ্ন্যের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ভগবান্ নর ও নারায়ণ অক্ষয় ও অব্যয়। সমুদয় দেবগণের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুই সনাতন, অব্যয়, অজেয় ও সর্ব্বেশ্বর। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, গ্রহগণ ও নক্ষত্রপুঞ্জও প্রলয়কালে বিনষ্ট হয়। ইহারা প্রলয়সময়ে জগৎ পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার ক্ষয়প্রাপ্ত ও সৃষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্য ও পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবগণ ও অন্যান্য জীব লোকবাসী প্রাণী সমুদয় অত্যল্পকালমাত্র জীবিত থাকিয়াই পরলোকে গমন করে; ভূপালগণ প্রায়ই অল্প বয়সে পরমৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া, সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল-ভোগের নিমিত্ত পরলোকযাত্রা করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যুদ্ধাভিলাষ পরিহার পূর্ব্বক পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করত একত্র সমবেত হইয়া, পৃথিবী পরিপালন করুন। হে দুর্য্যোধন! আপনাকে বলশালী বিবেচনা করা নিতান্ত অনুচিত; কারণ বলবান্ হইতেও বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অমর সদৃশ পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণ অসা-ধারণবলবীর্য্যসম্পন্ন; বাহুবলশালী ব্যক্তিদিগের নিকট সৈন্য-বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বিষয়ে কন্যাদানার্থী মাতলির বর অন্বেষণ স্বরূপ একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

লোকনাথ পুরন্দরের সারথি মাতলির বংশে পরমরূপ-

লাবণ্যসম্পন্না এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ কন্যার নাম গুণকেশী। গুণকেশী স্বীয় রূপ লাবণ্যে অন্যান্য সমুদয় কামিনীগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন। মাতলি ঐ কন্যার পরিণয়যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভার্য্যার সহিত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ক্ষুদ্রবৃত্তি শান্তস্বভাব অথচ যশস্বী ব্যক্তিদিগের কুলে কন্যার জন্মগ্রহণে ধিক্। কন্যা দ্বারা মাতৃকুল, পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল এই তিন কুলই সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে। আমি দেব ও মনুষ্য উভয় লোকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কোন স্থানে আমার অভিমত পাত্র নয়নগোচর হইল না।

মাতলি এই রূপে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব ও ঋষিগণের মধ্যে কন্যার অনুরূপ পাত্র প্রাপ্ত না হইয়া,পরিশেষে রজনীযোগে স্বীয় পত্নী সুধর্ম্মার সহিত পরামর্শ করত নাগলোকগমনে সঙ্কল্প করিলেন। দেব ও মনুষ্যলোক মধ্যে গুণকেশীর উপযুক্ত বরপাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না, বোধ হয়, নাগলোকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, সুধর্ম্মাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ এবং কন্যার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক পাতালতলে প্রবেশ করিলেন।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

এই সময় মহর্ষি নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত পাতালতলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মাতলিকে সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, মাতলে! কোথায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছ? স্বকীয় কার্য্যানুরোধে কি

এই চিত্রপটখানি উদ্যোগ পর্ব্বের ৩১৯ পৃষ্ঠায় স্থাপিত করিয়া লইবেন।

শতক্রতুর নিদেশক্রমে গমন করিতেছ? মাতলি নারদ কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহার নিকট যথাতথ্য বর্ণন করিলেন। তখন নারদ কহিলেন, হে সূত! আমি বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি। চল, আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া গমন করি। আমি তোমাকে পাতালতল দর্শন করাইয়া, সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিব। এবং উভয়ে তথায় এক জন উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিয়া মনোনীত করিতে পারিব। এইরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা পাতালে প্রবেশ পূর্ব্বক বরুণদেবকে সন্দর্শন করিলেন। তথায় নারদ দেবর্ষির উপযুক্ত ও মাতলি ইন্দ্রের সদৃশ পূজা লাভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা বরুণদেবের নিকট আপনাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক নাগলোকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি নারদ পাতালনিবাসী প্রাণিগণের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন। এক্ষণে সেই সমস্ত মাতলির নিকট কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে সূত! তুমি পুত্রপৌত্রসমাবৃত বরুণদেবকে সন্দর্শন করিয়াছ। এক্ষণে সেই সলিলরাজের সর্ব্বসমৃদ্ধিপূর্ণ উৎকৃষ্ট স্থান সমুদয় অবলোকন কর। এই দেখ, সলিলপতির পুষ্করেক্ষণ মহাপ্রাজ্ঞ পুষ্কর নামক পুত্র। উনি রূপ, গুণ, শৌচ ও সদ্বৃত্ত দ্বারা সকলকে অতিক্রম করিয়াছেন। কমলার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী জ্যোৎস্নাকালী নামে সোমের কন্যা উহাঁকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ঐ দেখ, অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরপতির কাঞ্চনময় সুরাগৃহ শোভা পাইতেছে। সুরগণ যাহা প্রাপ্ত হইয়া, সুরত্ব লাভ করিয়াছেন। ঐ দেখ, হৃতরাজ্য অসুরগণের অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐ সমস্ত অক্ষয় প্রহরণ নিক্ষিপ্ত হইলে, কার্য্যসাধন করিয়া পুনর্ব্বার প্রহর্ত্তার নিকট সমাগত হয়। দেবগণ অসুর-

গণকে পরাজয় করিয়া, ঐ সমস্ত অস্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছে। এই বারুণহ্রদ সমুজ্জ্বল শিখাবিশিষ্ট অনল প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এবং বৈষ্ণবচক্র উহা অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ যে দেবগণপরিরক্ষিত গণ্ডারপৃষ্ঠসম্ভূত প্রশস্ত চাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার নাম গাণ্ডীব। কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে, অন্যান্য শরাসন অপেক্ষা উহার শত সহস্র গুণে বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। উহা রাক্ষস সদৃশ অশান্ত ভূপতিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবাদী ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ কার্ম্মুক নির্ম্মাণ করেন। ভগবান শুক্র উহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জলাধিপতি বরুণের পুত্র উহা ধারণ করিয়া থাকেন। এই সলিলরাজ বরুণের ছত্রগৃহ, ইহাতে বিশাল ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। উহা জীমূতের ন্যায় সুশীতল বারি বর্ষণ করিতেছে। ঐ ছত্র হইতে পরিভ্রষ্ট সলিল নিশাকরের ন্যায় নির্ম্মল হইলেও ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। হে মাতলে! এই স্থানে বহুবিধ আশ্চর্য্য দৃশ্য বস্তু সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তোমার কার্য্যানুরোধে সেই সমস্ত দর্শন না করিয়াই সত্বর আমাদিগকে গমন করিতে হইবে।

নবনবতিতম অধ্যায়।

এই নাগলোকের মধ্যে যে সমস্ত দৈত্যদানবপরিসেবিত পুর দেখিতেছ, ইহার নাম পাতাল। যে সকল জঙ্গম, জলবেগপ্রভাবে ইহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা সেই সময় ভয়ে

কাতর হইয়া ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে। এই স্থানে বারিভোজী অনল প্রযত্নসহকারে আত্মসংযম করিয়া রহিয়াছেন। এই স্থানে দেবগণ শত্রু বিনাশ করত অমৃত পান করিয়া এই স্থানেই রাখিয়াছিলেন। এই স্থানেই চন্দ্রের ক্ষয় ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থানে অদিতিনন্দন হয়গ্রীবরূপী বিষ্ণু বেদাধ্যায়ীদিগের বেদধ্বনি পরিবর্দ্ধনার্থে বেদবাক্য দ্বারা সুবর্ণনামক জগৎ পরিপূর্ণ করত প্রতিপর্ব্ব সময়ে সমুত্থিত হইলে, চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জলমূর্ত্তি দ্রবীভূত মণির ন্যায় নিপতিত হয়; এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। জগতের হিতকারী মাতঙ্গরাজ ঐরাবত এই স্থান হইতে সুশীতল সলিল আকর্ষণ পূর্ব্বক মেঘমধ্যে সঞ্চালিত করিলে, অমররাজ ইন্দ্র তাহাই পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। এই স্থানে বিবিধাকারসম্পন্ন সলিলবিহারী তিমি সকল জলমধ্যে সোমপ্রভা পান করত বাস করিয়া থাকে। হে সূত! এই পাতালতলে এরূপ বহুপ্রকার জীব আছে, যাহারা দিবসে সূর্য্যকিরণে গতাসু হয়, পরে রজনীযোগে নিশাকর সমুদিত হইয়া, রশ্মিরূপ বাহু দ্বারা অমৃত গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলে, তাহারা পুনরায় জীবিত হয়। কালপ্রপীড়িত ও বাসব কর্ত্তৃক পরাজিত দৈত্যগণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছে। এই স্থানে সর্ব্বভূতপতি দেবাদিদেব ভগবান্ শূলপাণি প্রাণিগণের হিতাভিলাষে তপস্যা করিয়াছিলেন। এই স্থানে বেদাধ্যয়নপরায়ণ গোব্রতানুরক্ত ব্রাহ্মণগণ দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোক জয় করিয়া বাস করিতেছেন। এখানে যথা তথা শয়ন, যথা তথা ভোজন ও যে কোন বসন পরিধান করাকে গোব্রত কহিয়া থাকে।

হে সূত! এই স্থানে সুপ্রতীকনামক নাগরাজবংশে

নাগরাজ ঐরাবণ, বামন, কুমুদ ও অঞ্জন প্রভৃতি প্রধান বারণ সমুদয় সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব, হে মাতলে! অনুসন্ধান করিয়া দেখ, ইহার মধ্যে কে তোমার মনোনীত হয়। তাহা হইলে তাহার নিকট গমন পূর্ব্বক তোমার কন্যার নিমিত্ত বরণ করিব। সলিল মধ্যে এই যে অণ্ডটী সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে; ইহা প্রজাসৃষ্টির প্রারম্ভ কালাবধি এই স্থানে এই প্রকারেই অবস্থিতি করিতেছে, অদ্যাপি উদ্ভিন্ন হইল না। আমি কোন ব্যক্তির নিকট ইহার জন্ম বা স্বভাবের বিষয় শ্রবণগোচর করি নাই, কেহই ইহার জনক জননীর বিষয় অবগত নহেন। প্রলয় সময়ে ইহা হইতে মহাগ্নি সমুৎপন্ন হইয়া, এই সচরাচর ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিবে।

মাতলি নারদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! এখানে আমার বরপাত্র মনোনীত হইল না; চলুন, অবিলম্বে স্থানান্তর গমন করিব।

শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মাতলে! বিশ্বকর্ম্মা ময়দানবমায়াবিহারী দৈত্য ও দানবগণের নিমিত্ত বহু যত্ন সহকারে পাতালতলে হিরণ্যপুরনামক এই শ্রেষ্ঠ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে মহাতেজস্বী মহাশূর বিশালদশন ভীমপরাক্রম বায়ুবেগগামী রাক্ষস এবং বিষ্ণু ও ব্রহ্মপাদোদ্ভূত কালকঞ্জ অসুরগণ ও যুদ্ধদুর্ম্মদ নিবাত কবচগণ বরপ্রাপ্ত হইয়া, বহুমায়া প্রকাশপূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিত। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের অথবা অন্যান্য দেবগণ

কেহই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি, তোমার পুত্র গোমুখ, শচীপতি দেবরাজ ও তাঁহার পুত্র জয়ন্ত তোমরা সকলে অনেকবার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়াছিলে।

হে মাতলে! দেখ, এই হিরণ্যপুরের সুবর্ণময়, রজতময়, পদ্মরাগময়, বৈদূর্য্যমণিময়, প্রবাল সদৃশ রুচির, সূর্য্যকান্ত মণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, হীরক সদৃশ সমুজ্জ্বল, অত্যুন্নত, বিচিত্র-মণিজালবিভূষিত, ঘনসন্নিবিষ্ট গৃহ সকল শিলাময়, দারু-ময়, সৌরকিরণবিশিষ্ট ও অনলময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। ইহাদের রূপ, গুণ, পরিমাণ এবং উপাদান কিছুই নির্দ্দেশ করিয়া বলিতে পারা যায় না। ঐ দেখ, দৈত্য-গণের ক্রীড়াস্থান, শয্যা সকল, বহুমূল্যরত্নসুশো-ভিত ভবন, ও আসন সমুদয়, জলধরসন্নিভ শ্যামলবর্ণ শৈল ও প্রস্রবণ সমুদয় এবং বহু ফলপুষ্পে সুশোভিত বৃক্ষ সমুদয় শোভা পাইতেছে। হে মাতলে! এখানে কি তোমার মনোনীত বর আছে?

মাতলি কহিলেন, হে দেবর্ষে! দেবগণের অপ্রিয়াচরণ করা আমার কর্ত্তব্য নহে। দেব ও দানবগণের পরস্পর ভ্রাতৃসম্বন্ধ থাকিলেও, ইহাঁরা চিরকাল পরস্পর বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আমি পরপক্ষের সহিত কি প্রকারে সম্বন্ধ বন্ধন করিব? আমি স্বীয়, আপনার ও হিংসাপরায়ণ অসুরগণের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। অতএব আমরা অন্যত্র গমন করি। দানবগণকে দর্শন করা আমার উচিত নহে।

একাধিক শততম অধ্যায়।

—•:•—

নারদ কহিলেন, হে মাতলে! এই লোক পন্নগাশী গরুড়পক্ষীদিগের বাসস্থান; ইহঁদিগের আকাশগমনে ও ভারবহনে কিছুমাত্র পরিশ্রম হয় না। হে সূত! সুমুখ, সুনামা, সুনেত্র, সুবর্চ্চা, সুরুক্ ও সুবর্ণ নামে বিনতার এই ছয় পুত্র দ্বারা কশ্যপকুল বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিনতাকুলোৎপন্ন প্রধান প্রধান বিহগগণ পক্ষিরাজের শত সহস্র কুল প্রবর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই বংশসমুৎপন্ন সকলেই শ্রী ও শ্রীবৎসলক্ষণাক্রান্ত, শ্রীলাভে সমুৎসুক ও বলশালী। নির্ঘৃণ ক্ষত্রিয়গণ কর্ম্মদোষে সর্পভোজী হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা জ্ঞাতি সংক্ষয় করিয়াছিলেন, এ জন্য ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। এই কুল ভগবান্ বিষ্ণুর পরিগ্রহ। একমাত্র বিষ্ণুই ইহাদিগের দেবতা, প্রধান আশ্রয়, হৃদয়বাসী এবং পরম গতি। এই কুল অতি প্রশংসনীয় এক্ষণে ইহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সুবর্ণচূড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, বিশালাক্ষ, কুণ্ডলী, পঙ্কজিৎ, বজ্রনিষ্কম্ভ, বৈনতেয়, বামন, বাতবেগ, দিশাচক্ষু, নিমিষ, অনিমিষ, ত্রিবার, সপ্তবার, বাল্মীকি, দীপক, দৈত্যদ্বীপ, পরিদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, সুমুখ, চিত্রকেতু, চিত্রবর্হ, অনঘ, মেষহৃৎ, কুমুদ, দক্ষ, সর্পান্ত, সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরান্তক, বিষ্ণুধর্ম্মা, কুমার, পারিবার্হ, হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, মাতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর। আমি সংক্ষেপে কীর্ত্তিমান মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান গরুড়াত্মজদিগের নাম কীর্ত্তন

করিলাম। হে মাতলে! যদি এখানে তোমার মনোনীত বরপাত্র না থাকে, তবে যে স্থানে মনোজ্ঞ বরপাত্র প্রাপ্ত হইবে, চল, তোমাকে লইয়া তথায় গমন করি।

—।০।—

দ্ব্যধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে মাতলে! ইহার নাম রসাতল; ইহাকে সপ্তম পাতাল কহে। গোমাতা সুরভি এই স্থানে বাস করেন। তিনি অমৃত হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহা হইতে পৃথিবীসারসম্ভব ষড়বিধ রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট রস ক্ষরিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যখন ভগবান্ ব্রহ্মা অমৃতপানে তৃপ্তিলাভ করিয়া, তাহার সার উদ্গীরণ করিয়াছিলেন, তখন সুরভি তাঁহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তদীয় ক্ষীরধারা পৃথিবীতে নিপতিত হওয়াতে, ক্ষীরসমুদ্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষীরের ফেন দ্বারা ঐ সাগরপর্য্যন্ত দেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে, উহা পুষ্পিতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। হে মাতলে! কতিপয় মহর্ষি ফেনপান করত তথায় তপশ্চর্য্যায় মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা ফেনপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। দেবগণও তাঁহাদিগের নিকট ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুরভিগর্ব্ভজাত অপর চারিটি ধেনু সর্ব্বদিকে অবস্থিতি পূর্ব্বক ঐ সমস্ত দিক্ প্রতিপালন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুরূপানাম্নী সৌরভী পূর্ব্ব দিক্, হংসিকা দক্ষিণ দিক্, সুভদ্রা বারুণী দিক্ এবং সর্ব্বকামদাত্রী ঐলবিলানাম্নী সৌরভী পরম পবিত্র উদীচী দিক্ পালন ও ধারণ করিতেছেন।

দেবাসুরগণ মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড করিয়া ঐ সমস্ত ধেনুর দুগ্ধমিশ্রিত সাগরসলিল মন্থন পূর্ব্বক বারুণী, লক্ষ্মী, অমৃত, অশ্বশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা এবং উৎকৃষ্ট কৌস্তুভ মণি সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। সুরভি সুধাভোজীদিগকে সুধা, স্বধাভোজীদিগকে স্বধা, অমৃতভোজীদিগকে অমৃত ও দুগ্ধদান করেন। পূর্ব্বে রসাতলনিবাসীরা এই বিষয়ে একটী গাথা গান করিতেন, অদ্যাপি তাহা শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ অদ্যাপি এই গাথা গান করিয়া থাকেন যে, রসাতলে যেরূপ বাসের সুখ; নাগলোক, স্বর্গলোক বা বিমানে সেরূপ নাই।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

হে মাতলি! দেবরাজ পুরন্দরের অমরাবতী যেরূপ মনোহর, বাসুকিপরিপালিত এই ভোগবতী নগরীও সেইরূপ। শ্বেতশৈলসদৃশকলেবর দিব্যাভরণবিভূষিত জ্বালাজিহ্ব মহাবল পরাক্রান্ত শেষ নাগ তপোবলে সহস্র মস্তক দ্বারা মহাপ্রভাবশালিনী মহীকে ধারণ করিতেছেন। সুরসাভুজঙ্গীর সহস্রপুত্র বিগতক্লম হইয়া এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। তাহারা সকলেই মহাবল, পরাক্রমশালী ও অতি ভীষণস্বভাব। তাহাদিগের আকার ও বিষ নানাপ্রকার; তাহাদিগের শরীর মণি, স্বস্তিক, চক্র ও কমণ্ডলু চিহ্নে চিহ্নিত। সেই সমস্ত অচলকায় বিবিধভোগশালী ভুজঙ্গমদিগের মধ্যে কতকগুলি সহস্রশিরা, কতকগুলি শতশিরা, কতকগুলি দশশিরা, কতকগুলি সপ্তশিরা, কতকগুলি বা ত্রিশিরা। এক্ষণে সেই

একবংশসম্ভূত যে সহস্র সহস্র অযুত অযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বিষধর এই স্থানে বাস করিতেছে, জ্যেষ্ঠানুক্রমে তাহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। বাসুকি, তক্ষক, কর্কোট, ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, আপূরণ, খগ, বামন, এলপত্র, কুকুর, কুকুন, আর্য্যক, নন্দক, কলস, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, ঐরাবত, সুমনো, মুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরক, শিখী, নিষ্ঠুরিক, তিত্তিরি, হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিণ্ডক, পদ্মদ্বয়, পুণ্ডরীক, পুষ্প, মুহরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সম্বৃত্ত, বৃত্ত, পিণ্ডার বিল্বপত্র, মূষিকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্খশীর্ষ, জ্যোতিষ্ক, অপরাজিত, কৌরব্য, ধৃতরাষ্ট্র, কুহর, কৃশক, বিরজা, ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধিরান্ধ, বিশুণ্ডি, বিরস ও সুরস। ইহাভিন্ন আরও বহু ভুজঙ্গম বিদ্যমান আছে। হে মাতলে! ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার অভিমত বর হয় কি না, বিবেচনা করিয়া দেখ।

কণ্ব কহিলেন, অনন্তর ধীরপ্রকৃতি মাতলি সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, প্রীত মনে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যিনি কৌরব্য ও আর্য্যকের সম্মুখে অবস্থান করিতেছেন; ঐ দ্যুতিমান্ প্রশান্তমূর্ত্তি পুরুষ কোন্ কুলের আনন্দবর্দ্ধন করেন? ইহাঁর জনক জননী কে? এবং ইনি কোন্ সর্পবংশের কেতুস্বরূপ হইয়াছেন? ইনি একাগ্রতা, ধীরতা, রূপ ও বয়সে আমার মন হরণ করিয়াছেন; অতএব ইনি গুণকেশীর উপযুক্ত বরপাত্র।

দেবর্ষি নারদ সুমুখদর্শনে মাতলিকে প্রীতমনা দেখিয়া, সুমুখের জন্ম, কর্ম্ম ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; হে মাতলে! এই নাগরাজ ঐরাবত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁর নাম সুমুখ, ইনি আর্য্যকের অভিমত পৌত্র,

বামনের দৌহিত্র, এবং চিকুরনামক নাগের পুত্র, অল্পদিন হইল ইহাঁর পিতা বিনতানন্দন কর্ত্তৃক পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

তদনন্তর মাতলি প্রীত বাক্যে নারদকে কহিলেন, হে দেবর্ষে! এই ভুজগোত্তম আমার অভিমত জামাতা, আমি ইহাঁকে দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আপনি ইহাঁকে আমার প্রিয়তমা কন্যা সম্প্রদান করিতে সযত্ন হউন।

চতুরধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর নারদ আর্য্যককে কহিলেন, হে আর্য্যক! ইনি পুরন্দরের প্রিয়সুহৃৎ, ইহাঁর নাম মাতলি। ইনি সৎস্বভাবসম্পন্ন, গুণশালী, তেজস্বী, বীর্য্যবান্ ও মহাবল পরাক্রান্ত, এবং দেবরাজের সখা, মন্ত্রী ও সারথি। প্রতিযুদ্ধেই বাসবের সহিত ইহাঁর অল্পমাত্র অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইনি দেবাসুরসংগ্রামে মননমাত্রেই অশ্বসহস্রবিশিষ্ট জৈত্র রথ প্রদান করেন। দেবরাজ ইহাঁর, অশ্বের ও স্বীয় বাহুবলের সাহায্যে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; এবং পূর্ব্বে ইনি বলাসুরকে প্রহার করিলে পরে ইন্দ্র তাহাকে প্রহার করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরমরূপলাবণ্যসম্পন্না বরারোহা সত্যশীলা সর্ব্বগুণোপেতা গুণকেশী নাম্নী এক কন্যা আছেন। ইনি যত্ন সহকারে সকল লোকে পরিভ্রমণ করিয়া, এক্ষণে আপনার পৌত্র সুমুখকে সেই কন্যার উপযুক্ত বরপাত্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যদি আপনার

ইচ্ছা হয়, অবিলম্বে কন্যা সম্প্রদানের অনুমতি করুন। যে রূপ লক্ষ্মী নারায়ণের, স্বাহা অগ্নির ও শচী ইন্দ্রের কুলে পরিগৃহীত হইয়াছেন, সেইরূপ, গুণকেশী আপনার কুলে পরিগৃহীতা হউন। আপনি পৌত্রের নিমিত্ত গুণকেশীকে গ্রহণ করুন। ইনি পিতৃহীন হইলেও ইহাঁর গুণ এবং আপনার ও ঐরাবতের বহুমাননা বশতঃ আমরা ইহাঁরে বর স্থির করিয়াছি। মাতলি সুমুখের শীল, শৌচ ও দমাদিগুণে বশীভূত হইয়া, স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক ইহাঁকে কন্যাসম্প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি ইহাঁর সম্মান রক্ষা করুন। আর্য্যকের পুত্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও পৌত্র জীবিত আছেন, এই উভয়বিধ কারণে তিনি শোক ও হর্ষ প্রদর্শন করত নারদকে কহিলেন, দেবরাজের সখা মাতলির সহিত সম্বন্ধবন্ধন কোন্ ব্যক্তির স্পৃহণীয় নহে ? কিন্তু, হে মহামুনে ! আমি একটী কারণ বশত চিন্তিত হইতেছি, এই নিমিত্ত আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেছি না। ইহাঁর পিতা আমার পুত্র, তিনি বৈনতেয় কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এজন্য আমি সাতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়াছি। বিশেষতঃ, সে গমন সময়ে কহিয়াছিল, আমি একমাসের মধ্যে সুমুখকে গ্রাস করিব। হে মহর্ষে! বোধ হয়, তাহার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না ; সেই ঘটনা অবশ্যই সংঘটিত হইবে। আমি বিনতাতনয়ের এই বাক্যে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি।

তখন মাতলি আর্য্যককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে নাগরাজ ! এবিষয়ে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার পুত্রকে জামাতৃস্বরূপে বরণ করিলাম ; এক্ষণে আমাদিগের সমভিব্যাহারে ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করুন। আমি বিশেষ উপায় দ্বারা ইহাঁকে পর-

মায়ু প্রদান এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে নিহত করিবার নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করিব। এক্ষণে কার্য্যসাধনার্থ আমার সহিত বাসব সমীপে আগমন করুন। হে নাগ-রাজ! আপনার মঙ্গল হউক। অনন্তর সেই সমস্ত মহাতেজা পন্নগগণ সুমুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ত্রিলোকনাথ সুর-পতি সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় ভগবান্ চতুর্ভুজ বিষ্ণু অবস্থিত ছিলেন। তখন দেবর্ষি নারদ মাতলির সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহা-দিগের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দেবরাজকে কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি অমৃত প্রদান করত সুমুখকে অমর তুল্য করুন। আপনার ইচ্ছায় মাতলির, নারদের এবং সুমুখের অভিলাষ পূর্ণ হউক।

অনন্তর দেবরাজ বৈনতেয়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া, বিষ্ণুকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই ইহাকে অমৃত প্রদান করুন।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি চরাচর নিখিল জগতের একমাত্র অধীশ্বর, আপনার অদত্ত বস্তু কোন্ ব্যক্তি দান করিতে পারে?

অনন্তর দেবরাজ ভুজগরাজকে অমৃত প্রদান না করিয়া, পরমায়ু প্রদান করিলেন। তখন সুমুখ বরলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, মাতলিকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিগমন করি-লেন। নারদ ও আর্য্যক ও কৃতকার্য্য ও প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, মহাতেজা দেবরাজকে অর্চ্চনা করত গমন করিলেন।

———০———

পঞ্চাধিক শততম অধ্যায়।

——॥০॥——

অনন্তর মহাবল গরুড় দেবরাজ নাগকে পরমায়ু প্রদান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে প্রবল পক্ষবায়ু দ্বারা ত্রিভুবন আকুলিত করত বাসবের প্রতি ধাবমান হইলেন। এবং তথায় উপস্থিত হইয়া,দেবরাজকে কহিলেন, হে অমর-রাজ! তুমি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃত্তি বিঘাত করিলে? তুমি পূর্ব্বে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত বিচলিত হইতেছ? সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ বিধাতা স্বভাবতঃ সর্পদিগকে আমার আহার বিধান করিয়াছেন, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অন্যথাচরণ করিতেছ? আমি মহা-নাগের নিকট নিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক পরিবার ভরণ পোষণ করিতেছি। অন্য কাহারও হিংসা করি না। হে দেবরাজ! তুমি স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছ, এক্ষণে আমি পরিজন ও ভৃত্যের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ করি, তুমি পরমসুখে কালযাপন কর। হে বলবৃত্রহন্! ত্রিলোকেশ্বর হইয়াও যাহাকে পরের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে দেবেশ! তুমি সতত এই বিশ্ব-রাজ্য উপভোগ কর; তুমি বিদ্যমান থাকিতে বিষ্ণুও আমার প্রভু নহেন।

হে সুরপতে! দক্ষরাজসুতা বিনতা এব আমার মাতা ও কশ্যপ আমার পিতা। আমি এই লোক সমুদয় অনায়াসে বহন করিতে সমর্থ; আমার বল প্রাণিমাত্রেরই অসহ্য। আমি দানবসংগ্রামে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি।

শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কাল-কাক্ষ প্রভৃতি দানবগণ আমারই হস্তে নিহত হইয়াছে। বোধ হয়, আমি তোমার অনুজকে বহন ও তদীয় ধ্বজাগ্র-ভাগে বিচরণ করিয়া থাকি বলিয়া তুমি আমাকে অবজ্ঞা কর। আমি বান্ধবসমবেত কৃষ্ণকে বহন করিয়া থাকি, অত-এব আমা অপেক্ষা ভারসহ ও বলবান্ আর কে আছে? তুমি অবজ্ঞা করিয়া আমার আহারের ব্যাঘাত করাতে তোমাদিগের উভয় হইতেই আমার গৌরব নষ্ট হইয়াছে।' হে বাসব! অদিতির গর্ব্ভে যে সমস্ত মহাবল পরাক্রমশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল অপেক্ষা তুমি বলবান্ কিন্তু আমি স্বীয় পক্ষৈক পার্শ্বে তোমাকে; অনা-য়াসে বহন করিতে পারি। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, আমা অপেক্ষা বলবান্ আর কে আছে?

ভগবান্! চক্রধারী বিষ্ণু ক্ষোভবিহীন গরুড়ের ঈদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া, তাঁহাকে ক্ষোভিত করত কহিলেন, হে বলবিহীন গরুড়াত্মন্! তুমি মনে মনে আপনাকে বলশালী বলিয়া স্থির করিয়াছ; কিন্তু আমা-দিগের সমক্ষে তোমার ওরূপ আত্মগর্ব্ব প্রকাশ করা উচিত নহে। এই বিশ্বও আমার দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, আমি আপনিই আপনাকে ও তোমাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। যদি তুমি আমার এই একমাত্র দক্ষিণ বাহুর ভার সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে তোমার আত্মশ্লাঘা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি।

তদনন্তর সেই ভগবান্ নারায়ণ তদীয় স্কন্ধদেশে স্বকীয় বাহু ন্যস্ত করিলে, পক্ষিরাজ নিতান্ত বিকল ও বিনষ্ট-চৈতন্য হইয়া, ভূতলে পতিত হইলেন। সপর্ব্বত নিখিল-ভারসহা মেদিনীর ভার যেরূপ গুরুতর, পক্ষিরাজ গরুড়

বিষ্ণুর একমাত্র বাহুর সেইরূপ ভার অনুভব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, ভগবান্ বিষ্ণু বল দ্বারা গরুড়কে নিতান্ত নিপীড়িত করেন নাই বলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তখন বিনতাসুত খগরাজ গরুড় বিষ্ণুর গুরু বাহুভরে প্রপীড়িত হওয়াতে বিহ্বল, শিথিলকায় ও বিচেতন প্রায় হইয়া বমন ও পক্ষবিস্তার করত তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন্! আপনার গুরুভার-বিশিষ্ট দক্ষিণ বাহু আমার উপর পতিত হওয়াতে, আমি নিষ্পিষ্ট হইয়াছি, অতএব কৃপা করিয়া এই লঘুচেতা বল-দর্পবিহীন পক্ষীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন। হে বিভো! আমি তোমার এরূপ বলবিক্রমের বিষয় অবগত ছিলাম না বলিয়াই আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বলিয়া স্থির করিয়া-ছিলাম।

ভগবান্ নারায়ণ গরুড়ের এইরূপ স্তুতিবাদশ্রবণে তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সস্নেহ বাক্যে কহিলেন, হে খগরাজ! তুমি কদাচ আর এরূপ কর্ম্ম করিও না। এই বলিয়া সুমু-খকে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি গরুড় সর্পের সহিত একত্র বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাযশা মহাবল বিনতানন্দন গরুড় বিষ্ণু-বল দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, হতদর্প হইয়াছিলেন। আপনিও যে পর্য্যন্ত সমরে পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ না করিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত জীবিত আছেন। সমুদয় যোদ্ধৃবর্গের প্রধান বায়ুপুত্র মহাবল ভীমসেন ও মহেন্দ্রতনয় অর্জ্জুন সমরে কোন্ ব্যক্তিকে নিহত না করিতে পারেন? হে দুর্য্যোধন! বিষ্ণু, বায়ু, পুরন্দর, ধর্ম্ম এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাক্, তুমি ইহাঁদিগকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইবে না। অতএব, হে নৃপাত্মজ! তোমার বিরোধে

প্রয়োজন নাই; বাসুদেব দ্বারা শান্তিস্থাপন পূর্ব্বক কুলরক্ষা কর। এই প্রত্যক্ষদর্শী মহাতপা মহর্ষি নারদ এবং সেই চক্রগদাধর ভগবান্ বিষ্ণু এখানে উপস্থিত আছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনন্তর দুর্য্যোধন ভ্রূকুটিভঙ্গি দ্বারা রাধেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করত উরুদেশে চপেটাঘাত করিয়া, সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন। পরমেশ্বর আমারে সৃষ্টি করত যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, আমি সেইরূপ কার্য্য করিতেছি; আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে, আপনি কিনিমিত্ত বৃথা প্রলাপ করিতেছেন?

ষড়ধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ ব্যাসদেব, পিতামহ ভীষ্ম ও স্নেহপরায়ণ সুহৃদ্গণ কি নিমিত্ত অনর্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরার্থে লোভাক্রান্ত, অনার্য্যকার্য্যে অনুরক্ত, মরণে কৃতনিশ্চয়, জ্ঞাতিগণের দুঃখদাতা, বন্ধুগণের শোকবর্দ্ধন, সুহৃদ্গণের ক্লেশদাতা, শক্রগণের হর্ষজনক, বিমার্গগামী দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন না?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ ব্যাসদেব ও মহামনা ভীষ্ম অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি নারদ, যাহা কহিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করে এরূপ লোক যেরূপ দুর্ল্লভ, হিতকারী সুহৃদও সেই-

রূপ দুর্ল্লভ। যেখানে সুহৃৎ, সেখানে বন্ধু অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন না। অতএব প্রযত্নসহকারে সুহৃদের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন বিষয়ে নির্ব্বন্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, নির্ব্বন্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর। মহর্ষি গালব নির্ব্বন্ধাতিশয়ের নিমিত্ত যেরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন সময়ে ভগবান্ ধর্ম্ম তপস্বী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মহর্ষি বশিষ্ঠবেশ পরিগ্রহ করত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, তাঁহার আশ্রমে উপনীত হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে দর্শন করিয়া, প্রযত্নসহকারে পরমান্ন পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু বশিষ্ঠের সম্বর্দ্ধনাদি করিতে পারিলেন না। এই অবকাশে বশিষ্ঠরূপী ধর্ম্ম অন্যান্য মুনিগণ প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিলে, বিশ্বামিত্র উষ্ণ চরু লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, মহর্ষে! আমি ভোজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি ঐ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন। মহাদ্যুতি ধর্ম্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে, মহাত্মা বিশ্বামিত্র সেই উষ্ণ পরমান্ন মস্তকে রাখিয়া, বাহুদ্বয়ে ধারণ পূর্ব্বক বায়ুভক্ষণ করত স্থানুর ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া, সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তাঁহার প্রিয়শিষ্য গালব গৌরব, বহুমান ও প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এই রূপে শতবর্ষ পূর্ণ হইলে, ধর্ম্ম পুনরায় বশিষ্ঠবেশ পরিগ্রহ করিয়া, আহারের নিমিত্ত বিশ্বামিত্রসন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং ধীমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক মস্তকে সেই চরু ধারণ করত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন, দেখিয়া সেই উষ্ণপায়স প্রতিগ্রহ

করত ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর "হে বিপ্রর্ষে! আমি পরম প্রীত হইয়াছি„ এই বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বরপ্রদান পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধর্ম্মের বাক্যানুসারে তদবধি ক্ষত্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া,ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর তিনি প্রিয়শিষ্য গালবের ভক্তি ও শুশ্রূষায় সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, হে বৎস! আমি অনুমতি প্রদান করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর। তখন গালব কহিলেন, হে মুনিসত্তম! আপনাকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে; অতএব অনুমতি করুন, আপনাকে কোন্ দ্রব্য প্রদান করিব। দক্ষিণা প্রদান করিলেই, কার্য্যসিদ্ধি হয় এবং দক্ষিণাদাতা পরিণামে মুক্তি, স্বর্গে যজ্ঞফল ও শান্তিলাভ করিতে পারে; অতএব কি দক্ষিণা দান করিব, অনুমতি করুন।

বিশ্বামিত্র গালবের শুশ্রূষাপরবশ হইয়া,বারম্বার কহিতে লাগিলেন, বৎস! দক্ষিণায় প্রয়োজন নাই, তুমি গমন কর। কিন্তু গালব তাহাতে সম্মত না হইয়া "কি দক্ষিণা প্রদান করিব" এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিঞ্চিৎ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে গালব! দক্ষিণা প্রদান করিতে যদি তোমার নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র আমাকে শশধর সদৃশ শুক্লবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদান কর।

সপ্তাধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তপোধন গালব বিশ্বামিত্রের আজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাসক্ত হইয়া শয়ন, উপবেশন ও আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে অস্থিচর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট হইলেন, এবং শোকে দগ্ধহৃদয় হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার মিত্র বা ধন কোথায়? আমি কিপ্রকারে অষ্টশত শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংগ্রহ করিব? আমার ভোজন বা সুখাভিলাষে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই; আমার জীবিতাশা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে আমি সমুদ্রপারে অথবা পৃথিবীর কোন বহুদূর প্রদেশে গমন পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করি। আমি ধনহীন, অকৃতার্থ ও বিবিধ ফলভোগে বঞ্চিত; তাহাতে আবার ঋণগ্রস্ত হইলাম। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সুখ কোথায়? আমার জীবনে কিছুই প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তি উপকারী প্রণয়ীর তাহার প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হয়, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়। যে ব্যক্তি অঙ্গীকৃত পরিপালনে পরাঙ্মুখ, তাহার পুণ্য কর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত্ত সমস্ত বিনষ্ট হয়। অনৃতবাদী ব্যক্তির রূপ, সন্ততি, আধিপত্য এবং সদ্গতি কিছুই লাভ হয় না। কৃতঘ্নের যশ, স্থান বা সুখ কোথায়? কৃতঘ্ন ব্যক্তি সকলেরই অশ্রদ্ধেয়; কিছুতেই তাহার নিষ্কৃতি নাই। ধনহীনের জীবন নিতান্ত নিষ্ফল, পাপপরায়ণ ব্যক্তি উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে না পারিয়া, অচিরাৎ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। আমি সেই পাপাত্মা, কৃতঘ্ন, কৃপণ এবং অনৃতবাদী; আমি গুরুর নিকট কৃতকার্য্য হইয়া, অঙ্গীকার

করত তৎপরিপালনে অসমর্থ হইলাম। অতএব উদ্বন্ধন বা বিষপান দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। আমি কখন দেবগণের নিকট যাচ্ঞা করি নাই; তাঁহারা যজ্ঞকালে আমার বহুমান করিয়া থাকেন; অতএব এক্ষণে সেই ত্রিলোকেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট গমন করি। তিনি সর্ব্বভূতের একমাত্র গতি এবং সকলকেই উপভোগ প্রদান করিয়া থাকেন; এক্ষণে আমি তাঁহার নিকট গমন করিব।

তপোধনগালব এই কথা কহিলে, গরুড় তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বন্ধো! তুমি আমার এবং অন্যান্য সুহৃদ্গণের প্রিয়তম সুহৃদ্; তোমার অভীষ্ট সাধন ও তোমাকে বিভবশালী করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। আমার ঐশ্বর্য্য ভগবান্ মধুসূদন। আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তিনিও আমার প্রার্থনা পরিপূরণ করিয়াছেন, অতএব তোমার যে স্থানে ইচ্ছা হয় চল শীঘ্র সেই স্থানে গমন করি।

অষ্টাধিক শততম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! জ্ঞানদাতা ভগবান্ বিষ্ণু আমাকে অনুমতি করিয়াছেন; পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম বা উত্তর প্রথমে কোন্ দিকে গমন করিব? ইহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, বল। যেদিকে সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী উদিত হইয়া থাকেন, যে দিকে সন্ধ্যা সময়ে তপঃপরায়ণ সাধ্যগণ তপোনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

সর্ব্বব্যাপিনী মতি যে দিকে প্রথমতঃ আবিভূত হইয়াছিলেন; যজ্ঞ সকল নিযন্ত্রিত করিবার নিমিত্ত যে দিকে ধর্ম্মের নয়নদ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে; যে দিকে আহুতি প্রদান করিলে, সেই আহুতি সকল দিকেই গমন করে, সেই প্রাচী দিক্ দিবস ও স্বর্গের দ্বার স্বরূপ। এই দিকে দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি প্রভৃতির গর্ব্ভে কশ্যপের ঔরসে প্রজা সকল উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন; এই দিক্ দেবগণের ঐশ্বর্য্যলাভের মূল, এই দিকে দেবরাজ সুররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, দেবগণ এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ প্রথমে এই দিকে বাস করিতেন। হে ব্রহ্মন্! এই নিমিত্ত ইহার নাম পূর্ব্ব দিক্। ইহা পূর্ব্বতনদিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। এই দিকে দেবগণ সুখাভিলাষে সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন; এই দিকে ভূতভাবন ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা নিখিল বেদ গান করিয়াছিলেন; এই দিকে সাবিত্রী দেবী সবিতার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মবাদিদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। হে দ্বিজসত্তম! এই দিকে সূর্য্যদেব যাজ্ঞবল্ক্যকে যজুর্বেদ প্রদান করিয়াছিলেন; এই দিকে সোমরস বরলাভ করিয়া, দেবগণের পেয় হইয়াছেন; এই দিকে হুতভুক্ পরিতৃপ্ত হইয়া, স্বকীয় উৎপত্তিস্থান সোমরস ও পয়ঃ প্রভৃতি ভক্ষণ করেন। এই দিকে বরুণদেব পাতাল আশ্রয় করত পরম শ্রী লাভ করিয়াছেন; এই দিকে মিত্র ও বরুণের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে পুরাতন বশিষ্ঠের উৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা ও নিধন হইয়াছিল। এই দিকে ওঁকারের দশ সহস্র পথ উৎপন্ন হয়, এই দিকে ধূমপায়ী মুনিগণ আজ্য ধূম পান করিয়া থাকেন; এই দিকে বরাহ প্রভৃতি বহুবিধ পশুগণ প্রোক্ষিত হইয়াছিল। এই দিকে দেবগণোদ্দেশে

দেবরাজ কর্ত্তৃক যজ্ঞভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। হুতাশন এই দিকে সমুদিত ও ক্রোধপরবশ হইয়া, অহিতকারী কৃতঘ্নমনা দৈত্যদিগকে সংহার করেন। এই পূর্ব্ব দিক্ ত্রিলোকের দ্বার ও স্বর্গের মুখ স্বরূপ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, চল এই পূর্ব্ব দিকে গমন করি। আমি যাহার বাক্যের একান্ত বশীভূত, তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব হে গালব! যদি তুমি বল, তাহা হইলে আমি গমন করি, নচেৎ অন্যান্য দিকের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

—০ঃ০—

নবাধিক শততম অধ্যায়।

হে গালব! পূর্ব্বে বিবস্বান্ যজ্ঞের যথাবিধি দক্ষিণা স্বরূপ এই দিক্ তাঁহার গুরুকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাকে দক্ষিণ দিক্ বলিয়া থাকে। শ্রবণ করিয়াছি, লোকত্রয়ের পিতৃপক্ষ স্বরূপ উষ্ণান্নভোজী দেবগণ এই দক্ষিণ দিকেই অবস্থিতি করেন। এই দিকে ত্রয়োদশ বিশ্বদেব পিতৃগণের সহিত সমফলভাগী হইয়াছিলেন। এই দিক্ ধর্ম্মের দ্বিতীয় দ্বার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; এই দিকে ত্রুটি লব প্রভৃতি কালের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই দিকে দেবর্ষি, পিতৃলোক ও রাজর্ষিগণ পরম সুখে বাস করেন। এই দিকে সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে দ্বিজবর! আত্মবশীভূত ব্যক্তিদিগের ইহাই একমাত্র গতি ও কর্ম্মক্ষেত্র। এই দিকে সকল ব্যক্তিকেই গমন করিতে হয়, কিন্তু স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ব্যক্তিরা কখন সুখলাভে সমর্থ হয় না।

এই দিকে প্রতিকূলচারী বহু সহস্র রাক্ষসগণ সৃষ্ট হইয়াছে। এই দিকে গন্ধর্ব্বগণ মন্দরকুঞ্জেও ঋষিগণের আশ্রমে ও ব্রাহ্মণগণের সদনে মনোহর গাথা গান করিয়া থাকে। এই দিকে রৈবত মনু সঙ্কলিত সামগান শ্রবণ করিয়া,অমাত্য ও রাজ্যাদি পরিহার পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিয়াছেন। এই দিকে সাবর্ণি ও যবক্রীতনন্দন এরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, দিবাকর কদাচ তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। এই দিকে পুলস্ত্যতনয় মহাত্মা রাবণ তপস্যা করিয়া, অমরগণের নিকট অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে বৃত্রাসুর স্বীয় চরিত্রদোষে দেবরাজের বৈরভাজন হইয়াছিলেন। এই দিকে প্রাণ সমুদয় সমাগত ও পুনরায় পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া থাকে। এই দিকে দুরাচার মানবগণ স্বকীয় দুষ্কর্ম্মের ফলভোগ করে। বৈতরণী নদী এই দিকে বৈতরণ দ্রব্যসমূহে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই দিকে গমন করিলে, সুখ দুঃখের অবসান হয়। দিনকর এই দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, সুরস সলিল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং তিনি উত্তর দিকে গমন করিলে, পুনরায় হিম বর্ষিত হয়। পূর্ব্বে আমি ক্ষুধার্ত্ত ও চিন্তাসক্ত হইয়া, এই দিকে গমন করত পরস্পর সমরাসক্ত অতি বৃহৎ গজ ও কচ্ছপ লাভ করিয়াছিলাম। যিনি সগরবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, যিনি কপিল দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই চক্রধনু নামক মহর্ষি এই দিকে সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিকে শিবানাম্নী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণী সমস্ত বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক অক্ষয় সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন। এই দিকে বাসুকি, তক্ষক ও ঐরাবত নাগ কর্ত্তৃক পরিপালিত ভোগবতী নগরী সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তথা হইতে নির্গত হইবার সময় ঘোরতর অন্ধকার প্রতীয়মান হইতে থাকে। স্বয়ং প্রভাবশালী

প্রভাকর ও অগ্নি সেই তম বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না। হে গালব! যদি তোমার ইচ্ছা হয় বল, নচেৎ প্রতীচীদি-কের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

দশাধিক শততম অধ্যায়।

এই দিক্ সলিলরাজ বরুণদেবের অতি প্রিয়তম ও আদিম বাসস্থান। এই দিকে দিবাকর দিবসাবসানে স্বকীয় কিরণজাল বিসর্জ্জন করেন, এই জন্য ইহা পশ্চিম দিক্ বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই দিকে সলিলরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ বরুণদেবকে যাদোরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দিকে তমিস্রহা শশ-ধর শুক্লপক্ষের প্রথমে বরুণের নিকট ছয় রস পান করিয়া, পুনরায় তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। এই দিকে দৈত্যগণ বিমুখী কৃত ও মহাবায়ু দ্বারা নিপীড়িত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক শয়ন করিয়াছিল। এই দিকে অস্ত প্রণয়ের সহিত সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করে; অস্ত হইতেই পশ্চিম সন্ধ্যা আবির্ভূত হয়; দিবাবসান হইলে ইহা হইতে রাত্রি ও নিদ্রা নির্গত হইয়া, যেন জীবগণের অর্দ্ধপরমায়ু হরণ করিতে থাকে। এই দিকে দেবরাজ গর্ব্ভবতী দিতির যে গর্ব্ভ হইতে মরুদ্গণের উৎপত্তি হয়, সেই গর্ভ নষ্ট করিয়া-ছিলেন। দেবগণ এই দিকে উৎপন্ন হইয়াছিলেন; এই দিকে হিমালয়ের মূল সাগরবিলীন মন্দরাভিমুখে নিরন্তর গমন করিতেছে; সহস্র বর্ষেও উহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দিকে সুরভি কাঞ্চন, শৈল ও কাঞ্চনসরোজ-শালী সরোবর তীরে আগমন করিয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করেন,

এই দিকে সমুদ্রমধ্যে সূর্য্য সদৃশ চন্দ্রসূর্য্যহন্তা রাহুর কবন্ধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দিকে অমিতপরাক্রম অদৃষ্ট-চর সুবর্ণশিরা নামক মুনির বেদধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়। এই দিকে হরিমেধানামক মুনির কন্যা ধ্বজবতী দিবা-করের শাসনে আকাশে অবস্থিতি করিয়া রহিয়াছেন। এই দিকে বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ দিবা ও রজনীর দুঃখদায়ক স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করেন। এই দিকে সূর্য্যের তির্য্যক্ গতি পরিবর্ত্তিত হয়। জ্যোতিষ্কমণ্ডল এই দিকে আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, পরে অষ্টাবিংশতি রাত্রি সূর্য্যের সহিত সংক্রম করিয়া, পুনরায় তাহা হইতে নিপ-তিত হয়। এই দিকে সাগরের চিরপূর্ণতার কারণভূত নদী সকল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দিকে লোক সমুদয়ের প্রয়োজনোপযোগী সলিল সকল সংস্থাপিত রহিয়াছে; এই দিকে পন্নগরাজ অনন্ত ও ভগবান্ বিষ্ণুর বাসস্থান; এই দিকে হুতাশনসহায় বায়ু, মহর্ষি কশ্যপ ও মারীচ অবস্থিতি করেন। হে গালব! আমি তোমার নিকট পশ্চিম দিকের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে তোমার কোন্ দিকে গমন করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

একাদশাধিক শততম অধ্যায়।

হে গালব! এই দিকের প্রভাবে লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, মুক্তিলাভ করে, এই জন্য ইহার নাম উত্তর দিক্। এই দিকে উৎকৃষ্ট সুবর্ণ খনির আকর সমুদয় প্রতি-ষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সর্ব্বোত্তম উত্তর দিকে কুৎসিতদর্শন

অজিতাত্মা অধার্ম্মিক ব্যক্তির বাস নাই। নারায়ণ কৃষ্ণ, নরোত্তম জিষ্ণু ও সনাতন পিতামহ ব্রহ্মা এই দিকস্থ বদরিকাশ্রমে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই দিকে যুগক্ষয়কালীন হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতি সমভিব্যাহারে হিমালয়ের পশ্চাৎ ভাগে নিয়ত বাস করিতেছেন। নর ও নারায়ণ ভিন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ ও সিদ্ধগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। এই দিকে অক্ষয় সনাতন বিষ্ণু একাকী সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ ও সহস্রমস্তক হইয়া, এই মায়াময় সমুদয় জগৎ অবলোকন করিতেছেন। এই দিকে সুধাংশু বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই দিকে ভগবান্ শূলপাণি আকাশমণ্ডল হইতে নিপতিত গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া, মর্ত্তলোকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই দিকে ভগবতী পার্ব্বতী সদাশিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছিলেন। এই দিকে কাম, ক্রোধ, শৈল ও উমা দীপ্তি পাইয়াছিলেন। এই দিকে কৈলাস ভূধরে কুবের রাক্ষস, যক্ষ এবং গন্ধর্ব্ব রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এই দিকে চৈত্ররথ উদ্যান, বৈখানসের আশ্রম, মন্দাকিনী ও পারিজাত তরু প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই দিকে রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে, এই দিকে হরিদ্বর্ণ কদলীস্কন্ধ ও কল্পবৃক্ষ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই দিকে সংযত ও কামচারী সিদ্ধগণের কামভোগ্যানুরূপ বিমান সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ও দেবী অরুন্ধতী অবস্থিতি করেন। এই দিকে স্বাতিনক্ষত্র অবস্থিতি করত সমুদিত হইতেছে। এই দিকে ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করত অবস্থিতি করেন। এই দিকে জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদয়, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইতেছেন। এই দিকে মহানুভব সত্যপরায়ণ মহর্ষি-

গণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, গঙ্গার দ্বার রক্ষা করিতেছেন; তাঁহাদিগের মূর্ত্তি, আকৃতি, তপশ্চর্য্যা, গমনাগমন, পরিবেশন, পাত্র ও কামভোগ সকল অবগত হওয়া যায় না। মনুষ্য এই উদীচী দিকে গমন করিবামাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নর নারায়ণ ব্যতিরেকে কেহই এদিকে গমন করিতে সমর্থ হয় না। এই দিকে যক্ষরাজ কুবেরের অধিকৃত স্থান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এই দিকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন দশজন অপ্সরা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিকে ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিভুবন পরিভ্রমণ সময়ে আকাশমণ্ডলে পদনিক্ষেপ করিয়াছিলেন,এই নিমিত্ত আকাশ বিষ্ণুপদ নামে প্রসিদ্ধ।এই দিকে রাজা মরুত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই দিকে উশীরবীজ নামক স্থানে জাম্বূনদ নামে সরোবর সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই দিকে পরমপবিত্র হিমালয়ের সুবর্ণখনি ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা জীমূতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি দ্বিজগণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এখানে যে সমস্ত ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা জৈমূত নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই দিকে দিক্পালগণ প্রতিদিন প্রভাত ও সায়ং সময়ে উপস্থিত হইয়া, কাহার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহা ব্যক্ত করিতেন।

হে ব্রহ্মন্! এই দিক্ এইরূপ ও অন্যান্য বহুপ্রকার গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াছে। এই নিমিত্ত ইহা উত্তর দিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমি তোমার নিকট এই চতুর্দ্দিকের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে কোন্ দিকে গমন করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল। আমি তোমাকে সমুদয় দিক ও সমুদয় ভূমণ্ডল প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব কোন্ দিকে গমন করা তোমার অভিপ্রেত হয় বল এবং মদীয় পৃষ্ঠভাগে আরোহণ কর।

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়।

গালব কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! তুমি প্রথমে যে পূর্ব্ব দিকের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছ, যেখানে ধর্ম্মের চক্ষুর্দ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে, যেস্থানে সমুদয় দেবগণের সান্নিধ্য রহিয়াছে ও যেদিকে সত্য এবং ধর্ম্ম নিরন্তর বিদ্যমান আছেন ঐ দিকে আমাকে লইয়া চল। তথায় দেবগণকে দর্শন ও তাঁহাদের সহিত সমাগম করিতে আমার বাসনা হইয়াছে।

অনন্তর বিনতানন্দন তাঁহাকে স্বীয় পৃষ্ঠভাগে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। তখন গালব গরুড়ের আদেশানুসারে তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কহিলেন, হেপক্ষিরাজ! গমন সময়ে তোমাকে মধ্যাহ্নকালীন প্রভাকরের ন্যায় বোধ হইতেছে, তোমার পক্ষপবন দ্বারা ছিন্ন হইয়া, পাদপ সকল যেন তোমার অনুগমন করিতেছে। তুমি স্বীয় পক্ষবাতে যেন শৈল, সাগর ও কাননবিশিষ্ট মহীমণ্ডল আকর্ষণ করিতেছ। তোমার পক্ষপবনবেগে মৎস্য ও ভুজঙ্গের সহিত জলরাশি যেন আকাশপথে উত্থিত হইতেছে। তিমি, তিমিঙ্গিল ও অন্যান্য সমকায় মৎস্য সকল এবং মনুষ্যতুল্য মুখ বিশিষ্ট সর্প সমুদয় যেন উন্মথিত হইতেছে। হে পতগরাজ! মহাসমুদ্রের গভীর শব্দে আমার শ্রবণদ্বার বধির হইয়া আসিতেছে। আমার দর্শন ও শ্রবণশক্তি রহিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ কেবল অন্ধকারময় দর্শন করিতেছি, তোমার ও আমার শরীরও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। কেবল সমুজ্জ্বল মণির ন্যায় ত্বদীয় নয়নদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

পদে পদে ত্বদীয় শরীর হইতে অগ্নিকণা সকল নির্গত হইতেছে। অতএব উহা নির্ব্বাণ ও নয়নের জ্যোতিঃ প্রশান্ত কর। আমার গমনে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি ক্ষান্ত হও আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি।

হে বৈনতেয়! আমি গুরুকে শ্যামৈককর্ণ শশধরের ন্যায় শ্বেতবর্ণ অষ্টশত অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি, কিন্তু অশ্বপ্রাপ্তির কোনপ্রকার উপায় দেখিতেছি না, এই জন্য স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আমার ধন বা ধনশালী বন্ধু নাই এবং অর্থ দ্বারাও ঐ সমস্ত বস্তু লাভ করিতে পারিব, তাহারই সম্ভাবনা কি?

পন্নগরাজ গরুড় গালবের এই বহুবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণে সহাস্য বদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি নিতান্ত অনভিজ্ঞের ন্যায় আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, কাল কৃত্রিম নহে, উহা স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ। তুমি ঐ সমস্ত অশ্বের জন্য পূর্ব্বে আমাকে অনুরোধ কর নাই কেন? ঐ সকল প্রাপ্তির বিলক্ষণ উপায় আছে। অতএব এই সাগরসমীপবর্ত্তি ঋষভ পর্ব্বতে বিশ্রাম ও আহারাদি সম্পন্ন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইব।

ত্রয়োদশাধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর গালব ও পক্ষিরাজ গরুড় ঋষভ পর্ব্বতের শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া, তপোনুষ্ঠানসম্পন্না শাণ্ডিলীনাম্নী ব্রাহ্মণীকে অবলোকন করিলেন। এবং তাঁহাকে যথোচিত সম্ভা-

যণ ও পূজা করিলে, তিনি তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করত আসন প্রদান করিলেন তাঁহারা উপবিষ্ট হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলি মন্ত্রপূত অন্ন প্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করত মুগ্ধপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ন করত নিদ্রিত হইলেন। পরে গরুড় গমনাভিলাষে জাগরিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার পক্ষ সমুদয় পতিত হইয়াছে ও তিনি স্বয়ং মুখপাদবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড সদৃশ হইয়া রহিয়াছেন। মহর্ষি গালব তাঁহাকে সেইপ্রকার অবলোকন করিয়া, বিষণ্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে খগরাজ! তুমি এই স্থানে আগমন করিয়া কি এই ফল প্রাপ্ত হইলে? আমরা এই স্থানে কত কাল বাস করিব? আমার বিবেচনা হয়, তুমি মনে মনে কোন দূষণীয় অশুভ বিষয় চিন্তা করিতেছ; আপনার এই ধর্ম্মাতিক্রম সামান্য নহে।

তখন গরুড় কহিলেন, হে বিপ্র! আমি এই সিদ্ধা ব্রাহ্মণীকে এখান হইতে প্রজাপতি সমীপে লইয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই ব্রাহ্মণী ভগবান্ ত্রিলোচন, সনাতন বিষ্ণু, ধর্ম্ম ও যজ্ঞের নিকট বাস করেন। যাহা হউক এক্ষণে প্রণতি পূর্ব্বক প্রার্থনা দ্বারা ইহাঁর সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সেই ব্রাহ্মণীকে কহিতে লাগিলেন, ভগবতি! আমি মোহ বশতঃ আপনার অনভিপ্রেত কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছিলাম। অতএব আপনি স্বীয় মাহাত্ম্য প্রভাবে আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।

শাণ্ডিলী গরুড়ের অনুনয়শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে গরুড়! তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর পক্ষ লাভ করিবে। হে বৎস! আমি কদাচ নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। তুমি আমার নিন্দা করিয়া-

ছিলে বলিয়া এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলে। যে পাপাত্মা ব্যক্তি আমার নিন্দা করে, সে পুণ্যলোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। আমি সমুদয় অশুভলক্ষণবিহীন ও সদাচারপরায়ণ হইয়া, এই উত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়াছি। সদাচার দ্বারা ধর্ম্ম, ধন ও ঐশ্বর্য্য লাভ এবং সর্ব্বপ্রকার অশুভ বিনষ্ট হয়। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি স্বেচ্ছানুসারে গমন কর। স্ত্রীলোক নিন্দনীয় হইলেও কদাচ তাহার নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইলে। শাণ্ডিলীর বাক্য প্রভাবে পক্ষিরাজের পক্ষদ্বয় পূর্ব্বের ন্যায় বলসম্পন্ন হইল। তখন তিনি শাণ্ডিলীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক স্বাভি-লষিত প্রদেশ সমুদায় পরিভ্রমণ করত অশ্ব অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানে কৃতকার্য্য হইতে পারি-লেন না।

অনন্তর বিশ্বামিত্র গরুড় ও গালবকে পথিমধ্যে দর্শন করিয়া গরুড়ের সাক্ষাতে গালবকে কহিতে লাগিলেন। হে দ্বিজ! তুমি স্বয়ং আমাকে যে অর্থ প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার অঙ্গীকার দিবসাবধি যত কাল অতীত হইয়াছে, আমি আরও তত কাল প্রতীক্ষা করিতে সম্মত আছি। অতএব তুমি কার্য্যসংসাধনে যত্নবান্ হও।

তখন খগরাজ নিতান্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়া, দুঃখিতান্তঃ-করণে গালবকে কহিলেন, হে দ্বিজবর! বিশ্বামিত্র যাহা কহিলেন, তৎসমুদয় অবগত আছি, এক্ষণে যাহাতে অশ্বলাভ করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। গুরুকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ উচিত নহে।

———

চতুর্দ্দশাধিক শততম অধ্যায়।

গরুড় কহিলেন, হে তপোধন! ভূগর্ব্ভস্থ পাংশু সকল বহ্নি কর্ত্তৃক বিশোধিত ও বায়ু কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সমুদয় জগৎ হিরণ্ময় বলিয়া উহার নাম হিরণ্য হইয়াছে, এবং ঐ হিরণ্য দ্বারা সকলের জীবিকা নির্ব্বাহ হয় বলিয়া উহার নাম ধন। ঐ ধন ত্রিভুবন মধ্যে এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অগ্নি ও কুবেরের নিকট সতত সন্নিবেশিত রহিয়াছে। হিরণ্যরেতা অগ্নি স্বীয় সঙ্কল্পসমুত্থিত ধন মনুষ্য-দিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন ও ধনপতি কুবের সেই ধন রক্ষা করেন। অতএব হে দ্বিজর্ষভ! ধনলাভ করা কাহারও সুসাধ্য নহে এবং ধন ব্যতিরেকে তোমার অশ্বলাভেরও সম্ভাবনা নাই। যে ভূপাল প্রজা পীড়ন না করিয়া আমাদিগকে ধন দিতে পারেন, তাঁহার নিকট গমন করিয়া, প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রবংশীয় নাহুষ-তনয় রাজা যযাতি আমার পরম সখা। ঐ রাজা পৃথিবীতে ধনপতির ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী। চল, আমরা তাঁহার নিকট গমন করি, আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই আমাদের আশা পূর্ণ করিতে পারেন। তাহা হইলে তুমি গুরুর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

এইরূপ কহিয়া উভয়ে স্বার্থসাধনমানসে যযাতিসমীপে গমন করিলেন। মহাত্মা নহুষতনয় পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের যথোপযুক্ত সৎকার করিয়া, তাঁহা-দিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গরুড় কহিলেন, হে ভূপতে! এই তপোনিধি গালব আমার

প্রিয়সখা, ইনি বহু সহস্র বর্ষ বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ইহাঁকে স্বাভিলষিত প্রদেশে গমনের অনুমতি করিলে ইনি তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিতে বাসনা করিলেন, তপোধন বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ তাহাতে অসম্মত হইলেও ইনি সাতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া ইহাঁর ঐশ্বর্য্য নাই জানিয়াও কহিলেন, হে গালব! তুমি আমাকে শুভ্রবর্ণ শ্যামৈক কর্ণ অষ্টশত অশ্ব গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। ইনি তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে আপনার শরণাগত হইয়াছেন; আপনার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে রাজর্ষে! আপনি এই ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত ভিক্ষা প্রদান করিলে, ইনি তপস্যার বিভাগ প্রদান দ্বারা আপনার বহুযত্নোপার্জ্জিত তপস্যা বর্দ্ধিত করিবেন। অশ্বশরীরে যত লোম থাকে, অশ্বপ্রদাতা তৎসমসংখ্যক পুণ্যলোক লাভ করিয়া থাকে, এই দ্বিজবর গ্রহণের ও আপনি প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। অতএব ইহাঁকে অভিলষিত বস্তু দান দ্বারা আপনার অনুরূপ কার্য্য করুন।
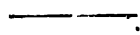
পঞ্চদশাধিক শততম অধ্যায়।

নারদ কহিলেন, সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা কাশীপতি মহারাজ যযাতি গরুড়ের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, প্রিয়সখা বিনতানন্দন ও দ্বিজসত্তম গালব আগমন করিয়া, আমার নিকট যাচ্ঞা করিতেছেন; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে, ভিক্ষা

প্রদান সমধিক গৌরবের বিষয়। এবং ইহাঁরাও সূর্য্যবংশীয় ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া কহিলেন, হে খগরাজ! তোমার দ্বারা অদ্য আমার জন্ম সফল ও দেশ কুল সমস্ত পবিত্র হইল। হে অনঘ! এক্ষণে আমার পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পত্তি হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তোমার আশা ব্যর্থ করিতে পারিব না। আমি তোমাদিগকে এমন কোন বস্তু প্রদান করিব যাহাতে তোমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। ভিক্ষার্থী যাচ্ঞা করত হতাশ হইয়া, প্রতিগমন করিলে কুল দগ্ধ হইয়া যায়; অর্থীকে নৈরাশ করা অপেক্ষা পাপজনক আর কিছুই নাই। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া, প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্র পৌত্র বিনষ্ট হয়। অতএব তোমরা এই দেব, দানব ও মানুষগণের প্রার্থনীয়া সুদেবকন্যা সদৃশী ধর্ম্মশীলা মদীয় কন্যাকে গ্রহণ কর। ইহাঁর নাম মাধবী, ইহাঁ ইহতে চারিটী বংশ সমুৎপন্ন হইবে। ভূপতিগণ ইহাঁকে প্রাপ্ত হইলে, শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্বের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় রাজ্য পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন; অতএব তোমরা এই কন্যা গ্রহণ কর। আমি ইহাঁর গর্ভসমুৎপন্ন পুত্র দ্বারা দৌহিত্রবান্ হইব। ইহা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই।

তখন তপোবলসম্পন্ন গালব মাধবীকে গ্রহণ পূর্ব্বক, আমাদের পুনরায় পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে; এই বলিয়া কন্যা সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গরুড় এই অশ্বপ্রাপ্তির উপায় হইয়াছে বলিয়া স্বীয় ভবনে গমন করিলেন। গরুড় প্রস্থান করিলে, গালব কন্যার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহাঁকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে? পরিশেষে স্থির করি-

লেন, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহীপতি হর্য্যশ্ব মহাবল পরাক্রান্ত, চতুরঙ্গবলসমন্বিত, ঐশ্বর্য্যশালী, প্রজাবৎসল, পৌর ও দ্বিজগণের প্রিয়, তিনি অপত্যলাভের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার নিকট গমন করিলে আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।

তপোনিধি গালব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, হর্য্যশ্ব ভূপতির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমার এই কন্যা প্রসব দ্বারা আপনার বংশবর্দ্ধন করিবে, আপনি শুল্ক প্রদান করিয়া ইহাঁকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করুন। ইহাঁকে গ্রহণ করিলে, যে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে, তাহা শ্রবণ করিয়া অবধারিত করুন।

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায়।

রাজা হর্য্যশ্ব অনপত্যতা নিবন্ধন চিন্তাসহকারে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি লোকরমণীয়া বালার করপৃষ্ঠ, পাদপৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উন্নতি, কেশ, দশন, কর, পাদাঙ্গুলি ও কটিদেশের সূক্ষ্মতা, স্বর, নাভি, স্বভাবের গভীরতা এবং পাণিতল, অপাঙ্গ, তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের রক্তিমা প্রভৃতি বহুলক্ষণ দর্শন করিয়া, ইনি চক্রবর্ত্তী লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন এরূপ বোধ হইতেছে; অতএব আপনি আমার সম্পত্তি বিবেচনা করিয়া ইহাঁর শুল্ক পরিমাণ বলুন।

গালব কহিলেন, হে মহারাজ! যে সকল অশ্ব চন্দ্রমার

ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, যাহাদিগের এককর্ণ শ্যামবর্ণ এরূপ অষ্টশত তুরঙ্গ প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলে যেরূপ অরণ্যে হুতাশন সমুৎপন্ন হয়, সেইরূপ ইহার গর্ব্ভে আপনার বহু পুত্র সমুৎপন্ন হইবে।

অনন্তর কামবিমোহিত রাজা হর্য্যশ্ব তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতি দীনভাবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ঋষিসত্তম! আপনার অভিপ্রেত দুই শত ও অন্যান্য বহুশত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে, আমি ঐ দুইশত অশ্ব প্রদান করিয়া, এই রমণীতে একটী অপত্যোৎপাদন করিব, আপনি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন।

অনন্তর সেই বরবর্ণিনী গালবকে কহিতে লাগিলেন, কোন ব্রহ্মচারী আমাকে এই বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে "তুমি প্রসবান্তে কন্যাস্বভাব প্রাপ্ত হইবে" অতএব আপনি এই দুই শত অশ্বগ্রহণ পূর্ব্বক আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করুন। আপনি এই রূপে চারিজন রাজার নিকট হইতে অষ্টশত অশ্বলাভ করিতে পারিবেন, এবং আমারও পুত্র-চতুষ্টয় উৎপন্ন হইবে। মহর্ষি গালব কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভূপতে! এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া শুল্কের চতুর্থ ভাগ প্রদান পূর্ব্বক একটী অপত্যোৎপাদন করুন।

রাজা হর্য্যশ্ব গালবকে অভিনন্দন করত, মাধবীকে গ্রহণ করিয়া, যথোপযুক্ত সময়ে একটী অপত্যলাভ করিলেন। ঐ পুত্রের নাম বসুমনা; কিছুদিন পরে সেই বসুপ্রদ বসুমনা রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন।

অনন্তর ধীমান্ গালব পুনরায় হর্য্যশ্বসমীপে গমন করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি ভাস্করসন্নিভ একটী পুত্র লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমারও ভিক্ষার্থ অন্য রাজার

নিকট গমন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব মাধবীকে প্রদান করুন।

অনন্তর পৌরুষশালী রাজা হর্য্যশ্ব সত্যের অনুরোধে তাদৃশ অশ্বের অসুলভতা বোধে মাধবীকে গালব হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। মাধবী স্বেচ্ছানুসারে সমুজ্জ্বল রাজশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় কুমারীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত গালবের অনুগামিনী হইলেন, মহর্ষি গালব রাজার নিকট তৎপ্রদত্ত তুরঙ্গম বিন্যস্ত করিয়া মাধবীর সহিত মহারাজ দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম অধ্যায়।

মহর্ষি গালব পথিমধ্যে মাধবীকে কহিলেন, ভদ্রে! মহাবীর ভীমসেনাত্মজ দিবোদাস কাশীর অধীশ্বর, আমরা তাঁহারই নিকট গমন করিতেছি। অতএব শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অল্পে অল্পে আগমন কর, রাজা দিবোদাস পরম ধার্ম্মিক, সংযমী ও সত্যব্রতপরায়ণ, দ্বিজবর গালব এই বলিয়া কাশীরাজ দিবোদাস সমীপে উপনীত হইলেন, এবং তথায় ন্যায়ানুসারে সৎকার লাভ করিয়া পুত্রোৎপাদনার্থ মাধবীকে গ্রহণের নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন।

দিবোদাস কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনাকে অধিক বলিতে হইবে না, আমি পূর্ব্বেই এই সমস্ত অবগত হইয়াছি। এবং আমি ইহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক রহিয়াছি। আপনি অন্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যে আমার নিকট আগমন করিয়াছেন ইহা সমধিক গৌরব ও

নিতান্ত ভবিতব্যতার বিষয় সন্দেহ নাই, হে গালব! আমার আপনার অভিপ্রেত দুইশত অশ্ব আছে, অতএব আমি উহা প্রদান পূর্ব্বক ইহার গর্ব্ভে একটী পুত্রোৎপাদন করিব। দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব "তাহাই হউক" বলিয়া মাধবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

মহারাজ দিবোদাসও যথাবিধি সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন যেরূপ সূর্য্য প্রভাবতীর, হুতাশন স্বাহার, বাসব শচীর, চন্দ্র রোহিণীর, যম উর্ম্মিলার, বরুণ গৌরীর, ধনপতি ঋদ্ধির, নারায়ণ লক্ষ্মীর, সাগর জাহ্নবীর, রুদ্র রুদ্রাণীর, ব্রহ্মা সরস্বতীর, বাশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর, বশিষ্ঠ অক্ষমালার, চ্যবন সুকন্যার, পুলস্ত্য সন্ধ্যার, অগস্ত্য বৈদর্ভীর, সত্যবান্ সাবিত্রীর, ভৃগু পুলোমার, কশ্যপ অদিতির, আর্চীক রেণুকার, কৌশিক হৈমবতীর, বৃহস্পতি তারার, শুক্র শতপর্ব্বার, ভূমিপতি ভূমির, পুরুরবা উর্ব্বশীর, ঋচীক সত্যবতীর, মনু সরস্বতীর, দুষ্মন্ত শকুন্তলার, ধর্ম্ম ধৃতির, নল দময়ন্তীর, নারদ সত্যবতীর, জরৎকারু জরৎকারুর, পুলস্ত্য প্রতীচীর, ঊর্ণায়ু মেনকার, তুম্বুরু রম্ভার, বাসুকী শতশীর্ষার, ধনঞ্জয় কুমারীর, রাম জানকীর, এবং জনার্দ্দন রুক্মিণীর প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন; সেইরূপ দিবোদাসও মাধবীর প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর মাধবীর গর্ব্ভে দিবোদাসের একটি পুত্র উৎপন্ন হইল, ঐ পুত্রের নাম প্রতর্দ্দন। পরে ভগবান গালব দিবোদাসের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, হে মহীপতে! আমার কন্যা প্রদান করুন, আপনার প্রদত্ত অশ্বগুলি আপনার নিকট থাকুক। এক্ষণে শুল্কের নিমিত্ত আমাকে অন্য রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। সত্য পরায়ণ ধর্ম্মশীল মহীপতি দিবোদাস সমুচিত

অবসর বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিলেন।

অষ্টদশাধিক শততম অধ্যায়।

সত্যপরায়ণা যশস্বিনী মাধবী পুনরায় কন্যা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দ্বিজ সত্তম গালবের অনুগামিনী হইলেন। তখন গালব স্বকার্য্য সাধনার্থ চিন্তাশক্ত হইয়া ভোজনগরে উশীনর নরপতি সমীপে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া সেই সত্যপরায়ণ ভূপতিকে কহিলেন, হে মহীপতে! আমার এই কন্যার গর্ব্ভে সোমসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন আপনার কুমার দ্বয় সমুৎপন্ন হইবে, তদ্দ্বারা আপনি ইহলোক ও পরলোক হইতে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই কন্যার শুল্ক স্বরূপ শ্যামৈককর্ণ, চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন চারি শত অশ্ব প্রদান করিতে হইবে। হে মহারাজ! আমি গুরু দক্ষিণা প্রদানার্থ এইরূপ যত্ন করিতেছি; নচেৎ অশ্বে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এক্ষণে যদি আপনি উক্ত রূপ অশ্ব দানে সমর্থ হন তাহা হইলে আর বিচার না করিয়া অবিলম্বেই কার্য্য সম্পন্ন করুন। হে রাজন্! আপনি নিরপত্য, অতএব পুত্র দ্বয় পিতৃলোক ও আপনার উদ্ধার সাধন করুন। হে রাজর্ষে! পুত্র ফল ভোক্তা মানব কখন স্বর্গ ভ্রষ্ট হয় না। এবং অনাত্মজ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহাকে কখন ঘোরতর নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

উশীনর গালবের এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বহুবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে গালব! আপনি যে সমস্ত কহি-

লেন, তাহা সমুদয় শ্রবণ করিলাম এবং এই জন্য আমার মনও সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! আপনার অভিলষিত দুই শত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে। আমি এই রমণীতে একমাত্র পুত্রোৎপন্ন করিয়া সাধুগণ চরিত পথ অবলম্বন করিব। আপনিও ইহার সমুচিত মূল্য গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমার অর্থ সমুদয় পৌর ও জান পদের নিমিত্তই সঞ্চিত হইয়াছে, আত্মভোগের নিমিত্ত নহে। যে রাজা পরকীয় ধন গ্রহণ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে ব্যয় করেন, তিনি কদাচ ধর্ম্ম ও যশোলাভে অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব আপনি আমাকে এক মাত্র পুত্রোৎপাদনের নিমিত্ত এই দেবগর্ব্ভাভা কুমারীকে প্রদান করুন আমি ইহাকে গ্রহণ করিব।

রাজা এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ করিয়া গালবের পূজা করিলে গালব তাঁহাকে সম্ভাষণ করত কন্যা সম্প্রদান করিয়া বন প্রস্থান করিলেন। যেরূপ পুণ্যশীল ব্যক্তি পরম ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া কালযাপন করেন, সেই রূপ রাজা উশীনর, যযাতি কন্যা মাধবীকে লইয়া কখন পর্ব্বত কন্দরে কখন নদী নির্ঝরে কখন বাতায়ন বিমানে কখন অভ্যন্তর গৃহে কখন বিচিত্র উদ্যানে কখন বনে কখন উপবনে কখন হর্ম্মে ও কখন রমণীয় প্রাসাদ শিখরে পরিভ্রমণ করত কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুচিত সময়ে মাধবীর গর্ব্ভে উশীনরের প্রভাকর সমতেজস্বী এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল, ইনিই প্রসিদ্ধ মহারাজ শিবি।

অনন্তর গালব পুনরায় মহারাজ উশীনরের নিকট আগমন পূর্ব্বক মাধবীকে গ্রহণ করিয়া গরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

——|০|——

একোনবিংশতি শততম অধ্যায়।

——॥০॥——

তখন বৈনতেয় গরুড় গালবকে সম্বোধন করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে গালব! অদ্য আমি সৌভাগ্য বলে তোমাকে কৃতকার্য্য অবলোকন করিলাম।

গালব তাঁহার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৈনতেয়! এখনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বের চতুর্থাংশ আহরণ করিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব কি কর্ত্তব্য বল।

তখন বাগীশ বিনতানন্দন কহিলেন হে গালব! অবশিষ্ট অশ্ব সংগ্রহের নিমিত্ত আর প্রযত্নের প্রয়োজন নাই এবং ইহা প্রাপ্তিরও কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না। পূর্ব্বকালে রাজা ঋচীক কান্যকুব্জেশ্বর গাধি রাজার নিকট পরিণয়ার্থ তদীয় সত্যবতী নাম্নী কন্যাকে প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমারে চন্দ্র সদৃশ শুভ্রবর্ণ, শ্যামৈককর্ণ সহস্র সংখ্যক অশ্ব প্রদান করুন তাহা হইলে আমি আপনাকে সত্যবতী সম্প্রদান করিব। ঋচীক "তথাস্তু" বলিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করত তথাকার অশ্বতীর্থ হইতে গাধিরাজের অভিপ্রেত সহস্র অশ্ব আনয়ন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। গাধিরাজ পুণ্ডরীক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই সকল অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিলেন। তিনি স্বয়ং তিন জন রাজার নিকট হইতে যে ছয় শত অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ সকল ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকে দুই শত করিয়া অশ্ব ক্রয় করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শত অশ্ব বিতস্তা নদী পার হইবার সময় জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছিল। আপনি কোন কালে কোন রূপে সেই সমস্ত অশ্ব লাভ করিতে সমর্থ

হইবেন না। অতএব মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্ত্তে এই কন্যা সম্প্রদান করুন। তাহা হইলে আপনি সকল মোহ দূরীকৃত ও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

মহর্ষি গালব বিনতানন্দনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সেই অশ্বগণ ও কন্যাকে গ্রহণ করত বিশ্বামিত্র সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ভগবন্! আপনি অষ্ট শত অশ্বের মধ্যে ছয় শত অশ্ব ও অবশিষ্ট দুই শত অশ্বের পরিবর্ত্তে এই কন্যাটিকে গ্রহণ করুন। তিন জন রাজর্ষি ইহার গর্ব্তে পরম ধার্ম্মিক তিনটী সন্তান উৎপন্ন করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহার গর্ব্তে একটী পুত্র লাভ করুন।

বিশ্বামিত্র বৈনতেয়, গালব ও সেই মাধবীকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে গালব! তুমি অগ্রে আমাকে এই কন্যা প্রদান কর নাই কেন? তাহা হইলে আমি ইহার গর্ভে কুল পবিত্র কারক পুত্র চতুষ্টয় লাভ করিতে পারিতাম। এক্ষণে আমি এক মাত্র পুত্র লাভের নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করিতেছি এবং ঐ সমস্ত অশ্ব আমার আশ্রমের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করুক। মহাতেজা বিশ্বামিত্র এই রূপে মাধবীরে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কালক্রমে মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামে এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। মহামুনি বিশ্বামিত্র জাত মাত্র তাঁহাকে ধর্ম্ম, অর্থ ও সেই সকল অশ্ব প্রদান এবং মাধবীকে গালবের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে অষ্টক সোমপুরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন।

ঋষি সত্তম গালব বিনতাতনয় গরুড়ের সহিত এইরূপে গুরু দক্ষিণা প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে মাধবীকে কহি-

লেন, হে বামলোচনে! তোমার গর্ভে এক জন দাতা, এক জন শূর, এক জন সত্যপরায়ণ ও এক জন যাগশীল এই চারিটী পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি সেই সকল পুত্র দ্বারা পিতা, চারি জন রাজা ও আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। এক্ষণে পিতার নিকট গমন কর। এই বলিয়া সেই কন্যাকে পিতার হস্তে সমর্পণ, বিনতাতনয়কে গমনে অনুমতি করিয়া বন মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

রাজা যযাতি স্বীয় কন্যার স্বয়ম্বর মানসে তাঁহাকে দিব্য মাল্য বিভূষিত ও রথে আরোপিত করিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম সমীপস্থ আশ্রমে আনয়ন করিলেন। পুরু ও যদু ভগিনীর সহিত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। বিবিধ দেশ, শৈল ও বন হইতে বহুসংখ্যক মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, মৃগ ও পক্ষি সমস্ত ঐ আশ্রমে আগমন করিলেন। অসংখ্য ভূপাল ও ব্রহ্ম কল্প মহর্ষিগণে সেই আশ্রম কানন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্তু বরবর্ণিনী মাধবী তথায় অসংখ্য উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যকে বরণ করিলেন। পরে তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বন্ধুগণকে নমস্কার করত অরণ্য মধ্যে তপো-নুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবিধ উপবাস, দীক্ষা ও নিয়ম দ্বারা রাগদ্বেষাদি দূরীভূত করিয়া আপনার মনকে সংযত করিলেন। বৈদুর্য্যাঙ্কুর কল্প মৃদু, হরিৎ, তিক্ত ও মধুর শস্য ভক্ষণ এবং প্রস্রবণ চ্যুত পরম পবিত্র জল

সুশীতল সলিল পান করিয়া মৃগ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু বিহীন, দাবানল হীন জনশূন্য অরণ্যে হরিণের সহিত মৃগীর ন্যায় ভ্রমণ করত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচুর ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাজা যযাতিও পূর্ব্বতন রাজগণের বৃত্তি অবলম্বন করত বহু সহস্র বৎসর পরে কাল ধর্ম্মানুসারে পরলোক যাত্রা করিলেন। পুরু ও যদু হইতে মহারাজ যযাতির দুই বংশ বর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত করিল। এবং মহর্ষি কল্প রাজা যযাতি পরলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বর্গের শ্রেষ্ঠ ফলভোগ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বহু বর্ষ অতীত হইলে পর একদা তিনি রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের সাক্ষাতে মূঢ়ের ন্যায় দেব, ঋষি, ও নরগণের অবমাননা করিলেন। বলনিসূদন দেবরাজ তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং সমুদয় রাজর্ষিগণ সকলেই তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। তখন নহুষাত্মজকে দর্শন করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন যে এ ব্যক্তি কে? কোন্ বংশ সম্ভূত? কি প্রকারেই বা এ স্থানে আগমন করিয়াছে? এই ব্যক্তি কি কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? এবং কোন্ স্থানেই বা তপস্যা করিয়াছে? এই সুরপুরীতে ইহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে ও কেই বা ইহাকে জানে? স্বর্গবাসীগণ এইরূপে নহুষতনয় যযাতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং শত শত বিমান পাল, স্বর্গদ্বাররক্ষক ও আসনপালগণকে যযাতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু তাঁহারা কহিলেন আমরা কিছুই জানি না। এই রূপে স্বর্গবাসীগণ রাজা যযাতিকে জানিতে পারিলেন না। কিন্তু মহারাজ যযাতি এ দিকে মুহূর্ত্ত মধ্যে হততেজা হইয়া পড়িলেন।

—০ঃ০—

এই চিত্রপটখানি উদ্যোগ পর্ব্বে ৩৬৫ পৃষ্ঠায়
স্থাপিত করিয়া লইবেন।

একবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যযাতি কম্পিতমনা ও শোকসন্তপ্ত হইয়া, আসনভ্রষ্ট ও স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তখন তাঁহার মাল্য ম্লান, বসন মুকুট অঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সমস্ত স্খলিত ও সর্ব্ব শরীর ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। দেবগণ কখন তাঁহার নয়নগোচর, কখন দৃষ্টিবহির্ভূত হইতে লাগিলেন। তিনি অদৃশ্য হইয়া, শূন্য চিত্তে ভূমণ্ডল অবলোকন পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মনে মনে এমন কি অধর্ম্ম-কার্য্য করিয়াছি যে, আমাকে স্বর্গভ্রষ্ট হইতে হইল। তখন তত্রত্য ভূপালগণ, অপ্সরোগণ ও সিদ্ধগণ দেখিলেন, নহুষ-তনয় যযাতি স্বর্গভ্রষ্ট হইতেছেন।

স্বর্গে ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূতলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে সকল দূত নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎকালে তাহাদের মধ্যে একজন দেবরাজের নিদেশানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সাতিশয় মদমত্ত, সকলেরই অবমাননা করিয়াছ, সেই নিমিত্ত তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে। তুমি স্বর্গের নিতান্ত অনুপযুক্ত; অতএব শীঘ্র স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া, ভূতলে পতিত হও। পতনশীল যযাতি আমি যেন সাধুগণ মধ্যে নিপতিত হই, তিনবার এইরূপ বলিয়া আপনার গতিচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নৈমিষারণ্যে প্রতর্দ্দন, বসুমনা, ঊশীনর শিবি ও অষ্টক এই প্রধান ভূপতিচতুষ্টয়কে অবলোকন করিলেন। ঐ লোকপাল সদৃশ ক্ষিতিপালগণ বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবরাজের সন্তোষ সাধন করিতেছেন। যজ্ঞধূম স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত সমু-

ত্থিত হইয়া, ধূমময়ী নদীর ন্যায় স্বর্গ হইতে ভূতলে নিপতিত মন্দাকিনীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। মহারাজ নহুষ-নন্দন যযাতি সেই পরমপবিত্র যজ্ঞধূম আঘ্রাণ ও অবলম্বন করিয়া, ঐ রাজন্যচতুষ্টয় মধ্যে নিপতিত হইলেন।

প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ভূপতিগণ মাতামহ যযাতিকে দর্শন করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি কে? কাহার বন্ধু ও কোন্ দেশ বা নগর হইতে আগমন করিলেন? আপনি মানুষ নহেন, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অথবা রাক্ষস হইবেন। আপনি কি নিমিত্ত আমাদের নিকট আগমন করিয়াছেন?

যযাতি কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি যযাতিনামক রাজর্ষি; পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছি। আমি পতন-সময়ে সাধুগণ মধ্যে নিপতিত হইব এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলাম, তাহাতেই আপনাদের নিকট পতিত হইয়াছি।

রাজগণ কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ! আপনার আকাঙ্ক্ষা সত্য হউক, আপনি আমাদের সমস্ত যজ্ঞফল ও ধর্ম্ম গ্রহণ করুন।

যযাতি কহিলেন, মহাশয়! আমি অর্থগ্রাহী ব্রাহ্মণ নহি, আমি ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ পরপুণ্যক্ষয়ে আমার প্রবৃত্তি নাই।

এই অবসরে যযাতিকন্যা মাধবী মৃগচর্য্যাক্রমে তথায় উপস্থিত হইলেন। প্রতর্দ্দন প্রভৃতি ভূপতিগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া, অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, জননি! এই আপনার পুত্রগণ উপস্থিত আছে, এক্ষণে অনুমতি করুন, আমাদিগকে আপনার কি করিতে হইবে? মাধবী তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাহ্লাদিত হইয়া, পিতা যযাতি সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন ও পুত্রগণের মস্তক

স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, হে তাত! এই চারিজন আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে, আমি আপনার তনয়া মৃগচারিণী মাধবী, আমি যে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছি, আপনি তাহার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করুন। নরগণ অপত্যোপার্জ্জিত ধর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে, এবং এই নিমিত্ত দৌহিত্র প্রার্থনা করে।

অনন্তর প্রতর্দ্দন প্রভৃতি রাজগণ মাতা ও মাতামহকে অভিবাদন করিয়া, উচ্চগম্ভীর স্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত মাতামহকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তপোধন গালব তথায় উপস্থিত হইয়া যযাতিকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার তপস্যার অষ্টমাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করুন।

দ্বাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যযাতি সেই সমস্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক প্রত্যভিজ্ঞাত হইবামাত্র দিব্যমাল্য পরিধান, দিব্যাভরণ ধারণ ও দিব্যস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, আকাশপথে উত্থিত হইতে লাগিলেন। তখন লোকমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ দানশীল মহাযশা বসুমনা সর্ব্বাগ্রে উচ্চৈঃ স্বরে যযাতিকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি সকল বর্ণের অনিন্দনীয়তাপ্রযুক্ত যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা ও অগ্ন্যাধান নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সমুদয় আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। তখন ক্ষত্রিয়পুঙ্গব প্রতর্দ্দন যযাতিকে কহিলেন,

মহারাজ! আমি ধর্ম্মে অনুরক্তি, যুদ্ধপরায়ণতা ও বীরশব্দ লাভ নিবন্ধন ক্ষত্রবংশোদ্ভব যে যশোলাভ করিয়াছি, তাহা আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি গ্রহণ করুন। অনন্তর উশীনরশিবি মধুর বাক্যে নহুষতনয়কে কহিলেন, হে রাজন্! আমি বালক, স্ত্রী ও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে, লোকের মৃত্যুসময়ে, আপৎকালে এবং ব্যসনসময়েও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমার সেই সত্যপরায়ণতার প্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন। আমি রাজ্য, প্রাণ, কর্ম্ম ও সমুদয় সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপনি আমার সেই সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন। আমার যে সত্য দ্বারা ধর্ম্ম, অগ্নি ও দেবরাজ প্রীতি লাভ করিয়াছেন, আপনি সেই সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন। অনন্তর মাধবীতনয় ধার্ম্মিকপ্রবর রাজর্ষি অষ্টক অনেকশতযজ্ঞানুষ্ঠানকর্ত্তা নহুষতনয় যযাতিকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি বহুশত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি সেই সমুদয়ের ফলভোগ করুন। আমার ধন, রত্ন ও অন্যান্য বহুবিধ পরিচ্ছদ কিছুই যজ্ঞের অনুপযুক্ত হয় নাই; আমি ঐ সমস্তই যজ্ঞে সমর্পণ করিয়াছি, আপনি সেই ফলে স্বর্গে গমন করুন।

অনন্তর মহারাজ যযাতি স্বীয় দৌহিত্রগণের বাক্যানুসারে বসুমতী পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সেই রাজবংশসম্ভূত রাজগণ স্ব স্ব সুকৃতপ্রভাবে স্বর্গভ্রষ্ট মাতামহ মহাপ্রাজ্ঞ যযাতিকে পুনঃ স্বর্গে সংস্থাপিত করিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

এই রূপে রাজা যযাতি সরলস্বভাব স্বীয় দৌহিত্রগণ কর্ত্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া, স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। গমনসময়ে তদীয় মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি ও গাত্রে পরম পবিত্র গন্ধবহ সংযুক্ত হইতে লাগিল। তিনি দৌহিত্রগণের পুণ্যফলনির্জ্জিত অচল স্থানে সংস্থিত ও উৎকৃষ্টশোভাসম্পন্ন হইয়া সমুজ্জ্বল হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার সমীপে নৃত্যগীতাদি করিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে আরম্ভ হইল। দেবর্ষি, রাজর্ষি ও চারণগণ তাঁহার স্তব ও অর্চ্চনা এবং দেবগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন।

মহারাজ যযাতি স্বর্গলাভ করত প্রশান্তচিত্ত হইলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি অলৌকিক কার্য্য দ্বারা চতুষ্পাদ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া, ইহলোক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় যশ লাভ করিয়াছিলে। তোমার স্বীয় কর্ম্মদোষেই সেই সমস্ত বিনষ্ট হয়। স্বর্গবাসিগণের চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হওয়াতে, তোমাকে জানিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তুমি ভূতলে নিপাতিত হইয়াছিলে। এক্ষণে তুমি দৌহিত্রগণের প্রীতির নিমিত্ত স্বকর্ম্মনির্জ্জিত পরম পবিত্র শাশ্বত অব্যয় স্থান প্রাপ্ত হইলে।

যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, সেই সন্দেহ দূরীকৃত করুন। আপনি ভিন্ন অন্যের নিকট উহা প্রকাশ

করিতে আমার শ্রদ্ধা হয় না। হে পিতামহ! আমি বহু-সহস্র বর্ষ প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে সমস্ত মহাফল লাভ করিয়াছি, তাহা কি রূপে অত্যল্প কাল মধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে নিপাতিত করিল। হে ব্রহ্মন্! আমি ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে সনাতন অক্ষয় লোক লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অবিদিত নাই। অতএব এক্ষণে উহা কি নিমিত্ত বিলুপ্ত হইল, বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নহুষনন্দন! তুমি বহু সহস্র বৎসর প্রজাপালন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে মহাফল প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তোমার অভিমান বশতঃ তাহা বিনষ্ট হওয়াতে, তুমি স্বর্গভ্রষ্ট হইয়াছিলে। যে ব্যক্তি অভিমান, বল, হিংসা, শঠতা বা মায়া প্রকাশ করে, সে এই শাশ্বত লোকে স্থায়ী হইতে পারে না। কি উৎকৃষ্ট, কি মধ্যম, কি অপকৃষ্ট কাহাকেও অবমাননা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। অভিমান-রূপ হুতাশনে দগ্ধ ব্যক্তিরা কখন শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে নহুষতনয়! যে ব্যক্তি তোমার এই পতনারোহণ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে মহাসঙ্কটে পতিত হইলেও অনা-য়াসে মুক্ত হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে মহারাজ যযাতি অভিমান বশতঃ ও মহাতপা গালব নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত এই রূপে মহাবিপন্ন হইয়াছি-লেন। হে কুরুরাজ! হিতাভিলাষী সুহৃদ্গণের বাক্য শ্রবণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কোন বিষয়ে সাতিশয় নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করা কদাপি বিধেয় নহে। লোকে দান, তপ ও হোম প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য করে, তাহার হ্রাস বা বিনাশ হয় না, আর যে ব্যক্তি নিয়ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন, অন্য ব্যক্তি তাহাতে অস-মর্থ হয়। যে ব্যক্তি যুক্তি ও বহুশ্রুতসম্পন্ন, রাগরোষবর্জ্জিত

সাধুগণের শাস্ত্রবিনিশ্চয়সমন্বিত এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া, ত্রিবর্গের অনুসারে কার্য্য করেন, তিনি অনায়াসে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল অধিকার করিতে পারেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

নারদের বাক্য শেষ হইলে, ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আপনি যেরূপ বলিলেন, তাহা সত্যসম্মত এবং আমারও অভিপ্রেত বটে, কিন্তু ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা সম্পাদনে আমার ক্ষমতা নাই।

অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কেশব! তোমার এই বাক্য লোকহিতকর ও স্বর্গসাধন এবং ধর্ম্ম ও ন্যায়সম্মত। কিন্তু হে তাত! আমি স্বয়ং স্বাধীন নহি। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কখনই আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করে না। অতএব তুমিই ঐ দুরাত্মারে শাসন কর। ঐ পাপাত্মা প্রাজ্ঞতম বিদুর, গান্ধারী বা ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য হিতাভিলাষী বান্ধবগণের প্রিয়বাক্য শ্রবণ করে না। অতএব হে জনার্দ্দন! তুমিই ঐ পাপমতি নির্ব্বোধ দুর্য্যোধনকে অনুশাসন কর। তাহা হইলে, তোমার বন্ধুজনোচিত মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন সকলধর্ম্মার্থতত্ত্ববিশারদ কৃষ্ণ রোষপরবশ দুর্য্যোধনের সমীপস্থ হইয়া, মৃদুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুসত্তম! আপনি বিগ্রহবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া আমি আপনার হিতের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ

করুন। হে ভারত! আপনি পরমপ্রাজ্ঞ বংশে সমুৎপন্ন, শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং ঐশ্বর্য্যাদি সর্ব্বগুণসমন্বিত। অতএব আপনি আমার বাক্যানুযায়ী সদ্‌ব্যবহার করুন। হে তাত! আপনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছেন, দুষ্কুলজাত, দুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ লোকেরাই তাহার অনুষ্ঠান করে। এই সংসারে সাধুদিগের প্রবৃত্তি ধর্ম্মার্থসম্পন্ন লক্ষিত হয়। কিন্তু অসাধুদিগের চরিত্র প্রায়ই অধর্ম্ম ও অনর্থপূর্ণ হইয়া থাকে। সম্প্রতি আপনারও সেইরূপ প্রবৃত্তিবৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এরূপ দুষ্প্রবৃত্তি নিতান্ত ভয়াবহ, অধর্ম্মসঙ্গত ও মহা অনিষ্টজনক এবং প্রাণ পর্য্যন্তও বিনষ্ট করে। এরূপ অনর্থকর প্রবৃত্তির কোন বিশেষ কারণও লক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, তাহাও আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব, হে মহাবাহো! যদি উল্লিখিত অনর্থ পরিহার পূর্ব্বক স্বীয় মঙ্গলসঞ্চয়ে অভিলাষ থাকে, যদি ভৃত্য, মিত্র ও সোদরদিগকে অধর্ম্ম্য ও অযশস্য কর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ করিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে, অসীম শৌর্য্য, অসামান্য প্রজ্ঞা, মহোৎসাহ ও সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। এরূপ হইলে উল্লিখিত বাসনাও সফল হইতে পারে। সন্ধি দ্বারা কেবল আত্মকল্যাণ সাধিত হইবে, এরূপ নহে। তদ্দ্বারা মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সমুদায় সুহৃদ্‌বর্গ এবং জ্ঞাতিগণেরও পরম মঙ্গল সম্পন্ন ও নিরতিশয় প্রীতি সঞ্চরিত হইবে। ফলতঃ, আপনাদের শান্তিতে সমুদায় জগতেরই মঙ্গললাভসম্ভাবনা। হে ভরতপুঙ্গব! আপনি সদ্‌বংশসমুদ্‌ভূত এবং শ্রীমান্, শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ও দয়াশীল; অতএব জনকজননীর শাসন পরিপালন করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য। সৎপুত্র পিতৃশাসনকে

পরমশ্রেয়ঃসাধন জ্ঞান করেন; ঘোর বিপদ্ সময়েও লোকে পিতৃশাসন স্মরণ করে। সম্প্রতি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি হয়, আপনার পিতার ইহাও ঐকান্তিক বাসনা। অতএব অমাত্যগণের সহিত আপনারও সেইরূপ অভিলাষ করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য অগ্রাহ্য করে, উহা স্বীয় কর্ম্মফলের পরিণামান্তে ভক্ষিত মহাকাল ফলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মোহবশতঃ প্রিয়-বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘসূত্র ও অর্থহীন হইয়া, পশ্চা-ত্তাপে পরিতপ্ত হয়। যে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আত্মমত পরিহার পূর্ব্বক পূর্ব্বেই সেই হিত বাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি ইহ লোকে পরম সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি প্রতিকূল বোধে হিতৈষী মিত্রের বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক অসাধুগণের প্রতিকূল বাক্যে শ্রদ্ধা করে, সে শত্রুগণের বশী-ভূত হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, হতভাগ্য পুরুষ সচ্চরিত্র মানবগণের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অসাধুদিগের মতা-নুসারী হইয়া বিপদ্গ্রস্ত ও মিত্রগণের শোকাস্পদ হয়। সেইরূপ, অবিচক্ষণ নরপতি গুণবরিষ্ঠ অমাত্যদিগকে পরি-ত্যাগ ও দুরাত্মা মন্ত্রীদিগের সমাদর করত অপার বিপদ্-সাগরে পতিত হইয়া, কোন কালেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। হে ভারত! যে বৃথাচার মৎসরপরায়ণ রাজা সৎস্বভাব সুহৃদ্গণের হিতকর বাক্য পরিহার, প্রকৃত আত্মীয়দিগের বিদ্বেষ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের গৌরব করে, সাধুজনবশ্যা বসুন্ধরা তাহারে পরিত্যাগ করেন। হে ভরতসত্তম! আপনি সেই বীরকেশরী পাণ্ডব-গণের সহিত বিরোধ করিয়া, অশিষ্ট, অসমর্থ ও মূঢ়দিগের নিকট পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছেন। এই জগতে আপনি ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রপ্রতিম মহারথ জ্ঞাতিদি-

গকে অতিক্রম করিয়া, অন্যের নিকট পরিত্রাণের আশা করে ? আপনি কুন্তীপুত্রদিগকে জন্মাবধি ক্লেশ দিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ তাহাতেও আপনার প্রতি কখন রোষ প্রকাশ করেন নাই। অতএব, হে মহাবাহো! আপনি আজন্ম কপটতা করিলেও সেই যশস্বিপ্রধান পরমাত্মীয়গণ যেমন আপনার প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, সেইরূপ আপনিও ক্রোধবশ না হইয়া, সম্প্রতি তাঁহাদিগের প্রতি সাধুতা প্রকাশ করুন।

হে ভরতর্ষভ! প্রজ্ঞাশীল বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেরা প্রায়ই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সমন্বিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এককালে এই তিন লাভ না হইলে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থেরই অনুসরণ করেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের এক একটী লাভ করা অভিমত হইলে, উত্তমপ্রকৃতি মনীষিগণ শুদ্ধ ধর্ম্মই অবলম্বন করেন; মধ্যমপ্রকৃতি লোকেরা কলহাস্পদ অর্থলাভে সমুৎসুক হয়, এবং অধমপ্রকৃতি অবোধ পামরগণ কেবল কামপরবশ হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ মূঢ় ব্যক্তি লোভবশতঃ ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, অসৎ উপায়ে কামার্থলাভে উদ্যত হয়, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে। কাম ও অর্থ কখন ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন থাকে না। অতএব কামার্থাভিলাষী ব্যক্তি অগ্রে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পণ্ডিতেরা ধর্ম্মকেই ত্রিবর্গপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কেননা, ধীমান্ পুরুষ ধর্ম্ম আশ্রয় পূর্ব্বক ত্রিবর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া, শুষ্কতৃণরাশিসংযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। হে তাত! আপনি কেবল অসৎ উপায় দ্বারাই সমুদায় রাজগণমধ্যে সুপ্রসিদ্ধ অসীমসমৃদ্ধিসম্পন্ন সুবিশাল সাম্রাজ্যলাভের অভিলাষ করিতেছেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সদাচারসম্পন্ন সচ্চরিত্র সাধুগণের প্রতি কপটতা-

চরণ করে, সে কুঠার দ্বারা অরণ্যের ন্যায় আপনারে ছিন্ন করে। যাহারে পরাভব করিতে ইচ্ছা না হইবে, তাহার মতিভ্রংশ করিবে না। মতিভ্রষ্ট ব্যক্তি কল্যাণকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি আত্মহিতেচ্ছু ও জিতেন্দ্রিয়, মহাত্মা পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাক্, সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার অনাদরভাজন হয় না। ক্রোধবশ ব্যক্তি হিতাহিতবিবেকবিরহিত হয় এবং লোকবেদবিখ্যাত প্রমাণসমূহও তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। হে ভ্রাতঃ! সম্প্রতি অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হওয়াই আপনার সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর। তাঁহারা আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, আপনি সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিবেন। হে নৃপসত্তম! ভাবিয়া দেখুন, আপনি পাণ্ডবদিগের বিনির্জিত সাম্রাজ্য সম্ভোগ করত সেই পাণ্ডবদিগকেই বঞ্চিত করিয়া, অন্যের নিকট পরিত্রাণ বাসনা করিতেছেন। এবং দুর্ব্বিষহ, দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রীদিগের প্রতি ঐশ্বর্য্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক কল্যাণলাভে সমুদ্যত হইতেছেন। কিন্তু ইহাঁরা কি জ্ঞান, কি ধর্ম্ম, কি অর্থ, কি বিক্রম কিছুতেই পাণ্ডবদিগের সমকক্ষ নহেন। অধিক কি, এই সমস্ত ভূপতিগণও সংগ্রামসময়ে রোষপরায়ণ ভীমসেনের প্রখর মুখপ্রভা সন্দর্শন করিতে পারেন না। সত্য বটে, এই সমস্ত ভূপতিবল এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি এই সকল প্রধান প্রধান বীরগণ আপনার সহায়ভূত হইয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিযোগী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। অথবা; ইহাঁদের কথা কি, দেব, দানব ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি সমুদয় লোক সংগ্রামে একত্র হইলেও, অর্জ্জুনের পরাভবে সমর্থ হন না। অতএব হে ভ্রাতঃ! আপনি যুদ্ধপক্ষে অভিনিবিষ্ট হইবেন না। এই

সমস্ত সমবেত যোধগণ মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখুন, কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অর্জ্জুনের হস্তগত হইয়া, নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করিতে পারেন। অতএব অগ্রে যাঁহার জয়ে আপনার জয় হইতে পারে, এরূপ বীরপুরুষ বিনির্ণয় করুন; অন্যথা, অনর্থক জনক্ষয়ে প্রয়োজন কি? যিনি খাণ্ডবদাহসময়ে সমুদয় অমরগণের সহিত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও পন্নগ প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই অসামান্যশৌর্য্যসম্পন্ন অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে? বিরাটনগরঘটিত যে আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়া যায়, তাহাই, একাকী ধনঞ্জয়ের সহিত অসংখ্য মনুষ্যের সংগ্রামের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অন্যের কথা কি, স্বয়ং ত্রিপুরান্তক মহাদেব যাঁহার যুদ্ধে সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আপনি সেই অলৌকিকশৌর্য্যশালী শূরাগ্রণী অপরাজেয় দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুনকে জয় করিবার আশা করিতেছেন, কিন্তু ইহা আপনার কত দূর দুরাশা, তাহা বলিবার নহে। পার্থ আমার সহিত সমরে বিপক্ষের প্রতি ধাবমান হইলে, কোন্ ব্যক্তি তাঁহারে আহ্বান করিতে সমর্থ হইবে? মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, সাক্ষাৎ পুরন্দরও সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি সমরে অর্জ্জুনকে পরাজিত করিতে পারে, সে বাহুদ্বয়ে ধরাতল উত্তোলন, রোষভরে সমুদয় প্রজাদিগকে দগ্ধ এবং দেবগণকেও স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয়। অতএব পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য সম্বন্ধিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহাঁরা যেন আপনার জন্য নিধন প্রাপ্ত না হন। এই সুপ্রতিষ্ঠ সুমহৎ কৌরববংশ যেন একবারে পরাভূত ও নিঃশেষিত না হয় এবং লোকে যেন আপনারে নষ্টকীর্ত্তি ও কুলঘ্ন বলিয়া নিন্দা না করে। সন্ধি হইলে, মহারথ পাণ্ডবগণ আপনারেই যৌবরাজ্যে ও জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজ্যে সংস্থাপিত করিবেন। অতএব আলি-

ঙ্গনোম্মুখী রাজলক্ষ্মীরে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধাংশ প্রদান করিয়া, স্বয়ং বিপুল সম্পত্তি লাভ করুন। অধিক কি, সুহৃদ্গণের বাক্য রক্ষা করিয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত মিলিত হইলেই, আপনি আত্মীয়গণের প্রীতি ও স্থিরতর কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন।

পঞ্চবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেবের বাক্যাবসানে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম রোষপরায়ণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! মহাত্মা কৃষ্ণ বন্ধুগণের কল্যাণকামনায় যাহা আদেশ করিলেন, রোষপরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বথা তাহারই অনুসরণ কর। মহাত্মা বাসুদেবের এই অনুত্তম উপদেশ প্রতিপালন না করিলে, তোমার আর কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি কদাচ প্রকৃত সুখ ও কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ যাহা কহিলেন, উহা ধর্ম্ম ও অর্থ সঙ্গত এবং যথার্থ অভীষ্টসাধন। অতএব তুমি অনর্থক প্রজাক্ষয় না করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতেই সম্মত হও। মহামনা বাসুদেব, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিদুর ইহাঁদের অর্থ ও সত্যসম্পন্ন বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলে, পিতা বর্ত্তমানেই তুমি নিজ দুষ্কৃতি বশতঃ এই অসীমসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভারতলক্ষ্মীরে বিনষ্ট এবং অভিমানমদে মত্ত হইয়া, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও অমাত্যগণের সহিত আপনারেও সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব বারংবার প্রতিষেধ করিতেছি, তুমি কুলঘাতী, কুপুরুষ, কুমতি ও কুপথগামী হইয়া, জনকজননীরে সুদুস্তর শোকসাগরে নিমগ্ন করিও না।

ভীষ্ম এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, দুর্য্যোধন রোষভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য তাঁহারে কহিলেন, হে তাত! ভীষ্ম ও বাসুদেব উভয়েই মহাপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত ও বহুশ্রুত এবং উভয়েই তোমার পরম হিতৈষী; অতএব ইহাঁদের বাক্য ধর্ম্ম ও অর্থোপপেত এবং তোমার হিতকর, সন্দেহ নাই। তুমি অনন্য হৃদয়ে তাহার অনুসরণ কর। অধিক কি, কৃষ্ণ ও ভীষ্ম যাহা বলিলেন, নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; বুদ্ধিপ্রমাদ বশতঃ বাসুদেবকে অবজ্ঞা করিও না। কর্ণ প্রভৃতি এই যে দুর্মন্ত্রিগণ তোমারে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছে, ইহারা কোন কালেও তোমার বিজয়সাধনে সমর্থ হইবে না। সমর উপস্থিত হইলে, ইহারা পরের স্কন্ধে বৈরভার ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং প্রজাদিগকে অনর্থক বিনষ্ট করিও না। তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের রক্ষিত সৈন্য কোন কালেই পরাজেয় নহে। এক্ষণে যদি মিত্রপ্রধান বাসুদেব ও ভীষ্মের বাক্যে অশ্রদ্ধা কর, তাহা হইলে অনুতপ্ত হইতে হইবে। মহাত্মা জামদগ্ন্য অর্জ্জুনের বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, তিনি তাহা অপেক্ষাও সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। মধুসূদনের কথা আর কি বলিব, দেবগণও তাঁহার প্রতাপানল সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। আর তোমার নিকট প্রিয় বা হিতকর বিষয়ের প্রস্তাব করাও নিষ্ফল। বন্ধুগণের যেরূপ বলা উচিত, তাহা উক্ত হইল। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, কর। পুনরায় তোমার নিকট বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে আমার ইচ্ছা নাই।

আচার্য্যের বাক্য শেষ হইলে, মহামতি বিদুর রোষাভিভূত দুর্য্যোধনের মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভরত-

র্ষভ! আমি তোমার জন্য কিছুমাত্র শোক করি না; তোমার এই বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই শোকাকুল হইতেছি। হায়! ইহাঁরা তোমারে এরূপ কুলনাশক পাপাত্মা কুপুত্র রূপে উৎপাদন করিয়াছেন যে, পরিণামে ইহাঁদিগকে হতমিত্র, হতভাগ্য ও হতনাথ হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ছিন্ন-পক্ষ পক্ষীর ন্যায় শোকাকুল হৃদয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে হইবে।

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বৎস! মহাত্মা বাসুদেব যে অপ্রতিহত যোগক্ষেমসম্পন্ন নিরতিশয় শুভাবহ বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তুমি তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তাহা হইলে, এই অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সহায়তায় রাজগণের প্রতি আমাদের সর্ব্বপ্রকার অভিলষিতই সিদ্ধি হইবে। এক্ষণে তুমি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া, যুধিষ্ঠিরের সকাশে গমন কর। ভরতকুলের কল্যাণার্থ সম্পূর্ণ রূপে স্বস্ত্যয়ন কর। হে বৎস! আমার বিবেচনায় সন্ধিস্থাপনের প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা অতিক্রম করিও না। দয়া-শীল কৃষ্ণ তোমার কল্যাণকামনায় শান্তি প্রার্থনা করত এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন; অতএব ইহাঁরে প্রত্যা-খ্যান করিলে, তোমার পরাজয় হইবে, সন্দেহ নাই।

ষড়্‌বিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে ভীষ্ম ও দ্রোণ শাসনাতিবর্ত্তী দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভারত! এখনও অর্জ্জুন ও বাসু-দেব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হন নাই; এখনও গাণ্ডীবকোদণ্ড জ্যা-

সম্পন্ন হয় নাই; এখনও পুরোহিত ধৌম্য শক্রসেনাদিগকে যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই; এখনও লজ্জাশীল মহাত্মা যুধিষ্ঠির রোষবশ হইয়া, তোমার সেনাগণের প্রতি কটাক্ষবিক্ষেপ করেন নাই; এখনও প্রচণ্ডধন্বা ভীমসেন তোমার সৈন্যগণের নয়নপথে পতিত হন নাই; এখনও তিনি দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে সৈন্যসাগর আলোড়ন করত পথে পথে বিচরণ করেন নাই; এখনও গজযোধগণের মস্তক সমস্ত বৃকোদরের বীরঘাতিনী গদার আঘাতে পরিপক্ক তালফলসমূহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হয় নাই; এখনও নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, শিখণ্ডী, শিশুপালপুত্র প্রভৃতি কৃতাস্ত্র বীরগণ মহার্ণব মধ্যে কুম্ভীরপ্রবেশের ন্যায় রণক্ষেত্রে সমাগত হন নাই; এখনও ভূমিপালগণের সুকুমার শরীর সকল সুশাণিত সায়কসমূহে সমাকীর্ণ হয় নাই, এবং এখনও ক্ষিপ্রকারী মহাধনুর্দ্ধর কৃতাস্ত্র যোধগণ তোমার সৈন্যগণের চন্দনাগুরুচর্চ্চিত হারনিষ্কবিভূষিত বক্ষঃস্থলে লৌহময় মহাস্ত্র সকল প্রবেশিত করেন নাই; এই সময়েই সেই ভবিষ্য হত্যাকাণ্ড শান্ত হউক। তুমি অবনত মস্তকে রাজকুঞ্জর যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর; তিনি বাহুযুগল দ্বারা তোমারে পরিগ্রহ করুন। তিনি শান্তির নিমিত্ত ধ্বজাঙ্কুশপতাকাচিহ্নিত দক্ষিণ হস্ত তোমার স্কন্ধদেশে বিক্ষিপ্ত করুন, এবং তুমি উপবেশন করিলে, রত্নৌষধিসমন্বিত রত্নাঙ্গুরীয়শোভিত পাণিকমলে ত্বদীয় পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জ্জন করুন। শালস্কন্ধ মহাবাহু বৃকোদরও শান্তির নিমিত্ত কুশল সম্ভাষণ করুন এবং অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমারে অভিবাদন করুন। তুমি স্নেহ বশতঃ তাঁহাদিগের মস্তক আঘ্রাণ ও তাঁহাদের সহিত প্রণয় সম্ভাষণ কর। এই সকল নরপতি তোমারে পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত

দেখিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করুন। সমুদায় রাজধানীতে এই কুশল সংবাদ উদ্‌ঘোষিত হউক, এবং তুমি বিগতসন্তাপ হইয়া, সৌভ্রাত্রসহকারে এই বসুধারাজ্য সম্ভোগ কর।

—o—

সপ্তবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কুরু-সভামধ্যে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বাসুদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! বিবেচনাপূর্ব্বক তোমার এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য ছিল। তুমি পাণ্ডবগণের ভক্তি-বাদে বশীভূত হইয়া, অকৃতাপরাধে আমার নিন্দা করিলে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বলাবল পর্য্যালোচনা করিয়া, আমার নিন্দা করিতেছ? কেবল তুমি নহ, ক্ষত্তা, রাজা, আচার্য্য ও পিতামহও আমার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়াও আপনার অণুমাত্র অপরাধ দেখিতে পাই না; তথাপি তোমরা সকলে আমার দ্বেষ করিয়া থাক।

পাণ্ডবগণ প্রেমাস্পদ দ্যূতক্রীড়ায় শকুনি কর্ত্তৃক যে পরা-জিত হইয়াছে, তাহাতে আমার দোষ কি আছে? প্রত্যুত, তৎকালে তাহাদের অপহৃত সম্পত্তি সমুদায় প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। হে মধুসূদন! পাণ্ডবগণ যে পুনরায় পরাজিত হইয়া, অরণ্যে নির্ব্বাসিত হয়, তাহা-তেই বা আমাদের অপরাধ কি? তাহারা কি বলিয়া আমাদিগকে শত্রুস্বরূপ নির্ণয় পূর্ব্বক নিতান্ত অসমর্থ হই-য়াও আমাদের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছে? আমরা

তাহাদের কি করিয়াছি? তাহারা কি অপরাধে সৃঞ্জয়গণের সহিত আমাদের অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে? আমরা উগ্র কর্ম্ম বা ভীষণ বাক্যে ভীত হইয়া, দেবরাজ সমীপেও অবনত হই না। হে কৃষ্ণ! যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে সাহসী হয়, এরূপ ক্ষত্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না। পাণ্ডবগণের কথা কি, দেবগণও যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে পরাজয় করিতে পারেন না। হে কেশব! স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক যুদ্ধে যথা সময়ে নিধন প্রাপ্ত হইলে, আমাদের স্বর্গলাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সমরে শরশয্যায় শয়ান হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের প্রধান ধর্ম্ম। অথবা আমরা শত্রুগণের নিকট অবনত না হইয়া, বীরশয্যায় শয়ন করিলেও, সকলের সন্তোষভাজন হইব। কোন্ বীরবংশসমুদ্ভূত ক্ষত্রধর্ম্মজীবী ব্যক্তি ভয়বশতঃ শত্রুর নিকট অবনত হইতে পারে? মাতঙ্গ মুনি বলিয়াছেন, উদ্যমই পুরুষকার বলিয়া পরিগণিত। অতএব সর্ব্বদা উদ্যম অবলম্বন করিবে, কদাচ নত হইবে না। অকাণ্ডে ভগ্ন হওয়াও ভাল, তথাপি নত হওয়া কিছুই নহে। হিতাভিলাষী জনগণ এই মাতঙ্গবাক্যের অনুসরণ করেন। মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট নত হইবেন, এবং অন্যচিন্তাপরিহার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিবে; ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম এবং ইহাই আমার অভিমত। আমার পিতা পূর্ব্বে পাণ্ডবদিগকে যে রাজ্যাংশ প্রদানের অনুজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি জীবিত থাকিতে তাহা কখনই হইবে না। হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্র যতদিন জীবিত আছেন, তাবৎ আমাদিগকে, না হয়, তাহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন যাপন করিতে হইবে। হে কেশব! আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম; তৎকালে অজ্ঞান বা ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার অদেয়

রাজ্য প্রদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমার প্রাণসত্ত্বে পাণ্ডবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, সুতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি ভেদ করা যায়, পাণ্ডবদিগকে বিনাযুদ্ধে তাহারও অর্দ্ধেক প্রদান করিব না।

অষ্টাবিংশত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত নয়নে হাস্য করত কহিলেন, হে ভারত! স্থির হও, অনতিসময়মধ্যেই তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে, তুমি অমাত্যগণের সহিত বীরশয্যা লাভ করিবে। হে মূঢ়! তুমি যে মনে করিতেছ, পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম নাই; তাহা এই সভাস্থ নরপতিগণই অনুধাবন করুন। তুমি মহাত্মা পাণ্ডবদিগের অসীম ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে সন্তপ্ত হইয়া, শকুনির সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক যে কপট দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহা কাহার না বিদিত আছে? সরলস্বভাবসম্পন্ন ত্বদীয় শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতিবর্গ কুটিল ব্যক্তির সহিত কি রূপে কপটাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল? অক্ষক্রীড়ায় সাধুগণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুদিগের সুহৃদ্ভেদ ও বিপদ উপস্থিত হয়। তুমিও দুর্ম্মতিগণের পরামর্শে কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া, এই ঘোরতর ব্যসন সমুদ্ভাবিত করিয়াছ। তুমি কুলশীলসম্পন্না পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী প্রেয়সী মহিষী দ্রৌপদীরে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক কটু-বাদ সহকারে যেরূপ অপমান করিয়াছ, কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃ-

ভার্য্যার তাদৃশ দুরবস্থা করিতে পারে? পাণ্ডবগণের বনগমনসময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন যে সকল কথা বলিয়াছিল, কুরুগণ মধ্যে তাহা কাহার অবিদিত আছে? তোমরা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, আর কেহই স্বীয় বন্ধুদিগের সহিত তাদৃশ অসদাচরণ করিতে পারে না। হে দুর্য্যোধন! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, নৃশংস ও অনার্য্যগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে বারংবার কটূক্তি করিয়াছ। দেখ, তুমি বাল্যকালে পাণ্ডবদিগকে বারণাবতনগরে জননীর সহিত দগ্ধ করিতে যত্ন করিয়াছিলে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সিদ্ধমনোরথ হও নাই। তাঁহারা সেই বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া, মাতার সহিত একচক্রানগরীতে ব্রাহ্মণগৃহে বহু দিবস ছদ্মবেশে বাস করিয়াছিলেন। তুমি বিষ ও সর্প প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে যত্ন করিয়াছিলে; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। তুমি উক্ত রূপে বারংবার তাঁহাদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়াছ। অতএব তুমি পাণ্ডবগণের নিকট অপরাধী নহ, তাহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে?

পাণ্ডবগণ প্রার্থনা করিলেও তুমি তাঁহাদিগকে পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান করিতেছ না; কিন্তু তোমারে সত্বর ঐশ্বর্য্যহীন ও প্রাণবিহীন হইয়া, তাঁহাদিগকে উহা প্রদান করিতে হইবে। কি আশ্চর্য্য! তুমি চিরকাল নৃশংস ও নীচাশয়ের ন্যায় পাণ্ডবদিগের বিবিধ অনিষ্ট করিয়াও এক্ষণে তাহার অন্যথা প্রতিপাদন করিতেছ। তোমার পিতা, মাতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তোমারে বারংবার শান্ত হইতে আদেশ করিতেছেন; কিন্তু তুমি সম্মত হইতেছ না। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে সন্ধি হইলে, উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট লাভ হয়; কিন্তু তুমি নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ তাহাতে সম্মত হইতেছ না। তুমি সুহৃদ্গণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, ধর্ম্ম ও যশোবহির্ভূত

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ; অতএব তোমার যে শ্রেয়োলাভ হইবে না, তাহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে।

কৃষ্ণের বাক্য সমাপ্ত হইলে, ক্রূরমতি দুঃশাসন অমর্ষ-পরায়ণ দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন না করিলে, কৌরবগণ আপনারে বন্ধন করিয়া, যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিবেন। অন্যের কথা কি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও পিতা ইহাঁরাই আপনারে, আমারে ও কর্ণকে পাণ্ডবহস্তে সমর্পণ করিবেন।

মর্য্যাদাঘাতক লজ্জাহীন দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবাক্য শ্রবণে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া, অজগরের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করত অশিষ্টের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্র, জনার্দ্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, বাহ্লীক, কৃপ ও সোমদত্তকে অনাদর ও সহসা গাত্রোত্থান করিয়া, সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে রোষভরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধবশ হয়, তাহার শত্রুগণ তাহারে অচিরকাল মধ্যেই ব্যসনগত দেখিয়া হাস্য করিতে থাকে। এই দুরাত্মা রাজপুত্র দুর্য্যোধন উপায়ানভিজ্ঞ, বৃথা রাজ্যাভিমানী ও ক্রোধলোভের নিতান্ত বশীভূত। ইহার অনুগামী রাজবর্গও কালপক্ক ফলের ন্যায় অচিরপতনোন্মুখ হইয়াছে।

পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেব ভীষ্মের বাক্যাবসানে ভীষ্ম ও দ্রোণ-প্রমুখ মহাত্মাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মগণ! আপনারা এই ঐশ্বর্য্যমূর্চ্ছিত দুর্য্যোধনকে শাসন করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত অন্যায় হইতেছে। যাহা হউক,

যাহার অনুষ্ঠানে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, আমি এই সময়ের সমুচিত সেইরূপ কার্য্য অবধারণ করিয়াছি। হে ভারতগণ! আপনাদের যদি অভিরুচি হয়, তাহা হইলে আপনাদের সমক্ষে অনুকূল হিতকর বাক্য বর্ণন করি, আপনারা শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ ভোজরাজ উগ্রসেনের পুত্র দুরাত্মা কংস পিতা বর্ত্তমানে তাঁহার ঐশ্বর্য্য হরণ করিয়া, মৃত্যুর বশীভূত ও বন্ধুবান্ধব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, আমি জ্ঞাতিগণের হিতকামনায় যুদ্ধে তাহারে সংহার এবং জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে সৎকার পূর্ব্বক আহুকতনয় উগ্রসেনকে পুনরায় স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করি। সমুদয় যাদব, অন্ধক ও বৃষ্ণিগণ কুলরক্ষার নিমিত্ত এক কংসকে পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর মেলন পূর্ব্বক সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগ করিতেছেন।

দেবাসুরসংগ্রামসময়ে আয়ুধ সকল সমুদ্যত ও লোক সমুদয় বিনষ্টপ্রায় হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, এই যুদ্ধে দৈত্য ও দানবগণ অসুরগণের সহিত পরাভূত এবং আদিত্য, বসু ও রুদ্র প্রভৃতি অমরগণ জয় প্রাপ্ত হইবেন। আর দেব, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস সকল ক্রুদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে বিনাশ করিবে। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া, ধর্ম্মকে কহিলেন, তুমি দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন করিয়া, বরুণহস্তে সমর্পণ কর। পরমেষ্ঠী এইরূপ কহিলে, ধর্ম্ম তাঁহার আদেশানুসারে দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন করিয়া, বরুণের নিকট প্রদান করিলেন। জলেশ্বর বরুণ তাহাদিগকে ধর্ম্মপাশ ও স্বীয় পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া, যত্ন পূর্ব্বক সাগরমধ্যে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে মহাত্মগণ! আপনারাও সেইরূপ কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া, পাণ্ডবদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। কুলরক্ষার জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করিবে, এবং গ্রাম

রক্ষার নিমিত্ত কুল, জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ও আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিবে। অতএব হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া, পাণ্ডবদিগকে সান্ত্বনা করুন। হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! তাহার জন্য যেন সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল না হয়।

একোনত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র বসু-দেববাক্য শ্রবণে ত্বরমাণ হইয়া, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ বিদুরকে কহিলেন, হে তাত! তুমি দূরদর্শিনী গান্ধারী সমীপে গমন করিয়া, তাহারে এখানে আনয়ন কর! আমি তাঁহার সহিত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে অনুনয় করিব। যদি তিনি দুর্ম্মতি দুঃসহায় দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে শান্ত ও সৎপথাবলম্বী করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা এই পরম সুহৃৎ বাসুদেবের বাক্য প্রতিপালন করিতে পারি। অধিক কি, তিনি এই দুর্য্যোধনকৃত ঘোরতর বিপৎপাতের উপশম করিতে পারিলে, আমাদিগের চিরকাল অক্ষয় যোগক্ষেমে অতি-বাহিত হইতে পারিবে। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশশ্রবণ-মাত্র দূরদর্শিনী গান্ধারীরে তথায় আনয়ন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে কহিলেন, দেখ গান্ধারি! তোমার শাসনাতিবর্ত্তী দুর্ম্মতি পুত্র ঐশ্বর্য্যলোভে উন্মত্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্য ও জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই মর্য্যাদানভিজ্ঞ মূঢ়মতি আপ্তবাক্য অতিক্রম করিয়া, নিতান্ত অশিষ্টের ন্যায় পাপানুবন্ধী দুরাচারদিগের সহিত সভা হইতে প্রস্থান করিয়াছে।

যশস্বিনী গান্ধারী স্বামিবাক্য শ্রবণে কল্যাণকামনায় কহিলেন, মহারাজ! সেই রাজ্যাভিলাষী আতুর পুত্রকে শীঘ্র আনয়ন করুন। ধর্ম্মার্থবিধ্বংসী অশান্ত ব্যক্তি কখন রাজ্য-লাভে সমর্থ হয় না। তথাপি অবিনয়ী দুর্য্যোধন ইহা প্রাপ্ত হইয়াছে। আপনি তাহার দুশ্চারিত্র অবগত হইয়াও, কেবল পুত্রস্নেহ নিবন্ধন তাহার অনুসরণ করেন। অতএব এবিষয়ে আপনিই নিন্দনীয়। হে মহারাজ! সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন সর্ব্বথা কাম, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারে বলপূর্ব্বক নিবর্ত্তিত করা আপনার সাধ্যায়ত্ত নহে। আপনি যেমন মূঢ়বুদ্ধি, কুসচিবসহায়, দুরাত্মা ও লোভা-সক্ত ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ এক্ষণে তাহার ফলভোগ করিতেছেন। আপনি যে কি জন্য আত্মীয়-ভেদে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনি স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া, শত্রুগণের উপহাসাস্পদ হইবেন, সন্দেহ নাই। দেখুন, আত্মীয়গণের নিকট সাম ও দান দ্বারা বিপদ্ অতিক্রম করিতে পারিলে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দণ্ডপ্রয়োগে সমুদ্যত হয়?

অনন্তর বিদুর বৃদ্ধদম্পতির আদেশক্রমে কোপনস্বভাব দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশিত করিলেন। দুর্য্যো-ধনও মাতৃবাক্য শ্রবণে সমুৎসুক হইয়া, ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধ-সংরক্ত নয়নে সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। পতিব্রতা গান্ধারী সেই সৎপথপরিভ্রষ্ট কুপুত্রকে অযথোচিত তিরস্কার করিয়া, শান্তিস্থাপনবাসনায় কহিলেন, বৎস! আমি যাহা বলি-তেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। তাহা হইলে পরিণামে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পরম সুখসম্ভোগ করিতে পারিবে। হে তাত! ত্বদীয় পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও

বিদুর প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়গণ তোমারে যাহা বলিয়াছেন, তুমি নিঃসংশয়ে তাহা পালন কর। তুমি শান্ত হইলেই, ভীষ্মের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদ্‌বর্গের অর্চ্চনা করা হয়। হে বৎস! রাজ্যের লাভ, রক্ষা বা উপভোগ স্বীয় কামনামাত্রের উপর নির্ভর করে না। অজিতেন্দ্রিয় মূঢ় ব্যক্তির দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ হয় না। জিতেন্দ্রিয় মেধাবী পুরুষই রাজ্যশাসনের যোগ্য পাত্র। মনুষ্য কাম ও ক্রোধ প্রভাবে অর্থ হইতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ভাগ্যবান্‌ ভূপতি এই দুই প্রবল শত্রু পরাজয় করেন, তিনি বসুধারাজ্যের অধিকারী হন।

প্রভুত্ব অতি গুরুতর ব্যাপার। দুরাত্মারা অনায়াসে রাজ্যলাভের অধিকারী হয়, কিন্তু তাহার রক্ষা করিতে পারে না। উচ্চপদাভিলাষী ব্যক্তি অগ্রে আপনার ইন্দ্রিয় সমুদায় ধর্ম্ম ও অর্থে সংযত করিবে। ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত হইলে, কাষ্ঠসংসক্ত বর্দ্ধমান অগ্নির ন্যায় জীবের বুদ্ধির উপচয় হয়। অশিক্ষিত অশ্ব যেরূপ পথিমধ্যে অনিপুণ সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অবশীভূত ইন্দ্রিয়গণ মনুষ্যের প্রাণ সংহার করে। যে ব্যক্তি আত্মজয় না করিয়া, অমাত্যজয়ে সমুৎসুক হয় এবং অমাত্য জয় না করিয়া, শত্রুজয়ের আশা করে, সে অবশ হইয়া, অর্থ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তি প্রথমে আত্মারে শত্রু রূপে আক্রমণ করিবে, পশ্চাৎ অমাত্য ও অমিত্রজয়ে অভিলাষী হইবে।

যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, জিতামাত্য ও সমীক্ষ্যকারী এবং যে ব্যক্তি বিরুদ্ধচারীদিগের প্রতি উপযুক্ত দণ্ড প্রয়োগ করে, রাজলক্ষ্মী দৃঢ়তাসহকারে তাহারই অঙ্কগামিনী হন। মৎস্য যেরূপ সূক্ষ্মছিদ্রময় জাল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ কাম ও ক্রোধ মনুষ্যের জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া থাকে। মনুষ্য রাগদ্বেষ-

পরিশূন্য স্বর্গধামে গমনোদ্যত হইলে, দেবগণ যে ভয়বশতঃ তাহার দ্বার রুদ্ধ করেন, কাম ও ক্রোধই তাহার কারণ। যে বুদ্ধিমান্ ভূপতি রিপুবর্গের পরাজয় উপায় অবগত আছেন, তিনি বসুধারাজ্য শাসন করিতে সমর্থ। ধর্ম্ম ও শত্রুবিজয়াকাঙ্ক্ষী ভূপতি সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়নিগ্রহে সমুদ্যত হইবেন। যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি কপট ব্যবহার করে, সে বহুসহায়সম্পন্ন হইতে পারে না।

হে বৎস! পাণ্ডবগণ ক্ষমতাসম্পন্ন, শত্রুনিহন্তা ও অসামান্যশৌর্য্যশালী। তাহাদের সহিত মিলিত হইলে, তুমি পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিবে। হে বৎস! শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে; কেহই বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারে না। অতএব এই অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাবাহু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও; ইনি প্রসন্ন হইলেই, উভয় পক্ষেব সুখ সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, হিতৈষী ও কৃতবিদ্য সুহৃদ্গণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, শত্রুগণের আনন্দ বর্দ্ধন করে। হে তাত! যুদ্ধে কিছুমাত্র শ্রেয় বা ধর্ম্মার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব কি রূপে সুখলাভ হইতে পারে? বিশেষতঃ, তাহাতে জয়েরও স্থিরতা নাই। অতএব এরূপ অনর্থকর ব্যাপারে মনোনিবেশ করিও না। হে অরাতিমর্দ্দন! তোমার পিতা, ভীষ্ম ও বাহ্লিক পাণ্ডবদিগের সহিত ভেদাশঙ্কা করিয়াই তাঁহাদের ন্যায্য অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি যে নিঃসপত্ন পৃথিবীরাজ্য সম্ভোগ করিতেছ, তাহাই তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। অতএব অমাত্যগণের সহিত রাজ্যের অর্দ্ধাংশ লাভে ইচ্ছা থাকিলে, পাণ্ডবদিগকেও অর্দ্ধাংশ প্রদান কর। হে বৎস! অর্দ্ধাংশ দ্বারাই অমাত্য ও বান্ধব-

গণের সহিত তোমার সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাপন হইবে। বিশেষতঃ, সুহৃদ্বাক্যের পরিপালন নিবন্ধন তোমার বিপুল যশোলাভ হইবে। অধিক কি, পাণ্ডবগণ শ্রীমান্, ধীমান্, ধৃতিমান্ ও জিতাত্মবান্ ; তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে, তোমারে সুখভ্রষ্ট হইতে হইবে। অতএব তুমি পাণ্ডবদিগকে স্বীয় অংশ প্রদান পূর্ব্বক সুহৃদ্গণের ক্রোধ পরিহার করিয়া, রাজ্য শাসন কর। পাণ্ডবদিগকে যে ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, অপকৃত করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে সেই অপকারের উপশম কর। তুমি যে তাহাদের রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছ, তাহা কদাপি সিদ্ধ হইবে না। কোপনস্বভাব কর্ণ বা দুঃশাসনও সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিবে না। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি ক্রুদ্ধ হইলে, পৃথিবী এক বারে প্রজাশূন্য হইবেন। অতএব রোষবশ হইয়া, অনর্থক কুরুবংশ ধ্বংস করিও না। পৃথিবী যেন তোমার নিমিত্ত বিনষ্ট না হন। হে মূঢ়! তুমি যে মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে সংগ্রাম করিবেন, তোমার সে আশা কদাচ সফল হইবে না। কেননা এই রাজ্যে তোমাদের উভয় পক্ষেরই সমান অধিকার আছে এবং উল্লিখিত মহাত্মাগণ উভয় পক্ষেরই প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি সম্পন্ন। কিন্তু পাণ্ডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক ধর্ম্মশীল। যদিও ঐ মহাত্মারা রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইতেছেন বলিয়া, সমরে প্রাণপরিত্যাগে সম্মত হন, তথাপি যুধিষ্ঠিরের প্রতি রোষপরবশ হইবেন না। ফলতঃ, মনুষ্য কখন লোভ দ্বারা সম্পত্তিলাভে সমর্থ হয় না। অতএব লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি অবলম্বন কর।

—০—

ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন জননীর অর্থসম্পন্ন মধুর বাক্যে অনাদর করিয়া, রোষান্বিত হৃদয়ে পুনরায় সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নরাধমগণ সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় দ্যূতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন এই চারি জন মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিল যে, এই ক্ষিপ্রকারী বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া, পূর্ব্বেই আমাদিগকে হস্তগত করিবার যত্ন করিতেছে। কিন্তু দেবরাজ যেরূপ বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ অগ্রেই বলপূর্ব্বক তাহাকে নিগৃহীত করিব। কৃষ্ণ নিগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া পাণ্ডবগণ দন্তহীন সর্পের ন্যায় নিতান্ত নিরুৎসাহ ও হতচিত্ত হইবে, সন্দেহ নাই। কেন না, এই বাসুদেবই তাহাদের সর্ব্বকল্যাণের মূল ও একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। এরূপ হইলে, সোমকেরাও নিরুদ্যম হইবে। অতএব রাজা ধৃতরাষ্ট্র সহস্রশঃ আক্রোশ প্রকাশ করিলেও আমরা এখনই বাসুদেবকে বদ্ধ করিয়া, নির্ভয়ে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

মহাবিচক্ষণ ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি দুরাত্মাদিগের এই দুষ্ট অভিসন্ধি সত্বর বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বিনির্গত হইলেন এবং কৃতবর্ম্মার সহিত পরামর্শ করিয়া, তাঁহারে কহিলেন, আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণকে এই বৃত্তান্ত অবগত করি, এই অবসরে তুমি সৈন্যযোজনা পূর্ব্বক বদ্ধসন্নাহ ও সুরক্ষিত হইয়া, অবিলম্বে সভাদ্বারে উপস্থিত হও। এই বলিয়া তিনি গিরিগুহাপ্রবেশোন্মুখ সিংহের ন্যায় সভা-

মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অগ্রে মহাত্মা বাসুদেবকে, পশ্চাৎ ধৃত-রাষ্ট্র ও বিদুরকে ঐ দুরভিসন্ধি বিদিত করিলেন। এবং হাস্য করত কহিলেন, দুরাত্মারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সর্ব্বতঃ সাধু-বিগর্হিত দূতনিগ্রহরূপ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে অভিলাষী হইয়াছে, কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে। অধিক কি, ইহারা এইরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, পরিণামে কলহজালে জড়িত হইবে, সন্দেহ নাই। বালক বা জড়মতি উন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ বস্ত্র দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণে অভিলাষী হয়, ইহারাও সেইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ পুরু-ষোত্তম বাসুদেবের নিগ্রহসাধনে সমুৎসুক হইয়াছে।

দূরদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর সভাসমক্ষে সাত্যকির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, মহারাজ! আপ-নার পুত্রগণ একান্তই কালকবলে পতিত হইয়াছে। দেখুন, উহারা বাসবানুজ বাসুদেবকে বলপূর্ব্বক বিনিগৃহীত করিতে বাসনা করিয়া, নিতান্ত অযশস্কর অসাধ্য কার্য্য সাধনে সমুদ্যত হইয়াছে। কিন্তু ঐ মূঢ়মতিগণ প্রদীপ্তপাবকসন্নিহিত পতঙ্গের ন্যায় বাসুদেবের নিকটস্থ হইয়া, ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিবে না। অপ্রতিমপ্রভাব বাসুদেব ইচ্ছা-মাত্রেই করিকুলকবলোন্মুখ ক্রোধান্ধ কেশরীর ন্যায় একাকীই এই সমস্ত সমবেত দুরাত্মাদিগকে সংহার করিতে পারেন। কিন্তু ধর্ম্মাত্মা বাসুদেব কদাচ ঈদৃশ জুগুপ্সিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না।

বিদুর এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, মহাত্মা কেশব ধৃতরা-ষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে কহিতে লাগি-লেন, মহারাজ! হয় ইহারা আমারে নিগৃহীত করুক, না হয় আমি ইহাদিগকে নিগৃহীত করি, আপনি উভয় পক্ষেই অনুমোদন করুন। আমি একাকীই ইহাদিগকে শাসন

করিতে পারি; কিন্তু কদাচ এরূপ জুগুপ্সিত ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইব না। আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের অর্থলিপ্সু হইয়া, আপনাদেরই অর্থহানি করিবে; তাহাতে আমার ক্ষতি কি? ইহারা যদি এরূপ করে, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির লব্ধমনোরথ হইলেন। আমি এখনই ইহাদিগকে যাবতীয় অনুকূল সহায়বর্গ সমভিব্যাহারে নিগৃহীত করিয়া, পাণ্ডবগণ সমীপে সমর্পণ করিতে পারি। তাহা আমার দুঃসাধ্য নহে; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! আমি কখন আপনার সমক্ষে এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। অতএব এই দুর্য্যোধনের যেরূপ অভিলাষ, তাহাই হউক, তাহাতে আমার অণুমাত্র আপত্তি নাই। বরং আমি আপনার পুত্রদিগকে তাহাতে অনুমতি দিতেছি।

ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে বিদুরকে কহিলেন, রাজ্যলুব্ধ দুর্য্যোধনকে অমাত্য, মিত্র, সোদর ও অনুচরবর্গের সহিত সত্বর আনয়ন কর। যদি পুনরায় কোন রূপে তাহারে সৎপথাবলম্বী করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বিদুর বৃদ্ধরাজের নিদেশানুসারে অনিচ্ছু দুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামণ্ডপে প্রবেশিত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, দুঃশাসন ও দুর্ব্বৃত্ত ভূপালগণে পরিবেষ্টিত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, রে পাপাত্মন্! রে ক্রূরমতে! তুমি নীচকর্ম্মানুষ্ঠাননিরত পাপাত্মা সহায়গণের সহিত মিলিত হইয়া, নিদারুণ পাপকর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ? শুনিলাম, এই পাপাত্মা নরাধমগণের সাহায্যে দুষ্প্রধর্ষ বাসুদেবকে নিগৃহীত করিতে সমুদ্যত হইয়াছ। তোমার ন্যায় মূঢ় ও কুলপাংসন ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ সাধুজনবিগর্হিত অযশস্কর অসাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে দুরাগ্রহ করিতে পারে? হায়! বাসব-

সহায় দেবগণও যাঁহারে বল পূর্ব্বক আক্রমণ করিতে পারে না, তুমি চন্দ্রগ্রহণলোলুপ বালকের ন্যায় সেই কেশবকে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেছ? তুমি কি জান না, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, মানুষ ও ভুজঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রাণীই সংগ্রামে এই বাসুদেবের প্রতাপ সহ্য করিতে পারে না? তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, হস্ত দ্বারা বায়ু বা হুতাশন গ্রহণ করা যেরূপ দুষ্কর, মস্তক দ্বারা বসুধাবহন করা যেরূপ অসাধ্য, তদ্রূপ বল পূর্ব্বক বাসুদেবকে ধারণ করা কখনই সম্ভব নহে।

অন্ধরাজ এই বলিয়া নিবৃত্ত হইলে, মহামতি বিদুর রোষপরায়ণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! বানরকেশরী দ্বিবিদ সৌভপুরদ্বারে সর্ব্বপ্রযত্নে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক যাঁহারে গ্রহণ করিবার বাসনায় শিলাবর্ষণ করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারে নাই, নির্ম্মোচনপুরে ছয় সহস্র মহাসুর সর্ব্বথা যত্নপরায়ণ হইয়াও যাঁহারে পাশবদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং কামরূপ জনপদে অমিতবিক্রম নরকাসুর বহুসংখ্যক দানবগণের সহিত যত্ন করিয়াও যাঁহারে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তুমি বলপূর্ব্বক সেই বাসুদেবকে বন্ধন করিতে অভিলাষী হইতেছ? হায়! যে অসামান্যপ্রভাবসম্পন্ন পুরুষোত্তম বাল্যকালে নিশাচরী পূতনা ও বিহগবেশধারী অসুরযুগলের সংহার করিয়াছেন; যিনি গোকুলরক্ষার নিমিত্ত বামহস্তে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছেন, যিনি অনিষ্টনিরত অরিষ্ট, ধেনুক, চানূর, অশ্বরাজ প্রভৃতি মহাবল অসুর সমুদায় এবং কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ও দন্তবক্র প্রভৃতি নৃপতিদিগকে সমরানলে আহুতি প্রদান করিয়াছেন; মহাবাহু বাণ, বরুণ ও পাবকদেব যাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন; যিনি পারিজাত হরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের গর্ব্ব খর্ব্ব

করিয়াছেন; যিনি স্বয়ং সকলের বিধাতা, কিন্তু কাহার বিধেয় নহেন; যিনি সকল পৌরুষের কারণ ও ইচ্ছানুসারে অনায়াসেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন এবং যিনি একার্ণবে শয়ান হইয়া, মধুকৈটভনামা অসুরদ্বয়কে ও জন্মান্তর পরিগ্রহ পূর্ব্বক বেদবিপ্লাবক হয়গ্রীবকে সংহার করিয়াছেন, তুমি সেই অমিতবিক্রম বাসুদেবকে এপর্য্যন্ত জানিতে পারিলে না? ক্রুদ্ধভুজঙ্গমোপম প্রচণ্ডতেজোরাশি অনিন্দিতাত্মা কৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার আশায় তাঁহার সমীপস্থ হইলে, প্রদীপ্তপাবকপতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমারে অমাত্যগণের সহিত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিদুরবাক্যশ্রবণে শত্রুনিহন্তা অপ্রতিমপ্রভাব বাসুদেব ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষবিক্ষেপ সহকারে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি নিতান্ত দুর্ব্বোধ; সেই জন্যই আমারে একাকী বোধ করত পরাজয় পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে বাসনা করিতেছ; কিন্তু নিশ্চয় জানিবে যে, আমি একাকী নহি। যাবতীয় পাণ্ডব, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং আদিত্য, রুদ্র, বসু ও ঋষিগণ এই খানেই আমার সন্নিহিত আছেন। এই বলিয়া পরবীরহা বাসুদেব উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করিলেন। তখন তাঁহার তেজঃপুঞ্জ শরীর হইতে বিদ্যুৎসন্নিভ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ দেবতাগণ বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাট হইতে ব্রহ্মা, হৃদয় হইতে রুদ্রগণ; ভুজবলয় হইতে লোকপালবর্গ, এবং

বদন হইতে অগ্নি, আদিত্যগণ, বিশ্বদেব সকল, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গ, সাধ্যগণ এবং বহুসংখ্যক যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্ব প্রাদুর্ভূত হইলেন। হস্তদ্বয় হইতে বলদেব ও ধনঞ্জয় জন্ম গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণে ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পশ্চাদ্ভাগে যুধিষ্ঠির, ভীম ও মাদ্রীরপুত্রদ্বয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণ প্রচণ্ড আয়ুধ সমুদ্যত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গ, লাঙ্গল ও নন্দক প্রভৃতি প্রদীপ্ত প্রহরণ সমস্ত তদীয় ভুজপরম্পরায় শোভা পাইতে লাগিল। এবং শ্রোত্র, নেত্র, নাসারন্ধ্র ও রোমকূপ হইতে প্রখরকিরণের প্রখর কিরণসমূহের ন্যায় সধূম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল। বিশ্বমূর্ত্তি বাসুদেবের সেই ঘোররূপ নিরীক্ষণ করিয়া, ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় ও তপোধন ঋষিগণ ব্যতিরেকে আর সকলেই শঙ্কাকুল হৃদয়ে নেত্রদ্বয় নিমীলন করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ তৎকালে দ্রোণ প্রভৃতিকে দিব্য চক্ষু প্রদান করাতে, তাঁহারা ভয়রহিত হইয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! দেবগণ কুরুসভা মধ্যে বাসুদেবের সেই আশ্চর্য্য কাণ্ড সন্দর্শন করিয়া, দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে যাদব শ্রেষ্ঠ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমারে চক্ষু দান কর। আমি কেবল তোমারে দেখিতে বাসনা করি; অন্য কাহারে দেখিতে অভিলাষ নাই। অতএব আমার নয়নদ্বয় যেন পুনরার অন্তর্হিত হয়।

বাসুদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনার নেত্রদ্বয় সমুৎপন্ন হউক। অন্যে উহা দেখিতে পাইবে না।

হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বাসুদেবের বিশ্বরূপদর্শনঃ

বাসনায় নয়নদ্বয় লাভ করিলেন। রাজা ও ঋষিগণ তাঁহারে লব্ধনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং মধুসূদনের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল বিচলিত, সাগর সকল আন্দোলিত এবং সমগ্র রাজন্যবর্গ পরমবিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন পুরুষোত্তম মধুসূদন আপনার সেই বিচিত্র দিব্যমূর্ত্তি সংহরণ পূর্ব্বক ঋষিগণের অনুজ্ঞা-গ্রহণান্তে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্তধারণ করিয়া, সভা হইতে বহির্গত হইলেন। তৎকালে যে তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল, নারদপ্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ সেই অবসরে অন্তর্হিত হইয়া, স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের এইরূপ আকস্মিক অন্তর্দ্ধানও এক বিস্ময়াবহ ব্যাপার রূপে পরিণত হইল।

এদিকে কৌরবগণ বাসুদেবকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, দেবরাজের অনুগামী অমরগণের ন্যায়, তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু অমোঘাত্মা বাসুদেব তাঁহাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই, সধূম অগ্নির ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। দ্বারদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, দারুক কিঙ্কিণী-রাজিবিরাজিত, হেমজাল ও শ্বেতবর্ণ ব্যাঘ্রচর্ম্মে পরিবৃত, শৈব্য সুগ্রীবাদি অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত জলদগম্ভীরনিস্বন মহারথ লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনি দর্শনমাত্র বৃষ্ণি-গণবন্দিত মহারথ কৃতবর্ম্মার সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন।

বাসুদেব এই রূপে রথারোহণে প্রস্থানোদ্যত হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহারে পুনরায় কহিলেন, হে জনার্দ্দন! পুত্রগণের প্রতি আমার যত দূর প্রভুতা, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে; এবং কুরুগণের কল্যাণকামনায় যেরূপ যত্ন করিলাম, তাহাও বিদিত হইলে; এক্ষণে এই সমস্ত পর্য্যালো-

চনা করিয়া, আমার প্রতি আর কোন রূপেই দোষারোপ করিতে পারিবে না। হে মাধব! পাণ্ডবদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র দুরভিসন্ধি নাই; আর আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শান্তি-সংস্থাপনে সমুদ্যত হইয়া, দুর্য্যোধনকে যাহা বলিলাম, তাহা তোমার এবং যাবতীয় কুরু ও মহীপতিগণের সবিশেষ বিদিত হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহাবাহু জনার্দ্দন জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লিক ও বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কুরুসভামধ্যে যেরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইল, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন রোষভরে অশিষ্টের ন্যায় যেরূপ অনুষ্ঠানের চেষ্টা করিল এবং মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র যেরূপ আপনারে ক্ষমতাহীন বলিয়া বর্ণন করিলেন, আপনারা তৎসমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমনার্থ আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। অনন্তর তিনি সকলের অনুমতি লইয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও যুযুৎসু প্রভৃতি মহাধনু মহারথ ভরতপ্রবরগণ তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদের সমক্ষেই পিতৃস্বসার সন্দর্শনার্থ তদীয় ভবনে গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব পিতৃস্বসার ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার চরণবন্দনান্তে কুরুসভাঘটিত বৃত্তান্ত সমুদায় সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া কহিলেন, আমি ও ঋষিগণ বহুতর

হেতু ও হিতগর্ভ অনুত্তম বাক্য প্রয়োগ করিলাম; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কিছুতেই তাহা গ্রাহ্য করিল না। ইহাতেই বোধ হইতেছে, ঐ পাপাত্মা স্বীয় অনুগামী নরপতিগণের সহিত পরিণত ফলের ন্যায় অচিরকাল মধ্যেই নিপতিত হইবে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিদায় লইয়া, সত্বর পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিব। অতএব আদেশ করুন, তাঁহাদিগকে কি বলিতে হইবে। আপনার আদেশবাক্য শ্রবণে আমার বাসনা হইতেছে।

কুন্তী কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে কহিবে, হে পুত্র! তুমি বিস্তর ধর্ম্মহানি করিতেছ; যেরূপ বেদার্থ জ্ঞানবিহীন ব্যক্তি নিরন্তর বেদাধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি কলুষিত হয় সেইরূপ তোমার অসমীচীন বুদ্ধি শান্তিপ্রধান শ্রোত্রিয়ের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্মেরই মত রক্ষা করিতেছে। অতএব এখনও সাবধান হও; আত্মধর্ম্ম বিনষ্ট করিও না। প্রজাপতি ব্রহ্মা যেরূপ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তদনুসারেই তাহার পরিচর্য্যা কর। দেখ, তাঁহার বাহু হইতে বাহুবীর্য্যোপজীবী ক্ষত্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধাদি ক্রূর কার্য্য দ্বারা প্রজাপালনে তৎপর হইবে, ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। আমি পণ্ডিতগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুসারে একটী উদাহরণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে ধনাধিপতি বৈশ্রবণ রাজর্ষি মুচুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া, তাঁহারে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি স্বীয় বাহুবলবিজিত রাজ্য ভোগ করিতে বাসনা করি। তাহাতে কুবের যার পর নাই প্রীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্ষত্রধর্ম্মনিষ্ঠ মহীপতি মুচুকুন্দও স্বেচ্ছানুসারে বাহুবলে বসুধারাজ্য উপার্জ্জন পূর্ব্বক শাসন করিয়াছিলেন।

রাজা সুরক্ষিত প্রজার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের চতুর্থাংশ লাভ করেন। তাঁহার স্বানুষ্ঠিত ধর্ম্ম দেবত্বলাভের হেতু হয়, কিন্তু অধর্ম্মাচরণ করিলে, তাঁহার নিরয় লাভ হইয়া থাকে। তিনি সম্যক্ রূপে দণ্ডনীতি প্রয়োগ করিলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্ব ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া, অশেষ ধর্ম্ম সঞ্চয়ে সমর্থ হয়। অধিক কি, রাজা পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ রূপে স্বধর্ম্মসমুচিত নীতিসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই, সত্যযুগের আবির্ভাব হয়। হে ধর্ম্মজ্ঞ! কাল রাজার কারণ কি রাজা কালের কারণ তুমি এ সংশয় পরিত্যাগ কর। কেননা, রাজাই কালের কারণ। ধর্ম্মাধর্ম্মের তারতম্যানুসারে রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের কারণ হইয়া থাকেন। যে রাজা এই রূপে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গভাগী হন; যিনি ত্রেতাযুগের প্রবর্ত্তক, তিনি আংশিক স্বর্গভোগ করেন; যিনি দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তক, তিনি যথা সম্ভব পুণ্যফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু কলিযুগপ্রবর্ত্তয়িতা নৃপতি অত্যন্ত পাপভাগী ও অনন্তকাল নিরয়বাসী হইয়া থাকেন। রাজার দোষ সমস্ত জগতে সংক্রামিত হয় এবং সংসারের দোষও রাজাকে স্পর্শ করে। অতএব, হে বৎস! পিতৃপিতামহাগত রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা কর। তুমি যে ধর্ম্ম অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছ, উহা কখন রাজধর্ম্ম নহে। কেননা, কারুণ্য বশতঃ নিরন্তর বিক্লব বা সরল ভাবে অবস্থিত হইলে, প্রজাপালনজনিত পুণ্যলাভের সম্ভাবনা থাকে না। তুমি সম্প্রতি স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে যেরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, আমি বা পাণ্ডু বা পিতামহ কেহই তোমারে পূর্ব্বে এরূপ আশীর্ব্বাদ করি নাই। আমি প্রতিদিনই তোমার যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ু প্রার্থনা করিতাম। ব্রাহ্মণগণও

প্রত্যহ তোমার দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্রাদির প্রার্থনায় পিতৃ ও দেবলোকের উদ্দেশে স্বাহা ও স্বধা প্রদান করিতেন। দেব ও পিতৃগণও ক্ষত্রিয়তনয়দিগের নিকট দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও প্রজাপালনে আশা করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ইহা দানাদি ধর্ম্মই হউক বা না হউক, জাতিধর্ম্মানুসারে তুমি এই সকলের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু দানাদির কথা দূরে থাক, তোমরা স্বভাবতঃ সৎকুল-সম্ভূত ও বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও সম্প্রতি জীবিকাভাবে পরি-ক্লিষ্ট হইতেছ। ক্ষুধার্ত্ত মানবগণ দানপতি নরপতির আশ্রয়ে সন্তুষ্ট হৃদয়ে যে কালযাপন করে, ইহা অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? ইহ সংসারে ধার্ম্মিক ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়া, কাহারে দান দ্বারা, কাহারে বল দ্বারা, কাহারে বা মিষ্ট বাক্যে বশীভূত করিবেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন এবং শূদ্র পূর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করিবেন, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। দুরাত্মা ভিক্ষাবৃত্তি ও কৃষিব্যবসায় তোমার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; একমাত্র বাহুবীর্য্যই তোমার উপজীবিকা। অতএব, হে মহাবাহো! সাম, দান, ভেদ, দণ্ড বা বিনয় যে কোন উপায়ে শত্রুহস্তপতিত পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার কর। দেখ, তোমারে মিত্রগণের আনন্দবর্দ্ধন রূপে প্রসব করি-য়াও আমি যে পরপিণ্ডে উদরপূর্ত্তি করিতেছি, ইহা অপেক্ষা তোমার অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? অতএব রাজধর্ম্মের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। বৃথা কাপুরুষ-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বপুরুষগণের নামলোপ এবং আপনিও সোদরগণের সহিত ক্ষীণপুণ্য হইয়া, পাপময় নিরয়গতি লাভ করিও না।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে পরন্তপ! এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ বিদুলাসঞ্জয় সংবাদ নামে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অপেক্ষা অধিক হিতজনক সম্ভব হইলে, পরে কীর্ত্তন করিবে।

বিদুলা নামে এক সৎকুলসম্ভূতা দূরদর্শিনী রাজনন্দিনী ছিলেন। তিনি ক্ষত্রধর্ম্মনিরতা, কোপন ও কুটিল স্বভাব-সম্পন্না, এবং বহুতর রাজসমাজে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঐ কর্কশ প্রকৃতি রাজতনয়া স্বীয় ঔরস পুত্রকে সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শয়ান থাকিতে দেখিয়া এই বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন, রে শত্রুনন্দন! তুমি আমার পুত্র নহে; আমার গর্ব্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই এবং তোমার পিতাও তোমার জন্ম দাতা নহেন। তুমি কুলের কণ্টক স্বরূপ কোথা হইতে আসিয়াছ। তোমার পুরুষকারের লেশ মাত্র নাই; আকার, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি ক্লীবের ন্যায়; তোমারে পুরুষ বলিয়া গণনা করাই অবিধেয়। হায়! তুমি একবারেই নিরাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছ। রে দুর্ব্বুদ্ধে! যদি কল্যাণ কামনা থাকে, তাহা হইলে পুরুষোচিত ভার বহন কর। অল্পে সন্তুষ্ট থাকিয়া অপরিমেয় আত্মারে অনর্থক অবমানিত করিও না ভয় পরিহার পূর্ব্বক উৎসাহ ও অধ্যবসার সহকারে শঙ্কাকুলচিত্ত দৃঢ়ীকৃত কর। রে কাপুরুষ! পরাজিত ও অভিমান শূন্য হইয়া, বন্ধুবর্গের শোক ও শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন পূর্ব্বক এরূপে শয়ান থাকিও না; সত্বর গাত্রোত্থান কর। হায়!

ক্ষুদ্র নিম্নগা সকল অল্পজলেই পরি পূর্ণ হয়, মূষিকের অঞ্জলি অল্পদ্রব্যেই পূর্ণ হয়, কাপুরুষগণ অল্পলাভেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। রে কুলপাংশন! বরং কুপিত ভুজঙ্গের দশনোৎপাতন করিয়া, মৃত্যুমুখে নিপতিত হও; তথাপি কুক্কুরের ন্যায় কাপুরুষভাবে নিহত হইও না। জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ কর। এবং গগনচারী শ্বেনপক্ষীর ন্যায় অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, আক্রোশ বা তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া, শত্রুগণের ছিদ্র অন্বেষণ কর। কি নিমিত্ত বজ্রাহত মৃতের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছ; সত্বর গাত্রোত্থান কর; শত্রুহস্তে পরাজিত হইয়া, নিদ্রিত হইও না। তুমি অস্তগত না হইয়া, পুরুষকার দ্বারা সর্ব্বত্র বিখ্যাত হও। মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় ভেদ ও নীচ উপায় দান এই সকল উপায় অবলম্বনে মানস করিও না। উত্তম উপায় দণ্ড প্রয়োগ করিবার চেষ্টা কর, তিন্দুক কাষ্ঠের অলাতের ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে প্রজ্জ্বলিত হও; জীবিতাশী হইয়া, জ্বালাশূন্য তুষাগ্নির ন্যায় অবসাদ ধূমে আচ্ছন্ন হইও না, চিরকাল ধূমায়িত থাকা অপেক্ষা মুহূর্ত্তমাত্রও প্রজ্জ্বলিত হওয়া শ্রেয়ঃ। কোন ভূপতির গৃহে যেন নিতান্ত উগ্র বা নিতান্ত মৃদুপুত্র জন্ম গ্রহণ না করে। রণকোবিদ বীরপুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে গমন করিয়া, মানুষসাধ্য যাবতীয় উৎকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক ধর্ম্মের নিকট অঋণী হন, এবং আত্ম প্রসাদ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ লাভ বা অলাভ কিছুতেই সন্তপ্ত হন না; ধনলালসা পরিহার পূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন বলসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব, হে পুত্র! হয় বাহুবীর্য্য প্রদর্শন কর, না হয় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্ম্মে আস্থা শূন্য হইয়া, বৃথা জীবনভার বহনের প্রয়োজন কি? হে ক্লীব! তোমার ইষ্টাপূর্ত্ত, কীর্ত্তিকলাপ ও ভোগ মুল

রাজ্যৈশ্বর্য্য সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়াছে। তবে আর কি জন্য বৃথা জীবন ধারণ করিতেছ? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার পতন-সময়েও শত্রুজঙ্ঘা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার সহিত নিপতিত হইবে; ছিন্নমূল হইলেও ভগ্নোদ্যম বা বিষণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। অতএব মহাপ্রাণ ঘোটকগণের দৃষ্টান্তানুসারে বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ভার বহন এবং পুরুষকার, সত্ব ও অভিমান অবলম্বন কর। এই কুল তোমার নিমিত্তই অবসন্ন হইয়াছে; অতএব তুমিই ইহার উদ্ধার কর।

লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্র জল্পিত না হয়, সে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুরই মধ্যে গণনীয় নহে; তাহার জন্ম কেবল লোকসংখ্যাবর্দ্ধনের নিমিত্ত। দান, সত্য, তপস্যা, বিদ্যা ও অর্থ লাভ বিষয়ে যাহার যশ উদ্‌ঘোষিত না হয়, সে জননীর বিষ্ঠা স্বরূপ। যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি ও বিক্রম প্রভৃতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে পারে, সেই যথার্থ পুরুষ। হে পুত্র! মূর্খ ও কাপুরুষের ন্যায় অযশস্কর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। বন্ধুগণ লোকের অবজ্ঞাস্পদ, গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, নীচাশয়, হীনবীর্য্য ও শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধন ব্যক্তিরে প্রাপ্ত হইয়া, কদাচ সুখী হয় না।

বোধ হইতেছে, আমাদিগকে স্থানভ্রষ্ট, রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত, সর্ব্বকামবিবর্জ্জিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া, জীবিকাভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি কুলনাশক ও অসদৃশ ব্যবহারসম্পন্ন; তোমারে উদরে স্থান প্রদান করিয়া, আমি কলির জননী বলিয়া জনসমাজে বিখ্যাত হইয়াছি। হায়! আমার ন্যায় কোন কামিনী যেন এরূপ ক্রোধশূন্য উৎসাহশূন্য বীর্য্যশূন্য পুত্র প্রসব না করে। হে বৎস! আর ধূমায়িত হইও না; প্রজ্বলিত হইয়া

শত্রু সংহার কর। অরাতিগণের মস্তকোপরি ক্ষণমাত্রও প্রজ্বলিত হওয়া শ্রেয়। রোষপর ক্ষমাহীন ব্যক্তিই যথার্থ পুরুষ; যাহার ক্ষমা ও ক্রোধ নাই; সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। সন্তোষ, দয়া, শত্রুগণের বিরুদ্ধে অনুত্থান ও ভয় শ্রীবিনাশ করে; নিরীহ লোকের কদাচ মহত্ত্ব লাভ হয় না। অতএব এক্ষণে তুমি আত্মারে পরাভবদোষে পরিত্রাণ করিয়া, পুনরায় স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হও। এবং হৃদয়কে লৌহতুল্য করিয়া, সম্পত্তিলাভের চেষ্টা কর।" প্রজাপালন প্রভৃতি গুরুতর কার্য্যভার বহনে সমর্থ বলিয়াই লোকের নাম পুরুষ হইয়াছে। যে ব্যক্তি স্ত্রীবৎ ব্যবহার করত জীবনধারণ করে, তাহার পুরুষনাম নিরর্থক। সিংহের ন্যায় বিক্রান্ত শূরবীর মহাশয় ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, তদীয় অধিকারস্থ প্রজাগণ হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করে। যে বিচক্ষণ ভূপতি আপনার সুখপরিহার পূর্ব্বক রাজলক্ষ্মীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, তিনি অচিরাৎ বন্ধুবান্ধবগণের আনন্দ উৎপাদন করেন।

সঞ্জয় কহিলেন, মাতঃ! আমি তোমার নেত্রপথের অন্তর্হিত হইলে, তোমার আভরণ, ভোগসুখ, সমগ্র পৃথিবী বা জীবনে প্রয়োজন কি?

বিদুলা কহিলেন, বৎস! আমার অভিলাষ এই যে, তোমার শত্রুগণ অনাদৃত ব্যক্তিদিগের ও মিত্রগণ আদৃত ব্যক্তি সকলের প্রাপ্যলোক লাভ করুক। তুমি ভৃত্যগণপরিবর্জ্জিত পরপিণ্ডোপজীবী দীনসত্ত্ব হীনগণের বৃত্তি অনুবর্ত্তন করিও না। যেমন প্রাণিগণ জলধরের ও দেবগণ দেবরাজের অনুজীবী হন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও সুহৃদ্‌গণ তোমার আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করুন।প্রাণিগণ পরিণতফলসম্পন্ন মহীরুহের ন্যায় যাঁহারে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, তাঁহারই জীবন সার্থক। যে ব্যক্তি আপনার বাহুবলেই জীবন যাপন করে,

সে ইহলোকে বিপুল কীর্ত্তি ও পরলোকে সদ্‌গতি লাভে সমর্থ হয়।

চতুস্ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বিদুলা কহিলেন,'হে বৎস! যদি ঈদৃশী দুরবস্থা সময়ে পুরুষকার পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে, অচিরাৎ হীনজন-সেবিত নীচমার্গে পদার্পণ করিতে হইবে। যে ক্ষত্রিয় বৃথা জীবিতাশায় সাধ্যানুসারে বিক্রম সহকারে তেজঃ প্রদর্শন না করে, পণ্ডিতেরা তাহারে চৌর্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হায়! যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তির ঔষধ রুচিকর হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্বার্থসম্পন্ন, যুক্তি ও গুণভূয়িষ্ঠ সুভাষিত সকল তোমার মনোনীত হইতেছে না। সিন্ধুরাজ সহায়সম্পন্ন বটেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহেন। দৌর্ব্বল্য ও উপায়পরিজ্ঞান অভাবে তাহারা আত্মপরিত্রাণে অসমর্থ হইয়া, নিরন্তর তাঁহার ব্যসন প্রতীক্ষা করিতেছে। তদ্‌ভিন্ন তাঁহার প্রকাশ্য শত্রুগণ তোমার পুরুষকার দেখিলে, যত্ন-সহকারে স্ব স্ব সহায় সম্পত্তি সংবর্দ্ধিত করত তোমার সহিত উহার প্রতিকূলে সমুত্থিত হইবে। অতএব তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, শত্রুর ব্যসন অপেক্ষা করত গিরিদুর্গ আশ্রয় কর। সিন্ধুরাজকে অজয় বা অমর ভাবিয়া চেষ্টাশূন্য হইও না। হে বৎস! তোমার নামমাত্র সঞ্জয়, কিন্তু তোমাতে জয়ের কার্য্য কিছুমাত্র নাই। এই জন্যই বলিতেছি, আপনার নাম সার্থক কর। এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ তোমার বাল্যাবস্থায় বলিয়াছিলেন, এই বালক প্রথমতঃ মহাদুঃখে নিপতিত

হইবে; পরিণামে বিপুল সমৃদ্ধি লাভ করিবে। অদ্য তাঁহার বাক্য স্মরণ করিয়াই আমি তোমার বিজয়সম্ভাবনায় এরূপ আগ্রহ সহকারে উত্তেজিত করিতেছি। আমি নিশ্চয় জানি, যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থ নীতি অনুসারে কার্য্য করে এবং অন্যান্য লোকেও যাহার অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করে, তাহার মনোরথ পূর্ণ হয়, সন্দেহ নাই। হে সঞ্জয়! সঞ্চিত বিষয়ের ক্ষয় হউক, বা বৃদ্ধিই হউক, কিছুতেই নিবৃত্ত হইব না, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, যুদ্ধে মনোনিবেশ কর; এক বারেই উহা পরিত্যাগ করিও না। মহর্ষি শম্বর বলিয়াছেন, যে অবস্থায় অন্নের নিমিত্ত প্রতিদিন লালায়িত হইতে হয়, তাহা অপেক্ষা পাপময়ী অবস্থা আর নাই। তিনি ঐরূপ অবস্থাকে পতিপুত্রনিধন অপেক্ষাও সমধিক কষ্টজনক বলিয়াছেন। ফলতঃ, দারিদ্র্যদুঃখ মরণের অন্যতর নাম। দেখ, আমি মহাকুলপ্রসূতা; হ্রদ হইতে হ্রদান্তরগতার ন্যায় শ্বশুরকুলে আসিয়া, সকলের কর্ত্রীপদ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং স্বামীর বহুমানভাগিনী ছিলাম। পূর্ব্বে সুহৃদ্‌বর্গ আমারে মহামূল্য মাল্য, অলঙ্কার ও গন্ধানুলেপ বিভূষিত শরীরে সর্ব্বদা হর্ষসম্পন্ন অবলোকন করিতেন; এক্ষণে তাঁহারা আমারে দারুণ দুর্দ্দশাগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন। হে সঞ্জয়! তুমি যখন আমারে ও তোমার ভার্য্যাকে দীনহীনা ও দুর্ব্বলা অবলোকন করিবে, তখন তোমার জীবনধারণের ইচ্ছা বিনষ্ট হইবে। আর দাসদাসী আচার্য্য প্রভৃতি সকলেই জীবিকাভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, তোমার জীবিতপ্রয়োজনও পর্য্যবসিত হইবে। আমি যদি তোমারে পূর্ব্বের ন্যায় যশ ও গৌরবজনক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে না দেখি, তাহা হইলে আমারই বা হৃদয় কি রূপে শান্তি লাভ করিতে পারে? কোন ব্রাহ্মণ আমার

নিকট যাচ্ঞা করিলে, তাঁহারে নাই এই বাক্য বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। পূর্ব্বে আমি বা আমার স্বামী কাহারও মুখ হইতে ‘নাই’ এই বাক্য বিনির্গত হয় নাই। আমরা সকলেরই আশ্রয় ছিলাম, কিন্তু কাহারেও আশ্রয় করি নাই। অতএব এক্ষণে পরের আশ্রয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। অতএব এক্ষণে তুমিই প্লবস্বরূপ আমাদিগকে এই অপার দুঃখ ও বিপদ্‌পারাবার হইতে উত্তীর্ণ কর। তজ্জন্য তোমারে যদি অস্থানে অবস্থিত ও ঘোরতর সংকটে পতিত হইতে হয়, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। অধিক কি, আমাদের মৃতদেহে জীবন সঞ্চার কর। যদি জীবনধারণের বাসনা থাকে, তাহা হইলে শত্রুপরাজয়ে সচেষ্ট হও; অন্যথা, এরূপ ক্লীববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চিরকাল নির্ব্বিণ্ণ ও ভগ্নমনা হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার জীবন ত্যাগই শ্রেয়ঃ। শৌর্য্যশালী ব্যক্তি একমাত্র শত্রু পরাজয় করিয়াই, প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। দেখ, দেবরাজ একমাত্র বৃত্রাসুর-বধ নিবন্ধন মহেন্দ্রনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং সমস্ত দেব-গণের প্রভু হইয়া, সর্ব্বলোকের আধিরাজ্য গ্রহণ করিয়া-ছেন। উৎসাহসম্পন্ন বীরপুরুষ সমরে আত্মনাম প্রখ্যাপন পূর্ব্বক শত্রুদিগকে আহ্বান করিয়া, যুদ্ধবিক্রমে তাহাদের সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবিত বা প্রধান সৈনিক পুরুষের সংহার পূর্ব্বক যশ লাভ করিতে পারিলেই, অন্যান্য অরাতিগণ ভয়োদ্‌বিগ্ন হইয়া, আপনা হইতেই অবনত হয়। কিন্তু কাপু-রুষগণ স্বয়ং অবসন্ন হইয়া, আত্মত্যাগসমুদ্যত বীর পুরু-ষকেও সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধকাম করে। সাহসসম্পন্ন সাধুগণ, রাজ্য বা জীবনই বিনষ্ট হউক, প্রাপ্ত শত্রুকে নিঃশেষিত না করিয়া ক্ষান্ত হন না। অতএব, হে বৎস! একমাত্র বিক্রম

প্রভাবেই স্বর্গদ্বার বা অমৃত সদৃশ রাজ্যপদ লব্ধ হইতে পারে, ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রজ্বলিত অলাতদণ্ডের ন্যায় শত্রুচক্রে নিপতিত হও। এবং শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপাদন কর। আমি যেন তোমারে শোকাকুল সুহৃদ্ ও হর্ষাবিষ্ট শত্রুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, নিতান্ত কাতর ও দীনহীনের ন্যায় রোদন করিতে না দেখি। হে বৎস! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে সৌবীরকামিনীদিগের শ্লাঘা ও প্রমোদ লাভ কর; অবসন্ন হইয়া সৈন্ধব রমণীগণের বশ-গামী হইও না। তোমার ন্যায় রূপ, গুণ, বিদ্যা, কুল, যশ ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন যুবা পুরুষ বৃষভের ন্যায় অন্যের আজ্ঞাবহ হইয়া, জুগুপ্সিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার আর মরণের অপেক্ষা কি? আমিও তোমারে দীনবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করিতে দেখিলে, শান্তিলাভ করিতে পারিব না। আর অন্যের পৃষ্ঠচর নরাধম পুরুষ কোন কালেও এই বংশে জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব অন্যের অনুবর্ত্তন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করা তোমার উচিত নহে।

বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চিরপ্রসিদ্ধ চিরন্তন ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং পূর্ব্বাপর পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে যেরূপ উল্লেখ করেন, তৎসমস্ত আমার বিদিত আছে। যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয়, প্রাণভয়ে শত্রুর নিকট অবনত হওয়া তাহার কর্ত্তব্য নহে। উদ্যম সাক্ষাৎ পুরুষকার; অত-এব সর্ব্বদা উদ্যোগী হইবে; কদাচ অবনত হইবে না। অকাণ্ডে মৃত হওয়া শ্রেয়, তথাপি অবনতি স্বীকার করা বিধেয় নহে। মহাত্মা বীরপুরুষ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিবেন; কেবল ধর্ম্মানুরোধে ব্রাহ্মণের নিকট অবনত হইবেন; এবং বলপূর্ব্বক অন্যান্য বর্ণের বশ্যতা সাধন ও দুষ্কার্য্য নিবারণ

করিবেন। তাহাতে সহায়সম্পন্ন বা নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেও চিরজীবন সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

পঞ্চত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

তখন সঞ্জয় কহিলেন, হে অকরুণে! হে বীরাভিমানিনি জননি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাতা তোমার হৃদয় লৌহময় করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়দিগের আচার ব্যবহার কি বিচিত্র! আমি তোমার একমাত্র পুত্র; তথাপি তুমি পরমাতার ন্যায় আমারে কঠোর বাক্যশল্যে বিদ্ধ এবং সমরকবলে নিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমারে যদি দেখিতে না পাও, তাহা হইলে, সমগ্র পৃথিবী, আভরণ, ভোগসুখ বা জীবনে তোমার প্রয়োজন কি?

বিদুলা কহিলেন, বৎস! ধর্ম্ম ও অর্থের উদ্দেশেই মনুষ্যের সকল কার্য্য আরব্ধ হয়। আমি সেই ধর্ম্মার্থ লক্ষ্য করিয়াই তোমারে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছি। দেখ, তোমার পরাক্রমপ্রদর্শনের এই সমুচিত অবসর উপস্থিত; এ সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ হইলে, তুমি লোকসমাজে অবমানিত হইয়া, আমার অতিমাত্র অনিষ্ট করিবে। তোমার আর অর্থসম্পত্তি বা খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবনা থাকিবে না। তোমার অযশ দর্শনেও যদি তোমারে স্নেহ বশতঃ নিবারণ না করি, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত স্নেহের কার্য্য হইবে না। পণ্ডিতেরা এরূপ স্নেহকে সামর্থ ও হেতুশূন্য গর্দ্দভীবাৎসল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব তুমি

মূঢ়গণাচরিত সাধুবিগর্হিত পথ পরিহার কর। দেখ, এই পৃথিবীতে অনেকেই অবিদ্যাতিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; তুমি সেই অবিদ্যার হস্ত অতিক্রম পূর্ব্বক সদাচার অবলম্বন কর; তাহা হইলেই আমার প্রীতিভাজন হইবে। যে ব্যক্তি উক্ত রূপ সদ্‌বৃত্তসম্পন্ন সুবিনীত পুত্র পৌত্রাদির প্রতি প্রীতিমান্ হয়, তাহার প্রীতিই যথার্থ; নতুবা যে ব্যক্তি উদ্যোগ ও বিনয়শূন্য পুত্রের প্রতি প্রীতি করেন, তাঁহার পুত্রফল এক বারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। যে সকল নরাধম মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্‌মুখ এবং গর্হিত কার্য্যের পরতন্ত্র, তাহারা কোন লোকেই সুখ লাভ করে না। ফলতঃ, যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্তই ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছে। শত্রুজয় বা আত্মবিনাশ, উভয়থাই ক্ষত্রিয়ের ইন্দ্রলোক লাভ হয়। শত্রুদিগকে বশীভূত রাখিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যে সুখ সমৃদ্ধি লাভ করে, ইন্দ্রলোকেও তাহা সংঘটিত হয় না। মনস্বী ব্যক্তি শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, রোষানলে দহ্যমান ও জিগীষাপরবশ হইয়া, আত্মবিসর্জ্জন বা শত্রুসংহার উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করেন, অন্যথা তাঁহার হৃদয়ে শান্তিসঞ্চার হয় না। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ স্বল্প বিভব অপ্রিয় জ্ঞান করেন; কিন্তু স্বল্প ঐশ্বর্য্য যাহার প্রিয় হয়, সে তদ্দারা অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রিয় বস্তুর অসদ্‌ভাবে কখন কল্যাণ লাভ হয় না; প্রত্যুত সাগরগামিনী জাহ্নবীর ন্যায় শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, জননি! পুত্রের প্রতি তোমার এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; তুমি জড় ও মূকের ন্যায় হইয়া, করুণা প্রদর্শন কর।

বিদুলা কহিলেন, বৎস! তোমার বাক্য শুনিয়া, আমি পরম প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি আমারে জননীর কর্ত্তব্য

কার্য্যে নিয়োজিত করিতেছ ; আমিও তজ্জন্য তোমারে কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপরোধ করিতেছি। হে বৎস! তুমি যখন সমুদায় সৈন্ধবকুল নির্ম্মূল করিয়া, সম্পূর্ণ জয় লাভ করিবে, তখনই তোমারে সমাদর করিব।

সঞ্জয় কহিলেন, জননি! আমি ধন ও সহায়বিহীন হইয়া, কি রূপে জয় লাভ করিব? আমি স্বীয় দুরবস্থা চিন্তা করিয়া, তদ্বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়াছি। দুষ্কর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার রাজ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় এক বারেই নিবৃত্ত হইয়াছে। অত-এব যদি আমার সিদ্ধিলাভের কোন উপায় থাকে, বলুন, আমি তদনুসারে আপনার অনুশাসন প্রতিপালন করি।

বিদুলা কহিলেন, সিদ্ধি লাভ হইবে না পূর্ব্বেই এইরূপ চিন্তা করিয়া আত্মারে অবমাননা করা উচিত নহে। কেন না, ঘটনাক্রমে অসিদ্ধ অর্থও লব্ধ হইতে পারে, আবার উপস্থিত বিষয়েও বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিলে, অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হয়। অজ্ঞান বশতঃ রোষ-মাত্র আশ্রয় করিয়াই কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম-মাত্রেরই ফলসিদ্ধির অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ অনিশ্চয়ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়াও, কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহার অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা ও অস-ম্ভাবনা উভয়ই হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনিশ্চিত বোধে এক বারেই বিরত হয়, সে কোন কালেও সিদ্ধমনো-রথ হইতে পারে না। ফলতঃ চেষ্টাশূন্য হইলে, অসিদ্ধি-রূপ একমাত্র গুণ, আর চেষ্টা করিলে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি রূপ উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে। অধিক কি, কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে অনিশ্চয়ত্ব সম্ভাবনা করিয়া ভগ্নোদ্যম হইলে, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি

উভয়ই প্রতিকূলবর্ত্তিনী হয়; অতএব সিদ্ধিলাভ নিশ্চয় ভাবিয়া, অব্যাকুল হৃদয়ে উদ্যম সহকারে সর্ব্ব কার্য্যে তৎ-পর হওয়া কর্ত্তব্য।

যে ধীমান্ নরপতি দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের আরাধনা এবং স্বস্ত্যয়নাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অভীষ্টলাভের যত্ন করেন, তিনি অবশ্যই লব্ধমনোরথ হন। পূর্ব্বদিক যেরূপ প্রভাকরকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কগামিনী হন। হে সঞ্জয়! আমি উপদেশার্থ যে সকল নিদর্শন, উপায় ও উৎসাহ বর্দ্ধন বাক্য প্রয়োগ করি-লাম, তোমারে তাহার অনুরূপ দেখিতেছি। অতএব তুমি পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রযত্নে অভিপ্রেত পুরুষার্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। তুমি যত্নপরায়ণ হইয়া, ক্রুদ্ধ, লুব্ধ, ক্ষীণ, অবমানিত, গর্ব্বিত ও স্পর্দ্ধাশীল ব্যক্তিদিগকে বশী-ভূত কর এবং অগ্রিম ধনদান করিয়া, সকলের প্রিয়বাদ ও কল্যাণ সাধনে সমুদ্যত হও। তাহা হইলে, প্রচণ্ডবেগ পবন যেরূপ ঘনতর ঘনঘটা ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি শত্রুদিগকে নির্ভিন্ন করিতে পারিবে এবং সকলের অগ্র-বর্ত্তী ও প্রীতিভাজন হইবে।

যে শত্রু জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে সমুদ্যত হয়, সে গৃহাগত সর্পের ন্যায় নিতান্ত উদ্বেগজনক। পরাক্রান্ত শত্রুরে বশীভূত করা অসাধ্য হইলে, দূত দ্বারা তাহার নিকট সন্ধি বা দানের কথা উত্থাপন করিবে। ফলতঃ, তাহাতেই সে বশীভূত হইবে। এই রূপে লব্ধাস্পদ হইলে, ধনবৃদ্ধি হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। মিত্রগণ ধনবানের পূজা ও আশ্রয় গ্রহণ এবং ধনহীন ব্যক্তিরে পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা ধনহীনের নিকট আশ্বাসবদ্ধ হইতে সাহসী হন না এবং তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি শত্রুরে সহায়

করিয়া, বিশ্বাসবদ্ধ হয়, তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

—।০।—

ষটত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

হে বৎস! কোনপ্রকার আপদেই রাজার ভীত হওয়া উচিত নহে। অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হইলেও, বাহ্যে প্রকাশ করিবেন না। তাহা হইলে, রাজ্য, অমাত্য, বল প্রভৃতি সকলেই ভীত হইয়া, সমুদায় পৃথিবী ভেদ করিবে; কেহ কেহ শত্রুর শরণাপন্ন হইবে; কেহ কেহ পরিত্যাগ করিবে এবং যাহারা পূর্ব্বে অবমানিত হইয়াছিল, তাহারা প্রহার করিতে সমুৎসুক হইবে। যাহারা অত্যন্ত সুহৃৎ, তাহারাই কেবল উপাসনা করে; অথবা বদ্ধবৎসা ধেনুর ন্যায় অশক্তিবশতঃ কেবল কল্যাণ কামনা করে; অতএব প্রভু শোকার্ত্ত হইলে শোক করিয়া থাকে। তোমার পূর্ব্বপূজিত সুহৃদ্গণ এখনও বিদ্যমান আছেন; তাঁহারা কায়মনোবাক্যে তোমার রাজ্যরক্ষার বাসনা করেন। তুমি তাঁহাদিগকে ভয়ব্যাকুল করিও না; তাঁহারা যেন তোমারে শঙ্কিত দেখিয়া, পরিত্যাগ না করেন।

হে বৎস! আমি তোমার পৌরুষ, প্রভাব ও বুদ্ধি পরীক্ষা এবং আশ্বাস বিধান ও তেজোবৃদ্ধির নিমিত্তই এইরূপ বলিলাম। যদি এই সকল তোমার বোধগম্য ও যথার্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে ধৈর্য্য সহকারে জয়ার্থ সমুত্থিত হও। হে সঞ্জয়! তোমার অবিদিত আমাদের অতিবিস্তীর্ণ ধনাগার আছে; আমি ভিন্ন আর কেহই

উহা অবগত নহে; আমি তোমারে তাহা প্রদান করিব। এতদ্ভিন্ন তোমার শত শত সুখদুঃখসহ অপরাঙ্মুখ বান্ধবও বিদ্যমান আছেন। ঐরূপ সুহৃদ্গণ কল্যাণ ও ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পুরুষের সহায় ও সচিব স্বরূপ।

বিদুলার পুত্র স্বভাবতঃ স্বল্পচেতা ছিলেন; তথাপি জননীর এইরূপ বিচিত্রপদসমন্বিত মনোহর বাক্য শ্রবণে ভয় ও অবসাদ পরিহার করিলেন। তখন তিনি তাঁহারে কহিলেন, জননি! আপনি যখন আমার ভাবী কল্যাণ প্রদর্শন করিতেছেন, তখন আমি হয় জলমগ্ন পৃথিবীর ন্যায় পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার, না হয় সমরে প্রাণত্যাগ করিব। আমি কেবল তোমার অন্যান্য অনুশাসনবাক্য শ্রবণার্থই নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম। ফলতঃ, সুদুর্লভ অমৃত পানে যেরূপ তৃপ্তির শেষ হয় না, সেইরূপ আপনার সুমধুর বাক্যরসাস্বাদনের বলবতী আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়াতেই, আমি মৌনাবলম্বন করিয়াছিলাম। এক্ষণে শত্রুশাসন ও বিজয়লাভের নিমিত্ত উদ্যোগপরায়ণ হইলাম।

কুন্তী কহিলেন, সঞ্জয় স্বীয় জননীর সুতীক্ষ বাক্যশায়কে বিদ্ধ ও সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার অনুশাসনের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজা শত্রুপীড়িত ও অবসন্ন হইলে, অমাত্য অরাতিদলদলনের অনুত্তম উপায় স্বরূপ এই তেজোবর্দ্ধন উপাখ্যান তাঁহারে শ্রবণ করাইবেন। বিজিগীষু ব্যক্তি এই জয়নামক ইতিহাস শ্রবণ করিবেন। ইহা এক বার মাত্র শ্রবণ করিলে, অচিরাৎ পৃথিবী জয় ও শত্রু সংহার করিতে পারা যায়। অধিক কি, গর্ব্ভিণী রমণী বীরপুত্র প্রসবের কারণভূত ও পুংসবন স্বরূপ এই রমণীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, শূরবীর পুত্র প্রসব করেন,

সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়কামিনী সমাহিত হইয়া, ইহা শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই বিদ্যাবীর, দানবীর, তপস্যাবীর, ব্রাহ্মী-শোভাসমন্বিত, সাধুগণসম্মত, পরমতেজস্বী, মহাবল, মহা-ভাগ, মহারথ, ধৃতিমান্, দুর্দ্ধর্ষ, সর্ব্ববিজয়ী, অপরাজেয়, অসাধুগণের শাস্তা, ধার্ম্মিকগণের রক্ষাকর্ত্তা সত্যবিক্রম বীর-তনয়ের জননী হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে কেশব! তুমি অর্জ্জুনকে আমার নাম করিয়া বলিবে, হে বৎস! আমি তোমারে প্রসব করিয়া আশ্রম সন্নিধানে নারীগণ মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময়ে আকাশ হইতে এই দৈববাণী সমুত্থিত হইল, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়। ইনি যশে স্বর্গমণ্ডল স্পর্শ করিয়া, ভীমসেনসহায়ে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় ও সমুদায় লোক প্রমথিত করিবেন এবং বাসুদে-বের সহায়তায় সংগ্রামে কৌরবকুল নির্ম্মূল করিয়া, অপ-হৃত পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, মহাযজ্ঞত্রয় অনুষ্ঠান করিবেন।" হে দাশার্হ! সেই সত্যসন্ধ সব্যসাচীর বল কেবল তুমিই অবগত আছ। যে প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, তাহা যেন সফল হয়। যদি ধর্ম্ম থাকেন, তাহা হইলে সেই দৈববাণী সম্পূর্ণ হইবে। তুমিই সমুদায় সম্পাদন করিবে। আমি দৈববাণীর প্রতি দোষা-রোপ করিতে পারি না। ধর্ম্মকে নমস্কার করি; ধর্ম্মই প্রজাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন।

তুমি নিত্যোদ্যোগী বৃকোদরকে এই কথা বলিবে, ক্ষত্রিয়পত্নীরা যে জন্য সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় সমাগত হইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ বৈর প্রাপ্ত হইয়া, কখনই অবসন্ন হন না। হে মাধব! ভীমের বুদ্ধি তোমার বিশেষরূপ বিদিত আছে; তিনি যে পর্য্যন্ত অরাতিদল দলন করিতে না পারেন, তাবৎ শান্তিলাভে সমর্থ হন না।

হে কেশব! তুমি পাণ্ডুর পুত্রবধূ সর্ব্বধর্ম্মের বিশেষজ্ঞ যশস্বিনী কৃষ্ণারে এইরূপ কহিবে, হে সৎকুলসম্ভূতে! হে মহাভাগে! হে মনস্বিনি! তুমি যে আমার পুত্রগণের প্রতি সাধ্বীসমুচিত ব্যবহার করিতেছ, তাহা তোমার উপযুক্ত হইতেছে।

হে পুরুষোত্তম! মাদ্রীর পুত্রদ্বয়কে কহিবে, বৎস নকুল! বৎস সহদেব! তোমরা ক্ষত্রধর্ম্মের অনুগত; অতএব প্রাণপণে বিক্রমার্জ্জিত ভোগসুখের প্রার্থনা কর। বিক্রমলব্ধ অর্থই ক্ষত্রধর্ম্মোপজীবীদিগের প্রীতিকর হয়। দেখ, তোমরা ধর্ম্মের উন্নতি করিয়া থাক; অতএব তোমাদের সমক্ষে যে দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে পারে? তোমাদের যে রাজ্য অপহৃত হইয়াছে এবং তোমরা যে দ্যূতে পরাজিত ও বিবাসিত হইয়াছ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখ নাই; কিন্তু সেই পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া যে সভামধ্যে রোদন করিতে করিতে দুরাত্মাদিগের কটূক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই আমার মর্ম্মপীড়া সমুদ্ভাবন করিতেছে। ক্ষত্রধর্ম্মশালিনী দ্রৌপদী নাথবতী হইয়াও যে তৎকালে অনাথা হইয়াছিলেন, তাহাই আমার অধিক দুঃখের কারণ।

হে মহাবাহু! তুমি সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে কহিবে, হে বীর! তুমি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত পথে বিচরণ কর। হে

মাধব! ভীমার্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণকেও সংহার করিতে পারেন, ইহা তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের সহধর্ম্মিণী দ্রুপদনন্দিনী যে সভামধ্যে আগমন করিয়াছিলেন এবং সেই স্থানেই দুঃশাসন যে কৌরবগণসমক্ষে ভীমসেনকে কটূক্তি করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের অপমানের বিষয় আর কি হইতে পারে?

হে বৎস! তুমি আমার পুত্রদিগকে পুনরায় এই সকল স্মরণ করিয়া দিয়া, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাঁহার পুত্রদিগকে কুশল জিজ্ঞাসা এবং আমার কুশলবার্ত্তা প্রদান করিবে। এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; আমার পুত্রদিগকে প্রতিপালন করিও।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু কেশব কুন্তীকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণানন্তর মৃগেন্দ্রগমনে তদীয় বাসভবন হইতে বিনির্গত হইয়া, ভীষ্মাদি কুরুপুঙ্গবদিগকে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণকে রথারূঢ় করিয়া, সাত্যকি সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। বাসুদেব প্রস্থান করিলে, কৌরবগণ নির্জ্জনে সমাগত হইয়া, পরস্পর তদীয় আশ্চর্য্য কার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, সমুদায় পৃথিবীই মোহাচ্ছন্ন ও মৃত্যুকবলের বশীভূত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের মূর্খতাদোষে এই রাজ্য বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই।

এদিকে যদুকুলনন্দন যশোদানন্দন শৌরি নগরবিনিষ্ক্রমণ পূর্ব্বক বহুক্ষণ কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিলেন। পরে তাঁহারে বিদায় প্রদান পূর্ব্বক মহাবেগে সত্বর অশ্বদিগকে চালাইয়া দিলেন। মন ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী তদীয় বাহনগণ দারুক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া, আকাশ স্পর্শ করত ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল এবং দ্রুতগামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায় মুহূর্ত্তমধ্যে

বহুপথ অতিক্রম পূর্ব্বক তাঁহারে উপপ্লব্যনগরে সত্বর সমুপ-স্থিত করিল।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবী কুন্তী কৃষ্ণকে যে সকল কথা বলিলেন, ভীষ্ম ও দ্রোণ তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া, শাসনা-তিবর্ত্তী দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে পুরুষশার্দ্দূল! কুন্তী কেশবসন্নিধানে যে সকল ধর্ম্মার্থসম্পন্ন অনুত্তম উগ্র বাক্য প্রয়োগ করিলেন, তাহা কি তুমি শ্রবণ করিলে? বাসুদে-বের প্রিয়পাত্র তদীয় পুত্রগণ জননীর আদেশবাক্য অবশ্যই প্রতিপালন করিবেন। তাঁহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন,বলিয়াই অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে রাজ্যলাভ ব্যতিরেকে কদাচ শান্ত হইবেন না। তুমি সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে ক্লেশ দিয়াছ, শুদ্ধ ধর্ম্মভয়ে তাঁহারা তাহা সহ্য করিয়াছেন; কিন্তু অধুনা সে ধর্ম্মভয় নাই। কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, দৃঢ়নিশ্চয় বৃকোদর, ধনুঃপ্রধান গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীরদ্বয়, কপিধ্বজ রথ, অসামান্যবলসম্পন্ন নকুল ও সহদেব এবং অকুণ্ঠিতশক্তি বাসুদেবকে সহায় লাভ করিয়া, যুধিষ্ঠির কোন ক্রমেই ক্ষমা করিবেন না। হে মহাবাহো! মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে বিরাটনগরে একাকীই যে আমাদিগকে পরাজয় করেন, তাহা তোমার অবিদিত নাই। এতদ্ব্যতীত নিবাতকবচ প্রভৃতি দানবগণ তদীয় প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে। ঘোষ-যাত্রাসময়েও তোমরা সকলে অর্জ্জুনেরই বাহুবলে গন্ধর্ব্ব-হস্তে পরিত্রাণ পাইয়াছ। এই সমস্ত ব্যাপারই তাঁহার

পরাক্রমের পর্য্যাপ্ত নিদর্শন। অতএব ভ্রাতৃগণে পরিবারিত হইয়া, পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি ও কৃতান্তের দশনপতিত এই পৃথিবীর উদ্ধার কর। দেখ, যুধিষ্ঠির তোমার জ্যেষ্ঠ, ধর্ম্মশীল, প্রিয়ংবদ ও পণ্ডিত; অতএব পাপবুদ্ধি পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। যুধিষ্ঠির তোমারে বিগতশরাসন, শান্তমূর্ত্তি ও শান্তভ্রূকুটি নিরীক্ষণ করিলেই কুরুকুল রক্ষা পায়। অতএব তুমি অমাত্যসমেত যুধিষ্ঠিরের সমীপস্থ হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায় অভিবাদন ও আলিঙ্গন কর। ভীমাগ্রজ যুধিষ্ঠির, স্নেহভরে পাণিযুগল দ্বারা তোমারে গ্রহণ করুন। আজানুলম্বিতস্থূলবাহু ভীমসেন তোমারে আলিঙ্গন করুন; কমললোচন ধনঞ্জয় তোমার অভিবাদন করুন; নকুল ও সহদেব প্রীতিভরে গুরুর ন্যায় তোমারে আরাধনা করুন এবং দাশার্হ প্রভৃতি নরপতিগণ তোমাদিগকে মিলিত দেখিয়া, আনন্দবারি বর্ষণ করুন। হে বৎস! তুমি অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হও এবং সকলে একত্রে বসুধারাজ্য সম্ভোগ কর। এই সমস্ত নৃপতিগণ হর্ষভরে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। যুদ্ধে কিছুমাত্র লভ্য নাই; অতএব সুহৃদ্‌গণের নিষেধানুসারে নিবৃত্ত হও। সংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অবশ্যম্ভাবী বিনাশলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। দেখ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়াছে; মৃগ ও পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়সংহর অন্যান্য উৎপাত সকলও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আমাদের আবাসভবনমধ্যেই দুর্নিমিত্ত সকলের অধিকতর প্রাদুর্ভাব অবলোকন কর। প্রদীপ্ত উল্কা সকল তোমার সৈন্যদিগকে ব্যাকুল করিতেছে, বাহন সকল হর্ষশূন্য হইয়া রোদন করিতেছে, অশুভসূচক গৃধ্র সকল সৈন্যগণের চতুঃ-

পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; নগর ও রাজভবনের আর সে শোভা নাই; শিবা সকল অশিব রবে প্রজ্বলিত দিগ্মণ্ডলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। অতএব পিতা, মাতা ও সুহৃদগণের বাক্য প্রতিপালন কর; শম ও সংগ্রাম উভয়ই তোমার আয়ত্ত রহিয়াছে। সুহৃদ্‌গণের বাক্য পরিত্যাগ করিলে, স্বীয় সৈন্যদিগকে ধনঞ্জয়শরে অভিভূত দেখিয়া, তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে। সংগ্রামে অগ্নিসমতেজা ভীমনাদ ভীমের ভয়ঙ্কর গর্জ্জন ও গাণ্ডীবনিস্বন শ্রবণ করিয়া, আমাদের এই বাক্য তোমার স্মরণপদবী আশ্রয় করিবে। যদি তুমি এই সকল বিপরীত বোধ কর, তাহা হইলে অবশ্যই কার্য্যে পরিণত হইবে।

একোনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুর্য্যোধন ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্য শ্রবণানন্তর বিমনা ও অধোবদন হইয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ সঙ্কুচিত করত মৌনভাবে বক্র নয়নে ধরাতল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভীষ্ম ও দ্রোণ তাঁহারে দুর্ম্মনায়মান দর্শনে পরস্পর মুখাবলোকন পূর্ব্বক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

ভীষ্ম কহিলেন, আমরা শুশ্রূষাপরায়ণ অসূয়াশূন্য সত্যবাদী ব্রহ্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব। কিন্তু ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই।

দ্রোণ কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার ন্যায় অর্জ্জুনের প্রতি সমধিক স্নেহসম্পন্ন। ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা অপেক্ষাও আমার

প্রতি বহুমান ও নম্রতা প্রদর্শন করে। তথাপি ক্ষত্রধর্ম্মানু-রোধে পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম সেই ধনঞ্জয়ের সহিত প্রতি-যুদ্ধ করিব। ক্ষত্রিয়জীবিকা কি নিন্দনীয়! সেই অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় আমারই প্রসাদে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। মিত্রদ্রোহী, দুষ্টস্বভাব, নাস্তিক, শঠ ও অসরল ব্যক্তি যজ্ঞস্থলসমাগত মূর্খের ন্যায় সাধুসমাজে পূজনীয় হইতে পারে না। পাপাত্মা ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইলেও যেমন পাপানুষ্ঠানে সংসক্ত হয়, পুণ্যাত্মা ব্যক্তি সেইরূপ একমাত্র পুণ্যকর্ম্মেরই অভিলাষ করেন। হে ভরতসত্তম! তুমি শঠতা দ্বারা প্রতারিত করিলেও পাণ্ডবগণ তোমার অনিষ্টচেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তুমি আপনার দোষেই পরাভূত হইবে। দেখ, কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ, আমি, বিদুর ও বাসুদেব আমরা সকলেই তোমারে হিতকর বাক্য বলি-লাম; তুমি কাহারই কথা গ্রাহ্য করিলে না। প্রত্যুত, আপ-নারে মহাবলসম্পন্ন মনে করিয়া, মকর, নক্র ও তিমিসঙ্কুল মহাসাগরতরঙ্গোচ্ছ্বসিত গঙ্গাবেগের ন্যায় সহসা পাণ্ডবসৈন্য-সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইতেছ।

যেরূপ লোকে পরভুক্ত বসন বা মাল্য পরিধান করিয়া, আপনার মনে করে, সেইরূপ তুমি যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়া, লোভবশতঃ নিজস্ব জ্ঞান করিতেছ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও কৃতাস্ত্র ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া, বনে অবস্থান করিলেও, কোন্ রাজ্যস্থ ব্যক্তি তাঁহারে পরাভূত করিবে? সমুদায় যক্ষ কিঙ্করের ন্যায় যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী, ধর্ম্মরাজ অবিচলিত হৃদয়ে সেই কুবের সন্নিধানেও স্বীয় প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। পাণ্ডবগণ কুবেরভবন হইতে রত্নসংগ্রহ পূর্ব্বক সম্প্রতি তোমার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য আক্রম-ণের বাসনা করিতেছেন।

আমরা যথাসাধ্য দান, হোম, অধ্যয়ন ও ধনদান দ্বারা ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিসাধন করিয়াছি; সুতরাং আমরা এক-প্রকার কৃতকৃত্য হইয়াছি। আর আমাদের আয়ুও শেষ হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, একমাত্র তোমারই রাজ্য, ধন, মিত্র ও সুখ বিনষ্ট এবং মহা-বিপদ্ উপস্থিত হইবে। ফলতঃ, তপোব্রতশালিনী সত্য–বাদিনী দ্রুপদনন্দিনী যাঁহার বিজয়ৈষিণী, বাসুদেব যাঁহার মন্ত্রী, ধনুর্দ্ধারিপ্রধান ধনঞ্জয় যাঁহার ভ্রাতা এবং জিতেন্দ্রিয় ধৃতিশীল ব্রাহ্মণেরা যাঁহার সহায়, তুমি সেই উগ্রতপা উগ্রবীর্য্য যুধিষ্ঠিরকে কি রূপে পরাজয় করিবে? বন্ধুগণ দুস্তর বিপদে পতিত হইলে,কল্যাণকামী ব্যক্তির যেরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য, আমি তদনুবর্ত্তী হইয়া, পুনরায় বলিতেছি, যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া, কৌরবকুল সমুন্নত কর। পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যগণের সহিত বৃথা পরাভূত হইও না।

চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মধুসূদন কৃষ্ণ রাজপুত্র ও অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া, কর্ণকে রথারোহণ করাইয়া নগর হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে তাঁহাকে যে সকল মৃদু ও তীক্ষ্ণ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বাসুদেব কর্ণকে যথাক্রমে মৃদু ও তীক্ষ্ণ উভয়প্রকার বাক্যই বলিয়াছিলেন। কিন্তু

তাঁহার সমুদায় বাক্যই প্রিয়, ধর্ম্ম ও সত্যসম্পন্ন এবং হিত-কর ও হৃদয়গ্রাহী; আপনার নিকটে তৎসমস্ত বর্ণন করি-তেছি, শ্রবণ করুন।

বাসুদেব কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি বহুতর বেদপারগ ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছ; অসূয়া, নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া, বহুতর তত্ত্বার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছ; সনাতন বেদের যথার্থ মর্ম্ম অবধারণ করিয়াছ এবং সূক্ষ্মতম ধর্ম্ম-শাস্ত্রসমূহেরও যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। দেখ, স্ত্রীগণ কন্যাকাবস্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে পুত্র প্রসব করে, শাস্ত্রকারেরা কন্যার পরিণেতাকেই তাহাদের পিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তুমিও কুন্তীর কন্যকাবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডুই তোমার পিতা। অতএব চল,তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে। পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃপক্ষ ও বৃষ্ণিগণ তোমার মাতৃকুলজাত; তুমি এই উভয় কুলকে সহায় জানিয়া অদ্য আমার সহিত আগমন কর। পাণ্ডবগণও তোমারে কৌন্তেয় ও যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ বলিয়া অবগত হউন। তোমার অনুজ পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, জয়শীল অভিমন্যু, এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধক-বৃষ্ণিগণ তোমার পাদবন্দন করিবেন। রাজা ও রাজকন্যা-গণ হিরণ্ময়, রজতময় ও মৃণ্ময় কুম্ভ, সর্ব্বপ্রকার ওষধি, বীজ, রত্ন ও লতা প্রভৃতি অভিষেকসামগ্রী সকল আনয়ন করুন। দ্বিজোত্তম ধৌম্য অগ্নিহোত্র সম্পাদন ও চতুর্ব্বেদী দ্বিজাতিগণ তোমারে অভিষিক্ত করুন। পাণ্ডব, দ্রৌপদেয়, পাঞ্চাল ও চেদিগণ, বৈদিককার্য্যকুশল মহাত্মা ধৌম্য ও আমি, আমরা সকলেই তোমার অভিষেককার্য্য সম্পাদন করিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজপদে অধিরোহণ ও শ্বেত ব্যজন গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে তোমার অনুগমন

করুন। মহাবল ভীমসেন তোমার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ করিবেন; ধনঞ্জয় তোমার কিঙ্কিনীশতশোভিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরিবৃত শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথ সঞ্চালন করিবেন; অভিমন্যু নিরন্তর তোমার নিকটবর্ত্তী থাকিবেন; নকুল, সহদেব, দ্রৌপদেয় ও পাঞ্চালগণ, মহারথ শিখণ্ডী ও আমি আমরা সকলে তোমার অনুবর্ত্তন করিব এবং দাশার্হ ও দাশার্ণগণ তোমার পরিবার হইবেন। অতএব, হে মহাবাহো! জপ, হোম ও অন্যান্য মঙ্গল কর্ম্মে ব্যাপৃত হইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্যসুখ ভোগ কর। দ্রাবিড়, কুন্তল, অন্ধ্র, তালচর, যুযুপ ও রেণুপগণ তোমার অগ্রগামী হউক; বন্দিগণ বিবিধ স্তুতিবাক্যে তোমার স্তব করুক এবং পাণ্ডবগণ তোমার জয়ঘোষণা করুন। হে কৌন্তেয়! তুমি নক্ষত্ররাজিরাজিত চন্দ্রমার ন্যায় পাণ্ডবগণে পরিবৃত হইয়া, রাজ্য শাসন ও কুন্তীর আনন্দ বর্দ্ধন কর। অদ্য মিত্রগণ প্রহৃষ্ট, শত্রুগণ ব্যথিত ও পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত হউক।

একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! তুমি সৌহার্দ্দ, প্রণয়, সখ্য ও হিতৈষিতা বশতই আমারে এইরূপ কহিতেছ, সন্দেহ নাই। আমিও উহা স্বীকার করিয়া লইতেছি। তোমার বিবেচনামতে আমি ধর্ম্মতঃ পাণ্ডুরই পুত্র। জননী কন্যকাবস্থায় সূর্য্যের প্রভাবে আমারে গর্ব্ভে ধারণ করেন এবং জন্মমাত্র আদিত্যের নিদেশক্রমে আমারে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন।

তদনুসারে মহাত্মা পাণ্ডুই আমার পিতা; কিন্তু কুন্তীদেবী আমার কিছুমাত্র কল্যাণভাবনা না করিয়াই আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অধিরথ সূত দর্শনমাত্র স্নেহ সহকারে আমারে গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক স্বীয় বনিতা রাধার হস্তে সমর্পণ করেন। হে কেশব! তৎকালে স্নেহভরে রাধার স্তনযুগ হইতে ক্ষীরধারা বিনিঃসৃত হয় এবং তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে আমার মূত্রপুরীষাদিও পরিমার্জ্জন করেন। অতএব মাদৃশ ধর্ম্মানুসারী ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কি রূপে তাঁহার পিণ্ডলোপ করিতে সমর্থ হয়? বিশেষতঃ, রাধার ন্যায় অধিরথও স্নেহ বশতঃ আমারে পুত্র বলিয়া জানেন এবং আমিও তাঁহারে পিতা বলিয়া জ্ঞান করি। অধিরথ পুত্রপ্রীতির বশীভূত হইয়া, শাস্ত্রবিধির অনুসারে দ্বিজাতিগণ দ্বারা আমার জাতকর্ম্মাদি সমাধান পূর্ব্বক আমার নাম বসুসেন রাখিয়াছেন। এবং আমি যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলে, স্বজাতীয় কন্যাগণের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি তাহাদের গর্ভ্ভে আমার পুত্র পৌত্র সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং আমার অন্তঃকরণ তাহাদেরই বশীভূত। অতএব আমি অপরিমেয় সুবর্ণ, অখণ্ড ভূমণ্ডল, হর্ষ বা ভয় কিছুতেই এই সকল পরিত্যাগ করিতে পারি না।

বিশেষতঃ, ধৃতরাষ্ট্রকুলে আমি দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে ত্রয়োদশ বৎসর অকণ্টক রাজ্যভোগ ও সূতগণের সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি। বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যই সূতজাতির সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন আমারে প্রাপ্ত হইয়াই, পাণ্ডবদিগের সহিত বিবাদে সমুদ্যত হইয়াছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সকলের পুরোবর্ত্তী এবং সব্যসাচীর প্রতিযোগী রূপে পরিকল্পিত হইয়াছি; অতএব এক্ষণে বধ, বন্ধন, ভয় বা লোভে অভিহত হইয়া, দুর্য্যোধনের প্রতি

কপটতাচরণে কখনই সমর্থ হইব না। অর্জ্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহার ও আমার উভয়েরই অপকীর্ত্তি হইবে। হে বাসুদেব! তুমি যে আমার হিতকর বাক্য বলিতেছ এবং পাণ্ডবগণ যে তোমার উপদেশানুসারে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। অতএব তুমি সম্প্রতি আমাদের এই মন্ত্রণা পাণ্ডবদিগের নিকট গোপন করিয়া রাখ, ইহা আমার সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির আমারে স্বীয় অগ্রজ বলিয়া জানিতে পারিলে, আমারেই রাজ্যভার অর্পণ করিবেন এবং আমিও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দুর্য্যোধনকে সেই বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করিব। অতএব যুধিষ্ঠিরই রাজ্যপদ ভোগ করুন। বাসুদেব যাঁহার নেতা, ভীম ও ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, এবং নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদেয়গণ যাঁহার পৃষ্ঠরক্ষক, তাঁহার পক্ষে অখণ্ড ভূমণ্ডলের চিররাজ্যভোগের অসম্ভাবনা কি? আর যুধিষ্ঠির যেরূপ অপ্রমেয় ক্ষত্রিয়বল সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার অন্যদীয় সাহায্যের অপেক্ষা নাই। পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা যুধামন্যু, মহারথ সাত্যকি, সত্যধর্ম্মা সৌমকি, চৈদ্য, চেকিতান, লোহিতবর্ণ কেকয়গণ, শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ বাহনশালী মহাত্মা কুন্তীভোজ, মহাবল শ্যেনজিৎ, বিরাটতনয় শঙ্খ, এবং তুমি এই সকল প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছেন।

সম্প্রতি দুর্য্যোধনের যে শস্ত্রযজ্ঞ হইবে, তুমি তাহার উপদেষ্টা ও অধ্বর্য্যু হইবে, এবং অনার্হসম্পন্ন কপিধ্বজ হোতা গাণ্ডীব স্রুক, পুরুষকার আজ্য অর্জ্জুনপ্রেরিত পাশুপত প্রভৃতি অস্ত্র সকল যজ্ঞের মন্ত্র, অর্জ্জুন সদৃশ বা অর্জ্জুন অপেক্ষাও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু ও শব্দায়মান ভীমসেন স্তোতা ও উদ্গাতা,

জপহোমনিরত যুধিষ্ঠির ব্রহ্মা, শঙ্খ, মুরজ ও ভেরিশব্দ এবং সিংহনাদ মঙ্গলধ্বনি হইবে; নকুল ও সহদেব পশুবন্ধন করিবেন; বিচিত্রদণ্ডলাঞ্ছিত রথসমূহ যূপকার্য্য সাধন করিবে; কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বৎসদন্ত ও চমসাদির স্থানীয় হইবে। তোমর সকল সোমরসের কলস, শরাসন সকল পবিত্র, অসি সকল কপাল, মস্তক সকল পুরোডাশের পাকপাত্র, এবং রুধির হবিঃ স্বরূপ হইবে। সুমার্জ্জিত গদা সকল পরিধি ও শক্তি সকল সমিধ হইবে; দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণ সদস্য, অর্জ্জুন ও দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরদিগের শর সমুদায় পরিস্তোম, সাত্যকি প্রাতিপ্রস্থানিক কার্য্যের অধিষ্ঠাতা এবং দুর্য্যোধন দীক্ষিত হইবেন। এই মহতী সেনা তাঁহার পত্নী হইবে। মহাবল ঘটোৎকচ পশুহিংসা করিবে এবং শ্রৌতযজ্ঞে হুতাশনসমুৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণা হইবেন।

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের প্রীতির অনুরোধে পাণ্ডবদিগকে কটূক্তি করিয়াছি; তন্নিবন্ধন আমার নিতান্ত অনুতাপ হইতেছে। তুমি যখন অর্জ্জুনহস্তে আমারে নিহত দেখিবে, তখন ঐ শস্ত্রযজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হইবে। বৃকোদর যখন দুঃশাসনের রুধির পান করিবেন, তখন এই যজ্ঞের সোমপান হইবে। শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন যখন দ্রোণ ও ভীষ্মকে নিহত করিবে, তখন ঐ যজ্ঞের অবসান হইবে। মহাবাহু মহাবল ভীমসেন যখন দুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও পৌত্রপত্নীগণ স্বামিহীন, পুত্রহীন ও নাথবিহীন হইয়া, গান্ধারীর সহিত রোদন করিবেন, তখন এই কুকুর, গৃধ্র ও কুররসংকুল শস্ত্রযজ্ঞে অবভৃত স্নান সমাধান হইবে। হে কেশব! এক্ষণে বয়োবৃদ্ধ বিদ্যাবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার নিমিত্ত বৃথা মৃত্যু-

প্রাপ্ত না হন। তাঁহারা যেন এই পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইয়া, শস্ত্র দ্বারা নিহত হন। যাহাতে নিখিল ক্ষত্রিয়কুল স্বর্গে গমন করেন, তাহার উপায় বিধান কর; তাহা হইলে, যাবৎ পর্ব্বত ও নদী সমস্ত বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তিধ্বনি প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই মহাভারত যুদ্ধের নিত্য সংকীর্ত্তন করিবেন। অতএব মন্ত্রণা পরিহারপূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত অর্জ্জুনকে আমার নিকট আনয়ন কর।

দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

শক্রহন্তা কেশব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সস্মিত বদনে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমার প্রদত্ত পৃথিবী শাসনে অনিচ্ছু হইতেছ; অতএব তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির উপায় লাভ হইবে না। পাণ্ডবগণই জয় লাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রধনুর ন্যায় যে মায়াময় ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে জয়াবহ ও ভয়াবহ ভূতগণ বিদ্যমান আছে, যাহা চতুর্দ্দিকে যোজনপ্রমাণ হইয়াও বৃক্ষাদিতে সংলগ্ন হয় না, অর্জ্জুনের সেই অগ্নিসদৃশ বানরকেতু নামে ভয়ঙ্কর ধ্বজ সমুচ্ছ্রিত হইয়াছে। যখন ধনঞ্জয়কে বাসুদেব সমভিব্যাহারে ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে দেখিবে এবং মেঘনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ করিবে, তখন মূর্ত্তিমান্ কলি আবির্ভূত হইবে; সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপরের সম্পর্কও থাকিবে না। যখন দেখিবে, জপহোমপরায়ণ অনভিভবনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির

সমরে অবতরণপূর্ব্বক আত্মসৈন্য রক্ষা ও আদিত্যের ন্যায় শত্রুবাহিনী সন্তাপিত করিতেছেন, তখন সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর কিছুই থাকিবে না। যখন দেখিবে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন মদস্রাবী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় দুঃশাসনের রুধির পান করিয়া, সমররঙ্গে নৃত্য করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি ত্রেতা, কি দ্বাপর কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, ভীমধন্বা সব্যসাচী সমরসমাগত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দুর্য্যোধন ও জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরকেশরীদিগকে নিবারণ করিতেছেন, তখন সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর যুগের সম্পর্কও থাকিবে না। যখন দেখিবে, পরবীরনিহন্তা মহাবল নকুল ও সহদেব ঘোরতর শস্ত্রসম্পাত সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের সৈন্যদল দলন করিতেছেন, তখন সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর কোন যুগই থাকিবে না।

হে কর্ণ! তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে যে, বর্ত্তমান মাস সর্ব্বাংশেই উত্তম। এ সময়ে ভক্ষ্যভোজ্য বা কাষ্ঠাদির অভাব নাই; সর্ব্বপ্রকার ফল ও ঔষধি প্রচুর পরিমাণে জন্মে; মক্ষিকার উপদ্রব বা পথে কর্দ্দমের লেশ নাই; জল সুরস এবং বায়ু নাতিশীতোষ্ণ। অদ্য হইতে সপ্তম দিবসের পর ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যাতিথির আবির্ভাব হইবে। অতএব সেই দিবসেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। যুদ্ধসমাগত অন্যান্য রাজাদিগকেও বলিবে যে, আমি সর্ব্বতোভাবে তোমাদের অভীষ্ট সম্পন্ন করিব। দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী রাজা ও রাজপুত্রগণ নিধনান্তে সদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

—।০।—

সঞ্জয় কহিলেন, কর্ণ কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার সমুচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! জানিয়া শুনিয়াও আমারে মোহিত করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি এই চারিজনই এই উপস্থিত জনক্ষয়ের কারণ। কুরু ও পাণ্ডবদিগের যে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বসুন্ধরা শোণিত-কর্দ্দমে পঙ্কিল এবং দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী রাজা ও রাজপুত্রগণ শস্ত্রানলে দগ্ধ হইয়া, নিশ্চয়ই কালকবলে নিপতিত হইবেন। লোমহর্ষণ দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত এবং নিদারুণ উৎপাত সকল সর্ব্বদাই লক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা দুর্য্যোধনের পরাজয় এবং যুধিষ্ঠিরের জয়লাভ সুস্পষ্ট প্রতীত হই-তেছে। দেখ, তীক্ষ্ণগ্রহ শনৈশ্চর প্রাণিগণের ক্লেশোৎ-পাদনার্থ প্রজাপতিদৈবত রোহিণীনক্ষত্রকে নিপীড়িত করিতেছে; মঙ্গল বক্র ভাবে জ্যেষ্ঠাতে সংলগ্ন হইয়া, মিত্রগণের সংহারার্থ অনুরাধারে প্রার্থনা করিতেছে; রাহুগ্রহ চিত্রারে নিপীড়িত করিতেছে; চন্দ্রের কলঙ্কচিহ্ন ব্যাবৃত্ত হইয়াছে। অতএব কুরুগণের মহাভয় উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। রাহু নিরন্তর সূর্য্যের সন্নিহিত ও উল্কা সকল আকাশ হইতে নির্ঘাতপাত সহকারে নিপতিত হইতেছে; হস্তী সকল অমঙ্গল শব্দ করিতেছে এবং অশ্বগণ পানভোজনে হতাদর হইয়া, অনবরত ক্রন্দন করিতেছে। লোক সকল অল্প ভোজন করিয়াও প্রভূত পুরীষ বিসর্জ্জন করিতেছে। নিমিত্তবেদী পণ্ডিতগণ এই সকলকে কুরুকুলের পরাভবলক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিতেছেন।

হে কৃষ্ণ! পাণ্ডবদিগের বাহন সকল হৃষ্টপুষ্ট এবং মৃগাদি সকল তাহাদের দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন পূর্ব্বক বিজয় ঘোষণা করিতেছে। মৃগগণ বামভাগগামী ও আকাশবাণী সমুত্থিত হইয়া, দুর্য্যোধনের পরাজয়শোচনা করিতেছে। ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোর প্রভৃতি প্রশস্ত বিহঙ্গমগণ পাণ্ডবদিগের অনুগামী এবং গৃধ্র, কাক, বক, শ্যেন, রাক্ষস, বৃক ও মক্ষিকা সকল কৌরবদিগের সহিত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্য মধ্যে ভেরী-শব্দ আর সমুত্থিত হয় না; কিন্তু পাণ্ডবদিগের পটহ সকল স্বয়ংই নিনাদিত হইতেছে। হে কৃষ্ণ! দুর্য্যোধনের সেনানি-বেশে জলাশয় সকলও বৃষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে; দেব-গণ অনবরত রুধির মাংস বর্ষণ করিতেছেন; প্রাকার, পরিঘ, বপ্র ও তোরণসম্পন্ন মনোহর প্রভাশালী গন্ধর্ব্বনগর সমস্ত সহসা প্রাদুর্ভূত হইতেছে; সূর্য্য উদয় ও অস্ত উভয় সন্ধ্যা-তেই ভীষণ পরিবেশ বদ্ধ হইয়া, মহাভয় সূচনা করিতেছেন; একপক্ষ, একচরণ ও একচক্ষু বিহঙ্গম সকল ভয়ঙ্কর ভাবে চীৎকার করিতেছে; শিবাগণ অনবরত অমঙ্গলধ্বনি করি-তেছে; কৃষ্ণগ্রীব রক্তচরণ ভীষণ বিহগ সকল সন্ধ্যাভিমুখে ধাবমান হইতেছে; সৈন্যগণ ব্রাহ্মণ, গুরু ও ভক্তিসম্পন্ন ভৃত্যদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে। এ সমস্তই পরাভবের লক্ষণ। অধিক কি, কৌরবগণের স্কন্ধাবারের পূর্ব্ব ভাগ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। দক্ষিণ দিক্ শুভ্রবর্ণ এবং পশ্চিম দিক্ অপক্ব মৃত্তিকাবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। ফলতঃ, সমুদায় দিক্ই প্রজ্বলিত হইয়া, কৌরবগণের ভয় সূচনা করিতেছে।

হে বাসুদেব! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, সহানুজ যুধিষ্ঠির সহস্রস্তম্ভশোভিত প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন। তাঁহা-

দের সকলেরই আসন, বসন ও উষ্ণীষ শুভ্রবর্ণ। আরও দেখিলাম, তুমি রুধিরপঙ্কমগ্না পৃথিবীরে অস্ত্রজালে পরিক্ষিপ্ত করিতেছ, এবং যুধিষ্ঠির অস্ত্ররাশির উপরে আরোহণ করিয়া, প্রফুল্ল হৃদয়ে সুবর্ণপাত্রে ঘৃত পায়স ভক্ষণ ও সমুদায় পৃথিবীরে যেন গ্রাস করিতেছেন। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তিনিই তোমার প্রদত্ত সমগ্র মেদিনী সম্ভোগ করিবেন।

পুনরায় দেখিলাম, ভীমবিক্রম ভীমসেন গদাহস্তে সমুন্নত শৈলশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক অনায়াসে পৃথিবীরে গ্রাস করিতেছেন। ইহাতেও বোধ হয়, তিনি সংগ্রামে আমাদের সকলকেই সংহার করিবেন। হে বাসুদেব! যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়। অধিক কি, ঐ সময়ে ধনঞ্জয় তোমার সহিত পাণ্ডুরবর্ণ হস্তীতে আরোহণ পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছেন, অবলোকন করিলাম। অতএব তোমরা যে সংগ্রামে সমুদায় পার্থিববংশ ধ্বংস করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুনরায় দেখিলাম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি এই তিন মহারথ শুক্লবর্ণ কেয়ূর, কবচ, মাল্য ও অম্বর ধারণ এবং উৎকৃষ্টতর যানে আরোহণ পূর্ব্বক বিরাজমান হইতেছেন; তাঁহাদের মস্তকে শ্বেত ছত্র শোভা পাইতেছে। দুর্য্যোধনের সৈন্যমধ্যেও দেখিলাম, অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ ধারণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য রাজগণের মস্তকে রক্তবর্ণ শিরোবেষ্ট শোভা পাইতেছে। আর মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে ও দুর্য্যোধনকে সমভিব্যাহারে লইয়া উষ্ট্রযানে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন। আমরা যে সত্বর মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, এই সকলই তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ। ফলতঃ, আমি, নরপতিগণ ও ক্ষত্রিয়বর্গ আমরা সকলেই যে গাণ্ডীবদহনে দগ্ধ হইব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

কৃষ্ণ কহিলেন,হে কর্ণ! যখন আমার কথা তোমার হৃদয়গ্রাহিণী হইল না, তখন পৃথিবী নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। বুঝিলাম, আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে, দুর্নীতি সুনীতির ন্যায় প্রতীয়মান এবং হৃদয়ে গাঢ়সংসক্তা হয়।

কর্ণ কহিলেন, হে হৃষীকেশ! যদি আমরা এই বীরকুলনিসূদন মহাসমরে নির্ব্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলেই পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। নতুবা স্বর্গে পরস্পর সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে বোধ হইতেছে, স্বর্গেই আমাদের সমাগম সম্পন্ন হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, রাধানন্দন কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া, গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণান্তে তদীয় রথ হইতে অবতরণ ও স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া; ক্ষুণ্ণ হৃদয়ে আমাদের সহিত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এদিকে সাত্যকি সহিত বাসুদেব দ্রুত গমনে প্রস্থান করিলেন।
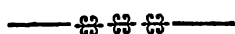
চতুশ্চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ণ এই রূপে কর্ণকে বৃথা অনুনয় পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের নিকটে গমন করিলে, বিদুর পৃথাদেবীর সন্নিহিত হইয়া, মৃদুমন্দ স্বরে শোকসহকারে কহিলেন, হে জীবপুত্রি! যুদ্ধ যে আমার অনভিমত; তাহা আপনার অবিদিত নাই। কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ চীৎকার করিলেও, দুর্য্যোধন কোনক্রমেই তাহা শ্রবণ করে না। ধর্ম্মরাজ চেদি, পাঞ্চাল, কৈকেয়, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি প্রভৃতি সহায়সম্পন্ন এবং অসামান্য বলসম্পন্ন হই-

য়াও, পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক উপপ্লব্যনগরে বাস করি-তেছেন, তথাপি জ্ঞাতিপ্রীতি বশতঃ দুর্ব্বলের ন্যায় ধর্ম্মেরই বাসনা করিতেছেন। কিন্তু এই অন্ধরাজ বৃদ্ধ হইয়াও কোন রূপে শান্তি অবলম্বন করিতেছেন না। প্রত্যুত, পুত্রমদে মত্ত হইয়া, কেবল অধর্ম্মমার্গে ধাবমান হইতেছেন। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, জয়দ্রথ, কর্ণ,দুঃশাসন ও শকুনির দুর্ব্বুদ্ধি প্রভাবে পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে। যাহারা ধার্ম্মিকের প্রতি ঈদৃশ অধর্ম্মাচরণ করত গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে,তাহারা সত্বর বিনষ্ট হয়। কৌরবগণ বলপূর্ব্বক ধর্ম্ম বিনষ্ট করিলে, কাহার হৃদয় ব্যথিত না হইবে? কৃষ্ণ যখন সন্ধি করিতে না পারিয়া, প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, তখন পাণ্ডবগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। তাহা হইলেই, কুরুগণের অনয় নিবন্ধন বীরকুল নির্ম্মূল হইবে। হে দেবি! এই সকল চিন্তা করিয়া, আমি দিবারাত্র নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইয়াছি।

যশস্বিনী কুন্তী বিদুরবাক্য শ্রবণেনিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি-লেন, অর্থ কি অনর্থের মূল! ইহার নিমিত্ত নিদারুণ জ্ঞাতি-বধ উপস্থিত হইল! অতএব সর্ব্বথা ইহাকে ধিক্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে, সুহৃদ্বর্গই পরাভূত হইবেন। হায়! পাণ্ডব, চেদি, পাঞ্চাল ও যাদবগণ মিলিত হইয়া, কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? সংগ্রাম সর্ব্বথা দোষাবহ, কিন্তু যুদ্ধ না করিলে, আমরাই পরাভূত হইব। অর্থহীন ব্যক্তির মরণই শ্রেয়স্কর, কিন্তু অসংখ্য জ্ঞাতিবধ দ্বারা জয় লাভ করাও প্রশস্ত নহে। এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণ দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে। এদিকে যোধগুরু পিতামহ দ্রোণ ও কর্ণ দুর্য্যোধনের সহায় হওয়াতে, আমার ভয়সাগর উদ্বেল

হইতেছে, কিন্তু শিষ্যপ্রিয় আচার্য্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক শিষ্য-গণের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ইহা বোধ হয় না। পিতামহও পাণ্ডবদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে পারেন, একমাত্র মিথ্যাদর্শী কর্ণই যাবতীয় অনিষ্টের মূল। ঐ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্বদাই পাণ্ডবগণের দ্বেষ করে, তাহাদের অহিতকর বিষয়ে নিরতিশয় নির্ব্বন্ধ করিয়া থাকে, বিশেষতঃ, স্বয়ং অতিশয় বলবান্; সম্প্রতি তাহার দুশ্চারিত্রই আমার অতিমাত্র অন্তর্দাহের কারণ হইয়াছে। অতএব অদ্য আমি তাহার সমীপে গমন ও সমুদায় নিগূঢ় বিষয় প্রকাশ পূর্ব্বক যাহাতে পাণ্ডবগণের প্রতি তাহার প্রীতি সমুৎপন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তাহার জন্মবৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিব; পিতৃভবনে কুন্তিভোজের অধীনে অন্তঃপুরে অবস্থিতি সময়ে ভগবান্ দুর্ব্বাসা আমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া, আমারে একটী মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি পুত্রার্থিনী হইয়া, ইচ্ছানুসারে এই মন্ত্রবলে যে কোন দেবতারে নিকটে আহ্বান করিতে পারিবে। আমি এই রূপে বরলাভ পূর্ব্বক স্ত্রীস্বভাবসুলভ চপলতা ও বালভাবের বশীভূত হইয়া, চঞ্চল হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বাক্যবল পরীক্ষার্থ নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। কিন্তু বিশ্বাসপাত্রী ধাত্রী ও সখীগণ সর্ব্বদা আমার রক্ষা করিত। বিশেষতঃ, পিতার অপবাদ, আত্মদোষ ও অধর্ম্ম পরিহার বাসনায় এক এক বার উল্লিখিত সংকল্পে পশ্চাৎপাদ হইতে লাগিলাম। পরিশেষে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দুর্ব্বাসাকে প্রণাম পূর্ব্বক কন্যাকালেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলাম। যে ব্যক্তি এই রূপে কন্যাকালে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রের ন্যায় পরিরক্ষিত হইয়াছিল, কি

বলিয়াই বা সে ভ্রাতৃগণের হিতার্থে আমার বাক্য রক্ষা না করিবে?

কুন্তী এই রূপে কার্য্য নিশ্চয় ও কার্য্যার্থ অবধারণ পূর্ব্বক কর্ণের উদ্দেশে জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন। দেখিলেন, সত্যব্রত মহাবীর কর্ণ পূর্ব্বমুখ ও ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, বেদোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জপ করিতেছেন। কুন্তী তাঁহার সমীপ-বর্ত্তিনী হইয়া,জপাবসান প্রতীক্ষা করত তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে পদ্মমালার ন্যায় পরিশুষ্ক হওয়াতে, পরিম্লান হইয়া, কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়া অবলম্বন করিলেন।

অমিততেজা অমিতবল ধৃতব্রত কর্ণ, যে পর্য্যন্ত না পৃষ্ঠদেশ সন্তপ্ত হইল, তাবৎ জপ করিয়া, পরিশেষে পৃষ্ঠ-পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, কুন্তীদেবী দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সহসা তাঁহারে দর্শন করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, ন্যায়ানুসারে অভিবাদন ও প্রণাম পূর্ব্বক সমুচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন।
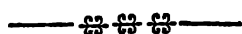
পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, হে দেবি! আমি রাধা ও অধিরথের আত্মজ কর্ণ, আপনারে অভিবাদন করিতেছি। আপনি কি জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন? আমারে আপনার কি করিতে হইবে, বলুন।

কুন্তী কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সূতকুলে বা রাধার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ কর নাই; অধিরথও তোমার পিতা নহেন;

কুন্তীই তোমার জননী। হে বৎস! তুমি কুন্তীরাজভবনে কন্যকাবস্থায় আমার গর্ব্ভে কানীন ও অগ্রজ পুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে পুত্র! সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্ দিবাকর তোমারে সমুদায় শস্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য করিয়া, আমার গর্ব্ভে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি কবচ, কুণ্ডল ও দেবকুমার সদৃশ পরম শ্রীসম্পন্ন এবং নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া, আমার পিতৃভবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভ্রাতৃগণের সহিত পরিচিত নও বলিয়াই মোহবশতঃ দুর্য্যোধনের সেবা করিতেছ। পিতা মাতার সন্তোষসম্পাদন করাই মনুষ্যের ধর্ম্মফল বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। অতএব যুধিষ্ঠিরের যে রাজ্যলক্ষ্মী পূর্ব্বে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত ও অসাধুগণ কর্ত্তৃক লোভবশতঃ অপহৃত হইয়াছে, তুমি তাহা বল পূর্ব্বক ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া উপভোগ কর। কৌরবগণ অদ্য কর্ণার্জ্জুনসমাগম অবলোকন করুন, অসাধুগণ তোমাদিগকে পরস্পর সৌভ্রাত্রসূত্রে বদ্ধ দেখিয়া অবনতি স্বীকার করুক। এবং রাম ও জনার্দ্দনের ন্যায় কর্ণ ও অর্জ্জুনের নাম একত্র সমুচ্চরিত হউক। তোমরা উভয়ে একযোগ হইলে, সংসারে তোমাদের কিছুই অসাধ্য হইতে পারে না। হে বৎস! তুমি পঞ্চ ভ্রাতায় পরিবৃত হইলে, মহাধ্বরে দেবগণবেষ্টিত বেদিমধ্যস্থ ব্রহ্মার ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিবে। হে বৎস! তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সমুদায় শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণের জ্যেষ্ঠ, পরম বীর্য্যবান্ ও পৃথার পুত্র। অতএব তোমার সূতপুত্রনাম অপগত হউক।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ঐ সময়ে ভগবান্ ভাস্কর স্বীয় মণ্ডল হইতে, পিতার ন্যায় পরমপ্রণয়াস্পদ সারগর্ভ বাক্যে কর্ণকে কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র! পৃথা সত্য বলিতেছেন; তুমি মাতৃবাক্য পালন কর। তাহা হইলে, তোমার পরম শ্রেয়োলাভ হইবে।

স্বয়ং পিতা ভাস্করদেব ও জননী এইরূপ কহিলেও, সত্যব্রত কর্ণের মন অণুমাত্র বিচলিত হইল না। তিনি কুন্তীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়ে! আপনার নিয়োগ প্রতিপালন করা আমার ধর্ম্মদ্বার বটে, কিন্তু আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। আপনি বাল্যকালে আমারে বিসর্জ্জন করিয়া, আমার প্রাণবিনাশকর অনিষ্টাচরণ এবং আমার যশ ও কীর্ত্তিও বিনষ্ট করিয়াছেন। বিশেষতঃ, যদিও আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু আপনার নিমিত্ত ক্ষত্রোচিত সংস্কার প্রাপ্ত হই নাই। অতএব শত্রুও আপনার ন্যায় আমার এরূপ অনিষ্ট করিতে পারে না। এই রূপে আমি সর্ব্বথা হীনসংস্কার হইয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি দয়ার সময় দয়া প্রকাশ না করিয়া, এক্ষণে আমারে কার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন! পূর্ব্বে আপনি জননীর ন্যায় আমার হিতচেষ্টা করেন নাই; অতএব অদ্য আত্মহিতাভিলাষিণী হইয়াই আমারে সম্বোধন করিতেছেন। যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি বাসুদেবসহচর ধনঞ্জয় হইতে নিপীড়িত না হয়? পাণ্ডবদিগের পক্ষ অবলম্বন করিলে, কোন্ ব্যক্তিই বা আমারে ভীত বলিয়া নিশ্চয়

না করিবে? আমি যে তাহাদের ভ্রাতা, তাহা কেহই অবগত নহে, অতএব এক্ষণে ভ্রাতৃভাবে প্রকাশ্যে পাণ্ডবদিগের সমীপস্থ হইলে, ক্ষত্রিয়গণই বা আমারে কি বলিবে? বিশেষতঃ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ যে সর্ব্বপ্রকার সুখসাধন ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়া এ পর্য্যন্ত আমার পূজা করিতেছেন, তাহাই বা কি রূপে নিষ্ফল করিতে পারি? অথবা, যাঁহারা শত্রুগণের সহিত বদ্ধবৈর হইয়া, নিরন্তর আমার উপাসনা করিতেছেন; বসুগণ যেরূপ ইন্দ্রকে নমস্কার করেন, তদ্রূপ যাঁহারা আমার নিকট নিরন্তর অবনত হইয়া আছেন; যাঁহারা আমারই পরাক্রম ও বলবীর্য্য সহায়ে শত্রুসংহার অনায়াসসাধ্য বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছেন এবং যাঁহারা আমারেই সুদুস্তর সমরসাগরপারের তরণী স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন, আমি কি বলিয়া, তাঁহাদের সমুদয় আশা ধ্বংস করত তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিব? অধিক কি, দুর্য্যোধনের অনুজীবিবর্গের কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনের এই প্রকৃত সময় উপস্থিত; অতএব আমি প্রাণরক্ষার আশা পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার উপকার করিব। যে চঞ্চলমতি দুরাচারগণ চিরকাল প্রভুর নিকট উৎকৃষ্ট বিধানে প্রতিপালিত ও কৃতকৃত্য হইয়া, কার্য্যকালে তাঁহার উপকার বিস্মরণপূর্ব্বক তাঁহারে পরিত্যাগ করে, তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়।

বলিতে কি, আমি দুর্য্যোধনাদির অনুরোধে যথাসাধ্য বল ও শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব। ফলতঃ, সৎপুরুষসমুচিত দয়া, ধর্ম্ম ও শুদ্ধচারিত্র্য রক্ষা করা আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব সম্প্রতি আপনার এই বাক্য প্রকৃত হিতকর হইলেও, প্রতিপালন করিতে পারি না। কিন্তু আপনি যে অনুরোধ করিলেন, তাহাও

নিষ্ফল হইবে না। আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অর্জ্জুন ভিন্ন আপনার যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেব এই চারি পুত্রের বিনাশের নিমিত্ত যত্ন প্রকাশ করিব না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরাদি আমার বধ্য হইলেও কদাচ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে কেবল ধনঞ্জয়ের সহিত আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। কারণ অর্জ্জুনকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই আমার যথেষ্ট ফললাভ হইবে। অথবা তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া অক্ষয় যশ লাভ করিব।হে যশস্বিনি! আপনার পঞ্চ পুত্র আর কদাচ বিনষ্ট হইবে না। কারণ অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে,তাহারা কর্ণের, অথবা আমার মৃত্যু হইলে অর্জ্জুনের, আশ্রয় গ্রহণ করত অবস্থিতি করিবে।

কুন্তী কর্ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে দুঃখাবেগে কম্পিত-কলেবরা হইয়া, সেই অসীম ধৈর্য্যশালী অবিচলিতচিত্ত মহাবীরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে বৎস! তুমি যাহা বলিতেছ; তাহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে। এই যুদ্ধে কৌরবকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কি করা যায়, দৈব সর্ব্বোপরি প্রবল। হে শক্রকর্ষণ! তুমি যে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইবার প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, তোমার এই প্রতিজ্ঞাটী যেন সম্যক্ প্রতিপালিত হয়।

অনন্তর কুন্তী পুনরায় কর্ণকে কহিলেন, পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; তুমি অরোগী হইয়া কুশলে কালযাপন কর। কর্ণও অবনত মস্তকে যে আজ্ঞা বলিয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে শত্রুনাশন বাসুদেব উপপ্লব্যনগরে গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণ সমীপে হস্তিনাপুরঘটিত যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এবং বহুক্ষণ কথোপকথন ও মন্ত্রণা করিয়া, পরে বিশ্রামার্থ স্বীয় বাসভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলে, পাণ্ডবগণ বিরাট প্রভৃতি নরপতিদিগকে বিদায় প্রদানপূর্ব্বক তদ্গত হৃদয়ে বাসুদেবকে আনয়ন করিয়া, পুনরায় মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুণ্ডরীকলোচন! কৌরবসভায় দুর্য্যোধনের সহিত তোমার যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সবিশেষ কীর্ত্তন কর।

বাসুদেব কহিলেন, আমি দুর্য্যোধনকে সত্য, হিত ও রুচিকর বাক্যই বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেই দুর্ম্মতি কোন মতেই তাহা গ্রহণ করিল না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাসুদেব! কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণ সেই উৎপথগামী কোপনস্বভাব দুর্য্যোধনকে কি বলিলেন? পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারীই বা কি বলিলেন? যিনি আমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদা শোকপরায়ণ, সেই কনিষ্ঠতাত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা বিদুর এবং অন্যান্য সদস্য নরপতিগণই বা কিরূপ কহিলেন? হে জনার্দ্দন! কুরুপ্রবর ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্য সভাসদ্ ভূপতিগণ সেই কামলোভবশীকৃত দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তুমি কীর্ত্তন করিয়াছ; কিন্তু আমি সে

সকল সবিশেষ বুঝিতে পারি নাই। অতএব পুনরায় বর্ণন কর। হে বিভো! তুমিই আমাদের অদ্বিতীয় গতি, প্রভু ও গুরুস্বরূপ; অতএব যাহাতে সময় অতিক্রান্ত না হয়, তাহার উপায় বিধান কর।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! কৌরব সভায় দুর্য্যোধনকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি, অবধারণ করুন। দুর্য্যোধনের নিকট আমার বক্তব্য বিষয় সমস্ত বর্ণন করাতে সে হাস্য করিয়া উঠিল। তাহাতে ভীষ্ম সাতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দুর্য্যোধন! কুলরক্ষার্থে আমি যাহা বলিতেছি, ইহা তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে রাজন্! তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া, স্বীয় কুলের হিতসাধনার্থ যত্নবান্ হও। হে তাত! আমার জনক শান্তনু সকললোকবিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিলাম, পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়া গণ্য করেন না। এই নিমিত্ত আর একটী পুত্রের নিমিত্ত পিতা সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। কি রূপে আমার কুলরক্ষা হয়, কি প্রকারে আমার যশোবৃদ্ধি হয়; এইরূপ চিন্তাই তাঁহার ঐ ইচ্ছার আদিকারণ। পিতার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া আমি ব্যাসদেবজননী কালীকে স্বীয় মাতৃস্বরূপে আহরণ করিলাম। কুলরক্ষা এবং পিতার অভিপ্রায় পূরণার্থে আমি দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়াও ঐ কার্য্য সমাধান করিয়াছিলাম। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে যে রাজা হইতে পারি নাই ও চিরকাল যে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া রহিয়াছি, তাহা তুমি উত্তম রূপে অবগত আছ। রাজপদ অপ্রাপ্তি নিবন্ধন কোন কালেই আমার বিষাদ বা পরিতাপ উপস্থিত হয় নাই। স্বকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করত আমি হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন ধারণ করিতেছি।

হে মহারাজ! কালক্রমে ঐ সত্যবতী জননীর গর্ব্ভে কুরু-কুলধুরন্ধর পরমধার্ম্মিক মহাবাহু বিচিত্রবীর্য্যের জন্ম হইল। পিতা পরলোক গমন করিলে, আমি ঐ পরম শ্রীসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম। বিচিত্র-বীর্য্য রাজা হইলেন। আমি তাঁহার অনুগত থাকিয়া পোষ্য হইয়া রহিলাম। হে রাজন্! তাঁহার বিবাহের কাল উপ-স্থিত হইলে, উপযুক্ত কন্যা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ দিয়া-ছিলাম। সেই বিবাহ উপলক্ষে আমি বহু রাজগণকে পরা-জিত করিয়াছিলাম; তাহা তুমি অনেকবার শ্রবণ করিয়াছ। পরে আমি জামদগ্ন্যের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, প্রজা-কুল ভয়াকুল হইয়া, বিচিত্রবীর্য্যকে প্রবাসিত করিল। নির্ব্বোধ ভ্রাতা স্ত্রীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় অচি-রেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। এই রূপে কুরুরাজ্য অরাজক হইলে, যখন দেবরাজ সলিলবর্ষণে বিরত হইলেন, তখন প্রজা সকল ভয় ও ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া আমার নিকট ধাবমান হইল। সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে এই বলিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল, "হে শান্তনুকুল-বর্দ্ধন! রাজবিহীন হওয়াতে আপনার প্রজা সমস্ত সংহারদশায় উপনীতপ্রায় হইয়াছে; অতএব আমাদিগের মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত এখনও আপনি রাজ্যভার গ্রহণ করুন। আপনার প্রসাদে আমাদিগের ঈতি সমুদায় দূরীভূত হউক।

হে গাঙ্গেয়! ভয়ঙ্কর ব্যাধিসমূহ দ্বারা প্রজা সকল অল্পা-বশিষ্ট হইয়াছে। যাহারা এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহা-দিগের পরিত্রাণার্থ মনোনিবেশ করুন। হে মহাবীর! এক্ষণে আপনার অনুকম্পা ব্যতীত আমাদিগের মনোবেদনার শান্তি হইবার অন্য কোন উপায় নাই; অতএব অনুগ্রহ করিয়া

ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করুন। আপনি বিদ্যমানে যেন সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ না হয়।

প্রজাগণ এইরূপ বহুতর কাতর ভাব প্রকাশ করিলেও আমার অন্তঃকরণ কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। সাধুগণাচরিত সদাচার মনে করিয়া আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষণে যত্নবান্ রহিলাম। তখন সমস্ত পুরবাসিগণ, আমার বিমাতা কল্যাণদায়িনী কালী, ভৃত্য, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ দ্বিজগণ সকলে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, আমাকে রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করত কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমাদিগের কল্যাণসাধনার্থ তুমি রাজসিংহাসনে আরোহণ কর। তুমি বিদ্যমান থাকিতে, তোমার পিতামহ মহারাজ প্রতীপের রক্ষিত এই বিশাল সাম্রাজ্য যে বিনষ্ট হইবে, ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে। আমি তাঁহাদিগের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে বারম্বার নিবেদন করিলাম, আমি পিতার গৌরব এবং কুলরক্ষার্থে রাজত্ববিহীন হইয়া, ঊর্দ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি? সামান্যত সকলকে এইরূপ কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মাতাকেও প্রসন্ন করিলাম, হে জননি! আমি কৌরববংশীয় মহাত্মা শান্তনুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, কি প্রকারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব? বিশেষতঃ,আমি আপনার নিমিত্তই ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। হে পুত্রবৎসলে! আমি আপনার প্রেষ্য এবং দাস হইলেও এইরূপ আদেশ কোন মতে প্রতিপালনে সমর্থ নহি।

হে রাজন্! আমি মাতা ও পৌরজনগণকে এইরূপ অনুনয় করিয়া, পরিশেষে ভ্রাতৃজায়ার গর্ব্ভে পুত্রোৎপাদন

নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা করিলাম। তন্নিমিত্ত জননীও তাঁহাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। হে ভরতর্ষভ! তখন মহর্ষি আমাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন, তন্মধ্যে তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রূপে উৎপন্ন হইলেও, অন্ধতানিবন্ধন রাজ্যলাভে সমর্থ হইলেন না। সর্ব্বলোকবিশ্রুত মহাত্মা পাণ্ডুই রাজপদে অধিরূঢ় হন। তাঁহার পুত্রেরাই যে এক্ষণে তাঁহার উত্তরাধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি বিবাদ না করিয়া, পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর। আমি জীবিত থাকিতে, রাজ্যলাভে কাহারও অধিকার নাই। অতএব আমার বাক্যে অনাদর করিও না। আমি সর্ব্বদাই তোমাদের কল্যাণকামনা করিতেছি; তুমি ও পাণ্ডবেরা আমার সমান স্নেহাস্পদ। তোমার জনক জননী ও বিদুরও আমার বাক্যে সম্মত আছেন। বিশেষতঃ, বৃদ্ধবাক্য শ্রবণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব অসন্দিগ্ধ হৃদয়ে আমার বাক্যানুরূপ কার্য্য কর; অনর্থক আত্মা ও পৃথিবীরে বিনষ্ট করিও না।
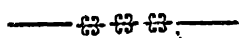
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

কৃষ্ণ কহিলেন, ভীষ্মের বাক্য শেষ হইলে, আচার্য্য দ্রোণ নৃপগণ মধ্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! প্রতীপতনয় শান্তনু ও তদীয় পুত্র দেবব্রত ভীষ্ম কুলরক্ষার নিমিত্ত যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডুও সেইরূপ বদ্ধসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুর

ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে রাজ্যপদ প্রদান করিয়া, ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করেন। ধীমান্ বিদুর বিনীত ভাবে দাসবৎ চামর হস্তে ধৃতরাষ্ট্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই-লেন, এবং সমুদায় প্রজাপুঞ্জও পাণ্ডুর ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রকে রাজবৎ সম্মান প্রদান করিতে লাগিল।

হে বৎস! পরপুরঞ্জয় পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে, সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর কোষসঞ্চয়, দান, ভৃত্যগণের তত্ত্বাবধান ও সকলের ভরণ পোষণে নিযুক্ত হইলেন। অরাতিনিহন্তা ভীষ্ম সন্ধিবিগ্রহ ও আদান প্রদানাদির ভার গ্রহণ করিলেন, এবং মহাবল ধৃতরাষ্ট্র বিদুরমন্ত্রিসহায় হইয়া, অন্যান্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হে বৎস! তুমি এইরূপ সৎকুলসম্ভূত হইয়া, কি জন্য কুলভেদে সমুত্থিত হইয়াছ? সম্প্রতি দুষ্প্রবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া, রাজ্যসুখসম্ভোগ কর। আমি যুদ্ধভয় বা অর্থ-লালসায় এরূপ বলিতেছি না। তোমার নিকট জীবিকাগ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই, ভীষ্ম যাহা প্রদান করেন, ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাই গ্রহণ করি। যে দিকে ভীষ্ম, সেই দিকেই দ্রোণ, ইহা নিশ্চয় জানিবে। অতএব ভীষ্মবাক্যের অনুসরণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর। আমি পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষেরই আচার্য্য এবং উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ স্নেহ-বান্। অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুন উভয়ই আমার সমান জ্ঞান হয়। ফলতঃ, অধিক বলিবার আবশ্যক নাই; যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়।

অমিততেজা দ্রোণ এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, সত্য-প্রতিজ্ঞ বিদুর ব্যাবৃত্ত বদনে ভীষ্মের মুখাবলোকন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দেবব্রত! অবহিত হইয়া আমার

বাক্য শ্রবণ করুন। আপনি পূর্ব্বে এই বিনষ্টপ্রায় কুরু-বংশের উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার বাক্যে উপেক্ষা করিতেছেন? এই নিষ্কলঙ্ক কুরুকুলে এই দুর্য্যো-ধন কে, যে আপনি এই পাপমতি কৃতঘ্ন লোভাভিভূত অনার্য্যের] ছন্দোনুবর্ত্তন করিতেছেন? এই পাপাত্মা কখনই এ কুলের যোগ্য নহে। এই নরাধম ধর্ম্মার্থদর্শী পিতা মাতার শাসন অতিক্রম করিতেছে। ইহার দোষে কুরুকুল উচ্ছিন্ন হইবে,তাহাতে সংশয় কি? অতএব যাহাতে সর্ব্বনাশ না হয়, এই বেলা তাহার উপায় করুন। চিত্রকর যেরূপ আলেখ্য রচনা করে, তদ্রূপ আপনি এই কুরুকুলের মূল পত্তন করিয়াছেন। অতএব পুনর্ব্বার ইহা বিনষ্ট করি-বেন না। অধিক কি, প্রজাপতি যেরূপ প্রজা সৃষ্টি করিয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ স্বহস্তবিনির্ম্মিত কৌরব-বংশের উচ্ছেদ বা এই আপতিত কুলক্ষয় উপেক্ষা করা আপ-নার সমুচিত নহে। কুলক্ষয় অবশ্যম্ভাবী এইরূপ ভাবিয়া যদি আপনার বুদ্ধি লোপ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, প্রসন্ন হইয়া, আমারে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনগমন করুন; নতুবা এই ছলনাপর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া, পাণ্ডবগণপরিরক্ষিত ভারতরাজ্য শাসন করুন। দেখুন, কুরু, পাণ্ডব ও অন্যান্য নরপতিগণের সংক্ষয়দশা সম্ভবিত হইয়াছে। অতএব এই বেলা প্রসন্ন হউন। মহামতি বিদুর এই বলিয়া বারংবার সুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিহার পূর্ব্বক নিরস্ত ও চিন্তাপরায়ণ হইলেন।

তখন সুবলতনয়া গান্ধারী কুলনাশভয়ে ভীতা হইয়া, ভূপালগণ সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে পাপ-মতে! আমি এই সমস্ত সভাপ্রবিষ্ট নরপতি, ব্রহ্মর্ষি ও অন্যান্য জনগণসমক্ষে তোমার ও তোমার অমাত্যগণের অপ-

রাধ কীর্ত্তন করিতেছি; তাঁহারা শ্রবণ করুন। রে দুরাত্মন্! কৌরবগণ পুরুষপরম্পরায় এই রাজ্য ভোগ করিবেন, ইহাই আমাদের কুলধর্ম্ম। কিন্তু তুমি দুর্নীতি বশতঃ তাহা অতিক্রম পূর্ব্বক এই রাজ্যবিনাশে উদ্যত হইয়াছ। হে মূঢ়! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার অনুজ দীর্ঘদর্শী বিদুর বর্ত্তমান থাকিতে, তুমি কি বলিয়া তাঁহাদিগকে অতিক্রম পূর্ব্বক রাজপদ প্রার্থনা করিতেছ? মহাত্মা ভীষ্ম জীবিত থাকিতে, মহানুভব ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর কোন মতেই স্বাধীন হইতে পারিবেন না। কিন্তু এই ধর্ম্মব্রত ভীষ্ম রাজ্যবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্যই এই রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইয়াছিল। অতএব পাণ্ডবেরাই পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ইহার প্রকৃত অধিকারী; অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ কুরুভূষণ দেবব্রত ভীষ্ম যাহা বলিলেন এবং মহামতি বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র যাহা কহিলেন, স্বধর্ম্মনিরত হইয়া, তদনুসারে কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, বন্ধুকৃত্য অনুষ্ঠিত ও ধর্ম্ম পুরস্কৃত হয়। অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, এই কুরুরাজ্য শাসন করুন।

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, গান্ধারীর বাক্য শেষ হইলে, জনেশ্বর ধৃতরাষ্ট্র ভূপালগণ সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৎস! যদি তোমার পিতৃভক্তি থাকে, তাহা হইলে, আমি তোমার হিতার্থ যাহা বলিতেছি, অবহিত

হইয়া, তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। প্রজাপতি সোম এই কুরুবংশের আদি পুরুষ। নহুষনন্দন যযাতি সেই সোমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। যযাতির পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে মহাতেজা যদু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া সকলের প্রভু হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পূরু এই কৌরববংশ বর্দ্ধন করিয়াছেন। বৃষপর্ব্বদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা তাঁহারে স্বীয় জঠরে ধারণ করেন।

যদু দেবযানীর পুত্র ও অমিততেজা শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র। যাদবগণ তাঁহা হইতেই সমুৎপন্ন হইয়াছেন। যদু দুর্ম্মতিপরতন্ত্র ও দর্পমোহিত হইয়া, পিতার শাসন অতিবর্ত্তন এবং তাঁহারে, ভ্রাতাদিগকে ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে অবমানিত করত বাহুবলে সমুদায় নরপতিরে বশীভূত করিয়া, হস্তিনানগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নৃপসত্তম যযাতি তদ্দর্শনে সেই দুর্ব্বৃত্ত পুত্রকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী অনুজগণকেও রোষভরে অভিশাপ প্রদান পূর্ব্বক আত্মবশীভূত সর্ব্বকনিষ্ঠ পূরুরে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অতএব জ্যেষ্ঠ অবাধ্য হইলে, রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে; আর সৎস্বভাব ও পিতৃসেবী হইলে, কনিষ্ঠও রাজ্য প্রাপ্ত হয়।

আরও দেখ, আমার প্রপিতামহ ত্রিলোকবিখ্যাত সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ প্রতীপ ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। তাঁহার দেবতুল্য তিন পুত্রের মধ্যে দেবাপি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, বাহ্লিক মধ্যম ও আমার পিতামহ ধীমান্ শান্তনু সর্ব্বকনিষ্ঠ।

মহাতেজা দেবাপি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের প্রীতিভাজন, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পিতার শুশ্রূষা ও নিদেশ পালনে নিরত, ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাবহ, বদান্য, সাধুগণের মাননীয়, পৌর ও জানপদবর্গের প্রিয়পাত্র এবং চক্রাকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন।

তাঁহাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে পরস্পর অতিশয় সৌভ্রাত্র ছিল।

কালসহকারে বৃদ্ধ রাজা প্রতীপ জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষেকার্থ মঙ্গলদ্রব্য সমুদায় আহরণ করিলে, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধসম্প্রদায় পৌর ও জানপদবর্গ সমভিব্যাহারে নরপতিগোচরে উপনীত হইয়া, দেবাপির অভিষেকনিবারণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দেবাপি সর্ব্বগুণসম্পন্ন, সন্দেহ নাই; কিন্তু কোঠরোগে দূষিত; অতএব রাজ্যাধিকারলাভের অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তি দেবগণের অভিমত নহে। তখন মহীপতি প্রতীপ প্রিয়পুত্রের অভিষেকনিবারণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, সাশ্রু কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দেবাপি শোকাকুল হৃদয়ে অরণ্য আশ্রয় করিলেন। বাহ্লিক পূর্ব্বেই পিতা, ভ্রাতা ও পৈতৃক রাজ্য পরিহার পূর্ব্বক মাতামহের আশ্রয় লইয়াছিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাজার পরলোক হইলে, লোকবিখ্যাত শান্তনু বাহ্লিকের নিদেশক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপ, অঙ্গবৈকল্য নিবন্ধন আমি রাজ্যলাভে বঞ্চিত হইলে, ধীমান্ পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে পাণ্ডুর অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্রগণ ব্যতীত অন্য কাহারও রাজ্যে অধিকার নাই। ফলতঃ, আমি রাজ্যপ্রাপ্ত হই নাই; অতএব তুমি রাজা বা রাজপুত্র নও। তবে কি বলিয়া রাজ্যপ্রার্থনায় উদ্যত হইয়াছ? অথবা, তুমি পরধনগ্রহণে ধাবমান হইতেছ। মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজপুত্র; সুতরাং এ রাজ্য ন্যায়বিচারে তাঁহারই প্রাপ্য। যুধিষ্ঠিরই কুরুকুলের শাস্তা ও পালয়িতা। সেই মহাত্মা সত্যসন্ধ, প্রমাদশূন্য, বন্ধুগণের শাসনানুবর্ত্তী, প্রজাগণের

প্রীতিভাজন, দয়াশীল, জিতেন্দ্রিয়, সাধু ও সাধুগণের পাল-
য়িতা এবং ক্ষমা, সত্য, শ্রুত ও তিতিক্ষা প্রভৃতি সমুদায়
রাজগুণসম্পন্ন। কিন্তু তুমি নিতান্ত লোভ ও পাপপরায়ণ,
অসচ্চরিত্র; বিশেষতঃ, রাজপুত্র নও। অতএব কি রূপে
রাজ্যহরণে সমর্থ হইবে? যদি ভ্রাতৃগণের সহিত জীবিত থাকি-
বার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, পাণ্ডবদিগকে বাহন
ও পরিচ্ছদের সহিত রাজ্যার্দ্ধ প্রদান কর।

পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে ধর্ম্মরাজ! ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এই-
রূপ উপদেশেও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের চৈতন্য হইল না।
পাপাত্মা তাঁহাদের সকলকেই অবজ্ঞা করত ক্রোধারুণ নেত্রে
গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিল। কালকবলপতনো-
ন্মুখ নরপতিগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। দুর্ম্মতি দুর্য্যো-
ধন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল, অদ্য পুষ্যানক্ষত্র;
অতএব অদ্যই সকলে কুরুক্ষেত্রে গমন কর। কালপ্রেরিত
ভূপতিগণ তদীয় নিদেশানুসারে ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া,
হর্ষভরে স্ব স্ব সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে গমন করিতে লাগিল।
তালকেতু ভীষ্ম সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পুরোভাগ
অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইলেন।

কুরুসভামধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী
আমার সমক্ষে যেরূপ বলিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যে সকল
ঘটনা হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম।
এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন। হে রাজন্! আমি আপনা-

দের ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ সংস্থাপন, বংশরক্ষা ও প্রজাগণের সমৃদ্ধির নিমিত্ত প্রথমতঃ সান্ত্ববাদ প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন দেখিলাম, তাহা কার্য্যকারক হইল না, তখন ভেদোৎপাদনবাসনায় সমুদায় ভূপতিদিগকে একত্র সমবেত করিয়া, দেব ও মানুষকর্ম্ম কীর্ত্তন, অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য প্রদর্শন, সভাস্থ সমস্ত ভূপালগণকে ভৎর্সন, দুর্য্যোধনকে তৃণ জ্ঞান, কপটদ্যূতনিবন্ধন ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের নিন্দা, কর্ণ ও শকুনিরে ভয়প্রদর্শন এমং সমুদায় নৃপতিদিগকে বাক্য ও মন্ত্রণা দ্বারা ভেদিত করিতে লাগিলাম। অনন্তর কুরুবংশের অভেদ ও কার্য্যসৌকর্য্য সাধনার্থ দুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদানে সম্মত হইয়া কহিলাম, প্রবলপরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ মান ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমারেই রাজ্য প্রদান করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর ও ভীষ্মের আজ্ঞাধীন হইবেন। সমুদায় রাজ্য তোমারই নিজস্ব হইবে। তুমি তাঁহাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে কোন পঞ্চ গ্রাম প্রদান কর। পাণ্ডবগণ তোমার পিতার অবশ্যপ্রতিপাল্য। কিন্তু দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহাতেও সম্মত হইল না। এক্ষণে চতুর্থ উপায় দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। দুর্য্যোধনের সহায়ভূত ভূপতিগণ কালপ্রেরিত হইয়া, কুরুক্ষেত্রে গমন করিরাছে। হে ধর্ম্মনন্দন! কুরুসভাঘটিত সমুদায় বৃত্তান্তই আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সর্ব্বনাশের হেতুভূত আসন্নমৃত্যু কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে কখনই আপনারে রাজ্য প্রদান করিবে না।

ভগবদ্‌যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৈন্যনির্যাণ পর্ব্বাধ্যায়।

একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জনার্দ্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! কুরুসভায় যেরূপ কথোপকথন হইয়াছে, এবং মহাত্মা বাসুদেবের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা তোমরা সম্যক্ প্রকারে অবগত হইলে। অতএব এক্ষণে আমার সেনা সমস্ত বিভাগ কর। এই সাত অক্ষৌহিণী সেনা বিজয়ের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছে। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, সাত্যকি ও ভীমসেন এই সাতজন সেই সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হইবেন। এই সমস্ত সেনানায়কগণ সকলেই বেদবেত্তা, সমরপারদর্শী, অস্ত্র-কুশল, সচ্চরিত্র ও নীতিবিশারদ। ইহাঁরা যুদ্ধে শরীরপরি-ত্যাগেও কুণ্ঠিত নহেন। হে সহদেব! যিনি এই সাতজন সেনাপতির অধিনায়ক হইতে পারেন, এবং সংগ্রামে মহা-বলপরাক্রান্ত প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ ভীষ্মের শরজাল সহ্য করিতে পারেন, এরূপ এক সেনাবিভাগনিপুণ ব্যক্তিরে নির্দ্দেশ করিয়া বল। হে পুরুষব্যাঘ্র! কোন্ ব্যক্তি আমাদের সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত, সেই বিষয়ে তুমি স্বীয় মত ব্যক্ত কর।

সহদেব কহিলেন, হে রাজন্! আমরা যাঁহার আশ্রয় লাভ করত পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রাপ্তির নিমিত্ত উদেযাগী হইতেছি, যিনি আমাদের সমদুঃখসুখভাগী, সেই যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবীর মৎস্যরাজ সংগ্রামে মহাবীর ভীষ্ম ও অন্যান্য মহারথগণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন।

অনন্তর বাক্যবিশারদ নকুল কহিলেন, হে রাজন্! যিনি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, ও ধৈর্য্য সৎকুলসম্ভূত, লজ্জাশীল, মহাবলপরাক্রান্ত; যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজ হইতে সমুদায় অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছেন, যিনি নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ ও সত্যপরায়ণ, যিনি মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি নিতান্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, যিনি শতশাখাসম্পন্ন মহাবৃক্ষের ন্যায়, পুত্র পৌত্রগণে পরিবৃত ও পার্থিবগণের শ্লাঘনীয়, যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া, স্বীয় পত্নীর সহিত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, যিনি পিতার ন্যায় সতত আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন, সেই পরমাস্ত্রবেত্তা দ্রুপদরাজ আমাদিগের সেনাপতি হইবেন। তিনি ভীষ্ম ও দ্রোণের বিক্রম সহ্য করিতে অনায়াসে সমর্থ।

অনন্তর অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যে হুতাশন সদৃশ দিব্য পুরুষ তপোবলে ও মহর্ষিগণের সন্তোষসাধন দ্বারা শরাসন, কবচ ও খড়্গ ধারণ এবং দিব্যাশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া, ভয়ঙ্কর মেঘমালার ন্যায় রথনির্ঘোষ শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত অগ্নিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যাঁহার স্কন্ধ, বাহুদ্বয় ও বক্ষঃস্থল সিংহ সদৃশ, যাঁহার ভ্রূ, দন্তপংক্তি, হনু, মুখমণ্ডল ও নেত্রদ্বয় অতি রমণীয়; জত্রু গূঢ়, চরণদ্বয় সুঘটিত, যিনি সর্ব্বশস্ত্রের অভেদ্য, এবং মত্তবারণ তুল্য বিক্রমশালী; যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাবল পরাক্রমশালী সত্যবাদী

জিতেন্দ্রিয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ভীষ্মদেবের অশনিসমস্পর্শ, দীপ্তিমান্ ভুজঙ্গম তুল্য, সাক্ষাৎ কৃতান্ত সদৃশ বেগবান্, নিপাত-বিষয়ে পাবকসদৃশ শরজাল অনায়াসে সহ্য করিতে পারিবেন। পূর্ব্বে ভগবান্ রাম ঐ সমস্ত ভয়ঙ্কর শরজাল অনায়াসে সহ্য করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এক্ষণে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতিরেকে মহাব্রত ভীষ্মদেবের পরাক্রম কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তিনি ক্ষিপ্রকারী, দুর্ভেদ্যকবচধারী এবং যূথপতি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ। আমার মতে তিনিই সেনাপতি হইবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, ভীষ্মের বধের নিমিত্তই দ্রুপদতনয় শিখণ্ডীর জন্ম হইয়াছে। ইনি যখন সংগ্রামস্থলে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে থাকেন, তখন পুরুষগণ ইহাঁকে মহাত্মা রামের ন্যায় রূপসম্পন্ন অবলোকন করেন। হে রাজন্! অস্ত্র দ্বারা রথারূঢ় শিখণ্ডীর গাত্রভেদ করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে পাই না। দ্বৈরথ যুদ্ধে শিখণ্ডী ব্যতিরেকে মহাব্রত ভীষ্মকে সংহার করিতে পারে এমন কেহই বিদ্যমান নাই। অতএব আমার মতে সেই শিখণ্ডীই সেনাপতির উপযুক্ত।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্মা বাসুদেব জগতের সমস্ত বলাবল সম্যক্ অবগত আছেন। এক্ষণে ইনি যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিবেন, আমি তাঁহাকেই সেনাপত্যে নিযুক্ত করিব। বাসুদেব কৃতাস্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধ অথবা যুবাই হউন, ইনিই আমাদিগের জয় পরাজয়ের মূল। একমাত্র দাশার্হে সমস্ত প্রাণ, রাজ্য, ভাব, অভাব, সুখ ও অসুখ সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন। সম্প্রতি রাত্রি উপস্থিত; ইতিমধ্যে আমরা সেনাপতির বিষয় অবধা-

রণ পূর্ব্বক প্রভাতসময়ে অস্ত্রশস্ত্রাদির অধিবাসন ও স্বস্তিবাচন পূর্ব্বক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইব।

অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধনঞ্জয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, হে রাজন্! ইঁহারা যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন; তাঁহারাই সেনাপতির উপযুক্ত, সমরবিশারদ ও শত্রুপরাজয়ে সমর্থ। ইঁহারা সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া থাকেন; অতএব লুব্ধপ্রকৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের কথা আর কি কহিব। হে ভারত! আমি শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা ধর্ম্মের নিকট অঋণী ও লোকের নিকট অনিন্দনীয় হইলাম। নির্ব্বোধ বালকস্বভাব দুর্য্যোধন আপনাকে অস্ত্রশস্ত্রে পারদর্শী ও বলশালী জ্ঞান করিয়া থাকে। অতএব আপনি সেনা সকল সুসজ্জিত করুন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর অর্জ্জুন, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন, কৃতান্ত সদৃশ নকুল সহদেব, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য ভীমবিক্রম অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক নরেন্দ্রদিগকে রণস্থলে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে না। আমাদিগের দুষ্প্রধর্ষ দুরাসদ মহাবলপরাক্রান্ত সৈন্য সকল সমরে ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা বাসুদেব এই কথা কহিলে, তত্রত্য নরোত্তমগণ সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই আনন্দকোলাহলে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ইতস্ততঃ প্রধাবমান উদ্‌যোগী সৈন্যগণের "সাজ সাজ" শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, মাতঙ্গের বৃংহিত, রথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দূতগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ সসৈন্যে

যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন। তখন রথপত্তিগজসমাকুল প্রধাবমান তনুত্রধারী সৈন্য-সমাগম উর্ম্মিমালাসঙ্কুল মহাসমুদ্রের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ ও পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। ভীমসেন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রক ও পাঞ্চালগণ সৈন্যগণের পুরোভাগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সৈন্যগণ মধ্যে সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইয়া, আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিল।

তৎকালে শত্রুবলনিসূদন যোদ্ধৃবর্গ সকলেই আহ্লাদিত হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই পর-সৈন্যবিদারণ সৈন্যগণের মধ্যস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, বেশ্যা, যান, বাহন, কোষ, যন্ত্র, আয়ুধ, অস্ত্রচিকিৎসক ও চিকিৎসক সকল তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক ও অকর্ম্মণ্য দুর্ব্বল সৈনিকগণকে সংগ্রহ করিয়া, সত্য-বাদিনী দ্রৌপদী এবং দাসদাসীগণে পরিবৃত হইয়া, উপ-প্লব্যনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সৈন্যযোজনা দ্বারা ধন এবং দারাদি রক্ষা করিয়া, বিধান পূর্ব্বক গোসুবর্ণাদি দান করত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও বিবিধ মণিবিভূষিত এবং রথারূঢ় হইয়া, স্কন্ধাবার সমভি-ব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। কৈকেয়গণ, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজ-পুত্র বিভূতিমান্, বসুমান্ ও শিখণ্ডী ইহাঁরা বিবিধ অলঙ্কার পরিধান, অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্ম্মধারণ করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরিবেষ্টন করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমার্দ্ধে বিরাট, যাজ্ঞসেন, সৌমকি, সুশর্ম্মা, কুন্তিভোজ এবং ধৃষ্ট-দ্যুম্নের আত্মজগণ গমন করিতে লাগিলেন। অনাধৃষ্টি, চেকি-তান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি ইহাঁরা বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে

বেষ্টন করত গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, বৃষভের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বজ্রধ্বনি সদৃশ সেই পাঞ্চজন্যনিনাদ শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। সেই সমস্ত বীরগণের শঙ্খধ্বনিসহকৃত সিংহনাদে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

—০—

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শ্মশানস্থান, দেবায়তন, মহর্ষিগণের আশ্রম ও তীর্থস্থান সকল পরিত্যাগ করিয়া, প্রচুরতৃণরাশিসম্পন্ন সুস্নিগ্ধ সমতল ভূমিতে সেনানিবেশ সংস্থাপন করিলেন। তদনন্তর বাহনগণের শ্রান্তি দূর করিয়া, পুনরায় তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত সহস্র ভূপালগণের সহিত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সহস্র সহস্র ধার্ত্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি ও যুযুধান ইহাঁরা শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলে পর ভগবান্ বাসুদেব তথায় উত্তম উপতীর্থসুশোভিত কর্করপঙ্কবিরহিত পবিত্রসলিলশালিনী শ্রোতস্বতী প্রাপ্ত হইয়া, পরিঘা খনন করাইলেন। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত কতকগুলি সেনাকে গুপ্তভাবে সন্নিবেশিত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের নিমিত্ত যেপ্রকার শিবির সন্নিবেশিত হইল, অন্যান্য ভূপালগণের নিমিত্তেও সেইরূপ প্রভূততর কাষ্ঠসম্পন্ন অন্নপানসহকৃত দুষ্প্রধর্ষ শত সহস্র শিবির পৃথক্

পৃথক্ সংস্থাপিত হইল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, যেন বিমানসমূহ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

. তথায় বেতনভোগী সুনিপুণ শত শত শিল্পী ও শাস্ত্র-বিশারদ সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইল। মহারাজ যুধিষ্ঠির শরাসন, জ্যা, বর্ম্ম ও অন্যান্য অস্ত্র সমুদয় এবং পর্ব্বতাকার ধূনকচূর্ণ, তৃণ, তুষ, অঙ্গাররাশি, মধু, ঘৃত, উদক ও অসংখ্য উৎকৃষ্ট যন্ত্র, নারাচ, তোমর, পরশু, যষ্টি ও তূণ প্রত্যেক শিবির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলেন। তথায় শত সহস্র যোধী কণ্টকময় কবচ যুক্ত মাতঙ্গ সকল অত্যুচ্চ শৈলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল। মিত্রগণ পাণ্ডবগণকে তথায় সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া, যথা স্থানে গমন করিলেন, এবং সোমপায়ী ব্রহ্মচর্য্যানুরক্ত অন্যান্য ভূপাল সকল বলবা-হন সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের বিজয়লাভার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামতে! রাজা দুর্য্যোধন সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদ সমন্বিত, কেকয়, বৃষ্ণি ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ভূপালগণে পরিবৃত এবং মহাত্মা বাসুদেব পরি-পালিত সসৈন্য রাজা যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যপরিরক্ষিত মহেন্দ্রের ন্যায় তুমুল সংগ্রামার্থ কুরুক্ষেত্রে সমাগত শ্রবণ করিয়া, কি রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন? হে তপোধন! সমবেত এই মহাবীরগণ ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকেও ব্যথিত করিতে সমর্থ; বিশেষতঃ, পাণ্ডবগণ, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী

ও যুধামন্যু এই সমস্ত মহাবীরগণ দেবগণেরও দুরধিগম্য। অতএব তৎকালে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যাহা করিয়াছিলেন, আমার নিকট সবিস্তর রূপে তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দাশার্হ প্রতিগমন করিলে, রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে কহিলেন, হে বীরগণ! কৃষ্ণ যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে, ক্রোধাসক্ত হইয়া পাণ্ডবসমীপে গমন করিয়াছেন; অতএব তিনি কৌরবগণকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। পাণ্ডবগণের সহিত আমার সমরানল প্রজ্বলিত হয়, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত। ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহারই ছন্দানুবর্ত্তী। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনের নিতান্ত বশম্বদ। পূর্ব্বে আমি অনুজগণের সহিত তাঁহার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছি; বিরাট ও দ্রুপদের সহিত আমার শত্রুভাব উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে তাঁহারাই বাসুদেবের অনুগত হইয়া, সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম শীঘ্রই সমারব্ধ হইবেক, অতএব তোমরা নিরালস্য হইয়া, সাংগ্রামিক ব্যাপারের উদ্যোগ কর। কুরুক্ষেত্রের প্রশস্ত স্থানে শত্রুগণের দুরাক্রম্য বিবিধ আয়ুধপূর্ণ ধ্বজপতাকাপরিশোভিত অত্যুচ্চ দৃঢ় আবরণে আবৃত বহুসংখ্যক শিবির সন্নিবেশিত কর। তথায় সংগ্রামোপযোগী সামগ্রী সমুদয় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে পথ প্রস্তুত করিবে, তাহা যেন কদাচ বিপক্ষগণ আক্রমণ করিতে সমর্থ না হয়। জল ও কাষ্ঠ সমুদয় শিবির মধ্যে স্থাপিত করিয়া রাখিবে এবং তথায় যাতায়াতের নিমিত্ত নগরের বহির্ভাগে এক অবন্ধুর পথ প্রস্তুত করিবে। হে বীরগণ! কল্যই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে, শীঘ্র এইরূপ ঘোষণা কর। তখন তাঁহারা যে আজ্ঞা বলিয়া পরদিন প্রভাতে

স্থানে স্থানে ঐরূপ ঘোষণা করিয়া, ভূপালগণের বাসের নিমিত্ত শিবির সকল সন্নিবেশিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পার্থিবগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে স্ব স্ব মহামূল্য সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, কাঞ্চনাঙ্গদভূষিত চন্দনাগুরুসুশোভিত অর্গলোপম ভুজযুগল পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন, উত্তরীয় প্রভৃতি বসন ও নানাবিধ ভূষণ পরিধান ও উষ্ণীষ বন্ধন করিতে লাগিলেন। রথিগণ রথ, অশ্বকোবিদগণ অশ্ব এবং হস্তিশিক্ষায় নিযুক্ত পুরুষেরা হস্তী সমস্ত সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন। অধিকৃত ভৃত্যেরা কাঞ্চনময় বিচিত্র বর্ম্ম ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় আহরণ করিতে লাগিল। পদাতিগণ সুবর্ণচিত্রিত বহুবিধ আয়ুধ সকল ধারণ করিতে লাগিল। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী জনসমাকীর্ণ হইয়া উৎসবময় হইল। যোদ্ধৃবর্গসংবৃত কুরুরাজমণ্ডল চন্দ্রোদয়কালীন মহাসমুদ্রের ন্যায় শোভমান হইল। জনগণ আবর্ত্তের ন্যায়, হস্তী, রথ ও তুরগ সকল মীনসমূহের ন্যায়, বিচিত্রিত আভরণ ও বর্ম্ম সকল ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, শঙ্খদুন্দুভিনিনাদ গভীর নির্ঘোষের ন্যায়, প্রাসাদশ্রেণী শৈলরাজির ন্যায়, অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় ফেনপুঞ্জের ন্যায়, রথ্যা ও আপণ সকল সমুদ্রগামী হ্রদনিবহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।
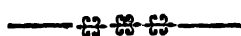
চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য স্মরণ করিয়া, পুনরায় কহিলেন, হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি

প্রকারে এরূপ বাক্য কহিল? হে অচ্যুত! এক্ষণে আমাদি-গের কি কর্ত্তব্য, এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই বা ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? তুমি দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, সৌবল ও মদীয় ভ্রাতৃগণের এবং আমার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়াছ; মহাবীর বিদুর ও ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়াছ এবং আর্য্যা কুন্তীর অভিলাষও উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ; এক্ষণে সেই সকল বিষয় বারম্বার পর্য্যালোচনা ও ইহা ভিন্ন অন্যান্য উৎকৃষ্ট বিষয় সমস্ত উদ্ভাবন করিয়া, যাহাতে আমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, শীঘ্র সেইরূপ উপদেশ প্রদান কর।

অনন্তর বাসুদেব অতি উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন,হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে সমস্ত ধর্ম্মার্থসঙ্গত পরম হিতজনক বাক্য প্রয়োগ করিলেন, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন তাহার অনুসরণে অভিলাষী নহে। সে মহামতি ভীষ্ম, বিদুরও আমার কথায় কর্ণপাতও করে না। সে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে। তাহার ধর্ম্ম ও যশোলাভের অভিলাষ নাই। সে একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় করিয়া, সকলকেই পরাজিত করিব এইরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে।

সেই পাপাত্মা আমাকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে ভীষ্ম এবং দ্রোণ ইহাঁরাও যুক্তিসঙ্গত কোন বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। একমাত্র বিদুর ব্যতিরেকে আর সকলেই তাহার ছন্দানুবর্ত্তন করিয়াছিল। শকুনি, সৌবল, কর্ণ ও দুঃশাসন আপনার প্রতি নিতান্ত অযুক্ত বাক্য সমুদয় প্রয়োগ করিয়াছে। দুর্য্যোধন আপনাকে যাহা বলিয়াছে তাহা উল্লে-খের প্রয়োজন নাই। বাস্তবিক সে আপনার সহিত যথো-পযুক্ত ব্যবহার করিতেছে না। এই সমস্ত ভূপতি ও সৈনিক-গণের মধ্যে পাপ ও অকল্যাণ নাই; একমাত্র দুর্য্যোধনে তাহা

বিদ্যমান রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা সংগ্রাম পরিহার করত রাজ্যে উপেক্ষা করিয়া কদাচ কৌরবগণের সহিত সন্ধি করিব না।

অনন্তর নৃপতিগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত কোনপ্রকার উত্তর না করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত ও তাঁহাদের অভিপ্রায় সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইয়া যুদ্ধোদ্যোগের অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুমতি প্রাপ্ত হইবামাত্র সেনাগণের মধ্যে এক মহান্ হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল। তাহাদিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ধর্ম্মরাজ অবধ্য জ্ঞাতিগণের বধসাধন করিতে হইবে বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমরা যাহা পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত বনবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশপরম্পরা স্বীকার করিলাম, এক্ষণে সেই মহানর্থ অনিবার্য্য রূপে সমুপস্থিত হইতেছে। আমরা এই অমঙ্গল নিবারণের নিমিত্ত বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। যুদ্ধের উদ্‌যোগ করি নাই, তথাপি তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল। আমরা অবধ্য আর্য্যগণের সহিত কিপ্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব? এবং কিপ্রকারেই বা বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুলোকদিগকে সংহার করিয়া জয়লাভ করিব?

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে বাসুদেবের কথা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহাত্মা বাসুদেবের মুখে আর্য্যা কুন্তী ও বিদুরের যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা উত্তম রূপে অবগত হইয়াছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে,তাঁহারা ধর্ম্মসঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে সংগ্রামে বিমুখ হওয়া আপনার উচিত নহে। তখন

কৃষ্ণ স্মিতমুখে অর্জ্জুনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন।

—|০|—

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সমীপে গমন করিয়া, মনুষ্য, হস্তী, রথ ও অশ্ব সকলকে তাহাদিগের অগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও পশ্চাৎ ভাগে সন্নিবিষ্ট হইতে অনুমতি করিলেন। তখন সৈন্যগণ অনুকর্ষ, মনোহর তূণীর, বরূথ, তোমর, খড়্গ, ধ্বজ, পতাকা, শর, শরাসন, শক্তি, নিষঙ্গ, বিচিত্র রজ্জু, আস্তরণ, সকচগ্রহ বিক্ষেপ, তৈল, গুড়, সলিল, ঘৃত, বালুকা, সসর্প কুম্ভ, ধূনকচূর্ণ, ঘণ্টিকা, ফলক, লৌহাস্ত্র, উপল, শূল, ভিন্দিপাল, মধূচ্ছিষ্ট, মুদ্গর, কাণ্ডদণ্ড, লাঙ্গল, বিষ, শূর্প, পিটক, দাত্র, অঙ্কুশ, সকণ্টক কবচ, বাসী, লৌহকণ্টক, শৃঙ্গ, ঋষ্টি, ভল্ল, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র ও নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং বহুবিধ সমুজ্জ্বল মণি ও সুবর্ণাভরণ ধারণ পূর্ব্বক ব্যাঘ্রচর্ম্মাচ্ছাদিত দ্বীপিচর্ম্মপরিবৃত রথে আরোহণ করিয়া, প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সৎকুলজাত শস্ত্রবিশারদ হয়তত্ত্ববিৎ কবচধারী মহাবীরগণ সারথ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। শর শরাসন প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসহকৃত পতাকাসুশোভিত অসিচর্ম্মপাট্টিশশালী ঘণ্টাচামরবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমচতুষ্টয়সংযোজিত রথ সমুদয় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গ ঐ সমস্ত

রথে অশুভবিনাশী যন্ত্র ও ঔষধ সমুদয় বন্ধন করিলে, ঐ সকল রথ সুরক্ষিত দুরাক্রম্য নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। একজন অশ্বতত্ত্ববিৎ ধুরসমীপবর্ত্তী অশ্বদ্বয়ের রক্ষক ও দুইজন রথিশ্রেষ্ঠ পার্ষ্ণিভাগের সারথি হইল। হস্তী সকল বদ্ধকক্ষ ও অলঙ্কৃত হইয়া, রত্নরাজিবিভূষিত শৈলের ন্যায় শোভমান হইল। তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত দুইজন অঙ্কুশধারী, দুইজন ধনুর্দ্ধারী, দুইজন খড়্গধারী, একজন শক্তি ও ত্রিশূলধারী নিযুক্ত হইল। তখন কুরুরাজ মহাত্মা দুর্য্যোধনের সৈন্য সকল আয়ুধকোষবিশিষ্ট মত্ত করিবর দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কবচধারী পতাকা যুক্ত অলঙ্কৃত অশ্বারোহী সকল অশ্বে আরোহণ করিল। প্লুতগতিরহিত সুশিক্ষিত সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহস্র অশ্ব অশ্বারোহীদিগের বশীভূত হইয়া রহিল। বহুরূপসম্পন্ন কবচশস্ত্রধারী সুবর্ণমাল্যভূষিত পদাতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রত্যেক রথের দশ দশ হস্তী; প্রত্যেক হস্তীর দশ দশ অশ্ব, প্রত্যেক অশ্বের দশ দশ পদাতি পাদরক্ষক হইল। কিম্বা প্রত্যেক রথের পঞ্চাশৎ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর শত শত অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের সাত সাত পদাতি পাদরক্ষা করিতে লাগিল। পাঁচশত হস্তী, পাঁচশত রথ, পাঁচশত অশ্ব ও পঞ্চবিংশতিশত পদাতিতে এক সেনা হয়। দশ সেনাতে এক পৃতনা, দশ পৃতনাতে এক বাহিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগের নাম সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ ও বরূথিনী।

এই রূপে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সংগৃহীত হইল। তাহার মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন একাদশ ও পাণ্ডবগণ সাত অক্ষৌহিণী সংগ্রহ করিলেন। পঞ্চ পঞ্চাশৎ পদাতিতে এক পত্তি, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, ইহা গুল্ম, বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তিন গুল্মে এক গণ হয়, কুরুসৈন্য মধ্যে

অযুত অযুত গণ নিযুক্ত ছিল। রাজা দুর্য্যোধন মহাবল পরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। এবং পূর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ সেনানায়ক নরসত্তমগণকে আনয়ন করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি মহাবীর কৃপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রথ, কাম্বোজাধিপতি স্নদক্ষিণ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, শকুনি ও মহাবল বাহ্লীক ইহাঁদিগকে প্রতিদিন দুইবেলা সর্ব্বসমক্ষে যথাবিধি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এবং যাহারা এই সমস্ত মহাবীরগণের বশবর্ত্তী, তাহারাও দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠান নিমিত্ত সৈন্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইল।

ষট্পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অন্যান্য ভূপালগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, মহাবীর ভীষ্মকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! মদীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া, উপযুক্ত সেনাপতি অভাবে পিপীলিকাসমূহের ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইতেছে। দুই ব্যক্তির বুদ্ধি কদাচ সমভাবসম্পন্ন হয় না! এই জন্য সেনাপতিগণ স্ব স্ব বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। শুনিয়াছি,পূর্ব্বে দ্বিজগণ কুশময় ধ্বজদণ্ড সমুন্নত করিয়া বৈশ্য ও শুদ্র সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সমীপে গমন করেন। তখন এক দিকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ও অন্য দিকে ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিষ্ঠিত হইল।

অনন্তর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বারম্বার পরাজিত হইতে লাগিলেন।

তখন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মতানুসারে কার্য্য করিয়া থাকি, কিন্তু আপনারা স্ব স্ব বুদ্ধিবৃত্তির বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছেন। তখন ব্রাহ্মণগণ নীতিবিশারদ মহাবলপরাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়া, ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন। এইরূপ যাঁহারা হিতাভিলাষী নিষ্পাপী ব্যক্তিকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহারা যুদ্ধে অনায়াসে শত্রুজয় করিতে পারেন।

হে পিতামহ! আপনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের তুল্য এবং আমার পরম হিতৈষী, অন্যের অসংহার্য্য ও ধর্ম্মপরায়ণ; অতএব আপনি আমাদিগের সেনাপতি হউন। যেরূপ সূর্য্য সমুদয় তেজঃ পদার্থের, চন্দ্র পাদপ সকলের, কুবের যক্ষগণের, ইন্দ্র দেবগণের, সুমেরু পর্ব্বত সমুদয়ের, গরুড় পক্ষিগণের, কার্ত্তিকেয় ভূতগণের এবং হুতাশন বসুগণের রক্ষক, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের রক্ষক হউন। আমরা শক্রপরিরক্ষিত দেবগণের ন্যায় আপনার বলবীর্য্যে পরিরক্ষিত হইয়া, দেবগণেরও দুরাক্রম্য হইব, সন্দেহ নাই। যেমন কার্ত্তিকেয় দেবগণের পুরোবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেইরূপ আপনি আমাদিগের অগ্রবর্ত্তী হউন। গো সকল যেরূপ বৃষভের অনুসরণ করে, তদ্রূপ আমরা আপনার অনুসরণ করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভারত! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মত আছি, কিন্তু তোমরা আমার যেরূপ প্রিয়পাত্র, পাণ্ডবেরাও সেইরূপ; সুতরাং তাহাদিগকেও সৎপরামর্শ প্রদান করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি এক্ষণে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের পক্ষ হইয়াই,

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে এই পৃথিবীতে আমার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও ধনঞ্জয় বহুবিধ দিব্যাস্ত্র সমুদয় শিক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তিনি প্রকাশ্যে কদাচ আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি শস্ত্রবল প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যে এই সুরাসুর ও রাক্ষসগণপরিবৃত জগত নির্ম্মনুষ্য করিতে পারি। কিন্তু আমি কদাচ পাণ্ডবগণকে উৎসাদিত করিতে পারি না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি পাণ্ডবগণ আমারে বিনষ্ট না করে, তাহা হইলে, আমি তোমার নিয়োগানুসারে প্রতিদিন অযুতসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া, তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারি, এবং আমি তোমার সেনাপতিপদ গ্রহণ করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে একটী নিয়ম অবধারিত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন্! সূতপুত্র কর্ণ সতত যুদ্ধে আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। অতএব আমি এবং কর্ণ এ উভয়ের মধ্যে অগ্রে কে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে?

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! গাঙ্গেয় জীবিত থাকিতে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। তিনি নিহত হইলে গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীষ্মকে বিধি পূর্ব্বক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলে, তিনিও অভিষিক্ত হইয়া, সাতিশয় শোভমান হইলেন। তখন রাজশাসনক্রমে বাদকগণ সুস্থির চিত্তে শতসহস্র ভেরী ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লাগিল। বীরগণের সিংহনাদে ও বাহন সকলের গম্ভীর নিনাদে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষে বিনামেঘে অনবরত ঘন ঘন বজ্রনির্ঘোষ ও ভূকম্প হস্তিগণের বৃংহিত নিনাদে সমুদয় যোধগণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া

উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর উল্কাপাতের সহিত অশরীরিণী বাণী এবং অমঙ্গলভাষিণী শিবাগণের কঠোর ধ্বনি নিরন্তর শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন মহাত্মা ভীষ্মকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলে, এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাতপরম্পরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

রাজা দুর্য্যোধন ব্রাহ্মণগণকে ধেনু ও নিষ্কপ্রাদন পূর্ব্বক সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহামনা ভীষ্মকে পুরস্কৃত করিয়া, কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, তখন আশীর্ব্বাদকেরা তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, কর্ণের সহিত পরিভ্রমণ পূর্ব্বক প্রভূত তৃণ ও ইন্ধনপূর্ণ অনুর্ব্বর ও সমতল স্থান পরিমাণ করিয়া,শিবির সংস্থাপন করিলেন,উহা হস্তিনাপুরীর ন্যায় পরম শোভামান হইয়া উঠিল।

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির বৃহস্পতি সদৃশ বুদ্ধিমান্, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাবান্, সাগর সদৃশ গম্ভীরস্বভাব, হিমালয়ের ন্যায় সুধীর, প্রজাপতি তুল্য উদারগুণশালী, আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, দেবরাজের ন্যায় শত্রুবিদারণক্ষম, নৃপতিগণের অগ্রগণ্য মহারথ ভীষ্মকে দীর্ঘকালের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর লোমহর্ষণ রণযজ্ঞে দীক্ষিত শ্রবণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন? এবং ভীম, অর্জ্জুন ও মহাত্মা বাসুদেবই বা কি কহিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর আপদ্ধর্ম্মার্থকুশল মহাবুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও সনাতন বাসু-

দেবকে স্বীয় সন্নিধানে আনয়ন করিয়া,শান্ত বাক্যে কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! হে বাসুদেব! তোমরা সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ, এবং বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক সাবধানে অবস্থিতি কর। প্রথমে পিতামহ ভীষ্মের সহিত তোমাদের সংগ্রাম উপস্থিত হইবে; অতএব এক্ষণে সাত অক্ষৌহিণীর সাতজন সেনাপতি নিযুক্ত কর। বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্! আপনি সমরোচিত কার্য্যই নির্দ্দেশ করিতেছেন, এবং উহা আমারও অভিমত; অতএব শীঘ্র সাতটী সেনাপতি নিযুক্ত করুন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব এই সাত জন মহাভাগকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত প্রজ্বলিত অনল হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন; সেই মহাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন সর্ব্বসেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজের বাক্যানুসারে এই সমস্ত সেনাপতির অধিপতিপদে নিযুক্ত হইলেন এবং ধীমান্ জনার্দ্দন অর্জ্জুনের সারথ্যভার গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর নীলবসনপরিধায়ী কৈলাসাচল সদৃশ মধুপানমত্ত আরক্তনয়ন বলদেব এই কুলক্ষয়কর ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া গদ, শাম্ব, উদ্ধব, রৌক্মিণেয়, আহুক ও চারুদেষ্ণ প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয় মহাবল বীরগণ সমভিব্যাহারে দেবগণপরিরক্ষিত বাসবের ন্যায় সিংহখেল গমনে পাণ্ডবভবনে প্রবেশ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, পার্থ ও ভীমসেন তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির কর দ্বারা তদীয় কর স্পর্শ করিলে, তিনি বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে অভিবাদন করিয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবেশন করিলেন।

অনন্তর হলায়ুধ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অনতি-বিলম্বে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারক ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই ঘটনা অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই যে, তোমরা সবান্ধবে অক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হও। আমার বোধ হইতেছে, এই সমবেত ভূপালগণের চরম সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মাংসশোণিতকর্দ্দমময় মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে। আমি তোমারে পুনঃ পুনঃ নির্জ্জনে কহিয়াছিলাম, হে বাসুদেব! পাণ্ডবগণ আমাদিগের যেরূপ প্রিয়পাত্র; দুর্য্যোধনও সেইরূপ; অতএব তাহাদিগের প্রতি সমতা ব্যবহার করা তোমার কর্ত্তব্য। কিন্তু তুমি কেবল অর্জ্জুনের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহশূন্য হইয়াছ। তুমি যখন পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করিতেছ, তখন তাহাদিগের জয়লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। আমি তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। এই নিমিত্ত আমি তোমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকি। গদাযুদ্ধবিশারদ ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য এবং উহারা আমার সমান স্নেহপাত্র। কৌরবগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইলে, আমি উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। এই বলিয়া বলরাম মধুসূদনকে প্রতিনিবৃত্ত করত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, তীর্থপর্য্যটনার্থ নির্গত হইলেন।

অষ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

হে মহারাজ! এই সময়ে মহাযশা আহুকাধিপতি সাক্ষাৎ ইন্দ্রের প্রিয় হিরণ্যলোমা ভীষ্মকের সুবিখ্যাত পুত্র রুক্মী গন্ধমাদনবাসী কিম্পুরুষশ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তির শিষ্য হইয়া, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি গাণ্ডীব, বিজয় ও শার্ঙ্গ এই তিন উৎকৃষ্ট শরাসনের মধ্যে গাণ্ডীব সদৃশ তেজস্বী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন বিজয়নামক মাহেন্দ্র ধনু কুবেরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ মন্ত্রময় পাশ ছেদন করিয়া, স্বীয় বীর্য্যবলে মুরনামক অসুরকে নিহত ও ভৌমনরককে পরাজিত এবং মণিকুণ্ডল হরণ করিয়া,ষোড়শ সহস্র মহিলা,বিবিধ রত্ন ও শত্রুগণের ভয়াবহ তেজোময় শার্ঙ্গনামে উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং মহাবীর ধনঞ্জয় খাণ্ডবদাহে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়া, দিব্যাস্ত্র গাণ্ডীব লাভ করিয়াছিলেন। রুক্মী মেঘনির্ঘোষ সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দায়মান মাহেন্দ্রধনু লাভ করিয়া চতুর্দ্দিক্ বিত্রাসিত করত, পাণ্ডবগণ সমীপে আগমন করিলেন। ভুজবলগর্ব্বিত রুক্মী পূর্ব্বে বাসুদেব কর্ত্তৃক রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া,আমি কৃষ্ণকে সংহার না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না ; এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবৃদ্ধ গঙ্গার ন্যায় বিবিধায়ুধধারী চতুরঙ্গবলসমভিব্যাহারে বাসুদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইলেন; কিন্তু যেস্থানে বাসুদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক অসংখ্য সৈন্য ও গজবাজিবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ এক নগর

সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে উক্ত নগর হইতে ভোজ-রাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বর গমনে পাণ্ডবগণ সন্নিধানে আগমন করিলেন, এবং পাণ্ডবগণের জ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার, ও খড়্গ ধারণ করিয়া, প্রভাকরসন্নিভ ধ্বজের সহিত পাণ্ডব-সৈন্যমণ্ডলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রত্যুদ্গমন ও সমুচিত সৎকার করিলেন। ভোজরাজ রুক্মী পূজিত ও স্তূয়মান হইয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দন পূর্ব্বক কিয়ৎ ক্ষণ সসৈন্যে বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিয়া, বীরগণ মধ্যে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি সহায়বান্ হইয়া, এই যুদ্ধে ভীত হইও না; আমি তোমার শত্রুগণের অসহ্য বিষয় সহ্য করিব। আমার সদৃশ বলবিক্রমশালী পুরুষ আর কেহ নাই। তুমি শত্রুসৈন্যের মধ্যে আমাকে যাহা বিভাগ করিয়া দিবে, আমি অনায়াসেই তাহা সংহার করিব। এক্ষণে মহাবীর দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, ভীষ্ম, কর্ণ, এবং সমাগত ভূপালগণ নির্ব্বিঘ্নে অব-স্থিতি করুন। আমি যুদ্ধে একাকী শত্রুগণকে সংহার করিয়া তোমাকে এই নিখিল মেদিনীমণ্ডল প্রদান করিব।

মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় পার্থিবগণ সমক্ষে রুক্মী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত সখিভাব প্রকাশ পূর্ব্বক সহাস্য বদনে রুক্মীরে কহিতে লাগিলেন, হে ভোজরাজ! আমি কৌরব-বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমি মহাত্মা পাণ্ডুর-পুত্র, দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, ভগবান্ বাসুদেব আমার সহায়, গাণ্ডীব আমার শরাসন, অতএব আমি যুদ্ধে ভীত হইতেছি, এ কথা কি প্রকারে কহি। ঘোষযাত্রাকালে মহাবল গন্ধর্ব্বগণের সহিত যে যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, তখন কোন্

ব্যক্তি আমার সহায়তা করিয়াছিল? যখন আমি দেবদানব-সঙ্কুল ভয়ঙ্কর খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন মহাবলপরাক্রান্ত নিবাত কবচ ও কালকেয়দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল; তখন কোন্ ব্যক্তি আমার সহায়তা করিয়াছিল? যখন বিরাটনগরে মহাবল কৌরবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তখন কে আমার সহায়তা করিয়াছিল? কোন্ ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সমরে রুদ্র, পুরন্দর, যম, বরুণ, পাবক, কৃপ, দ্রোণ ও মাধবের আরাধনা, তেজোময় দিব্য গাণ্ডীব ধারণ, অক্ষয় শর ও দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া "আমি সংগ্রামে ভীত হইতেছি" এই অযশস্কর বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়? হে মহা-বাহো! আমি সহায়সম্পত্তিবিহীন, তথাপি ভীত হইতেছি না। এক্ষণে তুমি যথা ইচ্ছা গমন বা এই স্থানে অবস্থিতি কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

তদনন্তর রুক্মী সাগরোপম সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া, মহারাজ দুর্য্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন। শূরাভিমানী রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন তিনি যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া, তীর্থযাত্রায় প্রস্থান করি-লেন। এদিকে পাণ্ডবগণ মন্ত্রণার্থ পুনরায় উপবিষ্ট হইলেন। তখন পার্থিবগণ সমবেত হওয়াতে পাণ্ডবসভা নক্ষত্রমালাসু-শোভিত চন্দ্রমার ন্যায় পরম শোভমান হইয়া উঠিল।

—।০।—

ঊনষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

—০—

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাত্মন্! কালপ্রেরিত কৌরবগণ কুরুক্ষেত্রে ব্যূহিত সৈন্যসমূহ মধ্যে কি করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কুরুক্ষেত্রে সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুরুপাণ্ডবদিগের সেনানিবেশ মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আমার নিকট বিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর। আমি অদৃষ্টকে প্রধান ও পুরুষার্থকে অনর্থ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। আমি যুদ্ধের ফল মৃত্যু ইহা অবগত হইলেও, কপটদ্যূতাসক্ত দুর্য্যোধনকে নিবারণ ও আপনার হিতসাধন করিতে সমর্থ হইলাম না। হে সূত! আমার বুদ্ধি দোষদর্শিনী হইলেও দুর্য্যোধনকে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই রূপে যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে। ফলতঃ, সমরস্থলে দেহ পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়গণের প্রশংসনীয় ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যাহা কহিতেছেন ও যেপ্রকার অভিলাষ করিতেছেন, ইহা আপনার সমুচিত হইতেছে; এবং দুর্য্যোধনের প্রতি এইরূপ দোষারোপ করাও আপনার অনুপযুক্ত হইতেছে না। হে পার্থিব! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তাহা আপনি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। স্বীয় দুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন যে অশুভ লাভ হয়, কাল বা দৈব তাহার কারণ নহে। যে ব্যক্তি মনুষ্য মধ্যে গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকলেরই বধ্য হইয়া থাকে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণ কেবল আপনার নিমিত্ত দ্যূত-

ক্রীড়া সময়ে অমাত্যগণের সহিত এই সমস্ত কপটাচার সহ্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি সুস্থির হইয়া, সর্ব্বলোকক্ষয় এবং অশ্ব, গজ ও রাজগণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করত একাগ্র হৃদয়ে অবস্থিতি করুন। পুরুষেরা স্বয়ং শুভাশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে না, দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়া কার্য্যে নিয়োজিত হয়। কেহ ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে, কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা কর্ম্ম বলে কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে; এই তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। এক্ষণে আপনি বিপদাপন্ন হইয়াও সুস্থির চিত্তে সমরবৃত্তান্ত শ্রবণ করুন।

সৈন্যনির্য্যাণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

উলূকদূতাগমন পর্ব্বাধ্যায়।

ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতী নদীতীরে অবস্থিতি করিলে পর কৌরবগণও তথায় প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজা দুর্য্যোধন শিবির-সন্নিবেশ পূর্ব্বক সমাগত মহীপালদিগকে সম্মান ও রক্ষণীয় দ্রব্যজাত আহরণ করিয়া, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে আনয়ন করত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের

পরামর্শানুসারে কিতবনন্দন উলূককে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে কৈতব্য! তুমি সোমক ও পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিয়া, বাসুদেব সমক্ষে কহিবে, বহুবর্ষচিন্তিত সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। সঞ্জয় কুরুগণ মধ্যে বাসুদেবের, তোমার ও তোমার সোদরগণের যে আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিপালন কর। পাণ্ডবপ্রধান যুধিষ্ঠিরকেও কহিবে, আপনি ধার্ম্মিকপ্রধান হইয়া, কি রূপে ভ্রাতৃগণের সহিত অধর্ম্মে ধাবমান হইতেছেন। আমার অনুভব ছিল, আপনি সর্ব্বভূতের অভয়দাতা; কিন্তু নৃশংসের ন্যায় কিরূপে সমস্ত জগৎ সংহারে উদ্যত হইলেন? শুনিয়াছি, পূর্ব্বে দেবগণ রাজ্য হরণ করিলে, প্রহ্লাদ এই শ্লোক পাঠ করেন, হে দেবগণ! যাহার ধর্ম্মচিহ্ন সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় নিয়ত প্রতিভা প্রাপ্ত হয় এবং পাপ সমস্ত প্রচ্ছন্ন থাকে, সে বিড়ালতপস্বী বলিয়া অভিহিত হয়। এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

কোন সময়ে এক দুরাত্মা মার্জ্জার ভাগীরথীতীরে অবস্থিতি করিত। সে ঊর্দ্ধবাহু ও সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া, লোকের প্রত্যয়োৎপাদনার্থ হিংসা পরিহার পূর্ব্বক, আমি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সর্ব্বত্র এই কথা প্রচার করিতে লাগিল। কালসহকারে পক্ষিগণ তাহার প্রতি বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সেই মার্জ্জার সকলের আদরভাজন হইয়া, বিবেচনা করিল, এত দিনে আমার অভিপ্রেতসিদ্ধি ও ব্রতচর্য্যার ফললাভ হইল।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে, মূষিকগণ তথায় সমুপস্থিত হইয়া, সেই ব্রতধর্ম্মপরায়ণ মার্জ্জারকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক মনে

মনে স্থির করিল, আমাদের বহু শত্রু; অতএব ইনি আমাদের বালক বৃদ্ধ সকলকে রক্ষা করুন। অনন্তর তাহারা মার্জ্জার সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিল, হে মার্জ্জাররাজ! আপনি ধার্ম্মিক ও সর্ব্বদা ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত; এবং আমাদের পরম গতি ও পরমবন্ধু। আমরা আপনার প্রসাদে যথাসুখে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। এই জন্য আপনার শরণাপন্ন হইলাম। এক্ষণে আপনি দেবগণরক্ষিতা বজ্রধরের ন্যায় আমাদের রক্ষা করুন।

মূষিকান্তক মার্জ্জার মূষিকগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিল, তপোনুষ্ঠান ও রক্ষাবিধান এই দুই বিষয় একদা সুসম্পন্ন হইতে পারে না। অথবা তোমাদের হিতসাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তোমাদিগকেও আমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি দৃঢ়তর নিয়মাবলম্বী হইয়া, তপোনুষ্ঠান নিবন্ধন নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং চলৎ শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছি; অতঃপর তোমরা আমারে প্রতিদিন নদীকূলে লইয়া যাইবে। মূষিকেরা তথাস্তু বলিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক আপনাদের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই তাহার হস্তে সমর্পণ করিল।

অনন্তর পাপাত্মা মার্জ্জার মূষিকদিগকে ভক্ষণ করিয়া, ক্রমে ক্রমে পীবর, দৃঢ়কায় ও লাবণ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু মূষিকসংখ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন তাহারা সকলে মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, দেখ, আমাদের মাতুল প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতেছেন; কিন্তু মূষিকবংশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। ঐ সময়ে ডিণ্ডিক নামে এক প্রাজ্ঞতম মূষিক তাহাদিগকে কহিল, তোমরা সকলে একত্র মিলিয়া, নদীতীরে গমন কর; আমি একাকী মাতুলের অনুগামী হইব। তখন সকলে তাহারে প্রশংসা করত তাহার

আদেশানুসারে গঙ্গাতীরে গমন করিল। ডিণ্ডিক সকলের পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। মার্জ্জার সবিশেষ না জানিয়া ডিণ্ডিককে ভক্ষণ করিল। অনন্তর মূষিকেরা মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলে, প্রাজ্ঞতম কোকিল নামে মূষিক তাহাদিগকে কহিল, হে মূষিকগণ! আমাদের মাতুলের ধর্ম্মবাসনা নাই। ইনি কপটমিত্রতায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। দেখ, ফলমূলাশীর বিষ্ঠা কখন লোমযুক্ত হয় না। আর ইহাঁর শরীর দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; কিন্তু মূষিক সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইয়া উঠিতেছে। বিশেষতঃ, অদ্য সাত আট দিন হইল, ডিণ্ডিককে আর দেখিতে পাই না। কোকিলের বাক্য শ্রবণ মাত্র মূষিকেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; দুরাত্মা মার্জ্জারও স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

হে পাণ্ডব! তদ্রূপ আপনিও বিড়ালব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বিড়াল যেরূপ মূষিকগণের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল, আপনিও জ্ঞাতিগণের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন। আপনার বাক্য কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনার বেদাধ্যয়ন ও শান্তিনিষ্ঠা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। আপনি ধর্ম্মিষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত; অতএব কপটতা পরিহার, ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন এবং সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করিয়া, ব্রাহ্মণ ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন করুন। আপনার জননী বহু বৎসর অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার হিতসাধনে যত্নবান্ হইয়া, সংগ্রামে শত্রুজয় পূর্ব্বক তাঁহার অশ্রু মার্জ্জন ও সম্মাননা করুন। আপনি প্রযত্নাতিশয় সহকারে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমরা তাহা প্রদান করি নাই। ইহাই আপনাদের যুদ্ধোদ্যোগ ও ক্রোধাবেশের অদ্বিতীয় কারণ। আমি আপনার জন্যই ক্রূরপ্রকৃতি বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি জতুগৃহদাহবৃত্তান্ত স্মরণ

করিয়া, পৌরুষ প্রদর্শন করুন। আপনি কৃষ্ণের প্রমুখাৎ আমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি শান্তি ও যুদ্ধ উভয় বিষয়েই প্রস্তুত আছি। এক্ষণে সেই সমরসময় সমাগত হইয়াছে। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পরমলাভ। আমি এই ভাবিয়াই সমুদায় সংগ্রামদ্রব্য আহরণ করিয়াছি। আপনি ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূত, সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া, তুল্যবল ও তুল্যবংশীয় ব্যক্তি সত্ত্বেও কি নিমিত্ত বাসুদেবকে আশ্রয় করিলেন?

হে কৈতব্য! তুমি পাণ্ডবসভা মধ্যে বাসুদেবকে কহিবে, হে কেশব! তুমি আপনার ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত কৃতযত্ন হইয়া, আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর। সভামধ্যে যেরূপ মায়াবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই রূপে অর্জ্জুনের সহিত আমার অভিমুখীন হও। ইন্দ্রজাল, মায়া বা কুহক সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির কখন ভয়োৎপাদন করিতে পারে না। আমরাও মায়াপ্রভাবে সশরীরে বহু রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বর্গে, অন্তরীক্ষে, রসাতলে এবং ইন্দ্রপুরেও পর্য্যটন বা প্রবেশ করিতে পারি। কিন্তু মায়া বা বিভীষিকা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হওয়া কখনই সম্ভব নহে। বিধাতাই সংকল্প মাত্রে সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারেন। হে যাদব! তুমি বলিয়া থাক, আমি সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিনষ্ট করিয়া, পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিব। আমি যাহার সাহায্য করি, সেই অর্জ্জুনের সহিত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছে। আমি সঞ্জয়মুখে তোমার এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সেই সমস্ত বাক্য পরিপালন, আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও পুরুষকার প্রদর্শন কর। যে ব্যক্তি

পৌরুষ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের শোকবর্দ্ধন করেন, তিনিই সার্থকজন্মা। হে বাসুদেব! তোমার যশ অকস্মাৎ লোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছে। আজি জানিলাম, পুংচিহ্নধারী অনেক নপুংসক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য; অতএব তোমার সহিত যুদ্ধ করা মাদৃশ নরপতির নিতান্ত অবিধেয়।

হে উলূক! তুমি সেই তূবর, মূর্খ, বহুভোজী বালক ভীমসেনকে বারংবার কহিবে, হে পার্থ! তুমি পূর্ব্বে বিরাটনগরে বল্লব নামে বিখ্যাত হইয়া, যে পাচককার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলে, তাহা আমারই পৌরুষ। তুমি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা যেন মিথ্যা না হয়। এক্ষণে যদি অভিমত থাকে, তাহা হইলে দুঃশাসনের রুধির পান কর। হে কৌন্তেয়! তুমি বলিয়া থাক, আমি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে বিনষ্ট করিব। এক্ষণে তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। তুমি কেবল পানভোজনেই পুরস্কার লাভের যোগ্য; কিন্তু ভোজনই বা কোথায় আর যুদ্ধই বা কোথায়? অতএব পুরুষকারসহায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি নিশ্চয়ই গদা আলিঙ্গন করিয়া ধরাশায়ী হইবে। হে ভীম! তুমি সভামধ্যে যে আস্ফালন করিয়াছিলে, তাহা কোন কার্য্যকারক নহে।

হে উলূক! তুমি নকুলকে আমার আদেশানুসারে কহিবে, হে নকুল! তুমি স্থির হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; আমরা তোমার পৌরুষ অবলোকন করিব। তুমি এক্ষণে যুধিষ্ঠিরের প্রতি অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও কৃষ্ণার ক্লেশ সমস্ত স্মরণ কর। হে কৈতব্য! তুমি রাজগণ মধ্যে সহদেবকে কহিবে, হে সহদেব! তুমি ক্লেশপরম্পরা স্মরণ করিয়া, যুদ্ধে যত্নপরায়ণ হও। বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার বচনানুসারে কহিবে, যাবৎ এই পৃথিবীতে প্রজাসঞ্চার হইয়াছে, তদবধি রাজা ও

ভৃত্য পরস্পর পরস্পরের গুণাগুণ অবগত হইতে পারে নাই। এই জন্যই তোমরা আমারে অশ্লাঘ্য বোধে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্গুণ যুধিষ্ঠিরের আশ্রয় লইয়াছ। এবং আমারও যথার্থ একত্র সমবেত হইয়াছ। অতএব আপনাদের ও পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি আমার নিদেশমতে পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকেও কহিবে, হে পাঞ্চালরাজ! তুমি সমরে দ্রোণাচার্য্যকে প্রাপ্ত হইয়া, সমুচিত হিতশিক্ষা করিবে, এত দিনে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, গুরুবধ রূপ দুষ্কর কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর। অনন্তর শিখণ্ডীকে কহিবে, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবাহু ভীষ্ম তোমারে স্ত্রীবোধে যুদ্ধে বিনষ্ট করিবেন না। অতএব তুমি নির্ভয় ও কৃতযত্ন হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও; আমরা তোমার পুরুষকার অবলোকন করিব।

এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধন হাস্য করত উলূককে কহিলেন, তুমি বাসুদেবের সমক্ষে ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিবে, হে কৌন্তেয়! হয় তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া এই পৃথিবী শাসন কর, না হয় আমাদের নিকট বিনির্জ্জিত হইয়া, রণশায়ী হও। এক্ষণে নগর হইতে নির্ব্বাসন, বনবাস ও দ্রৌপদীর দুঃখপরম্পরা স্মরণ করিয়া, পুরুষকার প্রদর্শন কর। ক্ষত্রিয়কামিনীগণ যে জন্য সন্তান প্রসব করেন, তাহার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি বল, বীর্য্য, শৌর্য্য, নিরতিশয় অস্ত্রলাঘব ও পৌরুষ প্রকাশ করিয়া, যুদ্ধে ক্রোধকষায় প্রক্ষালিত কর। ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট, পরিক্লিষ্ট, দীনভাবাপন্ন ও দীর্ঘকাল স্বদেশবিরহিত হইলে, কোন্ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? পৈতৃক রাজ্য আক্রমণ করিলে, কোন্ সৎকুলজাত পরবিত্তগ্রহণপরাঙ্মুখ পরাক্রান্ত ব্যক্তির ক্রোধোদ্দীপন না

হয়? তুমি পূর্ব্বে যে সকল আড়ম্বরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত কর। যে ব্যক্তি কর্ম্ম না করিয়া, আত্মশ্লাঘা করে, সাধুগণ তাহারে কাপুরুষ বলেন। সম্প্রতি শত্রুবশীভূত রাজ্য ও স্থান পুনরুদ্ধার কর, যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির এই দুইটীই প্রয়োজনীয়। অতএব পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছ, এবং কৃষ্ণাও সভামধ্যে আনীত হইয়াছিল। অতএব পুরুষমানী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে। তুমি নির্ব্বাসিত হইয়া, দ্বাদশবৎসর বনে বাস এবং এক বৎসর দাসভাবে বিরাটগৃহে অবস্থিতি করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসদুঃখ, নির্ব্বাসনক্লেশ ও দ্রৌপদীর নিদারুণ যাতনা স্মরণ পূর্ব্বক পৌরুষ প্রদর্শন কর। যে সকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শত্রুবৎ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন কর; যেহেতু, ক্রোধই পুরুষকার। হে পার্থ! তুমি পুরুষকারসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; লোকে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য্য, জ্ঞানযোগ ও অস্ত্রলাঘব অবলোকন করুন। তোমার অস্ত্র সকলের নীরাজনাসম্পন্ন, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দমশূন্য, অশ্ব সকল হৃষ্টপুষ্ট ও যোধগণ সুসংভৃত হইয়াছে। তুমি কেশবের সহিত কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সংগ্রামে ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া, তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বত সমারোহণেচ্ছু মন্দগতি ব্যক্তির ন্যায় বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। এক্ষণে এই শ্লাঘাপরিহার পূর্ব্বক পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি সুদুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্র, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য ও ইন্দ্রসম দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় না করিয়া, কি রূপে রাজ্যলাভের ইচ্ছা করিতেছ? যিনি ধনুর্ব্বেদ ও ব্রহ্মবেদের আচার্য্য ও পারগামী, সেই যুদ্ধধুরন্ধর সেনানায়ক অপরাজেয় দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে অভিলাষ করা নিতান্ত নিষ্ফল। গিরিবর সুমেরু

বায়ুবেগে উন্মথিত হয়, এ কথা আমরা কখন শ্রবণ করি নাই। তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যদি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সুমেরু বায়ুভরে উড্ডীন, আকাশ পৃথিবীতে নিপতিত এবং যুগ পারবর্ত্তিত হইবে। পার্থই হউক আর অন্যই হউক, কোন্ ব্যক্তি দ্রোণ ও ভীষ্মের শরে অভিহত হইয়া, জীবিতাকাঙ্ক্ষী বা নিরাপদে গৃহগমনে সমর্থ হইতে পারে? তাঁহারা যাহারে বিনাশ করিতে বাসনা বা যাহারে শরজালে বিদ্ধ করেন, সে জীবিত শরীরে কোন মতেই পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না। রে মূঢ়! তুমি কূপমণ্ডূকের ন্যায় সুরগণরক্ষিত সুরপুরীর ন্যায় প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য,দাক্ষিণাত্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য, ম্লেচ্ছ, দ্রাবিড়, অন্ধ্র ও কাঞ্চী প্রভৃতি দেশীয় নরপতিগণের পরিপালিত যে দেবসেনা সদৃশ অপরাজেয় সৈন্যমণ্ডলী সমবেত হইয়াছে, তাহা কি অবগত হইতেছ না? রে দুর্ম্মতে! তুমি কি এই গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অপারণীয় অসংখ্য যোধবর্গ এবং নাগবলমধ্যবর্ত্তী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইতেছ? আমরা সংগ্রামমুখে তোমার অক্ষয় তূণীর, অগ্নিদত্ত রথ ও দিব্য কেতুর পরিচয় প্রাপ্ত হইব। তুমি অনর্থক অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? বাগাড়ম্বর কোন কার্য্যকারক নহে। ব্যক্তিমাত্রেই শ্লাঘা করিতে পারে। কিন্তু যদি শ্লাঘামাত্রেই কার্য্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। তোমার সহায়ভূত বাসুদেব, তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও অপ্রতিম প্রভাব আমার অবিদিত নাই; তথাপি তোমার রাজ্য অপহরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছি।

একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রেই অনুকূল বিষয় সমুদায় আয়ত্তীকৃত করেন; মনুষ্য কখন সংকল্প দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আমি ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাজ্য-

ভোগ করিলাম; তুমি বিলাপমাত্রসহায় হইয়া, তাহা কেবল দর্শন করিলে। এক্ষণে আবার তোমারে সবান্ধবে সংহার করিয়া, ইহা শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব ও ভীমসেনের বলবীর্য্যই বা কোথায় ছিল? তৎকালে দ্রৌপদীই তোমাদের মুক্তিলাভের উপায় হইয়াছিল। তোমরা দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে, সেই দ্রৌপদীই তোমাদিগকে মোচন করিয়াছিল। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিলাম, তাহা মিথ্যা নহে। কারণ তোমরা বিরাটনগরে অমানুষোচিত পরিচারকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলে। ভীমসেন যে বিরাটের মহানসে সূপকারকার্য্যে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহা আমারই পুরুষকার। তুমিও ক্লীববেশে বেণী ধারণ করিয়া, উত্তরার নর্ত্তনাচার্য্য হইয়াছিলে। ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি এইরূপই দণ্ড প্রয়োগ করেন। দেখ, তুমি নপুংসকবেশে বিরাটরাজের নর্ত্তনাগারে নিযুক্ত ছিলে; অতএব আমি তোমার বা বাসুদেবের ভয়ে কখনই রাজ্য প্রদান করিব না। তুমি কেশব সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল, কুহক বা অন্যবিধ বিভীষিকা সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তিরে কখন ভয়ব্যাকুল করিতে পারে না। সহস্র বাসুদেব বা শত অর্জ্জুন সংগ্রামে আমারে সাক্ষাৎ করিলে, অবশ্যই পলায়ন করিবে। তুমি ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম, মস্তক দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ বা বাহু দ্বারা অগাধ পুরুষোদধি উত্তরণ কর, কিছুতেই আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না। হে পার্থ! এই পুরুষসাগরে শারদ্বত মহামীন, বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, ভীষ্ম বেগ, দ্রোণ মহাগ্রাহ, কর্ণ ও শল্য ঝষ ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, ভুরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ সলিল, ভগদত্ত মারুত, শ্রুতায়ু কৃতবর্ম্মা ও দুঃশাসন

মহাপ্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ পর্ব্বত, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি প্রপাত। তুমি যখন এই শস্ত্রৌঘশালী অক্ষয় সাগরে অবগাহন করিয়া হতবান্ধব ও শ্রমবশে নষ্টচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের সীমা থাকিবে না। এবং স্বর্গবিনিবৃত্ত অশুচি ব্যক্তির ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ পৃথিবীর শাসন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গপ্রাপ্তির ন্যায় তোমার রাজ্যলাভও নিতান্ত দুষ্কর।

—o—

একষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কিতবনন্দন উলূক পাণ্ডবগণের সেনানিবেশে গমন করিয়া, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, আপনি দূতবাক্যের অভিজ্ঞ; অতএব আমি দুর্য্যোধনের আদেশ সমস্ত অবিকল কহিতেছি, শুনিয়া রোষাবিষ্ট হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উলূক! তোমার ভয় নাই, তুমি নিরাকুল হৃদয়ে সেই লুব্ধস্বভাব অদূরদর্শী দুর্য্যোধনের অভিপ্রেত সকল বর্ণন কর।

তখন উলূক মহাত্মা পাণ্ডব, সৃঞ্জয়, মৎস্য ও অন্যান্য ভূপতিগণ, যশস্বী বাসুদেব এবং সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন কৌরব সভামধ্যে আপনারে যাহা কহিয়াছেন শ্রবণ করুন। হে যুধিষ্ঠির! আপনি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন; দ্রৌপদীও সভাসমক্ষে সমানীতা হইয়াছিল। অতএব পুরুষমানী ব্যক্তি অবশ্যই

রোষাবিষ্ট হইতে পারে। আপনারা দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ও এক বৎসর বিরাটগৃহে দাসভাবে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে অমর্ষ, রাজ্যহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীর ক্লেশ সমস্ত স্মরণ করিয়া, পুরুষকার প্রদর্শন করুন। ভীমসেন অশক্ত হইয়াও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, দুঃশাসনের শোণিত পান করিবে; এক্ষণে যদি সমর্থ হয়, তাহা সফল করুক। অস্ত্র শস্ত্রের নীরাজনা সম্পন্ন, কুরুক্ষেত্র কর্দ্দমশূন্য, পথ সকল সমতল এবং আপনার অশ্বগণও সুসংভৃত হইয়াছে; কল্যই কেশব সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করুন। হে কৌন্তেয়! আপনি সংগ্রামে ভীষ্মের নয়নগোচর না হইয়া, গন্ধমাদনসমারোহণেচ্ছু মন্দগামী ব্যক্তির ন্যায় বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছেন কেন? অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক পুরুষকার প্রদর্শন করুন। সুদুর্দ্ধর্ষ কর্ণ, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য এবং পুরন্দরপ্রতিম দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে পরাজয় না করিয়া, কিরূপে রাজ্যলাভের ইচ্ছা করিতেছেন? আপনি ব্রহ্মবিদ্যা ও ধনুর্ব্বেদের আচার্য্য, উভয় বিদ্যার পারদর্শী, যুদ্ধভারবহনদক্ষ, অক্ষুব্ধ ও অক্ষয়-বলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে বৃথা অভিলাষী হইয়াছেন। কিন্তু সুমেরু বায়ুবেগে উন্মূলিত হইয়াছে ইহা কুত্রাপি শ্রবণ করা যায় নাই। আপনি যাহা বলিয়াছেন, যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে সুমেরু বায়ুভরে উড্ডীন, গগনমণ্ডল পৃথিবীতে নিপতিত ও যুগপরিবর্ত্ত উপস্থিত হইবে। কোন্ ব্যক্তি দ্রোণের হস্তে পতিত হইয়া, জীবিতাকাঙ্ক্ষী হইতে পারে? কি অশ্বারোহী, কি গজারোহী, কি রথী কেহই দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া, নিরাপদে গৃহগমনে সমর্থ হয় না। দ্রোণ ও ভীষ্ম যাহারে বধ করিতে ইচ্ছা বা শরজালে আবিদ্ধ করেন, সে জীবিত শরীরে পরিত্রাণ পাইয়া গমন করিতে পারে না। তুমি কূপমণ্ডূকের ন্যায় সুরগণরক্ষিত

সুরপুরী সদৃশ প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য, কাম্বোজ, শক, খশ, শাল্ব, মৎস্য ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি দেশীয় নরপতিগণের পরিপালিত দেবসেনা সদৃশ অপরাজেয় সৈন্যমণ্ডলী সমবেত হইয়াছে, তাহা কি অবগত হইতেছ না? হে অল্পবুদ্ধে! তুমি কি গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অপারণীয় অসংখ্য যোধবর্গ এবং নাগবলমধ্যবর্ত্তী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইতেছ?

অনন্তর উলূক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিল, তুমি অনর্থক অহঙ্কার পরিহার পূর্ব্বক যুদ্ধ কর; বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ কেন? বাগাড়ম্বর কোন কার্য্যকারক নহে। যদি শ্লাঘামাত্রেই কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত। তোমার সহায়ভূত বাসুদেব তালপ্রমাণ গাণ্ডীব ও অপ্রতিম প্রভাব আমার অবিদিত নাই। তথাপি তোমার রাজ্যহরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতেছি। একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রে অনুকূল কার্য্য সমস্ত সমাধা করেন; মানবগণ কখন সংকল্প দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। আমি ত্রয়োদশ বৎসর তোমার শোকসাগর উদ্বেল করিয়া, তোমার রাজ্য ভোগ করিলাম। এক্ষণে আবার সবান্ধবে তোমারে সংহার করিয়া ইহা শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব এবং ভীমসেনের বলবীর্য্য ও গদা কোথায় ছিল? তৎকালে দ্রৌপদীই তোমাদের মুক্তিলাভের উপায় হইয়াছিল। সেই দ্রৌপদীই তোমাদের দাসত্বশৃঙ্খল অপনীত করিয়াছে। আমি যে তোমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নহে; কারণ তোমরা বিরাটভবনে অমানুষোচিত পরিচারকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলে। ভীমসেন যে বিরাটের মহানসে সূপকারকার্য্যে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল তাহা

আমারই পুরুষকার। তুমিও ক্লীববেশে বেণী ধারণ করিয়া, উত্তরারে নৃত্য শিক্ষা দিয়াছিলে। ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়ের প্রতি এইরূপ দণ্ডই বিধান করেন। অতএব আমি তোমার বা বাসুদেবের ভয়ে কখনই রাজ্য প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি কেশব সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। মায়া, ইন্দ্রজাল, কুহক বা অন্যবিধ বিভীষিকা সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির ভয়োৎপাদন করিতে পারে না। সহস্র বাসুদেব বা শত অর্জ্জুন সংগ্রামে আমার সহিত সমাগত হইলে, অবশ্যই দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিবে। তুমি সংগ্রামে ভীষ্মের সম্মুখীন হও,বা মস্তক দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ কর অথবা বাহু দ্বারা অপার সৈন্যসাগর উত্তীর্ণ হও, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তোমারে পলায়ন করিতে হইবে। হে কৌন্তেয়! ঐ মহাসাগরে শারদ্বত মহামীন,বিবিংশতি মহাভুজঙ্গ, ভীষ্ম ও দ্রোণ মহাগ্রহ, কর্ণ ও শল্য ঝষ ও আবর্ত্ত, কাম্বোজ বাড়বানল, বৃহদ্বল মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, যুযুৎসু ও দুর্ম্মর্ষণ সলিল, ভগদত্ত মারুত, শ্রুতায়ু, কৃতবর্ম্মা ও দুঃশাসন মহাপ্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ পর্ব্বত, পুরুমিত্র গাম্ভীর্য্য এবং শকুনি উপকূল। তুমি যখন এই শস্ত্রৌঘপরিপূর্ণ অক্ষয় সাগরে অবগাহন করিয়া,হতবান্ধব ও শ্রমবশে নষ্টচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের সীমা থাকিবে না। এবং স্বর্গভ্রষ্ট অশুচি ব্যক্তির ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ পৃথিবীর শাসনপ্রত্যাশা পরিত্যাগ করিবে। অতএব অতপস্বীর অভিলষিত স্বর্গপ্রাপ্তির ন্যায় তোমার রাজ্যলাভও নিতান্ত দুষ্কর।

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।
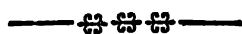
সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! উলূক ক্রুদ্ধভুজঙ্গমসদৃশ অর্জ্জুনকে বাক্‌শল্যে নিপীড়িত করত এই রূপে দুর্য্যোধনকথিত বাক্য সমুদায় বর্ণন করিল। পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাবধিই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই বাক্য শ্রবণমাত্র অতিমাত্র রোষান্বিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই আসন হইতে সমুত্থিত হইয়া, বাহু বিক্ষেপ ও পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমসেন নত মুখে ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাসুদেবের প্রতি ক্রোধ কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মহামনা কেশব ভীমসেনকে নিতান্ত ব্যাকুল ও রোষাবিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া, সস্মিত মুখে উলূককে কহিলেন, হে উলূক! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং দুর্য্যোধনকে বল যে, আমরা তাঁহার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি; এক্ষণে তাঁহার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে। মহাবাহু কেশব এই বলিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনন্তর উলূক সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভৃতি সকলকে পুনর্ব্বার সেই সকল কথা বলিল। ক্রুদ্ধভুজঙ্গম সদৃশ অর্জ্জুন তাহার সেই নিদারুণ পাপময় বাক্য শ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া,রোষভরে ললাটমার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সভাস্থ নৃপতিগণ অর্জ্জুনকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। মহাত্মা বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি অনুযোগবাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই মহারথগণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন,

শিখণ্ডী, মহারথ সাত্যকি, কৈকেয়গণ পঞ্চ ভ্রাতা, নিশাচর ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অভিমন্যু, ধৃষ্টকেতু, প্রবল-পরাক্রম ভীমসেন এবং মহারথ যমজযুগল ইহাঁরা সকলেই ক্রোধসংরক্ত লোচনে রক্তচন্দনপরিদিগ্ধ কেয়ূরাঙ্গদভূষিত রুচির বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক দন্তে দন্ত ঘর্ষণ ও সৃক্কণি পরিলেহন করিয়া, আসন হইতে সমুত্থিত হইলেন।

কুন্তীপুত্র বৃকোদর তাঁহাদের আকার ও অভিপ্রায় অবগত এবং ক্রোধে প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া, মহাবেগে গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সহসা নয়নদ্বয় উন্নমিত করিয়া, দন্ত সমুদায় কটকটায়িত ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ করত উলূককে কহিতে লাগিলেন, হে কৈতব্য! দুর্য্যোধন আমাদিগকে অশক্ত ভাবিয়া, প্রোৎসাহন নিমিত্ত যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে; তাহা শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ এবং দুরাত্মা কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন সমক্ষে দুর্য্যোধন সমীপে বর্ণন করিবে। তাহাকে কহিবে, রে দুরাচার! আমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতি-কাম হইয়া, তোমারে ক্ষমা করিয়াছি; কিন্তু তুমি তাহা সৌভাগ্য বলিয়া বোধ করিতেছ না। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ কুলের হিতকামনায় শমাকাঙ্ক্ষী হৃষীকেশকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি কালপ্রেরিত ও যমভবনগমনে অভিলাষী হইয়াছ; অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; কল্যই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমারে সোদর সমভিব্যাহারে সংহার করিব; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; তাহাতে বিচা-রণার প্রয়োজন নাই। যদি বরুণালয় সাগর বেলা অতি-ক্রম করে বা পর্ব্বত সকল বিশীর্ণ হয়, তাহা হইলেও আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। যদি যম, কুবের অথবা রুদ্রদেব তোমার সাহায্য করেন, তথাপি পাণ্ডবগণ প্রতিজ্ঞানুসারে

কার্য্য করিবেন। আমি স্বেচ্ছানুসারে দুঃশাসনের রুধির পান করিব। তৎকালে যে কোন ক্ষত্রিয় প্রতিসংরব্ধ হইয়া, ভীষ্মকেও পুরোবর্ত্তী করত আমার সম্মুখীন হইবে, তাহাকেই যমালয়ের অতিথি করিব। আমি আত্মশপথপূর্ব্বক বলিতেছি, ক্ষত্রিয়সভায় যাহা বলিয়াছিলাম, অবশ্যই তাহা সফল করিব।

অমর্ষণ সহদেব ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধসংরক্ত নয়নে সেনাগণ সমক্ষে শূরবীর সদৃশ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে পাপ! তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে, যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্ক না থাকিত, তাহা হইলে, কুরুগণের সহিত আমাদের কখনই ভেদ হইত না। তুমি নিতান্ত পাপাত্মা ও স্বীয় কুলের নিহন্তা; এবং ধৃতরাষ্ট্রের কুল ও লোক বিনাশার্থ সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার পাপাত্মা পিতা আমাদের প্রতি জন্মাবধি নৃশংস ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি সেই চিরাগত শত্রুতার শেষ করিব। আমি শকুনির সমক্ষে অগ্রে তোমারে সংহার করিয়া, পরে সমুদায় সৈন্যগণ সমক্ষে সেই পাপাত্মা শকুনিরে নিহত করিব।

মহাবাহু অর্জ্জুন ভীম ও সহদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বৃকোদরকে কহিলেন, হে বীর! যাহাদের সহিত আপনার শত্রুতা, তাহারা এস্থানে উপস্থিত নাই; এক্ষণে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া, সুখসচ্ছন্দে গৃহে অবস্থিতি করিতেছে। যথোক্তবাদী দূত কখন অপরাধী নহে। অতএব উলূককে পরুষবাক্য বলা বিধেয় নহে। মহাবাহু অর্জ্জুন ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া, ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ সুহৃৎ ও বীরবর্গকে কহিলেন, আপনারা সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধনের বাক্য, বিশেষতঃ আমার ও বাসুদে-

বের প্রতি তিরস্কার শ্রবণ করিলেন। এবং শুনিয়া আমাদের হিতকামনায় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন। আমি বাসুদেবের প্রভাবে ও আপনাদের প্রযত্নে সমগ্র পার্থিব ও ক্ষত্রমণ্ডলীকে গণনা করি না। এক্ষণে উলূক সেই বাক্যের যে উত্তর দুর্য্যোধনকে বলিবে, আমি আপনাদের অনুজ্ঞাক্রমে উলূককে তাহা বলিতেছি। কল্য যে যুদ্ধ হইবে, তাহাতে সেনামুখে গাণ্ডীব দ্বারা এই বাক্যের প্রত্যুত্তর করিব। কাপুরুষেরাই বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করে। তখন পার্থিবগণ অর্জ্জুনের এই বচনভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া, তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বয়স ও ন্যায়ানুসারে সকলকে অনুনয় পূর্ব্বক উলূককে কহিলেন, হে কৈতব্য! যে রাজা আত্মারে অবমাননা করেন, তিনি কখন পার্থিবশ্রেষ্ঠ নহেন। অতএব সমুচিত উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই বলিয়া তিনি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ, সৃক্কণী লেহন, জনার্দ্দন ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত এবং উলূকের বিপুল ভুজযুগল গ্রহণ করিয়া, বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় সান্ত্ববাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ঊর্জ্জিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে উলূক! তুমি গমন করিয়া, সেই কৃতঘ্ন, দুর্ম্মতি, কুলপাংসন ও বৈরপুরুষ সুযোধনকে কহিবে, হে পাপ! তুমি পাণ্ডবদিগের প্রতি নিয়ত ক্রূর ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি নির্ভীক হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাপালন পূর্ব্বক স্বীয় বীর্য্য প্রভাবে পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, শত্রুদিগকে আহ্বান করে, সেই ক্ষত্রিয়। হে কুলাধম! তুমি সেই পাপ ক্ষত্রিয় হইয়া, আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক মান্য ও অমান্যদিগকে পুরোবর্ত্তী করত যুদ্ধ করিও না; আপনার ও ভৃত্যগণের পরাক্রম আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক

সর্ব্বথা ক্ষত্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। যে ব্যক্তি স্বয়ং অশক্ত হইয়া, পরবীর্য্য আশ্রয় পূর্ব্বক শত্রুকে আহ্বান করে, সে নপুংসক। তুমি পরবীর্য্য প্রভাবে আপনারে সমর্থ বলিয়া বোধ কর; অতএব তুমি অশক্ত হইয়া, কি রূপে আমাদিগের প্রতি তর্জ্জন করিতেছ?

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উলূক! তুমি পুনরায় দুর্য্যোধনকে আমার কথা বলিবে, হে দুর্ম্মতে! তুমি কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারে পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিবে। হে মূঢ়! পাণ্ডবগণ আমারে সারথ্যে বরণ করিয়াছেন, অতএব আমি যুদ্ধ করিব না, তুমি এই ভাবিয়া নির্ভীক হইয়া আছ। কিন্তু হুতাশন যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রূপ আমি আসন্ন সময়ে ক্রোধভরে সমগ্র রাজন্যবর্গ দগ্ধ করিব। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে যুধ্যমান বিজিতাত্মা অর্জ্জুনের সারথ্য করিব। তুমি ত্রিলোকে উৎপতিত বা ভূতলেই প্রবিষ্ট হও, সর্ব্বত্রই প্রাতঃকালে অর্জ্জুনের রথ অবলোকন করিবে। তুমি বৃকোদরবাক্য অযথাভূত বোধ করিতেছ, কিন্তু নিশ্চয় জানিও যে, দুঃশাসনের শোণিতপান সম্পন্ন হইয়াছে। তুমি স্বভাবতঃ প্রতিকূলবাদী, এই জন্য কি অর্জ্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি বৃকোদর, কি নকুল সহদেব কেহই তোমারে সমীক্ষা করেন না।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, অর্জ্জুন দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতিমাত্র অরুণ নয়নে উলূককে অবলোকন করিতে

লাগিলেন। অনন্তর বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া; উলূকের সুবিশাল ভুজ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, শত্রুদিগকে আহ্বান ও নির্ভীক হইয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, সেই পুরুষ। কিন্তু যে ক্ষত্রিয়াধম পরবীর্য্যসহায়ে শত্রুকে আহ্বান করে, সে অশক্তি নিবন্ধন লোকে পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। তুমি পর-বীর্য্যে আপনারে বীর্য্যবান্ বোধ করিতেছ এবং স্বয়ং কাপু-রুষ হইয়া, পরপরিভবে অভিলাষী হইয়াছ। এই জন্য রাজ-গণবৃদ্ধ হিতবুদ্ধি জিতেন্দ্রিয় মহাপ্রাজ্ঞ ভীষ্মকে মরণে দীক্ষিত করিয়া, আত্মশ্লাঘা করিতেছ। হে দুর্ব্বুদ্ধে! হে কুলপাংসন! পাণ্ডবগণ করুণা বশতঃ পিতামহকে বিনষ্ট করিবেন না, তোমার এই মনোগত ভাব আমরা অবগত হইয়াছি। কিন্তু তুমি যাঁহার বীর্য্যবলে আত্মশ্লাঘা করিতেছ, আমি প্রথমেই সেই ভীষ্মকে ধনুর্দ্ধরগণ সমক্ষে বিনাশ করিব। হে উলূক! তুমি গমন ও ভরতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, দুর্য্যোধনকে কহিবে, তুমি যে রজনীপ্রভাতে যুদ্ধ হইবে বলিয়াছ, অর্জ্জু-নেরও তাহাতে সম্মতি আছে।

সত্যসন্ধ অদীনসত্ব ভীষ্ম কুরুগণের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, আমি সৃঞ্জয়সৈন্য ও শাল্বেয়কদিগকে বিনাশ করিব। এই ভার আমারেই বহন করিতে হইবে। দ্রোণ ব্যতিরেকে আমি সমুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারি। অত-এব পাণ্ডবগণ হইতে তোমার ভয়সম্ভাবনা নাই। পাণ্ডব-গণ এক্ষণে আপদ্গত হইয়াছেন এবং তুমিও স্বীয় রাজ্য লাভ করিয়াছ। তুমি ভীষ্মের এই বাক্যে দর্পিত হইয়া, আপনার উপস্থিত বিপদ্ লক্ষ্য করিতেছ না। সেই জন্যই আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাদের সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপস্বরূপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। তুমি

সূর্য্যোদয় হইলে, ধ্বজ, রথ ও সৈন্য যোজনা পূর্ব্বক তাঁহারে রক্ষা করিও। কল্য যখন পিতামহকে আমার শরজালে বিদ্ধ-কলেবর অবলোকন করিবে, তখন তুমি আমার এই আত্ম-শ্লাঘার ফল অবগত হইবে। ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া, সভামধ্যে তোমার ভ্রাতা অদূরদর্শী পুরুষাভিমানী দুঃশাসনকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অচিরাৎ সফল অবলোকন করিবে।

হে সুযোধন! তুমি নৃশংসের ন্যায় অধর্ম্মজ্ঞ, নিত্যবৈরী ও পাপবুদ্ধিসম্পন্ন; অতএব অনতিচিরসময় মধ্যেই অভি-মান, দর্প, ক্রোধ, পারুষ্য, নিষ্ঠুরতা, অবলেপ, আত্মসম্ভা-বনা, নৃশংসতা, ক্রূরতা, ধর্ম্মবিদ্বেষ, অধর্ম্ম, অপবাদ, বৃদ্ধাতি-ক্রম, বক্রদৃষ্টি ও সমুদায় দুর্নীতির ফল অবলোকন করিবে। হে নরাধম! আমি বাসুদেবসহায় হইয়া, ক্রুদ্ধ হইলে তোমার রাজ্য ও জীবনের আশা কোথায়? শান্তস্বভাব ভীষ্ম, মহাবীর দ্রোণ ও সূতপুত্র কর্ণ বিনষ্ট হইলে, তোমার রাজ্য, প্রাণ ও পুত্রগণের প্রত্যাশা দূর হইয়া যাইবে। হে সুযোধন! তুমি ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, এবং স্বয়ং নিহত হইয়া, সমুদায় দুষ্কৃত স্মরণ করিবে। হে কৈতব্য! আমি কখন দুই বার প্রতিজ্ঞা করি না। অতএব সত্য বলি-তেছি, এ সমস্তই সত্য হইবে।

অনন্তর যুধিষ্ঠির উলূককে কহিলেন, হে উলূক! তুমি গমন করিয়া, আমার বচনানুসারে দুর্য্যোধনকে কহিবে, তুমি আপনার চরিত্রের ন্যায় আমার চরিত্র বোধ করিও না। সত্য ও মিথ্যা উভয়ের অন্তর বোধগম্য কর। আমি কীট ও পিপীলিকারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি। অতএব জ্ঞাতিবধ-প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায়? হে সুদুর্ব্বুদ্ধে! তোমার বিপদ দেখিতে না হয়, এই অভিপ্রায়েই পূর্ব্বে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি কামপরতন্ত্রতা ও মূর্খতানিবন্ধন

কেবল আত্মশ্লাঘা করিতেছ এবং বাসুদেবেরও হিতকর বাক্য পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই, বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে কৈতব্য! তুমি আমার অহিতকারী সুযোধনকে বলিবে, তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; তোমার মতানুসারেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

অনন্তর নৃপাত্মজ ভীমসেন পুনরায় কহিলেন, হে উলূক! তুমি পাপপুরুষ, দুর্ম্মতি, শঠ, নিকারপ্রজ্ঞ ও দুরাচার দুর্য্যোধনকে কহিবে, তোমারে হয় গৃধ্রোদরে না হয় হস্তিনাপুরে বাস করিতে হইবে। আমি সত্য শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি, সভামধ্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা সম্পন্ন করিব। সমরে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া, তাহার রুধির পান ও তোমারও ঊরু ভগ্ন করিয়া তোমার অন্যান্য সহোদর-দিগকে সংহার করিব। রে মূঢ়! আমি যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্র-গণের ও অভিমন্যু সমুদায় রাজপুত্রের মূর্ত্তিমান্ মৃত্যু। অধিক কি, আমি তোমারে সমুদায় সোদরগণের সহিত সংহার করিয়া, ধর্ম্মরাজ সমক্ষে তোমার মস্তকে পদার্পণ করিব।

নকুল কহিলেন, হে উলূক! তুমি সুযোধনকে কহিবে যে, আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম এবং তোমার আদেশানুসারে কার্য্যসংসাধন করিব। অনন্তর সহদেব কহিলেন, উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে হে সুযোধন! তোমার যে-রূপঅভিপ্রায় তাহাই হইবে। তুমি যেরূপ হর্ষসহকারে আত্ম-শ্লাঘা করিতেছ,সেইরূপ স্বয়ং পুত্র,জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সমভিব্যা-হারে শোকসাগরে নিমগ্ন হইবে। বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ কহিলেন,সাধুগণের দাসত্ব প্রার্থনা আমাদের নিত্য অভিপ্রেত। এক্ষণে আমরা দাস কি প্রভু এবং যাহার যেরূপ পৌরুষ কল্য প্রকাশ পাইবে। শিখণ্ডী কহিলেন,হে উলূক! তুমি সেই নিত্য

পাপাভিসন্ধ দুর্য্যোধনকে কহিবে, হে মূঢ়! আমি সমরে যে ভীষণ কার্য্য সাধন করিব, তাহা তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে। তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধে বিজয় বাসনা করিতেছ, আমি তোমার সেই পিতামহ ভীষ্মকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। বিধাতা ভীষ্মবধের জন্যই আমায় সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধারীগণ সমক্ষে ভীষ্মকে বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, তুমি আমার নিদেশানুসারে দুর্য্যোধনকে বলিবে, আমি সমরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দ্রোণকে নিহত করিয়া, অন্যের অসাধ্য কার্য্য সাধন করিব।

অনন্তর যুধিষ্ঠির করুণাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে উলূক! তুমি দুর্য্যোধনকে কহিবে জ্ঞাতিবধে আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু তোমার দুর্বুদ্ধি দোষে তাহা সংঘটিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি প্রধান সেনানীগণ যে প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার সম্পাদন বিষয়ে অগত্যা আমারে অনুমোদন করিতে হইবে। হে উলূক! এক্ষণে যদি ইচ্ছা হয়, সত্বর প্রস্থান অথবা অবস্থান কর। আমরা তোমার বান্ধব।

তখন উলূক ধর্ম্মপুত্রের অনুমতি গ্রহণানন্তর দুর্য্যোধন সমীপে উপনীত হইয়া, বাসুদেব, ভীম, ধর্ম্মরাজ, নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং অর্জ্জুনের বাক্য ও পুরুষকার সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করিলেন। দুর্য্যোধন উলূকমুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া, শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণকে কহিলেন, তোমরা সমুদায় নরপতি এবং স্বীয় ও মিত্র সৈন্যদিগকে আদেশ কর, সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যেন সকলে সুসজ্জিত হইয়া থাকেন। অনন্তর কর্ণ দূতদিগকে আদেশ করিলে, তাহারা ত্বরমাণ হইয়া, কেহ রথ, কেহ উষ্ট্র, কেহ ঘোটকী এবং কেহবা অশ্বে আরোহণ করিয়া,

স্কন্ধাবারে পরিভ্রমণ করত রাজন্যদিগকে কহিতে লাগিল, আপনারা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে সজ্জিত হইয়া থাকিবেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

এদিকে যুধিষ্ঠির উলূকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীম প্রভৃতি মহারথগণে পরিরক্ষিত স্বীয় চতুরঙ্গিণী সেনা যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত করিলেন। তখন তাঁহার সৈন্যশ্রেণী সাগরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনার পুরোভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক দ্রোণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন বল ও উৎসাহ অনুসারে রথী-গণকে আদেশ করিলেন। তিনি কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের, দুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেনের, শল্যের সহিত ধৃষ্টকেতুর, কৃপের সহিত উত্তমৌজার, অশ্বত্থামার সহিত নকুলের, কৃত-বর্ম্মার সহিত শৈব্যের, জয়দ্রথের সহিত যুযুধানের, ভীষ্মের সহিত শিখণ্ডীর, শকুনির সহিত সহদেবের, শলের সহিত চেকিতানের, ত্রিগর্ত্তগণের সহিত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের এবং বৃষসেন ও অন্যান্য রাজগণের সহিত অভিমন্যুর প্রতি-যোগিতা নিরূপণ করিলেন। তিনি অভিমন্যুকে পার্থ অপে-ক্ষাও সমধিক জ্ঞান করিতেন। সেনাপতি ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ ও সমবেতরূপে সৈন্যদিগকে বিভক্ত করিয়া, আপনারে দ্রোণের অংশরূপে কল্পনা করিলেন। অনন্তর যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, ব্যূহরচনা ও সৈন্যযোজনা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের বিজয়বাসনায় সমরাঙ্গণে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

উলূকদূতাগমন পর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

রথাতিরথ সংখ্যানপর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় যুদ্ধে ভীষ্ম-বধার্থ প্রতিজ্ঞা করিলে, মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনাদি মদীয় পুত্রগণ কি করিয়াছিলেন? আমি ভীষ্মকে সমরে বাসুদেব সহায় দৃঢ়ধন্বা পার্থশরে হতপ্রায় দেখিতেছি। সেই অপরিমিত প্রজ্ঞাশালী অরাতি নিপাতন ভীষ্ম পার্থের সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন? এবং সেই কৌরবধুরন্ধর গাঙ্গেয় সৈনাপত্য পদে অভিষিক্ত হইয়া কিরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন?

তদনন্তর সঞ্জয় অমিততেজা কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম যাহা কহিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনু-নন্দন ভীষ্ম সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইয়া দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধ-নার্থ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! অদ্য আমি দেব সেনাপতি শক্তিপাণি কুমারকে নমস্কার করিয়া তোমার সেনাপতি হইব সন্দেহ নাই। আমি সেনাকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও বিবিধ ব্যূহ রচনায় সুনিপুণ; আমি বেতনভোগী ও অবৈ-তনিকদিগকে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিতে সম্পূর্ণ পারদর্শী

হইয়াছি। হে কুরুরাজ! আমি যান, যুদ্ধ ও পরাস্ত্র প্রতীকার সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছি এবং দৈব, গান্ধর্ব্ব ও মানুষ ব্যূহরচনা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; আমি এই সমস্ত দ্বারা পাণ্ডবগণকে বিমোহিত ও যথাশাস্ত্র তোমার সেনাগণকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিব; তুমি এক্ষণে মানসিক সকল সন্তাপ দূরীকৃত কর।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহাবাহো! কি দেব, কি অসুর কাহারও নিকট আমার ভয় নাই। আপনারা সংগ্রামে অবস্থিত হইলে, আমি অবশ্যই জয়লাভ করিব সন্দেহ নাই। অধিক কি আমি আপনাদিগের সাহায্যে দেবগণের রাজত্বলাভ করিতেও সমর্থ। হে কুরুরাজ! আপনি বিপক্ষগণের ও আমাদের সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি স্বকীয়, শত্রুপক্ষীয় রথ ও অতিরথের সংখ্যা অবগত হইতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

তখন ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ত্বদীয় সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত ও অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রথী এবং অতিরথ আছে, তাহাদের সংখ্যা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পৃথিবীপাল! তুমি দুঃশাসন প্রভৃতি স্বকীয় সহোদরগণ সমভিব্যাহারে রথী হইয়া অগ্রে অবস্থিতি করিবে। ইহারা সকলেই অস্ত্র শস্ত্রে কৃপ ও দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য; ইহারা অসি, চর্ম্ম, গদা, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তোমার রথৈক দেশে হস্তিস্কন্ধে অবস্থিতি করিবে। তাহারা অরিসৈন্যকে সংযত ও নিরাকৃত করিতে সমর্থ এবং যুদ্ধভার বহনে পারগ। পাণ্ডবগণ ইহাদিগের প্রতি পাপাচরণ করিয়াছেন; ইহারাই সংগ্রামে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাঞ্চাল-গণকে নিহত করিবে।

অনন্তর আমি তোমার সেনাপতিপদে অধিরূঢ় হইয়া

পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করত অন্যান্য শত্রুগণকে বিনষ্ট করিব। তুমি আমার সমস্ত গুণই অবগত আছ, অতএব তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। ভোজপতি অতিরথ কৃতবর্ম্মা সমরস্থলে তোমার সকল কার্য্য সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। মহেন্দ্র যেরূপ দানবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্দ্ধর্ষ অতিরথ মদ্ররাজ শল্য সমুদয় শত্রুসৈন্যগণকে সংহার করিবেন। সেই রাজসত্তম স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে সতত বাসুদেবের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি সাগরতরঙ্গের ন্যায় শরজাল বিস্তার করত শত্রুগণকে প্লাবিত করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তোমার পরম সুহৃদ্ শিক্ষিতাস্ত্র ভূরিশ্রবা ও অতিরথ সোমদত্ত ত্বদীয় অরাতিগণের বলক্ষয় করিবেন সন্দেহ নাই। হে রাজন্! দ্বিরথ সিন্ধুরাজ দ্রৌপদীহরণ সময়ে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পরিক্লিষ্ট হইলে, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সেই মহারথ সেই বৈরভাব ও ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! কাম্বোজদেশীয় একরথ সুদক্ষিণ তোমার অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তৎকালে কৌরবগণ সংগ্রামস্থলে বাসুবের ন্যায় তাঁহার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। ইহাঁর রথে কাম্বোজদেশীয় অতিবেগশালী বীরগণ অবস্থিতি করিয়া থাকে। মাহিষ্মতীবাসী

নীলবর্ম্মা নীল তোমার রথী হইবেন। তিনি রথনিকর সমভিব্যাহারে শক্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। পূর্ব্বে সহদেবের সহিত তাঁহার বৈরভাব জন্মিয়াছিল। তিনি এক্ষণে তোমার কার্য্যসাধনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন প্রকাশ করিবেন। হে মহারাজ! যেমন ক্রীড়াপরায়ণ যূথপতি হস্তীদ্বয় যূথমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, সেইরূপ মহাবল পরাক্রমশালী অবন্তীদেশনিবাসী বিন্দ ও অনুবিন্দ সমরভূমিতে বিচরণ পূর্ব্বক গদা, প্রাস, অসি, নারাচ ও তোমর দ্বারা বিপক্ষকূল ক্ষয় করিবে। পঞ্চভ্রাতা ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটনগরে পাণ্ডবগণের সহিত শক্রুতা করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! যেমন মকরগণ তরঙ্গাকুল গঙ্গাকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ তাঁহারাও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিচলিত করিবেন। সেই পঞ্চরথীর মধ্যে সত্যরথই প্রধান। হে ভারত! ভীমার্জ্জুন দিগ্বিজয়োপলক্ষে তাহাদিগের যে অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা তাহা স্মরণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন; এবং পাণ্ডবগণের ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর প্রধান প্রধান মহারথগণকে বিনাশ করিবেন।

তোমার তরুণবয়স্ক সুকুমার আত্মজ লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র ইহারা সমরে অপরাঙ্মুখ, রণবিশারদ, অতিবেগবান্, সকলের প্রণেতা ও রথী। হে নরর্ষভ! একরথ মহারাজ দণ্ডধার স্বীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। অযোধ্যাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত মহারাজ বৃহদ্বল স্বীয় বন্ধুগণকে সন্তুষ্ট করত তোমার হিতাভিলাষে যুদ্ধ করিবেন। যিনি মহর্ষি গৌতমাচার্য্যের ঔরসে শরস্তম্বে অজেয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন; সেই কৃপাচার্য্য তোমার প্রিয়াচরণ নিমিত্ত জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া ত্বদীয় শক্রুগণকে দগ্ধ করিবেন। এই বহুল সৈন্যগণ

বিবিধায়ুধ ধারণপূর্ব্বক হুতাশনের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়া সমরে বিচরণ করিবেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

হে নরাধিপ! তোমার মাতুল একরথ শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত বৈর উৎপাদন করিয়া, তুমল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। তদীয় সৈন্যগণ বায়ুর ন্যায় বেগশালী সমরে একান্ত অপরাঙ্মুখ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা সমুদয় ধনুর্দ্ধরগণের অগ্রগণ্য চিত্রযোধী ও দৃঢ়াস্ত্র মহাবীর ধনঞ্জয়ের ন্যায় তাঁহার শরসকল শরাসন হইতে বিনির্গত হইয়া, অবিচ্ছিন্ন রূপে গমন করিয়া থাকে। তাঁহার বলবীর্য্যের বিষয় বর্ণন করা আমার সাধ্য নহে। তিনি মনে করিলে ত্রিলোক পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতে পারেন, তিনি তপোবলে ক্রোধ ও তেজ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আশ্রমবাসী দ্রোণাচার্য্যের অনুগ্রহে দিব্যাস্ত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনপ্রিয়তাই প্রধান দোষ, এই নিমিত্ত আমি তাঁহাকে রথী বা অতিরথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে তিনিই অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী। তিনি একমাত্র রথারোহণ পূর্ব্বক সমুদায় দেবসৈন্যগণকে বিনষ্ট ও তলঘোষ দ্বারা পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতে পারেন, ঐ মহাবীর অসংখ্যগুণশালী; তিনি সংগ্রামস্থলে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করিবেন। সেই সিংহগ্রীব মহাদ্যুতি মহাবীর ক্রোধাসক্ত হইলে, প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকেন। ইনিই ভারতযুদ্ধের পর্য্যবসান করিবেন, ইহাঁর মহাতেজস্বী

পিতা বৃদ্ধ হইলেও যুবা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই যুদ্ধে তিনিই সমস্ত কার্য্যসাধন করিবেন সন্দেহ নাই। সৈন্যরূপ ইন্ধন-সমুত্থিতহুতাশন অস্ত্রবেগরূপ অনিলোদ্ধূত হইয়া, পাণ্ডুপুত্র-সৈন্যগণকে ভস্মীভূত করিবে। এই নরর্ষভ ভরদ্বাজ সমুদয় রথযূথপদিগের অধিপতি; ইনি তোমার হিতসাধনার্থ অদ্ভুত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবেন। আচার্য্য দ্রোণ সকল মূর্দ্ধাভিষিক্ত-দিগের গুরু। তিনি সমরে সৃঞ্জয়গণকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট করিবেন। ধনঞ্জয় তাঁহার প্রিয়শিষ্য, সুতরাং তিনি অক্লিষ্ট-কর্ম্মা ধনঞ্জয়ের গুণসমূহ স্মরণ করিয়া কদাচ তাঁহাকে বিনষ্ট করিবেন না। তিনি সতত তাঁহার গুণগ্রামের শ্লাঘা করিয়া থাকেন, এবং স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামা অপেক্ষা তাঁহাকে সমধিক গুণসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন। তিনি একরথে আরো-হণ করিয়া দিব্যাস্ত্রবলে দেব, গন্ধর্ব্ব ও মানবগণকে বিনাশ করিতে পারেন।

হে রাজন্! অনল যেরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ রাজশার্দ্দূল মহারথ পৌরব স্বীয় সৈন্য দ্বারা পাঞ্চালসৈন্য-গণকে দগ্ধ করিবেন। বৃহদ্বলশালী একরথ রাজপুত্র সত্যশ্রবা তোমার শত্রুগণকে সংহার করিয়া, সমরভূমিতে বিচরণ করি-বেন। হে রাজেন্দ্র! তদীয় যোদ্ধৃবর্গ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তোমার শত্রুগণকে নিহত করিয়া, সমরস্থলে বিচরণ করিবেন। কর্ণের পুত্র মহারথ বৃষসেন তোমার শত্রু-গণকে বিনষ্ট করিবে। মহারথ জলসন্ধ জীবিতাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। সমরবিশারদ, মহাবাহু, পরবীর-ঘাতী মাধব রথারূঢ় হইয়া, তোমার বিপক্ষসৈন্য সমুদয় ক্ষয় করিবেন। ইনি তোমার নিমিত্ত মহারণে সসৈন্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ নহেন। ইনি মহাবলপরা-ক্রান্ত এবং চিত্রযোদ্ধা; এক্ষণে নির্ভয়ে তোমার শত্রুগণের

সহিত যুদ্ধ করিবেন সন্দেহ নাই। অতিরথ বাহ্লীক সমরে একান্ত অপরাঙ্মুখ; তিনি রণস্থলে ভয়ঙ্কর কৃতান্তের ন্যায় অতিভীষণ হইয়া উঠেন। ইনি সমরস্থলে পবনের ন্যায় সঞ্চরণ করিয়া তোমার শত্রুসৈন্য সংহার করিবেন। তোমার সেনাপতি মহারথ সত্যবান রণস্থলে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহার সমর দর্শন করিলে কখন মনোবেদনা উপস্থিত হয় না। ইনি অনায়াসে শত্রুগণকে উৎসাদিত করিয়া প্রত্যাগত হইয়া থাকেন। ইনি শত্রুগণমধ্যে সৎপুরুষোচিত কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিবেন। ক্রূরকর্ম্মা মহারথ রাক্ষসরাজ অলম্বুষ পূর্ব্বকৃত বৈর সমস্ত স্মরণ করিয়া শত্রু সংহার করিবেন। ইনি সমুদায় রাক্ষসসৈন্যের প্রধান রথী,মায়াবী ও দৃঢ়বৈর।গজাঙ্কুশধারী মহাবল প্রাগ্জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত ও ধনঞ্জয় ইঁহারা জিগীষাপরবশ হইয়া বহুদিবস ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।তদনন্তর ভগদত্ত স্বীয়সখা পুরন্দরের সম্মানরক্ষার্থে অর্জ্জুনের সহিত মিত্রতা করিয়া সন্ধি স্থাপন করেন। সেই রণবিশারদ এক্ষণে ঐরাবতারূঢ় দেবরাজের ন্যায় গজস্কন্ধ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইবেন।

—০ঃ০—

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

হে কৌরব! বলবান্ দৃঢ়ক্রোধপরায়ণ অচল ও বৃষক নামক ভ্রাতৃদ্বয় তোমার শত্রুগণকে বিনষ্ট করিবেন। হে রাজন্! যে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধার্থ সতত তোমাকে উৎসাহিত করিয়া থাকে, যে নিতান্ত নীচপ্রকৃতি, যে তোমার সখা, মন্ত্রী ও নেতা, যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়

প্রদান করাতে পরশুরামকর্ত্তৃক অভিশপ্ত ও দিব্য কবচ এবং কুণ্ডলে বিহীন হইয়া নিতান্ত ঘৃণিত হইয়াছে, সেই কর্ণকে রথী বা অতিরথ বলা যাইতে পারে না। আমার মতে সে অর্দ্ধরথী, শ্লাঘাপরতন্ত্র কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কখনই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবে না।

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে ভীষ্ম! আপনি যাহা কহিলেন তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কর্ণ সাতিশয় অভিমানী এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে। সুতরাং আমার মতেও কর্ণ অর্দ্ধরথী। রাধেয় এই বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধবিস্ফারিতলোচনে ভীষ্মকে কহিতে লাগিলেন, হে পিতামহ! আপনি দ্বেষবশতঃ পদে পদে আমাকে বাক্যরূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন। আপনি আমাকে কাপুরুষের ন্যায় নিতান্ত মন্দ জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি একমাত্র দুর্য্যোধনের নিমিত্তই আপনাকে ক্ষমা করিতেছি। আপনি আমাকে অর্দ্ধরথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করাতে পৃথিবীস্থ কেহ কদাচ একথা মিথ্যাজ্ঞান করিবে না; কারণ, ভীষ্ম মিথ্যাবাদী নহেন, একথা সকলেই জানেন। আপনি কৌরবগণের নিতান্ত অহিতকারী কিন্তু রাজা দুর্য্যোধন ইহা বিবেচনা করিতেছেন না। আপনি যেরূপ গুণবিদ্বেষবশতঃ আমার প্রতি দ্বেষ করিতেছেন, সেইরূপ কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধে পরস্পরের ভেদাভিলাষী হইয়া তুল্য ভূপতিগণের এইরূপ তেজোবধ করিয়া থাকেন! আপনি ধনসম্পত্তি, বন্ধুতা, বয়ঃক্রম বা বার্দ্ধক্য কিছুতেই ক্ষত্রিয়দিগের মহারথত্ব নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবেন না। বল দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ, মন্ত্র দ্বারা দ্বিজগণ, ধন দ্বারা বৈশ্য এবং বয়স দ্বারা শূদ্রগণ জ্যেষ্ঠতা লাভ করিয়া থাকেন। আপনি কাম ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া মোহবশতঃ স্বেচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথদিগকে নির্দ্দেশ

করিতেছেন। হে দুর্য্যোধন! আপনি এই সমস্ত সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া, আপনার অনিষ্টকারী এই দুষ্টভাব-সম্পন্ন ভীষ্মকে পরিত্যাগ করুন। হে নৃপতে! সৈন্যগণ বিভিন্ন হইলে, যখন তাহাদিগকে একত্র করা দুঃসাধ্য; তখন নানাস্থানসমাগত সৈন্যগণ ভিন্ন হইলে, তাহাদিগকে যে একত্র করা দুষ্কর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এক্ষণে এই সমস্ত যোদ্ধৃবর্গের ভিন্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে; বিশেষতঃ ভীষ্ম প্রত্যক্ষেই আমাদের তেজোবধ করিতেছেন। রথবিজ্ঞানই বা কোথায়? এবং অল্পচেতা ভীষ্মই বা কোথায়?

হে রাজন্! আমি পাণ্ডববাহিনীকে আক্রমণ করিব। যেমন শার্দ্দূল সন্দর্শন করিলে বৃষভগণ পলায়ন করে, সেই-রূপ আমাকে দেখিলে পাণ্ডবেরা পাঞ্চালগণের সহিত দশ-দিকে প্রস্থান করিবে। যুদ্ধ বা বিমর্দ্দই বা কোথায়? মন্ত্র ও ব্যাহৃতই বা কোথায়? এবং কালপ্রেরিত মন্দবুদ্ধি স্থবির ভীষ্মই বা কোথায়? মোঘদর্শী ভীষ্ম একাকী পৃথিবীস্থ সক-লের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন। তিনি কাহাকেও পুরুষ বলিয়া গণনা করেন না। বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করা শাস্ত্রবিহিত হইলেও অতিবৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করা বিধেয় নহে। কারণ, তাহাদিগের বুদ্ধি বালকের ন্যায়। আমি একাকী পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্য সংহার করিব, কিন্তু হে নরাধিপ! এই যুদ্ধে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ভীষ্মই যশোভাগী হইবে। কারণ যুদ্ধে সেনাপতিরই যশোলাভ হইয়া থাকে, যোধগণ কখন যশোভাজন হইতে পারে না। অতএব, হে রাজশার্দ্দূল! গাঙ্গেয় জীবিত থাকিতে আমি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না; তিনি নিহত হইলে, অন্যান্য মহারথগণের সহিত যুদ্ধ করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাধেয়! এই ধার্ত্তরাষ্ট্রসংগ্রামে সাগরসদৃশ গুরুভার আমাতেই সমর্পিত হইবে, ইহা আমি অনেক দিন অবগত হইয়াছি। সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামকাল সমুপস্থিত হইলে, আমি কদাচ পরস্পরের ভেদ করিতে পারিব না; অতএব হে সূতজ! তুমি জীবিত থাকিবে। তুমি নিতান্ত শিশু; আমি বৃদ্ধ হইলেও তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা ও জীবিতাশা নিরাশ করিব না। মহাবীর জামদগ্ন্য পরুষরাম মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়াও আমাকে ব্যথিত করিতে পারেন নাই; এক্ষণে তুমি আমার কি করিবে? হে হীনকুলপাংসন! সাধুব্যক্তিরা কখন স্বীয় বলের প্রশংসা করেন না; কিন্তু আমি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই এই কথা বলিতেছি। আমি কাশিরাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বরসময়ে রথারোহণ পূর্ব্বক একাকী সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় করত কন্যাদিগকে হরণ করিয়াছিলাম এবং আমি একাকী সমরভূমিতে প্রসিদ্ধ যোদ্ধা সহস্র সহস্র ভূপালগণকে নিরস্ত করিয়াছিলাম। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৌরবগণের মহান্ অনয় উপস্থিত হইয়াছে; তুমিও বিনাশের নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছ; অতএব যত্নসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তুমি যাহার সহিত সতত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, সেই পার্থের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে সুদুর্ম্মতে! আমি এই যুদ্ধে তোমাকে প্রত্যাগত দেখিব।

তদনন্তর মহাপ্রতাপশালী রাজা দুর্য্যোধন উভয়কে এইরূপ বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভীষ্মকে কহিলেন, হে পিতামহ! এক্ষণে মহদ্ব্যাপার সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় তাহার অনুষ্ঠান করুন। আপনারা উভয়েই আমার মহৎকার্য্যসাধন করিবেন। এক্ষণে পুনরায় অমিত্রগণের বলাবল, রথী ও অতিরথ-

সংখ্যা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। যেহেতু রজনী প্রভাত হইলে এই যুদ্ধঘটনা উপস্থিত হইবে।

ঊনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! এই তোমার রথী, অতিরথ ও অৰ্দ্ধরথসংখ্যা কীৰ্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যদি পাণ্ডবদিগের রথসংখ্যা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে এই সমস্ত ভূপতিবর্গের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং রথী; তিনি অনলের ন্যায় রণভূমিতে বিচরণ করিবেন। মহাবল পরাক্রমশালী ভীমসেন একাকী অষ্টরথীর সমান ও অযুত হস্তির তুল্য বলশালী; তিনি গদা ও সায়কযুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অলৌকিক তেজস্বী। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়েই রথী; তাঁহারা তেজ ও রূপে অশ্বিনীকুমারের সদৃশ। ইহাঁরা সেনামুখে গমন পূর্ব্বক সমুদয় ক্লেশপরম্পরা স্মরণ করত সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় সমরাঙ্গণে বিচরণ করিবেন সন্দেহ নাই। সেই মহাত্মাগণ শালস্তম্ভের ন্যায় সমুন্নত ও পরিমাণে অন্য পুরুষাপেক্ষা প্রাদেশ প্রমাণ উচ্চ। পাণ্ডুপুত্রগণ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য ওতপোনুষ্ঠানসম্পন্ন,মহাবল পরাক্রান্ত; দিগ্বিজয়কালে তাঁহারা সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা বেগ, প্রহার এবং যুদ্ধে অলৌকিক ক্ষমতাশালী। হে কৌরব! কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগের শরাসনে জ্যারোপণ, আয়ুধ, গদা ও শরজাল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা বালক হইয়াও গদা উত্তোলন, শর নিক্ষেপ, লক্ষ্য বেধ, মৰ্ম্মপীড়ন, মুষ্টিযুদ্ধ ও

বেগে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের এই সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিবেন সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা কদাচ তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। হে রাজেন্দ্র! রাজসূয়যজ্ঞে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল; সেইরূপ তাঁহারা তোমার সাক্ষাতে সমস্ত নৃপতিগণকে বিনষ্ট করিবেন। তাঁহারা দ্যূতকালীন পরুষবাক্য ও দ্রৌপদীর ক্লেশ স্মরণ করিয়া সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় সমরস্থলে বিচরণ করিবেন। নারায়ণ সহায় লোহিতাক্ষ অর্জ্জুনের সদৃশ রথী উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং পূর্ব্বে কি দেব, কি মনুষ্য, কি উরগ, কি রাক্ষস ও কি যক্ষগণের মধ্যে তাঁহার সদৃশ রথী দৃষ্টিগোচর হয় নাই ও হইবেক না। হে মহারাজ! ধীমান্ পার্থের রথ সুসজ্জিত, বাসুদেব সারথী, ধনঞ্জয় স্বয়ং রথী, দিব্য গাণ্ডীব শরাসন, অশ্ব সমুদয় বায়ুবেগগামী, কবচ অভেদ্য, তূণীর অক্ষয়, গদা অতি ভয়ঙ্কর, মাহেন্দ্র, পাশুপৎ, কৌবের, যাম্য ও বারুণ অস্ত্র তাঁহার অধিকৃত এবং বজ্র প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় তাঁহার বশীভূত। তিনি একমাত্র রথারোহণ পূর্ব্বক হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহস্র দানবগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার সদৃশ রথী আর কে আছে? সেই মহাবাহু স্বীয় সৈন্যগণকে নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিয়া তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবেন। আমি কিম্বা আচার্য্য ব্যতিরেকে এই উভয় সৈন্যের মধ্যে এমন তৃতীয় ব্যক্তি নাই যে, অর্জ্জুনের শরবর্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। গ্রীষ্মাবসানে বায়ু যেরূপ জীমূতের সহায়তা করে, সেইরূপ বাসুদেব ধনঞ্জয়ের সাহায্য করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন যুবা এবং কৃতী; আমরা উভয়েই বৃদ্ধ।

সকল ভূপালগণ ভীষ্মের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক

পাণ্ডবগণের পূর্ব্ব সামর্থ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত সংক্ষুব্ধ হইলেন। তখন তাঁহাদিগের অঙ্গদযুক্ত চন্দনচর্চ্চিত পীন ভুজদ্বয় নিতান্ত বিস্রস্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহারা মনে মনে পাণ্ডবগণের পূর্ব্ব পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে রাজন্! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথ। বিরাটতনয় উত্তর রথী। মহাবাহু অভিমন্যু রথযূথপতির অধিপতি, অর্জ্জুন ও বাসুদেবের সদৃশ লঘুহস্ত, চিত্রযোধী ও দৃঢ়ব্রত। তিনি পিতা ধনঞ্জয়ের ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিবেন। মহাশূর সাত্যকি বৃষ্ণিপ্রবরদিগের মধ্যে অমর্ষপরায়ণ ও ভয়হীন; আমার মতে তিনি ও অমিতবিক্রমশালী যুধামন্যু উভয়ই রথী। ইহাদিগের বহুসহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব আছে। ইহাঁরা অনল ও অনিলের ন্যায় পরস্পর আহ্বান পূর্ব্বক জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত অর্জ্জুনের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত তোমার সৈন্যমধ্যে যুদ্ধ করিবেন। সমরে দুর্জ্জয়, মহারথ, মহাবীর্য্য, পুরুষর্ষভ, বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ে বৃদ্ধ হইলেও কদাচ ক্ষত্রধর্ম্ম পরিপালনে পরাঙ্মুখ হন না। হে নরপুঙ্গব! সকল মহাভুজ বীরগণ কারণবশতঃ কখন বীরত্বপ্রকাশ, কখন বা কাতরভাবাপন্ন হইয়া থাকেন; কিন্তু ইহাঁরা মৃত্যু পর্য্যন্ত দৃঢ় বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব এই দুই মহাবীর সম্বন্ধ, বংশ, বীর্য্য ও বল অনুসারে পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভি-

ব্যাহারে শূরোচিত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে সংগ্রামে মহৎকার্য্যসাধন করিবেন।

•——০:০——

একসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে ভারত! পাঞ্চালরাজের পুত্র পরপুরঞ্জয় শিখণ্ডী পাণ্ডবদিগের প্রধান রথী; ইনি বহুসংখ্যক পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকসেনা সমভিব্যাহারে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ত্বদীয় সৈন্যমধ্যে উত্তম যশোবিস্তার পূর্ব্বক রথসমূহ দ্বারা মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। দ্রোণাচার্য্যের শিষ্য, মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের সেনানী; আমার বিবেচনায় তিনি অতিরথ। যেরূপ যুগক্ষয়কালে ক্রোধাসক্ত ভগবান্ পিনাকী সমস্ত প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেইরূপ শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণপ্রিয় ব্যক্তিরা কহিয়া থাকে, ইহাঁর রথ ও সৈন্য অসংখ্য প্রযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! ইহাঁর পুত্র বালকত্বপ্রযুক্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহেন, অতএব আমার মতে তিনি অর্দ্ধরথ। শিশুপালসুত মহারথ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবগণের সম্বন্ধী; এক্ষণে তিনি পুত্রের সহিত পাণ্ডবদিগের মহৎকার্য্যসাধন করিবেন। মহারাজ ক্ষত্রদেব পাণ্ডবদিগের প্রধান রথী ও ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ। অমিততেজা জয়ন্ত ও মহারথ সত্যজিৎ প্রভৃতি মহাত্মা পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাবল পরাক্রমশালী অজ ও ভোজ পাণ্ডবহিতসাধনার্থে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করিবেন; ইহাঁরা সকলেই লঘুহস্ত, চিত্রযোধী ও দৃঢ়পরাক্রমশালী। যুদ্ধদুর্ম্মদ পঞ্চভ্রাতা কেকয়-

গণ, কাশিক, নীল, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ব ইহাঁরা সকলেই রথী, যুদ্ধলক্ষণযুক্ত ও অস্ত্রকুশল। আমার মতে মহারাজ বার্দ্ধক্ষেমি মহারথ। মহারাজ চিত্রায়ুধ রথিপ্রধান ও সমর-বিশারদ; অর্জ্জুনের প্রতি ইহার সাতিশয় ভক্তি ছিল। পুরুষ-ব্যাঘ্র চেকিতান ও সত্যধৃতি ইহাঁরা উভয়ে পাণ্ডবগণের মহারথ। ব্যাঘ্রদত্ত ও চন্দ্রসেন ইহারা রথিশ্রেষ্ঠ। বাসুদেব বা ভীমসেনসদৃশ পরাক্রমশালী সেনাবিন্দু ও ক্রোধহন্তা নামক মহাবীরদ্বয় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তুমি যেরূপ দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও আমাকে সমরশ্লাঘী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, সেই রথ-সত্তমকেও সেইরূপ বিবেচনা করিবে। মহারাজ কাশ্য সাতি-শয় ক্ষিপ্রকারী, প্রশংসনীয় এবং একরথ। সমরপ্রিয় দ্রুপদ-তনয় সত্যজিৎ মহাবল পরাক্রান্ত যুবা ও অষ্টরথীর সমান। এক্ষণে তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় অতিরথ হইয়াছেন। পাণ্ডবগণ যশোলাভ বাসনায় এক্ষণে মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর্য্য পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবগণের প্রতি সাতি-শয় অনুরক্ত। কৌরবশ্রেষ্ঠ শ্রেণিমান্ ও মহারাজ বসুদান আমার মতে ইহাঁরা উভয়েই অতিরথ।

—০ঃ●—

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হে ভারত! পাণ্ডবগণের মহারথ রোচমান সমরস্থলে অমরের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাবল পরাক্রমশালী ভীমসেনের মাতুল কুন্তিভোজ পুরজিৎ অতিরথ। সুররাজ যেরূপ দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ

তিনিও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা ভাগিনেয়দিগের হিতানুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বহুসংখ্যক যোদ্ধা আছে; সমর-প্রিয় বহুমায়াবী ভীমসেনাত্মজ রাক্ষসেশ্বর ঘটোৎকচ আপনার বশবর্ত্তী অন্যান্য মহাবীরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। হে রাজন্! এই সকল ও অন্যান্য জনপদেশ্বরগণ সমবেত ও বাসুদেবপ্রমুখ হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন।

এই সমস্ত প্রধান প্রধান রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথ ইহাঁরা দেবরাজ সদৃশ কিরীটী কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া, রণস্থলে যুধিষ্ঠিরসৈন্য সকলকে লইয়া যাইবেন। আমি সেই সমস্ত বিজিগীষু মায়াবী ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করত জয় বা নিধন লাভ করিব। আমি সন্ধ্যাকালীন চন্দ্রসূর্য্য সদৃশ গাণ্ডীব-ধারী অর্জ্জুন, চক্রধারী বাসুদেব ও পাণ্ডবদিগের অন্যান্য রথীগণকে আক্রমণ করিব।

হে রাজন্! আমি প্রধানতঃ পাণ্ডবগণের যে সকল রথী, অতিরথ ও অর্দ্ধরথের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; তাঁহাদিগকে এবং অর্জ্জুন, বাসুদেব ও অন্যান্য ভূপতিগণকে সমরভূমিতে দর্শন করিবামাত্র অস্ত্রসমূহ দ্বারা নিবারণ করিব। হে মহা-বাহো! কেবল পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডীকে কদাচ বিনাশ করিব না। আমি পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; ইহা সকলেই বিদিত আছেন। আমি চিত্রাঙ্গদকে কৌরবগণের আধিপত্যে স্থাপিত ও অল্পবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। আমি নিখিল মেদিনীমণ্ডলে সকল নৃপতিগণকে আমার ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় অবগত করিয়া, এক্ষণে স্ত্রী বা স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষকে বিনষ্ট করিতে পারিব না। হে রাজন্! শ্রবণ করিয়া থাকিবে, শিখণ্ডী পূর্ব্বে স্ত্রীজাতি ছিল; এক্ষণে পুরুষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএব আমি কদাচ তাহার সহিত

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। হে ভরতর্ষভ! আমি কেবল পাণ্ডবগণ ব্যতিরেকে সমরে যাহাকে প্রাপ্ত হইব তাহাকেই সংহার করিব সন্দেহ নাই।

রথাতিরথসংখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

অম্বোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

—— •ঃ০ ——

ত্রিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, সোমক ও পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করিবেন। এক্ষণে শিখণ্ডীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বাণবর্ষণ করিতে দেখিয়াও কি জন্য সংহার করিবেন না?

ভীষ্ম কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি যে জন্য শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না, তুমি এই সকল রাজগণের সহিত অবহিত হইয়া, তাহা শ্রবণ কর। আমার পিতা ভুবনবিখ্যাত শান্তনু যথাসময়ে পরলোক প্রাপ্ত হইলে, আমি প্রতিজ্ঞানুসারে অনুজ চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। পরে তাঁহারও মৃত্যু হইলে, সত্যবতীর সম্মতিক্রমে বিচিত্রবীর্য্যকে যথানিয়মে রাজপদে বরণ করিলাম। বিচিত্রবীর্য্য ধর্ম্মত আমার কনিষ্ঠ; সুতরাং সর্ব্বদা আমার আদেশসাপেক্ষ ছিলেন। আমি তাঁহার পরিণয় সম্পাদনের নিমিত্ত

কৃতসঙ্কল্প হইলাম। পরে শুনিলাম, অম্বা,অম্বিকা,ও অম্বালিকা নামে কাশিরাজের অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না তিন কন্যা স্বয়ম্বরা হইবেন। ঐ কন্যাত্রয়ের মধ্যে অম্বা সর্ব্বজ্যেষ্ঠা, অম্বিকা মধ্যমা ও অম্বালিকা সর্ব্বকনিষ্ঠা। পৃথিবীস্থ সমস্ত ভূপতি স্বয়ম্বরার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। আমি একমাত্র রথারোহণে কাশিরাজনগরীতে গমন পূর্ব্বক সেই সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা কন্যাত্রয়কে অবলোকন করিলাম। অনন্তর তাঁহা-দিগকে বীর্য্যশুল্কা অবগত হইয়া,রথে আরোপিত করতপার্থিব-গণকে আহ্বান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ কহিলাম। শান্তনুতয়ন ভীষ্ম তোমাদিগের সাক্ষাতে কন্যাদিগকে হরণ করিতেছে; তোমরা সাধ্যানুসারে ইহাঁদিগকে মোচন করিতে যত্নবান্ হও।

অনন্তর নৃপতিগণ অমর্ষপরবশ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সারথিরে “সজ্জিত হও সজ্জিত হও” এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, সেই ভূপালগণ মাতঙ্গসদৃশ রথোপরি আরোহণ এবং অন্যান্য যোদ্ধা সকল কেহ গজ সমূহে, কেহ হৃষ্টপুষ্ট অশ্বোপরি আরূঢ় হইয়া, আমারে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রোত্তোলন পূর্ব্বক সুবিপুল রথসমূহ দ্বারা আমার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিলেন। হে ভরতকুলতিলক! আমি তখন হাস্য করিয়া, সেই আপতিত ভূপতিগণের সুবর্ণালঙ্কৃত রথধ্বজ সকল প্রদীপ্ত শরদ্বারা ছিন্নভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করি-লাম। আমি সর্ব্বত্র শরবর্ষণ করিয়া একমাত্র বাণদ্বারা তাঁহা-দিগের হস্তী,অশ্ব এবং সারথিকে ভূতলশায়ী করিলাম। যেরূপ দেবরাজ শতক্রতু অবলীলাক্রমে অসুরবৃন্দকে পরাজিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ আমি সমস্ত ভূপতিগণকে সমরে পরাজিত করিলাম। তখন ভূপালগণ আমার সেই শীঘ্রা-স্ত্রতা দর্শনে পরাঙ্মুখ ও ভগ্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন; আমিও নরপতি সকলকে পরাজিত

করিয়া হস্তিনা প্রত্যাগমন করিলাম। হে মহাবাহো! তদনন্তর আমি ভ্রাতার নিমিত্ত সেই সমস্ত কন্যা মাতা সত্যবতীকে সমর্পণ এবং সেই যুদ্ধবৃত্তান্ত তাঁহার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলাম।

চতুঃসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ! অনন্তর আমি দাসরাজনন্দিনী বীরপ্রসবিনী মাতা সত্যবতীর সন্নিহিত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলাম, জননি! আমি ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশিরাজের কন্যাগণকে আনয়ন করিয়াছি। ইহারা বীর্য্যশুল্কা, এ কারণ বাহুবলে হরণ করিয়া আনিয়াছি। হে ভূপাল! তখন বাষ্পাকুললোচনা সত্যবতী হৃষ্টচিত্তা হইয়া আমার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, পুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে জয়লাভ করিয়াছ। পরে সত্যবতীর অনুমত্যনুসারে বিবাহসময় উপস্থিত হইলে, কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া অম্বা সলজ্জা হইয়া আমারে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি পূর্ব্বে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছি; এবং তিনিও আমার পিতার অজ্ঞাতসারে নির্জ্জনে আমারে বরণ করিয়াছেন; অতএব হে রাজন্! আপনি কি প্রকারে ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া অন্যাভিলাষিণী এই কামিনীরে আপন গৃহে রাখিবেন? হে ভীষ্ম! বিশেষতঃ আপনি কুরুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহাবাহো! এ বিষয়

বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপ মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া যাহাতে মঙ্গল হয় তাহার বিধান করুন। হে বিশাম্পতে! সেই শাল্ব-রাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে আপনি আমারে গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করুন। হে মহা-বাহো! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমরা শুনিয়াছি, আপনি ভূমণ্ডলে সত্যব্রত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

—o—

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মনুজাধিপতে! অনন্তর আমি জননী গন্ধবতী কালী, মন্ত্রি সকল, ঋত্বিজগণ এবং পুরোহিত গণকে বিদিত করিয়া, তাঁহাদিগের অনুমত্যনুসারে কাশি-রাজতনয়া জ্যেষ্ঠা অম্বাকে গমন করিতে আদেশ করিলাম। অম্বাও বৃদ্ধ দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত ও ধাত্রীর অনুগতা হইয়া শাল্বভবনে গমন করিতে লাগিলেন। পরে রাজধানীর পথ অতিক্রম করিয়া, শাল্বরাজসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি আপনার উদ্দেশে আগমন করিয়াছি।

হে বিশাম্পতে! তখন শাল্বপতি ঈষৎহাস্য করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি অন্যপূর্ব্বা হইয়াছ; অতএব আমি তোমারে ভার্য্যাভাবে গ্রহণ করিতে পারি না, তুমি পুনর্ব্বার সেই ভীষ্মের সন্নিধানে গমন কর। ভীষ্ম যখন সমুদয় ভূপালবর্গকে পরাভূত করিয়া তোমার করধারণ পূর্ব্বক, গ্রহণ করেন, তখন তুমি তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্তা হইয়াছিলে; অতএব ভীষ্মগৃহীতা তোমারে আর আমি গ্রহণ

করিতে ইচ্ছা করি না। হে বরবর্ণিনি! অন্যপূর্ব্বা কামিনীকে আমার গ্রহণে অভিলাষ নাই। অপরের ধর্ম্মনির্দ্দেশকারী বিজ্ঞানবেত্তা মৎসদৃশ কোন্ ভূপতি পরপূর্ব্বা কামিনীরে নিজগৃহে প্রবেশ করাইতে পারে? অতএব তোমার গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে; ভদ্রে! এক্ষণে তুমি অগৌণে যথা ইচ্ছা গমন কর।

হে রাজন্! তখন অনঙ্গশরপীড়িতা অম্বা শাল্বপতিরে কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ মহীপাল! এরূপ কহিবেন না; আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আমি ভীষ্ম কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া কখনই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হই নাই; তিনি অন্যান্য মহীপালগণকে দূরীকৃত করিয়া যখন বলপূর্ব্বক আমারে গ্রহণ করেন, তখন আমি রোদন করিতেছিলাম। আমি আপনারই ভক্ত,বিশেষতঃ অনপরাধিনী; অতএব আমারে গ্রহণ করুন। ধর্ম্মানুসারে নিরপরাধ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করা প্রশস্ত নহে। আমি ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া, তাঁহার সম্মতিক্রমে এখানে আসিয়াছি; শুনিলাম, মহাবাহু ভীষ্ম স্বীয় সোদরের নিমিত্ত এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আমার অভিলাষী নহেন। তিনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত স্বীয় অনুজ বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিয়াছেন। হে রাজন্! আমি মস্তক স্পর্শ করিয়া, শপথ করিতেছি, আপনা ব্যতিরেকে অন্য বরকে ধ্যান করি না। আমি আত্মশপথ পূর্ব্বক সত্য বলিতেছি যে, আমি অন্যপূর্ব্বা নহি। এক্ষণে আমি আপনার প্রসাদাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। অতএব আমারে গ্রহণ করুন।

হে মহারাজ! কাশিরাজতনয়া এইরূপ প্রার্থনা করিলেও, শাল নির্ম্মোক পরিত্যাগী ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ত্যাগ

করিলেন; কোন মতেই তাঁহারে সমাদর করিলেন না। তখন অম্বা রোষাবিষ্টা হইয়া, সাশ্রুনয়নে বাষ্পগদ্‌গদ বচনে কহিলেন,হে রাজন্! তুমি আমারে পরিত্যাগ করিলে; এক্ষণে আমি যেখানে সেখানে প্রস্থান করি, সাধুগণই সত্যের ন্যায় আমায় রক্ষা করিবেন।

মহারাজ! কাশিরাজদুহিতা অম্বা এইরূপ করুণ পরিবেদন করিলেও, শাল্ব অনায়াসেই তাঁহারে পরিত্যাগ করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে সুশ্রোণি! তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ভীষ্ম তোমারে গ্রহণ করিয়াছেন। আমি তাঁহারে অত্যন্ত ভয় করি।

অদূরদর্শী শাল্ব এইরূপ কহিলে, অম্বা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া, কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগর হইতে বিনিক্রান্তা হইলেন, এবং বিষণ্ণহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, পৃথিবীতে আমার ন্যায় হতভাগিনী কামিনী আর নাই। আমি বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়াছি; শাল্বরাজও আমারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এদিকে ভীষ্মের অনুমতি লইয়া শাল্বের নিকট আসিয়াছি; অতএব হস্তিনা প্রবেশেও আর ক্ষমতা নাই। এক্ষণে আমি আত্মারে বা ভীষ্মকে নিন্দা করিতে পারি না। আর সেই স্বয়ম্বরানুষ্ঠাতা মূঢ় পিতাও আমার নিন্দাভাগী নহেন; ইহা আমারই দোষ। সেই তুমুল যুদ্ধের উপক্রমেই আমি যে ভীষ্মের রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শাল্বের সমীপে গমন করি নাই, তাহারই ফলভোগ করিতেছি? এক্ষণে যিনি আমারে বীর্য্যশুল্কা করিয়া বেশ্যার ন্যায় সকলের পরিত্যাজ্যা করিয়াছেন, সেই মূঢ়বুদ্ধি পিতারে ধিক্; ভীষ্মকে ধিক্, আমাকে ধিক্, শাল্বরাজারে ধিক্, এবং বিধাতাকেও ধিক্। আমি তাঁহাদেরই দুর্নীতি দোষে এই-

রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছি। মনুষ্য সর্ব্বথা স্বীয় ভাগ্যফল ভোগ করে, কিন্তু শান্তনুনন্দন ভীষ্মই আমার এই অসৌভাগ্যের কারণ। অতএব যুদ্ধ বা তপস্যা যে কোন উপায়ে ভীষ্মকে প্রতিফল প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোন্ রাজা তাঁহারে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ, সম্প্রতি তাহার অনুসন্ধান করিব।

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নগরপ্রান্তে পুণ্যশীল তাপসগণের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং তথায় তাঁহাদিগকে আপনার হরণ মোচন ও বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত যথাবৎ নিবেদন করিয়া,সেই রাত্রি তাঁহাদের সহিত অতিবাহিত করিলেন।

সেই ঋষিসভামধ্যে শৈখাবত্য নামে এক জন তপোবৃদ্ধ শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে সুনিপুণ এবং আরণ্যকোপনিষদাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসীন ছিলেন। তিনি শোকদুঃখপরায়ণা নির্ম্মল স্বভাবা অম্বারে কাতরহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন,হে কল্যাণি ! তোমার শোকাপনোদন করা আশ্রমবাসী ঋষিগণের সাধ্য নহে। অম্বা দৃঢ়তাপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আমারে অনুগ্রহ করিতে হইবে। আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বনের বাসনা করিতেছি। নিতান্ত দুশ্চর হইলেও তপস্যা করিব। আমি মোহবশতঃ পূর্ব্বজন্মে যে পাপ করিয়াছিলাম,তাহারই ফল ভোগ করিতেছি, সন্দেহ নাই।পুনরায় আত্মীয় সমীপে গমন করিতে আমার ইচ্ছা নাই, শাল্বও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে সর্ব্বথা নিরাশ্বাস হইয়া, তপশ্চর্য্যারই অভিলাষ হইয়াছে। আপনারা দেবতুল্য, অতএব আমারে অনুগ্রহ করুন। তখন মহাত্মা শৈখাবত্য লৌকিক ও বৈদিক দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার কার্য্যসাধনে সম্মত হইলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ তাপসগণ তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যতা অবধারণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, ইহারে পিতৃগৃহে লইয়া চল; কেহ আমার নির্ভৎর্সনার্থ কল্পনা করিলেন, এবং কেহ বা শাল্বপতির হস্তে আমারে সমর্পণ করাই অবধারণ করিলেন। আবার কেহ কহিলেন, শাল্বপতি যখন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করা বিধেয় নহে। শংসিতব্রত তাপস-গণ এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া তাঁহারে কহিলেন, হে ভদ্রে! এ বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই; অতএব আমাদের হিতবাক্য শ্রবণ কর; প্রব্রজ্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, পিতৃগৃহে গমন কর; তোমার পিতা কাশিরাজ ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিবেন। তুমিও সর্ব্বকল্যাণভাগিনী হইয়া পরম সুখে বাস করিতে পারিবে। দেখ, তুমি নারী, পিতা অপেক্ষা তোমার অন্য রক্ষক আর নাই; অধিক কি, পিতা অথবা পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি; তন্মধ্যে উত্তম অবস্থায় পতি ও বিষম অবস্থায় পিতাই ললনাগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ, তুমি সুকুমারী রাজকুমারী; প্রব্রজ্যা তোমার অতিশয় ক্লেশকর হইবে। আর আশ্রমবাসে নানাপ্রকার দোষ-ঘটিবার সম্ভাবনা; কিন্তু পিতৃগৃহে তাহার সম্ভাবনা নাই।

তথায় আরও কতকগুলি তাপস ছিলেন; তাঁহারা কহি-লেন, হে বরবর্ণিনি! নরপতিগণ তোমারে এই নির্জ্জন বনে একাকিনী অবলোকন করিলে; প্রার্থনা করিতে পারেন; অতএব তুমি এই সংকল্প পরিত্যাগ কর।

অম্বা কহিলেন, হে তাপসগণ! পুনরায় পিতৃভবনে গমন করিতে আমার সাধ্য নাই; তাহা হইলে বান্ধবগণ নিঃসন্দেহই অবজ্ঞা করিবেন। বাল্যাবধিই পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াছি; এক্ষণে আর তথায় না যাইয়া, পরলোকেও যাহাতে আর এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে না হয়, তাহার নিমিত্ত আপনাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তপোনুষ্ঠান করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, ঋষিগণ এইরূপ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেছেন, এমন সময়ে পরম তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন তথায় উপনীত হইলেন। তাপসগণ স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক আসন ও উদকদান দ্বারা তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলে, তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া উপবেশন করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ তাঁহার সমক্ষে অম্বার বিষয়ে বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। রাজর্ষি হোত্রবাহন অম্বার মাতামহ ছিলেন, অতএব তিনি আমূলতঃ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ ও অম্বারে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও করুণার্দ্র হইলেন, এবং কম্পমান কলেবরে অম্বারে উৎসঙ্গে ধারণ করিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে তিনি অম্বারে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার মুখে সমস্ত সবিশেষ অবগত হইলেন। তখন তিনি নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, মনে মনে কার্য্য নিশ্চয় করত তাঁহাকে কহিলেন, হে বৎসে! তুমি আর পিতৃগৃহে গমন করিও না; আমি তোমার মাতামহ; অতএব আমিই তোমার সমুদায় দুঃখ দূর করিব। তুমি আমারই অনুবর্ত্তিনী হও। তুমি যেরূপ শুষ্ক হইয়াছ, বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত দুঃখপূর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে আমার বচনানুসারে পরশুরামসমীপে গমন কর। মহাত্মা জামদগ্ন্য তোমার সমুদায় শোক ও দুঃখ নিবারণ করিবেন। ভীষ্ম তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, সংগ্রামে তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন। অতএব

তুমি কালাগ্নি সদৃশ জামদগ্ন্যের সমীপে গমন কর, তিনি তোমার শান্তি বিধান করিবেন। অম্বা পুনঃ পুনঃ বাষ্পবারি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মস্তকাবনত করিয়া মাতামহকে অভিবাদন করত মধুর স্বরে কহিলেন, তাত! আপনার নিদেশক্রমে সেই লোকবিখ্যাত ভার্গবের নিকট গমন করিব। কিন্তু তথায় কিরূপে গমন করিলে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং তিনিই বা কিরূপে আমার এই সুমহৎ দুঃখ বিনষ্ট করিবেন? জানিতে বাসনা হইতেছে।

সপ্তসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

হোত্রবাহন কহিলেন, হে ভদ্রে! সত্যসন্ধ ভার্গব বেদবিৎ ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত গিরিরাজ মহেন্দ্র-শিখরে নিয়ত অবস্থিতি করেন। তিনি মহাবনে সুদুস্তর তপশ্চর্য্যায় নিবিষ্ট আছেন, দেখিতে পাইবে। তুমি তথায় গমন করিয়া, তাঁহারে অবনত মস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক আমার কথা ও স্বীয় অভিপ্রায় অবগত করিবে। সেই সর্ব্ব-ধনুর্দ্ধরাগ্রণী বীরবর জামদগ্ন্য আমার সখা ও প্রীতিমান্ সুহৃৎ। আমার নাম করিলে, তিনি তোমার সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন, সন্দেহ নাই।

রাজর্ষি হোত্রবাহন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে পরশুরামের প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ সহসা তথায় উপনীত হইলেন। তখন সভাস্থ সমস্ত ঋষি ও বৃদ্ধরাজ হোত্রবাহন গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া, আতিথ্য সৎকার সমাধানান্তে তাঁহারে বেষ্টন করিয়া, আসীন হই-

লেন। পরে প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে নানাপ্রকার মনোহর দিব্য কথা আরম্ভ করিলেন। কথাবসানে রাজর্ষি হোত্রবাহন অকৃতব্রণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! বেদবিদ্‌বরিষ্ঠ মহাপ্রভাব জামদগ্ন্য সম্প্রতি কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন? অকৃতব্রণ কহিলেন, হে মহাপ্রভাব! মহামনা রাম প্রিয়মিত্র বলিয়া আপনার কথা সর্ব্বদাই কীর্ত্তন করেন। আমার বোধ হয়, কল্য প্রভাতে তিনি আপনারে দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আসিবেন। অতএব এই স্থানেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। হে রাজন্! এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, এই কন্যাটী কাহার, আপনার সহিত ইহাঁর সম্পর্ক কি, এবং ইনি কিজন্য অরণ্যবাসিনী হইয়াছেন?

হোত্রবাহন কহিলেন, হে বিভো! ইনি কাশীরাজের প্রিয়পুত্রী, আমার দৌহিত্রী, ইহাঁর নাম অম্বা। কিছুদিন হইল, ইহাঁরা তিন ভগিনীতে স্বয়ংবরে প্রতিষ্ঠিতা হন। পৃথিবীর সমুদায় নরপতিগণ ঐ স্বয়ম্বরে কন্যালাভার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যার পর নাই সমারোহ হইয়াছিল। মহাবীর ভীষ্ম সমুদায় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া, ইহাঁদের তিন ভগ্নীকেই হরণ পূর্ব্বক হস্তিনাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, এবং সত্যবতীরে সবিশেষ নিবেদন করিয়া, ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে অম্বা মন্ত্রিগণ সমক্ষে ভীষ্মকে কহিলেন, হে বীর! আমি মনে মনে শাল্বপতিরে পতিত্বে বরণ করিয়াছি; অতএব অন্যাসক্তা রমণী ভ্রাতারে সম্প্রদান করা আপনার উচিত হয় না।

ভীষ্ম অম্বার এই বাক্য শ্রবণে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক সত্যবতীর অনুমতিক্রমে ইহাঁরে পরিত্যাগ করিলেন। অম্বা ভীষ্মের অনুমতি পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে শাল্বসমীপে গমন

পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! ভীষ্ম আমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি আমার ধর্ম্মরক্ষা করুন; আমি পূর্ব্বেই আপনারে বরণ করিয়াছি। কিন্তু শাল্ব ইহাঁর চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই জন্যই ইনি তপোনুষ্ঠান বাসনায় তপোবনে আগমন করিয়াছেন। আমি বংশপরিচয় দ্বারা ইহাঁরে অবগত হইয়াছি। এক্ষণে ইনি ভীষ্মকেই আপনার সমুদায় দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

তখন অম্বা কহিলেন, হে তপোধন! মাতামহ হোত্রবাহন যাহা বলিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন না। লজ্জা ও অপমান ভয়ে পুনরায় স্বনগরে গমন করা আমার সাধ্য নহে। এক্ষণে ভগবান্ পরশুরাম আমারে যাহা বলিবেন, তাহাই আমার সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

অষ্টসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার এই উপস্থিত দুঃখদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টীর প্রতীকার করিতে ইচ্ছা করিয়াছ বল? যদি সৌভরাজকে বিবাহার্থ নিয়োগ করা তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে মহাত্মা রাম তোমার হিতাভিলাষে তাহাও করিবেন; অথবা যদি ভীষ্মকে পরাজিত দেখিতে ইচ্ছা কর, ধীমান্ জামদগ্ন্য তাহাও সম্পাদন করিবেন। এক্ষণে রাজর্ষি হোত্রবাহনের ও তোমার বাক্য শুনিয়া যাহা কর্ত্তব্য, অদ্যই তাহা চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে।

অম্বা কহিলেন, ভগবন্! ভীষ্ম আমারে শাল্বের প্রতি

আসক্তা না জানিয়াই হরণ করিয়াছিলেন, আপনি মনে মনে ইহা বিচার করিয়া, ন্যায়ানুসারে ভীষ্ম বা শাল্বের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহা অবধারণ করুন। আমি আপনার নিকট আমার দুঃখের কারণ যথাযথ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে যুক্তি অনুসারে যাহা বিধেয় হয়, আপনি তাহাই সম্পাদন করুন।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তুমি ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিতেছ তাহা উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভীরু! যদি ভীষ্ম তোমারে হস্তিনায় লইয়া না যাইতেন, তাহা হইলে শাল্ব রামের আজ্ঞায় তোমারে শিরোধার্য্য করিতেন। ভীষ্ম তোমারে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন, বলিয়াই তোমার প্রতি শাল্বের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে সুমধ্যমে! ভীষ্ম নিতান্ত পুরুষাভিমানী ও জয়শীল; অতএব তাঁহারে নির্যাতন করাই কর্ত্তব্য।

অম্বা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ভীষ্মকেই সংগ্রামে নিহত করা আমার চিরন্তন উদ্দেশ্য। যাঁহার নিমিত্ত আমি এইরূপ দুঃখভোগ করিতেছি, তিনি ভীষ্মই হউন বা শাল্বই হউন, ইহাঁদের মধ্যে আপনি যাঁহারে দোষী স্থির করিবেন, তাঁহারেই শাসন করুন।

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দিবা ও রাত্রি অতিবাহিত হইল। অনন্তর জটাচীরধারী তেজঃপুঞ্জ পরশুরাম পরশু, খড়্গ ও ধনুষ্পাণি হইয়া, শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে রাজর্ষি হোত্রবাহন সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন তাপসগণ, মহাতপা হোত্রবাহন ও তপস্বিনী অম্বা তাঁহারে দর্শনমাত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া মধুপর্ক দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। পরশুরাম যথাবিধি সৎকৃত হইয়া, তাঁহাদের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক রাজর্ষি হোত্রবাহনের

সহিত অতীত বিষয়ের কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে সৃঞ্জয়রাজ অবসর ক্রমে মধুর বচনে কহিলেন; হে ভগবন্! ইনি কাশিরাজের দুহিতা ও আমার দৌহিত্রী; এক্ষণে ইহাঁর যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা ইহাঁর মুখে শ্রবণ করুন।

অনন্তর রাম অম্বারে কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে আদেশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার সমীপবর্ত্তিনি হইয়া কমলদলসন্নিভ পাণি-পল্লবে তদীয় পাদস্পর্শ পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা অভিবাদন করত, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শোকবাষ্প পরি-প্লুতলোচনে রোদন করিতে করিতে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

তখন রাম কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি রাজর্ষি হোত্র-বাহনের ন্যায় আমারও পরম প্রীতিভাজন। অতএব তুমি আমার সমক্ষে আত্মদুঃখ বর্ণন কর, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব।

অম্বা কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম; এক্ষণে আপনি আমারে শোকসাগরের পার প্রদর্শন করুন। রাম তাঁহার অসামান্য রূপ, যৌবন ও সৌকুমার্য্য দর্শনে নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন, এবং অম্বা কি বলিবেন, বহু-ক্ষণ চিন্তা করিয়া, কৃপাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, তোমার অভিলাষ কি বল। তখন অম্বা তাঁহার সমক্ষে আনুপূর্ব্বিক আত্মদুঃখ নিবেদন করিলেন। জামদগ্ন্য সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কার্য্যাবধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি ভীষ্মসমীপে দূতপ্রেরণ করিব, তিনি আমার বাক্য রক্ষা করিবেন, সন্দেহ নাই। যদি তিনি তাহা না করেন, তাহা হইলে আমি অস্ত্র-বলে অমাত্যগণের সহিত তাঁহারে সমরে সংহার করিব। অথবা যদি ভীষ্মের প্রতি তোমার অভিরুচি না হয়, তাহা

হইলে শাল্বরাজকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ করিব।

অম্বা কহিলেন,শাল্বরাজের প্রতি আমার পূর্ব্বাবধিই অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে,ইহা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম আমারে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর আমি সৌভরাজসমীপে গমন করিয়া সমস্ত মনোগত বিষয় বিদিত করিলাম, কিন্তু তিনি আমার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া;আমারে পরিত্যাগ করিলেন। আপনি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই সকল অনুধাবন করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। মহাবীর ভীষ্ম তৎকালে আমারে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই আমার সমুদায় দুঃখের আদিকারণ। আপনি তাঁহারে সংহার করুন। আমি তাঁহার নিমিত্তই এরূপ দুঃখগ্রস্ত ও অপ্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভীষ্ম অতিশয় লুব্ধ ও নীচপ্রকৃতি এবং সমরবিজয়ী; অতএব তাঁহারেই ইহার প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। তিনি আমার এই অপকারে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তখনই তাঁহারে সংহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার এই মনোরথ সফল করুন। যেমন দেবরাজ বৃত্রকে বিনষ্ট করিয়াছেন; সেইরূপ আপনিও ভীষ্মকে বিনাশ করুন।

—০:০—

একোনাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! অম্বা বারম্বার এইরূপ কহিলে; বীরবর জামদগ্ন্য সাশ্রুনয়নে কহিলেন,বৎসে! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা আদেশ না করিলে, আমি কখন অস্ত্রগ্রহণ করিব

না। এক্ষণে বল, তোমার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে? মহাবাহু ভীষ্ম ও শাল্ব উভয়কেই বশীভূত করিবার চেষ্টা করিব, অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণের অনুমতি বিনা অস্ত্র গ্রহণ করিব না।

অম্বা কহিলেন, ভীষ্ম আমার দুঃখের মূল; আপনিও আমার সেই দুঃখ নিবারণ করিবেন বলিয়াছেন। অতএব ভীষ্মরেই বিনাশ করুন।

জামদগ্ন্য কহিলেন, বৎসে! ভীষ্ম পূজার্হ হইলেও আমার আদেশে মস্তক দ্বারা তোমার চরণ গ্রহণ করিবেন:

অম্বা কহিলেন, যদি আমার হিতানুষ্ঠানে বাসনা থাকে, তাহা হইলে গর্জ্জনশীল অসুরের ন্যায় ভীষ্মকে সংগ্রামে বিনিহত করুন। অঙ্গীকৃত বাক্য প্রতিপালন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে ধর্ম্মপরায়ণ অকৃতব্রণ কহিলেন, ভগবন্! এই কন্যা আপ- নারে আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব ইহাঁরে পরিত্যাগ করিবেন না। যদি ভীষ্ম সংগ্রামে আহূত হইয়া আপনার নিকট পরা- জয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই কন্যার কার্য্যসাধন ও আপনার বাক্য সত্য হইবে। আপনি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া, ব্রাহ্মণগণ সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ব্রহ্মদ্বেষী হইলে, আমি তাহারে বিনষ্ট করিব। ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিরে জীবন সত্ত্বে পরি- ত্যাগ করিব না। আর সমাগত ক্ষত্রিয় নিহন্তারেও সংহার করিব। অতএব জয়শীল ভীষ্মের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

পরশুরাম কহিলেন, হে তপোধন! আমি পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত না হয়, তদনুরূপে এই কার্য্য সাধন করিব। কাশিরাজ কন্যার অভিলষিত কার্য্য

নিতান্ত দুঃসাধ্য; অতএব আমি স্বয়ং ইহাঁরে লইয়া ভীষ্ম-সমীপে গমন করিব। আপনারা বিদিত আছেন যে, আমার প্রয়োজিত শর সমস্ত দেহীদিগের দেহনির্ভেদ করিয়া গমন করে। অতএব সমরশ্লাঘী ভীষ্ম আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে, আমি তাঁহারে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিব।

মহাত্মা রাম ঋষিগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়া, যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণও হুতাশনে আহুতি প্রদান ও জপসমাধানান্তে আমার বিনাশবাসনায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর জামদগ্ন্য অম্বা ও তপোধন ঋষিগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক সরস্বতী তীরে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন।

—০ঃ•—

অশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! মহাব্রত পরশুরাম তৃতীয় দিবসে আমারে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি সমাগত হইয়াছি; আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। তিনি আমার অধিকার মধ্যে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, আমি নিতান্ত প্রীত হইয়া, ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে একধেনু পুরস্কৃত করত তাঁহার সমীপে গমন করিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ করত কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি কি বলিয়া এই অন্য সংশক্তহৃদয়া কাশীরাজতনয়ারে হরণ পূর্ব্বক পুনরায় পরিত্যাগ করিলে? তুমি ইহাঁরে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিয়াছ। আর তুমি যখন ইহাঁরে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছ, তখন কেহই ইহাঁর পাণিগ্রহণ করিবে না। শাল্বরাজ সেই জন্যই ইহাঁরে

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন অতএব আমি আদেশ করিতেছি, ইহাঁরে গ্রহণ করিয়া, ইহাঁর স্বধর্ম্ম রক্ষা কর। হে বীর! ইহাঁরে এরূপ অবমান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

তখন আমি তাঁহারে নিতান্ত দুর্ম্মনা দেখিয়া কহিলাম, হে ভগবন্! আমি এই কন্যাকে কখনই বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সম্প্রদান করিতে পারিব না। হে ভগবন্! পূর্ব্বে ইনি আমারে বলিয়াছিলেন যে, আমি শাল্বের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছি। আমি সেজন্য ইহাঁরে শাল্বের নিকট যাইতে অনুমতি করি। তদনুসারে ইনিও সৌভনগরে গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি ভয়, দয়া, অর্থলোভ বা কামবশতঃ কখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পরিত্যাগে সমর্থ হইব না। ইহাই আমার চিরন্তন ব্রত।

হে নরপুঙ্গব! অনন্তর রাম রোষকলুষিতলোচনে আমারে কহিলেন, আমার আদেশ পালন না করিলে, তোমারে অদ্যই অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করিব।

রাম ক্রোধারুণ নেত্রে বারম্বার এইরূপ কহিতে আরম্ভ করিলে, আমি বিনয়গত বচনে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তখন আমি মস্তক দ্বারা তাঁহারে অভিবাদন করিয়া, পুনর্ব্বার কহিলাম, হে ভগবন্! আপনি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন? আমি আপনার শিষ্য; আপনি আমারে শিশুকালে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বিদ্যার উপদেশ দিয়াছেন।

রাম ক্রোধারক্তনয়নে কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি আমারে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছ; অথচ আমার বাক্য রক্ষা ও প্রীতিসাধন করিতেছ না। এক্ষণে এই কন্যারে গ্রহণ ব্যতিরেকে আমার শান্তিলাভের উপায়ান্তর নাই। অতএব ইহাঁরে

গ্রহণ করিয়া, স্বীয় বংশ রক্ষা কর। ইনি তোমারই নিমিত্ত স্বামিসহবাসলাভে বঞ্চিত হইয়াছেন।

পরপুর বিজয়ী পরশুরাম এইরূপ কহিলে, আমি পুনর্ব্বার কহিলাম, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অনর্থক পরিশ্রম করিতেছেন কেন? ইহা কোন রূপেই সম্পন্ন হইবে না। আপনি আমার পুরাতন গুরু; সেই জন্যই আপনারে প্রসন্ন করিতেছি। হে ভগবন্! ইহাঁরে আমি পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করিয়াছি। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের কারণ, কোন্ ব্যক্তি ইহা অবগত হইয়া, ভুজঙ্গীর ন্যায় অন্যসংশক্ত হৃদয়া রমনীরে স্বগৃহেবাস করাইবে? আমি দেবরাজের ভয়েও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, অথবা স্বীয় রুচির অনুসরণ করুন। পুরাণে মহাত্মা মরুত্ত কহিয়াছেন, যে গুরু কার্য্যাকার্য্য বোধ শূন্য, গর্ব্বিত ও উৎপথগামী তাঁহারে পরিত্যাগ করিবে। আপনি গুরু, এই জন্য আমি প্রীতি পূর্ব্বক আপনারে সম্মানিত করিলাম; কিন্তু আপনি গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না। অতএব আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গুরু, ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ তপোবৃদ্ধ দ্বিজাতিকে নিহত করি না; এই জন্য আপনারে ক্ষমা করিয়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে যে, ক্ষত্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংগ্রামে অবস্থান, রোষ প্রকাশ ও শরবর্ষণ করিতে দেখিয়া, তাহারে বিনাশ করিলে, কদাচ ব্রহ্মহত্যা পাতকে পরিলিপ্ত হয় না। আমিও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষত্রিয়। যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলে, অধর্ম্ম বা অমঙ্গল হয় না। ধর্ম্মার্থ বিচারদক্ষ দেশকালজ্ঞ ব্যক্তি অর্থ বা ধর্ম্মে সন্দিহান হইলে, অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই তিনি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। আপনি

সংশয়িত অর্থেও অযথা ব্যবহার করিতেছেন। অতএব আমি আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আপনি সমরে আমার অমানুষ বিক্রম ও ভুজবীর্য্য অবলোকন করিবেন। এক্ষণে আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হউন। আমিও কুরুক্ষেত্রে আপনার সহিত সংগ্রাম করিয়া, স্বীয় শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিব। আপনি আমার শরশত দ্বারা জর্জ্জরিত ও বিনষ্ট হইয়া, নির্জ্জিত লোক সমস্ত প্রাপ্ত হইবেন। হে মহাবাহো! এক্ষণে আমি আপনারসহিত সেই কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইব। আপনি তথায় গমন করুন। পূর্ব্বে যেস্থলে আপনি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, আমিও তথায় আপনারে সংহার করিয়া, ক্ষত্রিয়কুলের বৈরশুদ্ধি করিব। হে যুদ্ধদুর্ম্মদ! আপনি সত্বর কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। আমি আপনার পূর্ব্বতন দর্প অপনোদন করিব। আপনি একাকী ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়াছেন বলিয়া সর্ব্বদা দর্প করিয়া থাকেন; কিন্তু তৎকালে আমার সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। পশ্চাৎ তেজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে; অতএব আপনি কেবল তৃণমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন। যে আপনার যুদ্ধময় দর্প ও অভিলাষ অপনীত করিবে, সেই শত্রুনিহন্তা ভীষ্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি সমরে আপনার সমুদায় দর্প চূর্ণ করিব, সন্দেহ নাই।

অনন্তর জামদগ্ন্য সহাস্যমুখে আমারে কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি ভাগ্যবলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত যুদ্ধাভিলাষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিব; তুমিও তথায় গমন কর। তোমার জননী জাহ্নবী তোমারে আমার শরশতে নিহত এবং গৃধ্র, কাক ও বক সকলের ভক্ষ্য অবলোকন করিবে। হে পার্থিব! যিনি তোমার ন্যায় মন্দমতি যুদ্ধকামী, আতুর ব্যক্তিকে

প্রশব করিয়াছেন, সেই সিদ্ধচারণসেবিতা ভাগীরথী সর্ব্বথা রোদনের অযোগ্যা হইলেও তোমারে আমার শরজালে নিহত ও কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া, অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিবেন। রে যুদ্ধকামুক! এক্ষণে রথাদি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সংভার গ্রহণ করিয়া, আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তখন আমি তাঁহারে নমস্কার করিয়া কহিলাম, ভগবন্! আপনার আদেশমত কার্য্যই সম্পন্ন হইবে।

অনন্তর পরশুরাম সংগ্রামবাসনায় কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলে, আমি পুনর্ব্বার নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, জননীরে আমূলতঃ সমুদায় নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইলাম। পরে পাণ্ডুর বর্ণ বর্ম্ম ও কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শার্দ্দূলচর্ম্ম সংবৃত শস্ত্র সম্পন্ন রৌপ্যময় মনোহর রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিদ্যাবিশারদ সুশীল ও সুপরীক্ষিত সারথি পবনগমনে অশ্বচালনে প্রবৃত্ত হইল। ভৃত্যগণ আমার মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া, শ্বেতচামর দ্বারা আমারে বীজন করিতে লাগিল। সূত মাগধগণ শুক্ল বস্ত্র, শুক্ল উষ্ণীক্ ও শুক্ল অলঙ্কার পরিধান পূর্ব্বক জয়াশীর্ব্বাদ সহকারে আমার স্তুতিগান আরম্ভ করিল। দ্বিজাতিগণ পুণ্যাহ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

পরে আমি হস্তিনা হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন ও রামের নয়নপথে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলাম। অরণ্যচারী ঋষি, ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যুদ্ধ দর্শন লালসায় সমাগত হইলেন। তখন দিব্য মাল্য সকল নিপতিত, বাদিত্রধ্বনি সমুত্থিত ও মেঘমণ্ডল শব্দায়মান হইতে লাগিল। পরশুরামের পারিপার্শ্বিক ঋষিগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন।

ঐ সময়ে সর্ব্বভূত হিতৈষিণী জননী গঙ্গা মূর্ত্তিমতী হইয়া

আমারে কহিলেন, বৎস! তুমি অসদৃশ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ। আমি জামদগ্নের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিব যে, ভীষ্ম আপনার শিষ্য; তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। তুমি কি মহাদেব সদৃশ অমিতবিক্রম ক্ষত্রিয়কুলকৃতান্ত জামদগ্ন্যের বিষয় অবগত নহ? তবে কি জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে বাসনা করিতেছ? ভাগীরথী এই বলিয়া আমারে অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া, তাঁহারে অভিবাদন ও সমুদায় ঘটনা সবিশেষ নিবেদন করিয়া, পরশুরামের বাক্য ও অম্বার অনুষ্ঠান সমস্তই তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তিনি তাহা শুনিয়া আমার জন্য পরশুরামসমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, হে ভৃগুনন্দন! ভীষ্ম আপনার শিষ্য; তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না। জামদগ্ন্য কহিলেন, ভগবতি! ভীষ্ম আমার মনোরথ সাধন করিতেছে না; আমি এই জন্যই তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি। এক্ষণে তাহারে নিবৃত্ত করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভাগীরথী পুত্রস্নেহের বশীভূত হইয়া, পুনর্ব্বার ভীষ্ম সমীপে আগমন করিলেন; কিন্তু ভীষ্ম রোষাবিষ্ট হইয়া, তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন না। এদিকে জামদগ্ন্যও তাঁহারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন।

একাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহারাজ! পরে আমি সমর সমুদ্যত জামদগ্ন্যকে হাস্যসহকারে কহিলাম, ভগবন্! আপনি ভূপৃষ্ঠে

অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আমি রথারূঢ় রহিয়াছি ; অতএব আপনার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে বাসনা হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধে আপনার অভিলাষ থাকিলে, বদ্ধসন্নাহ হইয়া, রথারূঢ় হউন।

তখন তিনি আমারে সহাস্যমুখে কহিলেন, হে ভীষ্ম! পৃথিবী আমার রথ, বেদচতুষ্টয় অশ্ব, বায়ু সারথি ও বেদপ্রস-বিত্রী গায়ত্রী আমার বর্ম্ম; আমি তদ্দ্বারা পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিব। মহাতেজস্বী জামদগ্ন্য এই বলিয়া, শরজালে সমুদায় দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর দেখিলাম, তিনি দিব্য রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন। ঐ রথ দিব্য তুরঙ্গমপরিচালিত ; সুবর্ণ, কবচ, আয়ুধ ও চন্দ্র সূর্য্যে লাঞ্ছিত, নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, ও মনঃ-কল্পিত ; দেখিলে নিরতিশয় বিস্ময় সমুদিত হয়। তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ অকৃতব্রণ তূণীর ও অঙ্গুলিত্র সমেত শরাসন ধারণ করিয়া, সারথিকার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তখন পরশু-রাম আক্রোশ প্রকাশ পূর্ব্বক 'এস' বলিয়া আমারে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমি তদ্দর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যসমতেজস্বী ক্ষত্রিয়কৃতান্ত জামদগ্ন্যসমীপে একাকী গমন করিয়া, তিন বাণে তাঁহার অশ্বদিগকে নিপীড়িত করত রথ হইতে অবতরণ করিলাম এবং শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনাবাসনায় পদ-ব্রজে তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, সমুচিত সৎকার সহকারে কহি-লাম, ভগবন্! আপনি আমার সমান বা আমা অপেক্ষা সম-ধিক পরাক্রমশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন আমার জয়লাভ হয়।

পরশুরাম কহিলেন, হে বৎস! সম্পত্তিকাম পুরুষের এইরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বথা বিধেয়, এবং যাহারা উৎকৃষ্ট

লোকের সহিত যুদ্ধাভিলাষী হয়, তাহাদের ইহাই ধর্ম্ম। তুমি যদি এইরূপে আমার নিকট আগমন না করিতে, তাহা হইলে আমি শাপপ্রদান করিতাম, এক্ষণে যত্ন ও ধৈর্য্যসহ-কারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার বিজয়বাসনা করি না; প্রত্যুত তোমার পরাজয় জন্যই সমুদ্যত হইয়াছি। অতএব তুমি ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার এইরূপ অনুষ্ঠানে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম।

তখন আমি তাঁহারে প্রণাম পূর্ব্বক রথে আরোহণ করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিলাম। অনন্তর পরস্পর জিগীষাবশে উভয়ের বহুদিবসব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরশুরাম প্রথমে আনত-পর্ব্ব ষষ্ট্যধিক নবশত শরে আমারে বিদ্ধ করিয়া, পশ্চাৎ আমার সারথি ও অশ্বচতুষ্টয় অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু আমি কিছুমাত্র বিকৃত হইলাম না। পরে আমি দেবতা ও দ্বিজা-তিদিগকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহারে কহিলাম, হে ভগবন্! আপনি যদিও মর্য্যাদাশূন্য, তথাপি আমি আপনারে আচার্য্য বলিয়া বোধ করিব। এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি আপনার শরীরমধ্যস্থ বেদ ও ব্রহ্মতেজ এবং আপনার অনুষ্ঠিত তপস্যার আঘাত করিব না। শস্ত্রগ্রহণ-মাত্রই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ভাব সংঘটিত হয়, অতএব আমি আপনার এই ক্ষত্রিয়তেজ প্রতিক্ষত করিব। সম্প্রতি আপনি আমার শরাসনবীর্য্য ও বাহুবল অবলোকন করুন। আমি এই মুহূর্ত্তেই আপনার শরাসন ছেদন করিব। আমি এই বলিয়া একমাত্র সুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুককোটি ছেদন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহার রথাভিমুখে কঙ্কপত্রসমন্বিত সন্নত-পর্ব্ব শরশত প্রয়োগ করিলাম, সেই সকল শর বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত ও তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া, রুধির বমন করত

সর্পের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন জামদগ্ন্য রক্তাক্তশরীরে গৈরিকধারানিস্রাবী সুমেরুর ন্যায়, হেমন্তাবসানে রক্তস্তবকমণ্ডিত অশোকের ন্যায় ও কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় পরম শোভমান হইলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হেমপুঙ্খসমন্বিত সুশাণিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল সর্প ও অনলের ন্যায় মহাবেগশালী মর্ম্মভেদী সায়ক আমারে যার পর নাই বিচলিত করিল। তখন আমি কথঞ্চিৎ আপনারে প্রকৃতিস্থ করিয়া, ক্রোধভরে শতবাণে তাঁহারে সমাকীর্ণ করিলাম। তিনি সেই সর্পাগ্নিসদৃশ সূর্য্যসন্নিভ শরশতে সংমর্দ্দিত হইয়া, যেন চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িলেন। হে ভারত! তখন আমি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক করুণা ও শোকাবিষ্ট হইয়া, ব্যাকুলহৃদয়ে কহিলাম, যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে ধিক্! আমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মবশতঃ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ গুরুকে শরাঘাতে নিপীড়িত করিয়া, নিতান্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি। আমি শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়া এই রূপে বারম্বার বিলাপ করিতে লাগিলাম। তদবধি তাঁহারে আর প্রহার করিলাম না। অনন্তর ভগবান্ সহস্রদীধিতি প্রখর কিরণে পৃথিবীরে পরিতপ্ত করিয়া অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর আমার সুনিপুণ সারথি আপনার, আমার ও অশ্বগণের শল্য অপনীত করিল। পরদিন সূর্য্যোদয়সময়ে অশ্বগণ স্নান, জলপান ও বিশ্রামলাভ করিলে, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ

হইল। প্রতাপশালী পরশুরাম আমারে রথারূঢ় ও বর্ম্মিত হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া, আপনার রথ সুসজ্জিত করিলেন। পরে আমি তাঁহারে সমরাভিলাষে আগমন করিতে দেখিয়া, শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা রথ হইতে অবতরণ করিলাম। এবং তাঁহারে বন্দনা করিয়া, পুনরায় রথারোহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে যুদ্ধাভিলাষে তাঁহার অভিমুখীন হইলাম।

অনন্তর আমি শরজাল বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলে, তিনিও বাণ বৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রোধাসক্ত হইয়া, আমার উপরে অনবরত আশীবিষোপম ভীষণ সায়ক সমস্ত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও নিশিত ভল্লপ্রহারে আকাশ-পথে পুনঃ পুনঃ তৎসমস্ত ছেদন করিতে লাগিলাম। পরশু-রাম আমারে লক্ষ্য করিয়া, দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ করিলে, আমিও অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিরাকরণ করিয়া, সমুদায় আকাশমার্গ তুমুল শব্দে প্রতিধ্বনিত করিলাম।

অনন্তর আমি তাঁহারে লক্ষ্য করিয়া, বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তিনি গুহ্যকাস্ত্রে তাহা প্রতিহত করিলেন। তখন আমি মন্ত্রপূত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তিনি বারুণাস্ত্র দ্বারা তাহা নিরাকরণ করিলেন। এইরূপ আমরা পরস্পর শরজাল প্রতিহত করিতে লাগিলাম। পরে তিনি আমারে বামপার্শ্বস্থ করিয়া, আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; আমি তৎক্ষণাৎ অবসন্ন হইয়া, রথোপান্তে নিপতিত হইলাম। সারথি আমারে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, সত্বর রথ নিবর্ত্তিত করিল। তদ্দর্শনে অকৃতব্রণ প্রভৃতি রামের অনুচরবর্গ ও কাশিরাজ-তনয়া অম্বা আমারে বাণবিদ্ধ, মূর্চ্ছিত ও রণস্থল হইতে পলায়িত দেখিয়া, হৃষ্টমনে পুনঃ পুনঃ আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সারথিরে কহিলাম, হে সূত! আমার বেদনা অপনীত হইয়াছে, অতএব আমি পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি আমারে পরশুরাম সমীপে লইয়া চল। তখন সারথি বায়ুবেগগামী পরমশোভমান অশ্ব দ্বারা আমারে বহন করিতে লাগিল। তৎকালে অশ্বগণ যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইল। অনন্তর রথ পরশুরাম সমীপে উপনীত হইলে, আমি ক্রোধাসক্ত ও জিগীষাপরবশ হইয়া, তাঁহার প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি তিন তিন বাণ দ্বারা সেই শরজাল অর্দ্ধপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

পরে আমি তাঁহারে সংহার করিবার মানসে কৃতান্তসদৃশ এক অতি প্রদীপ্ত সায়ক প্রয়োগ করিলাম, তিনি তাহার প্রবলবেগে অভিহত ও তাহার বশবর্ত্তী হইয়া, ভূতলে নিপতিত ও মুচ্ছিত হইলেন। প্রভাকর পতিত হইলে, সমুদায় জগৎ যেরূপ ব্যাকুল হয়, পরশুরামের পতনে সেইরূপ চারি দিক্ হাহাকারময় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে কাশিরাজকন্যা ও তপোধনগণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন, এবং তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া, শীতল পাণিতল ও জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা তাঁহারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন। তখন তিনি উত্থিত হইয়া, শরাসনে শরসন্ধান পূর্ব্বক বিহ্বলবাক্যে কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি হত হইলে। স্মরণ কর; এই বলিয়া তিনি শর ত্যাগ করিলে, উহা আমার বামভাগে পতিত হইল। আমি বৃক্ষের ন্যায় বিঘূর্ণিত ও নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। অনন্তর রাম আমার অশ্বদিগকে নিহত করিয়া, আমার প্রতিলোমবাহী বাণ সমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমিও শীঘ্রগামী সমরাগ্নি দ্বারা শরজাল প্রয়োগ করিলাম। তখন উভয়ের শর সমস্ত গগনমণ্ডল

আচ্ছন্ন করিয়া, পরশুরাম ও আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা সূর্য্যের উত্তাপ একবারে তিরোহিত হইয়া গেল। সমীরণ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন।

অনন্তর বায়ুর প্রকম্প, সূর্য্যের কিরণ ও শরজালের অভিঘাতে অগ্নি সমুত্থিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিলে, সেই সমস্ত শর নিতান্ত প্রদীপ্ত ও ভস্মসাৎ হইয়া,ধরাতল আশ্রয় করিল। তখন পরশুরাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, অযুত অযুত, নিখর্ব্ব নিখর্ব্ব শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। আমিও আশীবিষসদৃশ শরজালে তৎসমস্ত ছেদন করিয়া, শৈলরাজির ন্যায় ভূতলে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিলাম। হে ভরতসত্তম! এইরূপে আমাদের যুদ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর সন্ধ্যাকাল উপগত হইলে, গুরু ও শিষ্য উভয়ে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম।

—০:০—

ত্র্যশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, পর দিন প্রভাতে আমি রামের সহিত সমাগত হইয়া, তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। দিব্যাস্ত্রবিৎ মহাবীর পরশুরাম প্রতিদিন নানাপ্রকার দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! আমি দুষ্পরিহর প্রাণ পরিত্যাগে বাসনা করিয়া, অস্ত্র সমূহ দ্বারা তৎসমস্ত প্রতিহত করিতে আরম্ভ করিলাম। মহাতেজা পরশুরাম জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোররূপ শক্তি প্রকাশ করিলেন। উহা কালপ্রেরিত উল্কার ন্যায় স্বীয়

তেজঃপ্রভাবে সমুদায় লোক সমাচ্ছন্ন করিল। আমি সেই প্রলয়কালীন দিবাকরসন্নিভ শক্তি সমাগত হইতে দেখিয়া বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া, ধরাতলে পাতিত করিলাম। তখন পুণ্যগন্ধি সমীরণ সর্ব্বতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল।

তদ্দর্শনে রাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, অন্য দ্বাদশটী শক্তি প্রয়োগ করিলে, আমি তাহাদের শীঘ্রগামিতা ও তেজস্বিতা বশতঃ স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলাম। কিন্তু লোকসংহারার্থ সমুদিত দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় পরম তেজঃসম্পন্ন নানারূপ-ধারী সেই শক্তি সমুদায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতেছে দেখিয়া আমি নিতান্ত বিহ্বল হইলাম। হে রাজন্! অনন্তর বাণজালে তাঁহার অন্যান্য অস্ত্র ছেদন করিয়া, দ্বাদশ শরে তাঁহার সেই ঘোররূপ শক্তি সমুদায় প্রতিহত করিলাম। তদ্দর্শনে মহাত্মা জামদগ্ন্য হেম-দণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনপট্টসন্নদ্ধ মহোল্কার ন্যায় প্রজ্বলিত ঘোর-তর শক্তি সকল নিক্ষেপ করিলেন। হে নরেন্দ্র! আমি চর্ম্ম দ্বারা তৎসমস্ত প্রতিহত ও খড়্গ দ্বারা ছেদন করিয়া, রণ-ক্ষেত্রে নিপাতিত করত দিব্যাস্ত্র সমূহে জামদগ্ন্যের অশ্ব ও সারথিকে আচ্ছন্ন করিলাম। হৈহয়াধীশনিহন্তা মহাত্মা রাম নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত পন্নগের ন্যায় হেমচিত্রিত শক্তি সমুদায় নির্ভিন্ন অবলোকন করিয়া, দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করি-লেন। তখন সায়ক সমস্ত শলভরাশির ন্যায় নিপাতিত হইয়া, আমার দেহ, সারথি, রথ ও অশ্বদিগকে সমাকীর্ণ করিল, এবং রথের যুগ ও অক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। তখন আমি তাঁহার প্রতি শরজাল প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া, অনবরত রুধিরধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি যেরূপ শরজালে সন্তপ্ত হইলেন,

আমিও সেইরূপ নিতান্ত বিদ্ধ হইলাম। অনন্তর দিবসাবসানে দিবাকর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে, আমরা যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম।

—০—

চতুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

পর দিন প্রভাতে নির্ম্মলমূর্ত্তি দিবাকর সমুদিত হইলে, রামের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। জামদগ্ন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক গিরিশিখরস্থিত জলধরের ন্যায় আমারে লক্ষ্য করিয়া, বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমার প্রিয় সারথি শরজালে নিপীড়িত হইয়া, রথ হইতে নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত বিষণ্ণ হইলাম। হে রাজন্! আমার সারথি মূর্চ্ছিত ও ধরাতলশায়ী হইয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলে, আমি যার পর নাই ভীত হইলাম।

এই রূপে সারথি নিহত হইলে, পরশুরাম বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করিয়া, মৃত্যুসন্নিভ শরজালে আমারে আঘাত করিলে, তৎসমস্ত আমার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ আমারে আপনাদের সহিত ধরাতলে নিপাতিত করিল।

পরশুরাম আমারে নিহত বিবেচনায় প্রফুল্লহৃদয়ে মেঘের ন্যায় পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনুযাত্রিকগণও সিংহনাদ সহকারে আক্রোশ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইল। আমার পার্শ্বচর কৌরব ও অন্যান্য সমাগত দর্শকমণ্ডলী আমারে ধরাতলশায়ী অবলোকন করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন।

অনন্তর হুতাশনসদৃশ আটটি ব্রাহ্মণ আমার নয়ন-গোচর হইলেন। দেখিলাম, তাঁহারা আমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন ও আমারে ভুজপঞ্জরমধ্যগত করিয়া, অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা এই রূপে আমারে আকাশে গ্রহণ, রক্ষা ও শীতল সলিলে অভিষিক্ত করিলে, আমি শূন্যমার্গে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। পরে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে ভীষ্ম! তোমার কোন আশংকা নাই; তুমি কল্যাণ লাভ করিবে। আমি তাঁহাদের এইরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট ও উত্থিত হইয়া, সহসা জননী জাহ্নবীরে আমার রথে অবস্থান করিতে অবলোকন করিলাম। তিনি আমার নিমিত্ত অশ্ব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া-ছিলেন। আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া, ব্রাহ্মণরূপী পিতৃগণের রথে আরোহণ করিলে, ভাগীরথী অশ্ব, রথ ও অলঙ্কারাদির সহিত আমারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আমি তখন অঞ্জলিবদ্ধসহকারে তাঁহারে পুনরায় বিদায় করিলাম।

পরে দিবাবসানে আমি স্বয়ং অশ্বদিগকে সমুদ্যত করিয়া, জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম, এবং বলশালী মহা-বেগবান্ এক হৃদয়ভেদী শর তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। তিনি সেই শরাঘাতে নিপীড়িত হইয়া, শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক জনুদ্বয় সঙ্কোচিত করত মোহাবিষ্ট ও ধরাতলে নিপ-তিত হইলেন। তখন উল্কাপাত, বিদ্যুদ্বিকাশ ও প্রচণ্ড নির্ঘাত সহকারে জলদজাল রাশি রাশি শোণিত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সূর্য্য সহসা রাহুকবলে নিপতিত হইলেন। ঘন ঘন ভূমিকম্প ও বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গৃধ্র, বক ও কঙ্ক সকল প্রফুল্লহৃদয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। দিগ্দাহ ভীত শৃগালগণের চীৎকারে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুন্দুভি সকল আহত না হইলেও, অতি কঠোর স্বরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। হে সৌম্য! পরশুরাম মূর্চ্ছিত

হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিলে, এই সকল উৎপাত লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যুদ্ধাভিলাষে ক্রোধাবেশে আমার সমক্ষে উপনীত হইলেন। গন্ধরসধাতুময় শর ও শরাসন গ্রহণে সমুদ্যত হইলে, করুণাশীল তাপসগণ তাঁহারে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তিনিও তাঁহাদের বাক্যে নিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলিনীনায়ক পাংশুজালে পরিবৃত হইয়া, কিরণসমূহ সঙ্কোচিত করত অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, সুখস্পর্শ সুশীতল সমীরণসেবিত শর্ব্বরী সমাগতা হইল। তখন আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলাম। হে রাজন্! এই রূপে আমরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধে বিরত ও প্রাতঃকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ত্রয়োবিংশতি দিবস অতিবাহিত করিলাম।

পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর আমি রজনীতে ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, ভূত ও পিতৃদিগকে প্রণাম করিয়া, নির্জ্জনে শয্যায় শয়ান হইয়া,মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম; বহু দিবস গত হইল, জামদগ্ন্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তথাপি ইহাঁরে কোনমতেই পরাজয় করিতে পারিলাম না। যদি তাঁহারে পরাজয় করিতে পারি, তাহা হইলে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমারে স্বপ্ন প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া, দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলাম।

অনন্তর আমার রথ হইতে পতনসময়ে যাঁহারা উত্থাপন

ধৃত, আশ্বস্ত ও অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার নয়নগোচর হইয়া, চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; হে গঙ্গানন্দন! তুমি আমাদের দেহস্বরূপ ও আমাদের কর্ত্তৃক সতত রক্ষিত হইতেছ; জামদগ্ন্য তোমারে পরাজয় করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না; তুমিই তাঁহারে পরাজয় করিবে। অতএব তোমার ভয় নাই; গাত্রোত্থান কর। এই প্রস্বাপ নামক বিশ্বকৃৎ প্রাজাপত্য অস্ত্র পূর্ব্বদেহে তোমার পরিজ্ঞাত ছিল; সম্প্রতি তোমার প্রত্যভিজ্ঞাত হইবে। এই পৃথিবীতে রাম কিম্বা অন্য কেহই এই অস্ত্র অবগত নহেন। এক্ষণে তুমি ঐ অস্ত্র স্মরণ ও সংযোজনা কর; উহা স্বয়ংই তোমার সন্নিহিত হইবে। তুমি সেই অস্ত্রবলে পরশুরামকে পরাজয় ও অন্যান্য বীরদিগকে শাসন করিতে পারিবে। পাপ কখন তোমারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। জামদগ্ন্য তোমার অস্ত্রপ্রভাবে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, রণস্থলে নিদ্রাভিভূত হইবেন। পরে তুমি এই প্রিয়তর সম্বোধ অস্ত্রে তাঁহারে পুনরায় প্রতিবোধিত করিবে। অতএব অদ্যই প্রভাতে রথারূঢ় হইয়া, এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; পরশুরাম কখনই শরীর ত্যাগ করিবেন না; আমরা তাঁহারে সেই সময়ে নিদ্রিত বা উপরত বোধ করিব। অতএব তুমি অবিলম্বে এই প্রস্বাপ অস্ত্র যোজনা কর। এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী তুল্যরূপ আটটি ব্রাহ্মণ সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।

———

ষড়শীত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর রজনীর অবসানে আমি জাগরিত হইয়া, সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তানন্তর নিতান্ত হর্ষাবিষ্ট হইলাম। পরে আমাদের সর্ব্বভূতলোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, ভার্গব আমার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; আমি শরজালে তৎসমস্ত নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনন্তর সেই মহাতপা সেই সময়ে পূর্ব্বদিনের কোপে নিতান্ত অভিভূত হইয়া,আমার প্রতি ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শ, যমদণ্ডসদৃশী এক শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহা হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া,চতুর্দ্দিক্ যেন লেহন করিতে করিতে বিদ্যুদগ্নির ন্যায় দ্রুতবেগে আমার জত্রুদেশে নিপতিত হইল। পরে আমার ক্ষত দেহ হইতে গৈরিকধারাস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় অনবরত রুধিরধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। অনন্তর আমি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পবিষ ও মৃত্যুসদৃশ একবাণ নিক্ষেপ করিলাম। উহা পরশুরামের ললাটদেশ আহত করিলে, তিনি একশৃঙ্গ ভূধরের ন্যায় পরম শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বল পূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত শত্রুনিসূদন কালান্তকসদৃশ এক শর নিক্ষেপ করিলে, উহা সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করত আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। আমি শোণিতসিক্ত কলেবরে ধরাতল আশ্রয় করিলাম। অনন্তর চৈতন্য লাভ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রজ্বলিত অশনিসঙ্কাশ এক শক্তি নিক্ষেপ করিলে, উহা তাঁহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া, তাঁহারে বিহ্বল ও বিচলিত করিল। তদ্দর্শনে তাঁহার প্রিয় সখা অকৃতব্রণ তাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া, মধুরবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহাব্রত রাম আশ্বস্ত হইয়া, রোষভরে ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। আমিও তাঁহার প্রতিঘাত বাসনায় এক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম। হে মহারাজ! সেই অস্ত্র অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত হইয়া, লোকের অন্তঃকরণে যুগান্তভয় সমুপস্থিত করিল। ঐ অস্ত্রদ্বয় আমাদের সন্নিহিত হইতে না পারিয়া, নভোমণ্ডলে পরস্পর সমাগত হইয়া, চতুর্দ্দিক্ তেজোময় করিয়া তুলিল। তদ্দর্শনে সমুদায় প্রাণী নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। যাবতীয় ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও দেবতাগণ নিতান্ত নিপীড়িত ও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। পর্ব্বত, কানন ও পাদপগণের সহিত পৃথিবী কম্পান্বিতা এবং প্রাণিমাত্রই যার পর নাই বিষণ্ণ হইল। গগনমণ্ডল প্রজ্বলিত ও দশ দিক্ ধূমায়িত হইয়া উঠিল। খেচরগণ তদ্দর্শনে স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন সর্ব্বত্র হাহাকার নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইলে, আমি সমুচিত অবসর বিবেচনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের বচনানুসারে প্রস্বাপ অস্ত্র প্রয়োগে অভিলাষী হইলাম। তখন সেই বিচিত্র অস্ত্র আমার হৃদয়ে প্রতিভাত হইল।

সপ্তাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

তদনন্তর হে কৌরবনন্দন! তুমি প্রস্বাপ অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না, গগনমণ্ডলে এইরূপ তুমুল কোলাহল শব্দ সমুত্থিত হইলেও, আমি পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া, উহা যোজনা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ আমার সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে বৎস! দেবগণ আকাশে অধিষ্ঠান

পূর্ব্বক তোমারে প্রস্বাপ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করিতেছেন; তুমি এক্ষণে উহা পরিত্যাগ করিও না। জামদগ্ন্য মহাতপস্বী ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ; বিশেষতঃ তোমার গুরু; অতএব কোন রূপে তাঁহার অবমাননা করিও না।

আমি পুনরায় সেই আটটি ব্রাহ্মণকে আকাশে অবস্থান করিতে দেখিলাম। তাঁহারা সহাস্য আস্যে আমারে বলিলেন, হে ভীষ্ম! দেবর্ষি নারদ যাহা বলিলেন, তদনুসারে কার্য্য কর। ইহাঁর বাক্য লোকের পরম মঙ্গলজনক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। আমি তাঁহাদের বাক্যে সেই অস্ত্র প্রতিসংহরণ পূর্ব্বক যথাবিধানে ব্রহ্মাস্ত্র উদ্দীপিত করিলাম। তখন পরশুরাম প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহৃত অবলোকন পূর্ব্বক সহসা ক্রোধভরে কহিলেন, হে ভীষ্ম! আমি তোমার নিকট পরাজিত হইলাম।

অনন্তর সেই স্থানে তাঁহার পিতা ও পিতামহ তাঁহার দর্শনগোচরে উপনীত হইয়া, তাঁহারে বেষ্টন পূর্ব্বক সান্ত্বাদসহকারে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! তুমি ক্ষত্রিয়ের, বিশেষতঃ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সাহসী হইও না। পূর্ব্বে আমরা বলিয়া ছিলাম যে, কোন কারণ বশতঃ অস্ত্রগ্রহণ করা নিতান্ত ভয়ঙ্কর; কিন্তু তুমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; আর অধ্যয়ন ও ব্রতানুশীল ব্রাহ্মণের পরম ধন। ভীষ্মের সহিত সংগ্রামই তোমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে, অতঃপর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। ইহাই তোমার শরাসন গ্রহণের চরমসীমা; অতঃপর তুমি ইহা পরিত্যাগ করিয়া, তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর অমরগণ ভীষ্মকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে শান্তনুনন্দন! জামদগ্ন্য তোমার গুরু; অতএব তুমি তাঁহার

সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। সম্প্রতি উহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। সংগ্রামে জামদগ্ন্যকে পরাজয় করা তোমার সমুচিত হয় না। বরং, তুমি তাঁহার সম্মান সংবর্দ্ধিত কর। আমরা তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই তোমারে নিবারণ করিতেছি। হে রাম! ভীষ্ম বসুগণের অন্যতম; তুমি ভাগ্যবলেই জীবিত রহিয়াছ; অতএব তাঁহারে পরাজয় করা তোমার সাধ্য নহে; এক্ষণে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রাত্মজ অর্জ্জুনহস্তে ভীষ্মের মৃত্যু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

মহাতেজা রাম পিতৃগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, কহিলেন; আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব না; ইহাই আমার ব্রত। আমি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। আপনারা গঙ্গানন্দনকে সংগ্রাম হইতে নিবর্ত্তিত করুন। আমি কখনই এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃত্ত হইব না।

তখন ঋচীকপ্রমুখ মহর্ষিগণ নারদের সহিত মিলিত হইয়া, আমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীষ্ম! সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হও; পরশুরামের সম্মাননা কর। আমিও ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে কহিলাম, আমার এইরূপ ব্রত আছে যে, আমি সমর পরাঙ্মুখ বা পৃষ্ঠদেশে শর দ্বারা আহত হইয়া, কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমার স্থির নিশ্চয় আছে যে, লোভ, কার্পণ্য, ভয়, বা অর্থলিপ্সা কিছুতেই শাশ্বত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না।

তখন নারদপ্রমুখ মহর্ষিগণ ও জননী জাহ্নবী সমরস্থলে সমাগত হইলেন। কিন্তু আমি পূর্ব্ববৎ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলাম। তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া, ভৃগুনন্দনকে কহিলেন, হে রাম! ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীত সদৃশ কোমল; অতএব তুমি শান্ত

হইয়া সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও। অধিক কি, ভীষ্ম তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীষ্মের অবধ্য। এই বলিয়া তাঁহারা রণস্থল প্রতিরোধ পূর্ব্বক রামকে অস্ত্র পরিত্যাগ করাইলেন।

অনন্তর আমি পুনরায় সেই সমুদিত আট্‌টি গ্রহের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন আট্‌টি ব্রাহ্মণকে নয়নগোচর করিলাম। তাঁহারা প্রীতিভরে আমারে কহিলেন, হে ভীষ্ম! তুমি বিনীতভাবে গুরু জামদগ্ন্যের নিকট গমন করিয়া, লোকের হিতানুষ্ঠান কর। তিনি সুহৃদ্‌গণের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন। তখন আমি লোকের হিত কামনায় তাঁহাদিগের বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষুণ্নহৃদয়ে রাম সমীপে গমন ও তাঁহার পাদ বন্দনা করিলাম। তিনি সহাস্য আস্যে প্রীতি প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীষ্ম! এই পৃথিবীতে তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি এই যুদ্ধে তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।

অনন্তর তিনি সর্ব্বজনসমক্ষে অম্বারে আহ্বান করিয়া, কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন।

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়।

রাম কহিলেন, হে বৎসে! আমি সর্ব্বসমক্ষে সাধ্যানুসারে পৌরুষ প্রকাশ ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিলাম; তথাপি ভীষ্মকে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। আমার যত শক্তি ও যত দূর বল, সমস্তই প্রকাশ করিলাম। এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন কর। আমি তোমার আর কি কার্য্য সম্পাদন

করিব ? সম্প্রতি তুমি ভীষ্মের শরণাপন্ন হও ; এতদ্ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। দেখ, আমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়াও ভীষ্মহস্তে পরাজিত হইলাম। মহামনা পরশুরাম এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

তখন অম্বা কহিলেন,ভগবন্ ! দেবগণও রণস্থলে এই উদারবুদ্ধি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে পারেন না, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি যথাশক্তি ও যথোৎসাহ আমার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন ; কিন্তু ভীষ্মের বীর্য্য ও বিচিত্র অস্ত্রবল নিতান্ত অনিবার্য্য বলিয়া তাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, আমি আর তাঁহার নিকট গমন করিব না। এ ক্ষণে যে স্থানে স্বয়ং গমন করিলে, তাঁহারে বিনষ্ট করিতে পারিব, তথায় প্রস্থান করিব। এই বলিয়া অম্বা রোষারুণনয়নে আমার বধসাধন বাসনায় তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর পরশুরাম আমারে যথাবিধি আমন্ত্রণ করিয়া,মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিলেন। আমিও রথারোহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্ত য়মান হইয়া নগরে প্রবেশ করিলাম। অনন্তর জননী সত্যবতীর নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিলে, তিনি আমারে অভিনন্দন করিলেন। পরে আমি অম্বার কার্য্যবৃত্তান্ত অবগত হইবার মানসে সুনিপুণ প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে আদেশ করিলাম। তাহারা আমার প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত হইয়া, অম্বার গতি, চেষ্টিত ও জল্পনা সমুদায় প্রতিদিন প্রত্যাহরণ করিতে লাগিল। হে তাত ! অম্বা যদবধি তপোনুষ্ঠানে কৃতসংকল্পা হইয়া অরণ্যে আশ্রয় করিলেন, তদবধি আমি ব্যথিত, দীন ও হৃতবুদ্ধি হইতে লাগিলাম। তপঃপরায়ণ সংশিতব্রত

ব্রাহ্মণ বিনা কোন ক্ষত্রিয় আমারে যুদ্ধে জয় করিতে পারেন নাই। অনন্তর আমি নারদ ও ব্যাসের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে ভীষ্ম! কাশী-রাজতনয়ার তপস্যায় বিষণ্ণ হইও না। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার প্রভাবে দৈব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়?

এ দিকে অম্বা আশ্রমপদে প্রবেশ ও যমুনাতীর আশ্রয় করিয়া, অলৌকিক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনাহার, ক্ষীণ, রুক্ষ, জটাজালমণ্ডিত ও মলদিগ্ধাঙ্গী এবং স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া; ছয় মাস বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। অনন্তর এক বৎসর যমুনার জল আশ্রয় করিয়া, উপবাসে যাপন করিলেন। পরে এক বৎসর একমাত্র শীর্ণ পত্র ভক্ষণ করিলেন এবং এক বৎসর তীব্রতর রোষভরে পাদাঙ্গুষ্ঠে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিলেন। এইরূপে তিনি দ্বাদশ বৎসর ঘোরতর তপোনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গ ও ভূলোক সন্তাপিত করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ সবিশেষ যত্ন করিয়াও, তাঁহারে এই অধ্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারিলেন না।

অনন্তর অম্বা পুণ্যশীল তাপসগণের সিদ্ধচারণসেবিত বৎসভূমি নামক আশ্রমপদে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি পবিত্র তীর্থ সমূহে অবগাহন পূর্ব্বক যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে তিনি সুদুস্তর ব্রতের অনুসরণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নন্দাশ্রম, উলূকাশ্রম, চ্যবনাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, প্রয়াগ, দেবযজন, দেবারণ্য, ভোগবতী, বিশ্বামিত্রাশ্রম, মাণ্ডব্যাশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ ও ঐলমার্গাশ্রমে অবগাহন করিলেন।

ঐ সময়ে আমার জননী সলিলমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক অম্বারে কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কি জন্য এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতেছ?

অম্বা কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক কহিলেন, হে চারুলোচনে! মহাবল জামদগ্ন্য ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছেন; ভীষ্মকে পরাজয় করিতে আর কেহই সমর্থ নহে। অতএব আমি স্বয়ং তাঁহারে পরাজয় করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পৃথিবী পর্য্যটন পূর্ব্বক যে কোনরূপে তাঁহারে পরাজয় করিব। তাঁহাকে সংহার করাই আমার ব্রতফল।

জাহ্নবী কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার এই অনুষ্ঠান যার পর নাই কুটিল। অতএব তুমি কখন পূর্ণমনোরথ হইবে না। যদি তুমি ভীষ্মের সংহারার্থ ব্রতানুষ্ঠান বা নিয়মানুসারে শরীর পাত কর, তাহা হইলে বর্ষাসলিলপূর্ণ, কুটিল, কুতীর্থ-সম্পন্ন,ভীষণ গ্রাহসঙ্কুল ভয়ঙ্কর নদীরূপ ধারণ করিবে। কেবল বর্ষাকালে চারি মাস তুমি প্রবাহপূর্ণ হইবে। এই বলিয়া জননী ভাগীরথী সহাস্য আস্যে অম্বারে নিবৃত্ত করিলেন। তখন সেই বরবর্ণিনী কখন অষ্টম মাস, কখন বা দশম মাসেও জল গ্রহণ করিতেন না।

অনন্তর তিনি তীর্থ পর্য্যটনলোভে পুনরায় বৎসভূমিতে উপনীত হইলেন এবং তথায় তপঃপ্রভাবে দেহার্দ্ধ দ্বারা গ্রাহসঙ্কুল সুদুস্তর বার্ষিকী নদীরূপে পরিণত হইয়া প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপরার্দ্ধ ভাগ কন্যাভাবে অধিষ্ঠিত হইল।

ঊননবত্যধিক শততম অধ্যায়।

অনন্তর তপোধন ঋষিগণ অম্বারে তপোনুষ্ঠানে বদ্ধ-সংকল্পা দেখিয়া প্রতিষেধ করত কহিলেন, আমরা তোমার কি করিব? বল।

অম্বা কহিলেন, হে ঋষিবর্গ! ভীষ্ম প্রত্যাখ্যান করিয়া আমারে পতিধর্ম্মে বঞ্চিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি তাহার সংহার বাসনায় তপস্যায় দীক্ষিত হইয়াছি। অন্যের অনিষ্ট করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়া শান্তি লাভ করিব, ইহাই আমার প্রধান সংকল্প। আমি তাহারই নিমিত্ত এইরূপ গুরুতর ক্লেশ প্রাপ্ত ও পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি; এবং না স্ত্রী,না পুরুষ হইয়া কাল যাপন করিতেছি। এক্ষণে আমি সঙ্কল্প করিয়াছি, ভীষ্মকে বিনাশ না করিয়া, কখনই নিবৃত্ত হইব না। আমি স্ত্রীভাব নিবন্ধন নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইতেছি; তথাপি ভীষ্মকে সংহার করিয়া, পুরুষার্থ সাধন করিব, নিশ্চয় করিয়াছি। আপনারা আমারে প্রতিষেধ করিবেন না।

তখন ভগবান্ শূলপাণি সেই ব্রাহ্মণগণমধ্যে স্বীয় রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, অম্বার নয়নপথে বিরাজমান হইলেন। এবং কহিলেন, বৎসে! তুমি এক্ষণে বর গ্রহণ কর। অম্বা কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ভীষ্মকে পরাজয় করিতে বাসনা করি। শূলপাণি কহিলেন, তুমি তাঁহারে পরাজয় করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অম্বা পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ভগবন্! আমি স্ত্রী, অতএব কিরূপে জয়লাভ করিব? বিশেষতঃ, স্ত্রী-স্বভাব ও তপোনুষ্ঠান নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত শান্ত হইয়াছে। অতএব আপনি ভীষ্মের বধ সাধনার্থ যে বর প্রদান করিলেন, যাহাতে তাহা সত্য হয়, তাহার বিধান করুন। আমি যেন সমরে তাঁহারে জয় করিতে পারি। রুদ্র কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নহে; অবশ্যই সত্য হইবে। তুমি সমরে ভীষ্মকে জয়, পুরুষত্ব লাভ এবং দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমুদায় স্মরণ করিতে পারিবে। তুমি দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক

মহারথ, শীঘ্রাস্ত্র, ক্ষিপ্রযোধী ও সর্ব্বসম্মত পুরুষ হইবে। হে কল্যাণি! আমার এই বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না। ভগবান্ ভবানীপতি এইরূপ বলিয়া, বিপ্রগণসমক্ষে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর অনিন্দিতা অম্বা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক যমুনাতীরে এক সুমহতী চিতা নির্ম্মাণ করিয়া,তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। অনন্তর উহা প্রজ্বলিত হইলে, রোষাবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণসমক্ষে: আমি, ভীষ্মের সংহারার্থ ইহাতে প্রবেশ করিতেছি, বলিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন।

-০:০-

নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে যুধিশ্রেষ্ঠ পিতামহ! শিখণ্ডী পূর্ব্বে কন্যা থাকিয়া কিরূপে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন,হে রাজেন্দ্র! দ্রুপদরাজের প্রেয়সী মহিষী অপুত্রা ছিলেন। দ্রুপদরাজ পুত্র লাভ ও আমাদের বধসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, কঠোর তপস্যা দ্বারা পশুপতিরে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমার যেন ভীষ্মবধসাধন এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়।

মহাদেব কহিলেন, হে রাজন্! তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে।

তখন রাজা দ্রুপদনগর প্রবেশ পূর্ব্বক মহিষীরে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি অনেক যত্নে তপোনুষ্ঠান করিয়া মহা-

দেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি কহিলেন, তোমার এক কন্যা উৎপন্ন হইয়া পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমি পুনরায় তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে না।

অনন্তর মনস্বিনী দ্রুপদমহিষী ঋতুসময়ে যথাবিধানে স্বামির সহিত সমাগত হইয়া, যথাকালে গর্ব্ভ ধারণ করিলেন। গর্ব্ভ দিন দিন প্রবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মহারাজ দ্রুপদ পুত্রস্নেহপরতন্ত্র হইয়া, সর্ব্বতোভাবে ভার্য্যার পরিচর্য্যা এবং তিনি যখন যাহা অভিলাষ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

পরে রাজমহিষী যথাকালে উৎকৃষ্টরূপসম্পন্না এক কন্যা প্রসব করিলেন, এবং তাহার পুত্র বলিয়া, সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছিলেন। অপুত্র দ্রুপদরাজ মহাদেববাক্যে বদ্ধবিশ্বাস হইয়া, পুত্রের ন্যায় সেই প্রচ্ছন্ন কন্যার সমুদায় জাতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। রাজমহিষী সেই কন্যারে পুত্ররূপে প্রচার করিয়া,এই বৃত্তান্ত নিতান্ত গোপনে রাখিলেন। দ্রুপদরাজ ভিন্ন আর কেহই ইহার নিগূঢ় তত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে নাই। ঐ কন্যা শিখণ্ডী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত। আমি চর, নারদ ও দেববাক্য এবং অম্বার তপোনুষ্ঠান দ্বারা এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়াছি।

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাত্মা দ্রুপদরাজ আলেখ্য রচনা ও শিল্পাদি বহুবিধ কার্য্য কন্যারে শিক্ষা দিতে

লাগিলেন। দ্রোণ তাঁহার অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। বরবর্ণিনী দ্রুপদমহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার দ্বারপরিগ্রহার্থ রাজাকে অনুরোধ করিলেন। দ্রুপদ কন্যারে সম্প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া ভার্য্যার সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা মহিষীরে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি মহাদেবের নিদেশে কন্যারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। এক্ষণে এই শোকবর্দ্ধিনী তনয়া যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহিষী কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভবানীপতি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর; তাঁহার বাক্য মিথ্যা ও নিষ্ফল হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। এক্ষণে অভিরুচি হইলে,আমি যাহা বলি শ্রবণ করিয়া,তদনুসারে কার্য্য করুন। মহাদেবের বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় আছে। অতএব এক্ষণে যথাবিহিতরূপে কন্যার পরিণয় কার্য্য সম্পাদন করুন।

দ্রুপদ ও তাঁহার মহিষী উভয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, রাজগণের কুল পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নিতান্ত পরাক্রান্ত সুদুর্জ্জয় দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবর্ম্মার তনয়ারে প্রার্থনা করিলেন। তিনিও শিখণ্ডীরে আপন কন্যা প্রদান করিলেন। শিখণ্ডী বিবাহকৃত্য সম্পাদনান্তে পুনরায় কাম্পিল্য নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এদিকে কালসহকারে দশার্ণাধিপতির দুহিতা যৌবনসীমায় উপনীত হইয়া, কিয়ৎকাল পরে যখন শিখণ্ডীরে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিলেন; তখন লজ্জিত হইয়া, ধাত্রী ও সখীগণসমীপে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ধাত্রীগণ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, ইহা নরপতির কর্ণগোচর করিবার নিমিত্ত কতিপয় দাসীরে প্রেরণ করিলে, দশার্ণাধিপতি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যার পর নাই রোষাবিষ্ট হইলেন। শিখণ্ডী তৎকাল পর্য্যন্ত

আপনার স্ত্রীত্ব গোপন করিয়া, পুরুষরূপে পিতৃকুলে পরম-কৌতুকে বাস করিতেছিলেন।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মা এই বিষয় বিদিত এবং সাতিশয় রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া, দ্রুপদ-রাজ সমীপে এক দূত প্রেরণ করিলেন। দূত তাঁহার সন্নি-হিত হইয়া, নির্জ্জনে কহিল, মহারাজ! দশার্ণাধিপতি আপ-নারে বলিয়াছেন, হে দ্রুপদ! তুমি দুর্ম্মন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়া, আমারে অবমানিত ও প্রতারিত করিয়াছ। আমি এই পরিতাপনিবন্ধন তোমার প্রতি নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছি। তুমি যে দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ আপনার কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যারে প্রার্থনা করিয়া আমারে প্রতারণা করি-য়াছ, অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। স্থির হও, আমি তোমারে ও তোমার অমাত্যদিগকে সত্বর বিনষ্ট করিব।

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, দূত এইরূপ কহিলে, দ্রুপদরাজ গৃহীত তস্করের ন্যায় বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইলেন। অনন্তর তিনি মধুরসম্ভাষী দূতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা মহারাজ হিরণ্যবর্ম্মার সমীপস্থ হইয়া কহিবে, হে মহারাজ! আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। এই বলিয়া তিনি তাহাদিগকে বৈবাহিকের প্রমোদনার্থ প্রেরণ করিলেন। মহারাজ দশার্ণাধিপতি পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া জানি-লেন; শিখণ্ডী বাস্তবিক কন্যা। তখন তিনি স্ত্রীগণের পরা-

মর্শানুসারে এই প্রতারণা বৃত্তান্ত মিত্রদিগকে বিজ্ঞাপন করত সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দ্রুপদের প্রতিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা করিতে মানস করিলেন।

অনন্তর তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণার্থ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য মহীপতিগণ তাঁহাকে কহিল, যদি শিখণ্ডী বাস্তবিক পুরুষ না হয়, তাহা হইলে আমরা দ্রুপদরাজকে বন্ধন পূর্ব্বক আনয়ন এবং শিখণ্ডীর সহিত সংহার করিয়া, তাঁহার রাজ্যে অন্য এক রাজারে অভিষিক্ত করিব।

তখন দশার্ণাধিপতি দূতদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা দ্রুপদরাজকে কহিবে, রে পাপাত্মন্! স্থির হও, তোমারে সত্বর সংহার করিব। অনন্তর দূতগণ দ্রুপদ সমীপে সমাগত হইয়া,সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল। ভীরুস্বভাব দ্রুপদ নিতান্ত ভীত হইয়া, দূতদিগকে দশার্ণাধিপতি সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং নির্জ্জনে প্রেয়সীরে কহিলেন, প্রিয়ে! আমাদিগের প্রবল পরাক্রান্ত বৈবাহিক হিরণ্যবর্ম্মা সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আমার বিরুদ্ধে যাত্রা করিতেছেন। এক্ষণে এই কন্যার নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। হিরণ্যবর্ম্মা তোমার পুত্র শিখ-ণ্ডীরে কন্যা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন এবং সেই জন্য আপনারে বঞ্চিত ভাবিয়া, মিত্রবল সমভিব্যাহারে আমারে সংহার করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। হে ভদ্রে! এ বিষয়ে সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। দেখ, আমিও সংশয়াপন্ন হইয়াছি। অতএব সকলের পরিত্রাণার্থ তুমি সদুপদেশ প্রদান কর। আমি শুনিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। আমি যদিও পুত্রধর্ম্মে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি তোমার ভয় নাই। আমি তোমার প্রতি যথাবিহিত অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে দশার্ণা-

ধিপতিকে যে প্রতারণা করিয়াছি, তদ্বিষয়ে কিরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিব, বল।

পাঞ্চালরাজ সবিশেষ অবগত হইয়াও, সাধারণ সমীপে আত্মদোষ প্রক্ষালনার্থ মহিষীরে এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, তিনি তাঁহারে কহিতে লাগিলেন।
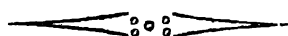
ত্রিনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

মহারাজ! আমি সপত্নীগণের ভয় বশতঃ জন্মকালীন শিখণ্ডীরে পুরুষ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম। আপনিও প্রীতি পূর্ব্বক আমার বাক্যে অনুমোদন করত পুত্রের ন্যায় ইহার জাতকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান এবং হিরণ্যবর্ম্মার কন্যার সহিত ইহার পরিণয়কার্য্য সমাধান করিয়াছেন। আমিও বাক্য দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছিলাম। ফলতঃ, দেববাক্যানুসারে শিখণ্ডিনী পুরুষ হইবে ভাবিয়াই তৎকালে ইহার কন্যাভাব উপেক্ষিত হইয়াছিল।

তখন যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ মন্ত্রজ্ঞদিগকে সমস্ত অবগত করিয়া, প্রজারক্ষার উপায় বিধানের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এবং পূর্ব্ববৎ প্রতারণা করিয়া, দশার্ণাধিপতির সহিত সমন্ধ দূরীভূত করিতেই অভিলাষী হইলেন। তাঁহার নগর স্বভাবতই সুরক্ষিত; তথাপি বিপৎকালে সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দশার্ণাধিপতির সহিত বিরোধ হওয়াতে তিনি মহিষীর সহিত নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। অনন্তর বৈবাহিকের সহিত বিবাদ পরিহার বাসনায় দেবার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজমহিষী তাঁহারে

দেবপূজায় নিরত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, মহারাজ! কি সুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই দেবপূজা করা কর্ত্তব্য। আপনি ব্রাহ্মণ ও দেবগণের অর্চ্চনা এবং হিরণ্যবর্ম্মার প্রতিষেধ নিমিত্ত প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে হুতাশনে আহুতি প্রদান করুন। এক্ষণে যাহাতে বিনা যুদ্ধে তাঁহারে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়, তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। দেবগণ প্রসন্ন হইলে, মনোরথ সিদ্ধির অসম্ভাবনা নাই। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর অবিরোধে মিলিত হইলেই, অভিপ্রায় সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব আপনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক নগরের রক্ষা বিধান করত ইচ্ছানুসারে দেবগণের আরাধনা করুন। সকলে শোকাকুলিতচিত্ত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া শিখণ্ডিনী নিতান্ত লজ্জিত হইলেন; এবং ইহাঁরা আমারই জন্য এরূপ ক্লেশভাগী হইয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া প্রাণ বিনাশের সংকল্প করিলেন। পরে শোকাকুল হৃদয়ে গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। স্থূণাকর্ণ নামে এক সমৃদ্ধিশালী যক্ষ ঐ বন রক্ষা করিত; তাহার ভয়ে কেহই তথায় যাইতে পারিত না। সেই অরণ্যে স্থূণাকর্ণের উশীরপরিমলবাহি ধূমসমন্বিত উন্নতপ্রাকার ও তোরণসম্পন্ন, সুধাধবলিত এক প্রাসাদ ছিল। দ্রুপদনন্দিনী সেই অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বহুদিন অনশনে শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

একদা স্থূণাকর্ণ তাঁহার নয়নগোচরে উপনীত হইয়া মৃদুমধুর বাক্যে কহিল, হে ভদ্রে! তুমি কি জন্য এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ? বল, আমি সত্বর তাহা সম্পন্ন করিব। শিখণ্ডিনী কহিলেন, তুমি আমার কার্য্য সাধনে সমর্থ হইবে না। যক্ষ কহিল, হে রাজকুমারি! আমি যক্ষাধিপতি কুবেরের অনুচর; অনায়াসেই বর প্রদান করিতে পারি। অতএব

উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র।

অধ্যায়	প্রকরণ	পৃষ্ঠা	পংক্তি।
১০৫ম।	গরুড়ের দর্পচূর্ণ	৩৩৩	২
১০৬ষ্ঠ।	গালবচরিতে গালবেয় নিকটে বিশ্বা-		
" "	মিত্রের দক্ষিণা যাচঞা	৩৩৬	১২
১০৭ম।	গালবের বিলাপ ও গরুড়ের সহিত		
" "	সাক্ষাৎ	৩৩৯	২
১০৮ম।	পূর্ব্বদিগ বর্ণন	৩৪০	১৮
১০৯ম।	দক্ষিণদিগ বর্ণন	৩৪২	১৩
১১০শ।	পশ্চিমদিগ বর্ণন	৩৪৪	৫
১১১শ।	উত্তরদিগ বর্ণন	৩৪৫	২০
১১২শ।	গালবের পূর্ব্বদিক প্রস্থান	৩৪৮	২
১১৩শ।	শাণ্ডিলী মাহাত্ম্য বর্ণন	৩৪৯	২২
১১৪শ।	গালবের যযাতি সমীপে গুরুদক্ষিণা		
" "	প্রার্থনা	৩৫২	২
১১৫শ।	হর্য্যশ্ব সমীপে গমন	৩৫৩	১৯
১১৬শ।	দিবোদাস সমীপে গমন	৩৫৫	১৩
১১৭শ।	দিবোদাস সমীপে দক্ষিণালাভ	৩৫৭	১১
১১৮শ।	উশীনর সমীপে গমন	৩৫৯	৪
১১৯শ।	গালবের গুরুদক্ষিণাদানান্তে অরণ্য		
" "	আশ্রয়	৩৬১	২
১২০শ।	যযাতির স্বর্গচ্যুতি	৩৬৩	৯
১২১শ।	যযাতির অধঃপতনান্তে কন্যার সহিত		
" "	সাক্ষাৎ	৩৬৫	২
১২২শ।	যযাতির পুনরায় স্বর্গারোহণ	৩৬৭	২৪
১২৩শ।	ব্রহ্মযযাতি সংবাদ	৩৬৯	২
১২৪শ।	বাসুদেব বাক্য	৩৭১	৫
১২৫শ।	ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের উক্তি	৩৭৭	৭
১২৬শ।	ভীষ্ম ও দ্রোণ বাক্য	৩৭৯	২১
১২৭শ।	দুর্য্যোধন বাক্য	৩৮১	৫

উদ্যোগপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

তোমার অভিপ্রায় কি বল, অদেয় হইলেও প্রদান করিব, সন্দেহ নাই। তখন শিখণ্ডিনী আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিয়া কহিতে লাগিলেন; প্রবল পরাক্রান্ত সুদুর্দ্ধর্ষ হিরণ্যবর্ম্মা রোষাবিষ্ট হইয়া, আমার পিতার প্রতিপক্ষে আগমন করিতেছেন। আমার পিতা পুত্রহীন; অতএব তিনি যেন অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন। আপনি আমারে ও আমার জনক জননীরে রক্ষা করুন। হে অনঘ! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমার দুঃখ নিবারণ করিবেন। অতএব আপনার প্রসাদে যেন আমার পুরুষত্ব লাভ হয়। হে যক্ষ! যে পর্য্যন্ত রাজা আমার নগরে প্রবিষ্ট না হন, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন; মহারাজ! তখন যক্ষ দৈবনিপীড়িত হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, হে ভদ্রে! আমি অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব, কিন্তু যেরূপ নিয়ম করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমি আপনার এই পুংচিহ্ন তোমারে প্রদান করিব। পরে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমারে উহা প্রদান করিতে হইবে; ইহা সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী ও গগনবিহারী; সংকল্পমাত্রেই সুসিদ্ধ করিতে পারি। অতএব তুমি আমার প্রসাদে স্বীয় নগর ও বান্ধববর্গের পরিত্রাণ কর। এক্ষণে তুমি প্রতিজ্ঞা করিলেই, আমি তোমার পুরুষত্ব ও হিত সম্পাদন করিব।

শিখণ্ডিনী কহিলেন, হে যক্ষ! আমি নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে; আপনারে পুরুষাকৃতি প্রত্যর্পণ করিব; আপনি কিছু দিনের নিমিত্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করুন। হিরণ্যবর্ম্মা প্রত্যাবৃত্ত হইলে, আমি পুনরায় স্ত্রীরূপ ধারণ করিব; আপনিও পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবেন।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ শপথ বন্ধ পূর্ব্বক লিঙ্গ পরিবর্ত্ত করিলে, স্থূণাকর্ণ স্ত্রীবিগ্রহ ও শিখণ্ডিনী দীপ্যমান যক্ষমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর শিখণ্ডিনী পুরুষলক্ষণ লাভে পরম প্রফুল্ল হইয়া, নগর প্রবেশ পূর্ব্বক দ্রুপদ সমীপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি শুনিয়া যার পর নাই আহ্লাদিত ও সন্তুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ ভবানীপতির বাক্য তাঁহাদের স্মৃতিপথে উপনীত হইল। অনন্তর তিনি হিরণ্যবর্ম্মার সমীপে দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন, মহারাজ! আমার পুত্র পুরুষ; আপনি ইহাতে কোন অবিশ্বাস করিবেন না।

অনন্তর দশার্ণাধিপতি কাম্পিল্য নগরের সন্নিহিত হইয়া, এক ব্রাহ্মণকে সমুচিত সৎকার পূর্ব্বক কহিলেন, আপনি নৃপাধম দ্রুপদকে কহিবেন, রে মূঢ়! তুমি যে আপনার কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যারে প্রার্থনা করিয়াছিলে, অদ্য তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে।

তখন পুরোহিত ব্রাহ্মণ দ্রুপদ সমীপে সমাগত হইলে, দ্রুপদরাজ পুত্রের সহিত গো ও অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজা প্রতিগ্রহ না করিয়া বীরবর হিরণ্যবর্ম্মা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন, হে দুরাচার! তুমি যে আমারে প্রতারণা করিয়াছিলে, অদ্য তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। রে দুর্ম্মতে! তুমি

সংগ্রামে সমাগত হইয়া, আমারে যুদ্ধ দান কর। আমি তোমারে অমাত্য, বান্ধব ও পুত্রের সহিত অবিলম্বেই সংহার করিব।

পুরোহিত দশার্ণাধিপের বচনানুসারে মন্ত্রিগণ সমক্ষে এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দ্রুপদ প্রণয়াবনত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি বৈবাহিকের নিদেশক্রমে আমারে যাহা বলিলেন, আমার এক দূত গমন করিয়া, ইহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। এই বলিয়া দ্রুপদ হিরণ্যবর্ম্মার নিকট এক বেদপারগ ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ দশার্ণাধিপতির সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরীক্ষা করুন, শিখণ্ডী বাস্তবিক স্ত্রী নহেন। বোধ হয়, কোন ব্যক্তি আপনার নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; কিন্তু তাহা শ্রদ্ধেয় নহে।

তখন হিরণ্যবর্ম্মা ম্রিয়মাণ হইয়া, শিখণ্ডী স্ত্রী কি পুরুষ জানিবার জন্য পরম সুন্দরী রমণীদিগকে প্রেরণ করিলেন। তাহারা তত্ত্বার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া, দশার্ণাধিপতি সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিলে, তিনি শুনিয়া যার পর নাই হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং বৈবাহিকের সহিত সমাগত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি শিখণ্ডীরে হস্তী, অশ্ব, গো, বহুসংখ্য দাসী ও ভূরি প্রমাণ অর্থ প্রদান করিয়া, স্বীয় দুহিতারে ভর্ৎসনা করত দ্রুপদ সমীপে সমুচিত সৎকার লাভান্তে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হে রাজন্! হিরণ্যবর্ম্মা রোষ পরিহার পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হইয়া, প্রস্থান করিলে, শিখণ্ডী ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে যক্ষরাজ কুবের লোক মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে স্থূণাকর্ণের গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন।

তিনি ঐ গৃহের উপরিভাগ হইতে দেখিলেন, উহা অতি বিচিত্র। মাল্য ও চন্দ্রাতপে অলঙ্কৃত, উশীরগন্ধে সুরভিত, সর্জরসধূপিত, ধ্বজপতাকা সমন্বিত, মাংস এবং অন্যান্য ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় দ্রব্যে পরিপূর্ণ, মণি রত্ন সুবর্ণে ভূষিত, কুসুমসৌরভসম্পন্ন, এবং সিক্ত ও সংমার্জ্জিত। তিনি তদ্দর্শনে অনুগামী যক্ষদিগকে কহিলেন, হে যক্ষগণ! স্থূণাকর্ণের গৃহ সর্ব্বাংশেই পরম শোভিত দেখিতেছি; কিন্তু সেই মূঢ় আমার নিকট আসিতেছে না কেন? সে যখন আমারে সমাগত জানিয়াও আমার নিকট আসিতেছে না, তখন আমি তাহারে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

যক্ষগণ কহিল, হে যক্ষরাজ! স্থূণাকর্ণ কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে দ্রুপদতনয়া শিখণ্ডিনীরে স্বীয় পুরুষত্ব প্রদান করিয়া স্বয়ং স্ত্রীচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক গৃহে অবস্থান করিতেছেন; লজ্জা বশতঃ আপনার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিতেছেন না। এক্ষণে আপনি বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সবিশেষ শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয়, বিধান করুন। কুবের কহিলেন, হে যক্ষগণ! তোমরা সেই স্থূণাকর্ণকে আমার সমীপে আনয়ন কর। আমি তাহারে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব।

তখন স্থূণাকর্ণ অনুচরমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ শ্রবণ করিয়া,কুবের সমীপে গমন পূর্ব্বক লজ্জা নম্রবদনে দণ্ডায়মান হইল। কুবের ক্রোধভরে শাপ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে স্থূণ! তুমি শিখণ্ডীরে আপন পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার স্ত্রীচিহ্ন পরিগ্রহ পূর্ব্বক যক্ষদিগকে অবমানিত ও নিতান্ত পাপাচরণ করিয়াছ; অতএব তোমার স্ত্রীরূপের কখন ব্যত্যয় হইবে না। তুমি নিতান্ত বিগর্হিত অনুষ্ঠান করিয়াছ, এই জন্য তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে।

অনন্তর যক্ষগণ ‘শাপের অবসান করুন’ এই বলিয়া বারংবার স্থূণের নিমিত্ত কুবেরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি শাপবিমোচনে অভিলাষী হইয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, শিখণ্ডী নিহত হইলে, স্থূণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে; এক্ষণে স্থূণাকর্ণ নিরুদ্বেগ হউক, এই বলিয়া, কুবের পূজালাভ পূর্ব্বক যক্ষগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থূণাকর্ণ শাপগ্রস্ত হইয়া, সেই অরণ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শিখণ্ডী যথাসময়ে আগমন পূর্ব্বক স্থূণের সমীপস্থ হইয়া কহিলেন, হে যক্ষরাজ! আমি সমাগত হইয়াছি।

স্থূণ শিখণ্ডীরে সরলহৃদয়ে আগমন করিতে দেখিয়া, পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! আমি তোমার প্রতি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলাম। অনন্তর স্থূণ শিখণ্ডীর সমীপে আত্মবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন, হে শিখণ্ডী! কুবের তোমার নিমিত্ত আমারে অভিশপ্ত করিয়াছেন। এক্ষণে গমন ও ইচ্ছানুসারে যথাসুখে সর্ব্বলোকে পর্য্যটন কর। তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কুবেরের আগমন উভয়ই প্রাক্তন দৈব নিমিত্তক বোধ হইতেছে। ফলতঃ, ভাগ্য অতিক্রম করা সহজ নহে।

হে ভারত! স্থূণ এইরূপ কহিলে, শিখণ্ডী হর্ষভরে নগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, চৈত্য ও চতুষ্পথ সকলের পূজা করিলেন। দ্রুপদরাজ শিখণ্ডীরে সিদ্ধার্থ দেখিয়া, বন্ধুগণের সহিত নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি শিখণ্ডীরে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার নিমিত্ত দ্রোণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। হে রাজন্! সেই শিখণ্ডী তোমাদেরই সহিত চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছেন। আমি যে সকল জড়াকৃতি অন্ধ ও বধির চর দ্রুপদ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহারাই আমারে এই

বৃত্তান্ত যথাযথ নিবেদন করিয়াছে। কাশীরাজদুহিতা অম্বা এই শিখণ্ডীরূপে দ্রুপদগৃহে অবতরণ করিয়াছেন। এই শিখণ্ডী যুদ্ধার্থ উপনীত হইলে, আমি তাঁহারে ক্ষণমাত্রও অবলোকন বা প্রহার করিব না। পৃথিবীতে আমার এইরূপ ব্রত আছে যে, আমি স্ত্রী, স্ত্রীপূর্ব্ব পুরুষ, বা স্ত্রীনামধারী ও স্ত্রীস্বরূপ পুরুষকে কখন শরাঘাত করি না। হে কৌরব-নন্দন! আমি শিখণ্ডীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এই জন্যই তাহারে সংহার করিব না। ফলতঃ, আমি শিখ-ণ্ডীরে সংহার করিলে, সাধুগণ আমার অপযশ ঘোষণা করি-বেন। অতএব আমি তাহারে সংগ্রামে অবস্থিত দেখিলেও, নিহত করিব না।

রাজা দুর্য্যোধন পিতামহমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করত স্থির করিলেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা মহাবীর ভীষ্মের সমুচিতই হইয়াছে।

পঞ্চনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরীপ্রভাত হইলে, আপ-নার পুত্র দুর্য্যোধন সৈন্যগণসমক্ষে পিতামহকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গাঙ্গেয়! আমার পক্ষীয় আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ। এক্ষণে বলুন, আপনি কতদিনে যুধিষ্ঠিরের হস্ত্যশ্বনরসংকুল, মহারথবহুল, ভীমার্জ্জুন ও ধৃষ্ট-দ্যুম্ন প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত লোকপালসদৃশ বীরগণে পরিরক্ষিত, উদ্বেল সাগরসন্নিভ, অনিবার্য্য, অপ্রধৃষ্য এবং দেবগণেরও অক্ষোভনীয় এই অসীম সৈন্য সংহার করিতে

পারেন? সমরশ্লাঘী কর্ণ, মহাধনুর্দ্ধর আচার্য্য, মহাবল কৃপ ও দ্বিজসত্তম অশ্বত্থামাই বা কত কালে এই সমুদায় বিনষ্ট করিতে পারেন? ইহা জানিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তুমি যে অরাতিগণের বলাবল জানিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছ, ইহা তোমার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি সংগ্রামে যেরূপ শক্তি, শস্ত্রবল ও ভুজবীর্য্য প্রদর্শন করিব, শ্রবণ কর। সমরধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই, অকপট ব্যক্তির সহিত সরল যুদ্ধ এবং মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে দশ সহস্র যোদ্ধা ও এক সহস্র রথী এইরূপে ভাগ কল্পনা করিয়া, পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিব। হে বৎস! আমি বর্ম্মিত ও উৎসাহসম্পন্ন হইয়া, এইরূপ অংশ ও কালনিয়মে শতসহস্রঘাতী শরনিকরে এক মাসমধ্যে সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে সমর্থ হইব।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভরদ্বাজশ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আচার্য্য! আপনি কত দিনে পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হইবেন?

দ্রোণ সহাস্য আস্যে উত্তর করিলেন, হে কৌরবনন্দন! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার তেজ ও চেষ্টারও লাঘব হইয়াছে; তথাপি বোধ হয়, আমিও ভীষ্মের ন্যায় এক মাসমধ্যে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য শস্ত্রানলে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইব। ইহাই আমার পরম শক্তি ও ইহাই আমার পরম বল।

তখন কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি দুই মাসে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে পারিব। অশ্ব-

ত্থামা কহিলেন, আমি দশ রাত্রে এবং কর্ণ কহিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, পাঁচ দিনেই সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত করিব। ভীষ্ম সূতপুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি বাসুদেব রক্ষিত অর্জ্জুনকে রণস্থলে অবলোকন কর নাই বলিয়াই এইরূপ বিবেচনা করিতেছ। কিন্তু পুনরায় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া, এইরূপ বলিতে সমর্থ হইবে না।

——০ঃ০——

ষণ্ণবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অরাতিগণের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, অনুজদিগকে নির্জ্জনে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! ধার্ত্তরাষ্ট্রসৈন্যগণমধ্যে যে সকল চার পুরুষ প্রেরিত হইয়াছিল, অদ্য তাহারা নিশাবসানে আসিয়া আমারে কহিল, মহারাজ! দুর্য্যোধন পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি কত দিনে পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিতে পারিবেন? ভীষ্ম উত্তর করিলেন, হে কৌরব! আমি একমাসে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট করিব। পরে দ্রোণাচার্য্যও এক মাসমধ্যে সমুদায় সৈন্য সংহার করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। গৌতম কহিলেন, আমি দুই মাসে সমস্ত সংহার করিব। অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমি দশ রাত্রে সমুদায় বিনষ্ট করিব। পরে দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি পাঁচ দিনমধ্যে সমগ্র শত্রুবল কবল নিপাতিত করিব। হে অর্জ্জুন! আমি এই জন্যই তোমার বাক্য শুনিতে সমুৎ-

স্ুক হইয়াছি, তুমি কত দিনে সমুদায় কৌরবসৈন্য সংহার করিতে পারিবে বল?

তখন অর্জ্জুন বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! এই সকল চিত্রযোধী অস্ত্রজ্ঞ মহাত্মাগণ আমাদের সৈন্য সংহারে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি মানসিক গ্লানি পরিহার করুন। আমি যথাসত্য বলিতেছি, বাসুদেবসহায় হইয়া, এক রথেই ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুদায় সংহার করিতে পারি। কৈরাত দ্বন্দযুদ্ধে ভগবান্ পশুপতি আমারে যে ঘোরতর মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার নিকটেই আছে। শূলপাণি যুগান্তে সমুদায় ভূত সংহরণ পূর্ব্বক ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করেন। কর্ণের কথা দূরে থাক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামাও এই অস্ত্র পরিজ্ঞাত নহেন। কিন্তু দিব্যাস্ত্র দ্বারা ইতর ব্যক্তিরে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং আমরা আর্জব যুদ্ধ দ্বারা শত্রুদিগকে পরাজয় করিব। আর এই সমস্ত পুরুষব্যাঘ্রগণ আপনার সহায়, ইহাঁরা সকলেই দিব্যাস্ত্রকোবিদ, যুদ্ধোৎসাহসম্পন্ন, অপরাজিত এবং দারক্রিয়াকালে যাগানুষ্ঠান করিয়াছেন। শিখণ্ডী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, ভীষ্ম, দ্রোণ তুল্য বিরাট, দ্রুপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল হৈড়িম্বেয়, তৎপুত্র অঞ্জনপর্ব্বা, প্রবল পরাক্রান্ত রণকোবিদ সাত্যকি, অভিমন্যু, ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, ইহাঁরা দেবসেনাদিগকেও সংহার করিতে পারেন। আপনিও ত্রৈলোক্য বিনাশে সমর্থ এবং ক্রোধভরে যাহারে নিরীক্ষণ করেন, তৎক্ষণাৎ তাহার জীবিতাশা বিনষ্ট হয়।

সপ্তনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

—০—

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর সুবিমল প্রভাতসময়ে নরপতিগণ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে স্নানান্তে পরম পবিত্র হইয়া, মাল্য ও শুক্ল বসন পরিধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ এবং স্বস্তিবাচন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া, পাণ্ডবগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হে রাজন্! ইহাঁরা সকলেই ব্রহ্মবিৎ, শূর, সুচরিতব্রত, সকলেই কামচারী ও আহবলক্ষণসম্পন্ন। তৎকালে তাঁহারা সকলেই পরস্পর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সংগ্রামে পরবল পরাজয়ে সমুৎসুক হইয়া, একাগ্রহৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। অবন্তী দেশীয় রাজা বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকয় ও বাহ্লিকগণ দ্রোণাচার্য্যের অনুগামী হইলেন। অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য, উদীচ্য, পার্ব্বতীয়, শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশাতিবর্গ, এবং গান্ধাররাজ শকুনি স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহারে বেষ্টন করিয়া, দ্বিতীয় বলে সংশ্লিষ্ট হইলেন। সহানীক কৃতবর্ম্মা, মহারথ ত্রিগর্ত্ত, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও কোশলাধিপতি বৃহদ্রথ, ইহাঁরা ভ্রাতৃগণপরিবারিত রাজা দুর্য্যোধনের অনুগমন করিলেন। এইরূপে মহারথ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সমবেত হইয়া, কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্দ্ধে ন্যায়ানুসারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! দুর্য্যোধন দ্বিতীয় হস্তিনা নগরের ন্যায় যে অলঙ্কৃত শিবির সমস্ত নির্ম্মিত করিয়াছিলেন, সুনিপুণ নাগরিকেরাও তাহার ও নগরের বৈলক্ষণ্য জানিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত রাজাদিগের বাসার্থ যে সমস্ত শত সহস্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎসমস্তও

প্রকৃত দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সন্নিবেশিত সেনানিবেশ সমস্ত রণভূমির পঞ্চ যোজন পরিমিত মণ্ডলাকার স্থান পরিব্যাপ্ত করিল। মহীপতিগণ উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই সকল বিবিধ দ্রব্যসম্পন্ন সেনানিবেশে প্রবেশ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সৈন্য, অশ্ব, গজ ও মনুষ্য সমভিব্যাহারী সেই সমস্ত মহাত্মাগণের যথাবিধি ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া, শিল্পোপজীবী, অনুচর, সূত, মাগধ, বন্দী, বণিক্, পণিকা, চার ও দর্শকদিগের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

—— ——

অষ্টনবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভারত! রাজা যুধিষ্ঠিরও সেইরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি চেদি, কাশি ও করুষদিগের নেতা দৃঢ়বিক্রম অরাতিনিহন্তা ধৃষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ, যুযুধান, শিখণ্ডী, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা, সকলকেই যুদ্ধার্থ আদেশ করিলেন। তখন সেই সকল বীরগণ সুবর্ণকুণ্ডল ও বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক আজ্যাবসিক্ত যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় ও প্রজ্বলিত গ্রহরাজির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত নরপতিদিগকে গজ, অশ্ব, সৈন্য, বাহন, পরিচারক ও শিল্পোজীবদিগের সহিত যথাবিধি পূজা করিয়া, ভোক্ষ্যভোজ্য প্রদানান্তে যুদ্ধ যাত্রায় অনুমতি করিলেন। তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রগামী করিয়া, বৃহন্ত, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে প্রেরণ পূর্ব্বক ভীম, যুযুধান ও অর্জ্জুনকে দ্বিতীয়

বলবন্ধ স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। তখন যোধবর্গ অশ্বদিগের আভরণ সমারোপণ, ইতস্ততঃ ধারণ ও বিচরণ করিয়া, সিংহ-নাদে গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং বিরাট, দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপতিগণের সহিত তাঁহাদের অনু-গামী হইলেন। তখন ধনুর্দ্ধারিগণবেষ্টিত ধৃষ্টদ্যুম্নপরিপালিত পাণ্ডবসেনা পূর্ণপ্রবাহশালিনী জাহ্নবীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর ধীমান্ ধর্ম্মরাজ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বুদ্ধিভ্রম উৎ-পাদনার্থ পুনরায় অন্যপ্রকারে সৈন্য যোজনা করিলেন। ধনু-র্দ্ধারিপ্রধান দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, প্রভদ্রকগণ, এবং দশসহস্র অশ্ব, দুই সহস্র গজ, অযুত পদাতি ও পঞ্চশত রথ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহকারী হইলেন। বিরাট, ও জয়ৎসেন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা এবং কৃষ্ণ অর্জ্জুন মধ্যবলের অনুসরণ করিলেন। শূরাধিষ্ঠিত বিংশতি সহস্র অশ্ব, পঞ্চ সহস্র হস্তী, পঞ্চ সহস্র রথ এবং পদাতি কার্ম্মুকধারী সহস্র সহস্র বীর্য্যশালী তাঁহাদের অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং বহু সহস্র নৃপতি, বহু সহস্র মাতঙ্গ, অযুত অযুত অশ্ব, সহস্র সহস্র রথ ও বহুসহস্রপদাতি পরি-বেষ্টিত সৈন্যমধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। বহুতর সেনাপরিবৃত চেকিতান, চেদীশ্বর ধৃষ্টকেতু, শত সহস্র রথা-ধিষ্ঠিত বৃষ্ণিপ্রধান সাত্যকি তাঁহার অনুগমন করিলেন। পুরুষাগ্রণী ক্ষত্রদেব ও ক্ষত্রহা সৈন্যের পশ্চাৎভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। সহস্র হস্তী ও অযুত সংখ্যক অশ্ব শকট, বণিক্, বেশ্যা, বাহকগণের অধিষ্ঠিত স্থানে নিয়োজিত হইল। ধর্ম্মরাজ নাগবল, বালক, স্ত্রী, দুর্ব্বল ব্যক্তি ও কোষসঞ্চয়বাহী কোষাগার সমস্ত সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গমন করিতে

সত্যধৃতি সৌচিত্তি, শ্রেণিমান্, বসুদান,
বং তাঁহাদের অনুযায়ী বিংশতি সহস্র
ত দশ কোটি অশ্ব, এবং ঈষের ন্যায়
মদস্রাবী বিংশতি সহস্র মাতঙ্গ তাঁহার
রাজের সপ্ত অক্ষৌহিণীর অন্তর্নিবিষ্ট
য় মদস্রাবী সপ্ততি সহস্র রণমাতঙ্গ
ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।
স্র সহস্র ও অযুত অযুত মনুষ্য স্ব স্ব
ভিব্যাহারে প্রফুল্লহৃদয়ে সিংহনাদ করত
ী হইল। এতদ্ব্যতীত সহস্র সহস্র ও
ফুল্লহৃদয়ে সহস্র সহস্র ও অযুত অযুত
রিতে লাগিল।

ন্ যুধিষ্ঠির এইরূপ ভীষণ বল সমভি-
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

াপাখ্যান পর্ব্ব সমাপ্ত।

উদ্যোগ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

———